মারিও পুজো'র

গডফাদার

মূল উপন্যাসের পূর্ণাঙ্গ বাংলা অনুবাদ:

মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন

দুর্বল যখন আদালতের সুবিচার পায় না তখন হাজির হয় এক গোপন বিচারকের কাছে। রাজনীতিবিদরা ক্ষমতার স্বাদ নিতে আর ব্যবসায়ীরা সাহায্যের জন্যে ছুটে যান তাঁরই কাছে।

নিজেই নিজের নিয়ম তৈরি ক'রে সৃষ্টি করেছেন এক জগৎ। সেই জগতে তিনিই একচ্ছত্র অধিপতি। স্নেহবৎসল পিতা আর নিজের নিয়মে তিনি একজন নীতিবানও বটে। যারা তাঁর বন্ধু তাঁদের জন্যে নিজের জীবন বিপন্ন করেন। শত্রুর কাছে এক ভয়ংকর বিভীষিকা। হিংস্রতা আর ক্রূরতায় অনন্য।

তিনি বিশ্বাস করেন প্রতিটি মানুষের একটাই নিয়তি থাকে আর সেটা তৈরি হয় ঘটনাচক্রে।

সমাজের ভেতরে সমাজ আর রাষ্ট্রের ভেতরে রাষ্ট্রের যে জগৎ সেই জগতের শক্তি কেন্দ্রে ব'সে সবার অলক্ষ্যে কল-কাঠি নাড়েন গডফাদার।

'বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে সবচেয়ে বেশী পঠিত উপন্যাস পুজো'র গডফাদার'

-টাইম

'গডফাদার উপন্যাসটি এই পর্যন্ত শুধুমাত্র ইংরেজি ভাষায় ৩ কোটি কপি বিক্রি হয়েছে'

-বুক ওয়ার্ল্ড

'একটি আলোড়ন সৃষ্টিকারী সফলতা'

-সানডে এক্সপ্রেস

'গডফাদার ছবিটি দেখে উপন্যাসটি সম্পর্কে সম্যক ধারণা পাওয়া অসম্ভব। এই উপন্যাসটি সুদীর্ঘ কিন্তু সুপাঠ্য। আগ্রহী পাঠকদের উচিত গডফাদার উপন্যাসটি কিনে পড়া। এটা হবে একটা লাইফ টাইম এক্সপিরিয়েন্স'

–যায়যায়দিন

'আমেরিকান মাফিয়ার চমকপ্রদ আর মহাকাব্যিক রক্তাক্ত অধ্যায়'

-সানডে টাইম্‌স

বইয়ের আলোয় আলোকিত হোন...

মারিও পুজো'র
গডফাদার

অনুবাদ:
মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন

বাতিঘর

মারিও পুজো ১৯২০ সালে ম্যানহাটনের হেলস কিচেন'এ জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর বাবা মা ইতালির নেপল্স থেকে ইমিগ্রান্ট হয়ে আমেরিকাতে এসেছিলেন।
কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটিতে পড়াশুনা করার পর পুজো দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় আমেরিকান এয়ার ফোর্সে যোগ দেন।
মারিও পুজো দশটি চিত্র নাট্যেরও রচয়িতা, যার মধ্যে *সুপার ম্যান* এবং *সুপার ম্যান-২* সহ গডফাদারের দুটি পর্ব রয়েছে।
গডফাদারের চিত্রনাট্যের জন্য দু'বার অস্কার পেয়েছেন তিনি। ৭৮ বৎসর বয়সে ১৯৯৯ সালে পুজো'র মৃত্যু হয়।

মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন-এর জন্ম ঢাকায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইন্সটিটিউটে এক বছর পড়াশোনা করলেও পরবর্তীতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ থেকে মাস্টার্স সম্পন্ন করেন।

সাড়া জাগানো উপন্যাস *দ্য দা ভিঞ্চি কোড, দ্য ডে অব দি জ্যাকেল, দ্য সাইলেন্স অব দি ল্যাম্বস্, ডিসেপশন পয়েন্ট, আইকন, মোনালিসা, পেলিকান বৃফ, এ্যাবসলিউট পাওয়ার, ওডেসা ফাইল* এবং *দান্তে ক্লাব* সহ বেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ অনুবাদ করেছেন।

বাতিঘর প্রকাশনী থেকে শীঘ্রই বের হচ্ছে অ্যালিস্টেয়ার ম্যাকলিন এর রেড এ্যালার্ট।

মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন-এর মৌলিক থৃলার ম্যাজিশিয়ান, *নেমেসিস* এবং *মেডুসা কানেকশান* শীঘ্রই প্রকাশ হতে যাচ্ছে।

E-mail : naazims2006@yahoo.com

মারিও পুজো'র

কালজয়ী উপন্যাস

গডফাদার

অনুবাদ : মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন

প্রতিটি ঐশ্বর্যের পেছনে রয়েছে একটি অপরাধ।

–অনূরে দ্য বালজাক

এক

সুবিচারের আশায় আমেরিগো বনাসেরা নিউইয়র্কের তিন নম্বর ফৌজদারি আদালতে ব'সে আছে, যারা তার মেয়েকে নির্মমভাবে নির্যাতন করেছে, তার মান-সম্মান নষ্ট করার চেষ্টা করেছে, তাদের ওপর প্রতিশোধের আশায়।

ভারিক্কি শরীরের বিচারক জামার আস্তিন গুটিয়ে নিলেন, যেনো তার সামনে দাঁড়ানো দুই যুবককে ধ'রে মারবেন। একটা তীব্র ঘৃণায় তার মুখটা কাঁপছে। তা সত্ত্বেও আমেরিগো বনাসেরা টের পাচ্ছে, এর মধ্যে কোথাও একটা বিশ্রী চালাকি আছে। যদিও সেটা বুঝতে পারছে না সে।

রুক্ষভাবে বিচারক বললেন, "জঘন্য কাজ করেছো তোমরা।" *ঠিক, ঠিক। জানোয়ার, একেবারে জানোয়ার*, আমেরিগো বনাসেরা মনে মনে বললো। দুই যুবকের চক্‌চকে চুল ছোট ক'রে ছাঁটা, ঘষা-মাজা কাটা-কাটা মুখ চোখ বিনীত অনুতাপে নামানো, বাধ্য ছেলের মতো মাথা নিচু করে রেখেছে।

বিচারক বললেন, "জঙ্গলের জন্তু-জানোয়ারের মতো কাজ করেছো। তোমাদের ভাগ্য ভালো যে, বেচারীর সতীত্ব নষ্ট করতে পারো নি, তা করলে তোমাদেরকে বিশ বছরের জেল দিতাম।" বিচারক থামলেন, তার অদ্ভুত ঘন ভুরু দেখে শ্রদ্ধা জাগে, তার নীচ থেকে চোখজোড়া চতুরভাবে আমেরিগো বনাসেরার ফ্যাকাশে মুখের দিকে এক মুহূর্ত দেখে সামনে টেবিলের ওপর রাখা রিপোর্টগুলোর ওপর নেমে এলো। একটু ভ্রূ কুচ্‌কে, কাঁধ তুললেন, যেনো নিজের স্বাভাবিক ইচ্ছের বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত নিতে হচ্ছে। তারপর আবার বললেন, "কিন্তু তোমাদের বয়স যেহেতু কম, এর আগে কখনও এধরনের অপরাধ করো নি, তাছাড়া অভিজাত পরিবারের ছেলে তোমরা, সবচাইতে বড় কথা আইনের অপার মহিমা তা কখনই প্রতিশোধ দাবি করে না, এসব কারণে তোমাদের তিন বছরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করলাম। দণ্ড মওকুফ রইলো।"

পেশাদারী শোক প্রকাশের চল্লিশ বছরের অভিজ্ঞতার কারণে হতাশায় আর বিদ্বেষে অভিভূত হলেও আমেরিগো বনাসেরার মুখে কিছু প্রকাশ পেলো না। তার সুন্দরী মেয়েটি এখনও হাসপাতালে শুয়ে আছে, তার দিয়ে আঁটকানো আছে তার ভাঙা চোয়াল; এদিকে এই অমানুষ দুটো বেকসুর খালাস পেয়ে গেলো! সবটাই তাহলে প্রহসন। বনাসেরা দেখলো আদরের ছেলেদের মা-বাবারা পরম আহ্লাদে তাদের ঘিরে ধরেছে। সবাই এখন কতো সুখি, মুখে তাদের হাসি উপচে পড়ছে। বনাসেরার গলা দিয়ে কালো পিত্তি উঠে এলো, কী টক, কী তিতা, দাঁতে দাঁত চেপে রেখেছিলো সে, তবু ফাঁক দিয়ে কিছুটা পিত্তি গড়িয়ে পড়লো।

ঠোঁটের সাদা মিহি সুতির রুমাল চেপে ধরলো আমেরিগো। দেখতে পেলো দু'দিকের বেঞ্চের মাঝখান দিয়ে বড় বড় পা ফেলে ছেলে দুটো চ'লে গেলো। কী আত্ম-প্রত্যয়ে ভরা শান্ত দৃষ্টি তাদের, মুখে হাসি, তার দিকে একবার ফিরেও চাইলো না। ওদের চ'লে যেতে দিলো সে, একটি কথাও বললো না, শুধু পরিষ্কার রুমালটি মুখের ওপর চেপে ধ'রে রইলো।

তততাক্ষণে জানোয়ার দুটোর মা-বাবাও এসে পড়েছে, দু'জন পুরুষ, দু'জন মহিলা, তারই সমবয়সী, তবে সাজ-গোজে তার চাইতেও আরেকটু মার্কিনী ধরনের। তার দিকে একটু লজ্জিতভাবে তাকিয়ে আছে কিন্তু চোখে একটা অদ্ভুত বেপরোয়া বিজয়ের ভাবও রয়েছে।

সংযমের বাঁধ ভেঙে বনাসেরা এবার সামনে ঝুঁকে প'ড়ে ভাঙা গলায় চিৎকার ক'রে উঠলো, "আমি যেমন কেঁদেছি, তোমরাও তেমনি কাঁদবে–তোমাদের ছেলেরা আমাকে যেমন কাঁদিয়েছে, আমিও তেমনি তোমাদের কাঁদাবো।" রুমালটা ততোক্ষণে বনাসেরার চোখের উপরে উঠে গেছে। পেছনে থাকা বিবাদী পক্ষের উকিলেরা মক্কেলদের একসঙ্গে জড়ো ক'রে একটা দল পাকিয়ে ফেললে ছেলে দুটোও দাঁড়িয়ে পড়লো যেনো বাপ-মাকে রক্ষা করার জন্য। লম্বা-চওড়া এক বেলিফ তাড়াতাড়ি বনাসেরার কাছে ছুটে এসে তার সাম পথ আগলে দাঁড়াতে গেলো কিন্তু তার কোনো দরকারই নেই।

যতোকাল ধ'রে আমেরিকায় বাস করছে, এখানকার আইন-শৃঙ্খলার ওপর আমেরিগো বনাসেরার প্রবল আস্থা ছিলো। এর ফলে তার বৈষয়িক উন্নতিও হয়েছে কিন্তু এই মূহূর্তে বিদ্বেষে তার মাথায় আগুন জ্বলছে, একটা বন্দুক কিনে ঐ দুই ছোকরাকে হত্যা করার উন্মত্ত বাসনায় মাথার খুলি ভন্-ভন্ করছে তার। স্ত্রীর দিকে ফিরলো বনাসেরা, সে এখনও কিছু বুঝে উঠতে পারে নি। বনাসেরা তাকে বুঝিয়ে বললো, "ওরা আমাদের বোকা বানিয়েছে।" একটু থেমে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললো সে, "যা থাকে কপালে, ন্যায়বিচারের জন্য ডন কর্লিয়নির কাছে হাঁটু গেড়ে কেঁদে পড়তে হবে।"

এদিকে লস অ্যাঞ্জেলেসের একটা জাঁকজমকপূর্ণ হোটেলের চমৎকার সুইটে সাধারণ কোনো স্বামীর মতোই জনি ফন্টেন ঈর্ষার চোটে মদ খেয়ে চুর হয়ে আছে। একটা লাল সোফায় শুয়ে শুয়ে হাতে এক বোতল স্কচ্-হুইস্কি নিয়ে পান ক'রে যাচ্ছে সে, তারপর উঠে গিয়ে পানি আর বরফের টুকরায় ভরা একটা কাঁচের বালতিতে মুখ ডুবিয়ে মদের স্বাদ ধুয়ে ফেললো জনি।

ভোর চারটা, জনি মাতাল-স্বপ্ন দেখছে দুশ্চরিত্রা স্ত্রী বাড়ি ফিরলেই তাকে খুন ক'রে ফেলবে। অবশ্য যদি সে আদৌ বাড়ি ফেরে। প্রথম স্ত্রীকে ফোন ক'রে মেয়ে দুটোর খবর নেওয়ার জন্যে খুব বেশি দেরি হয়ে গেছে আর বন্ধুদের কাউকে ডাকার ব্যাপারেও মন সায় দিচ্ছে না। জনির কর্মজীবনের সাফল্য খুব দ্রুত ধাপে-ধাপে নেমে যাচ্ছে। এমনও সময় ছিলো, যখন ভোর চারটার সময় ডাকলে ওরা ধন্য হয়ে যেতো; এখন ওরা বিরক্ত হয়। এই আমেরিকার চলচ্চিত্রের সেরা তারকারাও জনির ব্যক্তিগত সমস্যার কথা শুনতে ব্যাকুল হয়ে উঠতো।

স্কচের বোতল থেকে আরেক ঢোক গিলতেই অবশেষে দরজায় স্ত্রীর চাবি ঘোরানোর শব্দ কানে এলো; তবু জনি মদ গিলে চললো যতোক্ষণ না ঘরে ঢুকে ওর সামনে দাঁড়ালো সে। তার চোখে এই মেয়ে কি অপূর্ব সুন্দর, দেবীর মতো মুখ, গভীর বেগুনী চোখ, কী চিকন,

ছিমছাম নিখুঁত দেহ। রূপালী পর্দায় সেই রূপ শতগুণে বেড়ে যায়। পৃথিবীর দশ কোটি পুরুষ মার্গট অ্যাশটনের প্রেমে পাগল। রূপালী পর্দায় তাব মুখ দেখার জন্য তারা টাকা খরচ করে।

জনি ফন্টেন জিজ্ঞেস করলো, "কোন্ জাহান্নামে গিয়েছিলে?"

"একটু ঢলাঢলি করতে বেরিয়েছিলাম," মার্গট বললো।

জনির মাতলামির তীব্রতা সে টের পায় নি। এক লাফে কক্টেল-টেবিল ডিঙিয়ে জনি ওর গলা চেপে ধরলেও সেই অপরূপ মুখের কাছে আসামাত্র তার রাগ প'ড়ে গেলো; আবার অসহায় হ'য়ে পড়লো জনি। ভুলক্রমে ব্যঙ্গ ক'রে হাসলো মার্গট, অমনি ঘুষি মেরে বসলো জনি, চিৎকার ক'রে উঠলো মার্গট, "মুখে না জনি, আমি এখন ছবিতে কাজ করছি।"

হেসে উঠলো সে। পেটে একটা ঘুষি মারতেই মার্গট মাটিতে প'ড়ে যেতেই জনি তার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়লো। নিঃশ্বাস নেবার জন্য হাঁস-ফাঁস করছে মার্গট। তারপর ওর হাতে আর রেশমের মতো মসৃণ রোদে-রাঙা পায়ে ঘুষি মারতে লাগলো জনি। বহু আগে জনি যখন বয়সে কিশোর ছিলো, নিউইয়র্কের গুণ্ডা-পাড়া, হেল্স্ কিচেনে যেমন ক'রে নাকে-মুখে ছোটো ছেলেদের ঠ্যাঙাতো, তেমনি ক'রে আজ স্ত্রীকে ঠ্যাঙালো। খুব ব্যথা লাগলো বটে, কিন্তু দাঁত ন'ড়ে, নাক ভেঙে স্থায়ীভাবে তার রূপ নষ্ট হলো না।

তবু যথেষ্ট জোরে মারে নি। মানে মারতে পারে নি। তার দিকে চেয়ে ফিক্‌ফিক্ ক'রে হাসছে মেয়েটি। হাত পা ছড়িয়ে মাটিতে শুয়ে আছে, ব্রোকেডের গাউন উরুর ওপর উঠে গেছে, তবু হাসির ফাঁকেফাঁকে ওকে বিদ্রূপ ক'রে বলছে, "এসো না, আমার ভেতরে ঢোকাও জনি, আসলে তাই তো চাও।"

জনি উঠে পড়লো। মাটিতে শোয়া ঐ মেয়ে ওর দু'চোখের বিষ, কিন্তু ঐ রূপ যেনো একটা জাদু-করা ঢালের মতো। গড়িয়ে স'রে গিয়ে, নর্তকীর মতো এক লাফে উঠে প'ড়ে জনির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ছোটো মেয়ের মতো ব্যঙ্গ ক'রে সে নেচে-নেচে সুর ক'রে বলতে লাগলো, "জনি আমাকে মারে নি! জনি আমাকে মারে নি!" তারপর কেমন যেনো বিষণ্নতার সঙ্গে, গম্ভীর সৌন্দর্যে মণ্ডিত হ'য়ে বললো, "আরে আহাম্মক, ছোটো ছেলের মতো হাতে-পায়ে জং ধরিয়ে দিলি, হারামজাদা! জনি, তুমি চিরকালই বোকা, কাঁচা, স্বপ্নবিলাসী! প্রেম পড়া ছোটো ছেলেদের মতো। তুমি এখনও ভাবো মেয়েদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হওয়া বুঝি যেসব ন্যাকা গান গাইতে তুমি, সেইরকম!" মাথা নেড়ে সে আবার বললো, "বেচারা জনি। গুডবাই, জনি।" এই ব'লে শোবার ঘরে গিয়ে ঢুকলে দরজায় চাবি ঘোরানোর শব্দ শুনতে পেলো জনি।

দু'হাতে মুখ ঢেকে মাটিতে ব'সে রইলো সে। গ্লানিকর, অপমানজনক নৈরাশ্যে মন অভিভূত হয়ে পড়লো। তারপর যে প্রাণশক্তির জোড়ে রাস্তার ছেলেরা বাঁচে, যার জন্য হলিউডের জঙ্গলে ওর আজও বেঁচে থাকা সম্ভব হয়েছে, তারই জোড়ে ফোন তুলে জনি এয়ার-পোর্টে যাবার জন্য একটা ট্যাক্সি ডাকলো। নিউইয়র্কে যেতে হবে। তার এখন যে ক্ষমতার, যে বিচক্ষণতার দরকার, যে ভালোবাসার ওপর নির্ভর করতে পারে সে, পৃথিবীতে একটিমাত্র লোকের কাছেই সেসব আছে, তার কাছেই যাবে জনি। তার গডফাদার ডন কর্লিয়নি।

নাজোরিনি রুটি তৈরি করে, চেহারাটাও তার প্রকাণ্ড ইতালিয় রুটির মতোই ফোলা-ফোলা, মচ্‌মচে। সারা গায়ে ময়দা মেখে, নিজের স্ত্রী, বিয়ে-যোগ্য মেয়ে ক্যাথারিন আর ওর সহকারী এন্‌জোর দিকে ভুরু কুঁচ্‌কে তাকিয়ে আছে সে। কাপড় ছেড়ে এন্‌জো আবার তার যুদ্ধবন্দীর উর্দি পরে আছে; জামার হাতায় সবুজ অক্ষরে লেখা একটা ব্যান্ড। এই ব্যাপারের জন্য গর্ভনর্স আইল্যান্ডে হাজিরা দিতে যদি দেরি হয়ে যায়, এই ভয়েই সে পেরেশান। হাজার-হাজার ইতালিয় যুদ্ধবন্দীকে সে সময়ে রোজ প্যারোলে ছেড়ে দেয়া হতো, যাতে তারা মার্কিন-অর্থনীতির উন্নতির জন্য কাজ করতে পারে। এন্‌জোর সবসময়ই ভয় এই বুঝি ওর অনুমতি বাতিল হয়ে যাবে।

কাজেই আজকের এই ছোটো-খাটো প্রহসনটি তার কাছে একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার।

নাজোরিনি মরিয়া হয়ে জিজ্ঞেস করলো, "তুমি কি আমার মেয়ের ধর্মনষ্ট করেছো? স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ একটা ছোটো পোটলা দিয়েছো ওকে? এখন যুদ্ধ থেমে গেছে, এবার আমেরিকা তোমার পাছায় লাথি মেরে তোমাকে সিসিলির সেই অজো পাড়া-গাঁয়ে ফেরত পাঠাবে, সেটা কি তুমি জানো?"

এন্‌জো খুব বেঁটে, গাঁট্টা-গোট্টা একজন মানুষ; বুকের ওপর হাত রেখে কাঁদো-কাঁদো ভাবে কিন্তু খুব বুদ্ধি ক'রে বললো, "মহাজন, জিশুর মায়ের কসম, আমি কখনও আপনার দয়ার সুবিধা নেই নি। আপনার মেয়েকে আমি ভালোবাসি, শ্রদ্ধা করি। বিনীতভাবে বলছি, তাকে আমি বিয়ে করতে চাই। আমি জানি আমার কোনো অধিকার নেই, কিন্তু ওরা আমাকে একবার ইতালি পাঠালে আর আমার আমেরিকায় ফেরা হবে না। তাহলে ক্যাথারিনকে আমি বিয়ে করতে পারবো না।"

নাজোরিনির স্ত্রী ফিলোমিনার সোজা কথা, "ওসব ঢং রাখো।" তারপর নাদুস-নুদুস স্বামীকে বললো, "জানোই তো তোমাকে কি করতে হবে। এন্‌জোকে এখানে লং-আইল্যান্ডে আমাদের আত্মীয়স্বজনদের কাছে লুকিয়ে রাখবে।"

ক্যাথারিন কান্না-কাটি করলো, এরই মধ্যে বেশ মোটা হয়ে পড়েছে সে, সাদামাটা মুখ, তাতে মিহি একটু গোঁফের রেখা। এন্‌জোর মতো সুদর্শন স্বামী আর কোথাও সে পাবে না, আর কোনো পুরুষমানুষ অমন শ্রদ্ধাপূর্ণ প্রেমের সঙ্গে ওর শরীরের গোপন জায়গাগুলোতে হাত দেবে না। চেঁচিয়ে-মেচিয়ে বাপকে ক্যাথারিন বললো, "আমি ইতালিতে গিয়ে থাকবো। তোমরা এন্‌জোকে এখানে রাখার ব্যবস্থা না করলে, আমিও পালিয়ে যাবো!"

নাজোরিনি চতুর চোখে ওর দিকে তাকালো। খুব সেয়ানা তার এই মেয়েটা। নাজোরিনি লক্ষ্য করেছে এন্‌জো যখন তন্দুর থেকে গরম-গরম রুটি বের ক'রে খদ্দেরদের টেবিলের টুকরি বোঝাই করে তখন ক্যাথারিনের পেছনে একটুখানি জায়গা দিয়ে তাকে যাওয়া-আসা করতে হতো আর ক্যাথারিন তার পরিপুষ্ট পশ্চাৎভাগটি ইচ্ছে ক'রে ওর গায়ে ঘষে। সময়মতো ব্যবস্থা না করলে এই হারামজাদার গরম রুটি ঐ মেয়ের তন্দুরে ঢুকবে। এন্‌জোকে আমেরিকাতে ধ'রে রাখতে হবে, ওকে আমেরিকার নাগরিক বানাতে হবে। একটিমাত্র লোক আছে যে এই বন্দোবস্ত করতে পারবে। সে হলো গডফাদার, ডন কর্লিয়নি।

১৯৪৫ সালের আগস্ট মাসের শেষ শনিবার, মিস কনস্ট্যান্‌সিয়া কর্লিয়নির বিয়েতে উপস্থিত থাকার জন্য এরা সবাই এবং আরো অনেকে এনগ্রেভ করা নিমন্ত্রণপত্র পেয়েছিলো। কনের বাবা ডন ভিটো কর্লিয়নি কখনো পুরনো বন্ধু কিংবা প্রতিবেশীদের কথা ভুলে যান নি, যদিও আজকাল তিনি লং-আইল্যান্ডে বিশাল এক বাড়িতে থাকেন। ঐ বাড়িতেই বিয়ের উৎসব হবে, সারাদিন ধ'রে আমোদ আহ্লাদ চলবে। একটা এলাহি ব্যাপার, সে বিষয়ে কোনো সন্দহ নেই। জাপানিদের সঙ্গে যুদ্ধ সবে থেমে গেছে কাজেই কারো ছেলে যুদ্ধ করছে এ দুশ্চিন্তা সেদিনের আমোদ-প্রমোদকে ম্লান ক'রে দেবে না। মনের আনন্দ প্রকাশ করতে হলে বিয়ে বাড়ির মতো আর কোনো জায়গা আছে কি!

অতএব সেই শনিবারের সকালে ডন কর্লিয়নির বন্ধু-বান্ধবরা তার সম্মান রক্ষার্থে নিউইর্য়ক শহর থেকে স্রোতের মতো বেরিয়ে আসতে লাগলো। চেক্-টেক্ নয়, প্রত্যেকে ঘি-রঙের খামে ভ'রে টাকা নিয়ে আসছে বিয়েতে উপহার দেবার জন্য। প্রত্যেকটি খামে একটা ক'রে কার্ডে দাতার পরিচয় দেয়া আছে, তাতে করে গডফাদারের প্রতি তাদের ভক্তির মাত্রাটাও প্রকাশ পাচ্ছে। সত্যি বলতে কী তিনিও এরকম ভক্তির যোগ্য ব্যক্তি।

সাহায্যের জন্য সবাই ডন ভিটো কর্লিয়নির কাছে আসে, কাউকে তিনি ফিরিয়ে দেন না, কাউকে তিনি ভুয়া প্রতিশ্রুতি দেন না, কাপুরুষের মতো এ-কথাও বলেন না যে তার চাইতেও প্রবল কোনো শক্তির কারণে তার হাত-পা বাঁধা। সাহায্য পেতে হলে তার সঙ্গে বন্ধুত্ব থাকারও দরকার নেই, তার সেই ঋণ শোধ করবার সঙ্গতি না থাকলেও কিছু এসে যায় না। কেবল একটি জিনিসের প্রয়োজন, সেটি হলো, প্রার্থীকে যেচে গিয়ে বন্ধুত্ব নিবেদন করতে হবে। তা হলেই প্রার্থী যতো দরিদ্র আর দুর্বলই হোক না কেন, ডন কর্লিয়নি বুক পেতে তার সমস্ত দুশ্চিন্তা নিজে গ্রহণ করবেন। আর সেই দুঃখের কারণ দূর করার পথে কোনো বাঁধাকেই তিনি মানবেন না। তার পুরুস্কার? বন্ধুত্ব, মর্যাদাসূচক 'ডন' উপাধি, কিংবা কখনও কখনও তার চাইতেও স্নেহের সম্বোধন, 'গডফাদার।' আর হয়তো শ্রদ্ধা জানাবার উদ্দেশ্যে, লাভের জন্য নয়, তার বড়দিনের ভোজের জন্য এক গ্যালন ঘরে তৈরি মদ, কিংবা সযত্নে বেক করা এক ঝুড়ি নিমকি। তাছাড়া এই রকম বোঝাবুঝি ছিলো যে, যদিও ব্যাপারটা একটু লৌকিকতা ছাড়া কিছুই নয়, তবু গিয়ে বলতে হবে যে, তার কাছে তুমি ঋণী আর ছোটো-খাটো কোনো কাজ দিয়ে সে ঋণ পরিশোধ করতে বলার অধিকার তার রয়েছে।

আজকে মেয়ের বিয়ের এই শুভদিনে, ডন ভিটো কর্লিয়নি তার লংবিচের বাড়ির সদর দরজায় দাঁড়িয়ে অতিথিদের অভ্যর্থনা জানাচ্ছেন; তারা সবাই তার পরিচিত, সবাইকে তিনি বিশ্বাস করেন। তাদের মধ্যে অনেকে তাদের সমস্ত জীবনের সাফল্যের জন্য তার কাছে ঋণী; আজ এই আন্তরিক উপলক্ষে তারা তাকে সামনাসামনি গডফাদার ব'লে ডাকারও সাহস পাচ্ছে। বাড়ির কাজকর্ম করছে যারা, তারাও তার বন্ধু-বান্ধব। পানীয়ের টেবিলে মদ ঢেলে দিচ্ছে যে সেও তার এক পুরনো সঙ্গী; সুপটু পরিচালনা ছাড়া সমস্ত মদও তারই দেয়া। পরিবেশকরা তার ছেলেদের বন্ধু-বান্ধব। বাগানের মধ্যে পিকনিকের টেবিলে সাজানো উপাদেয় খাবারগুলো ডনের স্ত্রী আর তার বন্ধুদের হাতে রান্না করা। এক একর জায়গা জুড়ে বাগানটিকে রঙ-বেরঙের মালা দিয়ে সাজিয়েছে কনের তরুণী বান্ধবীরা।

সমান প্রীতির সঙ্গে সবাইকে ডন কর্লিয়নি স্বাগত জানাচ্ছেন, তা সে ধনীই হোক আর গরীবই হোক, ক্ষমতাশালীই হোক বা দীন-হীনই হোক। কারো অনাদর করছেন না। এটাই তার স্বভাব। অতিথিরাও বারবার বলছে কালো সান্ধ্য-পোশাকে তাকে কেমন সুন্দর মানিয়েছে, যেকোনো অনভিজ্ঞ দর্শক দেখলে মনে করবে যে উনিই বুঝি বিয়ের সৌভাগ্যবান বর।

দরজার সামনে বাবার সঙ্গে আছে তার তিন ছেলের মধ্যে দু'জন। বড় ছেলের ভালো নাম সানতিনো, কিন্তু বাবা ছাড়া সবাই তাকে ডাকে সনি, প্রৌঢ় ইতালির ভদ্রলোকেরা তার দিকে আড়চোখে তাকাচ্ছে। যুবকরা তাকাচ্ছে সশ্রদ্ধভাবে। এক পুরুষ আমেরিকাবাসী ইতালিয় বাবা-মা'র ছেলের পক্ষে সনি বেশ লম্বা, প্রায় ছ'ফুট, তার ওপর মাথাভরা এলোমেলো কোঁকড়া চুল, তাতে আরো লম্বা দেখায় তাকে। মুখটা একটু স্থূল, কিউপিডের মতো, নাক চোখ সুগঠিত, ঠোঁটজোড়া ধনুকের মতো বাঁকা আর মোটা, দেখে মনে হয় ইন্দ্রিয়াসক্ত, তার নিচে টোল-খাওয়া বিভক্ত থুতনিতে কেমন যেনো অদ্ভুত অশ্লীলতার ইঙ্গিত আছে। ষাঁড়ের মতো শক্তিশালী শরীরের গড়ন, সবাই বলে প্রকৃতি নাকি ওকে এমনই মুক্তহস্তে দান করেছে যে অবিশ্বাসীরা সেকালে যে রকম 'র‍্যাক' নামক যন্ত্রকে ভয় করতো, ওর উৎপীড়িত স্ত্রী বেচারাও ওদের দাম্পত্য-শয্যাকে তেমনি ভয় করে। কান-কথা শোনা যায়, প্রথম যৌবনে সনি যখন বেশ্যাবাড়িতে যেতো, সেখানকার সবচাইতে দুর্দান্ত মেয়েমানুষরাও ওর বিশাল লিঙ্গটা দেখার পর দ্বিগুণ টাকা দাবি করতো।

আজকের এই বিয়ে বাড়িতেও কয়েকজন কমবয়সী চওড়া-কোমর আর বড়-মুখের বউ-ঝি'রা গম্ভীরভাবে এবং অভিজ্ঞ চোখে সনি কর্লিয়নির ঐ জননেন্দ্রিয়টার মাপ নিচ্ছে। তবে আজকের এই বিশেষ দিনে ওদের কষ্টটাই বেকার। কারণ স্বয়ং স্ত্রী আর তিনটি শিশুসন্তানের উপস্থিতি সত্ত্বেও বোনের নীত-কনে লুসি মানচিনিকে কেন্দ্র ক'রে সনির মাথায় কুমতলব ঘুরছে। গোলাপী পোশাকে, চকচকে কালো চুলে ফুলের মুকুট প'রে বাগানের এক টেবিলের কাছে ব'সে এই তরুণীও সে-বিষয়ে খুবই সচেতন। সারা সপ্তাহ ধ'রে যখন বিয়ের মহড়া চলছিলো, এই মেয়ে সনির সঙ্গে দহরম-মহরম করে গেছে আর আজ সকালেও বিয়ের অনুষ্ঠানের সময়ে সনির হাত চেপে ধরেছিলো সে। একজন তরুণী-কুমারী তার চাইতে বেশি আর কি করতে পারে?

ছেলে যে বাপের মতো একজন মহাপুরুষ হয়ে উঠবে না, তাতে লুসি একটুও পরোয়া করে না। সনি কর্লিয়নির গায়ে জোড় আর বুকে বল আছে। খুব উদারও, হৃদয়টাও তার সেই অঙ্গের মতোই বিশাল। তবু বাবার মতো বিনয়ী নয় সে, বরং চট্ ক'রে রেগে যায় আর রাগলে বিচার-বুদ্ধি হারিয়ে ফেলে। যদিও বাবার ব্যবসায় খুবই সাহায্য করে তবু এই ছেলেই তার উত্তরাধিকারী হবে কি-না সে বিষয়ে অনেকের মনে সন্দেহ আছে।

মেজ ছেলের নাম ফ্রিডারিকো, সবাই ডাকে ফ্রেড কিংবা ফ্রিডো ব'লে, ইতালিয় মা-বাবারা এমন ছেলের জন্যই প্রার্থনা করে। কর্তব্যপরায়ণ, বিশ্বাসী, সবসময় বাপের হুকুম তামিল করতে প্রস্তুত, ত্রিশ বছর বয়সেও বাবা-মার সঙ্গে সে বসবাস করে। বেঁটে, কিছুটা ভারি গড়নের, সুপুরুষ না হলেও কর্লিয়নি পরিবারের আর সবার মতো কিউপিডের মাথা,

গোল মুখের ওপর কোঁকড়া চুল , ধনুকের মতো বাঁকা ঠোঁট। তবে ফ্রেডের ঠোঁটে ইন্দ্রিয়াসক্তির চিহ্ন নেই, মনে হয়ে গ্রানাইট পাথরে খোঁদাই করা। চরিত্রে একটা নীরস ভাব, তবু সে বাপের লাঠি, কখনও তার মুখের ওপর তর্ক করে না, কিংবা নারী-ঘটিত ব্যাপারে জড়িয়ে প'ড়ে তাকে লজ্জা দেয় না। এতো গুণ থাকা সত্ত্বেও ওর সেই প্রবল ব্যক্তিত্ব নেই যে মানুষের মনকে টানবে, সেই পাশবিক-বলও নেই, নেতা হতে হলে যা একান্তই প্রয়োজন। সেও যে বাপের উত্তরাধিকারী হবে এমন আশা কেউ করে না।

তৃতীয় ছেলে মাইকেল কর্লিয়নি বাবা আর বড় দু'ই ভাইয়ের সঙ্গে দরজার কাছে না দাঁড়িয়ে বাগানের সবচাইতে নিভৃত কোণে একটা টেবিলের পাশে ব'সে আছে। কিন্তু সেখানে বসেও সে আত্মীয়স্বজন আর বন্ধুদের দৃষ্টি এড়িয়ে যেতে পারে নি।

মাইকেল কর্লিয়নি ডনের কনিষ্ঠ ছেলে, একমাত্র সে-ই বিখ্যাত বাপের নির্দেশ মেনে চলতে রাজি হয় নি। অন্য ছেলেদের মতো মাইকেলের কিউপিডের মতো ভারি মুখ নেই, কুচ্‌-কুচে কালো চুলগুলো কোঁকড়া না হয়ে বরং সোজা। গায়ের রঙও খুব পরিষ্কার, সোনালী মেশানো বাদামী, কোনো মেয়ের এমন রঙ হলে সবাই তাকে সুন্দর বলবে। একটা সূক্ষ্ম-প্রচ্ছন্ন ধরনের রূপ আছে তার। এমনও সময় গেছে যখন ছেলের পৌরুষ সম্বন্ধে ডনের দুশ্চিন্তা হতো। তবে মাইকেলের সতেরো বছর বয়স থেকে সেই দুশ্চিন্তা দূর হয়ে যায়।

আজ ডনের এই কনিষ্ঠ ছেলেটি বাগানের একেবারে কোনায় একটা টেবিলের পাশে বসে আছে, যাতে সে যে স্বেচ্ছায় বাপ এবং বাড়ির অন্যদের কাছ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে সেটা বোঝা যায়। ওর পাশে যে আমেরিকান মেয়েটি ব'সে আছে তার কথা সবাই শুনেছে কিন্তু এখনপর্যন্ত কেউ তাকে চোখে দেখে নি। মাইকেল অবশ্য শীলতা বজায় রেখে বিয়ে বাড়ির সবার সঙ্গে মেয়েটিকে আলাপ করিয়ে দিয়েছে, তার মধ্যে তার নিজ পরিবারের সবাই আছে। তারা তাকে দেখে খুব একটা মুগ্ধ হয় নি। খুব বেশি রোগা আর ফর্সা, মেয়ে-মানুষের পক্ষে মুখটা খুব বেশি চালাক-চতুর, আর ভাবসাবও একজন কুমারী মেয়ের পক্ষে খুব বেশি সপ্রতিভ। ওর নামটাও সবার কাছে খুব অদ্ভুত লেগেছে, কে অ্যাডাম্‌স্‌। ঐ মেয়ে যদি বলতো যে ওর পূর্ব-পুরুষ দুশ' বছর আগে আমেরিকায় এসে বসবাস শুরু করেছিলো এবং ওর পদবীটি সর্বজনবিদিত, তা হলেও ওরা তাচ্ছিল্য দেখিয়ে শুধু একটু কাঁধ ঝাঁকাতো।

অতিথিরা সবাই লক্ষ্য করেছে ডন তার এই তৃতীয় ছেলেটির দিকে বিশেষ নজর দিচ্ছেন না। যুদ্ধের আগপর্যন্ত মাইকেলই তার প্রিয়পাত্র ছিলো, আর দেখেই বোঝা যেতো যে সময়কালে পারিবারিক ব্যবসা চালাবার জন্য ওকেই বেছে নেয়া হবে। বিখ্যাত বাবার নীরব শক্তি আর তীক্ষ্ণ বুদ্ধির সবটাই ও পেয়েছে, সেই সঙ্গে এমন ভাবে চলবার একটা জন্মগত ক্ষমতা আছে যাতে মানুষ মাত্রই ওকে শ্রদ্ধা না ক'রে উপায় ছিলো না কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হতেই মাইকেল কর্লিয়নি স্বেচ্ছায় গিয়ে মেরিন কোরে নাম লেখালো। বাবার নিষেধ সত্ত্বেও মাইকেল এ কাজ করেছে।

নিজেকে বিদেশী শক্তি ব'লে জ্ঞান করতেন, আর সেই দেশের জন্যে তার কনিষ্ঠ পুত্রকে জীবন দিতে দেবেন, ডন কর্লিয়নির এমন অভিপ্রায় ছিলো না। ডাক্তারদের ঘুষ দেয়া হয়েছিলো, গোপন ব্যবস্থাও হয়ে গিয়েছিলো। উপযুক্ত ব্যবস্থার জন্য প্রচুর টাকাও খরচ করা

হয়েছিলো। কিন্তু মাইকেলের একুশ বছর বয়স হয়ে গিয়েছিলো ব'লে তার স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে কিছুই করা যায় নি। নাম লিখিয়ে প্রশান্ত মহাসাগরের যুদ্ধে সে যোগদান করে। ক্যাপ্টেন হয়েছে মাইকেল, পদকও পেয়েছে। ১৯৪৪ সালে লাইফ পত্রিকায় ওর ছবি বেরিয়েছিলো, সেই সঙ্গে ওর নানান কীর্তির সচিত্র বিবরণী। পত্রিকাটা ডন কর্লিয়নিকে তার এক বন্ধু দেখালে তিনি বলেছিলেন, "বিদেশীদের জন্য ও এসব বাহাদুরি কাজ করে!"

১৯৪৫ সালের গোড়ার দিকে যখন সামরিক বিভাগ থেকে মাইকেল কর্লিয়নি মুক্তি পেলো, যাতে আহত ও অক্ষম অবস্থা থেকে সুস্থ হ'য়ে উঠতে পারে, ওর কোনো ধারণাই ছিলো না যে ওর বাবাই এই নিষ্কৃতির ব্যবস্থা করেছিলেন। কয়েক সপ্তাহ চুপচাপ বাড়িতে ব'সে থাকার পর কাউকে কিছু না ব'লে মাইকেল নিউ হ্যাম্পশায়ারের হ্যানোভার শহরে ডার্টমাথ কলেজে ভর্তি হয়ে যায়। এই ভাবে সে বাপের বাড়ি ছেড়েছিলো। এতোদিন পর বোনের বিয়ে উপলক্ষে বাড়িতে এসেছে, সেই সঙ্গে নিজের হবু স্ত্রীকে দেখাবার উদ্দেশ্যও আছে, ঐ ধোলাই করা ন্যাকড়ার মতো মার্কিনী মেয়েটাকে।

নিমন্ত্রিত অতিথিদের মধ্যে যারা একটু চটকদার, তাদের সম্বন্ধে ছোটো-ছোটো গল্প ব'লে মাইকেল কর্লিয়নি কে অ্যাডাম্‌সকে মনোরঞ্জন করছে। এতে করে কে'র চোখে যে ঐ সব লোককে খুব রোমাঞ্চকর মনে হচ্ছে তাই দেখে মাইকেলের মজা লাগছে। তাছাড়া যা কিছু নতুন, যা কিছু ওর অভিজ্ঞতার বাইরে তাতেই ওর এতো বেশি কৌতূহল দেখে মাইকেল মুগ্ধও হচ্ছে, সবসময়ই যেমন হয় আর কি। অবশেষে কে'র চোখে পড়লো ছোটো একদল লোক ঘরে-তৈরি মদের ড্রামের চারদিকে জটলা পাকাচ্ছে। সেই লোকগুলো হলো আমেরিগো বনাসেরা, রুটিওয়ালা নাজোরিনি, অ্যান্টনি কোপোলা আর লুকা ব্রাসি। ওর স্বাভাবিক সজাগ বুদ্ধির সাহায্যে কে মন্তব্য করলো যে, চারজন লোককে দেখে খুব খুশি মনে হচ্ছে না। মাইকেল মৃদু হাসলো, "অবশ্যই তারা খুশি নয়। গোপনে আমার বাবার সঙ্গে দেখা করার জন্য অপেক্ষা করছে তারা। তার কাছে তারা কিছু চাইবে।" বাস্তবিকই, দেখলেই বোঝা যাচ্ছে যে, ডন যেখানেই যাচ্ছেন, ওদের চোখ তাকে অনুসরণ করছে।

ডন কর্লিয়নি দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে অতিথিদের অভিবাদন জানাচ্ছেন, এদিকে একটা কালো শেভ্রলে গাড়ি এসে প্রাঙ্গনের উল্টো দিকে থামলে সামনের সিটে বসা দু'জন লোক তাদের কোটের পকেট থেকে নোট-বই বের ক'রে কোন রকম গোপনীয়তার চেষ্টা না করেই, প্রাঙ্গণের চারদিকে রাখা অন্যান্য গাড়িগুলোর নম্বর টুকে নিতে লাগলো। বাবার দিকে ফিরে সনি বললো, "ঐ হারামজাদারা নিশ্চয় পুলিশের লোক।"

ডন কর্লিয়নি কাঁধ তুলে বললেন, "আমি তো আর রাস্তাটার মালিক না। ওরা যা খুশি তাই করতে পারে।"

রাগের চোটে সনির কিউপিড-মুখটা লাল হয়ে উঠলো। "হারামজাদারা, কোনো জিনিসের প্রতি ওদের শ্রদ্ধা থাকতে নেই?" বাড়ির সিঁড়ি থেকে নেমে কালো গাড়িটার কাছে গেলো সনি। রেগে মেগে ড্রাইভারের কাছে যেতেই এতোটুকু না ঘাবড়ে সেই লোকটা ওয়ালেটের খাপ খুলে একটা সবুজ পরিচয়-পত্র দেখিয়ে দিলো। কোনো কথা না ব'লে সনি পিছু হটে তারপর এমন ভাবে এক গাল থুতু ফেললো যাতে গাড়িটার পেছনের দরজার ওপর পড়ে, থুতু ফেলে চ'লে এলো সনি। ওর আশা গাড়ির ড্রাইভার গাড়ি থেকে নেমে ওর পেছনে-পেছনে প্রাঙ্গণে উঠে আসবে, কিন্তু কিছুই হলো না। সিঁড়ির কাছে পৌছে সনি বাবাকে

বললো, "ব্যাটারা এফবিআই'র লোক। সব গাড়ির নম্বর টুকে নিচ্ছে! হারামজাদারা।"

ডন কর্লিয়নি জানেন ওরা কারা। তার ঘনিষ্ঠ এবং সবচাইতে অন্তরঙ্গ বন্ধুদের ব'লে দেয়া হয়েছিলো কেউ যেনো নিজের গাড়িতে ক'রে না আসে। যদিও ছেলের এই রকম নির্বোধের মতো রাগ দেখানোর পক্ষপাতী নন তিনি, তবু তাতে একটা ভালো ফল দেবে। অনাহূত আগন্তুকদের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হয়ে যাবে যে তাদের আগমন একেবারে অপ্রত্যাশিত এবং তার জন্য কোনো প্রস্তুতিই নেয়া হয় নি। কাজেই ডন রাগ করলেন না। অনেক দিন আগেই তার এই শিক্ষা হয়েছিলো যে, সমাজ মাঝে-মাঝে মানুষের ওপর এমন সব অপমান ঢালে যা চুপ ক'রে সহ্য করতে হয় এই আশাতে বুক বেঁধে যে, এ জগতে এমন দিনও আসে যখন হীনতম ব্যক্তিও যদি চোখ-কান খোলা রাখে, তাহলে অতিশয় ক্ষমতাশালীর ওপরেও প্রতিশোধ নিতে পারে। তার এই জ্ঞান ছিলো বলেই ডন কর্লিয়নি কখনও তার সর্বজন-প্রশংসিত বিনয়ের ভাবটি হারান না।

সে যাই হোক, ঠিক এই সময়ে বাড়ির পেছন দিকের বাগানে ব্যান্ড বেজে উঠলো। সব অতিথিরা এসে গেছে। ডন কর্লিয়নিও অনাহূত আগন্তুকদের চিন্তা মন থেকে দূর ক'রে দিয়ে দুই ছেলেকে নিয়ে বিয়ের ভোজে যোগদান করতে চললেন।

ততোক্ষণে বড় বাগানটাতে কয়েক শো অতিথি জড়ো হয়ে গেছে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ ফুল দিয়ে সাজানো কাঠের মঞ্চের ওপর উঠে নাচছে, বাকিরা নানা রকম উপাদেয় খাদ্যসামগ্রী আর গ্যালন মাপের জগ ভরতি ঘরে তৈরি কালো মদে বোঝাই লম্বা-লম্বা টেবিলের সামনে ব'সে আছে। বিয়ের কনে কনি কর্লিয়নি জমকালো সাজসজ্জা ক'রে একটা বিশেষ উঁচু টেবিলে, তার বর, নীত-কনেদের আর নীত-বরদের সঙ্গে বসে আছে। সেকালের ইতালিয় পাড়া-গাঁয়ে এই রীতিতেই বিয়ের উৎসবের ব্যবস্থা হতো। কনের এ ব্যবস্থা পছন্দ না, তবু বাবাকে খুশি করার জন্যে এমন আনাড়ি আয়োজনে সম্মত হয়েছে কারণ স্বামী নির্বাচনের ব্যাপারে বাপকে সে যথেষ্ট অসন্তুষ্ট করেছে।

বরের নাম কার্লো রিট্সি, দো-আঁশলা, বাপ সিসিলির, মা ইতালির উত্তর দিকের মেয়ে; তার কাছ থেকে ছেলে সোনালী চুল আর নীল চোখ পেয়েছে। বাপ-মা নেভাদায় থাকেন, আইনের সঙ্গে কিছুটা সমস্যার ফলে কার্লো সে রাজ্য ছেড়ে চ'লে এসেছে। নিউইয়র্কে সনি কর্লিয়নির সঙ্গে আলাপ এবং সেই সূত্রে সনির বোনের সঙ্গেও। ডন কর্লিয়নি অবশ্য নেভাদায় বিশ্বাসী বন্ধু পাঠিয়ে খবর নিয়েছেন যে পুলিশের সঙ্গে সমস্যাটা একটা বন্দুক নিয়ে, কাজেই তার কোনো গুরুত্ব নেই, রেকর্ড-বই থেকে ব্যাপারটা সহজেই মুছে ফেলা যায়, তাহলে পাত্রের কোনো খুঁত থাকবে না। বন্ধুরা ফিরে এসে আরো বিস্তারিত জানিয়েছিলো, নেভাদায় কিভাবে আইন-অনুমোদিত জুয়া খেলা চলে। কথাটা শুনে ডনের বিশেষ কৌতুহল হয় এবং সেই থেকে তা নিয়ে মনে মনে নাড়া-চাড়াও করেন। ডনের মহত্ত্বের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো, সবকিছু থেকেই তিনি লাভবান হন।

কনি কর্লিয়নি খুব একটা সুন্দরী নয়, রোগা, সহজেই ঘাবড়ে যায়। এ ধরণের মেয়েরা একটু বয়স হলেই খুব খিট্‌-খিটে হ'য়ে ওঠে। কিন্তু আজ বিয়ের-পোশাকে আর ব্যগ্র কৌমার্যের মহিমায় কনি এমন উজ্জ্বল উদ্ভাসিত রূপ ধরেছে যে এক রকম সুন্দরীই দেখাচ্ছে

তাকে। কাঠের টেবিলের নিচে, স্বামীর পেশীবহুল উরুর ওপর কনি হাত রেখে দিয়েছে। কিউপিডের ধনুকের মতো কনির ঠোঁট তার উদ্দেশ্যে বাতাসে একটি হালকা চুমু ভাসিয়ে দিতে ব্যকুল।

কনির মনে হচ্ছে কার্লো অপরূপ রূপবান। অল্প বয়সে মরুভূমির খোলা বাতাসে কাজ করেছে সে, কঠিন পরিশ্রমের কাজ। ফলে এখন তার বিশাল বলশালী বাহু, কাঁধের পেশীর চাপে কোটের কাঁধ উঁচু হয়ে আছে। বউয়ের শ্রদ্ধা-ভালোবাসা-ভরা দৃষ্টিতে কার্লো গদগদ হয়ে গ্লাসে মদ ঢেলে দিচ্ছে। কনির প্রতি তার ঘটা ক'রে সৌজন্য প্রকাশ দেখে মনে হচ্ছে যেনো তারা কোনো একটা নাটকে অভিনয় করছে। কিন্তু বরের চোখ কেবলই কনের ডান কাঁধে ঝোলানো প্রকাণ্ড রেশমী থলিটার দিকে যাচ্ছে, ঐ থলি এখন খামে ভরা টাকায় ঠাসা। কতো টাকা ওটাতে ধরতে পারে? দশ হাজার? বিশ হাজার? কার্লো রিট্‌সি মুচকি হাসলো। এটা তো মাত্র শুরু। এক রকম বলতে গেলে সে এখন রাজার জামাই হয়েছে। ওরা ওর আদর-যত্ন করতে বাধ্য।

অতিথিদের ভিড়ের মধ্যে থেকে বেঁজির মতো তেল-চুকচুকে মাথাওয়ালা এক চালাক ছোকরাও ঐ রেশমী থলিটার দিকে নজর দিচ্ছে। স্রেফ অভ্যাসবশত : পলি গাটো ভাবছে ঐ টাকার থলিটি কিভাবে ছিনতাই করা যায়। ভেবে সে মজাই পাচ্ছে। অবশ্য সে ভালো করেই জানে, ওটা একটা অলস অর্থহীন দিবাস্বপ্ন ছাড়া কিছুই নয়, ছোটো ছেলেরা যেমন খেলার বন্দুক দিয়ে ট্যাঙ্ক উড়িয়ে দেবার স্বপ্ন দেখে। পলি দেখছে ওর ওপরওয়ালা মোটাসোটা পিটার ক্লেমেন্‌জা কেমন কাঠের মঞ্চের ওপর উঠে অল্পবয়সী মেয়েদের সঙ্গে ঘুরে-ঘুরে উল্লসিত ইতালিয়ান ট্যারান্টেলা নাচ নাচছে। অনেক লম্বা ঐ ক্লেমেন্‌জা, চওড়াও তেমনই, অথচ নাচছে কেমন দক্ষ বেপরোয়াভাবে; ওর বিশাল ভুঁড়িটা কেমন বেঁটে-বেঁটে ছেলেমানুষ মেয়েগুলোর বুকের সঙ্গে লাম্পট্যভরে ধাক্কা খাচ্ছে। তাই দেখে অন্য অতিথিরা ওকে বাহ্‌বা দিচ্ছে। এরপর তার সঙ্গী হবার জন্য ওর হাত ধরে টানাটানি করছে একটু বয়স্ক মহিলারা। কমবয়সী পুরুষরাও সশ্রদ্ধভাবে ওর জন্য জায়গা ছেড়ে দিয়ে ম্যান্ডোলিনের পাগলা তালের সঙ্গে তাল রেখে হাততালি দিচ্ছে। অবশেষে ক্লেমেন্‌জা হাঁপিয়ে উঠে একটা চেয়ারে বসে পড়লে পলি গাটো ওর জন্য এক গ্লাস কালো মদ এনে রেশমী রুমাল দিয়ে স্বয়ং দেবতাদের প্রধান ভোজের যোগ্য ঐ কপালের ঘাম মুছে দিলো। তিমি মাছের মতো হাঁস-ফাঁস করতে করতে গলায় মদ ঢাললো ক্লেমেন্‌জা। কিন্তু কোথায় পলিকে ধন্যবাদ দেবে, তা না, নীচুকণ্ঠে বললো, "দ্যাখো, নাচের বিচারক হতে হবে না, যাও, নিজের কাজ করো। চারদিকে ঘুরে দ্যাখো সব ঠিক-ঠাক আছে কি না।" পলি ভিড়ের মধ্যে টুপ্ ক'রে ঢুকে পড়লো।

এবার একটু টিফিনের ছুটি নিলো ব্যান্ড-দলটি। নিনো ভ্যালেন্টি ব'লে এক ছোকরা পড়ে থাকা একটা ম্যান্ডোলিন তুলে নিয়ে চেয়ারের ওপর বাম পা তুলে সিসিলির একটা অশ্লীল ধরনের প্রেমের গান গাইতে শুরু করলো। নিনোর মুখটা আসলেই সুন্দর, যদিও ক্রমাগত মদ খেয়ে-খেয়ে কেমন ফোলা-ফোলা দেখাচ্ছে, এমন কি এরই মধ্যে নিনোর একটু নেশা ধরে গেছে। জিভ দিয়ে চুক্-চুক্ করে অশ্লীল গানটা গাইছে আর মাতাল চোখে তাকাচ্ছে সে। মেয়েরা ফূর্তির চোটে চিৎকার করছে,-পুরুষেরা প্রত্যেক চরণের শেষ শব্দটা

নিনোর সঙ্গে-সঙ্গে চেঁচিয়ে উচ্চারণ করছে একসঙ্গে।

এসব বিষয়ে ডন কর্লিয়নির গোঁড়ামির যথেষ্ট অখ্যাতি আছে কিন্তু তার মোটা-সোটা বউকে সবার সঙ্গে সানন্দে চ্যাঁচাতে দেখে তিনি বুদ্ধি ক'রে বাড়ির ভেতরে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। এই সুযোগে সনি কর্লিয়নি কনের টেবিলে গিয়ে বসে পড়লো লুসি মানচিনির পাশে। এখন কোনো বিপদ নেই। সনির বউ রান্না-ঘরে গিয়ে বিয়ের কেক সাজাতে গেছে। সনি তরুণীর কানে-কানে কি যেন বলতেই সে উঠে পড়লো। কয়েক মিনিট অপেক্ষা ক'রে যেন কিছুই হয় নি এমনভাবে সনিও তার পেছনে-পেছনে চললো, ভিড় ঠেলে যাবার পথে দাঁড়িয়ে অতিথিদের মধ্যে এর সঙ্গে ওর সঙ্গে দুটা-চারটা কথাও বলে গেলো সে।

সবার চোখ ওদের অনুসরণ করলো। এই নীত-কনে তিন বছর কলেজে পড়ে একেবারে আমেরিকান হয়ে গেছে; পাকা ফলটার মতো মেয়েটি এরই মধ্যে আলোচনার পাত্রীও হয়ে উঠেছে। যতোক্ষণ বিয়ের মহড়া চলছিলো সনি কর্লিয়নিকে ঐ মেয়ে খানিকটা চটিয়ে, খানিকটা ঠাট্টা ক'রে খেপিয়ে তুলছিলো, কারণ ওর ধারণা যেহেতু ও নীত-কনে আর সনি নীত-বর, এতে কোনো দোষ নেই। এখন মাটি থেকে গোলাপী গাউনটা একটু তুলে ধ'রে মুখে কপট সারল্যের হাসি নিয়ে বাড়ির ভেতরে গিয়ে লুসি ধীর পদক্ষেপে সিঁড়ি দিয়ে উঠে দোতলার গোসল-খানায় ঢুকলো। সেখানে কয়েক মিনিট থাকার পর বের হতেই ওপরের ল্যান্ডিং থেকে ওকে ইশারায় ডাকলো সনি কর্লিয়নি।

একটু উঁচু ক'রে তৈরি একটা কোনার ঘরেই ডন কর্লিয়নির অফিস। সেখানকার বন্ধ জানালার ফাঁক দিয়ে টম হেগেন ফুলের মালা দিয়ে সাজানো বাগানের উৎসব দেখছে। ওর পেছনের দেয়ালে থরে থরে আইনের বই সাজানো। হেগেন হলো ডনের উকিল এবং কার্যকরী কনসিলিয়রি অর্থাৎ উপদেষ্টা। এজন্য ওদের পারিবারিক ব্যবসায় নিয়োজিত অধস্তন কর্মচারীদের মধ্যে তার পদের একটা বিশেষ গুরুত্ব আছে।

ডনের সঙ্গে এই ঘরে বসে হেগেন বহু জটিল সমস্যার সমাধান করছে, কাজেই যে-ই সে দেখলো ডন উৎসবক্ষেত্র ছেড়ে বাড়িতে ঢুকছেন, হেগেন বুঝে নিলো বিয়েই হোক আর যা-ই হোক, আজো কিছু কাজ সম্পন্ন করা হবে। ডন এসে ওর সঙ্গে দেখা করবেন। তার পরেই চোখে পড়লো সনি লুসির কানে কানে কী যেনো বলছে, এরপরই একটা প্রহসন শুরু হয়ে গেলো, সনি লুসির পেছন পেছন বাড়িতে ঢুকছে। মুখ বিকৃত ক'রে হেগেন একটু ভাবলো কথাটা ডনের কাছে তুলবে কি না, তারপর স্থির করলো, না তুলবে না। ডেস্কের কাছে গিয়ে হেগেন একটা তালিকা তুলে নিলো, যারা ডনের সঙ্গে গোপনে সাক্ষাৎ করার অনুমতি পেয়েছে তাদের নামের তালিকা। ডন ঘরে ঢুকতেই হেগেন তাকে তালিকাটা দিতে গেলে মাথা নেড়ে অনুমোদন জানিয়ে ডন কর্লিয়নি বললেন, "বনাসেরাকে সবার শেষে ডাকবে।"

বাইরে যাবার লম্বা দরজা খুলে হেগেন সোজা বাগানে বেরিয়ে, যেখানে মদের ড্রামের চারপাশে প্রার্থীরা জটলা করছে সেখানে উপস্থিত হয়ে নাদুস-নুদুস রুটিওয়ালা নাজোরিনিকে ইশারা করলো।

রুটিওয়ালাকে বুকে জড়িয়ে ধরে অভিবাদন জানালেন ডন কর্লিয়নি।

ইতালিতে দু'জনে একসঙ্গে কতো খেলা করেছেন, বন্ধু হয়েই দু'জনে বড় হয়েছেন।

প্রত্যেক বছর ইস্টারের সময় তাজা ছানা আর সুজি নিয়ে ট্রাকের চাকার মতো বিশাল আকারের, মুরগির ডিমের কুসুম দিয়ে সোনালী রঙ করা, সদ্য বেক করা পাই ডন কর্লিয়নির বাড়িতে এসে পৌছায়। বড়দিনে কিংবা বাড়িতে কারো জন্মদিন উপলক্ষ্যে উপাদেয় সব ক্ষীর-মিষ্টির উপহার নাজোরিনিদের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে। বয়সকালে ডন যে বেকারি সমিতি প্রতিষ্ঠা করেছেন নাজোরিনি খুশি মনে তার চাঁদা দেয়। প্রতিদানে কখনো সে আর কোনো অনুগ্রহ চায় নি, যুদ্ধের সময় কিছু কালোবাজারি চিনির কুপন কেনার সুযোগ ছাড়া। এতো দিন পরে বিশ্বাসী বন্ধুর দাবি জানাবার সময় এসে গেছে; ডন কর্লিয়নিও সানন্দে তার অনুরোধ রক্ষা করার আশায় ছিলেন।

তাকে একটা 'ডি নোবিলি' চুরুট আর এক গ্লাস হলুদ রঙের 'স্ট্রেগা' মদ খেতে দিয়ে উৎসাহিত করার জন্য তার কাঁধে হাত রাখলেন ডন কর্লিয়নি। এটি তার মানবীয় গুনের প্রমাণ। তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে তিনি নিজেও জানতেন মানুষ হয়ে আরেকটা মানুষের কাছ থেকে অনুগ্রহ চাইতে হলে কতো সাহসের দরকার পড়ে।

রুটিওয়ালা তাকে নিজের মেয়ে আর এনজোর কাহিনী বললো। সিসিলিতে বাড়ি, একদম ইতালিয় ছেলে, মার্কিনী সৈন্যদের যুদ্ধবন্দী হিসাবে তাকে আমেরিকায় পাঠানো হয়েছিলো, এদেশের সামরিক প্রচেষ্টার সাহায্যার্থে প্যারোলে ছাড়া পেয়েছিলো। এন্‌জো আর নাজোরিনির সযত্নে লালিত মেয়ে ক্যাথারিনের মধ্যে পবিত্র প্রেমের উদ্রেক হয়েছে, কিন্তু এবার যুদ্ধ বন্ধ হওয়াতে এন্‌জো বেচারিকে ইতালিতে ফেরত পাঠানো হবে আর নাজোরিনির কন্যা যে ভগ্ন-হৃদয় হ'য়ে প্রাণত্যাগ করবে সেকথা বলাই বাহুল্য। একমাত্র গডফাদার কর্লিয়নিই দুর্গতদের সাহায্য করতে পারেন। তিনিই ওদের শেষ অবলম্বন।

নাজোরিনির কাঁধে হাত রেখে ডন ঘরময় পায়চারি করতে লাগলেন, থেকে থেকে সহানুভূতি জানিয়ে মাথা নাড়ছিলেন যাতে লোকটা নিরুৎসাহ হয়ে না পড়ে। রুটিওয়ালার কথা শেষ হলে তার দিকে চেয়ে মৃদু হেসে ডন বললেন, "বন্ধু, সব দুর্ভাবনা বাদ দাও।" তারপর কি কি করতে হবে সব তাকে সাবধানে বুঝিয়ে দিলেন। ঐ অঞ্চলের কংগ্রেস সদস্যের কাছে আবেদন করতে হবে। কংগ্রেস তারপর একটা বিশেষ বিলের প্রস্তাব করবেন, তার জোরে এন্‌জো মার্কিনী নাগরিক হবার অনুমতি পেয়ে যাবে। সেই বিলটি কংগ্রেস থেকে অবশ্যই অনুমোদিত হয়ে যাবে। ডন কর্লিয়নি বুঝিয়ে বললেন যে এর জন্য টাকা খরচ করতে হবে, চলতি বাজারে খরচ পড়বে দু'হাজার ডলার। ডন কর্লিয়নি নিজে সাফল্যের জামিন হবেন, টাকাটা তার কাছেই জমা দিতে হবে। বন্ধু কি এতে সম্মত আছে?

সোৎসাহে মাথা নেড়ে রুটিওয়ালা সম্মতি জানালো। এতো বড় একটা অনুগ্রহ যে বিনা পয়সায় হবে সে আশা করেনি। এ তো বোঝাই যাচ্ছে। কংগ্রেসের বিশেষ বিল কি একেবারে বিনা পয়সায় হয় কখনো? ধন্যবাদ দিতে গিয়ে নাজোরিনির চোখে পানি এলো। ডন কর্লিয়নি তার সঙ্গে দরজা পর্যন্ত গেলেন, তাকে আশ্বাস দিলেন যে কোনো উপযুক্ত ব্যক্তি দোকানে গিয়ে সমস্ত খুঁটিনাটি বন্দোবস্ত করে, দরকারি দলিলপত্র প্রস্তুত করে ফেলবে। বাগানের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যাবার আগে রুটিওয়ালা ডন কর্লিয়নিকে আলিঙ্গন করলো।

ডনের দিকে চেয়ে হাসলো হেগেন। "নাজোরিনির জন্য একটা লাভজনক বিনিয়োগের

ব্যবস্থা হয়ে গেলো। মাত্র দু'হাজার ডলার দিয়ে জামাই আর রুটির দোকানে আজীবনের জন্য সস্তায় একটা লোক পেয়ে গেলো সে।" একটু থেমে হেগেন জিজ্ঞেস করলো, "এ কাজটা কাকে দেবেন?"

ডন কর্লিয়নি ভুরু কুঁচ্‌কে একটু ভেবে বললেন, "আমাদের জাতের কাউকে নয়। পাশের মহল্লার ইহুদিকে দাও। বাড়ির ঠিকানা সব বদলে দিও। এখন যুদ্ধ থেমে গেছে, এ ধরনের ব্যাপার আরো অনেক দেখা যাবে। ওয়াশিংটনে আমাদের আরো কিছু লোক রাখা দরকার, তারা বাড়তি প্রয়োজনটুকু সামলাবে, দাম বাড়াবে না।" হেগেন তার নোটবইতে একটু টুকে নিলো। ডন বললেন, "কংগ্রেস সদস্য লুটেকোকে দিয়ে হবে না। ফিশারকে চেষ্টা করো।"

এর পর যাকে হেগেন নিয়ে এলো, তার ব্যাপারটা খুবই সাদা-সিধা। লোকটার নাম অ্যান্টনি কপোলা, যৌবনে যার সঙ্গে রেলের ইয়ার্ডে ডন কর্লিয়নি কাজ করতেন, এ তারই ছেলে। কপোলা একটা পাইয়ের দোকান খুলতে চায়, তার জন্য পাঁচশো ডলার দরকার। আসবাবপত্রের আর বিশেষ ধরনের ওভেনের জন্য আগাম টাকা জমা দিতে হবে। কতোগুলো অনুক্ত কারণে টাকা ধার পাওয়া যাচ্ছিলো না, ডন পকেটে হাত দিয়ে এক গোছা নোট বের করলেন। তাতে যথেষ্ট হলো না দেখে মুখবিকৃতি ক'রে টম হেগেনকে বললেন, "একশো ডলার ধার দাও তো। সোমবার যখন ব্যাঙ্কে যাবো তখন ফেরত দেবো।" প্রার্থী তাতে বলতে লাগলো তার চারশ'তেই হয়ে যাবে, কিন্তু ডন তার কাঁধ চাপড়ে দিয়ে কুণ্ঠিতভাবে বললেন, "এই শখের বিয়ের জন্যই তো আমার পকেট খালি।" হেগেন টাকাটা বাড়িয়ে ধরতেই নিজের নোটের সঙ্গে সেগুলোও অ্যান্টনি কপোলাকে দিয়ে দিলেন ডন।

নীরব প্রশংসার সঙ্গে হেগেন তাকিয়ে রইলো। ডন বরাবর এই শিক্ষাই দিয়ে এসেছেন যে, দান যখন করা হয়, সেটিকে ব্যক্তিগত দান বলেই দিতে হয়। ডনের মতো একজন লোক তার জন্য টাকা ধার করলেন এতে ক'রে অ্যান্টনি কপোলার মর্যাদা অনেকখানি বেড়ে গেলো। এমন নয় যে কপোলা জানে না ডন একজন কোটিপতি, কিন্তু গরীব বন্ধুর জন্য ক'জন কোটিপতি নিজেদের এতোটুকু অসুবিধা স্বীকার করতে রাজি থাকে?

ডন জিজ্ঞাসু ভাবে মাথা তুললেন। হেগেন বললো, "তালিকায় যদিও ওর নাম নেই, তবু লুকা ব্রাসি একবার দেখা করতে চায়। ও বুঝতে পারছে যে ব্যাপারটা প্রকাশ্যে হতে পারে না, তবু ব্যক্তিগত ভাবে আপনাকে অভিনন্দন জানাতে চায়।"

এই প্রথম ডনকে অপ্রসন্ন হতে দেখা গেলো। একটু ঘুরিয়ে উত্তর দিলেন, "তার কি কোনো দরকার আছে?"

হেগেন বললো, "তাকে তো আমার চাইতে আপনিই ভালো জানেন। তবে তাকে বিয়েতে দাওয়াত দিয়েছেন ব'লে ও খুবই কৃতজ্ঞ। অতোটা আশা করেনি। বোধ হয় কৃতজ্ঞতাটা প্রকাশ করতে চায়।"

মাথা দুলিয়ে, ইশারা ক'রে ডন তাকে নিয়ে আসতে বললেন। বাগানে বসে লুকা ব্রাসির মুখে আরক্তিম হিংস্রতার ছাপ দেখে কে অ্যাডাম্‌সের খুব কৌতূহল হয়ে আছে। তার বিষয়ে জানতে চাইছে। মাইকেল আসলে কে'কে বিয়ে বাড়িতে নিয়ে এসেছে যাতে সে অল্প-অল্প এবং হয়তো খুব বেশি স্তম্ভিত না হ'য়ে ওর বাবার বিষয়ে প্রকৃত তথ্য জানতে পারে। কিন্তু

এখন পর্যন্ত মনে হচ্ছে ডনকে কে একজন সামান্য দুর্নীতিপরায়ণ ব্যবসায়ী ছাড়া আর কিছু মনে করছে না। কাজেই মাইকেল ভাবলো পরোক্ষভাবে ওকে প্রকৃত অবস্থার কিছুটা জানিয়ে দেবে। মাইকেল তাই বুঝিয়ে বললো যে পুর্বের গোপন আইন-ভঙ্গকারীদের মহলে ওর চাইতে ভয়াবহ কেউ নেই। লোকে বলে ওর সব চাইতে বড় প্রতিভা হলো যে একা একা, কারো সাহায্য না নিয়ে, ও এমন চমৎকার খুন করতে পারে যে ধরা পড়ার কিংবা দণ্ডিত হবার প্রায় কোনো সম্ভাবনাই থাকে না। মুখ বাঁকিয়ে মাইকেল বললো, "এসব কথা কতোখানি সত্য তা অবশ্য বলতে পারি না, শুধু এটুকু বলতে পারি যে আমার সঙ্গে ওর এক রকম বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক।"

এই প্রথম কে চোখ গোল গোল করে তাকালো। একটু অবিশ্বাসের সঙ্গে জিজ্ঞেস করলো সে, "আশা করি তুমি বলতে চাইছো না যে ঐ রকম একটা লোক তোমার বাবার চাকরি করে?"

মাইকেল ভাবলো, *আরে ধুর!* সোজাসুজি বলে বসলো, "প্রায় পনেরো বছর আগে কয়েকটা লোক আমার বাবার তেল আমদানির ব্যবসাটি বেহাত ক'রে নেবার তালে ছিলো। ওরা বাকে মেরে ফেলার চেষ্টা করেছিলো, প্রায় ফেলেওছিলো। তারপর লুকা ব্রাসি ওদের পেছনে লাগলো। শোনা যায় যে দু'সপ্তাহের মধ্যে ও ছ'টা লোককে শেষ করেছিলো। ওখানেই বিখ্যাত জলপাই-তেলের যুদ্ধের সমাপ্তি।" হাসলো মাইকেল যেন কতো না মজার কথা বলেছে।

কে আৎকে উঠলো, "তুমি বলতে চাইছো খুনি গুণ্ডারা তোমার বাবাকে গুলি করেছিলো?"

"পনেরো বছর আগের কথা," মাইকেল বললো, "তারপর সব চুপচাপ হয়ে গেছে।" ভয় হচ্ছিলো বেশি বাড়াবাড়ি ক'রে ফেললো কি তো!

কে বললো, "আসলে আমাকে ভয় দেখাবার চেষ্টা করছো। তুমি চাও না আমি তোমাকে বিয়ে করি।" হাসছিলো কে কনুই দিয়ে মাইকেলের পাঁজরে ছোট একটা খোঁচা দিয়ে বলেছিলো, "খুব চালাক।"

মাইকেলও ওর দিকে ফিরে হেসে বলেছিলো, "আমি চাই তুমি এ বিষয়ে একটু ভেবে দ্যাখো।"

কে জিজ্ঞেস করলো, "সত্যিসত্যি ছ'জন লোককে মেরে ফেলেছিলো?"

মাইক বললো, "কাগজে তো তাই লিখেছিলো। কেউ প্রমাণ করতে পারেনি। কিন্তু ওর সম্বন্ধে আরেকটা গল্পও আছে, যেটা কেউ কাউকে বলে না। সেটা নাকি এমন সাংঘাতিক গল্প যে বাবা পর্যন্ত সে-কথা মুখে আনেন না। টম হেগেন জানে, কিন্তু কিছুতেই বলবে না। একবার ওকে ঠাট্টা ক'রে জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'লুকার গল্প শোনার মতো বয়স আমার কবে হবে?' টম বলেছিলো, 'একশ' বছর বয়স হলে।"

মাইকেল তার গ্লাসে ছোট-ছোট চুমুক দিয়ে বলে চললো, "গল্পের মতো গল্প নিশ্চয়ই। নিশ্চয়ই খুব ভয়ঙ্কর কিছু।"

বাস্তবিকই, লুকা ব্রাসিকে নরকের রাজা স্বয়ং শয়তান পর্যন্ত ভয় করে। বেঁটে, গাঁট্টা-গোট্টা, বিশাল মাথার খুলি, কাছে এলেই সবার মনে বিপদ-সঙ্কেত বেজে ওঠে। মুখটা যেন

হিংস্রতার মুখোশ। চোখ দু'টো পটল-চেরা, কিন্তু তাতে কোমলতা ছিলো না, কেমন একটা মারাত্মক বাদামী রঙ। মুখটা দেখতে ততোটা নিষ্ঠুর ছিলো না, কিন্তু কি রকম প্রাণহীন; পাতলা, রবারের মতো, 'ভিল' মাংসের মতো রক্তশূন্য।

হিংসাত্মক কাজের জন্য যেমন ব্রাসির সাংঘাতিক বদনাম ছিলো, তেমনই ডন কর্লিয়নির প্রতি তার শ্রদ্ধা-ভক্তির কথাও কিংবদন্তীর মতো ছিলো। ও নিজে ছিলো ডন কর্লিয়নির শক্তির প্রাসাদের ভিতে গাঁথা বিশাল একটা পাথরের মতো। এরকম মানুষ সচরাচর দেখা যায় না।

লুকা ব্রাসি পুলিশকে ভয় করতো না, সমাজকে ভয় করতো না, খোদাকে ভয় করতো না, নরকের সম্ভাবনাকে ভয় করতো না, আর কোনো মানুষকে ভয়ও করতো না, ভালোবাসতোও না। একমাত্র ডন কর্লিয়নিকে উপযাচক হ'য়ে স্বেচ্ছায় ভয় করতো, ভালোবাসতো। এখন ওকে ডনের সান্নিধ্যে নিয়ে আসা হ'লে ঐ ভয়ঙ্কর মানুষটা ভক্তির চোটে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। অভিনন্দন জানাতে গিয়ে তার তোতলামি এসে গেলো, চিরাচরিত প্রথায়, সে আশা প্রকাশ করলো ডন যেন প্রথমেই নাতির মুখ দেখেন। তারপর নব-দম্পতির জন্য উপহার স্বরূপ টাকার একটা খাম ডনের হাতে তুলে দিলো লুকা ব্রাসি।

তাহলে এই উদ্দেশ্যেই তার আগমন। ডন কর্লিয়নির মধ্যে একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করলো হেগেন। যে প্রজা রাজার সেবায় কোনো মহান কাজ করেছে, তাকে রাজা যেভাবে অভ্যর্থনা করে, খুব অন্তরঙ্গতার সঙ্গে নয়, কিন্তু রাজোচিত সম্মান সহকারে, সেভাবেই ডন ব্রাসিকে অভ্যর্থনা জানালেন। প্রতিটি ভঙ্গীতে, প্রতিটি বাক্যে ডন কর্লিয়নি লুকা ব্রাসিকে বুঝিয়ে দিলেন যে তার কাছে তার অনেক মূল্য। তার হাতে ব্যক্তিগতভাবে বিয়ের-উপহারটি দেবার জন্য তিনি এতোটুকু বিস্ময় প্রকাশ করলেন না। তিনি সবই বুঝলেন।

অন্যেরা যা দিয়েছে, এখানে নিশ্চয়ই তার চাইতে অনেক বেশি টাকা আছে। অন্যদের কতো টাকা দেবার সম্ভাবনা, তার সঙ্গে ব্রাসি কতো দেবে তার তুলনা ক'রে অনেক ঘণ্টা ধরে ভেবেচিন্তে ব্রাসি নিশ্চয় টাকার অঙ্কটা স্থির করেছে। ও যে ডনকে সব চাইতে বেশি ভক্তি করে, এ-কথা প্রমাণ করার জন্যেই ডনের নিজের হাতে টাকাটা দেয়া; ডনও ধন্যবাদ জানিয়ে এই সামান্য আনাড়িপনা মাফ ক'রে দিলেন। হেগেন দেখলো লুকা ব্রাসির মুখ থেকে হিংস্র মুখোশটা খসে পড়েছে, গর্বে আনন্দে মুখটা স্ফীত হয়ে আছে। হেগেন দরজা খুলে ধরলে চলে যাবার আগে ব্রাসি ডনের হাতে চুমু খেলো। বুদ্ধি করে হেগেন ব্রাসির দিকে একটা সৌহার্দ্যের হাসি হাসলো, উত্তরে ব্রাসিও সৌজন্য সহকারে রবারের মতো রক্তশূণ্য ঠোঁট দু'টো একটু প্রসারিত করলো কেবল।

দরজাটা বন্ধ হতেই ডন কর্লিয়নি ছোট একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। পৃথিবীতে এই একটা মাত্র লোকই তাকে একটু শঙ্কিত করতে পারতো। লোকটা যেন একটা প্রচণ্ড প্রাকৃতিক শক্তির মতো, তাকে সত্যি সংযত রাখা অসম্ভব। ওকে ডিনামাইটের মতো সাবধানে ঘাঁটাতে হতো। ডন কাঁধ তুলে ভাবলেন, তেমন হলে ডিনামাইটেরও তো নিরাপদে বিস্ফোরণ ঘটানো যায়। জিজ্ঞাসুভাবে হেগেনের দিকে চেয়ে ডন বললেন, "আর কি শুধু বনাসেরা বাকি আছে?"

হেগেন মাথা নেড়ে সমর্থন জানালো। ভুরু কুচ্‌কে একটু চিন্তা ক'রে ডন কর্লিয়নি বললেন, "ওকে এখানে আনার আগে সান্তিনোকে আসতে বলো। তারও এ-সব কিছু কিছু শেখা দরকার।"

বাগানে বেরিয়ে এসে ব্যস্ত হয়ে হেগেন সনিকে খুঁজতে লাগলো। বনাসেরা অপেক্ষা করছিলো তাকে হেগেন একটু ধৈর্য ধরে থাকতে বলে মাইকেল কর্লিয়নি আর তার বান্ধবীর কাছে গেলো। জিজ্ঞেস করলো, "সনিকে এদিকে কোথাও দেখেছো নাকি?" মাইকেল মাথা নাড়লো। হেগেন ভাবলো, সনি যদি এতোক্ষণ পর্যন্ত ঐ নীত-কনেটির সঙ্গে ওটা চালিয়ে থাকে, তাহলেই এক কাণ্ড হবে! সনির বৌ আছে, মেয়েটার বাড়ির লোকেরা আছে, এর থেকে তো সর্বনাশ হতে পারে। খুব উদ্বিগ্ন হ'য়ে হেগেন তাড়াতাড়ি সদর দরজার দিকে চললো, আধ ঘণ্টা আগে সনিকে ওদিক দিয়ে যেতে দেখা গিয়েছিলো।

হেগেনকে বাড়ির ভেতরে যেতে দেখে কে অ্যাডাম্‌স্ মাইকেলকে জিজ্ঞেস করলো, "ও কে? তোমার ভাই ব'লে পরিচয় করিয়ে দিলে, অথচ নাম তো আলাদা, দেখেও তো ইতালিয় বলে মনে হয় না।"

মাইকেল বললো, "বারো বছর বয়স থেকে ও এখানে আছে। মা-বাবা মারা গেলে, পথে পথে ঘুরে বেড়াতো, চোখের একটা অসুখ ছিলো। সনি একদিন রাতে ওকে ধরে নিয়ে এসেছিলো, সেই থেকে এখানেই আছে। যাবার একটাও জায়গা ছিলো না। বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত ও আমাদের বাড়িতেই থাকতো।"

কে অ্যাডামস তা শুনে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলো।

"সত্যিই গল্পের মতো। তোমার বাবা নিশ্চয়ই খুব দয়ালু। নিজের এতোগুলো ছেলে-মেয়ে থাকার পরও এভাবে আরেক জনকে পোষ্য নিয়েছে।"

বহিরাগত ইতালিয়রা যে চারটি সন্তানকে ছোট্ট পরিবার মনে করে সেকথা মাইকেলের বুঝিয়ে বলা দরকার ব'লে মনে হলো না, শুধু বললো, "ওকে বাবা পোষ্য নেন নি। এমনই আমাদের সঙ্গে থাকতো।"

"তাই নাকি?" তারপর কৌতূহলবশত জিজ্ঞেস করলো কে, "পোষ্য নিলেন না কেন?"

মাইকেল হাসলো, "তার কারণ বাবার মতে নাম বদলানো মানে অসম্মান দেখানো। অর্থাৎ ওর মা-বাবার প্রতি অসম্মান করা।"

ওরা দেখতে পেলো হেগেন সনিকে নিয়ে লম্বা কাচের দরজা দিয়ে ডনের অফিসে ঢুকিয়ে, আঙুল বাঁকিয়ে আমেরিগো বনাসেরাকে ডাকলো। কে জিজ্ঞেস করলো, "আজকের মতো এমন দিনে, ওরা তোমার বাবাকে কাজের কথা ব'লে বিরক্ত করছে কেন?"

মাইকেল আবার হাসলো। "কারণ ওরা সবাই জানে মেয়ের বিয়ের দিন কেউ প্রার্থীকে ফিরিয়ে দেবে না, সিসিলির এই রকমই রীতি। সিসিলির লোকেরা কি আর এমন সুযোগ ছেড়ে দেবে।"

মাটি থেকে গোলাপী গাউনটা একটুখানি তুলে লুসি মানচিনি সিঁড়ি দিয়ে দৌড়ে দৌড়ে উঠছে। সনি কর্লিয়নির ভারি কিউপিডের মতো মুখটা লালসায় লাল হয়ে উঠেছে বলে ভয় করছে লুসির, কিন্তু এই অভিপ্রায়েই তো সারা সপ্তাহ ও সনিকে জ্বালাতন করে গেছে। এর আগে কলেজে যে দু'টো প্রেমের ব্যাপারে লুসি জড়িত হয়েছিলো তার মধ্যে কিছুই পায় নি। এক সপ্তাহের বেশি একটাও টেকে নি। দ্বিতীয় প্রেমিকটি মাঝখানে বিড়-বিড় ক'রে কি যেন বলেছিলো, লুসির ওটা নাকি অনেক বড়। মানেটা লুসি ঠিকই ধরেছিলো, তারপর থেকে আর কারো সঙ্গে ওভাবে মিশতে রাজি হয় নি।

এবার গ্রীষ্মে প্রাণের বন্ধু কনি কর্লিয়নির বিয়ের প্রস্তুতির মধ্যে লুসি সনি কর্লিয়নির সম্বন্ধে নানা রকম কানাঘুষা শুনেছিলো। এক রোববার দুপুরে কর্লিয়নিদের রান্না-ঘরে সনির স্ত্রী সান্ড্রা প্রাণ খুলে গল্পগুজব করছিলো। সান্ড্রা মেয়ে হিসেবে একটু অমার্জিত হলেও মনটা ভালো, ইতালিতে জন্মেছে তবে ছোটবেলাতেই আমেরিকায় নিয়ে আসা হয় তাকে। লম্বা-চওড়া, বিশালবক্ষা, বিয়ের পর পাঁচ-বছরে তিনটি ছেলে-মেয়ের মা হয়েছে। সান্ড্রা আর অন্যান্য মেয়েরা কনিকে দাম্পত্য শয্যার ভয়াবহ ব্যাপার নিয়ে ঠাট্টা করছিলো। ফিক্-ফিক্ ক'রে হেসে সান্ড্রা বলেছিলো, "আরে বাপ্‌রে! সনির ঐ ডাণ্ডা প্রথম দেখেই যে-ই বুঝলাম ওটা আমার মধ্যে ঢোকাবে আমি তো চেঁচিয়ে-মেচিয়ে একাকার। বছর খানেকের মধ্যে আমার ভেতরটার যা অবস্থা, যেন এক ঘণ্টা ধরে ম্যাকার্‌নি সেদ্ধ করা হয়েছে, নরম থল্‌-থলে! যখন শুনলাম অন্য মেয়ে নিয়ে কারবার শুরু করেছে, গির্জায় গিয়ে মোমবাতি জ্বেলে জিশুর মাকে ধন্যবাদ জানালাম।"

কথাটা শুনে সবাই হাসলেও শুধু লুসির দুই পায়ের মাঝখানে একধরণের শিহরণ বয়ে গিয়েছিলো। এখন সিঁড়ি বেয়ে সনির কাছে যাবার সময় সমস্ত দেহের মধ্যে কামনার আগুন জ্বলে উঠছে আবার। সিঁড়ির ওপরে পৌঁছাতেই সনি ওর হাত চেপে ধরে হল-ঘরের পাশে একটা খালি শোবার ঘরে টেনে নিয়ে গেলো। দরজাটা বন্ধ হয়ে যেতেই লুসি পায়ে জোর পেলো না, অনুভব করলো তার গাউনের নিচে সনির হাত, রেশমী কাপড় কিছুটা ছিঁড়ে গেছে। সনির গলা জড়িয়ে ধরলো লুসি। সনি তার পোশাক খুলতে লাগলো। তারপর লুসির নিতম্বের নিচে দু'হাত দিয়ে সনি তাকে তুলে ধরলো। লুসি লাফিয়ে উঠে লুসি আঁকড়ে ধরলো তাকে। সনির জিভ লুসির মুখে, লুসি সেটা চুষতে লাগলো। সনি ওকে ঠেলে দিতেই দরজায় মাথা ঠুকে গেলো লুসির। জ্বলন্ত অঙ্গারের স্পর্শ অনুভব করলো লুসি। সেই মিলনের অভাবনীয় আনন্দে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এলো লুসির। জীবনের এই প্রথম পরম তৃপ্তি লাভ করলো সে। হাফিয়ে উঠলো তারা, একে অন্যের গায়ে ঠেস্ দিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো কিছুক্ষণ।

হয়তো শব্দটা কিছুক্ষণ ধরেই হচ্ছিলো, ওরা খেয়াল করে নি, এবার কানে গেলো দরজায় যেনো কে আস্তে আস্তে টোকা দিচ্ছে। দরজা ঠেসে ধরে, যাতে বাইরে থেকে খোলা না যায়, সনি তাড়াতাড়ি কাপড়-চোপড় ঠিক ক'রে নিলো। লুসিও খ্যাপার মতো গোলাপী গাউন হাত দিয়ে সমান করতে লাগলো, ওর চোখ জ্বলছে। তারপর শোনা গেলো নিচু গলায় টম হেগেন বলছে, "সনি, আছো নকি?"

একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে সনি লুসির দিকে ইশারা করলো।

"আমি, টম। কি ব্যাপার?" এবার গলা নামিয়ে হেগেন বললো, "ডন তোমাকে তার অফিসে ডেকেছেন, এক্ষুণি।" হেগেনের চলে যাবার শব্দ শোনা গেলে কয়েক মুর্হূত অপেক্ষা ক'রে লুসির ঠোঁটে জোরে একটা চুমু খেয়ে নিঃশব্দে সনি দরজা খুলে বেরিয়ে হেগেনের পিছু পিছু চললো।

চুল আঁচড়াতে লাগলো লুসি। কাপড়-চোপড় ঠিক আছে কিনা দেখে নিয়ে মোজার গার্টার সোজা করলো। শরীরটাকে জর্জরিত মনে হচ্ছে, ঠোঁট দুটো ক্ষত, ব্যথিত। দরজা খুলে সোজা সিঁড়ি দিয়ে নেমে বাগানে চলে গেলো সে। কনির পাশে কনের টেবিলে গিয়ে বসতেই

কনি খুঁত্‌-খুঁত্‌ ক'রে বললো, "কোথায় গিয়েছিলে লুসি? মনে হচ্ছে নেশা করেছো। আমার কাছে থাকো।"

সোনালী চুলের বর লুসিকে এক গ্লাস মদ ঢেলে দিতে দিতে সেয়ানার মতো হাসলো। লুসির কিছুতেই এসে গেলো না। শুকনো মুখে গাঢ় লাল দ্রাক্ষা-সর তুলে চুমুক দিলো সে। ওর শরীর কাঁপছে। পান করার সময়ে গ্লাসের কানার ওপর দিয়ে ওর তৃষ্ণার্ত চোখ সনি কর্লিয়নিকে খুঁজে বেড়াতে লাগলো। আর কারো দিকে তাকাতে ইচ্ছা করছে না। চালাকি ক'রে লুসি কনির কানে কানে বললো, "আর ক'টা ঘণ্টা সবুর করো, তারপরেই ব্যাপারটা বুঝবে।" কনি ফিক্‌-ফিক্‌ ক'রে হেসে ফেললে লুসি ভালোমানুষের মতো টেবিলের ওপর হাত দু'টা জড়ো ক'রে রাখলো। তার মনে সে কি বিশ্বাসঘাতক উল্লাস, যেন কনের ধন চুরি করেছে।

এদিকে আমেরিগো বসানেরা হেগেনের পেছনে-পেছনে কোনার ঘরে গিয়ে দেখে প্রকাণ্ড ডেস্কের পেছনে ডন কর্লিয়নি বসে আছেন আর সনি কর্লিয়নি জানালার সামনে দাঁড়িয়ে বাগানের দিকে তাকিয়ে আছে। সেদিনই প্রথম ডন কেমন উদাসীন ব্যবহার করলেন। আগন্তুককে আলিঙ্গনও করলেন না, হ্যান্ডশেকও করলেন না। বিবর্ণ মুখের লোকটি একজন আন্ডারটেকার—মৃতদেহ সমাধিস্থ করার ব্যবস্থা ও শবাধার তৈরি করা তার ব্যবসা। তার স্ত্রী ডনের স্ত্রীর অন্তরঙ্গ বন্ধু, সেই সূত্রে আজ তার নিমন্ত্রণ। ডন কর্লিয়নি অবশ্য তার উপর অসন্তুষ্ট হয়ে আছেন।

বনাসেরা তার অনুরোধ পেশ করতে শুরু করলো বেশ কৌশলীভাবে, "আমার মেয়ে, আপনার স্ত্রীর ধর্ম-কন্যা আজ এসে আপনাদের পরিবারকে তার শ্রদ্ধা জানাতে পারলো না ব'লে তাকে ক্ষমা করবেন। সে এখনও হাসপাতালে।" একবার সনি কর্লিয়নি আর টম হেগেনের দিকে তাকালো বনাসেরা, বোঝাতে চাইলো তাদের সামনে কথাটা বলতে চাচ্ছে না সে। ডনের কিন্তু দয়া হলো না।

তিনি বললেন, "তোমার মেয়ের দুর্ভাগ্যের কথা আমরা সবাই জানি। তাকে যদি আমি কোনোভাবে সাহায্য করতে পারি, সেকথা একবার বললেই হবে। যাইহোক, আমার স্ত্রী তার ধর্ম-মা। সেই সম্মানের কথা আমি কখনো ভুলি নি।" এরমধ্যে একটু তিরস্কার আছে। বনাসেরা ডন কর্লিয়নিকে কখনো গডফাদার বলে সম্বোধন করে না, যদিও রীতি অনুসারে তাই করা উচিত।

বনাসেরার মুখ ছাইয়ের মতো সাদা হয়ে গেলো। এবার সে সোজাসুজি বললো, "আপনার সঙ্গে গোপনে কথা বলতে পারি কি?"

ডন কর্লিয়নি মাথা নাড়লেন, "এই দু'জনকে আমি আমার প্রাণ দিয়ে বিশ্বাস করি। এরা আমার দুটি ডান হাত। এখান থেকে যেতে ব'লে ওদের অপমান করতে পারবো না।"

বনাসেরা এক মুহূর্তের জন্য চোখ বুজে কথা বলতে শুরু করলো। খুব শান্ত কণ্ঠস্বর, এই রকম স্বরেই সে মৃতদের আত্মীয়-স্বজনকে সান্ত্বনা দেয়। "আমার মেয়েকে আমি আমেরিকান ফ্যাশানে মানুষ করেছি। আমেরিকাতে আমার আস্থা আছে। আমেরিকাই আমাকে সাফল্য এনে দিয়েছে। মেয়েকে স্বাধীনতা দিয়েছি বটে সঙ্গে সঙ্গে একথাও শিখিয়েছি যেন কখনো

নিজেদের পরিবারে কলঙ্ক না করে। একজন ছেলেবন্ধু ছিলো ওর, সে ইতালিয় নয়। তার সঙ্গে আমার মেয়ে সিনেমা দেখতে যেতো। কিন্তু মেয়ের মা-বাবার সঙ্গে আলাপ করতে কখনো সে আমাদের বাড়িতে আসে নি। এ সবই আমি মেনে নিয়েছিলাম, কোনো আপত্তি করি নি। সেটা আমারই দোষ। দু'মাস আগে ঐ ছেলেটা ওকে গাড়িতে ক'রে বেড়াতে নিয়ে যায়। সঙ্গে আরেকটা ছোকরাও ছিলো। ওরা ওকে হুইস্কি খাইয়ে ওর ধর্ম নষ্ট করার চেষ্টা করে। ও আপত্তি করলে ধর্ম রক্ষা হয় ঠিকই কিন্তু ওরা ওকে নির্মমভাবে মারে। জানোয়ারের মতো। হাসপাতালে গিয়ে দেখলাম, দু'চোখে কালসিটে। নাক ভাঙা। চোয়ালের হাঁড় টুকরা-টুকরা। তার দিয়ে জোড়া দিতে হয়েছে।

"অতো যন্ত্রণার মধ্যে কেঁদে-কেঁদে আমাকে বললো, 'বাবা, ওরা কেন এমন করলো? আমাকে এমন করলো কিসের জন্য?' শুনে আমিও কেঁদেছি।"

আর কথা বলতে পারলো না বনাসেরা, ওর কথায় ওর মনের আবেগ প্রকাশ পায় নি, কিন্তু এখন সে আবার কাঁদলো।

যেন অনিচ্ছাসত্ত্বেও ডন কর্লিয়নি একটু সমবেদনার ইঙ্গিত করলেন। "কেন কেঁদেছিলাম? ও আমার চোখের আলো, খুবই স্নেহশীল মেয়ে আমার। খুবই সুন্দর দেখতে। মানুষকে ও বিশ্বাস করতো, আর কখনো করবে না। আর কখনো ওকে সুন্দর দেখাবে না।" থর-থর ক'রে কাঁপছে বনাসেরা, ফ্যাকাশে মুখটা বিশ্রী গাঢ় লাল রঙ হয়ে আছে ।

"কর্তব্যপরায়ণ আমেরিকানের মতো পুলিশের কাছে গেলাম। ছেলে দুটো গ্রেপ্তার হলো। তাদের বিচার হলো। এতো সাক্ষ্য অগ্রাহ্য করা যায় না। অপরাধ স্বীকার করলো ওরা। জজ ওদের তিন বছরের জেল দিয়ে সঙ্গে-সঙ্গে আবার দণ্ড মওকুফ ক'রে দিলেন। সেদিনই ওরা ছাড়া পেয়ে গেলো। বিমূঢ় হয়ে আদালতে দাঁড়িয়ে রইলাম আমি, হারামজাদারা আমার দিকে চেয়ে হাসলো। তখন আমি আমার স্ত্রীকে বললাম, 'সুবিচার পেতে হলে ডন কর্লিয়নির কাছে যেতে হবে।"

এই লোকটার দুঃখের প্রতি শ্রদ্ধা জানাবার জন্য ডন মাথা নত করলেন। কিন্তু যখন কথা বললেন, গলার স্বরে আহত আত্মমর্যাদার শৈত্য প্রকাশ পেলো, "পুলিশের কাছে কেন গিয়েছিলে? শুরুতেই আমার কাছে আসো নি কেন?"

বনাসেরা বিড়-বিড় ক'রে যা বললো, "আপনি আমার কাছে কি চান? শুধু বলুন অপনার কি ইচ্ছা। কিন্তু আমার ভিক্ষা রাখুন।" কথাটার মধ্যে ঔদ্ধত্যের মতো কিছু আছে।

গম্ভীর মুখে ডন কর্লিয়নি বললেন, "ভিক্ষাটা কি?" হেগেন আর সনির দিকে চেয়ে মাথা নাড়লো বনাসেরা। ডন হেগেনের ডেস্কে বসে আছেন। একটু ইতস্তত ক'রে বনাসেরা নিচু হয়ে ডনের কানের এতো কাছে মুখ নিয়ে গেলো যে প্রায় ছোঁয় আর কি। গির্জার পাদ্রী যেমন করে পাপীদের স্বীকারোক্তি শোনে, তেমনি ক'রে শুনলেন ডন, বহু দূরে তার চোখ, উদাস, বিচ্ছিন্ন। দীর্ঘ এক মুহূর্ত ঐভাবে রইলো ওরা, তারপর বনাসেরার কথা শেষ হলে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। গম্ভীর মুখে ওর দিকে চেয়ে রইলেন ডন। বনাসেরার মুখ লাল হয়ে গেছে, সেও নির্ভীকভাবে তাকিয়ে রইলো।

শেষ পর্যন্ত ডন বললেন, "তা আমি করতে পারবো না। তুমি আবেগের স্রোতে ভেসে যাচ্ছো।"

স্পষ্ট ক'রে, জোরে জোরে বনাসেরা বললো, "যতো টাকা চান দেবো।" এ-কথা শুনেই হেগেনের চোখ কুচকে গেলো। সনি কর্লিয়নি বুকের ওপর বাহু রেখে মৃদু ব্যঙ্গের হাসি নিয়ে এই প্রথম ঘরের কথাবার্তার প্রতি মনোযোগ দিলো সে।

ডেস্কের পেছনে ডন কর্লিয়নি উঠে দাঁড়ালেন। মুখে এখনো কোনো ভাবের প্রকাশ নেই, কিন্তু কণ্ঠস্বর মৃত্যুর মতো হিম-শীতল, "তুমি আর আমি অনেক দিন ধরে পরস্পরকে চিনি। কিন্তু এর আগে কখনো তুমি পরামর্শ কিংবা সাহায্যের জন্য আমার কাছে আসো নি। শেষ কবে আমাকে তোমার বাড়িতে কফি খেতে বলেছো তা আমার মনে পড়ে না, অথচ আমার স্ত্রী তোমার একমাত্র সন্তানের ধর্ম-মা। দ্যাখো, স্পষ্ট কথাই বলি। তুমি আমার বন্ধুত্ব ঘৃণার সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করেছো। আমার কাছে ঋণী হও এই তোমার ভয়।"

বনাসেরা ফিস্‌ফিস ক'রে বললো, "আমি কোনো গোলমালের মধ্যে থাকতে চাই না।"

ডন একটা হাত তুললেন, "না। কথা বলো না। তোমার মনে হয়েছিলো আমেরিকা হলো স্বর্গ। তোমার ব্যবসা ভালো চলছিলো, টাকাকড়ি ভালো কামাচ্ছিলে, ভেবেছিলে পৃথিবীটা অনেক নিরাপদ জায়গা, সেখানে ইচ্ছামতো ফুর্তি করা যায়। প্রকৃত বন্ধু দিয়ে নিজের নিরাপত্তার ব্যবস্থা তুমি করো নি। যাইহোক না কেন, পুলিশ আছে তোমাকে পাহারা দেবার জন্য, আইনের জন্য আদালত আছে, তোমার আর তোমার প্রিয়জনের কোনো বিপদ ঘটতেই পারে না। ডন কর্লিয়নিকে দিয়ে তোমার কোনো দরকার ছিলো না। ভালো কথা। আমার মনে দুঃখ হয়েছিলো, কিন্তু যাদের কাছে আমার বন্ধুত্বের কোনো মূল্য নেই, যারা আমাকে নগন্য ব'লে মনে করে, জোর ক'রে তাদের ঘাড়ে আমার বন্ধুত্ব চাপাবো, মানুষ সেরকম মানুষ নই।"

একটু থেমে ডন ভদ্রভাবে হাসলেন, "আর এখন এসে কিনা বলছো, 'ডন কর্লিয়নি, আমাকে সুবিচার দাও!' তাও শ্রদ্ধার সঙ্গে বলছো না। আমার মেয়ের বিয়ের দিনে আমার বাড়িতে এসে আমাকে বলছো খুন করতে!" ডন ঘৃণাভরে বনাসেরার স্বরের নকল করে বললেন, "বলছো 'যতো টাকা চাও ততো দেবো!' না, না আমি ক্ষুব্ধ হই নি, কিন্তু বলো তো কি এমন করেছি আমি যে আমার প্রতি এতো অসম্মান দেখাচ্ছো?"

যন্ত্রণায় ভয়ে বলে উঠলো বসানেরা, "আমেরিকা আমার সঙ্গে কতো ভালো ব্যবহার করেছে। আমি চেয়েছিলাম ভালো নাগিরক হতে। চেয়েছিলাম আমার মেয়ে হবে আমেরিকান মেয়ে।"

দৃঢ় সমর্থন জানিয়ে হাততালি দিলেন ডন কর্লিয়ানি, "বেশ বলেছো। চমৎকার। তাহলে তো আর কোনো অভিযোগই রইলো না। জজ রায় দিয়েছেন। আমেরিকা রায় দিয়েছে। হাসপাতালে মেয়েকে দেখতে যাবার সময় সঙ্গে করে ফুল আর এক বাক্স মিষ্টি নিও। তাতেই ও সান্ত্বনা পাবে। তুমিও সন্তুষ্ট হবে। যাই বলো, এ তো আর তেমন গুরুতর কিছু নয়, ছেলেগুলোর বয়স কম, উত্তেজনা বেশি, একজন আবার ক্ষমতাশালী রাজনীতিবিদের ছেলে। না, ভাই আমেরিগো, তুমি সবসময়ই খুব সৎ। এটুকু স্বীকার করতেই হবে, যদিও তুমি আমার বন্ধুত্বকে উপেক্ষা করেছো, তবু অন্য কোনো মানুষের চাইতে আমেরিগো বনাসেরার কথায় আমার আস্থা বেশি। অতএব কথা দাও এ পাগলামি ছাড়বে। এটা ঠিক আমেরিকান কাজ নয়। ক্ষমা করো। ভুলে যেও। দুনিয়াটা দুর্ঘটনায় পরিপূর্ণ।"

যে নিষ্ঠুর তাচ্ছিল্যপূর্ণ ব্যঙ্গের সঙ্গে একথাগুলো বলা হলো আর ডনের চাপা রাগ দেখে বনাসেরা বেচারা জেলির মতো থর্‌থর্ করে কাঁপতে লাগলো, কিন্তু তবু সাহস ক'রে বললো, "আমি আপনার কাছে সুবিচার চাই।"

সংক্ষিপ্ত স্বরে ডন বললেন, "আদালত তো সুবিচার দিয়েছে।"

একগুয়ের মতো মাথা নাড়লো বনাসেরা, "না। ওরা ঐ ছোকরাদের সুবিচার দিয়েছে। আমাকে দেয় নি।"

মাথা দুলিয়ে এই সূক্ষ্ম বিচারের অনুমোদন করলেন ডন কর্লিয়নি। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, "কিভাবে তোমার সুবিচার হবে?"

"চোখের বদলে চোখ।"

ডন বললেন, "একটু বেশিই চাইছো। তোমার মেয়ে তো বেঁচে আছে।"

অনিচ্ছার সঙ্গে বনাসেরা বললো, "ও যেমন কষ্ট পাচ্ছে, ওরাও তেমনি পাক।" ডন অপেক্ষা করলেন যদি আরো কিছু বলে। সাহসের শেষ অবশিষ্টটুকু সংগ্রহ করে বনাসেরা বললো, "আপনাকে কতো টাকা দেবো?" কথা তো নয় যেনো হতাশার আর্তনাদ।

ডন কর্লিয়নি পিঠ ফেরালেন। তার মানে বিদায়। বনাসেরা তবুও নড়লো না।

অবশেষে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে ডন কর্লিয়নি আবার ফিরলেন, মনটা তার ভালো আছে, অবুঝ বন্ধুর ওপর কতোক্ষণ রাগ করে থাকা যায়? ততোক্ষণে বনাসেরা ওর ব্যবসার মৃতদেহগুলোর মতোই ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। সুস্থিরভাবে বললেন ডন কর্লিয়নি, "আমাকে প্রথম থেকে বিশ্বাস করতে ভয় পাও কেন? আইনের কাছে গিয়ে মাসের পর মাস অপেক্ষা ক'রে থাকতে হয়। উকিলদের জন্য কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা ঢালো, অথচ তারা ভালো করেই জানে তোমাকে কেমন বোকা বানানো হবে। এমন জজের রায় মেনে নাও যে পথের বেশ্যাদের মতো নিজেকে বেচে দেয়। বহু বছর আগে, তোমার টাকার দরকার হয়েছিলো, তুমি ব্যাঙ্কে গিয়ে সর্বনাশা সুদ দিয়ে টাকা ধার নিলে, তার জন্য টুপি হাতে ভিখারির মতো তোমাকে বসে থাকতে হয়েছিলো আর ওরা তোমার পশ্চাৎভাগ পর্যন্ত শুকে শুকে দেখে নিয়েছিলো, তোমার টাকা শোধ দেবার ক্ষমতা আছে কি না!

"তার বদলে যদি আমার কাছে আসতে, আমার টাকার থলি তোমার হয়ে যেতো। যদি সুবিচারের জন্য আসতে, যে পাপিষ্ঠগুলো তোমার মেয়ের সর্বনাশ করেছে, আজ তাদের চোখ দিয়ে অশ্রু বইতো। যদি দুর্ভাগ্যবশত তোমার মতো একজন সৎ লোকের কেউ শত্রুতা করতো, তারা আমার শত্রু হতো।" ডন হাত তুলে বনাসেরার দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন, "আর বিশ্বাস করো, তাহলে তারা তোমাকেও ভয় করতো।"

মাথা নত ক'রে রুদ্ধকণ্ঠে বনাসেরা বললো, "আমাকে আপনর বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করুন। আমি সব মেনে নিলাম।"

লোকটার কাঁধে হাত রাখলেন ডন কর্লিয়নি। বললেন, "বেশ। সুবিচার তুমি পাবে। একদিন, হয়তো সেদিন কখনো আসবে না, আমি তোমাকে গিয়ে বলবো এর বদলে তুমি আমার একটা কাজ করে দাও। সে পর্যন্ত ভেবো এই সুবিচার আমার স্ত্রীর দান। সে তোমার মেয়ের ধর্ম-মা।"

কৃতজ্ঞতায় অভিভূত বনাসেরা চলে গেলে দরজা বন্ধ ক'রে ডন কর্লিয়নি হেগেনের দিকে ফিরে বললেন, "এ ব্যাপারটা ক্লেমেন্‌জাকে দিও; ওকে বোলো অবশ্যই যেনো নির্ভরযোগ্য লোক লাগায়, যারা রক্তের গন্ধে ক্ষেপে যাবে না এমন লোক। বোলো, আমরা তো আর খুনি নই, ঐ ব্যাটার মাথায় যতো পাগলামিই গজাক না কেন।" ডন কর্লিয়নি লক্ষ্য করলেন তার পুরুষসিংহ জ্যেষ্ঠপুত্র জানালা দিয়ে বাগানে উৎসবের দিকে চেয়ে রয়েছে। ভাবলেন, না, ওর কোনো আশা নেই। কিছুই যদি শিখতে না চায় তাহলে সান্তিনো কখনোই পৈতৃক ব্যবসা চালাতে পারবে না, 'ডন' হওয়া ওর কর্ম নয়! আর কাউকে খুঁজে নিতে হবে। আর সেটা শীগগিরই। উনি নিজে তো আর অমর নন।

বাগান থেকে একটা উল্লাস-ধ্বনি শুনে তিনজনেই চমকে উঠলে সনি কর্লিয়নি জানালা ঘেঁষে দাঁড়ালো, যা দেখলো তাতে মুখে একগাল হাসি নিয়ে দরজার দিকে ছুটলো সে, "জনি এসেছে, বিয়েতে জনি এসেছে, কি, বলি নি আমি?"

হেগেনও জানালার কাছে গিয়ে ডন কর্লিয়নিকে বললো, "আসলেই আপনার ধর্মপুত্র এসে গেছে। এখানে নিয়ে আসবো নাকি?"

ডন বললেন, "না। ওরা ওকে নিয়ে আনন্দ করুক। ওর যখন ইচ্ছা হবে আমার কাছে আসবে।" হেগেনের দিকে চেয়ে হাসলেন, "দেখলে তো, কেমন ভালো ধর্মপুত্র।"

হেগেনের একটু ঈর্ষা হলো। শুকনো গলায় বললো, "দু'বছর তো হলো। হয়তো আবার কোনো বিপদে পড়েছে, সাহায্যের দরকার।"

ডন কর্লিয়নি বললেন, "তাই যদি হয় তো ওর গডফাদার ছাড়া কার কাছে যাবে?"

জনি ফন্টেনকে বাগানে ঢুকতে সবার আগে দেখেছিলো কনি কর্লিয়নি। বিয়ের কনের সম্মানিত অবস্থার কথা একেবারে ভুলে গিয়ে কনি "জনি-ই-ই!" বলে চেঁচিয়ে ছুটে গেলো ওর প্রসারিত বাহুর মধ্যে, জনি ওর মুখে চুমু খেলো, বাকিরা যখন ওকে অভিবাদন জানাবার জন্য ঘিরে ধরলো, তখনো কনিকে জড়িয়ে ধরে রাখলো। এরা সবাই ওর পুরনো বন্ধু, ওয়েস্ট সাইডে এদের সঙ্গেই জনি বড় হয়েছে। তারপর কনি ওকে ওর নববিবাহিত স্বামীর কাছে টেনে নিয়ে গেলো। সেদিনকার প্রধান আসন থেকে বিচ্যুত হওয়ায় সোনালী চুলের ছোকরার মুখ কালো। তাই দেখে জনির খুব মজা লাগছে। সেজন্যই বরকে জাদু করতে লেগে গেলো সে, তাকে করমর্দন করলো, এক গ্লাস মদ পান করে তাকে শুভকামনা জানালো।

ব্যান্ডের মঞ্চ থেকে একটা চেনা কণ্ঠ ডাক দিলো, "এবার একটা গান শোনালে কেমন হয়, জনি?" ওপরে তাকিয়ে জনি দেখলো ওর দিকে চেয়ে নিনো ভ্যালেন্টি হাসছে। এক সময় দু'জনের ছিলো গলায়-গলায় ভাব, একসঙ্গে গান গাইতো, মেয়েদের নিয়ে একসঙ্গে বেড়াতো, যতোদিন না জনি খুব নাম করতে শুরু করেছিলো, রেডিওতে গাইতে আরম্ভ করেছিলো। ছবি করতে জনি যখন হলিউড গেলো, প্রথম প্রথম বার দুই নিনোকে ফোন করেছিলো, শুধু একটু গল্প করার জন্য, কথা দিয়েছিলো নিনোকে ক্লাবে গাইবার ব্যবস্থা ক'রে দেবে কিন্তু তা করেনি। এখন নিনোকে আর নিনোর হাসি-খুশি, ব্যঙ্গ-ভরা হাসি দেখে পুরনো ভালোবাসাটা আবার চাগিয়ে উঠলো।

নিনো ম্যান্ডোলিনে একটু টুং-টাং শুরু করতেই জনি ফন্টেন তার কাঁধে হাত দিয়ে

বললো, “এ গানটা বিয়ের কনের জন্য!” বলেই পা ঠুকে সিসিলির পুরনো একটি অশ্লীল প্রেমের গান জুড়ে দিলো। গানের সঙ্গে সঙ্গে নিনো যথোপযুক্ত অঙ্গভঙ্গী করতে লাগলো সে। গর্বে কনের মুখ লাল হয়ে উঠলেও অতিথির দল চিৎকার করে জয়ধ্বনি দিতে লাগলো। গান শেষ হবার আগে সবাই উঠে পড়ে পা ঠুকে প্রতি চরণের শেষের পদটি সমস্বরে গর্জন ক'রে গাইতে শুরু ক'রে দিলো। গান শেষ হলে করতালি আর থামে না, যতোক্ষণ না আরেকটা গান ধরলো জনি।

তার জন্যে ওদের কতো গর্ব। সে তো ওদেরই একজন, এখন বিখ্যাত গায়ক হয়েছে, চলচ্চিত্রের তারকা হয়েছে, দুনিয়ার সব চাইতে লোভনীয় নারীদের সঙ্গে ঘুমায়। অথচ তার গডফাদারকে যথাযোগ্য সম্মান দেখিয়ে তিন হাজার মাইল দূর থেকে বিয়ের উৎসবে যোগ দিতে এসেছে। নিনো ভ্যালেন্টির মতো পুরনো বন্ধুদের এখনো ভালোবাসে সে। জনি আর নিনো যখন ছেলেমানুষ ছিলো তখন ওদের একসঙ্গে গান গাইতে এদের অনেকেই দেখেছে। তখন কেউ স্বপ্নেও ভাবেনি জনি একদিন পাঁচ কোটি নারীর হৃদয় হরণ করবে।

জনি ফন্টেন হাত বাড়িয়ে কনিকেও মঞ্চে তুলে নিলে জনির আর নিনোর মাঝখানে দাঁড়ালো কনি। ওরা দু'জনে নিচু হয়ে মুখোমুখি দাঁড়ালে ম্যান্ডোলিনে কয়েকটা কর্কশ সুর বাজালো নিনো। এটা ওদের একটা পুরনো রুটিন, নকল যুদ্ধ আর প্রেম নিবেদন। কণ্ঠস্বর যেন তলোয়ারের মতো, পালা করে একেকজন কোরাস ধরছে। অতি সূক্ষ্ম সৌজন্যের সঙ্গে নিনোর কণ্ঠকে জনি নিজের গলাকে ছাপিয়ে উঠতে দিলো, ওর হাত থেকে কনে হরণ করে নিতে দিলো, বিজয়ীর শেষ চরণটি গাইতে দিলো নিনোকেই, জনির গলা আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেলো। বিয়ে-বাড়ির সবার সে কি উচ্ছ্বসিত জয়ধ্বনি! একেবারে শেষে ওরা তিনজন পরস্পরকে আলিঙ্গন করলে অতিথিরা আরেকটা গান দাবি করতে লাগলো।

কেবলমাত্র ডন কর্লিয়নি কোণার ঘরের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আঁচ করতে পারলেন কোথাও একটা গোলমাল আছে। প্রফুল্লকণ্ঠে, অমায়িকভাবে, অতিথিদের করো মনে কষ্ট না দিয়ে তিনি ডেকে বললেন, “আমার ধর্মপুত্র আমাদের সম্মানিত করার জন্য তিন হাজার মাইল দূর থেকে ছুটে এলো আর ওকে একটু গলা ভেজাবার জন্য কিছু দেবার কথা কারো মনে পড়লো না?” সঙ্গে সঙ্গে গোটা বারো পূর্ণ পাত্র জনির দিকে তুলে ধরা হলো প্রত্যেক গ্লাসে একটি ক'রে চুমুক দিয়ে, জনি গডফাদারকে আলিঙ্গন করতে ছুটে এলো। তারই মধ্যে তার কানে কানে কি যেন বললো জনি, তিনি তাকে সঙ্গে ক'রে বাড়ির মধ্যে নিয়ে গেলেন।

জনি ঘরে ঢুকতেই টম হেগেন তার হাতটা বাড়িয়ে দিলো। জনি করমর্দন ক'রে বললো, “কেমন আছো, টম?” কিন্তু সবার প্রতি জনির যে অন্তরঙ্গতা সেটার অভাব দেখা গেলো। ডনের সব অপ্রিয় কাজ যাকে করতে হয় এটুকু শাস্তি তাকে বহন করতেই হবে।

জনি ফন্টেন ডনকে বললো, “বিয়ের চিঠি পেয়েই ভাবলাম তাহলে আমার গডফাদার আর আমার ওপর রাগ ক'রে নেই। আমার ডিভোর্সের পর আপনাকে পাঁচ-বার ফোন করেছিলাম, প্রত্যেকবার টম বলেছিলো হয় আপনি বেরিয়ে গেছেন, নয়তো বড্ড ব্যস্ত আছেন। কাজেই বুঝতে পেরেছিলাম আপনি অসন্তুষ্ট হয়েছেন।”

স্ট্রিগারের বোতল থেকে পানীয় ঢেলে গ্লাস ভরে দিলেন ডন। “ওসব ভুলে গিয়েছি

এখন। তোমার জন্য এখনো কিছু করতে পারি নাকি? এতো বিখ্যাত, এতো বড়লোক হয়ে যাও নি তো যে আমি কিছু করতে পারবো না?"

আগুনের মতো হলদে পানীয়টুকু গিলে ফেলে জনি আবার গ্লাস বাড়িয়ে ধরলো। গলার স্বরে একটা ফুর্তির ভাব আনার চেষ্টা করে সে বললো, "আমি তো বড়লোক নই, গড ফাদার, আমি পড়ে যাচ্ছি। আপনি ঠিকই বলেছিলেন। ঐ যে দুশ্চরিত্রা মেয়েটাকে বিয়ে করলাম, তার জন্য স্ত্রীকে আর মেয়েদের ত্যাগ করা আমার উচিত হয় নি। আপনি আমার ওপর অসন্তুষ্ট হ'য়ে অন্যায় কিছু করেন নি।"

ডন কাঁধ তুললেন, "তোমার জন্য ভাবনা হচ্ছিলো, হাজার হোক তুমি তো আমার ধর্মপুত্র। এই আর কি!"

জনি ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে লাগলো, "ঐ বদ মেয়েমানুষটার জন্য একেবারে ক্ষেপে গিয়েছিলাম। হলিউডের শ্রেষ্ঠ তারকা। দেখতে যেন দেবি। একটা ছবি শেষ হলে কি করে জানেন? যে লোকটা ওর মেকআপ করে দেয়, তার কাজ যদি ভালো হয় অমনি তার সঙ্গে সেক্স করে। ক্যামেরাম্যান যদি সুন্দর ক'রে ওর ছবি তোলে, তাকে ওর ড্রেসিংরুমে এনে তার সঙ্গে শোয়। কাউকে বখ্‌শিশ দিতে হলে আমি যেমন পকেট থেকে পয়সা দেই ও তেমনি নিজের দেহটাকে দেয়। একেবারে বদমাশ এক বেশ্যা ছাড়া আর কিছু না।"

সংক্ষিপ্ত স্বরে ডন কর্লিয়নি বললেন, "তোমার পরিবার কেমন আছে?"

জনি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো, "ওদের ভালো বন্দোবস্ত করেছি। ডিভোর্সের পর আদালত যা দিতে বলেছিলো, তার চাইতেও বেশি দিয়েছি। সপ্তাহে একবার দেখা করতে যাই। ওদের জন্য মন কেমন করে। মাঝে মাঝে মনে হয় আমি বোধহয় পাগল হয়ে যাচ্ছি।" আরেকবার গ্লাস ভরলো জনি। "আমার দ্বিতীয় স্ত্রী আজকাল আমাকে নিয়ে হাসে। আমার কেন ঈর্ষা হয় বুঝতে পারে না। বলে আমি সেকেলে, আনাড়ি, আমার গান নিয়ে ঠাট্টা করে। আসার আগে পিটিয়েছি। তবে মুখে মারি নি, ছবি করছে তো তাই। ছোটো ছেলের মতো হাতে-পায়ে মেরেছি, তারপরও সে শুধু হেসেছে।" একটা সিগারেট ধরালো জনি। "বুঝতেই পারছেন গড ফাদার, বেঁচে থাকায় এখন কোনো সুখ নেই।"

ডন কর্লিয়নি সরলভাবে বললেন, "এসব ব্যাপারে আমি কোনো সাহায্যই করতে পারবো না।" একটু থেমে, জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার গলায় কি হয়েছে?"

সমস্ত আত্মপ্রত্যয়, মাধুর্য, সবকিছু জনির মুখ থেকে খসে পড়লো। প্রায় ভগ্নকণ্ঠে জনি বললো, "গড ফাদার, আমি আর গাইতে পারি না, আমার গলায় কিছু একটা হয়েছে, ডাক্তাররা ধরতে পারছে না।" চম্‌কে গিয়ে হেগেন আর ডন ওর দিকে চাইলো, জনি সবসময়ই এতো জবরদস্ত। জনি বলে চললো, "দুটো ছবিতে অনেক টাকা করেছিলাম। বিরাট তারকা হয়ে গিয়েছিলাম। এখন ওরা আমাকে ভাগাতে চাইছে। স্টুডিওর মালিক সম সময়ই আমার ওপর ক্ষ্যাপা ছিলো, এবার তার শোধ তুলছে।"

ধর্মপুত্রের সামনে দাঁড়িয়ে গম্ভীর গলায় ডন কর্লিয়নি জিজ্ঞেস করলেন, "কেন সে তোমার ওপর ক্ষ্যাপা?"

"আমি ঐসব প্রগতি সংস্থার জন্য গান গাইতাম, বুঝলেন, ঐ যেগুলো আপনিও পছন্দ

করতেন না, জ্যাক ইয়োলট্সও সেসব ভালোবাসে না। বলতো আমি নাকি কমিউনিস্ট, কিন্তু কিছু প্রমাণ করতে পারে নি। তারপর ওর কব্জায় থাকা একটা মেয়েকে আমি ছিনিয়ে নিলাম। মাত্র এক রাতের ব্যাপার, ঐ মেয়েটাই আমাকে প্রলুব্ধ করেছিলো। আমি আর কি করতে পারি? তারপর আমার বেশ্যা বউ আমাকে ছেড়ে চলে গেলো। জিনি আর আমার মেয়েরা আমাকে গ্রহণ করবে না, এক যদি না আমি হাতে-পায়ে ধরে ক্ষমা চাই। এদিকে আমি আজকাল গাইতে পারছি না। গডফাদার, এখন আমি কি করবো?"

ডন কর্লিয়নির মুখটা বরফের মতো হয়ে গেছে, এতোটুকু সহানুভূতির চিহ্ন দেখা যাচ্ছে না। তাচ্ছিল্যের সঙ্গে তিনি বললেন, "প্রথমে পুরুষমানুষের মতো আরচণ করতে পারো।" হঠাৎ রাগে মুখটা বিকৃত হলো, চেঁচিয়ে বললেন, "পুরুষ-মানুষের মতো!" ডেস্কের ওপর দিয়ে হাত বাড়িয়ে ডন জনির চুলের মুঠি ধরলেন হিংস্র স্নেহের ভঙ্গীতে। "হায় জিশু! এও কি সম্ভব যে তুমি আমার কাছে এতোকাল কাটিয়েও শেষ পর্যন্ত এর বেশি কিছু হলে না! হলিউডের একটা নষ্ট মেয়ে, কেঁদে-কেঁদে দয়া ভিক্ষা করে! মেয়েমানুষের মতো ইনিয়ে-বিনিয়ে বলে—'আমি কি করবো? আমি কি করবো?"

এতো চমৎকার অনুকরণ করলেন ডন, এতোটাই অপ্রত্যাশিতভাবে যে হেগেন আর জনি দু'জনেই চমকে উঠে হেসে ফেললো। ডন কর্লিয়নি খুশি হলেন। এক মুহূর্তের জন্য মনে পড়লো ধর্মপুত্রকে তিনি কতো ভালবাসেন। এভাবে যাচ্ছেতাই ক'রে বকাবকি করলে তার নিজের ছেলেদের কি প্রতিক্রিয়া হতো? সান্তিনোর মুখ কালো হতো, সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরে ভালো করে কথা বলতো না। ফ্রিডো ভড়কে যেতো। মাইকেল শীতল হাসি দিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতো, মাসের পর মাস তার দেখা পাওয়া যেতো না। কিন্তু জনি? তারপরও হাসছে সে, মনে জোর পাচ্ছে, গডফাদারের মতলবটা ঠিক ধরে ফেলেছে।

ডন কর্লিয়নি বলে চললেন, "তোমার বসের মেয়েমানুষ ভাগিয়ে নিয়ে আবার অনুযোগ করছো বস্ কেন তোমাকে সাহায্য করছে না! এ কি রকম বাজে কথা। তোমার পরিবারকে ফেলে গেলে, সন্তানদের পিতৃহীন করলে, একটা বেশ্যাকে বিয়ে করার জন্য! আবার কাঁদছো কেন, ওরা কেন দু'হাত বাড়িয়ে তোমাকে স্বাগত জানাচ্ছে না! ঐ যে বেশ্যাটা, ওর মুখে মারো নি কেন, না, ও যে ছবি করছে! তারপর ও তোমাকে বিদ্রূপ করলো ব'লে অবাক হচ্ছো! একটা নির্বোধের মতো জীবন কাটিয়েছো; নির্বোধের যা পরিণাম হয় তোমারও তাই হয়েছে।"

এবার থামলেন ডন কর্লিয়নি, সহিষ্ণু কণ্ঠে বললেন, "এখন থেকে আমার পরামর্শমতো চলবে তো?"

জনি ফন্টেন কাঁধ তুলে বললো, "জিনিকে আবার বিয়ে করতে পারবো না, ও যেভাবে চায় সেভাবে তো আর চলতে পারবো না। আমাকে জুয়াও খেলতে হতো, মদও খেতে হতো, বন্ধুদের সঙ্গে হৈ-চৈও করতে হতো। সুন্দরী মাগিরা আমার পেছনে ছুটতো আর আমি কখনও লোভ সামলাতে পারতাম না। তারপর জিনির কাছে যখন ফিরে যেতাম, মনে সে কি গ্লানি! ওসবের মধ্যে আবার গিয়ে ঢুকতে পারবো না।"

কদাচিৎ ডন কর্লিয়নি অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করেন। "আমি তো বলিনি আবার ওকে বিয়ে করতে হবে। তুমি যা চাও, তাই হবে। সন্তানদের প্রতি বাবার দায়িত্ব পালন করতে চাও তো

ভালো কথা। যে পুরুষমানুষ সন্তানের প্রতি কর্তব্য পালন করে না সে তো পুরুষমানুষই না। তাহলে কিন্তু ওদের মার কাছেও গ্রহণযোগ্য হতে হবে। কে বলেছে ওদের কাছে তোমাকে রোজ রোজ যেতে হবে না? কে বলেছে এক বাড়িতে বাস করতে পারবে না? কে বলেছে তুমি যেমন চাও, সেভাবে জীবন কাটাতে পারবে না?"

জনি ফন্টেন হেসে বললো, "গডফাদার, সবাই তো আর সেকালের ইতালিয় স্ত্রীদের মতো নয়। জিনি এসব মেনে নেবে না।"

এবার ডন বিদ্রূপ করতে লাগলেন, "তার কারণ তুমি যে ন্যাকা ব্যবহার করেছিলে। আদালত যা বললো, তার বেশি দিলে। দ্বিতীয়টার মুখে মারলে না কেন; না, ও যে ছবি করছে। মেয়েদের কথামতো চলো তুমি। আরে, ওরা তো দুনিয়াদারির কিছু বোঝে না। যদিও স্বর্গে গিয়ে ওরা 'সেন্ট' বনে যাবে আর আমরা পুরুষমানুষরা নরকে পুড়বো। তাছাড়া এতোকাল ধরে তোমার ওপর আমি নজর রেখেছি।"

তারপর ডনের কণ্ঠে গাম্ভীর্য এলো, "তুমি আমার ধর্মপুত্র, সবসময় আমাকে শ্রদ্ধা ক'রে এসেছো। কিন্তু তোমার অন্যান্য পুরনো বন্ধুদের জন্য কি করেছো? এক বছর এর সঙ্গে খুব ভাব তো পরের বছর অন্য কারো সঙ্গে। ঐ যে ইতালিয় ছেলেটা, বেশ মজার ফিল্ম করতো, তার কি একটা দুর্ভাগ্য হতেই তার সঙ্গে দেখাশুনা বন্ধ করে দিলে, তোমার কি না তখন ওর চাইতে বেশি নাম-ডাক! তারপর তোমার আরো বেশি পুরনো বন্ধু, যার সঙ্গে স্কুলে পড়তে, যে তোমার গানের পার্টনার ছিলো? নিনো। হতাশ হয়ে সে মদ ধরেছে, তবু মুখে কিছু বলে না ভীষণ খাটে, আমাদের পাথরের মাল পরিবহণের ট্রাক চালায়, শনি রোববার গান গেয়ে কয়েক ডলার পায়। তোমার বিরুদ্ধে একটা কথাও বলে না। তাকে একটু সাহায্য করতে পারো না? কেন পারো না? ভালো গায় তো।"

জনি ফন্টেন ধৈর্য ধরে ক্লান্তভাবে বললো, "গডফাদার, ওর তেমন প্রতিভা নেই। এমনিতে ভালো কিন্তু সেরকম সাফল্য পাবে না।"

ডন কর্লিয়নির চোখ প্রায় বোজা, বললেন, "আর তুমি ধর্মপুত্র, তোমারও তো এখন যথেষ্ট প্রতিভা নেই। ওর সঙ্গে তোমাকেও ট্রাক ড্রাইভারের একটা কাজ ঠিক ক'রে দেবো নাকি?" জনির কাছ থেকে কোনো উত্তর না পেয়ে ডন বললেন, "বন্ধুত্বই সব। প্রতিভার চাইতে অনেক বেশি। সরকারের চাইতে বেশি। প্রায় পরিবারের মতো। এটা কখনো ভুলবে না। তুমি যদি একটা বন্ধুত্বের প্রাচীর গড়ে তুলতে তাহলে আর আমার কাছে সাহায্য চাইতে হতো না। এবার বলো, গাইতে পারছো না কেন? বাগানে তো বেশ গাইলে। নিনোর মতোই ভালো।"

এই সূক্ষ্ম খোঁচায় হেগেন আর জনি দু'জনেই মৃদু হাসলো। জনির এবার ভারিক্কিভাবে ধৈর্য ধরে থাকার পালা। "আমার গলায় শক্তি নেই। দু'একটা গান গাওয়ার পর ঘণ্টার পর ঘণ্টা, এমন কি দিনের পর দিন গাইতে পারি না। রিহার্সেল করতে পারি না, দু-তিন বার ক'রে গান রেকর্ড করতে হয় সেটাও পারি না। গলায় কোনো অসুখ হয়েছে।"

"তাহলে তোমার মেয়েমানুষ নিয়ে সমস্যা। গলায় রোগ। এবার বলো ঐ যে হলিউডের বস্, যে তোমাকে কাজ দিতে চাইছে না, তার সঙ্গে ঝগড়াটা কি নিয়ে।" এবার ডন হাতে-কলমে কাজে নামলেন।

জনি বললো, "আপনার ক্যাপ্টেনদের চাইতে ওর ক্ষমতা বেশি। ও-ই স্টুডিওটার মালিক। যুদ্ধের সময় চলচ্চিত্রে যতো প্রপাগাণ্ডা হয়েছে সে বিষয়ে প্রেসিডেন্টের পরামর্শদাতা ছিলো ওই লোক। মাত্র এক মাস আগে এ বছরের শ্রেষ্ঠ উপন্যাসের সত্ত্ব কিনে নিয়েছে সে। বইটা বেস্ট-সেলার। গল্পের নায়ক অবিকল আমার মতো এক লোক। আমাকে অভিনয়ই করতে হবে না, স্বাভাবিকভাবে চলাফেরা করলেই হবে। গান পর্যন্ত গাইতে হবে না। সবাই জানে রোলটা আমাকেই মানাবে, আবার আমার নাম হবে। এবার অভিনেতা হিসেবে। কিন্তু জ্যাক ইয়োলট্‌স হারামজাদা আমার ওপর এক হাত নিচ্ছে, কিছুতেই রোলটা আমাকে দেবে না। বলেছে স্টুডিওর কমিসারিতে গিয়ে সবার সামনে যদি আমি ওর পাছায় চুমু খাই তাহলে ব্যাপারটা ভেবে দেখতে পারে।"

হাত নেড়ে ডন কর্লিয়নি এসব ন্যাকামি উড়িয়ে দিলেন। যারা যুক্তি মেনে চলে তারা কাজ-সংক্রান্ত যেকোনো সমস্যার সমাধান করতে পারে। ধর্মপুত্রের কাঁধ চাপড়ে ডন বললেন, "তুমি একেবারে ভেঙে পড়েছো। ভেবেছো তোমার জন্য কেউ পরোয়া করে না। বোধহয় খুব মদ খাচ্ছো? ঘুম হয় না, স্লিপিংপিল খাও নাকি?" মাথা নেড়ে ডন বুঝিয়ে দিলেন এসব তিনি সমর্থন করেন না। বললেন, "আমি চাই এবার তুমি আমার কথামতো চলো। আমি চাই আমার কাছে তুমি এক মাস থাকো। ভালো ক'রে খাও, বিশ্রাম নাও, ঘুমাও। আমি চাই তুমি আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকো, তোমার সঙ্গ আমি উপভোগ করি। আর তুমিও হয়তো তোমার গডফাদারের কাছ থেকে দুনিয়া সম্বন্ধে এমন কিছু শিখতে পারবে যাতে তোমার ঐ বিখ্যাত হলিউডেও কিছু সুবিধা হয়ে যায়। কিন্তু গান গাইবে না, মদ খাবে না, মেয়েমানুষদের কাছে যাবে না। এক মাস পরে হলিউডে ফিরে যেতে পারো আর তখন তোমার ঐ ৯০ ক্যালিবারের ক্যাপ্টেন তুমি যে কাজটা চাচ্ছো সেটা তোমাকে দিয়ে দেবে। রাজি আছো?"

জনি ঠিক বিশ্বাস করতেই পারছে না ডনের এতো ক্ষমতা আছে। কিন্তু ওর গডফাদার যে-কাজ করতে পারেন না সে-কাজের কথা কখনো বলেন না। জনি বললো, "ওই ব্যাটা তো এফবিআই'র প্রধান এডগার হুভারের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। ওর সামনে গলা তুলে কথাই বলা যায় না।"

অম্লানবদনে ডন বললেন, "ও তো একজন ব্যবসায়ী। আমি ওকে এমন প্রস্তাব দেবো যে 'না' বলতে পারবে না।"

জনি বললো, "বড্ড দেরি হয়ে গেছে। সব কন্ট্রাক্ট সই হয়ে গেছে। এক সপ্তার মধ্যে শুটিং হবে। একেবারে অসম্ভব ব্যাপার।"

"তুমি যাও, পার্টিতে যোগ দাও। তোমার বন্ধুরা তোমার আশায় বসে আছে। আমার হাতে সব ছেড়ে দাও।" জনিকে ঠেলে তিনি ঘর থেকে বের করে দিলেন ডন কর্লিয়নি।

হেগেন তার ডেস্কের পেছনে বসে বসে নোট ক'রে নিলো। ডন একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, "আর কিছু আছে?"

ক্যালেন্ডারের উপর কলম রেখে হেগেন বললো, "সলোৎসোকে তো আর ঠেকিয়ে রাখা যাচ্ছে না। এই সপ্তাহের মধ্যেই তার সঙ্গে আপনাকে দেখা করতে হবে।"

কাঁধ তুলে ডন বললেন, "বিয়ের ব্যাপার তো শেষ, এখন তুমি যেদিন বলো।"

এই উত্তর থেকে হেগেন দুটি জিনিস বুঝে নিলো। সবচাইতে গুরুতর কথা হলো ভার্জিল সলোৎসোকে 'না' বলা হবে। দ্বিতীয় কথা হলো, মেয়ের বিয়ের আগে কোনো কথা না বলার মানেই হলো ডন কর্লিয়নি মনে করছেন এর ফলে বিরাট কোনো গোলমাল হবে।

সতর্কভাবে হেগেন বললো, "ক্রেমেন্‌জাকে বলবো কয়েকটা লোক এনে এ-বাড়িতে রাখতে?"

অসহিষ্ণু ভাবে ডন বললেন, "কিসের জন্য? বিয়ের আগে উত্তর দেই নি, কারণ আমি চাই না এমন একটা বিশেষ দিনে দূরের আকাশেও এতোটুকু মেঘ দেখা যাক। তাছাড়া আমি জানতে চাইছিলাম ও আমার সঙ্গে কি বিষয়ে কথা বলতে চায়। সেটা এখন জানা গেছে। ও যা প্রস্তাব করবে সেটা খুব জঘন্য ব্যাপার।"

হেগেন বললো, "তবে কি আপনি রাজি হবেন না?" ডন মাথা দুলিয়ে সায় দিলেন। হেগেন বললো, "আমার কিন্তু মনে হয় সবাই মিলে—পরিবারের সবাই মিলে ভালো ক'রে ব্যাপারটা আলোচনা করে তারপর উত্তর দেয়াই ভালো।"

ডন মৃদু হাসলেন। "তোমার তাই মনে হয় বুঝি? ভালো কথা, আলোচনা করা যাবে তবে তুমি কাল ক্যালিফোর্নিয়া থেকে ফিরে আসার পর। আমার ইচ্ছা তুমি প্লেনে ক'রে গিয়ে জনির ব্যাপারটা মিটিয়ে দিয়ে আসো। ঐ চলচ্চিত্রের বসের সঙ্গে দেখা করো। সলোৎসোকে বোলো যে তুমি ক্যালিফোর্নিয়া থেকে ফিরলেই তার সঙ্গে দেখা করবো। আর কিছু আছে?"

হেগেন তখন নিষ্প্রাণভাবে বললো, "হাসপাতাল থেকে ফোন এসেছে। কনসিলিয়রি আবানদান্তো মৃত্যুশয্যায়, রাত পর্যন্ত টিকবেন না। ওর বাড়ির লোকদের ওখানে গিয়ে অপেক্ষা করতে বলা হয়েছে।"

গত এক বছর ধরে গেন্‌কো আবানদান্তো ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত হ'য়ে হাসপাতালে বন্দী হওয়ার পর থেকেই হেগেনই 'কনসিলিয়রি' অর্থাৎ মন্ত্রণাদাতার পদে নিযুক্ত আছে। ডন কর্লিয়নি কখন বলবেন ঐ পদই ওর স্থায়ী হলো, এই আশাতে বসে আছে হেগেন। সেটা না হবারই সম্ভাবনা বেশি। এতো উঁচু পদ কেবলমাত্র তাদেরই দেয়া হয় যাদের মা-বাবা উভয়ই ইতালিয়। এরই মধ্যে সাময়িকভাবেও ঐ পদের জন্য হেগেন নির্বাচিত হওয়াতে কিছু আপত্তি উঠেছে। তাছাড়া ওর বয়স মাত্র পয়ত্রিশ; অনেকে মনে করে কনসিলিয়রির কাজে সাফল্য-লাভ করতে হলে যে অভিজ্ঞতা আর চাতুরির দরকার এতো কম বয়সে সেটা সম্ভব নয়।

কিন্তু ডন ওকে কোনো উৎসাহই দিলেন না। শুধু জিজ্ঞেস করলেন, "আমার মেয়ে-জামাই কখন রওনা হবে?"

হেগেন হাতঘড়ি দেখলো, "কয়েক মিনিটের মধ্যেই ওরা কেক কাটবে, তারপর আর আধঘণ্টা।" এ কথাটা বলতেই আরেকটা কথা মনে পড়ে গেলো তার। "আপনার নতুন জামাইকে কি কোনো বড় পদ দেয়া হবে?"

ডন কর্লিয়নি এমন দৃঢ়তার সঙ্গে উত্তর দিলেন যে হেগেন চমকে উঠলো। "না, কখনো না।" হাত দিয়ে টেবিল চাপড়ে ডন আরো বললেন, "কখনো না। এমন কিছু দিও যাতে ওদের খাওয়া-পরা চলে, বেশ ভালোভাবেই চলে। কিন্তু আমাদের পারিবারিক ব্যবসার কথা কখনো জানতে দিও না। অন্যদেরও একথা বলে দিও, সনি, ফ্রিডো, ক্রেমেন্‌জা সবাইকে।"

একটু থেমে আবার বললেন, "আমার তিন ছেলেকেই বোলো, ওরা যেনো আমার সঙ্গে গেন্‌কোকে দেখতে হাসপাতালে যায়। আমি চাই ওরা তাকে শেষ শ্রদ্ধা জানাক। ফ্রেডিকে বড় গাড়িটা চালাতে বোলো, জনিকে জিজ্ঞেস কোরো, আমাকে খুশি করার জন্য ও আমাদের সঙ্গে যাবে কিনা।" জিজ্ঞাসুভাবে তাকালো হেগেন। ডন বললেন, "আমার ইচ্ছা তুমি আজ রাতেই ক্যালিফোর্নিয়া যাবে। গেন্‌কোর সঙ্গে দেখা করার সময় পাবে না। কিন্তু আমি হাসপাতাল থেকে ফিরে এসে তোমার সঙ্গে কিছু কথা বলার আগেই রওনা হয়ে যেও না। বুঝেছো?"

হেগেন বললো, "বুঝেছি। ফ্রেড কখন গাড়ি নিয়ে আসবে?"

"অতিথিরা বিদায় নেবার পর। গেন্‌কো আমার জন্য অপেক্ষা করবে।"

"সিনেটর ফোন করেছিলেন। আসতে পারেন নি ব'লে ক্ষমা চাইলেন, বললেন আপনি ঠিকই বুঝবেন। ঐ দু'জন এফবিআই'র লোক যে রাস্তার ওপাশ থেকে গাড়ির নম্বর নিচ্ছিলো বোধহয় তাদের বিষয় ইঙ্গিত করেছেন। লোক দিয়ে উনি উপহার পাঠিয়ে দিয়েছেন।"

ডন মাথা দোলালেন। একথা বলা প্রয়োজন মনে করলেন না যে তিনি নিজেই সিনেটরকে আসতে বারণ ক'রে দিয়েছেন। "ভালো উপহার পাঠিয়েছেন?"

সমর্থনের এমন একটা ভঙ্গি করলো হেগেন। "রূপার একটি অ্যান্টিক, খুব দামি। বেচলেও ওরা হাজার ডলার পাবে। সিনেটর অনেক সময় খরচ ক'রে উপযুক্ত জিনিসটিই খুঁজে বের করেছেন। ঐ ধরনের লোকের কাছে দামের চাইতে তারই গুরুত্ব বেশি।"

সিনেটরের মতো একজন উচ্চপদস্থ ব্যক্তি তাঁকে এতোখানি সম্মানিত করেছে দেখে ডন কর্লিয়নির আনন্দের সীমা রইলো না। লুকা ব্রাসির মতো এই সিনেটরও ডনের ক্ষমতার প্রাসাদের ভিতের একটা বড় প্রস্তর। এই উপহার দিয়ে তিনিও নতুন ক'রে তার আনুগত্য প্রকাশ করলেন।

জনি ফন্টেন বাগানে আসা মাত্র কে অ্যাডাম্‌স্ তাকে চিনতে পেরে খুব অবাক হয়ে বললো, "তুমি তো কখনো বলো নি তোমরা জনি ফন্টেনকে চেনো। এবার ঠিক ক'রে ফেলেছি তোমাকে বিয়ে করবো।"

মাইকেল জিজ্ঞেস করলো, "ওর সঙ্গে আলাপ করবে?"

কে বললো, "এখন না।" তারপর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললো, "তিন বছর ওর প্রেমে হাবুডুবু খেয়েছি। যখনই ক্যাপিটলে ও গান গাইতো, আমি নিউইর্য়কে এসে চেঁচিয়ে গলা ফাটিয়ে ফেলতাম। দারুণ একজন মানুষ!"

মাইকেল বললো, "পরে দেখা করা যাবে।"

গান শেষ ক'রে জনি ডন কর্লিয়নির সঙ্গে বাড়ির ভেতর ঢুকতেই মাইকেলের দিকে চেয়ে কে বললো, "এ-কথা বোলো না যে জনি ফন্টেনের মতো একজন বিখ্যাত চিত্রতারকাকেও তোমার বাবার অনুগ্রহ চাইতে হয়?"

"ও আমার বাবার ধর্মপুত্র। বাবা না থাকলে ও হয়তো আজ এতো বড় চিত্রতারকা হয়ে উঠতো না।"

আনন্দে হেসে উঠলো কে। "মনে হচ্ছে একথার মধ্যেও রহস্যময় গল্প আছে।"

মাইকেল মাথা নাড়লো, "সে গল্প বলা যাবে না।"

"আমাকে বিশ্বাস করতে পারো।"

মাইক গল্পটা বললো। কিন্তু যখন বললো একটুও হাস্যকর শোনালো না। একটুও গর্বের সঙ্গে বললো না। কোনো রকম ভণিতা না করেই বললো যে, আট বছর আগে বাবা আরো খেয়ালমতো চলতেন আর ঘটনার কেন্দ্রে তার ধর্মপুত্র থাকতো, সেটাকে একটা আত্মসম্মানের ব্যাপার বলে ধরে নিয়েছিলেন। আট বছর আগে একটা জনপ্রিয় ডান্স ব্যান্ডের সঙ্গে গান গেয়ে জনি ফন্টেনের বেশ নাম হয়েছিলো। ক্রমে সে রেডিওর একটি শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ হ'য়ে উঠেছিলো। দুঃখের বিষয় ঐ ব্যান্ড পার্টির বসে নাম লেস হ্যালি–সেও এসব ক্ষেত্রে ব্যবসায়ী হিসেবে খুবই নাম করেছিলো। জনিকে দিয়ে একটা পাঁচ-বছরের ব্যক্তিগত কনট্রাক্ট সই করিয়ে নিয়েছিলো সে। নাচ-গানের ব্যবসায় এরকম হামেশাই হয়। এতে লেস হ্যালি জনিকে এখানে ওখানে খাটিয়ে মুনাফাটার বেশির ভাগ পকেটস্থ করার অধিকার ছিলো।

ডন কর্লিয়নি নিজেই মধ্যস্থতা করে মীমাংসা করার চেষ্টা করলেন। প্রস্তাব করলেন ঐ ব্যক্তিগত কনট্রাক্ট থেকে জনিকে অব্যাহতি দিলে তিনি লেস হ্যালিকে বিশ হাজার ডলার দেবেন। হ্যালি বললো জনির রোজগারের মাত্র শতকরা পঞ্চাশ ভাগ সে দাবি করছে। ডন কর্লিয়নি হেসে ফেললেন। তিনি তখন প্রস্তাবটাকে বিশ হাজার থেকে দশ হাজারে নামিয়ে দিলেন। বোঝাই যাচ্ছে ব্যান্ড পার্টির মালিক নিজের নাচ-গানের ব্যবসার বাইরে দুনিয়ার কোনো খবর রাখে না, কাজেই সে মুনাফা কমাবার অর্থটা ধরতে না পেরে রাজি হলো না।

পরদিন ডন কর্লিয়নি নিজে তার সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। সঙ্গে নিয়ে গেলেন নিজের সবচাইতে অন্তরঙ্গ বন্ধু; একজন তার উপদেষ্টা গেন্‌কো আবানদান্ডো, অন্যজন লুকা ব্রাসি। অন্যকোনো সাক্ষীর অনুপস্থিতিতেই ডন কর্লিয়নি লেস হ্যালিকে একটা দলিলে সই দিতে রাজি করালেন। তাতে দশ হাজার ডলারের একটা সার্টিফাই করা চেকের বিনিময়ে লেস হ্যালি জনি ফন্টেনের ব্যক্তিগত কাজের ওপর থেকে তার সমস্ত দাবি তুলে নিলো। ডন কর্লিয়নি ব্যান্ড লিডারের কপালের কাছে একটা পিস্তল ধরে খুব গাম্ভীর্যের সঙ্গে বলেছিলেন, ঠিক এক মিনিটের মধ্যে ঐ দলিলে হ্যালি ও সই দু'জন নয়তো হ্যালির মাথার মগজ পড়বে। লেস হ্যালি সই করে দিলে ডন কর্লিয়নি পিস্তলটি পকেটে ভরে সার্টিফাই করা চেকটি ওর হাতে দেন।

বাকিটুকু ইতিহাস। ক্রমে জনি ফন্টেন আমেরিকার সবচাইতে আলোড়ণ সৃষ্টিকারি গায়কের খ্যাতি পেলো। হলিউডে সে এমন সব সঙ্গীত রচনা করলো যার ফলে ওর স্টুডিও ধনী হয়ে গিয়েছিলো। ওর গানের রেকর্ড থেকে লক্ষ-লক্ষ ডলার আয় হতো। তারপর জনি তার ছোটবেলার প্রেয়সী এবং বিয়েকরা বউকে ডিভোর্স ক'রে দুটি সন্তান ত্যাগ ক'রে চলে গেলো চলচিচ্চিত্রের সবচাইতে মোহনীয় তারকাকে বিয়ে করতে। অল্প দিনের মধ্যেই জনি টের পেলো নতুন বউ স্রেফ একটা 'বেশ্যা'। জনি মদ খাওয়া, জুয়া খেলা আর অন্য মেয়েদের পেছনে ছুটতে আরম্ভ করলো। ওর রেকর্ড আর বিক্রি হতো না। স্টুডিও ওকে নতুন কনট্রাক্ট দিলো না। কাজে শেষ পর্যন্ত সে তার গডফাদারের কাছে ফিরে এলো।

কে বললো, "তুমি নিশ্চিত, তোমার বাবাকে ঈর্ষা করো না? আমাকে এখন পর্যন্ত যা বললে, তাতে দেখছি উনি সবসময় পরের জন্য কিছু না কিছু ক'রে থাকেন। উনার মনটা নিশ্চয় খুব ভালো।" বাঁকা হাসলো কে। "অবশ্য উনার পদ্ধতিগুলো ঠিক আইন-সম্মত নয়।"

মাইকেল দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে বললো, "আমারও তাই মনে হয়, কিন্তু তোমাকে একটা কথা বলে রাখি। মেরু-অভিযাত্রীদের কথা বোধহয় শুনেছো, যারা উত্তর-মেরু যাবার পথে এখানে ওখানে খাবারের পুঁজি লুকিয়ে রেখে দেয়, যদি কখনো দরকার হয়, এই মনে করে? আমার বাবার অনুগ্রহগুলোও সেই রকম। একদিন না একদিন প্রত্যেকের বাড়ি গিয়ে হানা দেবেন, তখন তারা এগিয়ে না এলেই মুশকিল!"

গোধুলির সময় বিয়ের কেকটা বের করা হলে প্রশংসা করলো সবাই, তারপর কেটে খাওয়া হলো সেটা। নাজোরিনি এই কেকটি বিশেষ যত্ন ক'রে বেক করেছিলো। কি সুন্দর তার সাজ, ওপরে ক্ষীরের ঝিনুক বসানো, তার স্বাদ এমন উপাদেয় যে সোনালী-চুলের বরের সঙ্গে মধুচন্দ্রিমা যাপন করতে যাবার আগে কনি সেগুলোর কিছুটা কেকের ওপর থেকে তুলে নিয়ে গেলো। সৌজন্যসহকারে ডন তার অতিথিদের বিদায় দেবার সময় লক্ষ্য করলেন কালো গাড়িটা এবং এফবিআই'র লোকদের আর দেখা যাচ্ছে না।

শেষ পর্যন্ত পার্কিংয়ে একটিমাত্র গাড়ি বাকি রইলো, একটা লম্বা কালো ক্যাডিলাক, চালকের আসনে ফ্রেডি। ডন সামনের আসনে বসলেন, তার বয়স ও ওজনের অনুপাতে তার চলাফেরা আশ্চর্য রকম সাবলীল। সনি, মাইকেল আর জনি ফন্টেন বসলো পেছনের সিটে। ডন কর্লিয়নি তার ছেলে মাইকেলকে বললেন, "তোমার বান্ধী কি একা একা ঠিকমতো শহরে ফিরতে পারবে?"

মাইকেল মাথা নেড়ে বললো, "টম বলেছে ব্যবস্থা করবে।" হেগেনের দক্ষতা দেখে ডন কর্লিয়নি প্রসন্ন হয়ে মাথা দোলালেন।

এখনও পেট্রল রেশন চলছে, তাই ম্যানহাটান যাবার পথে বেল্ট পার্ক-ওয়েতে যানবাহন কম। ফ্রেঞ্চ হাসপাতালের রাস্তায় গাড়ি ঢুকতে এক ঘন্টাও লাগলো না। পথে ডন কর্লিয়নি তার কনিষ্ঠ ছেলেকে জিজ্ঞেস করলেন কলেজের পড়াশুনা ভালো চলছে কিনা। মাইকেল মাথা নেড়ে জানালো ভালোই চলছে। পেছনের সিট থেকে সনি বাপকে বললো, "জনি বলছে তুমি ওর ঐ হলিউডের গোলমালটা মিটিয়ে দিচ্ছো। তুমি কি চাও আমি গিয়ে সাহায্য করি?"

সংক্ষিপ্ত স্বরে ডন বললেন, "টম আজ রাতে যাচ্ছে। সাহায্যের দরকার হবে না। সামান্য ব্যাপার।"

সনি কর্লিয়নি হেসে বললো, "জনি মনে করছে এ ব্যাপারটা তুমি মেটাতে পারবে না। তাই ভাবছিলাম তুমি হয়তো আমাকে গিয়ে সাহায্যে করতে বলবে।"

ডন কর্লিয়নি মাথা ঘুরিয়ে জনি ফন্টেনকে জিজ্ঞেস করলেন, "আমার ওপর তোমার আস্থা নেই কেন? তোমার গডফাদার কি যা বলেন, ঠিক তা করেন না? কেউ কখনো আমাকে বোকা বানাতে পেরেছে?"

ভয়ে ভয়ে জনি ক্ষমা চাইলো, "গডফাদার, ঐ স্টুডিওর মালিক একটা ৯০ ক্যালিবারের

বদমাশ। ওর কথার নড়-চড় করানো যায় না, টাকা দিয়েও না। বড়-বড় লোকের সঙ্গে ওর সম্পর্ক। তাছাড়া ও আমাকে দেখতে পারে না। কি ক'রে গোলমালটা মেটাবেন তাই ভেবে পাচ্ছি না।"

সকৌতুকে, সস্নেহে ডন বললেন, "আমি বলছি ওটা তোমার হয়ে যাবে।" তারপর কনুই দিয়ে মাইকেলের পাঁজরে খোঁচা দিয়ে বললেন, "আমার ধর্মপুত্রকে তো আর নিরাশ করা যায় না, কি বলো মাইকেল?"

মাইকেল কখনো মুহূর্তের জন্যও বাপকে অবিশ্বাস করে না, কাজেই মাথা নেড়ে সায় দিলো সে।

হাসপাতালের দিকে যাবার সময় ডন কর্লিয়নি মাইকেলের বাহুতে হাত রাখলে বাকিরা এগিয়ে গেলো। ডন বললেন, "তোমার কলেজে পড়া শেষ হ'লে আমার কাছে এসো, কথা আছে। আমার কতোগুলো পরিকল্পনা আছে, সেগুলো তোমার ভালোই লাগবে।"

মাইকেল কিছু বললো না। বিরক্ত হ'য়ে ডন জোড় গলায় বললেন, "তুমি কেমন ছেলে তাতো আমি জানি। তোমার যা পছন্দ নয় এমন কিছু করতে বলবো না। এটা একটা বিশেষ ব্যাপার। এখন যা ভালো লাগে করো, মানুষ তো হয়েছো। কিন্তু পড়াশুনা শেষ হ'লে সব ছেলেরই যেমন উচিত, তুমিও একবার আমার কাছে এসো।"

হাসপাতালের সাদা টালির মেঝের ওপর এক ঝাঁক কাকের মতো গেন্‌কো আবানদাভোর পরিবারের লোকেরা জড়ো হয়েছে। তার স্ত্রী আর তিনটি কন্যা, সবার পরনে কালো পোশাক। লিফ্‌ট থেকে ডন কর্লিয়নিকে নামতে দেখে তারা সাদা টালির ওপর থেকে ঠিক যেনো ডানা ঝাপটে আশ্রয়ের জন্য উড়ে এলো তাঁর কাছে। মায়ের কালো পোশাক পরা দশাসই চেহারা, মেয়েগুলো মোটা-সোটা। কাঁদতে কাঁদতে আবানদাভোর স্ত্রী ডনের গাল স্পর্শ ক'রে বিলাপের সুরে বললো, "আপনি দেবতার মতো, নিজের মেয়ের বিয়ে ফেলে এখানে এলেন!"

এসব কথা ডন কর্লিয়নি গায়ে মাখলেন না, "আজ বিশ বছর ধরে আমার ডান হাতের মতো একজন বন্ধু, তাকে আমার শ্রদ্ধা জানানো উচিত না?" সঙ্গে সঙ্গে ডন বুঝে নিলেন এই মহিলা, যার বৈধব্য আসন্ন, সে কিন্তু বুঝতে পারছে না আজ রাতে তার স্বামীর মৃত্যু হবে।

এক বছর ধরে এই হাসপাতালে শুয়ে গেন্‌কো আবাদাভো ক্যান্সার রোগে ভুগে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, তার মর্মান্তিক রোগটাকে তার স্ত্রী স্বাভাবিক জীবনযাত্রার অঙ্গ বলেই যেনো মেনে নিয়েছে। ভাবছে আজ রাতে আরেকটা সঙ্কট-সময় উপস্থিত হয়েছে, তার বেশি নয়। সে বলে যাচ্ছে, "ভেতরে যান, গিয়ে আমার স্বামীকে দেখে আসুন। আপনাকে ডাকছেন। আপনার মেয়ের বিয়েতে গিয়ে অভিনন্দন জানিয়ে আসার ইচ্ছা ছিলো বেচারির, কিন্তু ডাক্তার কিছুতেই রাজি হলেন না। তারপর বললেন আজকের এই বিশেষ দিনে আপনি এসে তাকে দেখে যাবেন। আমি কিন্তু ভাবতেও পারি নি আপনি আসবেন। মেয়েদের চাইতে পুরুষদের মধ্যে বন্ধুত্বের মূল্য অনেক বেশি। ভেতরে যান, উনি খুব খুশি হবেন।"

গেন্‌কো আবানদাভোর কেবিন থেকে একজন নার্স আর একজন ডাক্তার বেরিয়ে এলো।

ডাক্তারের বয়স কম, মুখ গম্ভীর, ভাবখানা যেনো প্রভুত্ব করার জন্যই জন্মেছে। মেয়েদের মধ্যে একজন ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলো, "ডাঃ কেনেডি, এখন বাবাকে দেখতে পারি?"

বিরক্তির সঙ্গে ডাক্তার ওদের বড় দলটার দিকে তাকালেন। এরা কি সত্যি বুঝতে পারছে না যে ঘরের ঐ মানুষটি মৃত্যুর সম্মুখীন, অতি যন্ত্রণায় মৃত্যুর সম্মুখীন? ওকে যদি এরা সবাই শান্তিতে মরতে দিতো, তাহলেই বেশি ভালো হতো। অপূর্ব ভদ্র-কণ্ঠে ডাক্তার বললেন, "শুধু ওর বাড়ির লোকেরা।" তারপরেই অবাক হয়ে দেখলেন আনাড়িভাবে সান্ধ্যপোশাক পরা ভারি শরীরের একজন মানুষের দিকে রুগির বাড়ির লোকেরা ফিরে দাঁড়ালো, যেনো তার মতামতের অপেক্ষায় আছে।

ভারি লোকটি কথা বললেন। কণ্ঠে সামান্য একটু ইতালিয় টান শোনা গেলো। "ডাক্তার সাহেব, উনি কি সত্যি মারা যাচ্ছেন?"

ডাঃ কেনেডি বললেন, "হ্যা।"

"তাহলে আপনাদের আর কিছু করার নেই। আমরা এবার ভার নেবো। তাকে সান্ত্বনা দেবো, তার চোখ বন্ধ ক'রে দেবো। তাকে সমাধিস্থ করার সময় আমরাই চোখের পানি ফেলবো, তারপর তার স্ত্রী-কন্যাদের দেখাশুনাও করবো আমরা।" এমন স্পষ্ট কথা শুনে আবানদান্ডোর স্ত্রী প্রকৃত অবস্থা বুঝতে পেরে কাঁদতে শুরু করলো।

ডাঃ কেনেডি কাঁধ তুললেন। এইসব চাষা-ভুষোদের কিছু বোঝানোই মুশকিল। সেই সঙ্গে লোকটির কথার ন্যায্যতাও তাকে মানতে হলো। সত্যিই তার ভূমিকা শেষ হয়ে গেছে। তখনো ভদ্রতার সঙ্গে ডাক্তার বললেন, "একটু অপেক্ষা করুন, নার্স আপনাদের ঘরে যেতে বলবে, ওর এখনো রুগির কিছু কাজ বাকি আছে।" এই বলে ডাক্তার চলে গেলেন।

নার্স আবার ঘরে ফিরে গেলে ওরা বাইরে অপেক্ষা করতে লাগলো। অবশেষে বাইরে এসে ওদের জন্য দরজা খুলে ফিস্‌ফিস্ ক'রে বললো, "প্রচণ্ড জ্বরে উনি আবোল-তাবোল বলছেন। দেখবেন, বেশি উত্তেজিত করবেন না উনাকে, উনার স্ত্রী ছাড়া আর কেউ কয়েক মিনিটের বেশি ঘরে থাকবে না।" বেরিয়ে যাবার সময় জনি ফন্টেনকে দেখে নার্সের চোখ দুটো বিস্ফারিত হলো। মৃদু হেসে স্বীকৃতি জানালো জনি, মেয়েটি প্রকাশ্যভাবে তাকে আহ্বান জানালো। ভবিষ্যতের প্রয়োজনের জন্য ওর কথা মনে রেখে দিয়ে অন্যদের সঙ্গে রুগির ঘরে ঢুকে পড়লো জনি।

মৃত্যুর সঙ্গে লম্বা দৌড়বাজি খেলেছিলো গেন্‌কো আবানদান্ডো, এখন হেরে গিয়ে, উঁচু করা খাটে ক্লান্ত হয়ে শুয়ে আছে। গেন্‌কোর দেহ কঙ্কালসার হয়ে গেছে। এক সময় মাথা ভরা সতেজ কালো চুল এখন এলোমেলো পাকানো দড়ির মতো হয়ে আছে। প্রফুল্লকণ্ঠে ডন কর্লিয়নি বললেন, "গেন্‌কো, ভাই, এই দ্যাখো, আমার ছেলেদের এনেছি তোমাকে শ্রদ্ধা জানাবার জন্য, আর দ্যাখো, সেই বহুদূর হলিউড থেকে জনিও এসেছে।"

মরণোন্মুখ মানুষটি জরাগ্রস্ত চোখ খুলে কৃতজ্ঞতাভরে তাকালো ডনের দিকে। ছেলেদের বলিষ্ঠ হাতে তার শুকনো হাতটা চেপে ধরতে দিলো সে। খাটের পাশে দাঁড়ালো তার স্ত্রী আর মেয়েরা; ওর গালে চুমু খেয়ে, একে একে ওরা তার অন্য হাতটি ধরলো।

ডনও তার পুরনো বন্ধুর হাত ধরলেন। তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, "তাড়াতাড়ি সেরে

ওঠো, আমরা দু'জনে ইতালিতে আমাদের গ্রামে একবার বেড়াতে যাবো। আমাদের বাবারা যেমন মদের দোকানের সামনে 'বক্কি' খেলতেন, এবার আমরাও খেলবো।"

মৃত্যুপথযাত্রী মাথা নেড়ে এক হাতে ছেলেদের আর ওর নিজের বাড়ির লোকদের সরে যেতে ইশারা করলো, পাখির নখের মতো অন্য হাতটা দিয়ে ডন কর্লিয়নিকে আঁকড়ে ধরলো সে। কথা বলার চেষ্টা করলো গেন্‌কো। ডন ওর মাথাটা নামিয়ে খাটের পাশের চেয়ারে বসলেন। গেন্‌কো আবানদান্ডো ওদের ছোটবেলার বিষয়ে বকে যাচ্ছে। তার কুচ্‌-কুচে কালো চোখ চতুর হয়ে উঠেছে এখন। ফিস্‌ফিস্‌ ক'রে কি যেনো বললো সে। ডন আরেকটু নিচু হলেন। ঘরের মধ্যে আর যারা আছে তারা অবাক হয়ে দেখলো, ডন কর্লিয়নি মাথা নাড়ছেন আর তার চোখ দিয়ে পানি পড়ছে। রুগির কম্পিত কণ্ঠে আরো জোড়ালো হলে ঘরের সবাই শুনতে পেলো। একটা ক্লিষ্ট অমানুষিক চেষ্টায় আবানদান্ডো মাথাটা বলিশ থেকে তুলে দৃষ্টিহীন চোখে কাঠির মতো একটা আঙুল দিয়ে ডনকে দেখিয়ে অন্ধের মতো বলে উঠলো, "গডফাদার, ও গডফাদার, মরার হাত থেকে আমাকে বাঁচাও! তোমার পায়ে পড়ি। হাড় থেকে গায়ের মাংসগুলো জ্বলে যাচ্ছে, মগজে পোকা খাচ্ছে, সব আমি টের পাচ্ছি। তুমি আমাকে ভালো ক'রে দাও, তোমার সেই ক্ষমতা আছে, আমার হতভাগিনী স্ত্রীর চোখের পানি মুছে দাও। কর্লিয়নিতে ছোটবেলায় আমরা একসঙ্গে খেলা করতাম, আর এখন তুমি আমাকে মরতে দেবে? পাপ করেছি তাই নরকে আমার খুব ভয়।"

ডন চুপ ক'রে রইলেন। আবানদান্ডো বললো, "আজ তোমার মেয়ের বিয়ের দিন, আজ তো তুমি আমাকে 'না' বলতে পারবে না।"

গম্ভীর ভাবে, শান্তকণ্ঠে কথা বলতে আরম্ভ করলেন ডন, যাতে অবিশ্বাসীর প্রলাপ ভেদ করে কথাগুলো গেন্‌কোর কানে পৌঁছায়। "ভাই, তুমি আমার কতো দিনের বন্ধু, তেমন ক্ষমতা আমার নেই। যদি থাকতো, বিশ্বাস করো, ঈশ্বরের চাইতেও আমি বেশি দয়া দেখাতাম। কিন্তু মরাকে ভয় কোরো না, নরককেও ভয় কোরো না। প্রত্যেক দিন সকালে আর রাতে আমি তোমার জন্য প্রার্থনা করবো। এতো লোক তোমার জন্যে ঈশ্বরের কাছে দয়া ভিক্ষা করলে তিনি কি আর তোমাকে সাজা দিতে পারবেন?"

কঙ্কালসার মুখে এমন একটা ধূর্তভাব প্রকাশ পেলো যে দেখতে বিশ্রী লাগলো। আবানদান্ডো বললো, "তাহলে সব ব্যবস্থা করা হয়ে গেছে?"

ডন যখন উত্তর দিলেন, কথাগুলো বরফের মতো ঠাণ্ডা, সান্ত্বনাহীন শোনালো, "অবিশ্বাসীর মতো কথা বলছো তুমি। আত্মসমর্পণ করো।"

বালিশের ওপর মাথাটা নেমে পড়লে চোখ থেকে উন্মত্ত আশার আলো নিভে গেলো। সেই সময় নার্সও ঘরে ফিরে এসে সবাইকে কাটখোট্টাভাবে বের ক'রে দিত লাগলো। ডনও উঠে পড়লেন কিন্তু আবানদান্ডো হাত বাড়িয়ে বললো, "গডফাদার, তুমি আমার কাছে থাকো, মৃত্যুর সম্মুখীন হতে আমাকে সাহায্য করো। হয়তো আমার কাছে তোমাকে দেখলে ভয় পেয়ে সে আমাকে শান্তিতে থাকতে দেবে। হয়তো তুমি দু'একটা কথা বলে একটু ব্যবস্থা ক'রে দিতে পারবে, কি বলো?" মৃত্যুপথযাত্রী চোখ টিপলো, যেনো ডনকে ব্যঙ্গ করছে, এবার অবশ্য বাস্তবিকই ঠাট্টা ক'রে কথাগুলো বলেছে সে। "আর যাই হোক, আমাদের তো রক্তের

সম্বন্ধ।" তারপর বোধহয় ভয় হলো ডন বুঝি অসন্তুষ্ট হবেন, তাই তার হাত আঁকড়ে ধরে বললো, "থাকো আমার কাছে, তোমার হাতটা ধরতে দাও। কতো লোককে আমরা জব্দ করেছি, ও ব্যাটাকেও করবো। গডফাদার, আমাকে ছেড়ে যেও না।"

ডন অন্যদের ঘর থেকে যেতে ইশারা করে গেন্‌কো আবানদান্ডোর শুকনো হাতটা নিজের দুটি প্রশস্ত হাতে তুলে নিলেন। দু'জনে এখন মৃত্যুর জন্য প্রতীক্ষা করতে লাগলো, কতো কোমল আশ্বাসের কথা বলে ডন বন্ধুকে সান্ত্বনা দিতে লাগলেন। যেনো মানুষের জীবনের সব চাইতে বীভৎস আর পাপিষ্ঠ বিশ্বাসঘাতকের হাত থেকে ডন সত্যি সত্যি গেন্‌কো আবাদান্ডোর প্রাণটাকে ছিনিয়ে নিয়ে আসতে পারেন।

কনি কর্লিয়নির বিয়ের দিনটি ভালোভাবেই শেষ হলো। দক্ষতা আর বলিষ্ঠতা সহকারে স্বামীর কর্তব্য সম্পাদন করলো কার্লো রিট্‌সি। বিয়ের কনের টাকার থলির চিন্তায় তার উৎসাহ আরো বেড়ে গিয়েছিলো; থলিতে বিশ হাজার ডলারের বেশি জমেছিলো। কনে তার কুমারীত্ব যতোটা আগ্রহে সমর্পণ করেছে থলিটাকে ততোটা আগ্রহে করে নি। সেটার জন্য কার্লোকে বউয়ের চোখে কালশিটে ফেলে দিতে হয়েছে।

এদিকে সনি কর্লিয়নি কখন টেলিফোন করে সেই আশায় লুসি মানচিনি বাড়িতে বসে আছে, তার দৃঢ় বিশ্বাস সনি আবার দেখা করার ব্যবস্থা করবে। শেষ পর্যন্ত সনিদের বাড়িতে ফোন করলে যখন একজন মহিলা উত্তর দিলো, লুসি সঙ্গে সঙ্গে ফোনটা নামিয়ে রাখলো। লুসির জানার কোনো উপায়ই নেই ঐ মাঝখানে আধ ঘণ্টার জন্য সনি আর সে যখন অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিলো, সেটা বিয়ে-বাড়ির প্রায় প্রত্যেকটি মানুষেরই চোখে পড়েছিলো। চারদিকে কানাকানি শুরু হয়ে গিয়েছিলো যে সনি কর্লিয়নি আরেকটি শিকার খুঁজে পেয়েছে; নিজের বোনের নীত-কনের সঙ্গে সেক্স করেছে।

আমেরিগো বনাসেরা ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্ন দেখেছে। স্বপ্নে দেখেছে ডন কর্লিয়নি টুপি, ওভারকোর্ট আর ভারি দস্তানা পরে তার সমাধির দোকানের সামনে গুলিবিদ্ধ কয়েকটি লাশ নামাচ্ছেন আর চিৎকার ক'রে বলছেন, "মনে থাকে যেনো, আমেরিগো! কাউকে একটি কথাও বলবে না। এগুলো তাড়াতাড়ি পুঁতে ফেলো।"এতো জোরে জোরে আমেরিগো ঘুমের মধ্যে গোঙালো যে তার স্ত্রী তাকে ঝাঁকিয়ে গজ্‌-গজ্‌ ক'রে বলতে লাগলো, "তুমি কেমন মানুষ, বিয়ের দাওয়াত খেয়ে এসে দুঃস্বপ্ন দ্যাখো!"

পলি গাটো আর ক্লেমেন্‌জা কে অ্যাডাম্‌সকে তার নিউইয়র্ক সিটির হোটেলে পৌছে দিতে যাচ্ছে। সৌখিন বড় গাড়িটা গাটো চালাচ্ছে। চালকের পাশে সামনের আসনে কে'কে বসতে দিয়ে ক্লেমেন্‌জা পেছনে বসলো। তার চোখে এরা দু'জন খুবই রোমাঞ্চকর। তবে মুখে তাদের ব্রুকলিনের ভাষা, তার সঙ্গে তাদের ব্যবহারেও যেনো অতিরিক্ত সমীহ প্রকাশ পচ্ছে। যেতে যেতে ওদের সঙ্গে কে নানা বিষয়ে গল্প করতে লাগলো এবং অবাক হয়ে লক্ষ্য করলো মাইকেলের সম্বন্ধে ওরা যা বললো, তাতে স্পষ্ট প্রকাশ পেলো স্নেহ আর শ্রদ্ধা। মাইকেলের কথা শুনে এতো দিন কে'র ধারণা ছিলো পৈতৃক পরিবেশে সে বাইরের একজন লোকের মতো। এখন কিন্তু জোড় গলায় ক্লেমেন্‌জা তাকে আশ্বাস দিলো, বুড়ো ভদ্রলোকের

মতে তার ছেলেদের মধ্যে মাইকেলই সবার সেরা, নিশ্চয় ও-ই পৈতৃক ব্যবসার উত্তরাধিকারি হবে।

অতি স্বাভাবিকভাবে কে জিজ্ঞেস করলো, "ওদের পৈতৃক ব্যবসাটা কি?"

গাড়িটা মোড় নিতে নিতে পলি একবার তার দিকে চাইলো। পেছন থেকে অবাক হয়ে ক্রেমেন্‌জা বললো, "মাইক বলে নি? মিঃ কর্লিয়নি হলেন যুক্তরাষ্ট্রের সবচাইতে বড় ইতালিয় জলপাই তেলের আমদানিকারক। যুদ্ধ থেমে যাওয়াতে ব্যবসা এবার ভালো হবে। মাইকের মতো বুদ্ধিমান ছেলেই উনার দরকার।"

হোটেলে পৌঁছেই ক্রেমেন্‌জা জোর করে তার সঙ্গে ডেস্ক পর্যন্ত এলো। কে আপত্তি করাতে সরলভাবে বললো, "বস্ বলে দিয়েছেন, আপনি নিরাপদে বাড়ি পৌঁছেছেন কিনা সেটা দেখে যেতে হবে।"

কে তার ঘরের চাবি পেলে ক্রেমেন্‌জা ওর সঙ্গে লিফ্‌ট পর্যন্ত গিয়ে কে লিফ্‌টে ওঠা পর্যন্ত অপেক্ষা করলো। মৃদু হেসে কে ওর দিকে হাত নেড়ে অবাক হয়ে লক্ষ্য করলো, তার উত্তরে ক্রেমেন্‌জার মুখে প্রসন্ন হাসি দেখা যাচ্ছে। ভাগ্যিস তারপর হোটেলের ক্লার্কের কাছে ফিরে গিয়ে কে ওকে জিজ্ঞেস করতে শোনে নি, "কি নামে উনি ঘর নিয়েছেন?"

হোটেলের ক্লার্ক অপ্রসন্নভাবে ক্রেমেন্‌জার দিকে তাকালো। ক্রেমেন্‌জার হাতে ছোট্ট একটা সবুজ কাগজের গোলা, ক্লার্কের দিকে সেটা গড়িয়ে দিতেই ওটা তুলে নিয়ে ক্লার্ক বললো, "মিঃ আর মিসেস মাইকেল কর্লিয়নি।"

গাড়িতে ফিরেই পলি গাটো বললো, "বেশ ভদ্রমহিলা।" ঘোঁৎঘোঁৎ ক'রে ক্রেমেন্‌জা বললো, "মাইকেল ওর সঙ্গে সহবাস করে।" মনে মনে ভাবলো, যদি না ওকে সত্যি সত্যি বিয়ে করে থাকে।

তারপর পলি গাটোকে বললো, "কাল সকাল-সকাল আমাকে তুলো। হেগেন আমাদের একটা কাজ দিয়েছে, তাড়াতাড়ি সেটা করতে হবে।"

রোববার অনেক রাত হলে তবে টম হেগেন স্ত্রীকে চুমু খেয়ে বিদায় জানিয়ে এয়ারপোর্টের দিকে রওনা দিলো। ওর বিশেষ এক নম্বর জরুরি অনুমতিপত্র থাকাতে–পেন্টাগনের একজন স্টাফ জেনারেল অফিসার তার কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ ওটি দিয়েছিলেন–লস অ্যাঞ্জেলেসের প্লেনে জায়গা পেতে কোনো অসুবিধাই হলো না।

টম হেগেনের পক্ষে দিনটা খুবই ক্লান্তিকর হলেও, সন্তোষজনক বলতে হবে। ভোর তিনটার সময় গেন্‌কো আবানদান্ডো মারা গেছে; ডন কর্লিয়নি হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফিরেই টমকে জানিয়েছিলেন এখন থেকে সে-ই আনুষ্ঠানিকভাবে ওদের পরিবারের কনসিলিওরি, অর্থাৎ মন্ত্রণাদাতা। তার মানে হেগেন তাদের পরিবারের একজনের মতোই মানুষ হয়ে উঠেছে তাতে কোনো তফাত রইলো না। প্রশ্নটা হচ্ছে রক্তের। কনসিলিওরির মতো একটা বিশ্বস্ত পদে কেবলমাত্র একজন সিসিলিয়কেই বিশ্বাস করা যায়, কারণ 'ওমের্তার' নিয়ম শুধু তারই জানা থাকবে। ওমের্তার নিয়ম হলো মুখ বন্ধ রাখার নিয়ম।

সবার ওপরে আছেন গৃহকর্তা ডন কর্লিয়নি, তিনি সমস্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন; একেবারে

নিচে আছে একদল লোক তারা হাতে কলমে কাজ করে সেই আদেশ পালন করে; এই দুই পক্ষের মাঝখানে আছে তিনটি স্তরের কর্মী। এভাবে কোনো কাজের সূত্র ধরে একেবারে ওপরে পৌছানো সম্ভব হয় না। যদি না কনসিলিওরিরা বিশ্বাসঘাতকতা করে। সেই রোববার সকালে আমেরিগো বনাসেরার মেয়েকে যে দুই ছোকরা মেরেছিলো, তাদের কি ব্যবস্থা করা হবে সে বিষয়ে ডন বিস্তারিত বলে দেন। কিন্তু আদেশটি তিনি টম হেগেনকে গোপনে দিয়েছিলেন। সেদিন আরেকটু বেলা হলে হেগেন কোনো তৃতীয় শ্রোতার অনুপস্থিতিতে ক্লেমেন্‌জাকে কাজের আদেশ দিলে ক্লেমেন্‌জা আবার পলি গাটোকে কাজটা সম্পন্ন করতে বলে দেয়।

এবার পলি গাটো প্রয়োজনীয় লোকজন সংগ্রহ ক'রে কাজটা করবে। এ কাজের কারণটা কি, কিংবা গোড়ায় কে এই আদেশ দিয়েছে, এ সব কথা পলি গাটো কিংবা তার লোকদের জানা থাকবে না। ডনকে কোনো ব্যাপারে জড়াতে হলে, শিকলের প্রত্যেকটি গিঁটকে, অর্থাৎ প্রত্যেক ধাপের কর্মীকে বিশ্বাসঘাতকতা করতে হবে। এমন ঘটনা কখনো ঘটে নি, কিন্তু সবসময়ই ঘটবার সম্ভাবনা থাকে। সেই সম্ভাবনার ওষুধটিও সবার জানা আছে। শিকলের একটি মাত্র গিঁটকে কেটে বাদ দিলেই হলো।

কনসিলিওরির নামের অর্থও যা, কাজও তাই। সে হলো ডনের পরামর্শদতা, তার ডান হাত এবং দ্বিতীয় মগজ। তাছাড়া সে-ই তার নিকটতম সঙ্গী এবং সবচাইতে অন্তরঙ্গ বন্ধু, কোনো গুরুত্বপূর্ণ যাত্রাকালে সে-ই ডনের গাড়ি চালায়, কোনো অধিবেশনের সময় সে-ই ডনের খাবার-দাবার, পানীয়, কফি, স্যান্ডউইচ, নতুন চুরুট এনে দেয়। ডন যে বিষয়ে যতোখানি জানেন, সেও ততোখানি না হলেও অন্তত কাছাকাছি জানে, কোথায় কোন্ শক্তির কেন্দ্র সব বোঝে । পৃথিবীতে একমাত্র সে-ই ডনের সর্বনাশ করতে পারে। কিন্তু কোনো কনসিলিওরি কখনো তার ডনের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে নি, অন্তত যেসব প্রতাপশালী সিসিলিয় পরিবার আমোরিকায় এসে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তারা কেউ কখনো তার ডনের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে নি, তারা কেউ কখনো এমন কথা শোনে নি। তাতে কোনো লাভও বে না। প্রত্যেক কনসিলিওরি জানে বিশ্বাস রক্ষা করলে সে ধন, ক্ষমতা, মর্যাদা, সবই পাবে। যদি তার কোনো দুর্ঘটনা ঘটে, তার স্ত্রী পুত্র-পরিবার সে বেঁচে থাকলে, কিংবা মুক্ত থাকলে যেমন পেতো, তেমনি আশ্রয় এবং যত্ন পাবে। যদি সে বিশ্বাস রক্ষা করে তো।

কোনো কোনো ক্ষেত্রে কনসিলিওরিকে আরো প্রকাশ্যভাবে তার ডনের প্রতিনিধিত্ব করতে হয়, অথচ তাকে জড়ানো যাবে না। এই রকম একটা উদ্দেশ্যেই হেগেন প্লেনে ক'রে ক্যালিফোর্নিয়া যাচ্ছে। হেগেন বুঝতে পারছে এই ব্যাপারের সাফল্য কিংবা বিফলতার ওপরে কনসিলিওরি হিসেবে তার ভবিষ্যৎ কর্মজীবনের সাফল্যও নির্ভর করছে। ওদের পারিবারিক ব্যবসার দিক থেকে দেখলে, ঐ যুদ্ধের চলচ্চিত্রে জনি ফন্টেন তার বাঞ্ছিত ভূমিকা পেলো কি পেলো না, সেটা অতি তুচ্ছ ব্যাপার। তার চাইতে আগামী শুক্রবার ভার্জিল সলোৎসোর সঙ্গে যে সাক্ষাৎকারে বন্দোবস্ত সে করেছে তার গুরুত্ব অনেক বেশি। কিন্তু হেগেন এ-ও জানে ডনের কাছে উভয়েরই মূল্য সমান, যে কোনো উত্তম কনসিলিওরির পক্ষে সেটাই যথেষ্ট।

এমনিতেই টম হেগেনের পেটের ভেতরটা একটু কাঁপছিলো, প্লেনের ঝাঁকুনির চোটে

সেটা আরো বেড়ে গেলো; কাঁপুনি বন্ধ করার জন্য এয়ার-হোস্টেসের কাছে একটা মার্টিনি চাইতে হলো। চিত্রপ্রযোজক জ্যাক ইয়োলট্সের স্বভাব-চরিত্র সমন্ধে ডন আর জনি দু'জনেই ওকে জ্ঞান দিয়েছিলো। জনির কাছে যা যা শুনেছিলো, তা' থেকে হেগেন বুঝেছিলো যে সে কখনোই ইয়োলট্সকে রাজি করাতে পারবে না। কিন্তু এ বিষয়েও তার বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিলো না যে ডন জনিকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, সেটি তিনি রক্ষা করবেন। হেগেনের ভূমিকা হলো ব্যবস্থাপকের ও মধ্যস্থের।

সেদিন ওকে যে সব তথ্য যোগান দেয়া হয়েছিলো, সিটে হেলান দিয়ে হেগেন সেগুলো পর্যবেক্ষণ করতে লাগলো। হলিউডের প্রধান তিনজন প্রযোজকের মধ্যে ইয়োলট্স একজন; সে নিজের স্টুডিওর মালিক, ডজন-ডজন তারকাকে সে কন্ট্রাক্ট করে রাখে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টর যে সামরিক তথ্যের উপদেষ্টা সমিতি ছিলো সে তার চলচ্চিত্র বিভাগের একজন সদস্য, তার সোজা অর্থ হলো যে প্রপাগাণ্ডা ছবি করতে ও সাহায্য করতো। হোয়াইট হাউসে লোকটা ডিনার খেতো। হলিউডে নিজের বাড়িতে জে এডগার হুভারকে ও আতিথ্যদান করতো। কিন্তু এ সব জিনিস শুনতে যতোটা গুরুত্বপূর্ণ আসলে তা' নয়। সবই সরকারী সম্পর্ক। লোকটার নিজের কোন রাজনৈতিক ক্ষমতা ছিলো না, তার প্রধান কারণ হলো ইয়োলট্স অত্যন্ত প্রতিক্রিয়াশীল; আরেকটা কারণ হলো তার এমনই আত্মম্ভরি অহঙ্কার যে উন্মাদের মতো সে নিজের ক্ষমতা প্রয়োগ করতে ভালোবাসতো; তার ফলে যে ভূইফোঁড়ের মতো লক্ষ-লক্ষ শত্রু গজাতো, সেদিকে তার খেয়াল ছিলো না।

হেগেন দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়লো। জ্যাক ইয়োলট্সকে হাত করার কোনো উপায় ছিলো না। বৃফকেস খুলে টম কিছু লেখাপড়ার কাজ করার চেষ্টা করলো, কিন্তু শরীর খুব ক্লান্ত। আরেকটা মার্টিনির অর্ডার দিয়ে, নিজের জীবন সম্বন্ধে চিন্তা করতে লাগলো। মনে কোনো খেদ ছিলো না। এমন কি ওর মতে ওর কপালটা খুবই ভালো। যে কারণেই হোক, দশ বছর আগে হেগেন যে পথ বেছে নিয়েছিলো, দেখা যাচ্ছে ওর পক্ষে সেটাই উপযুক্ত। যথেষ্ট সাফল্য লাভও করেছিলো, একজন পূর্ণবয়স্ক পুরুষমানুষের পক্ষে যতোটা সুখি হওয়া সম্ভব, সেও ততোটা সুখি, তাছাড়া এ জীবনটা ওর কাছে খুবই চিত্তাকর্ষক।

টম হেগেনের বয়স পঁয়ত্রিশ, মানুষটা লম্বা, ছোট-ছোট ক'রে চুল ছাঁটা, পাতলা ছিপ্‌ছিপে, চেহারাটা খুবই সাধারণ গোছের। হেগেন একজন উকিল, কিন্তু 'বার' পরীক্ষা পাস করার পর তিন বছর ওকালতি করলেও, আপাতত কর্লিয়নিদের পারিবারিক ব্যবসার খুটিনাটি আইনের ব্যাপারগুলো ওকে হাতে-কলমে করতে হতো না।

এগারো বছর বয়সে হেগেন সনি কর্লিয়নির খেলার সাথী ছিলো, তারও তখন এগারো বছর বয়স। হেগেনের মা অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন, তারপর ছেলের দশ বছর হবার আগেই মারা গেলেন। হেগেনের বাবা চিরকালই মদ খেতেন, স্ত্রীর মৃত্যুর পর একেবারে মাতাল হয়ে উঠলেন। কাঠ-মিস্ত্রীর কাজ করতেন, খাটতেন খুব। কিন্তু মদের অভ্যাসের জন্য পরিবারটির সর্বনাশ হয়ে গেলো, শেষ পর্যন্ত তিনিও মারা গেলেন। অনাথ টম হেগেন পথে পথে ঘুরে বেড়াতো, লোকের বাড়ির দোরগোড়ায় ঘুমাতো। ওর একটি ছোট বোন ছিলো, তাকে একজনের বাড়িতে আশ্রয় দেয়া হয়েছিলো; হেগেনেরও চোখের অসুখ ছিলো। পাড়াপড়শীরা

বলতো মার ছোঁয়া লেগেই হোক, কিম্বা জন্ম থেকেই হোক, রোগটা ছেলে উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছিলো, অর্থাৎ অসুখটা ছোঁয়াচে। সবাই ওকে এগিয়ে চলতো। সনি কর্লিয়নির তখন এগারো বছর বয়স, মনে খুব দয়া আর মেজাজী অনেক ; সে-ই একদিন বন্ধুকে বাড়ি এনে আব্দার করতে লাগলো ওকে আশ্রয় দিতেই হবে। তখন টম হেগেনকে এক বাটি তেলতেলে টোমাটো সস্ দিয়ে তৈরি গরম স্প্যাগেটি খেতে দেওয়া হলো; তার স্বাদ চিরকাল ওর মুখে লেগে রইলো। তারপর শোবার জন্য ধাতুর তৈরি একটা ভাঁজ-করা খাটও দেয়া হলো।

খুব স্বাভাবিক ভাবে, সে বিষয়ে কোনো কথা না বলেই, কিংবা আলোচনা না করেই ডন কর্লিয়নি ছেলেটাকে তার বাড়িতে থাকতে দিয়েছিলেন। তিনি নিজে ওকে একজন বিশেষজ্ঞর কাছে গিয়ে চোখের অসুখও সারিয়ে দিয়েছিলেন। তাকে স্কুলে ও আইনের কলেজে পড়িয়েছিলেন। এ-সব ব্যাপারে তিনি বাপের স্থান না নিয়ে বরং অভিভাবকের মতো করেছিলেন। বাইরে কোনো স্নেহের প্রকাশ ছিলো না, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, নিজের ছেলেদের চাইতে ওর ওপর ডন বেশি সৌজন্য দেখাতেন, ওর ওপর কখনো বাবার কর্তৃত্ব চালাতেন না। স্কুলের পড়া শেষ ক'রে আইন পড়ার সিদ্ধান্ত টম নিজেই নিয়েছিলো। একবার সে ডনকে বলতে শুনেছিলো বন্দুক হাতে একশো জন লোকের চাইতে বৃফকেস হাতে একটা উকিল বেশী টাকা চুরি করতে পারে। ওদিকে বাবা বেশ বিরক্ত হলেও সনি আর ফ্রেডি হাই স্কুল থেকে পাস করে বেরিয়েই জোর করে পারিবারিক ব্যবসাতে ঢুকেছিলো। একমাত্র মাইকেল স্কুল পাশ করে কলেজে ভর্তি হয়েছিলো। এরপরই পার্ল-হারবারে দুর্ঘটনার পর সে গিয়ে মেরিনে নাম লিখিয়েছিলো।

'বার' পরীক্ষা পাস করে হেগেন বিয়ে ক'রে নিজের পরিবার প্রতিষ্ঠা করলো। বউ হলো নিউ জার্সির একজন ইতালিয় তরুণী। সেও কলেজ থেকে পাস করা গ্র্যাজুয়েট, সে-সময় এমনটা খুব বেশি দেখা যেতো না। বলা বাহুল্য বিয়ের অনুষ্ঠান ডন কর্লিয়নির বাড়ি থেকেই হয়েছিলো; বিয়ের পর ডন কর্লিয়নি প্রস্তাব করেছিলেন যে হেগেন যেখানে খুশি ব্যবসা করতে পারে, উনি তার পৃষ্ঠপোষকতা করবেন, তাকে মক্কেল পাঠাবেন, অফিস সাজিয়ে দেবেন, জমি-জমার কাজের গোড়াপত্তন করিয়ে দেবেন।

টম হেগেন মাথা নিচু ক'রে ডনকে বলেছিলো, "আমি আপনার কোনো কাজ করতে চাই।"

ডন যেমন অবাক হয়েছিলো, তেমনই খুশিও হয়েছিলেন। জিজ্ঞেস করেছিলেন, "আমি কি, তা তুমি জানো?"

হেগেন মাথা নেড়ে জানিয়েছিলো তা জানে। ডনের ক্ষমতার বিস্তার অবশ্য সে জানতো না, অন্ততঃ তখনো জানতো না। তারপর যে দশ বছর কেটেছিলো তার মধ্যেও সম্পূর্ণ জানতো না, যতো দিন না গেন্‌কো আবানদান্তো অসুস্থ হয়ে পড়াতে ওকে অস্থায়ী কনসিলিওরির পদে বহাল করা হলো। যাই হোক, সেই সময়ে মাথা নেড়ে, ডনের চোখে চোখ রেখে ও বলেছিলো, "আপনার ছেলেদের মতো আমিও আপনার কাজ করতে চাই।" হেগেন বলতে চেয়েছিলো ছেলেদের মতোই পরিপূর্ণ বিশ্বাস রেখে ডনের পৈতৃক প্রভুত্বের প্রতি পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ ক'রে কাজ করবে। মানুষের মন জানার যে ক্ষমতা তখন থেকেই

ডনের মহিমার মূলে ছিলো, তারই প্রভাবে বশ হয়ে টম হেগেন তার বাড়িতে আসার পর এই প্রথম ডন তার প্রতি পিতৃস্নেহ প্রকাশ করলেন। হেগেনকে তিনি বুকে জড়িয়ে ধরে দ্রুত আলিঙ্গন করলেন এবং সেই থেকে তার সঙ্গে আরো বেশি করে নিজের সন্তানের মতো ব্যবহার করতে লাগলেন। তবু মাঝে মাঝে তিনি বলতেন, "টম, নিজের মা-বাপের কথা ভুলে যেও না।" মনে হতো শুধু টমকে নয়, নিজেকেও তিনি সে-কথা মনে করিয়ে দিচ্ছেন।

অবশ্য টমের সে-কথা ভুলবার কোনো সম্ভাবনাই ছিলো না। ওর মা ছিলেন অল্প-বুদ্ধি, আনাড়ি, রক্তশূন্যতায় এতো ভুগতেন যে নিজের সন্তানদের প্রতিও এতোটুকু স্নেহ অনুভব করতে, কিংবা তার ভান করতেও পারতেন না। বাপকে হেগেন দু'চোখেও দেখতে পারতো না। মৃত্যুর আগে ওর মার অন্ধ হয়ে যাওয়া দেখে টম আতঙ্কিত হয়েছিলো; তারপর নিজের যখন চোখের অসুখটা হয়েছিলো সেটাকে বিধাতার অভিশাপ বলে মনে হয়েছিলো। তার দৃঢ় বিশ্বাস ছিলো সে নিজেও অন্ধ হয়ে যাবে। বাপ মারা গেলে, এগারো বছরের ছেলেটার মনটা কি অদ্ভুতভাবে ভেঙে পড়েছিলো। জানোয়ারের মতো পথে পথে ঘুরে বেড়াতো মৃত্যুর অপেক্ষায়, যতোক্ষণ না এক শুভদিনে সনি কর্লিয়নি ওকে একটা বাড়ির দোরগোড়ার পেছনে ঘুমিয়ে থাকতে দেখে ওকে বাড়িতে নিয়ে এসেছিলো। তারপর যা হয়েছিলো সবই অলৌকিক ঘটনার মতো। তবু বহু বছর ধরে হেগেন রাতে দুঃস্বপ্ন দেখতো; মনে হতো ও বড় হয়ে অন্ধ হয়ে গেছে, হাতে একটা সাদা লাঠি নিয়ে ঠুক্‌ঠুক ক'রে চলেছে আর ওর পেছন-পেছন ওর অন্ধ ছেলে-মেয়েরাও তাদের ছোট-ছোট সাদা লাঠি নিয়ে ঠুক্‌ঠুক ক'রে সবাই মিলে ভিক্ষা করতে চলেছে। এক একদিন সকালে ঘুম ভাঙার প্রথম সজাগ মুহূর্তটিতে মনের মধ্যে ডন কর্লিয়নির মুখটা ভেসে উঠতো, অমনি সব ভয় দূর হয়ে যেতো।

কিন্তু ডন একটা বিষয়ে জোর করেছিলেন, পারিবারিক ব্যবসার কাজের ওপরে ওকে তিন বছর আইন ব্যবসাও চালাতে হবে। এই অভিজ্ঞতা পরে অশেষ কাজে লেগেছিলো, তাছাড়া ডন কর্লিয়নির জন্য কাজ করা সম্বন্ধে হেগেনের মনে যদি কোনো অনিশ্চয়তা থাকতো এর ফলে তাও দূর হয়ে গিয়েছিলো। এরপর হেগেন ঐ অঞ্চলের সব চাইতে নাম করা ফৌজদারি উকিলদের অফিসে দু'বছর প্রশিক্ষণ নিয়েছিলো; ঐ অফিসে ডনেরও কিছু প্রতিপত্তি ছিলো।

অল্প দিনের মধ্যে সবাই বুঝেছিলো যে আইনের এই বিশেষ ক্ষেত্রে হেগেনের খুব প্রতিভা। ভালো কাজ করেছিলো সে এবং পরে যখন ডন কর্লিয়নির পারিবারিক ব্যবসার একজন সার্বক্ষনিক কর্মী হলো, পরবর্তী ছয় বছরের মধ্যে একবারও ডনের কোনো অনুযোগ করার প্রয়োজন হয়নি।

হেগেন যখন অস্থায়ী ভাবে কনসিলিওরির কাজ করছিলো অন্যান্য ক্ষমতাশালী সিসিলিয় পরিবারের সদস্যরা তাচ্ছিল্যের সঙ্গে কর্লিয়নি পরিবারের উল্লেখ করে বলতো "ঐ আইরিশ দঙ্গল।" তাই শুনে হেগেনের হাসি পেতো। তবে এ শিক্ষাও হলো যে ডন কর্লিয়নির পর পারিবারিক ব্যবসার কর্তৃত্ব করার ওর কোনো আশাই নেই। কিন্তু তাতেই ও সন্তুষ্ট ছিলো। সেরকম অভিপ্রায় ওর কোনো দিনই ছিলো না; এমন উচ্চাশা পোষণ করার মানে ওর পরম উপকারীর এবং তার রক্ত সম্পর্কীয়দের অসম্মান করা।

লস অ্যাঞ্জেলেসে যখন প্লেন নামলো, তখনো চারদিকে অন্ধকার। হেগেন গিয়ে তার হোটেলে উঠে গোসল করে, দাড়ি কামিয়ে, শহরের ওপর দিয়ে ভোরের আগমন দেখতে লাগলো। তারপর ওর ঘরে নাস্তা আর খবরের কাগজ পাঠাতে বলে একটু আয়েস ক'রে নিলো, যতোক্ষণ না দশটা বাজলো এবং জ্যাক ইয়োলট্সের সঙ্গে সাক্ষাতের নির্ধারিত সময় হলো। সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা আশ্চর্য রকম সহজেই হয়ে গিয়েছিলো।

আগের দিন ডন কর্লিয়নির আদেশে হেগেন বিলি গফ্ বলে একটি লোককে ফোন করেছিলো। চলচ্চিত্র শ্রমিক সঙ্ঘে তার ছিলো সব চাইতে বেশি প্রতিপত্তি। হেগেন গফ্‌কে বলেছিলো পরদিন জ্যাক ইয়োলট্সের সঙ্গে একবার দেখা করার বন্দোবস্ত করে দিতে। ইয়োলট্সকে ইঙ্গিতে এ-কথাও জানাতে হবে যে হেগেনকে খুশি করতে না পারলে স্টুডিওতে একটা শ্রমিক ধর্মঘটের সম্ভাবনা আছে। এক ঘণ্টা পর গফ্ টেলিফোন করেছিলো। বেলা দশটায় সাক্ষাৎ। শ্রমিক ধর্মঘটের কথাও ইয়োল্‌টস্‌কে জানানো হয়েছে, কিন্তু তাতে সে যে খুব প্রভাবিত হয়েছে এমন মনে হয় না। এ-কথা বলে গফ্ আরো বলেছিলো, "শেষ পর্যন্ত যদি ধর্মঘটই করতে হয়, তাহলে আমি নিজে ডনের সঙ্গে একটু কথা বলে নেবো।"

উত্তরে হেগেনও বলেছিলো, "তেমন হলে ডনও কথা বলতে চাইবেন।" এই ভাবে হেগেন কোনো প্রতিশ্রুতি দেয়ার ব্যাপারে এড়িয়ে গিয়েছিলো। গফ্ যে ডনের ইচ্ছার প্রতি এতোটা সহানুভূতিশীল হবে তাতে হেগেন একটুও আশ্চর্য হয়নি। সাধারনত কর্লিয়নিদের ক্ষমতা নিউ ইয়র্কের সীমানার মধ্যে আবদ্ধ। থাকলেও, ডন কর্লিয়নি শ্রমিক নেতাদের সাহায্য করেই ক্রমে শক্তিশালী হয়ে উঠেছিলেন। তাদের মধ্যে অনেকেই তখনো পর্যন্ত তার বন্ধুত্বের কাছে ঋণী ছিলো।

কিন্তু ঐ বেলা দশটার সময়টা খুব ভালো লক্ষণ ছিলো না। তার মানে সেদিন সবার আগে হেগেনের সঙ্গে ইয়োলট্স দেখা করবে, তাকে দুপুরের লাঞ্চ খেতে বলবে না। অর্থাৎ ইয়োলট্স তাকে সেরকম মূল্য দিচ্ছে না। গফ্ তাকে যথেষ্ট ভয় দেখায়নি, হয়তো তার কাছে ঘুস খায়। ডন যে সবসময় নিজেকে লোকচক্ষুর আড়ালে রাখতেন তাতে মাঝে-মাঝে পারিবারিক ব্যবসার ক্ষতি হতো। বাইরের লোকে তার নামটাকে কোনো গুরুত্বই দিতো না।

দেখা গেলো এই বিশ্লেষণটাই ঠিক। নির্ধারিত সময়ের পর ইয়োলট্স হেগেনকে আধ ঘণ্টা বসিয়ে রাখলো। তাতে হেগেনের কিছু এসে গেলো না। অতিথিদের বসবার ঘরটি মখমলের গদী দিয়ে মোড়া, বেশ আরামের; হেগেনের সামনে একটা গাঢ় রঙের কোচে একটা এগারো বারো বছরের সুন্দরী মেয়ে বসেছিলো। অথচ তার দামী কিন্তু সরল সাজসজ্জা একজন বয়স্ক মহিলার যোগ্য ছিলো। অবিশ্বাস্য রকম সোনালী চুল, গভীর আয়ত চোখ, তাজা রাস্পবেরি ফলের মতো রাঙা ঠোঁট। তাকে যে পাহারা দিচ্ছিলো তাকে দেখেই ওর মা বলে মনে হচ্ছিলো। সেই ভদ্রমহিলা এমন অসহ্য-ঔদ্ধত্যের সঙ্গে হেগেনের দিকে তাকিয়ে তার দৃষ্টি অন্যত্র ফেরাবার চেষ্টা করছিলো যে হেগেনের ইচ্ছা করছিলো তার মুখে একটা ঘুঁষি লাগিয়ে দেয়।

শেষ পর্যন্ত অপূর্ব সাজপোশাক পরা, কিন্তু মোটা-সোটা আধাবয়সী এক মহিলা এসে হেগেনকে একটার পর একটা অফিসের ভেতর দিয়ে, চলচ্চিত্র প্রযোজকের অফিস এবং

ফ্ল্যাটে নিয়ে গেলো। ঘরের এবং সেখানে যারা কাজ করছিলো তাদের রূপ দেখে হেগেন প্রভাবিত হলো। একটু হাসলো সে। এরা সব খুব চতুর, অফিসে চাকরি নিয়ে চলচ্চিত্রের দরজায় পা দেবার জায়গা করে নেবার তালে থাকে। অথচ এদের বেশির ভাগেরই বাকি জীবনটা অফিসে কাটবে, কিংবা হয়তো হার মেনে যে-যার বাড়ি ফিরে যাবে।

জ্যাক ইয়োলট্‌স লোকটি মাথায় লম্বা, বলিষ্ঠ শরীর, প্রকাণ্ড ভুঁড়িটা তার নিখুঁতভাবে তৈরি স্যুটে প্রায় ঢাকাই পড়ে গিয়েছিলো। হেগেন ওর ইতিবৃত্ত ভালো করেই জানতো। দশ বছর বয়সে ইয়োলট্‌স ইস্ট-সাইডে খালি মদের ড্রাম আর ঠেলাগাড়ি গড়িয়ে নিয়ে যেতো। বিশ বছর বয়সে বাপের তৈরি পোশাকের দোকানের কর্মীদের ওপর চোট-পাট করতো। ত্রিশ বছর বয়সে নিউ ইয়র্ক ছেড়ে পশ্চিমে পাঁচ-সেন্ট থিয়েটারে টাকা খাটাতো, আর চলচ্চিত্রের পথিকৃৎদের সঙ্গে কাজ করতো। আটচল্লিশ বছর বয়সে জ্যাক হলিউডের সব চাইতে ক্ষমতাশালী চলচ্চিত্র-ব্যক্তি হয়ে উঠেছিলো। তখনো সে কর্কশ, কামাতুর, অসহায় হবু-তারকাদের দলের ওপর হিংস্র নেকড়ের মতো উৎপাত করতো। পঞ্চাশ বছর বয়সে লোকটা নিজেকে বদলে ফেললো।

ভাষা প্রশিক্ষণ নিলো, একজন ইংরেজ 'ভ্যালে'র কাছ থেকে সাজ-পোশাক পরতে শিখলো; একজন ইংরেজ 'বাট্‌লারে'র কাছে সামাজিক আচরণ শিখলো। প্রথম স্ত্রী মারা গেলে একজন জগদ্বিখ্যাত রূপসী অভিনেত্রীকে বিয়ে করলো, সে মেয়েটির অভিনয় করতে ভালো লাগতো না। এখন ইয়োলট্‌সের ষাট বছর বয়স, সেকালের বিখ্যাত শিল্পীদের আঁকা ছবি সংগ্রহ করতো, প্রেসিডেন্টের উপদেষ্টা সমিতির সদস্য ছিলো এবং চলচ্চিত্রে শিল্পের উন্নয়নের জন্য বহু কোটি টাকা দান ক'রে একটা স্থায়ী তহবিলের বন্দোবস্ত করেছিলো।

ওর মেয়ের সঙ্গে একজন ইংরেজ লর্ডের আর ছেলের সঙ্গে একজন ইতালির রাজকুমারীর বিয়ে হয়েছিলো।

আমেরিকার সমস্ত চলচ্চিত্র পত্রিকার সংবাদদাতাদের মতে ইয়োলট্‌সের নবতম শখ হলো তার নিজস্ব ঘোড়-দৌড়ের আস্তাবল; তার জন্য গত এক বছরে লোকটা দশ লক্ষ ডলার খরচ করেছিলো। ছ'লক্ষ ডলারের অবিশ্বাস্য দাম দিয়ে যখন ইয়োলট্‌স বিখ্যাত ইংলিশ রেসিং ঘোড়া 'খারতুম'কে কিনে সবাইকে জানিয়েছিলো ওই ঘোড়া আর দৌড়াবে না, ইয়োলট্‌সের আস্তাবলে স্টাডের জন্য থাকবে, সমস্ত কাগজে বড় বড় শিরোনামে তখন খবরটা প্রকাশিত হয়েছিলো।

সৌজন্যের সঙ্গেই হেগেনকে সে অভ্যর্থনা জানিয়েছিলো। চমৎকার ভাবে, মসৃণ, রোদে-রাঙা, নিখুঁতভাবে কামানো মুখটা একটু বিকৃত হয়েছিলো, ঐটাই ওর হাসি। এতো টাকা খরচ করা সত্ত্বেও অতি দক্ষ বিশেষজ্ঞদের এতো যত্ন সত্ত্বেও, বয়সটা কিন্তু বোঝা যাচ্ছিলো। মনে হচ্ছিলো মুখের মাংসপেশীগুলোকে সেলাই করে একসঙ্গে জোড়া দেয়া হয়েছে। তবুও ওর নড়াচড়ার মধ্যে একটা প্রচণ্ড জীবনীশক্তির প্রকাশ পাচ্ছিলো এবং তার সেই গুণটি ছিলো, ডন কর্লিয়নি যাকে বলতেন নিজের ক্ষেত্রে সর্বময় প্রভুত্ব করার গুণ।

শুরুতেই হেগেন তার বক্তব্য পেশ করলো। বললো ও জনি ফন্টেনের এক বিশেষ বন্ধুর প্রতিনিধি। এই বন্ধুটি খুবই ক্ষমতাশালী এবং তিনি মিঃ ইয়োলট্‌সকে তার কৃতজ্ঞতা ও

চিরকালের বন্ধুত্বের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন, যদি মিঃ ইয়োলট্‌স তার একটি ছোট্ট উপকার করেন। উপকারটি হলো আসছে সপ্তাহ থেকে মিঃ ইয়োলট্‌সের স্টুডিওতে যে যুদ্ধের ছবি শুরু হবে, তাতে জনি ফন্টেনকে একটি বিশেষ ভূমিকা দিতে হবে।

সেলাই করা মুখটাকে তেমনই ভাবশূন্য ও ভদ্র দেখতে লাগলো। ইয়োলট্‌স জিজ্ঞেস করলো, "আপনার বন্ধু আমার কি উপকার করতে পারেন?" গলার স্বরে সামান্য একটু তাচ্ছিল্যের সুর ছিলো।

হেগেন সেটাকে উপেক্ষা ক'রে বুঝিয়ে বললো, "আপনাদের কিছু শ্রমিক আন্দোলন শুরু হবে। আমার বন্ধু সটা মিটিয়ে দেবেন ব'লে কথা দিচ্ছেন। আপনাদের একজন সেরা পুরুষ তারকা আছে, যে আপনাদের স্টুডিওর জন্য অনেক টাকা কামায় কিন্তু সে সম্প্রতি মারিজুয়ানা ছেড়ে হেরোইন ধরেছে। আমার বন্ধু কথা দিচ্ছেন সে আর হেরোইন যোগাড় করতে পারবে না। তারপর আগামী বছরগুলোতে যদি অন্য কোনো ছোটখাটো অসুবিধা দেখা দেয়, আমাকে একবার ফোন করে জানালেই সব মিটে যাবে।"

জ্যাক ইয়োলট্‌স এসব কথা শুনলো এমন ভাবে যেন কোনো ছোট ছেলের বড়াই করা শুনছে। তারপর কর্কশ কণ্ঠে বললো, ইচ্ছে ক'রে ইস্ট সাইডের ভাষায়, "তুমি কি আমাকে ধমকি দিচ্ছো নাকি?"

হেগেন অম্লান বদনে বললো, "মোটেই না। আমি এসেছি একজন বন্ধুর হ'য়ে একটা অনুগ্রহ চাইতে। আমি বোঝাতে চেষ্টা করেছি এতে আপনার কোনো ক্ষতি হবে না।"

ইচ্ছে করেই ইয়োলট্‌স তার মুখটাকে একটা রাগের মুখোশ বানিয়ে ফেললো। বিকৃত হলো মুখটা, কালো রঙ করা ঘন ভুরু কুঁচকে দিয়ে চক্‌-চকে চোখের ওপর একটা পুরু রেখার মতো হয়ে গেলো। ডেস্কের ওপর দিয়ে হেগেনের দিকে ঝুঁকে বললো সে, "তবে শোনো, হারামজাদা, তোমাকে আর তোমার বস, যে-ই হোক, তাকে স্পষ্ট বলে দিলাম, জনি ফন্টেন কোনো জন্মেও ঐ ছবি করতে পারবে না। তা যতোগুলো জঘন্য জংলি মাফিয়া গুণ্ডাই গর্ত থেকে বেরিয়ে আসুক না কেন।" চেয়ারে ঠেস্ দিয়ে বসে ইয়োলট্‌স আরো বললো, "এবার তোমাকে কিছুটা জ্ঞান দেই, বন্ধু। জে এডগার হুভার–ধরে নিচ্ছি তার নামটা শুনেছো–"এই বলে একটু ব্যঙ্গের হাসি হাসলো ইয়োলট্‌স–"আমার একজন ব্যক্তিগত বন্ধু। তাকে যদি একবার জানাই তোমরা আমাকে ধমক দিচ্ছো, তাহলে আর পালাবার পথ পাবে না।"

ধৈর্য ধরে শুনলো হেগেন। ইয়োলটসে মতো একজন বিশিষ্ট ব্যক্তির কাছ থেকে সে এর বেশি আশা করেছিলো। এও কি সম্ভব, যে মানুষটা এমন আহাম্মকের মতো কাজ করতে পারে, সে নিজের চেষ্টায় কোটি কোটি টাকার একটা কোম্পানির মালিক হয়ে উঠতে পেরেছে? এও একটা ভাববার বিষয়, কারণ ডন টাকা খাটাবার নতুন পন্থা খুঁজছিলেন আর চলচ্চিত্র ব্যবসায়ীরা যদি এতো গাধা হয়, এদিকেই তো নজর দেয়া যায়। গালাগালিতে হেগেনের কিছুই এসে যায় না। কেমন করে কাজ করতে হয় সে বিদ্যা হেগেন স্বয়ং ডনের কাছে শিখেছে। ডন বলেছিলেন, "কখনো রেগে যাবে না। কখনো ভয় দেখাবে না। যুক্তি দেখিয়ে বোঝাবে।" যুক্তি শব্দটা ইতালির ভাষায় আরো ভালো শোনায়, 'রাজুনা,' তার মানে 'জোড়া দেওয়া।' নিয়মটা হলো কোনো অপমান বা ভীতি প্রদর্শন গ্রাহ্য করবে না; অন্য গালটা ফিরিয়ে দেবে। হেগেন নিজের চোখে দেখেছিলো ডন কেমন আট ঘণ্টা ধরে

আলোচনায় বসে, সমস্ত অপমান গিলে, একজন কুখ্যাত, অহংসর্বস্ব গুন্ডাকে তার স্বভাব বদলাতে রাজি করার চেষ্টা করেছেন। আট ঘণ্টা বাদে, হতাশার ভঙ্গিতে ডন কর্লিয়নি দুই হাত শুন্যে তুলে, ঐ টেবিলে আর যারা বসে ছিলো, তাদের বলেছিলেন, "এর সঙ্গে কোনো যুক্তি চলে না, দেখছি।" এই বলে জোরে জোরে পা ফেলে বেরিয়ে গিয়েছিলেন। গুণ্ডাটার মুখ তাই শুনে ভয়ে রক্তশূন্য হয়ে গিয়েছিলো। তখনই দূত পাঠিয়ে ডনকে ঐ ঘরে ফিরিয়ে আনা হয়েছিলো। একটা মীমাংসাও হয়ে গিয়েছিলো কিন্তু এই ঘটনার দু'মাস পরে ঐ লোকটাকে তার নাপিতের দোকানে এসে গুলি করে মেরে ফেলেছিলো কেউ।

কাজেই হেগেন আবার গোড়া থেকে শুরু ক'রে অত্যন্ত স্বাভাবিক গলায় বলেছিলো, "আমার কার্ড দেখুন, আমি একজন উকিল। আমি কি নিজেকে বিপন্ন করতে পারি? একটিও ভয় দেখাবার কথা বলেছি কি? শুধু এইটুকু বলতে দিন যে জনি ফন্টেনকে ঐ ছবিতে নেওয়ার বিনিময়ে আপনার যেকোনো শর্তে আমরা সম্মত আছি। আমার বিশ্বাস, এতো ছোট একটা অনুরোধের জন্য আমি এর মধ্যেই যথেষ্ট দিতে রাজি হয়েছি। এই অনুরোধ রক্ষা করলে, যতোদূর বুঝতে পারছি, আপনার নিজেরও যথেষ্ট লাভ হবে। জনি বলেছে আপনি নিজেই স্বীকার করেছেন যে ঐ রোলটার জন্যে জনিই সব চাইতে উপযুক্ত। এইটুকু বলে রাখি, তা যদি না হতো, তাহলে আপনাকে এমন অনুরোধ করাই হতো না। আপনি যদি আপনার টাকার বিনিয়োগ সম্বন্ধে বাস্তবিকই চিন্তিত থাকেন, আমার মক্কেল ছবি করার টাকা জোগাতে প্রস্তুত আছে। কিন্তু দয়া করে সব কথা খোলাখুলি বলতে দিন। বুঝলাম যে আপনার 'না' মানেই 'না'। কেউ আপনার ওপর জোর খাটাতে পারে না, খাটাবার চেষ্টাও করছে না। মিঃ হুভারের সঙ্গে আপনার বন্ধুত্বের কথাও আমরা জানি। এ-ও বলি সেজন্য আমার মুনিব আপনাকে শ্রদ্ধাও করেন। ঐ সম্পর্কটার ওপর উনার প্রচুর শ্রদ্ধা আছে।"

এতোক্ষণ ইয়োলট্‌স একটা বড় লাল-পালক দেয়া কলম দিয়ে আঁকিবুঁকি কাটছিলো। টাকার কথা শুনেই তার কৌতুহল জাগ্রত হলো। আঁকিবুঁকি বন্ধ হলো। ভারিক্কি চালে সে বললো, "এই ছবিটার জন্য পঞ্চাশ লক্ষ ডলার খরচ ধরা হয়েছে।"

সংখ্যাটা শুনে ও কতো প্রভাবিত হয়েছে জানার জন্য হেগেন শিস্ দিয়ে উঠলো। তারপর যেন প্রসঙ্গক্রমে বললো, "আমার মুনিবের অনেক বন্ধু আছে, তারা উনার বিবেচনার অনুমোদন করে থাকে।"

মনে হলো ইয়োলট্‌স এই প্রথম প্রস্তাবটাকে একটু গুরুত্ব দিলো। হেগেনের কার্ডটাকে ভালো ক'রে দেখে সে বললো, "কই, তোমার নাম তো কখনো শুনিনি। নিউ ইয়র্কের নাম-করা উকিলদের প্রায় সবাইকে আমি চিনি, তুমি কে?"

নীরসভাবে হেগেন বললো, "ওখানে যে-সমস্ত অভিজাত কর্পোরেট প্র্যাক্টিস আছে, তার একটি হলো আমার। এই একটা কাজের দায়িত্বই নিয়েছিলাম। যাক, আপনার আর সময় নষ্ট করবো না।"

হাত বাড়িয়ে দিলো হেগেন, ইয়োলট্‌স করমর্দন করলো। দরজার দিকে কয়েক পা এগিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে হেগেন আবার বললো, "আমার বিশ্বাস আপনাকে এমন অনেক লোকের সঙ্গে কারবার করতে হয়, যাদের যতো না সত্যিকার মূল্য, তার চাইতে তারা বেশি ক'রে

দেখাতে চায়। আমার বেলায় ঠিক তার উল্টোটি হচ্ছে। আমাদের মধ্যস্থতাকারী বন্ধুর কাছে আমাদের কথা জিজ্ঞেস ক'রে দেখুন না। যদি মত বদলায়, আমার হোটেলে ফোন করবেন।" একটু থেমে আরো বললো, "শুনতে হয়তো পবিত্র জিনিস নিয়ে ঠাট্টা মনে হতে পারে, কিন্তু আমার মক্কেল আপনার জন্য এমন কাজও করে দিতে পারেন, যা স্বয়ং মিঃ হুভারেরও সাধ্যের বাইরে।"

হেগেন দেখলো চিত্রপ্রযোজকের চোখ দুটো যেন ছোট হয়ে এলো। এতোক্ষণ বাদে বোধহয় ব্যাপারটা তার বোধগম্য হলো। যতোটা পারে আমুদে গলায় হেগেন বললো, "ভালো কথা, আপনার ছবি গুলোর তারিফ না ক'রে পারলাম না। আশা করি এমন ভালো কাজ চালিয়ে যেতে পারবেন। দেশের এ-সব জিনিসের দরকার।"

সেদিন সন্ধ্যার দিকে হেগেনকে ইয়োলট্‌সের সেক্রেটারি জানালো যে এক ঘন্টার মধ্যে ওকে শহরের বাইরে মিঃ ইয়োলট্‌সের বাড়িতে ডিনার খেতে নিয়ে যাবার জন্য গাড়ি যাবে। ভদ্রমহিলা তাকে বললো, "মিঃ ইয়োলট্‌স বলছিলেন একটা ব্যাগে ক'রে রাতের দরকারি জিনিস নিয়ে যেতে পারেন, কাল সকালে উনি আপনাকে এয়ারপোর্টে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করবেন।"

হেগেন বললো, "বেশ, তাই করবো।" এই আরেকটা ভাববার বিষয়। ইয়োলট্‌স কি ক'রে জানলো হেগেন কাল সকালের প্লেনে নিউ ইয়র্কে ফিরবে? এক মুহূর্ত ভাবলো হেগেন। এর সবচাইতে সহজ ব্যাখ্যা হলো, ইয়োলট্‌স ওর পেছনে প্রাইভেট গোয়েন্দা লাগিয়ে সমস্ত খবর নিয়েছে। তাহলে ইয়োলট্‌স নিশ্চয় এ কথাও জানতে পেরেছে যে হেগেন হলো ডনের প্রতিনিধি। তার মানে এবার ডনের বিষয়ও ইয়োলট্‌স কিছু জানতে পেরেছে এবং এতোক্ষণে ব্যাপারটাকে গুরুত্ব দিতে প্রস্তুত হয়েছে। হয়তো শেষ পর্যন্ত কিছু কাজ হতে পারে। এবং হয়তো সকালে যতোটা মনে হয়েছিলো, তার চাইতে ইয়োলট্‌স অনেক বেশি চালাক।

জ্যাক ইয়োলট্‌সের বাড়িটা অনেকটা একটা মুভি সেটের নকল বাড়ির মতো। একটা প্ল্যান্টেশনের প্রাসাদের মতো বাড়ি; বিস্তীর্ণ জমি; তার চারদিকে কালো মাটি-ফেলা একটা ঘোড়া দৌড়াবার পথ; আস্তাবল আর একপাল ঘোড়া চড়ার জন্য ঘাস-জমি। চিত্রতারকাদের নখ যে-রকম কেটে-কুটে পালিশ ক'রে রাখা হয়, ঝোপ-ঝাপ, ফুল-বাগিচা, ঘাস-জমিও তাই।

কাচ দিয়ে ঘেড়া একটা বারান্দায় ইয়োলট্‌স হেগেনকে অভিবাদন জানালো। প্রযোজক নীল রেশমী গলা-খোলা শার্ট, হলদে সরষে-বাটা রঙের স্ল্যাক্‌স্ আর নরম চামড়ার স্যান্ডাল পরে ছিলো। এই সব রঙের মূল্যবান বস্ত্রের পটভূমিকায় ওর কর্কশ মুখটাকে কেমন বেমানান লাগছিলো। হেগেনকে প্রকাণ্ড এক গ্লাস মার্টিনি দিয়ে ট্রের ওপরের খাবার থেকে নিজেও একটা নিলো। আগের চাইতে এখন অনেক বেশি অমায়িক মনে হলো। হেগেনের কাঁধের ওপর হাত রেখে ইয়োলট্‌স বললো, 'ডিনার খাবার আগে একটু সময় আছে। চলো আমার ঘোড়াগুলো দেখে আসি।" আস্তাবলে যাবার পথে আরো বললো, "তোমার সম্বন্ধে খবর নিয়েছি, টম, কর্লিয়নি তোমার কর্তা একথা তোমার বলা উচিত ছিলো। আমি ভেবেছিলাম তুমি একটা থার্ড ক্লাস গুণ্ডা, আমাকে ধাপ্পা দেবার জন্য জনি তোমাকে পাঠিয়েছে। আমি

কাউকে ধাপ্পা দিই না। তাই ব'লে শত্রু বানাতেও চাই না, ওসবে আমার বিশ্বাস নেই। এসো, আপাতত একটু আমোদ করা যাক। ডিনারের পর কাজের কথা হবে।"

আশ্চর্যের বিষয়, দেখা গেলো ইয়োলট্‌স বাস্তবিকই অতিথি আপ্যায়নে পটু। আমেরিকায় তার আস্তাবলটি যাতে সব চাইতে সাফল্যময় হ'য়ে উঠতে পারে, এই আশায় কি কি নতুন পদ্ধতি ও ব্যবস্থাপনা কাজে লাগিয়েছে, ইয়োলট্‌স সে সব বুঝিয়ে বললো। আস্তাবলগুলি অগ্নি-নিবারক, সেখানকার নিষ্কাশন ও স্বাস্থ্যব্যবস্থা নিখুঁত, এক প্রাইভেট গোয়েন্দা দলের রক্ষীদের হাতে পাহারার ব্যবস্থা। শেষে ইয়োলট্‌স ওকে একটা স্টলে নিয়ে গেলো, তার বাইরের দেয়ালে বিশাল একটা তামার ফলক ঝুলছিলো। ফলকে ঘোড়ার নাম লেখা ছিলো, 'খারতুম।'

এমন কি হেগেনের অনভিজ্ঞ চোখেও স্টলের ভেতরের ঘোড়াটিকে অপূর্ব সুন্দর লাগলো। কুচ্‌-কুচে কালো শরীর, বিশাল কপালের মাঝখানে একটা সাদা রুইতন আঁকা। সুন্দর চোখ সোনার আপেলের মতো উজ্জ্বল, শরীরের ওপরকার কালো চামড়াটি যেন রেশম। ছেলে-মানুষের মতো গর্ব করে ইয়োলট্‌স বললো, "পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ঘোড়-দৌড়ের ঘোড়া। ছ'লাখ ডলার দিয়ে গত বছর ইংল্যান্ডে কিনেছি। বাজি ধরতে পারি রাশিয়ার জার্‌রাও কখনো একটা ঘোড়ার জন্য অতো টাকা খরচ করেনি। কিন্তু আমি ওকে দৌড়াতে দেবো না। প্রজননের কাজে লাগাবো। এতো বড় ঘোড়-দৌড়ের আস্তাবল গড়ে তুলবো, যেমনটা এদেশে কেউ কখনো চোখে দেখেনি।" ঘোড়ার চুলে আস্তে-আস্তে হাত বুলিয়ে, কোমল কণ্ঠে ইয়োলট্‌স ডাকতে লাগলো, "খারতুম! খারতুম!" ওর কণ্ঠে সত্যিকার ভালোবাসা ফুটে উঠলো। ঘোড়াটাও যেন তার প্রত্যুত্তর দিতে লাগলো। ইয়োলট্‌স হেগেনকে বললো, "জানো আমি খুব ভালো ঘোড় সওয়ার, অথচ পঞ্চাশ বছর বয়সের আগে কখনো ঘোড়ায় চড়িনি।" হাসলো লোকটা। "কে জানে হয়তো রাশিয়াতে আমার দাদি-নানিদের কাউকে কোনো কোস্যাক বলাৎকার করেছিলো, আমার গায়ে তারই রক্ত।" খারতুমের পেটে সুড়সুড়ি দিয়ে ইয়োলট্‌স বললো, "লিঙ্গটা দেখেছো? আমারও ও-রকম থাকা উচিত ছিলো।"

ডিনার খাবার জন্য বড়িতে ফিরে এলো ওরা। একজন বাটলারের তত্ত্বাবধানে তিনজন ওয়েটার খাবার পরিবেশন করলো। টেবিলের চাদর ইত্যাদিতে সোনার সুতো বোনা ছিলো, বাসনপত্র রূপার। কিন্তু হেগেনের মনে হলো খাবরগুলো দ্বিতীয় শ্রেণীর। বোঝাই যাচ্ছিলো ইয়োলট্‌স একা থাকতো আর খাবার-দাবার নিয়ে মাথা ঘামাবার মতো লোক সে ছিলো না। খাওয়া হ'য়ে গেলে দু'জনে দুটা বড়-বড় চুরুট ধরালো, তারপর হেগেন জিজ্ঞেস করলো, "তাহলে জনি ওটা পাচ্ছে কি না?"

ইয়োলট্‌স বললো, "ওটা করতে পারলাম না। ইচ্ছা থাকলেও এখন আর জনিকে নেয়া যায় না। সব কন্ট্র্যাক্ট সই হয়ে গেছে, আসছে সপ্তাহ থেকেই ক্যামেরার কাজ শুরু হয়ে যাবে। কোনো মতেই ওটা ক'রে ওঠা যায় না।"

অসহিষ্ণু ভাবে হেগেন বললো, "মিঃ ইয়োলট্‌স একেবারে খোদ কর্তার সঙ্গে কারবার করার একটা সুবিধা হলো যে ওসব কৈফিয়ৎ খাটে না, আপনি যা খুশি তাই কতে পারেন।" তারপর চুরুটে কয়েকটা টান দিয়ে বললো, "আপনি কি বিশ্বাস করছেন না আমার মক্কেল তার কথা রাখবেন?"

ইয়োলট্স নীরস কণ্ঠে বললো, "মনে হচ্ছে আমাদের কিঞ্চিৎ শ্রমিক আন্দোলন হবে। গফ্ সেই বিষয়ে টেলিফোন করেছিলো, ব্যাটা বদমাইশ, যেভাবে কথা বলতে লাগলো, কে বলবে যে প্রতি বছর টেবিলের তলা দিয়ে ওকে আমি এক লাখ ডলার দেই! আর যতোদূর বুঝছি, তুমি আমার ঐ পৌরুষের প্রতিমূর্তি তারকাটির হেরোইন রোগ ছাড়াতে পারো। কিন্তু তার জন্য আমি কেয়ার করি না আর নিজের ছবির খরচও নিজেই চালাতে পারি। কারণ ফন্টেন হারামজাদা আমার দু'চোখের বিষ। তোমার মালিককে বোলো যে তার এই অনুরোধটা রাখতে পারলাম না। এছাড়া তিনি আমাকে যখন যা বলবেন তাই করবো। সে যাই হোক না কেন।"

হেগেন ভাবছিলো, ব্যাটা ধড়িবাজ, তাহলে আমাকে এতো দূরে টেনে আনলি কেন। শয়তানটা নিশ্চয় কোনো মতলব আছে। বরফের মতো ঠাণ্ডা গলায় হেগেন বললো, "আপনি অবস্থাটা ঠিক বুঝতে পারলেন বলে মনে হচ্ছে না। মিঃ কর্লিয়নি হলেন জনির গডফাদার। ঐ সম্বন্ধটি খুবই অন্তরঙ্গ, খুবই পবিত্র একটা ধর্মীয় সম্পর্ক।" ধর্মের কথা তোলাতে ইয়োলট্স সশ্রদ্ধভাবে মাথা নোয়ালো। হেগেন বলে চললো, "সেই জন্য ইতালির লোকেরা ঠাট্টা ক'রে বলে, পৃথিবীটা এমনই কঠিন স্থান যে একটা মানুষের দেখাশুনার জন্য দু'জন বাপের দরকার হয়, তাই ওদের একজন ক'ওে গডফাদার থাকে। জনির বাপ মারা যাওয়াতে, মিঃ কর্লিয়নি তার নিজের দায়িত্বটাকে আরো বেশি গুরুত্ব দেন। আমি আপনাকে আর কিছু অনুরোধ করা সম্বন্ধে যা বললেন, মিঃ কর্লিয়নির মনটা খুবই স্পর্শকাতর। প্রথম অনুরোধ না রাখলে, তিনি কখনো দ্বিতীয়বার অনুরোধ করেন না।"

ইয়োলট্স কাঁধ তুলে বললো, "আমি খুবই দুঃখিত। তবু 'না' বলতে হলো। কিন্তু তুমি যখন এখানেই উপস্থিত আছো, ঐ শ্রমিকদের ব্যাপারটা মিটিয়ে দিতে কতো টাকা লাগবে? নগদ দেবো। এখনই দেবো।"

তাহলে একটা সমস্যার উত্তর পাওয়া গেলো। জনিকে এ রোলটা দিতে পারবে না এ বিষয়ে যখন ইয়োলট্স্ মনস্থির ক'রে ফেলেছে, তখন হেগেনকে নিয়ে কেন সে এতো সময় নষ্ট করছে, সেটা বোঝা গেলো। এই সাক্ষাৎকারের ফলে তার কোনো পরিবর্তন হতে পারে না। ইয়োলট্স নিশ্চিন্ত ছিলো, ডন কর্লিয়নির ক্ষমতাকে সে ভয় করতো না। বাস্তবিকই ইয়োলট্সের এতোগুলি রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষক, এফ. বি. আই-এর কর্তার সঙ্গে এতো দহরম-মহরম, এতো টাকাকড়ির মালিক সে, চলচ্চিত্র জগতের সে এক রকম একচ্ছত্র অধিপতি, কেনই বা সে ডন কর্লিয়নিকে ভয় করবে? যে-কোনো বুদ্ধিমান লোকের বিচারে, হেগেনের বিচারেও, ইয়োলট্স নিজের প্রতিষ্ঠার ঠিক মাপই নিয়েছে। শ্রমিক আন্দোলনের ক্ষতি যদি সে স্বীকার করে নেয়, ডন কর্লিয়নি তাকে ছুঁতেও পারবেন না। তবে এই সমীকরণের ব্যাপারে একটি মাত্র খুঁত ছিলো। ডন কর্লিয়নি তার ধর্মপুত্রকে কথা দিয়েছিলেন ঐ রোলটা সে পাবে আর হেগেন যতোদূর জানতো এসব ব্যাপারে তিনি কখনো কথার খেলাপ করতেন না।

শান্ত কণ্ঠে হেগেন বললো, "আপনি ইচ্ছে করেই আমাকে ভুল বুঝছেন। আপনি আমাকে ঘুস খাওয়ার ভাগিদার বানাচ্ছেন। শুধু বন্ধুত্বের খাতিরে মিঃ কর্লিয়নি এই শ্রমিক

বিক্ষোভের ব্যাপারে আপনার পক্ষ অবলম্বন করার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন, তার বদলে আপনি উনার মক্কেলের পক্ষ নেবেন। দুই বন্ধুর মধ্যে একটু প্রভাবের আদান-প্রদান, আর কিছু নয়। কিন্তু দেখতেই পাচ্ছি আপনি আমার কথাটা গুরুত্ব দিচ্ছেন না আমার মনে হয় আপনি ভুল করছেন।"

মনে হলো ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠার এই সুযোগটির জন্যই ইয়োলট্স অপেক্ষা করছিলো। সে বললো, "খুব ভালো করেই বুঝতে পারছি। এটাই মাফিয়া কায়দা নয় কি? একেবারে যেন জলপাই-তেল আর মিষ্টি কথা, আসলে যা করছো সেটা হলো ভীতি-প্রদর্শন, কাজেই আমিও সাফ বলে দিচ্ছি। জনি ফন্টেন ঐ রোল কোনো জন্মেও পাবে না, যদিও রোলটাতে ওকেই সব চাইতে বেশী মানাতো। আর সেই সুবাদে ও একজন বিখ্যাত তারকা হয়ে যেতো। কিন্তু সেটা আর ওকে হতে হবে না, কারণ ঐ হারামজাদা আমার দু'চোখের বিষ, ওকে আমি চিত্রজগৎ থেকে ভাগিয়ে তবে ছাড়বো। কেন তাও বলে দিচ্ছি; ও আমার সব চাইতে গুণী আশ্রিতাদের একজনের সর্বনাশ করেছে। পাঁচ বছর ধরে মেয়েটাকে আমি নাচতে, গাইতে, অভিনয় করতে শিখিয়ে তৈরি করেছিলাম। লক্ষ-লক্ষ ডলার খরচ করেছিলাম। ওকে আমি তারকার পর্যায়ে তুলে দিতাম। আরো স্পষ্ট করেই বলছি, তাতেই বুঝবে আমি একটা হৃদয়হীন পিশাচ নই, শুধু টাকাকড়ির ব্যাপার নয়। খুব সুন্দরী মেয়ে, এমন নিতম্ব আমি কোথাও দেখিনি, সারা দুনিয়া ঘুরেও। পানির পাম্পের মতো মানুষকে ও শুয়ে বের করে নিতে পারতো। তারপর জনি হারামজাদা এলো, ওর ঐ জলপাই-তেল গলা আর সস্তা জাদু নিয়ে, অমনি মেয়েটা কিনা ভেগে গেলো! আমাকে বোকা বানাবার জন্যেই সমস্ত সুযোগ ছেড়ে দিয়ে চলে গেলে। আমার মতো অবস্থার কারো পক্ষে, লোকের কাছে হাস্যসম্পদ হলে চলে না, মিঃ হেগেন। জনিকে জব্দ করতে হবে।"

এই প্রথম ইয়োলট্স হেগেনকে স্তম্ভিত করে দিতে পারলো। সে ভেবেই পেলো না একজন প্রৌঢ় সুপ্রতিষ্ঠিত মানুষ এমন একটা তুচ্ছ ব্যাপারের জন্য নিজের বিষয়-বুদ্ধিকে কি ক'রে একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে এতোটা বিভ্রান্ত হতে দিতে পারে। হেগেনের জগতে, কর্লিয়নিদের জগতে, বৈষয়িক ব্যাপারে মেয়েমানুষদের রূপ কিংবা যৌন আকর্ষণের এক কানাকড়িও দাম ছিলো না। ও-সব হলো ব্যক্তিগত ব্যাপার; অবশ্য বিয়ের কথা, কিংবা পারিবারিক অসম্মানের কথা আলাদা। হেগেন স্থির করলো একটা শেষ চেষ্টা করবে।

সে বললো, "যা বলেছেন, মিঃ ইয়োলট্স, কিন্তু আপনার ক্ষোভগুলোকে কি অতোটা প্রাধান্য দেবেন? আমার মনে হয় না আপনি বুঝতে পেরেছেন এই সামান্য অনুরোধটার মূল্য আমার মক্কেলের কাছে কতো বেশি। ব্যাপ্টাইজ হবার সময়ে মিঃ কর্লিয়নিই জনিকে কোলে নিয়েছিলেন। জনির বাবা মওে গেলে, মিঃ কর্লিয়নিই বাপের কাজ করেছিলেন। বাস্তবিকই বহু লোককে মিঃ কর্লিয়নি সাহায্য করেছেন; তারাও শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ক'রে উনাকে গডফাদার বলে ডাকে। উনি কখনো ওর বন্ধুদের নিরাশ করেন না।"

হঠাৎ ইয়োলট্স উঠে দাঁড়িয়ে বললো, "যথেষ্ট শুনেছি। খুনি-গুণ্ডারা আমাকে হুকুম দেয় না, আমিই তাদের হুকুম দেই। একবার যদি এই ফোনটা তুলি, তুমি আজ রাতটা গারদে কাটাবে। আর তোমার মাফিয়া মাস্তান যদি মারপিট করার তালে থাকে, সে টের পাবে আমি

একটা ব্যান্ড-লিডার নই। 'হ্যা হ্যা, সে কাহিনীও শুনেছি।' শোনো, তোমার মিঃ কর্লিয়নি তার আক্রমণকারীকে চোখেও দেখতে পাবে না। তার জন্য যদি আমাকে হোয়াইট হাউসে গিয়ে ধর্ণা দিতে হয় তো তাই করবো।"

নির্বোধ, আহাম্মক, হারামজাদা কোথাকার। হেগেন ভাবছিলো এ ব্যাটা এতো বড় কর্তাব্যক্তি হয়ে উঠলো কি করে? প্রেসিডেন্টের উপদেষ্টা, পৃথিবীর বৃহত্তম চলচ্চিত্র স্টুডিওর মালিক। ডনের উচিত এই ব্যবসায় নেমে পড়া, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। আর এই লোকটা কিনা ওর কথার বাইরের অর্থটাই ধরছে, ভেতরকার মর্মটা বুঝতে পারছে না!

হেগেন বললো, "আপনার ডিনারের জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এয়ারপোর্ট পর্যন্ত গাড়ির ব্যবস্থা ক'রে দিতে পারবেন? রাতটা আর এখানে কাটাবো না।" শীতল একটা হাসি দিলো হেগেন, "মিঃ কর্লিয়নি খুব তাড়াতাড়ি দুঃসবংবাদ শুনতে ভালোবাসেন।"

বিশাল বাড়িটার থাম দেওয়া আলোকিত চত্বরে গাড়ির জন্য হেগেন যখন অপেক্ষা করছিলো, হঠাৎ চোখে পড়লো রাস্তায় দাঁড় করানো লম্বা একটা লিমুজিনে দুটা মেয়ে উঠছে তারা হলো সেই সুন্দরী বারো বছরের মেয়েটি আর তার মা, যাদের ইয়োলট্সের অফিসে সকাল বেলায় হেগেন দেখেছিলো। এখন কিন্তু মেয়েটির নিখুঁত গড়নের মুখটি থেবড়ে গিয়ে একটা গোলাপী পুরু পিণ্ডের মতো দেখাচ্ছে। নীল সমুদ্রের মতো চোখ দুটির ওপরে যেন একটা সর পড়েছে, খোলা গাড়ির দিকে হেঁটে যাবার সময় লম্বা পা দুটি পঙ্গু ঘোড়ার বাচ্চার পায়ের মতো টলটল। মেয়েটাকে তার মা ধরে রেখেছিলো,গাড়িতে উঠতে সাহায্য করার সময় দাঁতের ফাঁক দিয়ে কানে কানে কি যেন আদেশ করছিলো। মাথা ঘুরিয়ে মা হেগেনের দিকে তাকিয়েছিলো, তার চোখে হেগেন দেখতে পেলো বাজপাখির উগ্র উল্লাস। তারপর সেও গাড়িতে উঠে পড়লো।

হেগেন ভাবলো তাহলে এই জন্যে ওকে প্লেনে ক'রে নিয়ে যাওয়া হয়নি। চিত্রপ্রযোজকের সঙ্গে এই মা-মেয়ে গিয়েছিলো। তাতে ডিনার খাবার আগে ইয়োলট্স খানিকটা বিশ্রাম করার আর ঐ ছোট মেয়েটার সঙ্গ করার সময় পেয়েছিলো। আর জনি এই জগতে বাস করতে চায়? তার কপাল খুলুক, ইয়োলট্সের কপাল খুলুক।

পলি গাটো তাড়াহুড়ার কাজ ভালবাসে না, বিশেষত কাজটা যদি হিংসাত্মক হয়। আগে থাকতে গুছিয়ে কাজ করতে সে ভালোবাসে। তাছাড়া আজকের এই কাজটা একেবারে বাজে কাজ হলেও, কেউ কোনো ভুল করে ফেললেই একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে পরিণত হতে পারতো। এখন বিয়ারে চুমুক দিতে দিতে চারদিকে চেয়ে পলি দেখে নিলো বারের কাছে বসা ছোকরা দুটো সস্তা মেয়েমানুষ দুটোর সঙ্গে কেমন জমিয়ে তুলছে।

ছোকরা দুটোর সম্বন্ধে যা জানবার ছিলো পলি সবই জানতো। ওদের নাম জেরি ওয়াগনার আর কেভিন মুনান। দু'জনেরই বিশ বয়স বছর, দেখতে ভালোই, বাদামী রঙের চুল, লম্বা, বলিষ্ঠ গড়ন। দু-সপ্তাহের মধ্যে দু'জনেরই শহরের বাইরে কলেজে ফিরে যাবার কথা। দু'জনের বাপেরই রাজনৈতিক প্রতিপত্তি ছিলো এবং সেই জন্য আর কলেজে পড়ছে

বলে বাধ্যতামূলক সামরিক কর্তব্যের জন্য ওদের যেতে হয়নি। আমেরিগো বনাসেরার মেয়েকে আক্রমণ করার জন্য দু'জনের দণ্ডই মওকুফ হয়েছে, পলি তাও জানতো। পলি গাটো ভাবছিলো যতো সব পাজি বজ্জাত, সামরিক কর্তব্য এড়িয়ে, আইন ভেঙে, রাত বারোটার পর বারে বসে মদ খাওয়া আর বেশ্যাদের পেছনে ঘোরা হচ্ছে!

পলি শুনতে পাচ্ছিলো একটা মেয়ে হাসছে আর বলছে, "ক্ষেপেছো, জেরি? তোমার সঙ্গে এক গাড়িতে কোথাও যাচ্ছি না। ঐ বেচারার মতো শেষ পর্যন্ত হাসপাতালে গিয়ে উঠতে পারবো না।" হিংসা আর আত্মপ্রসাদে গলার স্বর মক্‌মক্ করছিলো। গাটোর পক্ষে ঐ যথেষ্ট। বিয়ারটুকু শেষ করে সে অন্ধকার পথে বেরিয়ে পড়লো। চমৎকার। রাত বারোটা বেজে গিয়েছিলো। আর একটি মাত্র বারে আলো দেখা যাচ্ছিলো। বাকি সব দোকানপাট বন্ধ। থানার টহলদার গাড়ির ব্যবস্থা ক্লেমেন্‌জা আগেই করে রেখেছিলো। রেডিওতে ডাক না পড়া পর্যন্ত তারা এদিক পানে ঘেঁষবে না, তারপর আসবে যতোটা আস্তে সম্ভব।

চার-দরজার শেভ্রলে সিডানের দরজায় ঠেস্ দিয়ে পলি দাঁড়িয়ে থাকলো। পেছনের সিটে যে দু'জন লোক বসে ছিলো, তারা খুব লম্বা চওড়া হলেও, এক রকম অদৃশ্য। পলি বললো, "বের হলেই লেগে যাবে।"

তখনো ওর মনে হচ্ছিলো যে খুব তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা করা হয়েছে। ক্লেমেন্‌জা ওকে ছোঁড়া দুটোর পুলিশের তৈরি ছবির কপি দিয়েছিলো, বলে দিয়েছিলো রোজরাতে তারা কোথায় মদ খেতে গিয়ে বার থেকে মেয়েমানুষ সংগ্রহ করে। পলি পারিবারিক ব্যবসার দু'জন গুণ্ডা এনে, ছোঁড়া দুটোকে দেখিয়ে দিয়েছিলো। কি ভাবে কাজ করতে হবে তাও বলে দিয়েছিলো। মাথার ওপর কিংবা পেছনে মারবে না, দৈবাৎ কেউ মারা পড়লে চলবে না। তা ছাড়া যতোদুর যা খুশি করতে পারো। সেই সঙ্গে কানে শুধু একটা সতর্কবাণীও দিয়েছিলো, "ব্যাটারা যদি হাসপাতাল থেকে এক মাসের আগে ছাড়া পায়, তোমাদেরও আবার সেই ট্রাক চালানোর কাজে লাগানো হবে।"

বিশাল মানুষ দুটো গাড়ি থেকে নামছিলো। দু'জনেই ছিলো প্রাক্তন মুক্তিযোদ্ধা তবে ছোট-ছোট ক্লাবে খেলা ওদের এমন বন্দোবস্ত করে দিয়েছিলো যে ভদ্রভাবে খাওয়া-পরা চলে যেতো। কাজেই ওদের পক্ষেও একটু কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চাওয়াটাই স্বাভাবিক।

জেরি ওয়াগনার আর কেভিন মুনান যখন মদের আড্ডা থেকে বেরিয়ে এলো, তাদের অবস্থাটা একটা গণ্ডগোলেরই উপযুক্ত। বারের মেয়েটার টিটকারিতে তাদের কাঁচা বয়সের আত্মসম্মানে খোঁচা লেগেছিলো। পলি গাটো তার গাড়ির ফেন্ডারে ঠেস দিয়ে, বিদ্রুপের হাসির সঙ্গে ডেকে বললো, "কই হে ক্যাসানোভা, মেয়েগুলোর কাছে কেমন ধ্যাতানি খেলে?"

ছোকরা দু'জন মহা আনন্দে ওর দিকে ফিরে দাঁড়ালো। পলিকে দেখেই মনে হলো নিজেদের অপমানের শোধ তুলবার এই তো সুযোগ। বেজিমুখো, বেঁটে, পাতলা, তার ওপর শয়তানের একশেষ। ওরা পলির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো; সঙ্গে সঙ্গে দুটো লোক এসে ওদের হাত কষে চেপে ধরলো। সেই মুহূর্তে পলি গাটোও ডানহাতে ১/১৬ ইঞ্চি লোহার কাঁটা বসানো পিতল দিয়ে বিশেষ ভাবে তৈরি আঙুলের গাঁট-ঢাকা, অর্থাৎ নাক্‌ল্ ডাস্টার পরে নিলো। ওর সময়জ্ঞান ছিলো নিখুঁত, সপ্তাহে তিন বার জিমনেশিয়ামে গিয়ে মহড়া দিতো।

ওয়ানার নামের ছেলেটার নাকে পলি প্রচন্ড একটা ঘুষি দিলো। ডে লোকটা ওয়াগনার'কে ধরে রেখেছিলো, সে ওকে এবার শূন্যে তুলে ফেললো, তার কুঁচকিটা হাতের কাছে পাওয়াতে, পলি হাত ঘুরিয়ে লাগালো একটা নিখুঁত আপার-কাট। ন্যাতার মতো ঝুলে পড়লো ওয়াগনার, লম্বা চওড়া লোকটা তাকে মটিতে ফেলে দিলো। সমস্ত ব্যাপারটাতে সময় লেগেছিলো বড় জোর ছয় সেকন্ড।

এবার দু'জনে মিলে কেভিন মুনানের দিকে নজর দিলো। সে ব্যাটা চ্যাঁচাবার চেষ্টা করছিলো। তাকে যে লোকটা পেছন থেকে ধরে রেখেছিলো, সে পেশীবহুল বিশাল একটি হাতই কাজে লাগিয়েছিলো। অন্য হাতটা দিয়ে এবার সে মুনানের গলা টিপে ধরলো, যাতে এতোটুকু শব্দ না বেরোয়।

পলি গাটো এক লাফে গাড়িতে উঠে স্টার্ট দিলো। লম্বা চওড়া লোক দুটো মুনানকে পিটিয়ে ছাতু করে দিচ্ছিলো। ভয়াবহ রকম সুচিন্তিত ভাবে ওকে পেটাচ্ছিলো, যেন হাতে অনেক সময় রয়েছে। এলোপাতাড়ি দমাদম পেটাচ্ছিলো না, ধীরেসুস্থে একের পর এক বাড়ি দিচ্ছিলো, বিশাল দেহের সমস্ত শক্তি দিয়ে। থ্যাপ্ করে প্রত্যেক বাড়ি লাগতেই সেখানকার চামড়া ফেটে যাচ্ছিলো। এবার মুনানকে ফেলে রেখে লোক দুটো আবার ওয়াগনারের দিকে ফিরলো। সে ছোকরা উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করছিলো, চেঁচিয়ে সাহায্যের জন্যে ডাকতে শুরু করেছিলো। কে একজন মদের আড্ডা থেকে বেরিয়ে আসিতে, ওদের আরো তাড়াতাড়ি কাজ করতে হলো। ঘুষি মেরে ওয়াগনারকে ওরা হাঁটু গেড়ে বসিয়ে দিলো। একজন ওর হাত ধরে পেঁচিয়ে দিলো, তারপর শিরদাঁড়ায় একটা লাথি মারলো। একটা কিছু ভাঙ্গার শব্দ হলো, ওয়াগনারের বিকট আর্তনাদের ফলে রাস্তার সব বন্ধ জানালা খুলে যেতে লাগলো। ওরা খুব তাড়াতাড়ি কাজ করতে লাগলো। একজন দু'হাতে ওয়াগনারের মাথাটা তুলে ধরলো, অন্যজন নির্দিষ্ট লক্ষ্যে প্রচণ্ড এক কিল মারলো। মদের আড্ডা থেকে আরো লোক বেরিয়ে আসতে লাগলো, কিন্তু কেউ বাধা দিলো না। পলি গাটো চেঁচিয়ে বললো, "চলে এসো, অনেক হয়েছে।" লম্বা-চওড়া লোক দুটোও এক লাফে গাড়িতে উঠে পড়তেই পলি গাড়ি নিয়ে দ্রুত প্রস্থান করলো। পরে কেউ নিশ্চয় গাড়িটার বর্ণনা দেবে, লাইসেন্স প্লেটের নম্বর বলবে। তাতে কিছু এসে যাবে না। চুরি করা ক্যালিফোর্নিয়ার প্লেট। আর নিউইয়র্ক শহরে এক লাখ শেভ্রলে সিডান রয়েছে।

দুই

বৃহস্পতিবার সকালে টম হেগেন শহরে তার আইন অফিসে এসে পৌছালো। তার ইচ্ছা ছিলো শুক্রবার ভার্জিল সলোৎসোর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের আগে কাগজ-কলমের বাকি কাজ সব সেরে ফেলে গুছিয়ে তুলে রাখবে। এই সাক্ষাৎকারটি এতো গুরুত্বপূর্ণ যে টম ডনকে বলেছিলো পারিবারিক ব্যবসার জন্য সলোৎসো যে প্রস্তাব দেবে তার প্রস্তুতির জন্য একটা পুরো সন্ধ্যা লেগে যাবে। হেগেন সমস্ত খুঁটিনাটি গুছিয়ে নিতে চাইছিলো, তাহলে একেবারে ভারশূন্য মনে সে প্রস্তুতি-পর্বের মিটিংটাতে যেতে পারবে।

মঙ্গলবার অনেক রাতে হেগেন যখন ক্যালিফোর্নিয়া থেকে ফিরে ইয়োলট্সের সঙ্গে

কথাবার্তার ফলাফল জানিয়ে দিলো. ডন মোটেও আশ্চর্য হলেন না। হেগেনের কাছ থেকে তিনি বিস্তারিত শুনলেন, সেই সুন্দর ছোট মেয়েটি আর তার মা'র কথা শুনে বিদ্বেষে তার মুখ বিকৃত হয়ে গেলো কেবল। বিড়বিড় ক'রে মন্তব্য করলেন, "*ইনফামিতা!*" তার ক্ষোভ প্রকাশের একমাত্র শব্দ। শেষে হেগেনকে একটি মাত্র প্রশ্ন করলেন, "লোকটার কি বিচি আছে?"

ডন এই প্রশ্নটা করে কি বোঝাতে চাচ্ছেন সেটা নিয়ে হেগেনও ভেবেছে। এক সঙ্গে অনেক বছর থাকার ফলে সে জানে সাধারণ লোকের চাইতে ডনের মূল্যবোধ এতোটাই আলাদা যে তার কথারও অন্য মানে হতে পারে। *ইয়োলট্‌সের কি ব্যক্তিত্ব আছে? তার কি মনের জোর আছে?* আছে বৈকি, কিন্তু সে-কথা ডন জানতে চান নি। ঐ চলচ্চিত্র প্রযোজকের কি এতোটা মুরোদ আছে যে ধাক্কা খেয়ে ঘাবড়াবে না? ছবি করতে দেরি হলে যে বিপুল আর্থিক ক্ষতির শিকার হবে, তার প্রধান তারকার হেরোইনের নেশার গুজব রটে গেলে যে নিন্দার ঝড় উঠবে, সেসব কি সামলাতে পারবে সে? আবার এর উত্তর হলো, হ্যা, পারবে। কিন্তু ডন তাও জিজ্ঞেস করেন নি। শেষ পর্যন্ত মনে মনে হেগেন প্রশ্নটার প্রকৃত ব্যাখ্যাটা ঠিক করে ফেললো। জ্যাক ইয়োলট্‌সের কি এতোখানি পৌরুষ আছে যে আত্মসম্মানের জন্য, প্রতিশোধের জন্য, সব কিছু বিপন্ন করার, সবকিছু হারাবার ঝুঁকি নিতে সে প্রস্তুত?

হেগেন একটু হাসলো। সে খুব কমই হাসে, এখন অবশ্য ডনের সঙ্গে একটু ঠাট্টা না করে পারলো না। "আপনি জানতে চাইছেন সে একজন সিসিলিয় কি না।" প্রসন্নভাবে মাথা দোলালেন ডন, ঠাট্টাটার মধ্যে যে আত্মপ্রসাদ আছে সেটার নায্যতাটাকে মেনে নিলেন তিনি।

ব্যস্, ঐ পর্যন্ত। পরদিন পর্যন্ত প্রশ্নটা নিয়ে চিন্তা করলেন ডন। বুধবার বিকেলে হেগেনকে তার বাড়িতে ডেকে কিছু আদেশ দিয়ে দিলেন। সেই আদেশ পালন করতেই হেগেনের বাকি দিনটা কেটে গেলো। শ্রদ্ধায় অভিভূত হয়ে গেলো সে। ডন যে সমস্যার সমাধান ক'রে ফেলেছেন, সে বিষয়ে হেগেনের মনে কোনো সন্দেহই রইলো না; ইয়োলট্‌স নিশ্চয়ই কাল সকালে টেলিফোন করে জানিয়ে দেবে তার নতুন ছবিতে প্রধান ভূমিকায় থাকবে জনি ফন্টেন।

ঠিক সেই মুহূর্তে সত্যিই ফোনটা বেজে উঠলেও সেটা করলো আমেরিগো বনাসেরা। কৃতজ্ঞতায় তার গলা কাঁপছে। হেগেনকে সে অনুরোধ করলো ডনের কাছে তার কৃতজ্ঞতা নিবেদন করতে। তিনি তাকে একবার খবর দিলেই দেবতুল্য গডফাদারের জন্য বনাসেরা প্রাণ পর্যন্ত দিতে প্রস্তুত। হেগেন কথা দিলো সে অবশ্যই ডনকে জানাবে।

ডেইলি নিউজ-এ বড় ক'রে একটা ছবি বেরিয়েছে, রাস্তার মাঝখানে জেরি ওয়াগনার আর কেভিন মুনান পড়ে আছে। খুবই বীভৎস ছবি, দেখে মনে হচ্ছে ওরা মানুষের থেঁত্‌লানো দেহাবশেষ। নিউজে লিখেছে, আশ্চর্যের বিষয় হলো কেউ মরে নি, যদিও তাদের কয়েক মাস হাসপাতালে পড়ে থাকতে হবে, মুখ মেরামতের জন্য করতে হবে প্লাস্টিক সার্জারি।

হেগেন একটু লিখে নিলো, ক্লেমেন্‌জাকে বলতে হবে পলি গাটোর জন্য কিছু করা উচিত। মনে হচ্ছে লোকট খুব দক্ষ আর কাজের।

এরপর ঝাড়া তিন ঘণ্টা ধরে হেগেন অতি দ্রুত কাজ করে গেলো, ডনের জমিজমার

আয়ের হিসেব, জলপাই-তেল আমদানি আর রিয়েল-এস্টেট কোম্পানির আয়-ব্যয়ের হিসেব ইত্যাদি। আপাতত কোনোটা থেকেই খুব একটা লাভ হচ্ছে না, কিন্তু যুদ্ধ শেষ হয়ে যাওয়াতে সবগুলো থেকেই মোটা মুনাফা অশা করা যেতে পারে। জনি ফন্টেনের সমস্যাটা হেগেন প্রায় ভুলেই গিয়েছিলো, এমন সময় ওর সেক্রেটারি জানালো ক্যালিফোর্নিয়া থেকে ফোন এসেছে। ফোন তুলে হেগেন বললো, "হেগেন বলছি।" মনে তার প্রত্যাশার শিহরণ।

রাগে বিদ্বেষে বিকৃত এক কণ্ঠে ইয়োলট্স চেঁচিয়ে বললো, "হারামজাদা, একশ' বছরের জন্য তোমাদের জেলে ঢোকাবো। তোমাকে আমি দেখে নেবো, তাতে আমি দেউলিয়া হই আর যাই হই। তোমার ঐ জনি ফন্টেনের সোনা কেটে ফেলবো, শুনতে পাচ্ছো, বানচোত ইতালির গাধা!"

নরম গলায় বললো হেগেন, "আমি আধা র্জমান, আধা আইরিশ।" কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর ফোন কেটে দেবার শব্দ হলে হেগেন মৃদু হাসলো। এর মধ্যে একবারও ইয়োলট্স ডন কর্লিয়নির নাম ধরে কোনো গালি দেয় নি। *প্রতিভার কদর আছে।*

জ্যাক ইয়োলট্স সবসময় একা ঘুমায়। ওর খাটটা এতো বড় যে দশজন লোক ধরে, শোবার ঘরটা এতো বড় যে চলচ্চিত্রের একটা বল-রুমের দৃশ্য তোলা যায়। কিন্তু দশ বছর আগে ওর প্রথম স্ত্রীর মৃত্যুর পর থেকে ও একাই শোয়। তার মানে এই নয় যে, মেয়েদের সঙ্গে তার কোনো দৈহিক সম্পর্ক নেই। এতোটা বয়স হওয়া সত্ত্বেও তার শারীরিক উদ্যম প্রচুর, কিন্তু আজকাল একমাত্র তরুণী কিশোরী ছাড়া কেউ তাকে উত্তেজিত করতে পারে না। সন্ধ্যাবেলায় কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই দেহের ধৈর্যের সহ্যসীমা অতিক্রান্ত হয়।

যে কারণেই হোক এই বিশেষ বৃহস্পতিবারটিতে খুব ভোরে ওর ঘুম ভেঙে গিয়েছিলো। ভোরের আবছায়া আলোতে বিশাল শোবার ঘরটাকে কুয়াশা-মাখা ঘাসজমির মতো মনে হচ্ছিলো। অনেক নিচে পায়ের কাছে একটা পরিচিতি আকৃতি চোখে পড়তেই ধড়মড় ক'রে ইয়োলট্স উঠে বসলো আরেকটু ভালো করে দেখবার জন্য। আকৃতিটা একটা ঘোড়ার মাথার মতো। তখনো শরীরটা ধাতস্থ না হওয়াতে, হাত বাড়িয়ে ইয়োলট্স টেবিলের ওপরকার বাতিটা জ্বালালো।

যা দেখলো তাতে ওর শরীর অপ্রকৃতিস্থ হয়ে উঠলো। বুকের ওপর যেন বিশাল হাতুড়ির ঘা পড়লো, হৃৎপিণ্ড ধড়ফড় করতে লাগলো, গা গুলিয়ে উঠলো। পুরু দামী গালিচার ওপর বমি ছিট্‌কে পড়লো।

বিশাল ঘোড়া খারতুমের কালো রেশমের মতো কাটা মুণ্ডুটা এক দলা জমাট রক্তের ওপর বসানো। সাদা দড়ির মতো স্নায়ুগুলো দেখা যাচ্ছিলো। মুখে ফেনা; আপেলের মতো বড় বড় চোখ দুটি সোনার মতো উজ্জ্বল, এখন সেগুলো বাসি-জমাট-বাঁধা রক্তপাতে পচা ফলের রঙ ধরেছে। বিকট জান্তব ভীতিতে ইয়োলট্সের মন সহসা ভরে গেলো, সেই আতঙ্কের চোটে চিৎকার করে চাকরদের ডাক দিলো আর সেই আতঙ্কেরই বশবর্তী হয়ে হেগেনকে ফোনে ডেকে ইয়োলট্সের ঐ অসংযত শাসানি।

ইয়োলট্সের বাটলার তার ঐ উন্মাদ প্রলাপ শুনে ঘাবড়ে গিয়ে তার চিকিৎসক আর স্টুডিওর প্রধান সহকারীকে ডাকে কিন্তু তারা আসার আগেই নিজেকে সামলে নেয় সে।

ইয়োলট্‌স একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলো। এ কি রকম লোক যে ছয় লক্ষ টাকা দামের একটা ঘোড়াকে খুন করতে পারে? একটা সতর্কবাণী নয়। কাজটাকে, কাজটার হুকুমটাকে রদ্ করবার জন্য কোনো আলোচনা পর্যন্ত নয়। এই নির্মমতা, মূল্য সম্বন্ধে এই নিছক অবজ্ঞা এমন একটা মানুষের পরিচয় দিচ্ছে যে নিজেই নিজের নিয়ম তৈরি করে। এমন একটি লোক, যার এই রকম স্বেচ্ছাচারের পেছনে একটা প্রচণ্ড ক্ষমতা আর চাতুর্য কাজ করছে, তার ফলে ইয়োলটসের আস্তাবলের নিরাপত্তা ব্যবস্থা একেবারে নস্যাৎ হয়ে গেছে! ততোক্ষণে ইয়োলট্‌স খবর পেয়েছিলো ঘোড়াটাকে আগে ওষুধ খাইয়ে একেবারে বেহুঁশ ক'রে ফেলে, তারপর ধীরেসুস্থে একটা কুড়াল দিয়ে ঐ বিরাট তিনকোণা মুণ্ডুটাকে আলাদা ক'রে ফেলা হয়। রাতে যাদের পাহারার ডিউটি ছিলো তারা বলছে তারা কোনো শব্দই শুনতে পায় নি। ইয়োলট্‌সের মতে সেটা অসম্ভব। ওদের দিয়ে কথা বলানো যেতে পারে। ওদের টাকা দিয়ে কিনে রাখা হয়েছিলো, কে কিনেছিলো সেটা স্বীকার করতে ওদের বাধ্য করা যেতে পারে।

ইয়োলট্‌স মোটেই নির্বোধ নয়। তবে বড় বেশি দাম্ভিক। ভেবেছিলো তার নিজের এলাকায় তার যা ক্ষমতা, সেটা বুঝি ডন কর্লিয়নির ক্ষমতার চাইতে প্রবল। সেকথা যে সত্যি নয়, তার একটু প্রমাণ পাবার ওর দরকার ছিলো। বার্তাটা ওর হৃদয়ঙ্গম হয়েছিলো। বার্তাটা হলো, তার যতোই ধনসম্পদ, যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের পৃষ্ঠপোষকতা এবং এফবিআই'য়ের পরিচালকের সাথে বন্ধুত্ব থাকুক, অখ্যাত এক ইতালিয় তেল আমদানিকারক তার হত্যার ব্যবস্থা করবে। বাস্তবিকই তাই করবে। কেন না একটা চলচ্চিত্রে জনি ফন্টেনকে তার ঈপ্সিত ভূমিকা দেয়া হচ্ছে না। ব্যাপারটা একেবারে অবিশ্বাস্য। এ রকম আচরণ করার কারো অধিকার নেই। লোকে এরকম আচরণ করলে পৃথিবীটার আর বাকি থাকলো কি? স্রেফ পাগলামি। এর মানেটা দাঁড়ায় নিজের ব্যবসায়, নিজের টাকা খরচ করে নিজের হুকুম চালাবার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও নিজের ইচ্ছেমতো কাজ করা যাবে না। এ যে কমিউনিজমের চাইতেও দশগুণ খারাপ। এ সব ভেঙে দেয়া উচিত। এ সব চলতে দেয়া কখনোই ঠিক নয়।

ডাক্তার ওকে মৃদু সিডেটিভ্ দিতে চাইলে ইয়োলট্‌স আপত্তি করে নি। এতে শরীর কিছুটা ঠাণ্ডা হওয়াতে যুক্তিযুক্তভাবে চিন্তা করার সুবিধা হলো। আসলে যে কারণে সে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলো, সেটি হলো ঐ কর্লিয়নি লোকটা কেমন অবলীলায় ছয় লক্ষ ডলার দামের একটা বিশ্ববিখ্যাত ঘোড়াকে বিনাশ করার আদেশ দিয়ে দিলো। *ছয় লক্ষ ডলার। আর এ তো মাত্র শুরু।* ইয়োলট্‌স শিউরে উঠলো। নিজের চেষ্টায় কেমন একটা জীবন গড়ে তুলেছে সে বিষয়ে সে ভাবতে লাগলো। বেশ ধনী সে। তর্জনী হেলনে এবং কন্ট্রাক্টের প্রতিশ্রুতি দিলেই বিশ্বের সেরা সুন্দরীরা ওর হাতের মুঠোয়। রাজা-রানীদের বাড়িতে অতিথি হয় সে। টাকা আর ক্ষমতার সাহায্যে যতোটা সম্ভব নিখুঁত জীবন যাপন করে। একটা খেয়ালের জন্য এসব বিপন্ন করা পাগলামি। হয়তো কর্লিয়নির নাগাল পাওয়া যেতে পারে। ঘোড়দৌড়ের ঘোড়া মারলে, আইনে কি শাস্তির ব্যবস্থা আছে? পাগলের মতো হাসতে লাগলো ইয়োলট্‌স, তার ডাক্তার আর চাকররা ভয় এবং উদ্বেগের সঙ্গে চেয়ে রইলো। হঠাৎ একটা খেয়াল হলো তার। একজন লোক তাচ্ছিল্যের সঙ্গে এরকম দাম্ভিকভাবে তার ক্ষমতাকে কাঁচকলা দেখিয়েছে বলে যে সারা ক্যালিফোর্নিয়ার কাছে হাস্যাম্পদ হবে সে; ইয়োলট্‌স সিদ্ধান্ত নিয়ে

ফেললো। হয়তো ওরা তাকে নাও মারতে পারে। হয়তো এর চাইতে ধূর্ত আর বেদনাদায়ক কোনো মতলব আছে ওদের।

প্রয়োজনীয় আদেশ দিয়ে দিলো ইয়োলট্‌স। সঙ্গে সঙ্গে ওর বিশ্বস্ত ব্যক্তিগত কর্মচারীরা কাজে লেগে গেলো। চিরন্তন আক্রোশের ভয় দেখিয়ে চাকরদের আর ডাক্তারকে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নেওয়া হলো যে কাউকে কিছু বলবে না। সংবাদপত্রে খবর দেওয়া হলো, ঘোড়দৌড়ের ঘোড়া খারতুমের কঠিন রোগের মৃত্যু হয়েছে, ইংল্যান্ড থেকে আসবার পথে জাহাজেই সংক্রমণ হয়ে থাকবে। ইয়োলট্‌সের সম্পত্তির একটি গোপন স্থানে ঘোড়াটা সমাধিস্থ হলো।

এ সবের ছয় ঘণ্টা বাদে চলচ্চিত্রের এই প্রযোজক জনি ফন্টেনকে টেলিফোন ক'রে জানালো সে যেনো আগামী সোমবার কাজের জন্য স্টুডিওতে উপস্থিত থাকে।

সেদিন সন্ধ্যায় ডনের বাড়ি যায় হেগেন, পরদিন ভার্জিল সলোৎসোর সঙ্গে জরুরি বৈঠকের জন্য তাকে প্রস্তুত ক'রে নিতে। ডন তার বড় ছেলেকে উপস্থিত থাকতে বললেন; সনি কর্লিয়নির ভারি কিউপিড মুখটা ক্লান্তিতে অবসন্ন, থেকে থেকে সে গ্লাসে চুমুক দিচ্ছে। হেগেনের মনে হলো নিশ্চয় ঐ মেয়েটার সঙ্গে এখনো খুব চালাচ্ছে। এতো আরেকটা দুশ্চিন্তার কারণ।

তার ডি নোবিলি চুরুটটি টানতে টানতে ভিটো কর্লিয়নি আরাম-কেদারায় বসলেন। ঐ রকম এক বাক্স চুরুট হেগেন সবসময় তার জন্যে রাখে। অনেক চেষ্টা করেছিলো ডনকে ওটা ছেড়ে হাভানা ধরাতে, কিন্তু তিনি বলেন হাভানা তার গলায় ধরে।

ডন জিজ্ঞেস করলেন, "আমাদের যা জানা দরকার সব কি জানা হয়ে গেছে?"

হেগেন একটা মোড়ক খুললো, তার মধ্যে সব প্রয়োজনীয় তথ্য লেখা আছে। ঐ নোটগুলোর মধ্যে এমন কিছু নেই যার জন্য ওদের ওপর কেন দোষারোপ করা চলে, খালি দু-একটি দুর্বোধ্য কথার স্মারকলিপি, যাতে প্রয়োজনীয় কোনো তথ্য বাদ পড়ে না যায়। হেগেন বললো, "সলোৎসো আমাদের সহযোগিতা চাইতে আসছেন। উনি আমাদের পক্ষ থেকে দশ লক্ষ ডলারের মূলধন প্রার্থনা করবেন এবং কথা দেবেন তার জন্য আমাদের আইনের কবলে পড়তে হবে না। তার বদলে আমরা ব্যবসার একটা অংশ পাবো, কতোখানি তা অবশ্য কেউ জানে না। টাটাগ্লিয়া পরিবারে সলোৎসোর যোগসূত্র আছে, সেখানে পপি ফুলের চাষ হয়। সেখান থেকে জিনিসটা পাঠানো হয় সিসিলিতে। কোনো অসুবিধা নেই। সিসিলিতে ওর কারখানা আছে তারা আফিম থেকে হেরোইন বানায়। ওর সব নিরাপত্তা ব্যবস্থা আছে, তাতে দরকার হলে কারবারটা মর্ফিনে নামিয়ে ফেলা যায়, আবার হেরোইনে তোলা যায়। যতোদূর মনে হচ্ছে সিসিলির হেরোইন তৈরির কারখানার ভালো নিরাপত্তা ব্যবস্থা। একমাত্র অসুবিধা হলো তৈরি জিনিসটা এ দেশে আনা এবং তার বিলি-ব্যবস্থা করা। তাছাড়া প্রাথমিক মূলধনও লাগবে। দশ লক্ষ ডলার তো আর গাছে ধরে না।" হেগেন দেখলো ডন কর্লিয়নি মুখ বিকৃত করেছেন। ব্যবসা-বাণিজ্যের মধ্যে নিষ্প্রয়োজন চাল দেয়া বুড়ো ভদ্রলোকের পছন্দ নয়। তাড়াতাড়ি হেগেন বলে চললো, "ওরা সলোৎসোকে 'তুর্কি'

বলে ডাকে। তার দুটো কারণ। প্রথম কথা উনি দীর্ঘকাল ঐ দেশে কাটিয়েছেন আর শোনা যায় তার নাকি তুর্কি স্ত্রী আর ছেলেমেয়ে আছে। দ্বিতীয় কথা ছুরি খেলাতে ওস্তাদ, অন্তত কম বয়সে তাই ছিলেন। তবে শুধু ব্যবসা সংক্রান্ত ঝামেলায় এবং তাও যদি কোনো ন্যায্য অভিযোগ থাকে। খুব দক্ষ লোক, নিজের মুনিব নিজে। তবে তার রেকর্ড আছে, দু'বার জেল খেটেছেন, একবার ইতালিতে, একবার যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃপক্ষ তাকে মাদক ব্যবসায়ী বলে চিহ্নিত করে। এতে আমাদের একটু সুবিধা হয়ে যেতে পারে। অর্থাৎ তাকে কখনো সাক্ষ্য দেবার অধিকার দেওয়া হবে না, কারণ উনি ঐ ব্যবসার পাণ্ডা বলে পরিচিত, তাছাড়া জেল খাটার রেকর্ড আছে। তার ওপর মার্কিনি স্ত্রীও আছে, আছে তিনটি ছেলেমেয়ে। যতোক্ষণ উনি জানতে পারছেন ওদের জীবনযাত্রার জন্য টাকাকড়ির অভাব হবে না, ততোক্ষণ উনি যে কোনো ঝুঁকি ঘাড়ে নিতে প্রস্তুত।"

চুরুট ফুঁক্তে ফুঁকতে ডন বললেন, "সনি, তোমার কি মত?" সনি কি বলবে হেগেনের জানা ছিলো। ডনের বুড়ো আঙুলের তলায় থেকে সনি হাঁপিয়ে উঠছে। নিজের একটা স্বাধীন দায়িত্ব চাইছে সে। এই রকম একটা কিছু হলে তো কথাই নেই।

স্কচ্ হুইস্কিতে লম্বা চুমুক দিয়ে সনি বললো, "ঐ সাদা পাউডারে অনেক টাকা। কিন্তু বিপদও আছে। কেউ কেউ বিশ বছরের মেয়াদের মামলায় পড়ে যেতে পারে। আমার মতে যদি হাতে-কলমে কাজ থেকে সরে থাকি, শুধু প্রশ্রয় আর অর্থ দেই, তাহলে ভালোই হয়।"

হেগেন সনির দিকে সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকালেন। নিজের তাস ভালো করেই সাজিয়েছে সে। আসল জায়গায় আঘাত করেছে, তার জন্য এটাই ভালো। ডন চুরুট ফুঁক্তে ফুঁকতে বললেন, "আর টম, তুমি কি বলো?"

সম্পূর্ণ সততা রক্ষা করার জন্য হেগেন নিজেকে তৈরি করে নিলো। সে ততোক্ষণে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলো যে ডন কখনো সলোৎসোর প্রস্তাবে সম্মত হবেন না। কিন্তু তারচাইতেও খারাপ ব্যাপার হলো, হেগেনের দৃঢ় বিশ্বাস, তার অভিজ্ঞতায় যেটা কমই হয়, এবার তাই হয়েছে, ডন ব্যাপারটাকে ভালো করে তলিয়ে দেখেন নি। যথেষ্ট দূরদৃষ্টি প্রয়োগ করছেন না।

তাকে উৎসাহ দিয়ে ডন বললেন, "বলেই ফেলো, টম, সিসিলিয় কনসিলিওরিরাও সব সময় তাদের মালিকদের সঙ্গে একমত হয় না।" এ কথায় সবাই হেসে উঠলো।

"আমার মনে হয় আপনার রাজি হওয়াই উচিত। কারণগুলো তো আপনি বুঝতেই পারছেন। কিন্তু সবচাইতে প্রধান কারণ হলো : অন্য যেকোনো ব্যবসার চাইতে মাদকের ব্যবসায় বেশি লাভের সম্ভাবনা। আমরা এর মধ্যে না ঢুকলে আর কেউ ঢুকে যাবে। হয়তো টাটাগ্লিয়া পরিবার ঢুকবে। ব্যবসা থেকে যে মুনাফা পাবে তা নিয়ে ওরা আরো বেশি করে পুলিশের আর রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতা কিনে ফেলবে। আমাদের চাইতে ওদের বেশি প্রতিপত্তি হবে। শেষে ওরা আমাদের পেছনে লাগবে, আমদের যা আছে সেটিও গিলে ফেলবার উদ্দেশ্যে। দেশে দেশে যেমন হয়। অন্যরা অস্ত্রশস্ত্র বাড়ালে আমাদেরও বাড়াতে হবে। অন্যদের যদি আর্থিক ক্ষমতা আমাদের চাইতে বেশি হয়, তারা আমাদের আশংকার কারণ হয়ে উঠবে। এখন আমাদের হাতে জুয়ার ক্ষেত্রটা আছে, ইউনিয়নগুলো আছে, এযাবৎ ওগুলোই হলো সবার সেরা জিনিস। তবু আমি মনে করি ভবিষ্যতে মাদক ব্যবসাই হবে সেরা ব্যবসা। আমার মতে এই ব্যবসার কিছুটা হস্তগত করতে না পারলে আমাদের যা আছে তাও

বিপন্ন হবে। হয়তো এক্ষুণি হবে না, কিন্তু দশ বছর বাদে হবে।"

মনে হলো এ কথা শুনে ডন অত্যন্ত প্রভাবিত হয়েছেন। চুরুট ফুঁক্‌তে ফুঁকতে নিচু গলায় বললেন, "বলা বাহুল্য সেটাই সবচাইতে বড় কথা।" দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "ঐ বিধর্মীটার সঙ্গে কাল কখন দেখা করতে হবে?"

আশান্বিতভাবে হেগেন বললো, "উনি এখানে বেলা দশটায় আসবেন।" *কে জানে, ডন হয়তো রাজিও হয়ে যেতে পারেন।*

ডন বললেন, "আমার ইচ্ছে তোমরা দু'জনেই আমার সঙ্গে থাকবে।" উঠে পড়ে আড়মোড়া ভেঙে ডন ছেলের বাহু ধরলেন, "সান্তিনো, আজ রাতে একটু ঘুমিও, ভূতের মতো চেহারা হয়েছে তোমার। শরীরটার দিকে একটু নজর দিও, যৌবন কারো চিরকাল থাকে না।"

পিতৃস্নেহের এই প্রমাণটুকু লাভ করে সনি আসকারা পেয়ে হেগেন যে প্রশ্ন করতে সাহস পায় নি তাই করে বসলো, "বাবা, কাল তুমি কি উত্তর দেবে?"

ডন কর্লিয়নি মৃদু হাসলেন, "বিনিয়োগের হার আর অন্যান্য খুঁটিনাটি তথ্য না জেনে কি ক'রে বলি? তাছাড়া আজ রাতে এখানে যে তথ্য পেলাম, তাই নিয়ে একটু ভাববার সময় চাই তো। যাই বলো, হঠকারিতা করার মানুষ আমি নই।" দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাবার সময় কথাচ্ছলে হেগেনকে বললেন, "ভালো কথা, তোমার নোটের মধ্যে এ-কথা লেখা আছে কি যে যুদ্ধের আগে বেশ্যার ব্যবসা করে তুর্কি তার খরচ চালাতো? আজকাল টাটাগ্লিয়া পরিবার যেমন করে। ভুলে যাবার আগে ওটাও লিখে রেখো।" ডনের কণ্ঠস্বরে সামান্য একটু ব্যাঙ্গের আভাস, হেগেনের মুখ লাল হয়ে উঠলো। ইচ্ছা করেই সে কথাটার উল্লেখ করে নি, যেহেতু উপস্থিত বিষয়ের সঙ্গে বাস্তবিকই তার কোনো সম্বন্ধ নেই; তবে একটু ভাবনা হয়েছিলো, একথা শুনলে যদি ডনের সিদ্ধান্ত প্রভাবিত হয়। যৌন-বিষয়ে তার গোঁড়ামির কথা সকলেই জানে।

* * *

ভার্জিল 'তুর্কি' সলোৎসোর বলিষ্ঠ গড়ন, মাথা মাঝারি মাপের, গায়ের রঙ কালো, লোকে তাকে স্বচ্ছন্দে সত্যিকার তুর্কি মনে করতে পারে। খাঁড়া নাক, নিষ্ঠুর কালো চোখ। তবু তার ভারিক্কি ভাব দেখলে সমীহ জাগে।

দরজার কাছে ওকে অভ্যর্থনা করে সনি কর্লিয়নি অফিস-ঘরে নিয়ে এলো, সেখানে হেগেনের সঙ্গে ডন অপেক্ষা করছিলেন। হেগেনের মনে হয়েছিলো এক লুকা ব্রাসি ছাড়া এমন সাংঘাতিক চেহারার মানুষ সে কখনো দেখে নি।

সৌজন্যসহকারে সবার সাথে করমর্দন করলো সে। হেগেন ভাবলো ডন যদি কখনো জিজ্ঞেস করেন এ লোকটার পৌরুষ আছে কিনা, তার উত্তর হবে, হ্যা, আছে। কোনো মানুষের মধ্যে হেগেন এমন একটা শক্তির বিকাশ দেখে নি। ডনের মধ্যেও না। বাস্তবিকই তার পাশে ডনকে যতোটা বিশেষত্বহীন মনে হচ্ছে তেমন কখনো হয় না। তার অভিবাদনটাও

যেনো খুব সরল, খুব বেশি গেঁয়ো ব'লে মনে হলো।

এসেই সলোৎসো কাজের কথা বললো। ব্যবসা হলো মাদক দ্রব্যের। সবই ঠিক হয়ে ছিলো। তুর্কির কয়েকটা পপি ফুলের ক্ষেত তাকে বছরে এতোখানি ক'রে মাল জোগাবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলো। ফ্রান্সে ওর একটা নিরাপদ কারখানা ছিলো। সেখানে মরফিন তৈরি হতো। সিসিলিতে ওর হেরোইন তৈরির কারখানার নিখুঁত নিরাপত্তা ব্যবস্থা। দুটি দেশেই চোরাই কারবারের মাল পৌছানো, এসব ব্যাপার যতোটা নিরাপদ হতে পারে, ততোটা নিরাপদ। যুক্তরাষ্ট্রে মাল ঢোকানোর জন্য শতকরা পাঁচ ভাগ লোকশান দিতে হবে, কারণ উভয় পক্ষই জানে, এফবিআই'কে সরাসরি ঘুষ দিয়ে হাত করা একেবারে অসম্ভব। তবু অনেক লাভ, বিপদ প্রায় কিছুই নেই।

ডন তখন ভদ্রভাবে জিজ্ঞেস করলেন, "তাহলে আমার কাছে এসেছেন কেন? কোন্ দিক দিয়ে আমি আপনার উদারতার যোগ্য?"

সলোৎসোর কালো মুখে কোনো ভাব দেখা গেলো না। সে বললো, "আমার নগদ বিশ লক্ষ ডলার দরকার। এবং এর সমান জরুরি কথা হলো, আমার একজন বন্ধু দরকার, যার শক্তিশালী বন্ধুবান্ধব আছে। যেমন বছর কাটতে থাকবে আমার প্রতিনিধিদের কেউ কেউ ধরা পড়বে। এটা অনিবার্য। কথা দিচ্ছি, তাদের বিরুদ্ধে কোনো প্রমাণ থাকবে না। কাজেই যুক্তিযুক্ত ভাবে বলা চলে জজরা তাদের লঘু দণ্ড দেবেন। আমার এমন একজন বন্ধু দরকার, যে গ্যারান্টি দিতে পারবে যে আমার লোকজন বিপদে পড়লে, তাদের দু'এক বছরের বেশি জেল খাটতে হবে না। তা হলেই ওরা মুখ খুলবে না। কিন্তু দশ-বিশ বছরের মেয়াদ হলে, কিছুই বলা যায় না। এ জগতে বহু দুর্বল মানুষও আছে। তারা মুখ খুলতে পারে, তাহলে আরো বিশিষ্ট ব্যক্তিরা বিপদে পড়তে পারে। আইনের হাত থেকে নিরাপত্তা না থাকলে চলবেই না। ডন কর্লিয়নি, আমি শুনেছি জুতা সাফওয়ালাদের পকেটে যতো রূপার টাকা থাকে, আপনার পকেটেও ততোগুলো জজ সাহেব আছে।"

কষ্ট করে এই প্রশংসার কোনো উত্তর দিলেন না ডন। জিজ্ঞেস করলেন, "আমাদের পরিবারকে শকতরা কতো দেবেন?"

সলোৎসোর চোখ চক্চক ক'রে উঠলো, "শতকরা পঞ্চাশ ভাগ।" একটু থেমে, এতো নরম গলায় কথা বললো যেনো হাত বুলিয়ে দিচ্ছে, "প্রথম বছরে আপনার ভাগে পড়বে ত্রিশ কি চল্লিশ লক্ষ ডলার। তারপর আরো বাড়বে।"

ডন কর্লিয়নি বললেন, "টাটাগ্লিয়া পরিবার শতকরা কতো পাবে?"

এই প্রথম সলোৎসো যেনো একু ঘাবড়ে গেলো। "ওরা আমার নিজের ভাগ থেকে কিছু পাবে। কার্যকরী দিক থেকে আমার কিছু সহযোগিতার দরকার হবে।"

ডন কর্লিয়নি বললেন, "তাহলে আমি পঞ্চাশ ভাগ পাচ্ছি শুধু টাকা জোগাবার আর আইনের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য। কার্যকরী দিকটা নিয়ে আমাকে মাথা ঘামাতে হবে না, আপনি কি এই কথা বলছেন?"

সলোৎসো মাথা নেড়ে তার কথার সমর্থন করলো, "বিশ লক্ষ ডলার দেওয়াকে আপনি যদি 'শুধু টাকা জোগানো' বলেন, তাহলে আপনাকে অভিনন্দন জানাই, ডন কর্লিয়নি।"

ডন শান্ত কণ্ঠে বললেন, "টাটাগ্লিয়াদের প্রতি শ্রদ্ধাবশত আপনার সঙ্গে দেখা করতে রাজি হয়েছিলাম, তাছাড়া আমি শুনেছি আপনি নিজেও শ্রদ্ধার যোগ্য মানুষ। আপনার প্রস্তাবে আমি রাজি হতে পারছি না, কেন পারছি না তাও বলছি। আপনার ব্যবসায় লাভ যেমন বিস্তর, ঝুঁকিও তেমনি প্রচুর; আমি যদি আপনার কার্যকলাপে জড়িত হই, আমার অন্য ব্যবসার ক্ষতি হতে পারে। একথা সত্যি যে রাজনীতির ক্ষেত্রে আমার অনেক বন্ধু আছে, কিন্তু জুয়ার বদলে আমি যদি মাদকের ব্যবসা করতাম, ওরা ততোটা বন্ধুভাবাপন্ন হতো না। ওদের মতে জুয়া খেলা হলো মদ খাওয়ার মতো, ওসব দোষে ক্ষতি নেই। কিন্তু মাদক দ্রব্যের কারবার বড় নোংরা ব্যবসা। না না, মনে কষ্ট নেবেন না। আমি ওদের মতামতের কথা বলছি, আমার নিজের নয়। কে কেমন করে জীবিকার উপায় করে, তা নিয়ে আমি মাথা ঘামাই না। আমি যেটা বলতে চাইছি সেটা হলো, আপনার এই ব্যবসার ঝুঁকি অনেক বেশি। গত দশ বছর ধরে আমার পরিবারের সবাই আরামে থেকেছে, কোনো বিপদ নেই, কোনো ক্ষতি নেই। এখন লোভে পড়ে ওদের কিংবা ওদের জীবিকাকে আমি বিপন্ন করতে পারি না।"

সলোৎসোর নৈরাশ্যের একমাত্র চিহ্ন দেখা গেলো ঘরময় তার চকিত দৃষ্টির মধ্যে, যেনো তার খুব আশা হয় হেগেন নয় তো সনি তার পক্ষাবলম্বন ক'রে কিছু বলুক। তারপর সলোৎসো বললো, "আপনি কি আপনার বিশ লক্ষের নিরাপত্তা সম্বন্ধে চিন্তিত?"

ডনের মুখে শীতল হাসি, "না।"

সলোৎসো আরেকবার চেষ্টা ক'রে দেখলো, "টাটাগ্লিয়া পরিবার আপনার টাকারও গ্যারান্টি দেবে।"

ঠিক এই সময় সনি কর্লিয়নি বিবেচনা এবং পদ্ধতিতে অমার্জনীয় একটি ভুল ক'রে বসলো। ব্যগ্রভাবে বললো সে, "টাটাগ্লিয়া পরিবার আমাদের কাছ থেকে কোনো পার্সেন্টেজ না নিয়েই আমাদের বিনিয়োগ ফেরত দেবার জামিন হবে?"

এই কথায় হেগেন একেবারে স্তম্ভিত। সে লক্ষ্য করলো ডন বরফের মতো ঠাণ্ডা, আক্রোশপূর্ণ চোখে বড় ছেলের দিকে চাইলেন, আর সে তো অবুঝ ক্ষোভে জমে কাঠ। সলোৎসোর চোখ আরেকবার চঞ্চল হয়ে উঠলো, এবার সন্তোষে। ডনের কেল্লার দেয়ালে ফাটল দেখছে সে। শেষে যখন ডন কথা বললেন, তার কণ্ঠস্বরে বিদায়ের ইঙ্গিত শোনা গেলো। তিনি বললেন, "যাদের বয়স কম, তাদের লোভ বেশি। আজকাল তাদের কোনো ভদ্রতাজ্ঞানও নেই। বড়দের কথায় বধা দেয়। নাক গলায়। কিন্তু আমার ছেলেমেয়েদের জন্য আমার কেমন একটা আবেগময় দুর্বলতা আছে, তাই অনেক বেশি আদর দিয়ে ফেলেছি। সে তো দেখতেই পেলেন। সিনিয়র সলোৎসো, আমার না'টা পাকা কথা। তবু এটুকু বলতে দিন, এই ব্যবসায়ে আপনার প্রচুর সাফল্য কামনা করি। এর সঙ্গে আমার নিজের ব্যবসার কোনো বিরোধ নেই। আপনাকে নিরাশ করতে হলো ব'লে আমি খুব দুঃখিত।"

সলোৎসো 'বাও' করে ডনের সাথে করমর্দন করলো, হেগেনের সঙ্গে বাইরে অপেক্ষমান নিজের গাড়ির কাছে গেলো সে। হেগেনের কাছে বিদায় নেবার সময়ও তার মুখের ভাবান্তর দেখা গেলো না।

ঘরে ফিরে আসতেই হেগেনকে ডন জিজ্ঞেস করলেন, "লোকটাকে কেমন মনে হলো?"

"মনে হলো উনি একজন সিসিলিয়।"

চিন্তিতভাবে ডন মাথা দুলিয়ে ছেলের দিকে ফিরে কোমল কণ্ঠে বললেন, "সান্তিনো, নিজেদের পরিবারের বাইরের কারো কাছে কখনো নিজের মনের কথা প্রকাশ করবে না। তোমার নখের নিচে কি আছে কাউকে জানতে দেবে না। মনে হচ্ছে ঐ অল্পবয়সী মেয়েটার সঙ্গে তুমি যে হাস্যকর খেলা শুরু করেছো, তার ফলে তোমার বিচারবুদ্ধি লোপ পাচ্ছে। ওসব বন্ধ করো, একটু কাজের দিকে মন দাও। আমার সামনে থেকে বিদায় হও এখন।"

সনির মুখে অবাক হবার ভাব লক্ষ্য করলো হেগেন, তারপর বাপের অনুযোগের ফলে একটু রাগও দেখা দিলো। সে কি সত্যি ভেবেছিলো তার ঐ আকামের কথা বাপ কিছুই জানে না? সে কি বুঝতে পারছে না এইমাত্র মারাত্মক এক ভুল ক'রে বসেছে সে? তাই যদি সত্যি হয় তাহলে সান্তিনো কর্লিয়নি কখনো ডন হলে হেগেন তার কনসিলিওরি হতে রাজি নয়।

সনি ঘর থেকে চলে যাওয়া পর্যন্ত ডন কর্লিয়নি অপেক্ষা করলেন। তারপর চামড়া-বাঁধানো আরাম-কেদারায় ঠেস দিয়ে বসে, তাকে কিছু পানীয় দিতে ইশারা করলেন টমকে। টম তাকে এক গ্লাস *অ্যানিসেট* ঢেলে দিলো। ডন ওর দিকে চোখ তুলে বললেন, "লুকা ব্রাসিকে আমার সঙ্গে দেখা করতে বলো।"

* * *

এই ঘটনার তিন মাস পরে হেগেন তার শহরের অফিসে বসে তাড়াতাড়ি দলিলপত্রের কাজ করছিলো, যাতে একটু তাড়াতাড়ি বেরিয়ে স্ত্রী আর ছেলেমেয়ের জন্য বড়দিনের কিছু বাজার করতে পারে। এমন সময় জনি ফন্টেনের কাছ থেকে টেলিফোন, তার ফুর্তি যেনো উপচে পড়ছে। ছবির শুটিং হয়ে গেছে, তার 'রাশগুলো' নাকি অসাধারণ হয়েছে, সেটা কি জিনিস হেগেন ভেবে পেলো না। বড়দিনের জন্যে জনি ডনকে এমন এক উপহার পাঠাচ্ছে, যা দেখে ডনের চক্ষু চড়ক গাছ হয়ে যাবে। নিজের উপহারটি সঙ্গে করে নিয়ে আসতো, কিন্তু তখনো ছবির কিছু টুকিটাকি কাজ বাকি ছিলো। কাজেই সাগরতীর ছেড়ে যাবার জো নেই। হেগেন তর অধৈর্য ঢাকবার চেষ্টা করছিলো। জনি ফন্টেনের আকর্ষণীয়তা তার কাছে মাঠেই মারা যেতো। তবু তার কৌতুহল জেগেছিলো, তাই জিজ্ঞেস করলো, "জিনিসটা কি?" জনি ফন্টেন ফিক্-ফিক ক'রে হেসে বললো, "সেটা বলা যাবে না। বড়দিনের উপহারের ঐ তো মজা।" অমনি হেগেনের সব উৎসাহ নিভে গেলো, কোনো মতে ভদ্রতা রক্ষা ক'রে সে টেলিফোন নামিয়ে রাখলো।

এর দশ মিনিট পর হেগেনের সেক্রেটারি এসে জানালো কনি কর্লিয়নি টেলিফোনে ওকে ডাকছে। হেগেন একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়লো। কনি যখন ছোট ছিলো, খুব চমৎকার ছিলো; কিন্তু বিয়ের পর থেকে মহা জ্বালাতন করছে।

কেবলই স্বামীর নামে অভিযোগ। বার বার বাপের বাড়ি এসে মায়ের কাছে দু'তিন দিন থেকে যাবে। আর কার্লো রিট্‌সিও কোনো কাজের নয়। একটা ব্যবসা দিয়ে ওকে বসিয়ে দেয়া হয়েছিলো, সেটিকে সে লাটে না তুলে বোধহয় ছাড়বে না। তাছাড়া মদ খায়, বেশ্যাবাড়ি যায়, জুয়া খেলে, প্রায়ই বউকে পেটায়। কনি বাপের বাড়ির কাউকে এ-সব কথা বলে নি, শুধু হেগেনকে বলেছিলো। হেগেন ভাবছিলো কে জানে এবার আবার কি নতুন করুণ কাহিনী ফেঁদে বসবে।

কিন্তু মনে হলো বড়দিনের খুশির হাওয়া কনিকেও পেয়ে বসেছে। ও শুধু জানতে চাইছিলো বড়দিনে কি দিলে বাবা খুশি হবেন। আর সনিকে, ফ্রেডকে, মাইককেই বা কি দেবে। মাকে কি দেবে সেটা কনি আগেই ঠিক করে ফেলেছিলো। হেগেন কয়েকটা বুদ্ধি দিলো, কনির সেসব পছন্দ হলো না। শেষ পর্যন্ত ওকে ছাড়ান দিলো।

আবার যখন ফোন বেজে উঠলো, হেগেন তার কাগজপত্র বাস্কেটে তুলে ফেললো। চুলায় যাক সব। এবার ও সরে পড়বে। কিন্তু টেলিফান না ধরার কথা তার একবারও মনে হলো না। ওর সেক্রেটারি যখন বললো মাইক কর্লিয়নি ফোন করছে, ও খুশি হয়ে ফোন ধরলো। মাইকেলকে ওর বরাবরই ভালো লাগতো।

মাইকেল কর্লিয়নি বললো, "টম, কাল আমি কে'কে নিয়ে শহরে যাচ্ছি। বড়দিনের আগে বুড়ো ভদ্রলোককে একটা জরুরি কথা বলতে হবে। কাল তিনি বাড়িতে থাকবেন?"

হেগেন বললো, "নিশ্চয়ই। বড়দিন শেষ না করে উনি শহর থেকে বের হবেন না। তোমার জন্য কিছু করতে পারি?"

বাপের মতোই মাইকেলের স্বভাব ছিলো চাপা। সে বললো, "না। তাহলে বড়দিনে দেখা হবে। সবাই লংবিচে থাকবে তো?"

হেগেন বললো, "থাকবে।" তারপর গালগল্প না করেই মাইক যখন ফোন নামিয়ে রাখলো, হেগেন মৃদু হাসলো।

সেক্রেটারিকে বললো বাড়িতে ওর স্ত্রীকে জানাতে ওর ফিরতে একটু দেরি হতে পারে, কিন্তু ওর জন্য যেন খাবার রাখে। অফিস-বাড়ি থেকে বেরিয়ে হেগেন পা চালিয়ে মেসির দোকানের দিকে চললো। কেউ একজন ওর পথ আগলে দাঁড়ালো। আশ্চর্য হয়ে হেগেন দেখলো লোকটা হলো সলোৎসো।

সলোৎসো ওর হাত চেপে ধরে বললো, "ভয় পেয়ো না, আমি শুধু একটু কথা বলতে চাই।" ফুটপাথের পাশে দাঁড়ানো একটা গাড়ির দরজা হঠাৎ খুলে গেলো। ব্যগ্রকণ্ঠে সলোৎসো বললো, "গাড়িতে ওঠো। কথা আছে।"

হেগেন এক টানে হাত ছাড়িয়ে নিলো। তখনো সে শঙ্কিত হয় নি, শুধু একটু বিরক্ত বোধ করছিলো। বললো, "আমার এখন সময় নেই।" ঠিক সেই সময় দু'জন লোক এসে ওর পেছনে দাঁড়ালে হঠাৎ হেগেনের পায়ের জোর কমে গেলো। সলোৎসো নরম গলায় বললো, "গাড়িতে ওঠো। তোমাকে খুন করার ইচ্ছা থাকলে এতোক্ষণে তুমি মরে যেতে। আমাকে বিশ্বাস করো।"

তাকে একটুও বিশ্বাস না করেই হেগেন গাড়িতে উঠলো।

মাইকেল কর্লিয়নি হেগেনের কাছে মিথ্যা কথা বলেছিলো। আসলে আগেই নিউইর্য়কে পৌছে হোটেল পেনসিলভেনিয়ার একটা ঘর থেকে ফোন করেছিলো সে, হোটেলটা দশ ব্লকেরও কম দূরত্বে। সে ফোন নামাতেই কে অ্যাডম্‌স্‌ সিগারেট নিভিয়ে বললো, "মাইক, তুমি কি চমৎকার মিথ্যে কথা বলো।"

মাইকেল খাটের ওপর ওর পাশে বসে পড়ে বললো, "সবই তোমার জন্য, ডার্লিং। যদি

আমার বাড়ির লোকদের বলতাম আমরা এখানে পৌছে গেছি, তাহলে এখনই সেখানে যেতে হতো। বাইরে ডিনার খাওয়াও হতো না। আমার বাবার বাড়িতে ওসব চলবে না, যদি আমাদের বিয়ে হয়ে না গিয়ে থাকে।" ওকে জড়িয়ে ধরে ওর ঠোঁটে মাইক আস্তে একটি চুমু খেলো। মুখটা বড় মিষ্টি, আস্তে আস্তে মাইক ওকে টেনে খাটে শুইয়ে দিলো। কে চোখ বুজে অপেক্ষা ক'রে রইলো মাইকের প্রেম নিবেদনের জন্য, মাইকেলের মনটা অগাধ আনন্দে পূর্ণ হলো। যুদ্ধের ক'বছর ও প্রশান্ত মহাসাগরে লড়াই করে কাটিয়েছিলো। সেই সব রক্তাক্ত দ্বীপে ও কে অ্যাডাম্‌সের মতো একটি মেয়ের স্বপ্ন দেখতো। ওর মতো রূপের স্বপ্ন। ঐ রকম ফর্সা ভঙ্গুর দেহ, দুধের মতো গায়ের রঙ, কামের বিদ্যুতে উচ্চকিত। ও চোখ খুলে, চুমু খাবে বলে মাইকেল মাথাটা টেনে নামালো। ডিনার খাবার আর থিয়েটারে যাবার সময় পর্যন্ত ওরা প্রেম করে কাটালো।

ডিনার খাবার পর ওরা উজ্জ্বল আলোয় ভরা, বড়দিনের ক্রেতায় বোঝাই ডিপার্টমেন্ট স্টোরগুলোর সামনে দিয়ে যাবার সময় মাইক জিজ্ঞেস করলো, "আমি তোমাকে বড়দিনে কি দেবো?"

মাইকেলের গা ঘেঁষে বসে কে বললো, "শুধু তুমি নিজেকে। তোমার বাবার আমাকে পছন্দ হবে মনে হয়?"

কোমল কণ্ঠে মাইকেল বললো, "সেটা তো আসল কথা নয়। তোমার মা-বাবার কি আমাকে পছন্দ হবে?"

কাঁধ তুলে কে বললো, "তাতে আমার কিছু যায়-আসে না।"

মাইকেল বললো, "আইনত নিজের নাম বদলাবার কথা পর্যন্ত ভেবেছি। কিন্তু একটা কিছু যদি ঘটেই যায়, ওতে কোনো সুবিধা হবে না। ঠিক জানো যে তুমি কর্লিয়নি নাম নিতে চাও?" অর্ধেক পরিহাস করে কথাটা বললো।

একটুও না হেসে কে বললো, "ইচ্ছা।" পরস্পরের গা ঘেঁষে বসে রইলো ওরা। ওরা ঠিক করেছিলো বড়দিনের সপ্তাহটার মধ্যে ওদের বিয়ে হবে, সিটি হলে নিরিবিলি নাম-সই করে বিয়ে, মাত্র দুজন বন্ধুকে সাক্ষী রেখে। কিন্তু মাইকেল জোর করছিলো ওর বাবাকে জানাতে হবে। বুঝিয়ে বলেছিলো ব্যাপারটাতে কোনো গোপনীয়তা না থাকলে, ওর বাবার কোনোই আপত্তি হবে না। কে-র মনে সন্দেহ ছিলো। ও বলেছিলো বিয়ে হয়ে যাবার আগে ওর মা-বাবাকে কিছু বলবে না। আরো বলেছিলো, "ওরা নিশ্চয় ভাববেন আমি অন্তঃসত্ত্বা।" মাইকেল এক গাল হেসে বলেছিলো, "আমার মা-বাবাও তাই ভাববেন।"

যে কথাটা দু'জনের মধ্যে কেউই উল্লেখ করেনি, সেটি হলো এবার বাড়ির সঙ্গে নিজের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধটি মাইককে কাটাতে হবে। দুজনেই জানতো খানিকটা বিচ্ছিন্ন মাইক অগেই হয়েছে, তবু ব্যাপারটা নিয়ে উভয়েই নিজেকে অপরাধী মনে করতে। তারা স্থির করেছিলো কলেজে পড়া শেষ না হওয়া পযর্ন্ত পরস্পরের সঙ্গে শুধু শনি-রোববার দেখা করবে আর গ্রীষ্মের ছুটিটা একসঙ্গে কাটাবে। মনে হতো সে অনেক সুখের জীবন হবে।

ওরা যে গীতি-নাটক সেদিন দেখেছিলো, তার নাম ছিলো 'ক্যারাউসেল,' এক চোরের আবেগময় কাহিনী; খুব আমোদ লেগেছিলো, পরস্পরের দিকে চেয়ে ওরা হাসছিলো। থিয়েটারের বাইরে এসে দেখে বড্ড শীত পড়েছে। কে মাইকের গায়ের কাছে এসে বললো,

"আমাদের বিয়ের পর, তুমি কি আমাকে পেটাবে, তারপর আকাশ থেকে তারা পেড়ে এনে উপহার দেবে?"

মাইকেল হেসে বলেছিলো, "আমি গণিতের অধ্যাপক হবো।" তারপর জিজ্ঞেস করেছিলো, "হোটেলে যাবার আগে কিছু খাবে?"

কে মাথা নেড়েছিলো। ওর দিকে ইঙ্গিপূর্ণ চোখে তাকিয়ে ছিলো। সবসময় যেমন হতো, ওর প্রেমের আগ্রহ মাইকের হৃদয় স্পর্শ করেছিলো। চোখ নামিয়ে ওর দিকে চেয়ে হেসেছিলো মাইক, শীতের রাস্তায় দাঁড়িয়ে ওকে চুমো খেয়েছিলো। মাইকেলের খিদে পাচ্ছিলো, ঠিক করেছিলো ঘরে কিছু স্যান্ডউইচ পাঠিয়ে দিতে বলবে। হোটেলের লবিতে এসে মাইকেল কে-কে সংবাদপত্রের স্ট্যান্ডের দিকে ঠেলে দিয়ে বলেছিলো, "কাগজ কিনে আনো, আমি চাবি আনছি।" ছোট একটা লাইন হওয়াতে একটু দাঁড়াতে হয়েছিলো; যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলেও, হোটেলে তখনো লোকের অভাব ছিলো। মাইক চাবি নিয়ে অসহিষ্ণুভাবে কে'কে খুঁজেছিলো। কে কাগজের স্ট্যান্ডের পাশে দাঁড়িয়ে, হাতে একটা কাগজ নিয়ে সে দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিলো। মাইক ওর কাছে যেতেই চোখ তুলে তাকিয়েছিলো, দু'চোখ জলে ভরে গিয়েছিলোতার। কে বলেছিলো, "ও মাইক! ও মাইক! ও মাইক!" ওর হাত থেকে কাগজটা নিয়েছিলো মাইক। খুলেই দেখে নিজের বাবার ছবি, রাস্তায় পড়ে আছেন, কিছুটা রক্ত জমে আছে, তার মধ্যে বাবার মাথাটা। ফুটপাথের পাশে একটা লোক বসে ছেলেমানুষের মতো কাঁদছে। লোকটা মাইকের বড় ভাই, ফ্রেডি। মাইকেল কর্লিয়নির মনে হলো তার সমস্ত শরীরটা বরফে পরিণত হয়ে গেছে। দুঃখে নয়, ভয়ে নয়, হিম-শীতল ক্রোধে। কে'র দিকে ফিরে মাইক বললো, "ঘরে যাও।" কিন্তু ওকে হাতে ধরে লিফ্টের কাছে নিয়ে যেতে হলো। একসঙ্গে ওপরে উঠলো ওরা, কেউ কোনো কথা বললো না। ঘরে গিয়ে খাটে বসে মাইক কাগজটা খুলে পড়ে দেখলো। বড় বড় শিরোনামে লেখা :

> ভিটো কর্লিয়নি গুলিবিদ্ধ। তথাকথিত চোরা-কারবারের মালিক মর্মান্তিকভাবে আহত। কড়া পুলিশি প্রহরায় অস্ত্রোপচার। রক্তাক্ত যুদ্ধের আশঙ্কা।

মাইকেল টের পেলো তার পা দুটো দুর্বল হয়ে যাচ্ছে। কে'কে বললো, "মারা যান নি। বজ্জাতগুলো তাকে মেরে ফেলে নি।" আরেকবার খবরটা পড়লো মাইক। বাবাকে বিকেল পাঁচটায় গুলি করা হয়েছিলো। তার মানে মাইক যতোক্ষণ কে'র সঙ্গে প্রেম করছিলো, ডিনার খাচ্ছিলো, মজা করে নাটক দেখছিলো বাবা ততোক্ষণ মরণাপন্ন অবস্থায় পড়েছিলেন। নিজেকে এতো দোষী মনে হতে লাগলো যে বমি এলো।

কে বললো, "আমরা কি এখন হাসপাতালে যাবো?"

মাইকেল মাথা নাড়লো "আগে বাড়িতে একটা ফোন করি। যারা এ-কাজ করেছে, তারা স্রেফ পাগল আর শেষ পর্যন্ত বাবা যখন বেঁচে গেছেন, ওরা এবার মরিয়া হয়ে উঠবে। কে জানে এর পর ওরা কি চাল দেবে।"

লংবিচের বাড়ির দুটো টেলিফোনই এনগেজ্‌ড ছিলো, মাইকের লাইন পেতে প্রায় বিশ মিনিট সময় লাগলো। তারপর গলা শোনা গেলো, "হ্যা, বলুন।"

মাইকেল বললো, "সনি, আমি বলছি।" সনির গলা শুনে মনে হলো সে হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছে, "হায় ঈশ্বর, বলো ভাই, তোমার জন্য সবার খুব চিন্তা হচ্ছিলো। কোন্ চুলায় গিয়েছিলে? আমি তো তোমাদের ঐ অজোপাড়াগাঁয়ে লোক পাঠিয়েছি, কি হলো দেখতে।"

মাইকেল বললো, "বাবা কেমন আছেন? খুব বেশি লেগেছে?"

সনি বললো, "খুবই লেগেছে। পাঁচটা গুলি করেছে। কিন্তু শক্ত আছেন। ডাক্তাররা বলেছে সেরে উঠবেন। শোনো, আমি অনেক ব্যস্ত, কথা বলতে পারছি না। তুমি কোথায়?"

মাইকেল বললো, "নিউইয়র্কে। কেন, টম বলে নি আমি আসছি।"

সনি গলা নামালো। "ওরা টমকে অপহরণ করেছে। তাই তোমার জন্যেও ভাবনা হচ্ছে। টমের স্ত্রী এখানে। সে কিছু জানে না, পুলিশও কিছু জানে না। আমি চাই না ওরা জানুক। যে বজ্জাতরা এ কাজ করেছে তারা নিশ্চয় পাগল। আমি চাই তুমি এখনই এখানে চলে এসো আর মুখ বন্ধ রাখো। ঠিক আছে?"

মাইক বললো, "ঠিক আছে। কারা করেছে জানো নাকি?"

সনি উত্তর দিলো, "অবশ্যই জানি। লুকা ব্রাসি দেখা দিলেই ওরা জবাই করা মাংস হয়ে যাবে। সব ঘোড়া এখনও আমাদের হাতে।"

মাইক বললো, "এক ঘণ্টার মধ্যেই পৌঁছে যাবো। ট্যাক্সি করে।" ফোন নামালো মাইক। কাগজগুলো বেরিয়ে গেছে তিন ঘণ্টার বেশি হলো। রেডিওতেও নিশ্চয় খবর দিয়েছে। লুকা খবর পায়নি, এমন হতেই পারে না। চিন্তিত হয়ে মাইক ভাবতে বসলো। কোথায় গেলো লুকা ব্রাসি? ঠিক সেই মুহূর্তে হেগেনও অবিকল ঐ কথাই ভাবছিলো। লংবিচে সনি কর্লিয়নিও ঐ কথা ভেবে উদ্বেগ বোধ করছিলো।

সেদিন বিকেল পৌনে পাঁচটায় ওর জলপাই-তেল কোম্পানির ম্যানেজার যেসব কাগজপত্র তৈরি ক'রে রেখেছিলো, ডন কর্লিয়নির সেগুলো দেখা শেষ হয়েছিলো। কোট গায়ে দিয়ে, তার ছেলে ফ্রেডির মাথায় আস্তে টোকা মেরে, বিকেলের সংবাদপত্রে ডুবে থাকা অবস্থা থেকে তাকে ওঠালেন। বললেন, "গাটোকে গাড়ি আনতে বলো। আমি কয়েক মিনিটের মধ্যেই বাড়িতে যাবো।"

ফ্রেডি গজ্-গজ্ করতে লাগলো, "আমাকেই গাড়ি আনতে হবে। সকালে পলি জানিয়েছিলো ওর শরীর ভালো না। আবার নাকি সর্দি হয়েছে।"

এক মুহূর্তের জন্য ডন কর্লিয়নিকেই চিন্তিত মনে হলো, তারপর বললেন, "এ মাসে এই নিয়ে তিনবার হলো। মনে হচ্ছে এ-কাজের জন্য ওর চাইতে স্বাস্থ্যবান কাউকে রাখা ভালো। টমকে বোলো।"

ফ্রেডি আপত্তি করলো, "পলি ভালো ছেলে। যদি বলে অসুখ করেছে, তাহলে নিশ্চয়ই অসুখ করেছে। গাড়ি আনতে আমার কোনো কষ্ট হয় না।" এই বলে সে অফিস থেকে বেরিয়ে গেলো। ডন কর্লিয়নি জানালায় দাঁড়িয়ে দেখলেন ছেলে নাইন্থ অ্যাভেন্যু পার হয়ে গাড়ি রাখার জায়গায় গেলো। একবার হেগেনের অফিসে ফোন করে কোনো উত্তর পেলেন না। বাড়িতে ফোন করলেন, সেখান থেকেও কোনো জবাব নেই। বিরক্ত হয়ে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইলেন। বাড়িটার সামনে গাড়ি এনে রাখা হয়েছিলো। ফেন্ডারে ঠেস্ দিয়ে বুকের ওপর হাত জড়ো করে ফ্রেডি বড়দিনের বাজার করতে যারা যাচ্ছিলো তাদের

দেখছিলো। ডন কর্লিয়নি কোট গায়ে দিলেন। ম্যানেজার তাকে ওভারকোট পরতে সাহায্য করলো। ডন কর্লিয়নি চাপা গলায় ধন্যবাদ জানিযে দরজা দিয়ে বেরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামতে শুরু করলেন।

রাস্তায় তখন শীতের ছোট দিনের আলো কমে এসেছিলো। ফ্রেডি আনমনে ভারি বুইক গাড়িটার ফেন্ডারে ঠেস্ দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলো। বাবাকে বেরিয়ে আসতে দেখে সেও পথে নেমে ঘুরে ড্রাইভারের আসনের দিক দিয়ে গাড়িতে উঠলো। ডন কর্লিয়নিও ফুটপাত থেকে গাড়িতে উঠতে গিয়ে ইতস্তত ক'রে মোড়ের কাছে ফলের খোলা স্টলের দিকে চললেন। ইদানীং এটা তার একটা অভ্যাসে দাঁড়িয়েছিলো, অসময়ের বড়-বড় ফল, হলদে রঙের পীচ, আর কমলা সবুজ রঙের বাক্সে জ্বলজ্বল করছে, দেখতে তার ভালো লাগতো। মালিক তাকে ফল দেবার জন্য লাফিয়ে উঠলো। ডন কর্লিয়নি হাতে করে ফলগুলো ছুঁইলেন না। আঙুল দিয়ে শুধু দেখিয়ে দিলেন। দোকানি তার পছন্দেও প্রতিবাদ ক'রে দেখিয়ে দিলো একটা ফলের তলার দিকটাতে পচন ধরেছে। বাঁ হাতে কাগজের ঠোঙা ধরে, ডন কর্লিয়নি ফলওয়ালাকে একটা পাঁচ ডলারের নোট দিলেন। বাকি পয়সা ফেরত নিয়ে ঘুরে গাড়িতে উঠতে যাবেন, এমন সময় মোড় ঘুরে দুটো লোক এসে উপস্থিত। ডন কর্লিয়নি অমনি বুঝতে পারলেন এবার কি হবে।

লোক দুটোর গায়ে কালো ওভারকোট, মাথার কালো টুপি টেনে কপালের ওপর নামানো, যাতে চিনতে পারা না যায়। ওরা ডন কর্লিয়নির সজাগ প্রতিক্রিয়ার জন্য প্রস্তুত ছিলো না। ফলের থলি মাটিতে ফেলে দিয়ে এমন ভারি মানুষের পক্ষে অপ্রত্যাশিত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে তিনি গাড়ির দিকে ছুটে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলেন, "ফ্রিডো!" সঙ্গে সঙ্গে লোক দুটো বন্দুক তুলে গুলি করলো।

প্রথম গুলিটা ডন কর্লিয়নির পিঠে লাগলো। হাতুড়ির বাড়ির মতো আঘাতটা অনুভব করা সত্ত্বেও তিনি গাড়ির দিকে এগিয়ে গেলেন। তার পরের দুটি গুলি তার পাছায় লাগলো, তাতে তিনি রাস্তার মাঝখানে আছড়ে পড়লেন। ইতিমধ্যে সেই বন্দুকধারী দু'জন খুব সাবধানে যাতে রাস্তায় গড়িয়ে পড়া ফলে পা পিছলে না যায়, তাকে শেষ করে দেবার উদ্দেশ্যে এগিয়ে এলো। ততোক্ষণে হয়তো ডন তার ছেলেকে ডাক দেবার পর মাত্র পাঁচ সেকেন্ড কেটেছিলো, ফ্রেডারিকো কর্লিয়নি গাড়ি থেকে নেমে গাড়ির ওপর দিকে ঝুঁকে পড়লো। তখন সেই লোক দুটো ড্রেনে পড়ে থাকা ডনের দেহে এলোমেলোভাবে আরো দুটো গুলি ছুঁড়লো। একটা তার হাতের মাংসল জায়গায় লাগলো, অন্যটা ডান পায়ে লাগলো। এই ক্ষতগুলো সব চাইতে কম বিপদের হলেও এগুলো থেকেই প্রচুর রক্তক্ষরণ হয়ে তার দেহের পাশে ছোট-ছোট পুকুর তৈরি হয়ে গেলো। তবে ততোক্ষণে ডন কর্লিয়নি জ্ঞান হারিয়েছিলেন।

ফ্রেডি তার বাবার ডাক শুনতে পেয়েছিলো, বাবা তাকে তার ছোট বেলার নামে ডাকছেন। তারপরেই দুটা বিস্ফোরণের মতো শব্দ হলো। গাড়ি থেকে নামতে নামতে ও কেমন হতচকিত হয়ে গিয়েছিলো, বন্দুকটা পর্যন্ত বের করেনি। খুনি দুটো ইচ্ছে করলেই ওকে গুলি ক'রে মেরে ফেলতে পারতো। কিন্তু তারাও ভয় পেয়ে গিয়েছিলো। তারা নিশ্চয়ই জানতো ছেলের হাতে অস্ত্র আছে, তাছাড়া খুব বেশি দেরি হয়ে গিয়েছিলো। মোড় ঘুরে তারা

সঙ্গে সঙ্গে অদৃশ্য হয়ে গেলো, পথের মধ্যে বাপের রক্তাক্ত দেহ নিয়ে ফ্রেডি একা। ঐ অ্যাভেনিউ দিয়ে যারা যাচ্ছিলো, তাদের বেশির ভাগ এ-দরজায় সে-দরজায় ঢুকে পড়েছিলো, কিংবা মাটিতে শুয়ে পড়েছিলো, কেউ কেউ গাদাগাদি ক'রে ছোট ছোট দল পাকিয়েছিলো।

তখনো ফ্রেডি বন্দুক তোলে নি। মনে হচ্ছিলো যেন স্তম্ভিত হয়ে গেছে। পিচ ঢালা রাস্তায় বাবার শরীরটা পড়ে আছে, দেখাচ্ছে যেন একটা কালো রক্তের পুকুরে পড়ে আছে, ফ্রেডি সেদিকে হাঁ করে তাকিয়ে রইলো। ওর সমস্ত দেহমন অসাড় হয়ে গিয়েছিলো। ততোক্ষণে পথচারীরা আবার চলাফেরা শুরু করেছিলো; কে যেন লক্ষ্য করলো ফ্রেডি এলিয়ে পড়ে যাচ্ছে; তাই দেখে ওকে ধরে ফুটপাতের পাশে বসিয়ে দিলো।

ডন কর্লিয়নির দেহের চারদিকে তখন ভিড় জমে গিয়েছিলো; সাইরেন বাজিয়ে প্রথম পুলিশের গাড়ি ভিড় ঠেলে এসে পৌঁছতেই, ভিড়টা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়লো। পুলিশের ঠিক পেছনেই ডেলি নিউজের রেডিও গাড়ি, সে গাড়ি থামার আগেই ওদের ফটোগ্রাফার লাফিয়ে নেমে ডন কর্লিয়নির রক্তাক্ত দেহের ছবি তুলতে লাগলো। কয়েক মিনিট বাদে একটা অ্যাম্বুলেন্স এলো। তারপর ফটোগ্রাফার ফ্রেডির দিকে নজর দিলো; সে তখন প্রকাশ্যে কাঁদতে আরম্ভ করেছিলো, দেখতে খুবই মজার লাগছিলো, কারণ ওর কিউপিডের মতো মুখটা ছিলো ভারি জবরদস্ত, পুরু নাক, পুরু ঠোঁট, নাক দিয়ে পানি পড়ছিলো। ভিড়ের মধ্যেও গোয়েন্দারা এসে পড়ছিলো, পুলিশের গাড়ি এসে পৌঁছাচ্ছিলো। একজন গোয়েন্দা ফ্রেডির পাশে হাঁটু গেড়ে বসে তাকে জেরা করতে শুরু করলো, কিন্তু হতচকিত ফ্রেডি তার কোনো উত্তর দিতে পারলো না। গোয়েন্দা তখন ফ্রেডির কোটের ভেতর হাত দিয়ে ওর ওয়ালেটটা বের ক'রে আনলো। তার মধ্যে ওর আইডেন্টিটি কার্ড অর্থাৎ পরিচয়পত্র দেখে নিজের সঙ্গীকে শিস্ দিয়ে ডাকলো। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে সাধারণ পোশাক পরা একদল ডিটেকটিভ ফ্রেডিকে ভিড়ের দৃষ্টি থেকে আড়াল করে ঘিরে ফেললো। প্রথম ডিটেকটিভ ফ্রেডির কাঁধে ঝোলানো খোপ থেকে ওর বন্দুকটি তুলে নিলো। তারপর ওরা ফ্রেডিকে টেনে দাঁড় করিয়ে একটা নম্বরশূন্য গাড়িতে উঠিয়ে নিয়ে চলে গেলো। সঙ্গে সঙ্গে ডেলি নিউজের রেডিও-গাড়িও চললো। ফটোগ্রাফার তখনো ছবি তুলছিলো।

বাপ গুলি খাবার আধ ঘণ্টার মধ্যে সনি কর্লিয়নি পর পর পাঁচটা টেলিফোন কল্ পেয়েছিলো। প্রথমটি করেছিলো ডিটেকটিভ জন ফিলিপ্স্, সে ওদের মাইনে পেতো। সে সাধারণ পোষাক পরা গোয়েন্দাদের প্রথম গাড়িতে অকুস্থলে পৌঁছে ছিলো। টেলিফোনে সনিকে প্রথমেই সে বললো, "আমার গলা চিনতে পারছো?"

"পারছি।" সনি সবে ঘুম থেকে উঠেছিলো, শরীরটা তাই খুব তাজা, ওর স্ত্রী ওকে ডেকে দিয়েছিলো। কোনো ভূমিকা না করে ফিলিপ্স্ বললো, "তোমার বাবার অফিসের বাইরে কেউ তাকে গুলি করেছে। পনেরো মিনিট আগে। বেঁচে আছেন, কিন্তু গুরুতর আহত। উনাকে ফ্রেঞ্চ হসপিটালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তোমার ভাই ফ্রেডিকে চেলসি থানায় নিয়ে গেছে। ওকে ছেড়ে দিলে, একজন ডাক্তার ডাকা ভালো। আমি এখন হাসপাতালে যাচ্ছি, তোমার বাবার জিজ্ঞাসাবাদে সাহায্য করতে, যদি তিনি কথা বলতে পারেন। তোমাকে একটু পর পরই খবর দেবো।"

টেবিলের অন্য পাশ থেকে সনির স্ত্রী সান্ড্রা দেখলো তার স্বামীর মুখটা উগ্র লাল হয়ে

উঠেছে। ফিস্‌ফিস ক'রে সে জিজ্ঞেস করলো, "কি হয়েছে?" অস্থিরভাবে ওকে চুপ করতে ইশারা ক'রে সনি ঘুরে ওর দিকে পিঠ ফিরিয়ে বললো, "বেঁচে আছেন ঠিক জানো?"

গোয়েন্দা বললো, "ঠিক জানি। অনেক রক্তপাত হয়েছে। কিন্তু দেখতে যতো খারাপ লাগছে, বোধহয় ততোটা খারাপ অবস্থা নয়।"

সনি বললো, "ধন্যবাদ। কাল সকালে বাড়িতে থেকো, হাজার ডলার পাবে।"

ফোন নামিয়ে রেখে সনি নিজেকে জোর করে স্থিরভাবে বসিয়ে রাখলো। ও জানতো ওর রাগ হলো ওর সব চাইতে বড় দুর্বলতা, এবং এই হলো একটা সময় যখন রাগের ফলে সর্বনাশ ঘটতে পারে। প্রথম কাজ হলো টম হেগেনকে ডাকা। কিন্তু ফোন তুলার আগেই সেটি বেজে উঠলো। ঘোড়দৌড়ের এক বুকমেকার ডাকছিলো, ডনের অফিস পাড়ায় ওকে টাকা দিয়ে রাখা হয়েছিলো। সে খবর দিলো ডন মারা গেছেন, পথে কে তাকে গুলি করেছে। প্রশ্ন ক'রে জানা গেলো বুকমেকারের খবরদাতা ডনের দেহের কাছাকাছি যায়নি; খবরটা সনি বাজে কথা বলে উড়িয়ে দিলো, গোয়েন্দার খবরটাই নির্ভরযোগ্য। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে তৃতীয়বার ফোন বাজলো। ডেলি নিউজের রিপোর্টার বলছিলো। নিজের পরিচয় দিতেই সনি ফোন নামিয়ে রাখলো।

হেগেনের বাড়িতে ডায়েল ক'রে তার স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলো, "টম বাড়ি এসে গেছে?" সে বললো, "আসেনি।" আরো মিনিট বিশ আগে আসার কথাও নয়, তবে টম আজ বাড়ি এসে খাবে বলে ও আশা করছে। সনি বললো, "ওকে বলো আমাকে ফোন করতে।"

বসে বসে ব্যাপারটা তলিয়ে দেখার চেষ্টা করলো সনি। কল্পনা করার চেষ্টা করলো এমন পরিস্থিতিতে বাবার কি রকম প্রতিক্রিয়া হতো। গোড়াতেই সনি বুঝেছিলো এটা হলো সলোৎসোর কাজ, কিন্তু সলোৎসো কখনোই ডনের মতো উচ্চপদস্থ নেতাকে আক্রমণ করতে সাহস পেতো না, যদি না সে অন্যান্য ক্ষমতাশালী লোকদের সহযোগিতা পেতো। টেলিফোনটা চতুর্থ বারের মতো বেজে ওঠাতে ওর চিন্তায় ছেদ পড়লো। অন্য প্রান্তের কণ্ঠস্বরটি খুব নরম, খুব কোমল। সে-কণ্ঠে প্রশ্ন, "সান্তিনো কর্লিয়নি?" সনি বললো, "হ্যা, আমি।"

কণ্ঠটা বললো, "টম হেগেন আমাদের হাতে। আর ঘণ্টা তিনেকের মধ্যে তাকে মুক্তি দেয়া হবে, সে আমাদের প্রস্তাব নিয়ে যাবে। তার বক্তব্য শুনবার আগে না ভেবেচিন্তে কিছু করবেন না। তাতে শুধু অশেষ ক্ষতি হবে। যা হবার তা হয়ে গেছে। এবার সবাইকে বুদ্ধি ক'রে চলতে হবে। আপনার ঐ বিখ্যাত রাগটি দেখাবেন না।" কণ্ঠে সামান্য একটু ব্যঙ্গের আভাস ছিলো। ঠিক বুঝতে না পারলেও, মনে হলো হয়তো সলোৎসোর গলা। নিজের গলাটাকে দমিয়ে বিমর্ষ ক'রে সনি বললো, "আমি অপেক্ষা করে থাকবো।" অন্য দিক থেকে ক্লিক্ করে একটা শব্দ হলো। সনি তার সোনার ব্যান্ড লাগানো হাতঘড়ির দিকে চেয়ে টেলিফোন কল্‌টার ঠিক সময়টি টেবিলের চাদরের ওপর লিখে রাখলো।

রান্না-ঘরের টেবিলে ভুরু কুঁচ্‌কে বসে রইলো সনি। ওর স্ত্রী জিজ্ঞেস করলো, "সনি কি হয়েছে?" শান্তভাবে সনি বললো, "ওরা বাবাকে গুলি করেছে।" তারপর স্ত্রীর স্তম্ভিত মুখ দেখে কর্কশভাবে বললো, "ব্যস্ত হয়ো না, বাবা মারা যাননি। আর কিছু হবে না।" হেগেনের কথা সনি বললো না ওকে। পঞ্চম বারের মতো টেলিফোন বেজে উঠলো।

এবার ক্রেমেন্‌জা ফোন করেছিলো। মোটা লোকটা ফাটা গলায় হাঁস-ফাঁস করে বললো, "তোমার বাবার কথা শুনেছো?"

সনি বললো, "শুনেছি, তবে তিনি মারা যাননি।" অনেকক্ষণ চুপচাপ, তারপর ক্রেমেন্‌জার আবেগরুদ্ধ কণ্ঠ শোনা গেলো, "খোদাকে ধন্যবাদ জানাই, ধন্যবাদ জানাই।" তারপর উদ্বিগ্নভাবে সে জিজ্ঞেস করলো, "ঠিক জানো তো? আমি আবার শুনলাম তিনি পথে মরে পড়ে আছেন।"

সনি বললো, "তিনি বেঁচে আছেন।" ক্রেমেন্‌জার কণ্ঠের প্রত্যেকটি সুর মন দিয়ে শুনছিলো সনি। আবেগটাকে প্রকৃত বলে মনে হলো, কিন্তু মোটা লোকটার কাজের একটা অঙ্গই ছিলো ভালো অভিনয় করা।

ক্রেমেন্‌জা বললো, "এবার তোমাকে খেলা চালিয়ে যেতে হবে। আমাকে কি করতে হবে তাই বলো।"

সনি বললো, "বাড়ি গিয়ে পলি গাটোকে নিয়ে এসো।"

ক্রেমেন্‌জা জিজ্ঞেস করলো, "ব্যস্‌, আর কিছু না? কয়েকজন লোককে হাসপাতালে আর তোমাদের বাড়িতে পাঠাতে হবে না?"

সনি বললো, "না, আমি শুধু তোমাকে আর পলি গাটোকে চাই।"

অনেকক্ষণ চুপচাপ। ক্রেমেন্‌জা ব্যাপারটা বুঝে নিচ্ছিলো।

পরিস্থিতিটাকে আরেকটু স্বাভাবিক করে আনবার জন্যে সনি বললো, "সে হতভাগা গেলো কোথায়? করছেটো কি?"

এখন আর হাঁসফাঁস শোনা যাচ্ছিলো না। সতর্ক কণ্ঠে ক্রেমেন্‌জা বললো, "পলির শরীর খারাপ লাগছিলো। সর্দি হয়েছিলো, কাজেই বাড়ি থেকে বেরোয়নি। সমস্ত শীতকালটাই ওর ছোটখাটো অসুখ লেগে আছে।"

সঙ্গে সঙ্গে সনি সজাগ, "গত দু'মাসে ও ক'বার বাড়িতে বসে থেকেছে?" ক্রেমেন্‌জা বললো, "বোধ হয় তিন-চার বার। আমি তো বরাবর ফ্রেডিকে জিজ্ঞেস করেছি অন্য লোক চায় কি না, কিন্তু ও বলে চায় না। কোনো দরকারও হয়নি। জানোই তো গত দশ বছর কেমন নির্বিঘ্নে কেটেছে।"

সনি বললো, "বেশ। তাহলে বাবার বাড়িতে তোমার সঙ্গে দেখা হবে। পলিকে অতি অবশ্য নিয়ে এসো। যাবার পথে ওকে তুলে নিয়ে যেও। তা ওর যতো অসুখই হোক না কেন। বুঝলে তো?" উত্তরের অপেক্ষা না করে সনি দুম ক'রে ফোন নামিয়ে রাখলো।

ওর স্ত্রী নিঃশব্দে কাঁদছিলো। এক মিনিট তার দিকে চেয়ে, কর্কশ কণ্ঠে সনি বললো, "আমাদের নিজেদের লোক কেউ ফোন করলে বলবে তুমি কিছুই জানো না। টমের স্ত্রী ফোন করলে বলবে টমের একটু দেরি হবে, কাজে বেরিয়েছে।"

একটু কি ভাবলো সনি, তারপর বললো, "আমাদের গোটা দুই লোক এখানে থাকবে।" তারপর স্ত্রীর মুখে ভীতির ছাপ দেখে অসহিষ্ণু হয়ে বললো, "ভয়ের কিছুই নেই, আমি শুধু চাই ওরা এখানে থাকে। ওরা যখন যা বলবে, তাই করবে, আমার সঙ্গে কথা বলতে হলে বাবার ব্যক্তিগত নম্বরে, কোরো। কিন্তু বিশেষ জরুরি না হলে ফোন কোরো না। আর দ্যাখো, বেশি ব্যস্ত হয়ো না।" এই বলে সনি বেরিয়ে গেলো।

তখন অন্ধকার হয়ে গিয়েছিলো, সমস্ত প্রাঙ্গণে ডিসেম্বরের হিম হাওয়া নেচে বেড়াচ্ছিলো। রাতে বের হতে সনির কোনো ভয় ছিলো না। এখানকার আটটা বাড়িরই মালিক ডন কর্লিয়নি। প্রাঙ্গণে ঢুকবার মুখে দু পাশের দুটি বাড়িতে পারিবারিক অনুচররা ভাড়াটে ছিলো, তাদের পরিবার আর বিশেষ অতিথিরাও ছিলো; অতিথিরা হলো হাত-পা-ঝাড়া পুরুষমানুষ, তারা বেসমেন্টে থাকতো। অর্ধচন্দ্রাকারে সাজানো বাকি ছটি বাড়ির একটিতে টম হেগেন সপরিবারে থাকতো, একটিতে সনি, সব চাইতে ছোট এবং কম জমকালো বাড়িতে ডন নিজে থাকতেন। বাকি তিনটি বাড়িতে ডনের অবসরপ্রাপ্ত বন্ধুদের বিনে পয়সায় থাকতে দেয়া হয়েছিলো। এই শর্তে যে উনি চাইলেই তারা বাড়ি খালি ক'রে দেবে। এই নির্দোষ চেহারার প্রাঙ্গণটি আসলে একটি দুর্ভেদ্য কেল্লা।

আটটি বাড়িতেই ফ্লাড-লাইট লাগানো ছিলো, তাতে চারদিকের জমি এমন আলোকিত হয়ে থাকতো যে কারো সাধ্য ছিলো না কোথাও লুকিয়ে থাকে। রাস্তা পার হয়ে সনি তার বাবার বাড়িতে গিয়ে নিজের চাবি দিয়ে দরজা খুলে ঢুকলো। চেঁচিয়ে ডাক দিলো, "মা, তুমি কোথায়?" অমনি মা রান্না-ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। তার পেছনে পেছনে মিষ্টি লঙ্কা ভাজার গন্ধ এলো। তিনি কিছু বলার আগেই, সনি তাকে হাত ধরে বসিয়ে দিয়ে বললো, "দ্যাখো, ব্যস্ত হয়ো না, বাবাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তিনি আহত হয়েছেন। কাপড়চোপড় পরে সেখানে যাবার জন্য তৈরি হও। একটু পরেই আমি একটা গাড়ি আর ড্রাইভারের ব্যবস্থা করছি। ঠিক আছে?"

স্থির দৃষ্টিতে ওর দিকে এক মুহূর্তে চেয়ে মা ইতালিয় ভাষায় বললেন, "ওরা ওঁকে গুলি করেছে?" সনি মাথা নেড়ে জানালো ঠিক তাই। মা এক মুহূর্তের জন্য মাথা নিচু করলেন। তারপর রান্না-ঘরে ফিরে গেলেন, সনিও সঙ্গে গেলো। দেখলো গ্যাসটা নিভিয়ে মা বেরিয়ে এসে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে গেলেন। সনি পাত্র থেকে কিছু মিষ্টি লঙ্কা দিয়ে টেবিলের ওপরে রাখা টুকরি থেকে একটু রুটি নিয়ে একটা আনাড়িমতো স্যান্ডউইচ বানিয়ে নিলো, আঙুলের ফাঁক দিয়ে গরম জলপাই-তেল গড়াতে লাগলো। কোনার বড় ঘরটাতে বাবার অফিসে গিয়ে তালা-চাবি দেয়া একটা বাক্স থেকে সনি বাবার নিজস্ব টেলিফোনটি বের করলো। এটা বিশেষ ভাবে বসানো হয়েছিলো; নাম, ঠিকানা সব ভুয়া। সবার আগে সনি লুকা ব্রাসিকে ফোন করলো। কোনো উত্তর পেলো না। তারপর ব্রুকলিনের নিরাপত্তা-ব্যবস্থাপক ক্যাপ্টেনকে ডাকলো, ডনের প্রতি তার আনুগত্য নিয়ে কোনো প্রশ্ন উঠতে পারতো না। লোকটির নাম টেসিও। সনি তাকে বলে দিলো কি হয়েছে আর কি কি করতে হবে। টেসিওকে পঞ্চাশজনের একেবারে নির্ভর যোগ্য পাহারাদার যোগাড় করতে হবে। হাসপাতালে রক্ষী পাঠাতে হবে, লংবিচে কাজ করার জন্য লোক পাঠাতে হবে। টেসিও জিজ্ঞেস করলো, "ওরা কি ক্লেমেন্‌জাকেও ঘায়েল করেছে নাকি?" সনি বললো, "ঠিক এই সময় ক্লেমেন্‌জার লোকদের কাজে লাগাতে চাই না।" টেসিও সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপারটা বুঝে নিলো; একটু নীরবতার পর সে বললো, "মাফ করো, আমি এ-কথাগুলো বলছি তোমার বাবা হলে যেমন বলতেন। বেশি তাড়াহুড়া কোরো না। ক্লেমেন্‌জা বিশ্বাসঘাতকতা করবে এ আমি বিশ্বাস করতে পারি না।"

সনি বললো, "ধন্যবাদ। আমারও তা মনে হয় না, তবু সাবধানের মার নেই। ঠিক কি না?"

টেসিও বললো, "ঠিক।"

"আরেকটা কথা। আমার ছোট ভাই মাইক নিউ হ্যাম্পশায়ারের হ্যানোভার কলেজে পড়ে। বোস্টন থেকে আমাদের চেনা কয়েকটা লোককে সেখানে পাঠাও, মাইককে তারা এখানে এ-বাড়িতে নিয়ে আসবে, যতোক্ষণ না গণ্ডগোল মিটে যায়। ওকে আমি ফোনে জানিয়ে দেবো, তাহলে ওদের জন্য ও তৈরি থাকবে। এবারও আমি আন্দাজে ঢিল ছুড়ছি, যাতে একটু নিশ্চিন্ত হওয়া যায়।"

টেসিও বললো, "ঠিক আছে। এদিকের কাজ শুরু করিয়ে দিয়ে আমিও তোমার বাবার বাড়িতে গিয়ে উঠবো। ঠিক তো? তুমি তো আমার লোকদের চেনো-ই?"

সনি বললো, "ঠিক।" বলে ফোন নামিয়ে দেওয়ালে গাঁথা ছোট একটা সেফ খুলে ভেতর থেকে নীল চামড়ায় বাঁধানো ইনডেক্স নম্বর দেয়া একটা খাতা বের করলো। খাতা খুলে 'টি' অক্ষর খুঁজে, প্রয়োজনীয় নামটি বের করলো সে। তাতে লেখা আছে : "রে ফ্যারেল, ৫০০০ ডলার, খৃস্টমাস ইভ। তার নীচে একটা ফোন নম্বর। সনি সেই নম্বরে ফোন ক'রে বললো, "ফ্যারেল?" অন্যপ্রান্তের লোকটি বললো, "হ্যা।" সনি বললো, "আমি সনি কর্লিয়নি। তোমার কাছ থেকে একটা সাহায্য চাই আর সেটা এক্ষুণি। দুটো ফোন নম্বর দিচ্ছি, গত তিন মাসের মধ্যে তারা কোথায় কতো ফোন কল পেয়েছে আর কোথায় কতো ফোন করেছে সব জানাতে হবে।" এই বলে সনি পলি গাটোর আর ক্লেমেন্জার বাড়ির নম্বরগুলো দিয়ে দিলো। তারপর বললো, "কাজটা খুব জরুরি। আজ রাত বারোটার মধ্যে জানিও, তাহলে তোমার বড়দিনটা আরো বেশি আনন্দে কাটবে।"

আয়েশ করে বসে সব কিছু ভেবে স্থির করার আগে সনি লুকা ব্রাসির নম্বরে আরেকবার ফোন করলো। এবারও কোনো উত্তর পাওয়া গেলো না। দুর্ভাবনা হলেও, চিন্তাটা মন থেকে দূর করে দিলো সনি। খবর শুনলেই লুকা এসে হাজির হবে। ঘোরানো চেয়ারে সনি হেলান দিয়ে বসলো। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই আত্মীয়স্বজনে বাড়ি গিজ্‌গিজ করবে, সবাইকে বলতে হবে কাকে কি করতে হবে। এতোক্ষণ পরে হাতে একটু সময় পেয়ে সনি বুঝতে পারছিলো পরিস্থিতিটা কতো বিপজ্জনক।

দশ বছরের মধ্যে এই প্রথম কেউ কর্লিয়নি পরিবারের ক্ষমতাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে। এর পেছনে যে সলোৎসো আছে সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু নিউইয়র্কের পাঁচটি বড় পরিবারের মধ্যে অন্তত আরেকজনের সমর্থন না পেলে সলোৎসো এমন আঘাত হানতে সাহস পেতো না। এই সমর্থন নিশ্চয়ই টাটাগ্লিয়াদের। তার মানে, হয় সামগ্রিক সংগ্রাম নয় সলোৎসোর শর্তে অবিলম্বে মিটমাট। চতুর তুর্কিটা ভালো ফন্দি এঁটেছিলো, তবে তার ভাগ্যটা মন্দ। বুড়ো বেঁচে আছেন; তার মানে সামগ্রিক সংগ্রাম। লুকা ব্রাসি আর কর্লিয়নি পরিবারের সঙ্গতি হাতে আছে যখন, তখন এর পরিণাম একটাই হতে পারে। তবু মনের পেছনে দুশ্চিন্তা খচ্ খচ্ করে। *লুকা ব্রাসি গেলো কোথায়?*

তিন

ড্রাইভারকে নিয়ে হেগেনের সঙ্গে গাড়িতে চারজন লোক ছিলো। ওরা ওকে পেছনের সিটে বসিয়েছিলো; রাস্তায় ওর পেছনে যে দুজন লোক এসে দাঁড়িয়েছিলো, তারা ওর দু'পাশে

বসলো। সলোৎসো সামনে বসেছে। হেগেনের ডান দিকের লোকটা ওর গায়ের ওপর দিয়ে হাত বাড়িয়ে হেগেনের টুপিটা তার চোখের ওপর দিয়ে টেনে দিলো, যাতে সে কিছুই দেখতে না পায়। বললো, "একটুও নড়বে না।"

একটুখানি পথ, বিশ মিনিটের বেশি লাগলো না; গাড়ি থেকে নামলো যখন হেগেন তার পরিবেশটাকে চিনতে পারলো না, কারণ অন্ধকার হয়ে গিয়েছিলো। ওকে বেসমেন্টের ঘরে নিয়ে গিয়ে, ওরা রান্না-ঘরের একটা চেয়ারে বসিয়েছিলো। ওর সামনে রান্না-ঘরের টেবিলটার অন্য পাশে সলোৎসো বসে ছিলো। তার কালো মুখে অদ্ভুত একটা শকুনের মতো ভাব।

সে বললো, "আমি চাই না তুমি ভয় পাও। আমি জানি তুমি ঐ পরিবারের জবরদস্তির দিকটা দ্যাখো না। আমি চাই তুমি ওদের সাহায্য করো আর আমাকেও সাহায্য করো।"

হেগেন মুখে একটা সিগারেট ধরালো, ওর হাত কাঁপছিলো। লোকগুলোর মধ্যে একজন এক বোতল, রাই হুইস্কি টেবিলে নিয়ে এসে একটা চিনামাটির কফির পেয়ালাতে খানিকটা ঢেলে দিলো। আগুনের মতো পানীয়টা হেগেন কৃতজ্ঞচিত্তে গিলে ফেললো। হাত কাঁপা বন্ধ হলো, পায়ে জোর এলো।

সল্‌টসো বললো, "তোমার মালিক মারা গেছে।" অমনি হেগেনের চোখে পানি দেখে অবাক হয়ে গেলো সে। তারপর বলে চললো, "ওর অফিসের বাইরে আমরা ওকে ঘায়েল করেছি। খবরটা শুনেই আমি তোমাকে ধরে এনেছি। তোমাকে এবার সনির সঙ্গে আমার মিটমাট করিয়ে দিতে হবে।"

হেগেন কোনো উত্তর দিলো না। নিজের শোকের গভীরতায় সে নিজেই আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছিলো। আর মৃত্যুভয়ের সঙ্গে একটা নিঃসঙ্গ হতাশা। সলোৎসো আবার কথা বলতে লাগলো, "আমার প্রস্তাবে সনির খুব আগ্রহ ছিলো, তাই না? তুমিও জানো আমার প্রস্তাব মতো চলাই বুদ্ধির কাজ। মাদকদ্রব্যের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। তাতে এতো টাকা করা সম্ভব যে বছর দুইয়ের মধ্যে সবাই বড়লোক হয়ে যেতে পারে। ডন ছিলো সেকেলে মাতব্বর; সেই দিন চলে গেছে, ও টের পায়নি। এখন সে মারা গেছে, কোনো কিছুতেই তাকে ফিরিয়ে আনা যাবে না। আমি নতুন ক'রে সমঝোতা করতে রাজি আছি। আমার ইচ্ছা তুমি সনিকে তাতে রাজি করাও।"

হেগেন বললো, "আপনি কোনো সুবিধা করতে পারবেন না। সনি তার সমস্ত শক্তি নিয়ে আপনার পেছনে লাগবে।"

অধীর ভাবে সলটসো বললো, "সেটা হবে তার প্রথম প্রতিক্রিয়া। তোমার কাজ তাকে যুক্তি দিয়ে বোঝানো। টাটাগ্লিয়া পরিবার তাদের সমস্ত লোকবল নিয়ে আমাকে সমর্থন করছে। নিউ ইয়র্কের অন্যান্য পরিবারগুলোও আমাদের মধ্যে সামগ্রিক সংগ্রাম বন্ধ করার জন্য যে কোনো ব্যবস্থায় সম্মত হবে। আমরা লড়াই করলে ওদের আর ওদের ব্যবসারও ক্ষতি হবে। সনি যদি আমার প্রস্তাবে রাজি হয়, এ-দেশের অন্যান্য পরিবারগুলো মনে করবে এর সঙ্গে তাদের কোনো সম্পর্ক নেই, ডনের বন্ধুরাও তাই ভাববে।"

কোনো উত্তর না দিয়ে হেগেন নিজের হাতের দিকে তাকিয়ে রইলো। সলোৎসো ওকে ফুস্‌লাতে লাগলো, "ডনের শক্তি কমে যাচ্ছিলো। আগে হলে তাকে আমরা কখনোই বে-কায়দায় পেতাম না। অন্য পরিবারগুলোর ওর ওপর আস্থা ছিলো না, কারণ ও তোমাকে তার

কনসিলিওরি করেছিলো, তুমি ইতালিয়ও নও, সিসিলিও হওয়ার কথা বাদই দিলাম। বস্তুবিক যদি সামগ্রিক সংগ্রামই হয়, কর্লিয়নি পরিবারের সর্বনাশ হয়ে যাবে, সবার ক্ষতি হবে, আমারও। কর্লিয়নি পরিবারের টাকার চাইতেও ওদের রাজনীতির ক্ষেত্রে যে প্রভাব আছে, আমার সেটা দরকার। কাজেই সনির সঙ্গে কথা বলে, ক্যাপোরেজিমিদের সঙ্গে কথা বলো; তাতে অনেক রক্তপাত বন্ধ করতে পারবে।"

আরেকটু হুইস্কির জন্য হেগেন চিনামাটির পেয়ালাটা বাড়িয়ে দিয়ে বললো, "চেষ্টা করে দেখবো। কিন্তু সনি খুব গোঁয়ার। আর লুকাকে ঠেকানো সনির পক্ষেও সম্ভব নয়। লুকা সম্বন্ধে আপনাকে সাবধান হতে হবে। আপনার প্রস্তাব গ্রহণ করলে আমাকে পর্যন্ত সাবধান হতে হবে।"

সলোৎসো শান্ত কণ্ঠে বললো, "লুকার ব্যবস্থা আমি করবো। তুমি সনির আর অন্য ছেলে দুটোর ভার নাও। শোনো, ওদের বলতে পারো যে আজ বাবার সঙ্গে ফ্রেডিও খুন হয়ে যেতো, কিন্তু আমার লোকদের বিশেষ ক'রে বারণ করা হয়েছিলো ওকে যেন গুলি না করে। যেটুকু বিদ্বেষ অনিবার্য, তার বেশি আমার কাম্য নয়। ওদের শুধু বলো যে আমার জন্যেই ফ্রেডি বেঁচে আছে।"

এতোক্ষণ বাদে হেগেনের মস্তিষ্ক আবার কাজ করতে শুরু করলো। এই প্রথম ওর সত্যি বিশ্বাস হলো যে ওকে মেরে ফেলা, কিংবা জামিন ক'রে আটক রাখা সলোৎসোর উদ্দেশ্য নয়। হঠাৎ ভয় থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে একটা আরামের ঢেউ ওর শরীরকে প্লাবিত করলো, তাতে ও লজ্জা পেলো। ওর মনের ভাব বুঝে মুখে মৃদু হাসি নিয়ে সলোৎসো ওর দিকে চেয়ে ছিলো। হেগেন অবস্থাটা ভেবে দেখতে লাগলো। সলোৎসোর প্রস্তাব সমর্থন করতে ও রাজি না হলে, ওরা হয়তো ওকে মেরে ফেলবে। তবে হেগেন এ-ও বুঝলো যে সলোৎসো শুধু এইটুকু আশা করছে যে ও ওদের প্রস্তাবটা কর্লিয়নিদের কাছে উপস্থাপিত করবে এবং উপযুক্ত ভাবেই উপস্থাপিত করবে। দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন কনসিলিওরি হিসাবে ওটুকু করতে ও বাধ্য। এ-বিষয়ে ভেবে দেখে হেগেন বুঝতে পারলো সলোৎসো ঠিক কথাই বলেছে। টাটাগ্লিয়া আর কর্লিয়নিদের মধ্যে বাধা-বন্ধনহীন সংগ্রাম যেমন করেই হোক বন্ধ করা দরকার। কর্লিয়নিদের মৃত জনকে সমাধিস্থ ক'রে সব ভুলে নতুন ক'রে আপোস করতে হবে। তারপর, সময় যখন সুপ্রসন্ন হবে, সলোৎসোর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া যাবে।

কিন্তু চোখ তুলেই হেগেন উপলব্ধি করলো ওর চিন্তাধারার সমস্তটাই সলোৎসো টের পেয়েছে। 'তুর্কি' একটু একটু হাসছিলো। হঠাৎ হেগেনের একটা খেয়াল হলো। লুকা ব্রাসির এমন কি হয়েছে যে সলোৎসো এতো নিশ্চিন্ত? লুকা কি ওর সঙ্গে আপোস করেছে? মনে পড়লো ডন কর্লিয়নি যেদিন সলোৎসোর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, লুকাকে তিনি গোপনীয় পরামর্শের জন্য অফিসে ডেকেছিলেন।

কিন্তু ওসব ছোটখাটো কথা নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় এটা নয়। লংবিচে কর্লিয়নি পরিবারের কেল্লার নিরাপত্তায় ওকে আগে ফিরে যেতে হবে। সলোৎসোকে বললো টম, "যথাসাধ্য চেষ্টা করবো। আমার মনে হয় আপনি ঠিক কথাই বলেছেন, এমন কি ডনও হয়তো ঐ ভাবে কাজ করতেই বলতেন।"

গম্ভীর মুখে সলোৎসো মাথা দুলিয়ে বললো, "খুব ভালো। আমি রক্তপাত ভালোবাসি

না। আমি হলাম ব্যবসায়ী মানুষ; রক্তপাতের অনেক দাম। ঠিক এই সময় টেলিফোন বেজে উঠলো, হেগেনের পেছনে যারা বসে ছিলো, তাদের একজন ফোন ধরতে গেলো। একটু শুনে সে বললো, "বেশ, আমি ওকে বলছি।" এই ব'লে ফোন নামিয়ে সলোৎসোর পাশে গিয়ে তার কানে কানে কি যেন বললো। হেগেন দেখলো সঙ্গে সঙ্গে সলোৎসোর মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেলো, রাগের চোটে চোখ চক্‌চক্‌ করতে লাগলো। হেগেনের মনেও একটা আশংকার শিহরণ লাগলো। সলোৎসো ওর দিকে এমন ক'রে তাকিয়ে ছিলো যেন কোনো ফন্দি আঁটছে। হঠাৎ হেগেন টের পেলো ওকে আর ছেড়ে দেয়া হবে না। যা ঘটেছে, তার ফলে ওর মৃত্যু হতে পারে। সলোৎসো বললো, "বুড়োটা এখনও বেঁচে আছে। ওর সিসিলিয় চামড়ায় পাঁচটা গুলি লেগেছে, তবু বেঁচে আছে।" ভাগ্যের হাতে আত্মসমর্পণ ক'রে কাঁধ তুললো সে, বললো, "আমারও মন্দ কপাল, তোমারও মন্দ কপাল।"

চার

মাইকেল কর্লিয়নি লংবিচে বাবার বাড়িতে পৌঁছে দেখে প্রাঙ্গণে ঢুকবার সরু প্রবেশপথটা শিকল দিয়ে বন্ধ। ভেতরের প্রাঙ্গণটা আটটি বাড়ির ফ্লাড-লাইটে জ্বলজ্বল করছে, সেই আলোতে দেখা যাচ্ছে অন্তত দশটা গাড়ি সিমেন্ট বাঁধানো বাঁকা পথে দাঁড়িয়ে আছে।

শিকলটার ওপর ভর দিয়ে দু'জন অচেনা লোক দাঁড়িয়েছিলো। একজন ব্রুকলিনি টানে জিজ্ঞেস করলো, "তুমি কে?"

মাইক নাম বললো। সব চাইতে কাছের বাড়িটা থেকে একজন লোক বেরিয়ে এসে মাইকের মুখ দেখে বললো, "এ হলো ডনের ছেলে। আমি ওকে ভেতরে নিয়ে যাচ্ছি।" মাইক সেই লোকটার সঙ্গে বাবার বাড়িতে এলো, বাইরের দরজায় দু'জন লোক ছিলো, তারা মাইককে আর তার রক্ষীকে ভেতরে যেতে দিলো।

প্রথমে মনে হলো অচেনা লোকে বাড়ি ভরতি, তারপর মাইক বসবার ঘরে গিয়ে টম হেগেনের স্ত্রী টেরিসাকে দেখতে পেলো, আড়ষ্টভাবে একটা কোচে বসে সিগারেট খাচ্ছে। ওর সামনে একটা কফি টেবিল, তাতে এক গ্লাস হুইস্কি। সোফার অন্য দিকে পুরুষ্ট চেহারার ক্লেমেন্‌জা বসে ছিলো। ক্যাপোরেজিমির মুখ ভাবলেশহীন, কিন্তু কপালে ঘাম, হাতের চুরুটটা থুথু লেগে কালো চক্‌চকে দেখাচ্ছিলো।

সান্ত্বনা দেবার ছলে ক্লেমেন্‌জা ওর হাত ধরে নাড়া দিয়ে বিড় বিড় ক'রে বললো, "তোমার মা তোমার বাবার কাছে হাসপাতালে আছেন। বাবা সেরে উঠবেন।" পলি গাটোও হ্যান্ড-শেক করবার জন্য উঠে দাঁড়ালো। মাইকেল কৌতূহলী হয়ে ওর দিকে তাকালো। ও জানতো পলি হলো বাবার দেহরক্ষী, কিন্তু পলি যে সেদিন বাড়িতে বসে ছিলো তা জানতো না। ওর রোগা শ্যামলা মুখের চাপা উত্তেজনা মাইকের চোখে পড়লো। ও জানতো যে বেশ কর্মক্ষম ব'লে পলির খ্যাতি, চট্‌পটে, জটিলতার সৃষ্টি না ক'রে ও নানান সূক্ষ্ম ব্যাপার সামাল দিতে পারে, কিন্তু আজ সে ব্যর্থ হয়েছে। ঘরের কোণায়-কোণায় আরো অনেক লোক দেখলো মাইক, কেউ ওর চেনা নয়। ওরা কেউ ক্লেমেন্‌জার লোক নয়। মাইকেল এই সব তথ্য জুড়ে একটা অর্থ করে নিলো। ক্লেমেন্‌জা আর গাটোকে সন্দেহ করা হচ্ছে। মাইক মনে

করেছিলো পলি বুঝি অকুস্থলে উপস্থিত ছিলো, ছোকরাকে জিজ্ঞেস করলো, "ফ্রেডি কেমন আছে? ভালো তো?"

ক্লেমেন্‌জা বললো, "ডাক্তার ওকে একটা সুই দিয়েছে। ও ঘুমাচ্ছে।" হেগেনের স্ত্রীর কাছে গিয়ে নিচু হয়ে মাইকেল ওর গারে একটা চুমু খেলো। ওদের মধ্যে চিরকালের সদ্ভাব। ফিস্‌ফিস্‌ ক'রে মাইক বললো, "ভেবো না, টম ঠিক আছে। সনির সঙ্গে কোনো কথা হয়েছে?"

এক মিনিট ওকে আঁকড়ে ধরে টেরিসা মাথা নাড়লো। চিকণ দেহ, ভারি সুন্দরী, ইতালিয়র চাইতে আমেরিকান বেশি, আপাতত খুব ভীত। হাত ধরে ওকে মাইক সোফা থেকে তুলে বাবার ঘরে অফিসে নিয়ে গেলো।

ডেস্কের পেছনে হাত-পা এলিয়ে সনি বসে ছিলো, এক হাতে হলদে প্যাড, অন্য হাতে পেনসিল। ঘরে আর একটি মাত্র লোক, ক্যাপোরেজিমি টেসিও, তাকে মাইক চিনতো। অমনি মাইক বুঝে নিলো বাড়িতে আর যারা ছিলো এবং বাইরে যারা পাহারা দিচ্ছিলো, তারা সবাই টেসিওর লোক। টেসিওর হাতে কাগজ পেনসিল।

ওদের দেখেই সনি ডেস্কের পেছন থেকে বেরিয়ে এসে হেগেনের স্ত্রীকে জড়িয়ে ধরে বললো, "ভেবো না, টেরিসা। টম ঠিক আছে। ওরা বলেছে ওর কাছে একটা প্রস্তাব দিয়ে ছেড়ে দেবে। ও তো আর আমাদের কার্যকরী দিকে নেই, ও শুধু আমাদের উকিল। ওর ক্ষতি করার কোনো কারণ নেই।"

টেরিসাকে সনি ছেড়ে দিয়েই মাইককেও আলিঙ্গন করে গালে একটা চুমু খেলো, মাইক তো অবাক! সনিকে ঠেলে দিয়ে এক গাল হেসে মাইক বললো, "সবসময় ধরে পিটিয়েছো, তাতেই আমার অভ্যাস হয়ে গিয়েছিলো, এখন এ-ও সইতে হবে নাকি!" বয়স যখন কম ছিলো, দু'জনের মধ্যে প্রায়ই মারামারি হতো।

সনি কাঁধ তুললো। "শোনো ভাই। তোমাদের ঐ অজ পাড়া-গাঁতে যখন তোমাকে পাওয়া গেলো না, খুব ভাবনা হয়েছিলো। আরে তোমাকে ওরা শেষ করলে আমার কি এসে যেতো, শুধু ঐ বুড়ি ভদ্রমহিলাকে গিয়ে খবরটা দিতে হতো, তাতেই আমার আপত্তি। বাবার কথা তো না বলে উপায় ছিলো না।"

মাইকেল জিজ্ঞেস করলো, "কি ভাবে নিলে খবরটা?" সনি বললো, "ভালোভাবে এ-রকম তো আগেও আরো হয়েছে। আমারও সেই অবস্থা। তুমি তখন খুব ছোট ছিলে। তাই জানো না, তারপর তোমার বয়স বাড়ার সময়ে তো কোনো গোলমালই ছিলো না।" একটু থেমে সনি আবার বললো, "মা হাসপাতালে বাবার কাছেই থেকে গেছেন। বাবা সেরে উঠবেন।"

মাইকেল বললো, "আমারও সেখানে গেলে কেমন হয়?" মাথা নেড়ে নীরস কণ্ঠে সনি বললো, "ব্যাপারটা না চুকে যাওয়া পর্যন্ত আমি বাড়ি থেকে বের হতে পারছি না।" টেলিফোন বেজে উঠলো। সনি রিসিভার তুলে মন দিয়ে শুনতে লাগলো। মাইক ততোক্ষণ ডেস্কের কাছে গিয়ে সনির লেখা হলদে প্যাডটা দেখতে লাগলো। সাতটি নামের তালিকা। প্রথম তিনটি হলো সলোৎসো, ফিলিপ টাটাগ্লিয়া, জন টাটাগ্লিয়া। মাইকের মনে হঠাৎ যেন একটা বাড়ি লাগলো, সনি আর টেসিও একটা তালিকা তৈরি করছিলো, কাকে কাকে সরাতে হবে। তার মাঝখানে মাইক এসে পড়েছিলো।

সনি ফোন নামিয়ে টেরিসাকে আর মাইককে বললো, "তোমরা একটু বাইরে বসবে? টেসিওর সঙ্গে একটা কাজ সেরে ফেলতে হবে।"

হেগেনের স্ত্রী বললো, "ঐ টেলিফোনে কি টমের কথা কিছু হলো?" কেমন তেরিয়া হয়ে কথাটা বললো টেরিসা, তবে সঙ্গে সঙ্গে ভয়ে কেঁদেও ফেললো। সনি ওকে জড়িয়ে ধরে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে বললো, "আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি টমের কোনো বিপদ হবে না। বাইরের ঘরে অপেক্ষা করো, কিছু খবর পেলেই তোমাকে বলবো।"

বেরিয়ে গেলে দরজাটা বন্ধ করে দিলো সনি। মাইক একটা বড় চামড়া-বাঁধানো আরাম-কেদারায় বসে পড়েছিলো। সনি তার দিকে একটা দ্রুত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে, ডেস্কের পেছনে গিয়ে বসে বললো, "আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকলে কিন্তু এমন সব কথা শুনতে হবে মাইক, যা তোমার ভালো লাগবে না।"

মাইকেল একটা সিগারেট ধরিয়ে বললো, "আমি কাজে আসতে পারি।" সনি বললো, "না, পারো না। তোমাকে এর মধ্যে জড়ালে বাবা খুব অসন্তুষ্ট হবেন।"

উঠে দাঁড়িয়ে মাইকেল চ্যাচাতে লাগলো, "তুমি একটা বজ্জাত, উনি তো আমারও বাবা। ওঁকে আমি সাহায্য করতে পারবো না? নিশ্চয়ই কাজে আসতে পারি। বেরিয়ে গিয়ে লোক না মারলেও কাজে আসা যায়। আমার সঙ্গে এমন ব্যবহার করো, যেন আমি ছোট ছেলে। আমি যুদ্ধে গিয়েছিলাম। আমার গুলি লেগেছিলো, মনে নেই? কয়েকটা জাপানী মেরেছি। তুমি কাউকে শেষ করলে, আমি কি করবো ভেবেছো? মূর্ছা যাবো?"

সনি দাঁত বের করে হাসলো। "আরে, একটু বাদেই যে তুমি আমাকে ঘুষি তুলতে বলবে দেখছি! বেশ, থাকো তাহলে, টেলিফোন ধরো।" তারপর টেসিওর দিকে ফিরে সনি বললো, "এক্ষুণি যে ফোন এলো, তাতে যে খবরের অপেক্ষায় ছিলাম সেটি পেয়ে গেলাম।"

মাইকেলের দিকে ফিরে সনি বললো, "কেউ নিশ্চয়ই বাবাকে ধরিয়ে দিয়েছিলো হয়তো ক্লেমেন্‌জা। নয়তো পলি গাটো, তার তো আজ খুব সুবিধাজনকভাবে অসুখ করেছিলো। এখন উত্তরটা পেয়ে গেছি। মাইক, দেখি তোমার কতো বুদ্ধি, খুব তো কলেজে পড়ো। বলো দেখি কে সলোৎসোর কাছে ঘুষ খেয়েছে?"

মাইকেল আবার বসে পড়ে, চামড়া-বাঁধানো আরাম-কেদারায় ঠেস দিলো। সমস্ত ব্যাপারটা ভালো করে তলিয়ে দেখলো। ক্লেমেন্‌জা হলো কর্লিয়নি পারিবারিক প্রতিষ্ঠানের একজন ক্যাপোরেজিমি। ডন কর্লিয়নি তাকে লক্ষপতি করে দিয়েছেন, বিশ বছর ধরে সে তার অন্তরঙ্গ বন্ধু। ওদের সংগঠনের সব চাইতে ক্ষমতাশালী পদাধিকারীদের একজন সে। ডনকে ধরিয়ে দিয়ে তার কি লাভ? আরো টাকা? যথেষ্ট ধনী সে; তবে মানুষের লোভ কখনো মেটে না। আরো ক্ষমতা? কোনো অপমান বা অবহেলার জন্য প্রতিশোধ? হেগেনকে কনসিলিওরি করা হয়েছে বলে? নাকি ব্যবসায়ী বুদ্ধি বলেছে শেষ পর্যন্ত সলোৎসোই জয়ী হবে? না, ক্লেমেন্‌জার পক্ষে বিশ্বাসঘাতকতা করা একেবারে অসম্ভব। তারপর বিষণ্নমনে মাইকেল ভাবতে লাগলো, অসম্ভব কেন? না, ও চায় না ক্লেমেন্‌জার মৃত্যু হয়। মাইক যখন ছোট ছিলো ঐ মোটা লোকটা ওকে ক্রমাগত উপহার এনে দিতো; ডন যখন বড্ড ব্যস্ত থাকতেন ক্লেমেন্‌জা ওকে বেড়াতে নিয়ে যেতো। মাইকেল কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারলো না যে ক্লেমেন্‌জা বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে।

অপর পক্ষে, কর্লিয়নি পরিবারে আর যতো কর্মী ছিলো, সবার চাইতে ক্রেমেন্‌জাকে হাত করতেই তার আগ্রহ হবে সব চাইতে বেশি।

মাইকেল পলি গাটোর কথা ভাবলো। পলি এখনও ধনী হয় নি। তার ব্যাপারে সবার ভালো ধারণা, সংগঠনে তার অনেক উন্নতি হবে, তবে আর সবার মতো তাকেও খেটে উন্নতি করতে হবে। তাছাড়া ক্ষমতার শিখরে উঠার উচ্চাশা তার আরো অসংযত হবারই কথা। বয়স কম হলে তাই হয়। অপরাধী নিশ্চয়ই পলি। আবার মনে পড়লো স্কুলের ষষ্ঠ গ্রেডে পলির সঙ্গে এক ক্লাসে পড়েছে সে, কাজেই পলি অপরাধী প্রমাণ হয় তাও মাইক চাচ্ছে না।

মাথা নেড়ে মাইক বললো, "না, ওদের মধ্যে কেউ নয়।" তবে ও-কথা বললো শুধু এই কারণে যে সনি একটু আগে বলেছিলো কে দোষী তা ও টের পেয়েছে। ভোট দিতে হলে, পলিকে দোষী বলে ভোট দিতে হতো।

সনি ওর দিকে চেয়ে হাসছিলো। "কোনো ভাবনা নেই। ক্রেমেন্‌জা নির্দোষ, অপরাধী হলো পলি।"

মাইকেল দেখতে পাচ্ছিলো টেসিও হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছে। ওরই মতো ক্রেমেন্‌জাও একজন ক্যাপোরেজিমি, কাজেই ওর সহানুভূতি তার দিকে। তাছাড়া এ পরিস্থিতিটা এতোটা গুরুত্ব পেতো না, যদি না এতোখানি উচ্চপদস্থ একজন এর লক্ষ্য না হতেন। সতর্কতার সঙ্গে টেসিও বললো, "তাহলে কাল আমার লোকদের বাড়ি পাঠাতে পারবে তো?"

সনি বললো, "পরশু। তার আগে কেউ এ-বিষয়ে জানতে পারে আমি চাই না।" শোনো, আমার ভাইয়ের সঙ্গে আমি কিছু পারিবারিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে চাই, ব্যক্তিগত ব্যাপার। বাইরের ঘরে অপেক্ষা করো, কেমন? পরে তালিকাটা শেষ করলেই হবে। তুমি আর ক্রেমেন্‌জা দু'জনে মিলে ওটা করে ফেলো।"

"অবশ্যই।" এই বলে টেসিও বেরিয়ে গেলো।

মাইকেল জিজ্ঞেস করলো, "কি ক'রে নিশ্চিতভাবে জানলে পলি দোষী?"

সনি বললো, "টেলিফোন কোম্পানিতে আমাদের লোক আছে। তারা পলির সমস্ত ফোন কলের খোঁজ নিয়েছে, কেথেকে এলো, কোথায় গেলো। ক্রেমেন্‌জারও। যে তিন দিন অসুখ করেছে ব'লে পলি এ মাসে কামাই করেছে, সেই তিন দিনই বাবার অফিস বাড়ির উল্টো দিকের রাস্তার একটা ফোন-বুথ থেকে পলিকে কেউ ফোন করেছিলো। আজকেও তাই। ওরা নিশ্চয় খবর নিচ্ছিলো পলি নিজে বাবার সঙ্গে যাচ্ছে, নাকি আর কেউ তার বদলে যাচ্ছে। কিংবা হয়তো অন্য কেন কারণে; তাতে কিছু যায় আসে না।" সনি কাঁধ দুটোকে একটু তুলে বললো, "খোদাকে ধন্যবাদ যে পলি দোষী। আমাদের ক্রেমেন্‌জাকে খুব দরকার।"

মাইকেল একটু ইতস্তত ক'রে জিজ্ঞেস করলো, "একেবারে এসপার-ওসপার যুদ্ধ হবে নাকি?"

সনির চোখ কঠিন হয়ে এলো। "টম এসে পৌছালে, ঐ ভাবেই এগোবো মনে করেছি। যতোক্ষণ না বুড়ো ভদ্রলোক বারণ করেন।"

মাইকেল জিজ্ঞেস করলো, "তাহলে উনি কিছু না বলা পর্যন্ত অপেক্ষা করো না কেন?"

কৌতুহলের সঙ্গে সনি ওর দিকে চাইলো, "কি ক'রে ঐ যুদ্ধের মেডেলগুলো পেলে বলো

দেখি। আমরা বন্দুকের সামনে দাঁড়িয়ে আছি, লড়াই আমাদের করতেই হবে। আমার শুধু ভয় হচ্ছে টমকে যদি ওরা না ছাড়ে।"

শুনে মাইক অবাক। "ছাড়বে না-ই বা কেন?"

সনির কণ্ঠে ধৈর্য, "ওরা টমকে অপহরণ করেছিলো কারণ ওরা ভেবেছিলো বাবাকে ঘায়েল করেছে, এবার আমার সঙ্গে রফা করতে পারবে আর গোড়ার দিকে টম তো বার্তাবহের কাজ করবে, প্রস্তাবগুলো আনবে-নেবে। এখন জেনেছে বাবা বেঁচে আছেন, কাজেই, আমি আর কিছু বলার মালিক নই, টমও ওদের কোনো কাজে লাগবে না। ছেড়েও দিতে পারে, মেরে ফেলতেও পারে, সলোৎসোর যেমন খুশি। খুন করলে তার একমাত্র উদ্দেশ্য হবে আমাদের জানিয়ে দেয়া ওদের সঙ্গে চালাকি চলবে না, আমাদের ওপর জবরদস্তি খাটাবে।"

মাইকেল শান্ত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো, "তোমার সঙ্গে রফা হতে পারে, সলোৎসোর এ ধারণা হলো কিভাবে?"

সনির মুখটা লাল হয়ে উঠলো, এক মিনিট চুপ ক'রে থেকে সে বললো, "কয়েক মাস আগে আমাদের একটা মিটিং বসেছিলো, মাদকব্যবসা নিয়ে সলোৎসো একটা প্রস্তাব এনেছিলো। বাবা সেটাতে রাজি হননি। কিন্তু আমি একটু বেশি কথা বলে ফেলেছিলাম, ওরা জেনে গিয়েছিলো যে প্রস্তাবটাতে আমার সমর্থন আছে। সেটা আমার খুব অন্যায় হয়েছিলো; বাবা যদি আমাকে কিছু শিখিয়ে থাকেন, সে হলো ওরকম কখনো করতে নেই, বাইরের লোককে জানতে দিতে নেই যে আমাদের পরিবারের, ভেতর মতভেদ আছে। কাজেই সলোৎসো ভেবেছিলো বাবাকে সরাতে পারলে আমি ঐ ব্যবসায় ওর সঙ্গে হাত মেলাবো, বুড়ো ভদ্রলোক বিদায় নিলে, আমাদের ক্ষমতাও কমে অর্ধেক হয়ে যেতো। বাবা যে সব ব্যবসা গড়ে তুলেছিলেন সেগুলিকে বাঁচিয়ে রাখতেই আমার প্রাণা যেতো। মাদক ব্যবসার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ, আমাদের ওর মধ্যে ব্যক্তিগত আক্রোশ নেই। ব্যবসার দিক থেকে আমি ওর সঙ্গে হাত মেলাতাম। অবশ্য আমাকে ও কখনো খুব বেশি কাছে ঘেঁষতে দিতো না, এ বিষয়ে ও বন্দোবস্ত করে রাখতো যাতে ওকে সোজাসুজি কখনো গুলি করতে না পারি, বলা যায় না কিছু। কিন্তু সলোৎসো এও জানে যে একবার ওর প্রস্তাবে রাজি হয়ে গেলে, বছর দুই বাদে স্রেফ প্রতিশোধ নেবার জন্য আমি যে একটা সংগ্রাম শুরু ক'রে দেবো, অন্য পরিবারগুলো তা কিছুতেই হতে দেবে না। তা ছাড়া টাটাগ্লিয়া পরিবার সলোৎসোর পেছনে আছে।

মাইকেল জিজ্ঞেস করলো, "ওরা যদি বাবাকে মেরে ফেলতো, তুমি কি করতে?"

সরলভাবে সনি বললো, "তা হলে সলোৎসো একটা মরা লাশ হতো। তাতে যা ক্ষতি হয় হোক। নিউইয়র্কের পাঁচটা পরিবারের সঙ্গে যদি লড়াই করতে হতো, তবে তাই করতাম। টাটাগ্লিয়া পরিবার নির্মূল হবে। তার জন্য যদি সবাইকে রসাতলে যেতে হতো, যেতাম।"

নিচু গলায় মাইক বললো, "বাবা কিন্তু ওভাবে কাজ করতেন না।"

সনি একটা অসহিষ্ণু অঙ্গ-ভঙ্গি ক'রে বললো, "আমি জানি আমি বাবার মতো হতে পারিনি। কিন্তু একটা কথা তোমাকে বলছি, বাবাও তাই বলবেন, যখন সত্যিকার কাজের সময় আসে, আমিও কিছু দিন যে কোনো দক্ষ লোকের সঙ্গে সমানে কাজ দেখাতে পারি। এ-কথা সলোৎসোও জানে, ক্লেমেন্‌জা আর টেসিও-ও জানে। উনিশ বছর বয়সেই আমি পুরুষ

হয়েছি, শেষবার যখন একটা পারিবারিক লড়াই হয়, বাবাকে অনেক সাহায্য করেছিলাম। কাজেই এখন আর ভাবি না। আর এ-ধরনের ব্যাপারে আমাদের হাতেই যতো সব জিতের ঘোড়া। খালি লুকার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারলে হতো।"

কৌতূহলে মাইক জিজ্ঞেস করলো, "সবাই যতোটা বলে লুকা কি বাস্তবিক ততোটা জবরদস্ত? ততোটা ভালো?"

সনি মাথা দুলিয়ে সমর্থন জানালো, "ও একাই একশো। ওকে ঐ তিন টাটাগ্লিয়ার পেছনে লাগাবো আর আমি নিজে সলোৎসোর ব্যবস্থা করবো।"

অস্বস্তির সঙ্গে মাইক চেয়ারে বসে উস্‌খুস্‌ ক'রে উঠলো। বড় ভাইয়ের দিকে তাকালো। ওর যতোদূর স্মরণ হলো, কিছু না ভেবে সনি মাঝে-মাঝে একটু পাশবিক ব্যবহার করলেও, আসলে ওর মনটা ছিলো ভালো। ভালো লোক। ওর মুখে এ-ধরনের কথা কেমন অস্বাভাবিক শোনালো; ও যেভাবে যাকে যাকে প্রাণদণ্ড দেয়া হবে তাদের তালিকা লিখে রাখছিলো, তাই দেখে মাইকের হাত-পা ঠাণ্ডা! সনি যেন সদ্য-সিংহাসনে বসা একজন রোমক সম্রাট! এ-সবের মধ্যে ওর নিজের যে আসলে কোনো অংশ নেই এবং বাবা যখন বেঁচেই আছেন, তখন প্রতিশোধের উদ্দেশ্যে ওকে এর মধ্যে জড়িয়ে পড়তে হবেও না, এই সব ভেবে মাইক খুশি হলো। সাহায্য করবে বৈকি, ফোন ধরবে, ফরমায়েশ খাটবে। সনি আর বাবা নিজেরাই নিজেদের ব্যবস্থা করতে পারবেন, বিশেষত যখন লুকা পেছনে আছে।

ঠিক সেই মুহূর্তে বাইরের ঘরে একজন মেয়ে চেঁচিয়ে উঠলো। মাইক ভাবলো, কি সর্বনাশ, টমের স্ত্রীর মতো শোনাচ্ছে! অমনি ছুটে গিয়ে দরজাটা খুলে ফেললো মাইক। বাইরের ঘরে সবাই উঠে দাঁড়িয়েছিলো। সোফার পাশে টম হেগেন তার স্ত্রীকে জড়িয়ে ধরে অপ্রস্তুত মুখে দাঁড়িয়েছিলো। টেরিসা ফুঁপিয়ে কাঁদছিলো, মাইকেল বুঝতে পারলো যে চিৎকারটা আর কিছুই নয়, টেরিসা আনন্দে তার স্বামীর নাম ধরে ডেকে উঠেছিলো। মাইক দেখলো টম তার স্ত্রীর আলিঙ্গন ছাড়িয়ে তাকে আস্তে আস্তে সোফায় বসিয়ে দিলো। তারপর মাইকের দিকে চেয়ে, নিরানন্দ হাসির সঙ্গে টম বললো, "তোমাকে দেখে খুশি হলাম মাইক। আসলেই খুশি।" স্ত্রী তখনও কাঁদছিলো সে-দিকে না তাকিয়েই, বড়-বড় পা ফেলে সে অফিস-ঘরে গিয়ে ঢুকলো। কেমন একটা গর্বে মাইকের মুখটা লাল হয়ে উঠলো, ভাবলো কর্লিয়নি পরিবারের মধ্যে ও কি আর বৃথাই দশ বছর বাস করেছে। বুড়ো ভদ্রলোকের খানিকটা গুণ ওর গায়েও লেগে গেছে, সনির গায়েও এবং আশ্চর্যের কথা, মাইকের নিজের গায়েও।

পাঁচ

তখন ভোর চারটা, ওরা গোল হ'য়ে কোণার অফিস-ঘরে বসে ছিলো, সনি, মাইকেল, টম হেগেন, ক্লেমেন্‌জা, টেসিও। টেরিসা হেগেনকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে পাশেই নিজেদের বাড়িতে পাঠানো হয়েছিলো। পলি গাটো তখনো বাইরের ঘরে অপেক্ষা করছিলো, সে জানতো না যে টেসিওর লোকদের বলা হয়েছিলো ওকে যেন চোখের আড়াল না করে, কিংবা কোথাও যেতে না দেয়।

সলোৎসোর প্রস্তাবের কথা টম হেগেন ওদের কাছে পেশ করলো। আরো বললো যে ডন

বেঁচে আছেন এই খবর সলোৎসোর কাছে যখন পৌঁছালো, তখন স্পষ্ট বোঝা গিয়েছিলো হেগেনকে ওর মেরে ফেলার ইচ্ছা। হেগেন দাঁত বের ক'রে হাসলো, "কখনো যদি আমাকে কারো হয়ে সুপ্রীম কোর্টে ওকালতি করতে হয়, ঐ ব্যাটা তুর্কির কাছে আজ রাতে যেমন করলাম, তার চাইতে বেশি কিছু করতে পারবো না। বললাম ডন বেঁচে থাকলেও কর্লিয়নিদের ওর ঐ প্রস্তাব সমর্থন করতে রাজি করাবো। বললাম ঐ সনি নাকি আমার কথায় ওঠে-বসে। ছোটবেলার বন্ধু আমরা, আর–দ্যাখো ভাই, রেগে উঠো না–ওকে ভাবতে দিয়েছি যে বাপের গদিতে বসতে তুমি খুব একটা আপত্তি করবে না। খোদা! অপরাধ নিও না।" সনির দিকে কুণ্ঠিত ভাবে হাসলো টম, সনিও ইশারায় জানালো সে অবস্থাটা বুঝেছে, কিছুই মনে করেনি।

ডান হাতের কাছে টেলিফোন, আরাম-কেদারায় হেলান দিয়ে, মাইক দু'জনের মুখ পর্যবেক্ষণ করছিলো। হেগেন ঘরে ঢুকতেই সনি তাকে আলিঙ্গন করর জন্য ছুটে গিয়েছিলো। ক্ষীণ একটু ঈর্ষার সঙ্গে মাইক উপলব্ধি করেছিলো যে অনেক বিষয়ে সনি আর টম হেগেনের মধ্যে যতোটা ঘনিষ্ঠতা ছিলো, নিজের বড় ভাইয়ের সঙ্গে ওর ততোটা হবার কোনো সম্ভবনাও ছিলো না।

সনি বললো, "এবার কাজের কথায় আসা যাক। আমাদেরও কি করণীয় সেটা তো স্থির করতে হবে। টেসিও আর আমি এই তালিকাটা তৈরি করেছি, এটা একবার দ্যাখো। টেসিও, ক্লেমেন্‌জাকে তোমার কপিটা দাও।"

মাইকেল বললো, "কি করণীয় স্থির করতে হলে তো ফ্রেডিরও উপস্থিত থাকা উচিত।"

নীরস কণ্ঠে সনি বললো, "ফ্রেডি আমাদের কোন কাজেই লাগবে না। ডাক্তার বলেছে ওর এমনই শক্ লেগেছে যে সম্পূর্ণ বিশ্রাম দরকার। এটা আমি বুঝলাম না। ফ্রেডি তো বরাবরই খুব জবরদস্ত ছিলো। বোধ হয় বুড়ো ভদ্রলোককে ওরকম গুলি খেয়ে পড়তে দেখে ভেঙে পড়েছে, ও তো চিরকাল ডনকে খোদার সমান ক'রে দেখে। ও কোনোদিনই তোমার আমার মতো নয়, মাইক।"

হেগেন তাড়াতাড়ি বলে উঠলো, "ঠিক আছে, ফ্রেডিকে বাদ দাও। সব কিছু থেকে বাদ দাও, একেবারে সব কিছু থেকে। দ্যাখো সনি, আমার মতে এ-সমস্ত চুকে না যাওয়া পযর্ন্ত, তোমার বাড়ি থেকে বের হওয়া উচিত হবে না। তার মানে একদম বাড়ির বাইরে যাবে না। এখানে তুমি নিরাপদ। সলোৎসোকে খুব তুচ্ছ ভেবো না; ও একজন পাণ্ডা, একজন পেটসোনোভানতি হয়ে উঠেছে, পয়েন্ট ৯০ ক্যালিবারের। হাসপাতাল পাহারা দেওয়া হচ্ছে?"

সনি মাথা দুলিয়ে জানালো যে হচ্ছে। "পুলিশের লোক জায়গাটাকে একেবারে ঘিরে রেখেছে; আমার লোকরাও চব্বিশ ঘণ্টা বাবাকে দেখে আসছে। এ তালিকাটা সম্বন্ধে তোমার কি মত, টম?"

তালিকা দেখে হেগেন ভ্রূকুচকালো। "জিশু খৃষ্ট! সনি, ব্যাপারটাকে দেখছি খুব বেশি গায়ে মেখে নিচ্ছো! ডন কিন্তু এটাকে একটা ব্যবসা-সংক্রান্ত ব্যাপার ব'লে মনে করতেন। চাবিকাঠি হলো ঐ সলোৎসো। ওকে সরালেই সবাই ঠিক হয়ে যাবে। টাটাগ্লিয়াদের পেছনে লাগার দরকার নেই।"

সনি তার দুই ক্যাপোরেজিমির দিকে তাকালো। টেসিও কাঁধ তুলে বললো, "অবস্থাটা খুবই জটিল।" ক্লেমেন্‌জা কোনো কথাই বললো না।

সনি ক্রেমেন্‌জাকে বললো, "তবে আর বেশি আলোচনা না করেও একটা কাজ করা যায়। পলিকে আর এখানে চাই না। তালিকায় ওর নাম প্রথমে রাখো।" মোটা ক্যাপোরেজিমি মাথা নেড়ে সায় দিলো।

হেগেন বললো, "লুকার কি হলো? মনে হলো সলোৎসো ওর বিষয়ে একটুও মাথা ঘামাচ্ছে না। সেই কারণেই আমার ভাবনা হচ্ছে। লুকা যদি টাকা খেয়ে থাকে তাহলে আমাদের সমূহ বিপদ। সবার আগে সেটাই আমাদের জানা দরকার। ওর সঙ্গে কেউ যোগাযোগ করতে পেরেছে?"

সনি বললো, "না। সারা রাত ওকে ফোন করেছি। হয়তো কোথাও একটা মেয়েমানুষ নিয়ে পড়ে আছে।"

হেগেন বললো, "না। ও কোনো মেয়েমানুষের সঙ্গে রাত কাটায় না। কাজ সারা হলেই ও বাড়ি যায়। মাইক, যতোক্ষণ না উত্তর পাও, ওকে ক্রমাগত ফোন করতে থাকো।" বাধ্য ছেলের মতো মাইক তখনই ফোন তুলে ডায়েল করলো। অন্য দিকে ফোন বেজে চলেছে শুনতেও পেলো, কিন্তু কেউ ধরলো না। শেষ পর্যন্ত ফোন নামিয়ে রাখলো মাইক। হেগেন বললো, "পনেরো মিনিট পর পর চেষ্টা করতে থাকো।"

অধীরভাবে সনি বললো, "ঠিক আছে, টম, তুমি তো কনসিলিওরি, কিছু পরামর্শ দাও। কি করা উচিত, তাই বলো।"

ডেস্কের ওপর থেকে হুইস্কি নিয়ে একটু ঢাললো হেগেন, "যতোক্ষণ না তোমাদের বাবা সুস্থ হয়ে ভার নিতে পারছেন, ততোক্ষণ সলোৎসোর সঙ্গে কথাবার্তা চালাবো। এমন কি, দরকার হলে একটা রফাও করা যাবে। তোমাদের বাবা একবার বিছানা ছেড়ে উঠলে বেশি গণ্ডগোল না করেই, ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলবেন। সমস্ত পরিবারগুলো তাকে সমর্থন করবে।"

রেগে উঠে সনি বললো, "তোমার ধারণা আমি ঐ ব্যাটা সলোৎসোকে সামলাতে পারবো না?"

টম হেগেন সোজা তার চোখের দিকে চেয়ে রইলো, "সনি, অবশ্যই তুমি ওকে মেরে ফেলতে পারো। কর্লিয়নি পরিবারের সেই ক্ষমতা আছে। তোমাদের ক্রেমেন্‌জা আছে, টেসিও আছে, এস্পার-ওস্পার লড়াই হলে ওরা একেকজন হাজার লোক জড়ো ক'রে ফেলতে পারে। কিন্তু লড়াইয়ের শেষে সমস্ত ইস্ট কোস্টটা একটা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হবে। অন্য সব পরিবার তার জন্য কর্লিয়নিদের দায়ী করবে। অনেক শত্রু তৈরি করবো আমরা। এটা এমন একটি জিনিস, যাতে তোমাদের বাবার একটুও সমর্থন থাকবে না।"

মাইকেল সনির দিকে চেয়ে দেখলো তিরস্কারটা সে ভালোভাবেই নিচ্ছে। কিন্তু তার পরেই সনি বললো, "বাবা যদি মারাই যান, তাহলে তুমি কি পরামর্শ দেবে কনসিলিওরি?"

হেগেন বললো, "আমি জানি তুমি আমার কথামতো চলবে না, তবুও আমি এই পরামর্শ দেবো যে সলোৎসোর সঙ্গে মাদক ব্যবসা নিয়ে সত্যি-সত্যি আপোস ক'রে ফেলো তোমার বাবার রাজনৈতিক যোগসূত্রগুলো আর ব্যক্তিগত প্রতিপত্তি শেষ পর্যন্ত নিউইয়র্কের অন্যান্য পরিবারগুলো হয়তো টাটাগ্লিয়াদের আর সলোৎসোকে সমর্থন করতে আরম্ভ করবে, তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হবে যাতে একটা দীর্ঘ-কালব্যাপী সর্বনাশা সংঘর্ষের সূত্রপাত না হয়। বাবা যদি না বাঁচেন, রফা করে ফেলো। তারপর অপেক্ষা করে দ্যাখো কি হয়।"

রাগে সনির মুখ সাদা হয়ে গেলো। "তোমার পক্ষে বলা খুব সহজ, তোমার বাবাকে তো ওরা মেরে ফেলে নি।

সঙ্গে সঙ্গে এবং সগর্বে হেগেন বললো, "তোমার কিংবা মাইকের মতোই আমিও তার সুপুত্র, হয়তো তোমাদের চাইতেও বেশি।এজন্যে তোমাকে কিছু ব্যবস্যা-বুদ্ধি দিলাম। ব্যক্তিগত দিক থেকে সব ব্যাটা বজ্জাতকে আমার মেরে ফেলতে ইচ্ছা করছে।"

ওর কণ্ঠস্বর আবেগে ভারাক্রান্ত হ'য়ে উঠেছিলো, তাতে সনি লজ্জা পেলো। সে বললো, "কি জ্বালা, টম, আমি তা বলতে চাইনি।" আসলে কিন্তু তাই বলতেই চেয়েছিলো। রক্তসম্পর্ক হলো রক্তসম্পর্ক, তার সমান কোনো কিছু হয় না।

সনি একটু চিন্তা করলো, বাকিরা কুণ্ঠিতভাবে নীরবে অপেক্ষা ক'রে রইলো। তারপর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে, শান্ত কণ্ঠে সনি বললো, "বেশ, তাই হবে, বাবা একটা নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত আমরা চুপ করে থাকবো। কিন্তু, টম, আমি চাই তুমিও প্রাঙ্গণের ভেতরেই থাকো। কোনো রকম ঝুঁকি নিও না। মাইক, তুমিও সাবধানে থাকো; যদিও আমি মনে করি না সলোৎসোও এই ব্যাপারে কারো ব্যক্তিগত পরিবারকে নিয়ে টানাটানি করবে। তাহলে সবাই ওর বিপক্ষে যাবে। তবু সাবধানে থেকো। টেসিও, তোমার লোকদের তৈরি রেখো, কিন্তু শহর ছেঁকে খবর আনতে বলো। ক্লেমেন্জা, পলি গাটোর ব্যাপারটা চুকে গেলে তোমার লোকদের বাড়ির মধ্যে আর প্রাঙ্গণে এনে টেসিওর লোকদের ছেড়ে দিও। কিন্তু হাসপাতালে তোমার লোকই রেখো, টেসিও। টম, কাল সকালে তোমার প্রথম কাজ হবে ফোনেই হোক, কিংবা লোক পাঠিয়েই হোক, সলোৎসো আর টাটাগ্লিয়াদের সঙ্গে কথাবার্তা শুরু করা। মাইক, কাল তুমি ক্লেমেন্জার গোটা দুই লোক নিয়ে লুকার বাড়িতে গিয়ে অপেক্ষা করবে যতোক্ষণ না ওকে পাও, কিংবা খবর পাওয়া যায় কোন চুলায় গেছে। খবর শুনে থাকলে খ্যাপা হারামজাদা হয়তো এখনই সলোৎসোকে খোঁজে গেছে। তুর্কি ওকে যতো টাকার লোভ দেখাক না কেন, ও যে ডনের বিপক্ষে যাবে, এ আমি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারি না।"

অনিচ্ছাসত্ত্বেও হেগেন বললো, "মাইকের হয়তো এর মধ্যে এতো খোলাখুলিভাবে জড়িয়ে না পড়লেই ভালো হতো।"

সনি বললো, "ঠিক। মাইক, যা বললাম ভুলে যাও। তাছাড়া এ বাড়িতে ফোন ধরবার জন্য একজন লোক দরকার, সেটা আরো জরুরি।"

মাইকেল কিছুই বললো না। ও কুণ্ঠিত বোধ করছিলো, লজ্জিতও বলা চলে। তাছাড়া ওর চোখে পড়েছিলো ক্লেমেন্জা আর টেসিও সযত্নে তাদের মুখগুলোকে এমনই ভাবশূন্য ক'রে রেখেছে যে তাতে মনে হলো নিশ্চয়ই ওরা ঘৃণা চাপবার চেষ্টা করছে। ফোন তুলে মাইক আরেকবার লুকা ব্রাসির নম্বর ডায়েল ক'রে রিসিভারটাতে কানে লাগিয়ে শুনতে পেলো ওদিকের ফোন বেজেই চলেছে।

ছয়

সে রাতে পিটার ক্লেমেন্জার ভালো ঘুম হলো না। ভোরে উঠে নিজের নাস্তা নিজেই গুছিয়ে নিলো, এক গ্লাস 'গ্রাপা', পুরু এক স্লাইস জেনোয়ার বড় সসেজ বা 'সালামি', এক টুকরা

তাজা ইতালিয় রুটি, আগেকার দিনের মতো এ রুটি এখনও রোজ ওর বাড়িতে দিয়ে যেতো। শেষে প্রকাণ্ড একটা সাদামাটা চিনামাটির মগ ভরতি ক'রে গরম কফি নিয়ে তাতে একটু 'অ্যানিসেট' মিশিয়ে পান করলো। তারপর পুরনো ড্রেসিং-গাউন আর লাল চটি পরে এ-ঘর ও-ঘর করতে করতে আসন্ন দিনের কাজগুলোর কথা ভাবতে লাগলো। কাল রাতে সনি কর্লিয়নি স্পষ্ট করেই বুঝিয়ে দিয়েছিলো যে পলি গাটোর ব্যবস্থা এখনই করতে হবে। তার মানে আজকেই।

ক্লেমেন্‌জার মনে খুব উদ্বেগ। গাটো ওরই আশ্রিত হয়েও বিশ্বাসঘাতকতা করলো ব'লে নয়। তার জন্য ক্যাপোরেজিমির বিচারবুদ্ধির ওপর দোষ আরোপ করা যায় না। যে যাই বলুক, পলি গাটোর পটভূমিকায় কোনো খুঁত ছিলো না। সিসিলিয় পরিবারের ছেলে, কর্লিয়নিদের ছেলে-পিলেদের সঙ্গে একই পাড়ায় বড় হয়ে উঠেছিলো, ওদের একজনের সঙ্গে স্কুলেও পড়েছিলো। ধাপে ধাপে উপযুক্তরূপেই মানুষ হয়েছিলো সে। তাকে পরীক্ষা করা হয়েছিলো, সে-পরীক্ষায় সে অযোগ্য বলে গণ্যও হয়নি। তারপর তার যোগ্যতা প্রমাণ হবার পর কর্লিয়নি পরিবারের কাজ ক'রে সে যথেষ্ট উপায়ও করছিলো, ইস্ট সাইডের একটা বাজি-খেলার ব্যবসার অংশ পেতো, ইউনিয়নের টাকাও পেতো এও ক্লেমেন্‌জার অজানা ছিলো না যে পলি গাটো কর্লিয়নি পরিবারের করা আইন অমান্য ক'রে নিজের দায়িত্বে জোর খাটিয়ে টাকা আদায় করে নিজের আয়ের ঘাটতি পূরণ করতো। কিন্তু তাতেও মানুষটার দক্ষতাই প্রমাণ হতো। এ সব নিয়ম ভাঙাকে ওরা অতিরিক্ত প্রাণশক্তির পরিচয় বলেই ধরে নিতো উঁচুদরের ঘোড়দৌড়ের ঘোড়া যেমন লাগামের বন্ধনের সঙ্গে লড়ে।

তাছাড়া ঐ টাকা লুটপাটের জন্য পলি কখনো কোনো হাঙ্গামার সৃষ্টি করেনি। ব্যাপারগুলো নিখুঁতভাবে পরিকল্পিত আর ন্যূনতম গণ্ডগোলের মধ্যে হতো। কাউকে কখনো জখম করা হতো না। হয়তো ম্যানহাটানের একটা তৈরি-কাপড়ের দোকানের কিংবা ব্রুকলিনের একটা ছোট চিনামাটির জিনিসের কারখানার কর্মীদের মাইনের টাকাটা। যে যাই বলুক, ছেলে-ছোকরাদের হাতে কিছু বাড়তি খরচ থাকলে, সবসময় সুবিধা হয়। এরকম তো হয়েই থাকে। তাই বলে কে বলতে পারতো যে পলি কখনো বিশ্বাসঘাতকতা করবে।

পিটার ক্লেমেন্‌জার আজকের সমস্যা হলো একটা ব্যবস্থাপনার প্রশ্ন নিয়ে। গাটোকে দণ্ড দেওয়াটা তো নেহাত নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। সমস্যাটা হলো গাটোর স্থানে নিচে থেকে কার পদোন্নতি ঘটানো হবে? পদোন্নয়নটার বিশেষ জরুরি ছিলো, পদাধিকারীকে বলা হতো 'বাট্‌ন-ম্যান্', এ-পদ যাকে-তাকে দেয়া যেতো না। জবরদস্ত লোক হওয়া চাই, উপরন্তু চালাক-চতুর। নিরাপদ লোক হওয়া চাই, এমন মানুষ যে বিপদে পড়লেও পুলিশের কাছে মুখ খুলবে না, এমন মানুষ যার মধ্যে সিসিলিয়দের নীরবতার মন্ত্র, যার নাম 'ওমের্তা' ওতোপ্রোত হয়ে আছে। তারপর নতুন কর্তব্যের জন্য তাকে কি রকম মুনাফা দেয়া হবে। এই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাট্‌ন-ম্যানদের আরো কিছু টাকা দেবার কথা ক্লেমেন্‌জা ডনকে অনেকবার বলেছিলো, কারণ বিপদের সময় এদেরই সামনে এসে দাঁড়াতে হতো, কিন্তু ডন সবসময় সিদ্ধান্তটা স্থগিত রেখেছিলেন। পলির রোজগার যদি আরেকটু বেশি হতো, তাহলে হয়তো চতুর তুর্কি সলোৎসোর প্রলোভন সে জয় করতে পারতো।

শেষ পর্যন্ত সম্ভাব্য পদপ্রার্থীদের সংখ্যা ক্রেমেন্‌জা তিনজনে দাঁড় করালো। প্রথম হলো যে লোকটাকে 'এন্‌ফোর্সার' বলা হতো, সে হার্লেমের কৃষ্ণকায় 'পলিসি ব্যাঙ্কারদের সঙ্গে কাজ করতো, লম্বা-চওড়া বলিষ্ঠ একটা লোক, ভয়ঙ্কর গায়ের জোর, সেই সঙ্গে ব্যক্তিত্ববান, সবার সঙ্গে সে মানিয়ে চলতে পারতো, অথচ দরকার হলে তাদেও মনে ভয়ও ঢোকাতে পারতো। কিন্তু তার কথা আধ ঘণ্টা ধরে ভেবে, ক্রেমেন্‌জা তাকে বাতিল ক'রে দিলো। লোকটার সঙ্গে কৃষ্ণাঙ্গদের বেশ বেশি দহরম-মহরম, তার মানে চরিত্রে কোথাও গলদ আছে। তাছাড়া এখন সে যে পদে আছে, তার জন্য অন্য লোক পাওয়াও মুশকিল হবে।

দ্বিতীয় একজনের কথা কেমেন্‌জ চিন্তা করে প্রায় স্থিরই ক'রে ফেলেছিলো, বেশ পরিশ্রমী একজন লোক, দক্ষ ও বিশ্বস্তভাবে সে সংগঠনের কাজ করতো। ম্যানহাটানে কর্লিয়নিদের লাইসেন্স দেয়া মহাজনদের কাছ থেকে সে 'ডেলিঙ্কোয়েন্ট' বা অবহেলিত অ্যাকাউন্ট সংগ্রহ করতো। গোড়ায় সে 'বুকমেকারে'র চর ছিলো। কিন্তু এ লোকটা তখনও এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ পদের যোগ্য হ'য়ে ওঠেনি।

শেষ পর্যন্ত ক্রেমেন্‌জা রকো ল্যাম্পনি ব'লে একজনকে ঠিক করলো। কর্লিয়নি পরিবারে অল্পদিন শিক্ষানবিসি করলেও,ভালো কাজ করেছিলো। যুদ্ধের সময় আফ্রিকাতে লড়াই করে আহত হয়েছিলো; ১৯৪৩ সালে সামরিক বাহিনী থেকে ছাড়া পেয়েছিলো। সে সময়ে কম-বয়সী লোকের একান্ত অভাব ছিলো ব'লে ক্রেমেন্‌জা ওকে কাজে রেখেছিলো, যদিও আঘাতের ফলে ওর শরীর খানিকটা বিকল হয়েছিলো, খুঁড়িয়ে হাঁটতো। তৈরি কাপড়ের বাজারের আর ও-পি-এ আহার্য দ্রব্যের টিকিট যেসব সরকারি কর্মচারীদের হাতে থাকতো, তাদের সঙ্গে কালোবাজারি যোগ্যসূত্র হিসাবে ক্রেমেন্‌জা ওকে কাজে লাগিয়েছিলো। সেই পদ থেকে ল্যাম্পনির উন্নতি হয়ে সে ওদের গোটা সংগঠনের বিপদ ত্রাতা হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। ওর মধ্যে যে-গুণটি ক্রেমেন্‌জার ভালো লাগতো সেটি হলো ওর সূক্ষ্ম বিচারবোধ। ও জানতো যে যে-অপরাধের জন্য শুধু একটা মোটা জরিমানা কিংবা ছ'মাসের জেল হতে পারে তাই নিয়ে বেশি জবরদস্ত ক'রে কোনো লাভ নেই, বড় বড় মুনাফা লাভের জন্য সেটা যৎসামান্য দাম দেয়া বই তো নয়। ওর এতোটা সুবুদ্ধি ছিলো যে ও বুঝতো এক্ষেত্রে অতিরিক্ত ভয় না দেখিয়ে, ছোট ছোট ভয় দেখানোই ভালো। সমস্ত ব্যাপারের প্রাধান্য ও সবসময় কমিয়ে রাখতো, ঠিক যে জিনিসটি বাঞ্ছনীয়।

বিবেকসম্পন্ন পদাধিকারী যদি কর্মি সংক্রান্ত কোনো জটিল সমস্যার সমাধান করতে পারে, তবে তার যে-রকম আরাম লাগে, ক্রেমেন্‌জারও তাই হচ্ছিলো। ঠিক হয়েছে, রকো ল্যাম্পনিই ওকে সাহায্য করতে পারবে। কারণ কাজটা ক্রেমেন্‌জা নিজেই করবে বলে স্থির করেছিলো। আনকোরা নতুন একজন লোককে যোগ্য ক'রে তুলবার জন্য নয়, পলি গাটোর সঙ্গে ওর নিজের একটা হিসাব-নিকাশ করা দরকার। পলি ওরই প্রশ্রয়ে বড় হচ্ছিলো, ওর চাইতে বেশি যোগ্য এবং বিশ্বস্ত লোকদের মাথার ওপর দিয়ে ক্রেমেন্‌জা পলিকে যোগ্য হতে সাহায্য করেছিলো, তাছাড়া ও সব দিক দিয়েও পলির উন্নতির ব্যবস্থা করেছিলো। কিন্তু পলি শুধু কর্লিয়নি পরিবারের প্রতিই বিশ্বাসঘাতকতা করেনি, নিজের গুরু পিটার ক্রেমেন্‌জার প্রতিও বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলো। এই অশ্রদ্ধার প্রতিদান দরকার।

আর সব ব্যবস্থা হয়ে গিয়েছিলো। পলি গাটোকে বলা হয়েছিলো বেলা তিনটার সময় ক্রেমেন্‌জাকে ওর নিজের গাড়িতে তুলে নিতে, যেটার ওপর পুলিশের নজর ছিলো না। এখন ফোন তুলে ক্রেমেন্‌জা রকো ল্যাম্পানির নম্বর ডায়েল করলো। নিজের পরিচয় দিলো না। শুধু বললো, "আমার বাড়িতে এসো। কাজ আছে।" একটা জিনিস লক্ষ্য ক'রে ক্রেমেন্‌জা খুশি হলো, এতো ভোরেও ল্যাম্পানির গলার স্বরে বিস্ময় কিংবা ঘুমের জড়তা শোনা গেলো না। সে শুধু বললো, "ঠিক আছে।" ভালো লোক। ক্রেমেন্‌জা ওকে আরো বললো, "খুব তাড়াতাড়ি না, আমার সঙ্গে দেখা করার আগে ব্রেক্‌ফাস্ট, লাঞ্চ খেয়ে এসো। কিন্তু বেলা দুটোর বেশী দেরি কোরো না।"

ওদিক থেকে আরেকটা সংক্ষিপ্ত "ঠিক আছে" শোনা গেলো; ক্রেমেন্‌জা ফোন নামিয়ে রাখলো। এর আগেই ও নিজের লোকদের বলে রেখেছিলো কর্লিয়নি প্রাঙ্গণে টেসিওর লোকদের জায়গা যেন ওরা নেয়। কাজেই সে কাজটাও হয়ে গিয়েছিলো। ওর অধস্তন কর্মীরা খুব দক্ষ, কাজেই এ-সমস্ত যান্ত্রিক ব্যাপারে ও হাত দিতো না।

ক্রেমেন্‌জা ঠিক করলো ওর ক্যাডিলাক গাড়িটা ধোয়া-মোছা করবে। গাড়িটাকে ও খুব ভালোবাসতো। কি নি:শব্দে শান্তভাবে চলতো গাড়িটা। গদিগুলো এতো দামী যে মাঝে-মাঝে দিনটা ভালো থাকলে, ও গিয়ে গাড়িতে ঘন্টাখানেক বসে থাকতো, বাড়ির মধ্যে বসে থাকার চাইতে সেটা অনেক ভালো। তাছাড়া গাড়ি সাফ করার সময় ওর বুদ্ধিটাও ভালো খুলতো। ওর মনে পড়তো ইতালিতে ওর বাবাও তার গাধা সম্বন্ধে করতে ওরকম করতো।

গরম গ্যারাজের ভেতরে ক্রেমেন্‌জা কাজ করছিলো, শীত ওর সহ্য হতো না। মনে মনে কার্যক্রমটা আরেকবার ভেবে নিচ্ছিলো। পলির কাছে সাবধানে এগোতে হবে, লোকটা বড়-ইঁদুরের মতো, বিপদের গন্ধ পায়। আর যতোই জবরদস্ত হোক না কেন, এখন নিশ্চয় বুড়ো ভদ্রলোক বেঁচে আছেন শুনে কাপড়চোপড় নষ্ট করে ফেলেছে। গাধার পশ্চাতে পিঁপড়ে লাগলে সে যেমন ছটফট করে, সেও তাই করবে। কিন্তু এ-সবে ক্রেমেন্‌জা অভ্যস্ত ছিলো; ওর যা কাজ, তাতে এমন প্রায়ই হতো। প্রথমে রকোকে সঙ্গে নেবার একটা উসিলা স্থির করতে হবে। দ্বিতীয় কথা, তিনজনে একসঙ্গে যাবার একটা বিশ্বাসযোগ্য উদ্দেশ্যও দেখতে হবে।

অবশ্য, সত্যি কথা বলতে কি, তার কোনো দরকার ছিলো না। এ-সব ঝামেলা না করেও পলি গাটোকে হত্যা করা যেতো। ওকে তালা বন্ধ ক'রে রাখা হয়েছিলো, পালাবার উপায় ছিলো না। কিন্তু ক্রেমেন্‌জার দৃঢ় বিশ্বাস ছিলো যে সবসময় নির্দিষ্ট পদ্ধতি মতো কাজ করা দরকার, আর কাউকে কোথাও এক কণা ছাড় দেয়া নয়। কখন কি ঘটে কেউ বলতে পারে না, তাছাড়া এটা তো ঠিক যে এসব হল জীবন-মরণ ব্যাপার।

নীল ক্যাডিলাকটা ধু'তে ধু'তে পিটার ক্রেমেন্‌জা চিন্তা করছিলো পলিকে কি বলবে, মুখের কেমন ভাব হবে। সংক্ষেপে কথা বলবে, যেন অসন্তুষ্ট হয়েছে। গাটোর মতো যার সূক্ষ্ম বোধ আর সন্দিগ্ধ স্বভাব, এভাবে তার চোখে ধুলো দেয়া যাবে, অন্তত: মনে অনিশ্চয়তা আসবে। অতিরিক্ত বন্ধুত্ব দেখাতে গেলেও সতর্ক হয়ে পড়বে। একটু যেন অন্যমনস্কভাবে বিরক্তি দেখাতে হবে। আর ল্যাম্পনিকে কেন আনা হয়েছে? ওকে দেখে পলি খুব ঘাবড়াতে পারে, বিশেষত: ল্যাম্পনি যখন পেছনের সিটে বসবে। চালকের আসনে অসহায়ভাবে বসে

থাকতে হবে আর ল্যাম্পনি থাকবে মাথার পেছনে, এ ব্যবস্থা পলির কখনোই পছন্দ হবে না। ক্যাডিলাক গাড়ির ধাতু দিয়ে তৈরি জায়গাগুলোকে ক্রেমেন্‌জা খুব জোরে জোরে ঘষতে লাগলো। ব্যাপারটা বেশ জটিল হবে। খুবই জটিল। এক মুহূর্তের জন্য ভাবলো আরেকটা লোক নেবে কি না, তারপর স্থির করলো নেবে না। এখানে সে একটা প্রাথমিক যুক্তি অবলম্বন করেছিলো। ভবিষ্যতে এমন পরিস্থিতির উদয় হতে পারে যেখানে ওর সহকারীদের একজন যদি ওর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয় তার কিছু লাভ হয়ে যায়। মাত্র একজন সহকারী থাকলে, ওর কথার বিরুদ্ধে বড় জোর আরেকজন কথা বলবে। কিন্তু দু'জন ওর বিরুদ্ধে কথা বললেই মুশকিল হয়ে যেতে পারে। না, আগে যেমন স্থির করেছিলো, সেই নিয়মই ভালো। যে বিষয়ে ক্রেমেন্‌জার মন খুঁত-খুঁত করছিলো, সেটা হলো যে দণ্ডদানের ব্যাপারটা প্রকাশ করা হবে। অর্থাৎ লাশটাকে খুঁজে পাওয়া যাবে। ওটাকে অদৃশ্য করে দিতে পারলে ক্রেমেন্‌জা বেশি খুশি হতো। নিকটস্থ মহাসাগর কিম্বা কর্লিয়নি পরিবারের বন্ধু-বান্ধবদের নিউ জার্সিতে যেসব জলা-ভূমি ছিলো, সেই-সবই সাধারণতঃ সামধিক্ষেত্রের কাজ করতো। কিংবা অন্যান্য জটিল উপায়ও অবলম্বন করা হতো। কিন্তু এ কাজটা প্রকাশিত হওয়া কিংবা অন্যান্য জটিল উপায়ও অবলম্বন করা হতো। কিন্তু এ কাজটা প্রকাশিত হওয়া দরকার, যাতে সম্ভাব্য বিশ্বাসঘাতকরা ভয় পেয়ে যায় আর শত্রুদেরও সতর্ক করে দেয়া হয় যে কর্লিয়নি পরিবার এখনও নির্বোধ দুর্বল হয়ে পড়েনি। তার চর এতো সহজে ধরা পড়লে, সলোৎসোও সাবধান হয়ে যাবে। কর্লিয়নি পরিবারের পুরনো সম্মান খানিকটা হেয় প্রতিপন্ন হয়েছিলো।

ক্রেমেন্‌জা একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললো। ততোক্ষণে বিশাল একটা নীল ইস্পাতের ডিমের মতো ক্যাডিলাকটা ঝক্‌ঝক্ করছিলো, অথচ আসল সমস্যার সমাধানের দিকে সে এক পাও এগোতে পারেনি। তারপরেই হঠাৎ সমাধানটা মনে পড়ে গেলো; যুক্তিযুক্ত, লাগসই একটা সমাধান। তাতে ক'রে রক্ষে ল্যাম্পনির, ওর আর পলির একত্রে থাকার কারণ এবং যথেষ্ট গোপনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ একটা অভিপ্রায়, দুই-ই পাওয়া গেলো।

যখনই পরিবারগুলোর মধ্যেকার সংঘর্ষটা অতিশয় তিক্ত তীব্র হয়ে উঠতো, তখনই প্রতিপক্ষরা নানান গোপন ফ্ল্যাটে তাদের আস্তানা গাড়তো। ওদের স্ত্রী-পুত্র-পরিবারকে নিরাপদে রাখা এর প্রধান উদ্দেশ্য ছিলো না, কারণ যারা যুদ্ধে যোগ দিচ্ছে না তাদের ওপর হামলা করার কথা কেউ ভাবতেই পারতো না। এদিক থেকে বদলা নিতে গেলে সব দলেরই সমান দুর্বলতা। আসলে একটা গোপন জায়গায় বাস করা অনেক বেশি বুদ্ধির কাজ, কারণ তাহলে সবার দৈনন্দিন গতিবিধির ওপর শত্রুরা, কিংবা যদি পুলিশের কারো নাক গলাবার ইচ্ছা হয় তারা কেউ নজর রাখতে পারে না।

এসব কারণে সাধারণতঃ একজন বিশ্বাসী ক্যাপোরেজিমিকে একটা গোপন বাসস্থান ভাড়া করার জন্য পাঠানো হতো, সেখানে অনেকগুলো তোশক ফেলে রাখা হতো। যখন শত্রুর ওপর হামলা করা হতো, তখন এই সব বাসস্থান থেকেই অভিযান শুরু করা হতো। এ-ধরনের উদ্দেশ্যে ক্রেমেন্‌জাকে পাঠানো খুবই স্বাভাবিক; সঙ্গে ক'রে গাটো আর ল্যাম্পনিকে নিয়ে যাওয়াও তার পক্ষে স্বাভাবিক; তারা সমস্ত খুঁটিনাটি ব্যবস্থা করবে, বাসস্থানের জন্য আসবাবপত্র যোগাড় করবে। একটু হেসে ক্রেমেন্‌জা ভাবতে লাগলো,

দেখাই গেছে পলি গাটো অনেক লোভী, তার মনে নিশ্চয়ই সবার আগে এই চিন্তা জাগবে, এই খবরের জন্য সলোৎসোর কাছ থেকে কতো টাকা আদায় করা যাবে।

রকো ল্যাম্পনি আগেই এলো, ক্রেমেন্‌জা তাকে বুঝিয়ে বললো কি কি করতে হবে এবং কে কি ভূমিকা নেবে। বিস্মিত কৃতজ্ঞতায় ল্যাম্পনির মুখটা উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠলো, পদোন্নতির ফলে কর্লিয়নি পরিবারের কাজ করার সুযোগ দেবার জন্য সে ক্রেমেন্‌জাকে সশ্রদ্ধ ধন্যবাদ জানালো। ক্রেমেন্‌জাও নিশ্চিত হলো যে সে উচিত কাজই করেছে। ল্যাম্পনির কাঁধ চাপড়ে সে বললো, "আজকের পর থেকে তুমি কিছু বেশি খরচ পাবে। সে বিষয়ে পরে কথা হবে। বুঝতেই পারছো কর্লিয়নি পরিবার এখন আরো সঙ্গীন বিষয় নিয়ে ব্যস্ত আছে, তাদের আরো গুরুত্বপূর্ণ কাজ রয়েছে।" ল্যাম্পনির অঙ্গ-ভঙ্গি দেখে বোঝা গেলো সে ধৈর্য ধরে থাকবে, কারণ তার পুরস্কার সম্বন্ধে কোনো প্রশ্ন নেই।

ক্রেমেন্‌জা তার ঘরের 'সেফটা খুলে একটা বন্দুক বের করে ল্যাম্পনিকে দিয়ে বললো, "এটা ব্যবহার করো। কেউ এটা ট্রেস করতে পারবে না। পলির সঙ্গে ওটাকে গাড়িতেই ফেলে রেখো। এ কাজটা শেষ হলেই, আমি চাই তোমার স্ত্রী আর ছেলে-মেয়েদের নিয়ে ফ্লোরিডাতে গিয়ে ক'দিন ছুটি কাটাও। এখন নিজের খরচায় যেও, পরে আমি টাকাটা দিয়ে দেবো। সেখানে আরাম করো, রোদ পোহাও। মায়ামি বিচে কর্লিয়নিদের হোটেল আছে, সেখানে থেকো, তাহলে আমিও বুঝবো দরকার হলে তোমাকে কোথায় পাওয়া যাবে।"

ক্রেমেন্‌জার স্ত্রী ঘরের দরজায় টোকা দিয়ে বললো পলি গাটো এসে গেছে। বাড়ির সামনে রাস্তায় তার গাড়ি দাঁড়িয়েছে। গ্যারাজের ভেতর দিয়ে ক্রেমেন্‌জা আগে আগে চললো, ল্যাম্পনি তার পেছনে গেলো। গাটোর পাশে সামনের সিটে বসে ক্রেমেন্‌জা গোমড়া মুখে তাকে অভিবাদন জানালো, মুখে একটা বিরক্তির ভাব। একবার ঘড়ির দিকে তাকালো, যেন ভেবেছে পলি দেরি ক'রে এসেছে।

বেজিমুখো 'বাটন্-ম্যান' তার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিলো, যেন একটা নির্দেশ খুঁজছে। ল্যাম্পনি ও পেছনের সিটে বসতেই ও একটু সঙ্কুচিত হ'য়ে উঠে বললো, 'রকো, অন্য দিকে বসো। তোমার মতো একটা লম্বা-চওড়া লোক ওখানে বসলে আমি চালকের আয়নায় পেছন দিকটা দেখতে পাই না।" বাধ্য ছেলের মতো ল্যাম্পনি সরে গিয়ে ক্রেমেন্‌জার পেছনে বসলো, যেন এ-ধরনের অনুরোধ অত্যন্ত স্বাভাবিক।

ক্রেমেন্‌জা বিরসভাবে গাটোকে বললো, "সনিটা খুব ঘাবড়ে গেছে। এরই মধ্যে তোশক পেতে ফেলার কথা ভাবছে। ওয়েস্ট সাইডে একটা জায়গা খুঁজে নিতে হবে। পলি, তোমাকে আর রকোকে নতুন আস্তানার লোকজন জিনিসপত্র যোগাড় করতে হবে, যতো দিন না বাকি সৈনিকরা এসে ওখানে জড়ো হবার হুকুম পায়। কোনো ভালো জায়গার সন্ধান জানো নাকি?"

ক্রেমেন্‌জা যেমন আঁচ করেছিলো, এ-কথা শুনেই গাটোর চোখ চক্ চক্ হ'য়ে উঠলো। পলি তো টোপ গিললো। এ-খবরের জন্য সলোৎসোর কাছ থেকে কতো টাকা আদায় করা যেতে পারে সে বিষয়ে ভাবতে সে এতো ব্যস্ত হ'য়ে পড়লো যে তার নিজের কোনো বিপদের ভয় আছে কি না সে-কথা ভুলেই গেলো। তাছাড়া ল্যাম্পনিও চমৎকার অভিনয় ক'রে

যাচ্ছিলো; উদাসীন আয়েসী ভাব দেখিয়ে সে জানালা দিয়ে বাইরে চেয়ে ছিলো। ল্যাম্পনিকে বেছে নেবার জন্য ক্লেমেন্‌জা নিজের তারিফ না করে পারছিলো না।

গাটো কাঁধ তুলে বললো, "সে বিষয়ে ভেবে দেখতে হবে।" ক্লেমেন্‌জা ঘোঁত-ঘোঁত ক'রে বললো, "ভাবতে ভাবতে গাড়িটা চালাও, আমি আজ নিউ ইয়র্কে পৌছাতে চাই।"

পলি ছিলো দক্ষ চালক, তাছাড়া বিকেলের এই সময়টাতে শহরগামী গাড়ির সংখ্যা খুব বেশি ছিলো না; ওরা যখন পৌছালো তখন শীতকালের দ্রুত সন্ধ্যা নামতে শুরু করেছিলো। গাড়িতে কেউ বাজে গল্প করেনি। ক্লেমন্‌জা পলিকে বললো ওয়াশিংটন হাইটসের দিকে যেতে। তার পর কয়েকটা ফ্ল্যাট-বাড়ি দেখে, ওকে আর্থার অ্যাভেনিউতে গাড়ি থামিয়ে অপেক্ষা করতে বললো। রকো ল্যাম্পনিকে গাড়িতে রেখে ক্লেমেন্‌জা নেমে গেলো। নেমে ভিরা মারিও রেস্তোরাঁতে ঢুকে সালাদ আর মাংস দিয়ে হালকা নৈশ ভোজ সেরে নিতে নিতে দু'চারজন চেনা-পরিচিত লোকের সঙ্গে দু'একটা কথাও বলে নিলো। এইভাবে ঘণ্টাখানেক কাটিয়ে কয়েক ব্লক পায়ে হেঁটে, যেখানে গাড়িটা ছিলো সেখানে পৌছে গাড়ি চড়লো। গাড়িতে গাটো আর ল্যাম্পনি তখনও বসে ছিলো।

উঠে ক্লেমেন্‌জা বললো, "ধ্যাত্‌! এখন বলে কি না লংবিচে ফিরে যেতে হবে! অন্য কি কাজ দেবে আমাদের। সনি বলছে এ-কাজ পরে করলেও হবে। রকো, তুমি তো শহরের মধ্যেই থাকো, তোমাকে নামিয়ে দিয়ে যাবো নাকি?"

রকো আস্তে আস্তে বললো, "আপনাদের ওখানে গাড়ি ছেড়ে এসেছি, এদিকে কাল ভোরেই মা'র গাড়িটা দরকার।"

ক্লেমেন্‌জা বললো, "ঠিক আছে। তাহলে তোমাকে আমাদের সঙ্গেই ফিরতে হয়।"

লংবিচ ফেরার পথে এবারও কেউ কোনো কথা বলেনি। শহরে ঢুকবার ঠিক আগে ফাঁকা রাস্তায় পৌছেই হঠাৎ ক্লেমেন্‌জা বললো, "পলি, পাশে গাড়িটা একটু রাখো। আমার একটু প্রস্রাব না করলেই নয়।" গাটো জানতো ক্যাপোরেজিমির মূত্রাশয়টা কিঞ্চিৎ গোলমেলে, সে অনেক সময়ই এ ধরনের অনুরোধ করতো। জলার কাছে নরম মাটির ওপর পাশ করে গাটো গাড়ি রাখলো। ক্লেমেন্‌জা নেমে কয়েক পা দূরে ঝোপের আড়ালে গেলো। এমন কি সত্যি-সত্যি কাজটাও সারলো। তারপর ফিরে এসে, গাড়িতে উঠবার জন্য দরজাটা খুলে, একটু রাজপথের ডাইনে বাঁয়ে দেখে নিলো। কোথাও কোনো আলো দেখা গেলো না, পথে ঘোর অন্ধকার। ক্লেমেন্‌জা বললো, "এবার লাগাও।" মুহূর্তের মধ্যে গাড়ির ভেতরটা বন্দুকের বিস্ফোরণের শব্দে কেঁপে উঠলো। পলি গাটোর শরীরটা যেন সামনের দিকে লাফিয়ে উঠে, স্টিয়ারিং'র ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়েই, সিটের ওপর হেলে পড়লো। ক্লেমেন্‌জা তাড়াতাড়ি পিছু হটে গিয়েছিলো, যাতে ওর গায়ে রক্তের ছিটা, মগজ না লাগে।

খচ্‌মচ্‌ ক'রে রকো ল্যাম্পনি পেছনের সিট থেকে নেমে এলো। হাতে তখনও বন্দুক ধরা, সেটাকে সে জলার মধ্যে ফেলে দিলো। তারপর সে আর ক্লেমেন্‌জা তাড়াতাড়ি কাছেই পার্ক করা একটা গাড়িতে গিয়ে উঠলো। গাড়ির সিটের নিচে হাতড়াতেই ওদের জন্যে রাখা চাবিটাও পেয়ে গেলো। তখন গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে রকো ক্লেমেন্‌জাকে বাড়িতে পৌছে দিলো। তারপর ঐ পথে না ফিরে, জোন্‌স বীচ কজ্‌ওয়ে ধরে, মেরিক্‌ শহরের মধ্যে দিয়ে, মেডোব্রুক্‌

পার্কওয়েতে পড়ে সোজা এগিয়ে চললো যতোক্ষণ না নর্দার্ন স্টেট পার্কওয়ে পৌছালো। সেটি ধরে লং আইল্যাণ্ড এক্সপ্রেস্-ওয়েতে পড়লো, তারপর হোয়াইট স্টোন ব্রিজ্ পেরিয়ে ব্রঙ্কস্ হয়ে সোজা ম্যানহাটানে নিজের বাড়িতে।

সাত

যেদিন ডন কর্লিয়নিকে গুলি করা হয়েছিলো তার আগের দিন তার সবচাইতে বলশালী, সব চাইতে বিশ্বাসী, সবচাইতে ভয়াবহ অনুচর লুকা ব্রাসি শত্রুপক্ষের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য তৈরি হয়েছিলো। এর বেশ কয়েক মাস আগেই সে সলোৎসোর দলের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলো। করেছিলো ডন কর্লিয়নির হুকুমেই। করেছিলো টাটাগ্লিয়া পরিবার পরিচালিত কয়েকটা নাইটক্লাবে ঘোরাঘুরি করে এবং ওদের ভাড়াটে মেয়েমানুষদের মধ্যে যে সবার সেরা, তার সঙ্গে ভাব করে। সেই মেয়ের পাশে শুয়ে শুয়ে ও গজগজ করতো যে কর্লিয়নি পরিবার ওকে কিভাবে চেপে রাখে, ওর মূল্যের স্বীকৃতি দেয় না ইত্যাদি। এক সপ্তাহ এই রকম করার পর, ঐ নাইটক্লাবটার ম্যানেজার ব্রুনো টাটাগ্লিয়া ওর সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলো। ব্রুনো ছিলো বাড়ির সব চাইতে ছোট ছেলে এবং বাইরে থেকে মনে হতো ওদের পারিবারিক বেশ্যা-ব্যবসার সঙ্গে ওর কোনো সম্বন্ধ নেই। কিন্তু ওর ঐ বিখ্যাত নাইটক্লাবটি এবং সেখানকার দীর্ঘ-বৃন্ত সুন্দরীরা শহরের বহু নটবরের স্নাতকোত্তর বিদ্যালয়ের কাজ করতো।

প্রথম সাক্ষাৎকারটা নির্দোষভাবেই সম্পন্ন হয়েছিলো। টাটাগ্লিয়া ওকে ওদের পরিবারের বন্দুকবাজের কাজ দিতে চেয়েছিলো। মাসখানেক দোনো-মোনো ক'রে কেটেছিলো। লুকার ভূমিকা ছিলো যেন বৃদ্ধ বয়সে সে এক সুন্দরী তরুণীর রূপে মোহিত। ব্রুনো টাটাগ্লিয়ার ভূমিকা ছিলো যেন একজন ব্যবসায়ী তার প্রতিদ্বন্দ্বীর দল ভাঙিয়ে একজন কর্মচারীকে বাগাবার চেষ্টা করছে। এই ধরনের একটা সাক্ষাৎকারে লুকা ভাব দেখালো যেন সে সম্মত আছে, কিন্তু তার পরেই বললো, "তবে একটা কথা মেনে নিতেই হবে। আমি কখনো গডফাদারের বিরুদ্ধে যাবো না। ডন কর্লিয়নিকে আমি শ্রদ্ধা করি। তবে এটুকুও বুঝি যে ওঁদের পারিবারিক ব্যবসায় আমার আগে ওর নিজের ছেলেদের উনি স্থান দিতে বাধ্য।" সে বললো, "আমার বাবা মোটেই আশা করছেন না যে কর্লিয়নিদের আপনি কোনো অনিষ্ট করবেন। তা করবেনই বা কেন? আজকাল তো সবার সঙ্গে সবার ভাব, সেকালের মতো তো আর নয়। এ যেন আপনি একটা নতুন চাকরি খুঁজছেন। আমি বাবাকে সেটা বলে দিতে পারি আমাদের ব্যবসাতে আপনার মতো লোকের সবসময়ই দরকার আছে; ব্যবসাটা খুব কঠিন, তাই সেটা নির্বিঘ্নে চালাবার জন্য কঠিন লোকেরই দরকার হয়। আপনি যদি কখনো মন স্থির ক'রে ফেলেন, আমাকে জানাবেন।"

লুকা কাঁধ তুলে বললো, "এখন যে কাজ করছি, সেটা ও খুব মন্দ নয়।" ব্যস্, ঐ পর্যন্ত কথা হয়ে রইলো।

লুকার মতলব ছিলো টাটাগ্লিয়াদের বোঝাতে হবে যে সে ঐ লাভজনক মাদক ব্যবসার কথা শুনেছে এবং ব্যক্তিগতভাবে সে নিজে তার একটা অংশ চায়। এইভাবে এগোলে হয়তো তুর্কির মাথায় যদি কোনো ফন্দি থাকে; কিংবা সে যদি ডন কর্লিয়নিকে ঘাঁটাবার মতলব ক'রে

থাকে, সে-বিষয়ে কিছু জানা যেতে পারে। দু'মাস অপেক্ষা করলো লুকা, এর মধ্যে কিছু ঘটলো না দেখে সে ডনকে জানালো যে ব্যাপার দেখে বোঝা যাচ্ছে সলোৎসো তার পরাজয়টা ভালো ভাবেই নিয়েছে। ডন বলে দিলেন তবু চেষ্টা চালিয়ে যেতে, কিন্তু অন্য কাজের ক্ষতি না করে এবং বেশি গুরুত্ব না দিয়ে।

ডন কর্লিয়নি গুলি খাবার আগের রাতে লুকা নাইট-ক্লাবেই গিয়েছিলো। সঙ্গে সঙ্গে ব্রুনো টাটাগ্লিয়া এসে ওর টেবিলের পাশে বসেই বললো, "আমার এক বন্ধু আপনার সঙ্গে কথা বলতে চায়।" লুকা বললো, "তাকে নিয়ে আসুন। আপনার যে কোনো বন্ধুর সঙ্গে আমি কথা বলতে রাজি।"

ব্রুনো বললো, "না। সে গোপনে কথা বলতে চায়।"

লুকা জিজ্ঞেস করলো, "কে সে?"

ব্রুনো বললো, "ঐ আমার এক বন্ধু। আপনার কাছে সে একটা প্রস্তাব দিতে চায়। আরেকটু রাত বাড়লে তার সঙ্গে দেখা করতে পারবেন?"

লুকা বললো, "নিশ্চয় পারবো। কখন এবং কোথায়?"

টাটাগ্লিয়া আস্তে আস্তে বললো, "ক্লাব বন্ধ হয় ভোর চারটায়। ওয়েটাররা যখন ঘর দোর সাফ করবে, তখন এখানেই তার সঙ্গে দেখা করুন না কেন?"

লুকা ভাবলো, ওরা ওর অভ্যাস জানে দেখা যাচ্ছে, নিশ্চয় ওর ওপর নজর রেখেছে। সাধারণত: লুকা বেলা তিনটা-চারটায় উঠে ব্রেকফাস্ট খেতো। তারপর কর্লিয়নি পরিবারের কোনো সহকর্মীর সঙ্গে জুয়া খেলে কিংবা কোনো মেয়েমানুষের সঙ্গে কিছুটা সময় কাটাতো। কখনো হয়তো রাত বারোটায় একটা ফিল্ম দেখতো, তারপর একটা ক্লাবে গিয়ে মদ খেতো। ভোরের আগে লুকা শুতে যেতো না কাজেই ভোর চারটায় দেখা করা শুনতে যতোটা অদ্ভুত, আসলে ততোটা নয়।

লুকা বললো, "নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। আমি চারটার সময় এখানে ফিরে আসবো।" ক্লাব ছেড়ে ট্যাক্সি চড়ে লুকা টেন্‌থ্‌ অ্যাভেনিউতে তার ফার্নিশ করা বাসায় ফিরে গেলো। দূরসম্পর্কীয় এক ইতালিয় পরিবারের বাড়িতে ও পয়সা দিয়ে থাকতো। ওর ঘর দুটা বাড়ির বাকি অংশ থেকে আলদা করা ছিলো, মাঝখানে একটা বিশেষ দরজা ছিলো। এই ব্যবস্থাই ওর পছন্দ ছিলো, কারণ এতে ও একটা পারিবারিক পরিবেশের মধ্যে বাস করতে পারতো, সেটা তার ভালো লাগতো, অথচ যেখানে ওর সব চাইতে বড় দুর্বলতা, তার ওপর কারোর পক্ষে হঠাৎ হামলা করার উপায় ছিলো না।

লুকা ভাবছিলো এবার চতুর শেয়াল-বুড়ো তার লোমশ ল্যাজ দেখাবে। যদি ব্যাপারটা যথেষ্ট গড়ায়, সলোৎসো যদি কোনো কথা দিয়ে ফেলে, তাহলে সমস্ত ব্যাপারটাকে হয়তো বড়দিনের উপহার-স্বরূপ ডনকে দেয়া যাবে। ঘরে গিয়ে লুকা তার খাটের তলার ট্রাঙ্কের চাবি খুলে বুলেট-প্রুফ গেঞ্জিটা বের করলো। জিনিসটা বেশ ভারি। কাপড় ছেড়ে গরম অন্তর্বাসের ওপর ওটা পরে নিয়ে, তার ওপর শার্ট, কোট পরলো। একবার ভাবলো লংবিচে ডনের বাড়িতে ফোন করে এই নতুন পরিস্থিতির কথা জানিয়ে দেবে, কিন্তু ও জানতো যে ডন কারো সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলতেন না। এ কাজটা তিনি গোপনে লুকাকে দিয়েছিলেন, কাজেই উনার ইচ্ছা ছিলো না যে আর কেউ, এমন কি হেগেন কিংবা বড় ছেলেও এ বিষয়ে জানতে পারে।

লুকার সঙ্গে সবসময় বন্দুক থাকে। তার জন্য একটা লাইসেন্স আছে; সম্ভবতঃ একটা বন্দুকের লাইসেন্সের জন্য কেউ কোথাও কখনো এতো দাম দেয় নি। এর জন্য মোট খরচ পড়েছিলো দশ হাজার ডলার, কিন্তু পুলিশরা যদি ওকে সার্চ করে তাহলে ঐ লাইসেন্সটার জোরেই ও জেলে যাওয়া থেকে বেঁচে যায়। কর্লিয়নি পরিবারের একজন উর্ধ্বতন কর্মচারি হিসেবে এমন লাইসেন্সের যোগ্যলোক সে। আজ কিন্তু তেমনটা দাঁড়ালে যদি ব্যাপারটাকে খতম করেই দিতে হয়, তাই একটা 'নিরাপদ' বন্দুক সঙ্গে নিলো। এমন বন্দুক যেটা ওর ব'লে প্রমাণ করা যাবে না। পরে সমস্ত অবস্থাটা ভেবে দেখে লুকা স্থির করেছিলো, অপর পক্ষের বক্তব্যটা শুনে গডফাদার ডন কর্লিয়নির কাছে গিয়ে সব বলবে।

ক্লাবে ফিরে গেলো লুকা কিন্তুমদ আর খেলো না। তার বদলে ফর্টিএইট্থ্ স্ট্রিটে বেরিয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগলো, তারপর ওর প্রিয় ইতালিয় রেস্তোরাঁ প্যাট্সিতে গিয়ে ধীরে সুস্থে একটু সাপার খেলো। শেষে যখন সাক্ষাতের সময় হলো, আবার শহরের মাঝখানে ক্লাবের সদর দরজায় হাজির হলো। যখন ভেতরে ঢুকলো, দ্বাররক্ষীও তখন অনুপস্থিত। যে মেয়েটা লোকের লাঠি টুপি ইত্যাদি নিতো, সেও বাড়ি চলে গিয়েছিলো। খালি ব্রুনো টাটাগ্লিয়া ছিলো সে ওকে অভ্যর্থনা ক'রে ঘরের এক পাশে জন-মানবশূন্য 'বারে' নিয়ে গেলো। লুকা দেখতে পাচ্ছিলো ওদের সামনে মরুভূমির মতো ছোট-ছোট টেবিলে ছড়ানো রয়েছে আর তাদের মাঝখানে হলদে কাঠের পালিশ করা নাচের জায়গাটা যেন একটা ছোট হীরার মতো ঝক্মক্ করছে। ছায়ার মধ্যে দেখতে পেলো শূন্য বাসস্ট্যান্ড, তার মাঝখান দিয়ে উঠেছে ধাতুর তৈরি মাইক্রোফোনের কঙ্কাল।

লুকা বারের সামনে বসলো, ব্রুনো গেলো পেছনে। লুকাকে পানীয় দিতে চাইলে সে অস্বীকার ক'রে একটা সিগারেট ধরালো। হয়তো ব্যাপারটা অন্য কিছু, সলোৎসোর সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই। ঠিক সেই সময় ঘরের অন্য পাশের আবছায়া থেকে লুকা সলোৎসোকে বেরিয়ে আসতে দেখলো।

সলোৎসো বললো, "খুব লাভের ব্যবসার সম্ভাবনা আছে। অর্থাৎ আমি বলতে চাই, ওপরওয়ালাদের সবার ভাগে লক্ষ-লক্ষ ডলার পড়বে। প্রথম জাহাজের মাল উদ্ধারের সঙ্গে তুমি পঞ্চাশ হাজার ডলার পেয়ে যাবে কথা দিতে পারি। আমি মাদকদ্রব্যের কথা বলছি; ভবিষ্যৎ এর উজ্জ্বল ।"

লুকা বললো, "আমাকে বলছেন কেন? আপনার কি ইচ্ছা আমি ডনকে গিয়ে কিছু বলবো?"

সলোৎসো মুখ বিকৃত ক'রে বললো, "আমি এর আগেই তার সঙ্গে কথা বলেছি। সে এতে যোগ দিতে রাজি নয়। ঠিক আছে, তাকে বাদ দিলেও আমার চলবে। কিন্তু আমার একজন বলিষ্ঠ লোকের দরকার যে গায়ের জোর দিয়ে আমাদের ব্যবসা রক্ষা করবে। যতোদুর জানি, কর্লিয়নি পরিবারে কাজ করে তুমি খুব সুখি নও, হয়তো চাকরি বদল করতে পারো।"

লুকা কাঁধ তুলে বললো, "যদি চাকরিটা যথেষ্ট ভালো হয়।"

সলোৎসো ওকে খুব দেখছিলো, এখন মনে হলো সে মন স্থির করে ফেলেছে। "তাহলে

কয়েকদিন এ বিষয়ে ভেবো তারপর আবার কথা বলা যাবে।" বলে হাত বাড়িয়ে দিলো সলোৎসো। লুকা ভাব দেখালো যেন কিছু দেখতেই পায়নি, সে মুখে একটা লাইটার জ্বালিয়ে লুকার সিগারেটের কাছে ধরলো। কিন্তু তার পরেই সে একটা অদ্ভুত কাজ করলো, লাইটারটা বারের ওপর ফেলে লুকার ডান হাতটা খুব জোরে চেপে ধরে রাখলো।

লুকার দিক থেকে সঙ্গে সঙ্গে এর প্রতিক্রিয়া হলো, বারের টুলের ওপর থেকে শরীরটাকে নামিয়ে সে পাক খেয়ে সরে যাবার চেষ্টা করলো। কিন্তু ততোক্ষণে সলোৎসো অন্য হাতার কব্জি চেপে ধরেছিলো। তবু ওদের দু'জনের চাইতে লুকার গায়ের জোর বেশি ছিলো, সে ওদের হাত ছাড়িয়ে বেরিয়ে যেতে পারতো, যদি না এই সময় ওর পেছনে ছায়ার মধ্যে থেকে একটা লোক বেরিয়ে এসে ওর গলায় একটা রেশমী দড়ি পেচিয়ে না দিতো। দড়িটা টেনে ধরতেই লুকার দম বন্ধ হয়ে এলো। মুখের রঙ বেগুণী হয়ে গেলো, হাতের জোর চলে গেলো। তখন ওর হাত ধরে রাখতে টাটাগ্লিরা আর সলোৎসোর কোনো অসুবিধাই হলো না। ছেলে মানুষের মতো অদ্ভুত ভাবে দাঁড়িয়ে রইলো ওরা, আর লুকার পেছনে দাঁড়িয়ে অন্য লোকটা ফাঁসটাকে আরো টান দিতে লাগলো। লুকার গায়ে আর একটুও শক্তি অবশিষ্ট রইলো না, পা দুটো মুড়ে গেলো, শরীর ঝুলে পড়লো। সলোৎসো আর টাটাগ্লিয়া ওর হাত ছেড়ে দিলো, শুধু ফাঁস হাতে সেই লোকটা ওর কাছে রইলো।

লুকার দেহটা মাটিতে লুটিয়ে পড়তেই সেও পাশে হাঁটু গেড়ে বসে দড়িটাকে এতো জোড়ে টান দিলো যে সেটা লুকার গলার মাংস কেটে বসে অদৃশ্য হ'য়ে গেলো। লুকার চোখ ঠিক্‌রে বেরিয়ে এলো, যেনো খুব অবাক হয়ে গেছে; এই অবাক ভাবটাই তখন ওর দেহের মানবীয়তার একমাত্র পরিচয় হয়ে দাঁড়ালো। ততোক্ষণে লুকা মারা গেছে।

সলোৎসো বললো, "আমি চাই না যে ওর লাশটা কেউ খুঁজে পায়। এখন ওকে যাতে পাওয়া না যায়, তার বিশেষ গুরুত্ব আছে।" এই ব'লে ঘুরে দাঁড়িয়ে সে অন্ধকারের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেলো।

আট

ডন কর্লিয়নি গুলি খাবার পরের দিনটা ওঁদের পরিবারের পক্ষে একটা ব্যস্ততার দিন ছিলো। মাইকেল ফোনের কাছে বসে সনির কাছে খবরাখবর সরবরাহ করছিলো। টম হেগেনও খুব ব্যস্ত ছিলো, সলোৎসোর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের মধ্যস্থতা করার জন্য একটা উপযুক্ত লোক খুঁজে বের করতে হবে। তুর্কি নিজে হঠাৎ গায়েব হয়ে গিয়েছিলো, হয়তো টের পেয়েছিলো যে ক্লেমেন্‌জা টেসিওর বাট্‌ন ম্যানরা ওর পিছু নেবার চেষ্টায় সারা শহর তন্ন-তন্ন করে খুঁজে বেড়াচ্ছিলো। সলোৎসো কিন্তু তার গোপন আস্তানার আশেপাশে গা-ঢাকা দিয়ে ছিলো, টাটাগ্লিয়া পরিবারের মাথারাও তাই। সনি এটা আশাই করেছিলো, এ-রকম প্রাথমিক সতর্কতা অবলম্বন করতে শত্রুপক্ষ বাধ্য।

ক্লেমেন্‌জাও সেদিন পলি গাটোকে নিয়ে ব্যস্ত ছিলো। লুকা ব্রাসি কোথায় গেলো সে খবর নেবার ভার টেসিওকে দেয়া হয়েছিলো। গুলি ছোঁড়ার আগের রাত থেকে লুকা আর বাড়ি ফেরেনি, এটা খুব খারাপ লক্ষণ। কিন্তু সনি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছিলো না যে লুকা বিশ্বাসঘাকতকা করেছে, কিংবা কেউ তাকে অতর্কিতে ঘায়েল করেছে।

সনির মা হাসপাতালের কাছে কর্লিয়নি পরিবারের কোনো বন্ধুর বাড়িতে থেকে গিয়েছিলেন। ডনের জামাই কার্লো রিট্‌সি সাহায্য করতে চেয়েছিলো, কিন্তু তাকে বলা হয়েছিলো যে ডন কর্লিয়নি তাকে যে-ব্যবসাতে বসিয়ে দিয়েছিলেন, সে বরং সেদিকে নজর দিক। ব্যবসাটা ছিলো ম্যানহাটানের ইতালির পাড়ায় ঘোড়দৌড়ের বাজির একটা লাভজনক ব্যাপার। কনি শহরে তার মা-র কাছে ছিলো, যাতে হাসপাতালে বাবাকে দেখতে যেতে পারে।

বাপের বাড়ির একটা ঘরে ফ্রেডি তখনও ওষুধ খেয়ে ঘুমে অচেতন। সনি আর মাইকেল তাকে একবার দেখে আসতে গিয়ে ওর মুখের বিবর্ণতা আর নি:সন্দেহ অসুস্থতা দেখে অবাক হয়েছিলো। ঘর থেকে বেরিয়ে সনি মাইকেলকে বলেছিলো, "কি সর্বনাশ! দেখে মনে হচ্ছে বাবার চেয়েও ও-ই বেশি গুলি খেয়েছে!"

মাইকেল কাঁধ তুলেছিলো। যুদ্ধক্ষেত্রে সৈনিকদের ঐরকম অবস্থা ওর দেখা ছিলো। তবে ফ্রেডের যে কোনো কালে অমন হতে পারে এ-কথা ও স্বপ্নেও ভাবেনি। ওর মনে পড়লো ছোটবেলায় ঐ মেজ ভাইটিই ছিলো সবচাইতে জবরদস্ত। কিন্তু ও-ই ছিলো বাবার সবচাইতে বাধ্য সন্তান। তবু সবাই জানতো, এই মধ্যম পুত্রটি যে কোনো কালে ব্যবসার খুব উন্নতি করবে, বহু দিন আগেই এমন আশা ডন ছেড়ে দিয়েছিলেন। ফ্রেডি যথেষ্ট চালাক-চতুর ছিলো না; সে দিকটা বাদ দিলে, যথেষ্ট নির্মমও ছিলো না। পেছনে সরে থাকতে ভালোবাসতো; ওর একটা শক্তিশালী ব্যক্তিত্বও ছিলো না।

সন্ধ্যার দিকে হলিউড থেকে জনি ফন্টেন ফোন করেছিলো। সনি ফোন ধরলো। "না জনি, বাবাকে দেখার জন্য এখানে এসে কোনো লাভ নেই। বাবা এখনও খুবই অসুস্থ, তাছাড়া এতে তোমার হয়তো বদনাম হতে পারে; আমি জানি বাবা নিজেও সেটা চাইতেন না। উনি একটু সেরে ওঠা পর্যন্ত অপেক্ষা করো, ওঁকে বাড়ি নিয়ে এলে, তবে দেখা করতে এসো। হ্যা, নিশ্চয়, ওঁকে তোমার শুভেচ্ছা জানাবো।" ফোন নামিয়ে মাইকের দিকে ফিরে সনি বললো, "বাধা শুনে খুশি হবেন যে জনি উনাকে দেখার জন্য ক্যালিফোর্নিয়া থেকে উড়ে আসতে চেয়েছিলো।"

আরেকটু সন্ধ্যা হলে ক্লেমেন্‌জার লোকদের মধ্যে একজন মাইককে কোম্পানির তালিকাভুক্ত ফোনটা ধরার জন্য রান্না-ঘরে ডেকে নিয়ে গিয়েছিলো। কে ফোন করছিলো। সে জিজ্ঞেস করলো, "তোমার বাবা ভালো আছেন?" ওর গলাটা একটু ক্লিষ্ট শোনালো, একটু যেন অস্বাভাবিক। মাইকেল বুঝতে পেরেছিলো যা ঘটেছিলো সবটা কে-র ঠিক বোধগম্য হচ্ছিলো না; মাইকের বাবা যে সত্যি সত্যি সংবাদপত্র বর্ণিত একজন গুণ্ডা সর্দার বা গ্যাংস্টার, এ-কথা সে কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছিলো না।

মাইক বললো, "বাবা ঠিক আছেন।"

কে জিজ্ঞেস করলো, "তুমি যখন হাসপাতালে উনাকে দেখতে যাবে, আমিও যেতে পারি?"

মাইকেল হাসলো। তার মানে কে-র মনে আছে মাইকেল একবার বলেছিলো বুড়ো ইতালিয়দের সঙ্গে সদ্ভাব রাখতে হলে এই ধরনের কাজ করতে হয়। মাইক বললো, "এটা একটা বিশেষ পরিস্থিতি। সাংবাদিকরা যদি তোমার নাম আর পরিচয় জানতে পারে, তাহলে 'ডেলি নিউজে'র তৃতীয় পৃষ্ঠার খবরটা এইভাবে বেরিয়ে যাবে–'প্রাচীন ইয়াঙ্কি বংশের কন্যা বিখ্যাত মাফিয়া সর্দারের পুত্রের সঙ্গে জড়িত।' তাহলে তোমার মা-বাবার কেমন লাগবে?"

নীরস গলায় কে বললো, "আমার মা-বাবা 'ডেলি নিউজ' পড়েন না।" আবার একটু কুণ্ঠাজড়িত নীরবতার পর কে বললো, "তুমি ঠিক আছো তো মাইক, তোমার কোনো পিবদের ভয় নেই তো?"

মাইক আবার হাসলো। "লোকে বলে আমি নাকি কর্লিয়নি পরিবারের গোবেচারা। আমার কাছ থেকে কারো কোনো আশঙ্কা নেই। কাজেই কেউ কষ্ট ক'রে আমার পেছনে লাগবে না। না না, কে, ব্যাপারটা চুকে বুকে গেছে; কেউ আর কিছু করবে না। সবটাই আসলে একটা আকস্মিক ঘটনার মতো। দেখা হলে সব কথা বলবো।"

কে জিজ্ঞেস করলো, "সেটা হবে কবে?" মাইকেল একটু চিন্তা করে বললো, "আজ একটু বেশি রাতে হলে কেমন হয়? তোমার হোটেলে একটু পানাহার করা যাবে, তারপর আমি বাবাকে দেখতে যাবো। কেবল ফোন ধরে ধরে হাঁপিয়ে উঠেছি। ঠিক আছে তো? কাউকে বোলো না কিন্তু। খবরের কাগজে আমাদের যুগল-ছবি দেখতে চাই না। ঠাট্টা নয় কে, সবটাই খুব চিন্তার বিষয়, বিশেষ ক'রে তোমার মা-বাবার পক্ষে।"

কে বললো, "বেশ, আমি অপেক্ষা ক'রে থাকবো। তোমার জন্য কিছু বড়দিনের বাজার করে দিতে পারি? কিংবা আর কিছু?"

মাইকেল বললো, "না। শুধু তৈরি থেকো।"

ছোট্ট একটা উত্তেজিত হাসির সঙ্গে কে বললো, "তাই থাকবো। সবসময়ই থাকি না কি?"

মাইক বললো, "হ্যাঁ, সত্যি থাকো। তাই তুমি আমার বান্ধবী।" কে বললো, "আমি তোমাকে ভালোবাসি। তুমি ওকথা বলতে পারো না?"

মাইকেল রান্না-ঘরের মধ্যে চারটা গুণ্ডার দিকে তাকিয়ে বললো, "না। আজ রাতের ব্যাপারটা তাহলে ঠিক?"

সে বললো, "ঠিক।" মাইক টেলিফোন নামালো।

সারা দিনের কাজ সেরে ক্লেমেন্‌জা শেষ পর্যন্ত ফিরে এসে রান্না-ঘরে হৈ-চৈ করে বড় এক হাঁড়ি টোমাটো-সস্ চড়িয়েছিলো। মাইকেল তার দিকে মাথা নেড়ে কোণার ঘরে গিয়ে দেখে হেগেন আর সনি ওর জন্য অস্থিরভাবে অপেক্ষা করছে। সনি জিজ্ঞেস করলো, "ওদিকে ক্লেমেন্‌জা আছে?"

মাইকেল হেসে বললো, "আছে, সৈনিকদের জন্য স্প্যাগেটি রাঁধছে, পল্টনের মতো।"

সনি অসহিষ্ণুভাবে বললো, "ওকে বলো ওসব রেখে এখনই এখানে আসতে। ওর সাথে খুব দরকারি কাজ আছে। ওর সঙ্গে টেসিওকেও ডাকো।"

কয়েক মিনিটের মধ্যে অফিস-ঘরে সবাই জড়ো হলো। সনি সংক্ষেপে ক্লেমেন্‌জাকে বললো, "ওর ব্যবস্থা করেছো?"

ক্লেমেন্‌জা মাথা দুলিয়ে বললো, "তাকে আর দেখতে পাবে না।"

মাইকের শরীরে ছোট একটা শিহরণ লাগলো; ও বুঝলো ওরা পলি গাটোর কথা বলছে; পলি ছোকরা মারা গেছে; বিয়ে বাড়িতে হাসিখুশি নাচিয়ে ক্লেমেন্‌জা ওকে খুন করেছে।

সনি হেগেনকে জিজ্ঞেস করলো, "সলোৎসোর বিষয়ে কোনো সুবিধা হলো?"

হেগেন মাথা নাড়লো। "মনে হয় ও আর ঐ আপোসের ব্যাপারটা নিয়ে তেমন মাথা

ঘামাচ্ছে না। অন্তত সে-রকম আগ্রহ নেই। কিংবা হয়তো এমনিতেই সাবধান হয়ে গেছে, যাতে আমাদের বাট্‌ন্‌-ম্যানরা ওকে পাকড়াও করতে না পারে। সে যাই হোক, এখন পর্যন্ত একটা প্রথম শ্রেণীর মধ্যস্থ ঠিক করতে পারিনি, যাকে ও বিশ্বাস করবে। কিন্তু ও নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছে এখন একটা আপোস না করলেই নয়। বুড়ো ভদ্রলোককে যে-মুহূর্তে বাঁচিয়ে দিলো, ও সেই মুহূর্তে ওর সুযোগ হারালো।"

সনি বললো, "কিন্তু খুব চালাক-চতুর। আমাদের পরিবারের সঙ্গে এতো চতুর কেউ কখনো রেষারেষি করেনি। হয়তো আঁচ ক'রে নিয়েছে যে বাবা সেরে ওঠা পর্যন্ত, কিংবা তার একটা নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত আমরা শুধু বাজে কাজে সময় কাটাচ্ছি।"

হেগেন কাঁধ তুলে বললো, "যা বলেছো, ও সেই রকমই আঁচ করেছে। তবু ওকে একটা রফা করতেই হবে। না করে উপায় নেই। কাল একটা বন্দোবস্ত ক'রে ফেলবো। সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।"

ক্লেমেন্‌জার লোকদের একজন দরজায় টোকা দিয়ে ঘরে এসে ঢুকলো। সে ক্লেমেন্‌জাকে বললো, "এইমাত্র রেডিওতে বলা হলো যে পুলিশ পলি গাটোকে পেয়েছে। তার গাড়িতে মৃত অবস্থায়।"

ক্লেমেন্‌জা মাথা নেড়ে লোকটিকে বললো, "এই নিয়ে তোমাদের ব্যস্ত হবার কিছু নেই।" লোকটা প্রথমে অবাক হ'য়ে তার ক্যাপোরিজিমির দিকে তাকিয়েছিলো, তারপরেই ব্যাপার বুঝে রান্না-ঘরে ফিরে গেলো।

এ ঘরের আলোচনা চলতে লাগলো, যেন মাঝখানে কোনো বাধা পড়েনি। সনি হেগেনকে জিজ্ঞেস করলো, ডনের অবস্থার কোনো পরিবর্তন হয়েছে?"

হেগেন মাথা নাড়লো, "ভালোই আছেন, তবে আরো দিন দুই না গেলে কথাবার্তা বলতে পারবেন না। শরীরটা খুব দুর্বল। অপারেশনের ধকল কাটিয়ে উঠছেন। তোমার মা আজ বেশির ভাগ সময় ওর কাছে ছিলেন, কনিও। হাসপাতালের সর্বত্র পুলিশের লোক; টেসিওর লোকরাও ঘোরাঘুরি করছে, যদি দরকার হয়। আর দুদিন গেলে উনি সুস্থ হয়ে উঠবেন, তখন বোঝা যাবে আমাদের কর্তব্য সম্পর্কে ওর কি মতামত। ততোক্ষণ আমাদের দেখতে হবে সলোৎসো যাতে অবুঝের মতো কিছু করে না বসে। সেই জন্যেই আমি চাই তুমিওর সঙ্গে কথাবার্তা শুরু করে দাও।"

সনি জোড় গলায় বললো, "যতোদিন তা না করছে, ক্লেমেন্‌জা আর টেসিওকে লাগিয়েছি ওকে খুঁজে বের করতে। হয়তো ভাগ্য আমাদের ওপর সদয় হবে, সমস্ত ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলতে পারবো।"

হেগেন বললো, "ভাগ্য সদয় হবে না। সলোৎসো বড্ড বেশি চালাক।" তারপর একটু থেমে আবার বললো, "ও জানে যে একবার এই টেবিলে এসে বসলে, আমাদের ইচ্ছামতোই চলতে হবে। তাই এড়িয়ে যাচ্ছে। আমি আন্দাজ করছি ও এখন নিউ ইর্য়কের অন্যান্য পরিবারগুলোর সমর্থন যোগাড় করার চেষ্টা করছে, যাতে বুড়ো ভদ্রলোক একবার হুকুম করলেই আমরা ওর পেছনে না লাগি।"

সনি ভুরু কুঁচ্‌কে বললো, "ওরা তা করতে যাবে কোন্‌ দুঃখে?"

ধৈর্য ধরে হেগেন বুঝিয়ে বললো, "যাতে একটা বড় ধরনের যুদ্ধ বেধে না যায়, তাতে সবারই ক্ষতি হয়, তাছাড়া সংবাদপত্রগুলো আর গর্ভনমেন্ট পর্যন্ত জড়িয়ে পড়ে। সলোৎসো ওদের সবাইকে ব্যবসার ভাগ দেবে। জানোই তো মাদক ব্যবসার কি দারুণ লাভ। কর্লিয়নি পরিবারের ও-সব দরকার নেই, আমাদের জুয়ার ব্যবসাটা রয়েছে, সেটাই সবচাইতে ভালো। কিন্তু অন্য পরিবারগুলোর অনেক খিদে। সলোৎসো অভিজ্ঞ লোক, ওরা সবাই জানে ব্যবসাটাকে ও ভালো ক'রে জমিয়ে তুলতে পারবে। ওর বেঁচে থাকা মানে ওদের পকেটে টাকা আসা, ও মরলেই ওদের যতো মুশকিল।"

সনির এরকম মুখের চেহারা মাইকেল কখনো দেখেনি। ওর ভারি কিউপিডের মুখ আর তামাটে রঙ যেন ছাইয়ের মতো। সনি বললো, "ওরা কি চায় না চায় তা আমি থোড়াই কেয়ার করি। এই যুদ্ধে যেন কেউ নাক গলাতে না আসে।"

ক্লেমেন্জা আর টেসিও চেয়ারে বসে অস্বস্তির সঙ্গে উসখুস ক'রে উঠলো, গোলন্দাজ নেতারা যেমন করে থাকে। তাদের জেনারেল যদি পাগলের মতো হুকুম দেয় যে একটা দুর্ভেদ্য পর্বত আক্রমণ করতেই হবে, তার জন্য যতো ক্ষতি হয় হোক। হেগেন কিছুটা অসহিষ্ণুভাবে বললো, "কি যে বলো সনি, তোমার বাবা ও-রকম কথা শুনলে কখনোই খুশি হতেন না। জানোই তো উনি সবসময় কি বলেন, 'ওটা স্রেফ লোকশান!' এ কথা ঠিক যে বুড়ো ভদ্রলোক যদি বলেন সলোৎসোকে চেপে ধরতে হবে, তাহলে কেউ আমাদের আটকাতে পারবে না। কিন্তু এটা একটা ব্যক্তিগত প্রশ্ন নয়, এটা ব্যবসার ব্যাপার। যদি তুর্কির পেছনে লাগি আর অন্য পরিবারগুলো বাধা দিতে চায়, তাহলে কথাবার্তা বলতে হয়। তারা যেই দেখবে যে সলোৎসোকে আমরা ঘায়েল করবো বলে সঙ্কল্প করেছি, তারা হস্তক্ষেপ করবে না। অন্যান্য ক্ষেত্রে ওদের সুবিধা করে দিয়ে উনি ক্ষতিপূরণ করে দেবেন। তাই বলে এই ধরনের একটা ব্যাপার নিয়ে একেবারে রক্তলোলুপ হয়ে উঠো না। এ হলো ব্যবসার কথা। এমন কি তোমার বাবাকে গুলি করাটাও ব্যবসার খাতিরে, ব্যক্তিগত কারণে নয়। এতো দিনে তোমার সেটুকু বোঝা উচিত ছিলো।"

সনির চোখে তখনও কঠিনতা দেখা যাচ্ছিলো। "আচ্ছা আচ্ছা, তা না হয় বুঝলাম। তবে এটুকু তোমাকে মেনে নিতেই হবে যে সলোৎসোর পেছনে যখন লাগবো, তখন কেউ বাধা দিতে পারে না।"

সনি টেসিওর দিকে ফিরলো, "লুকার কোনো খবর পেলে?"

টেসিও মাথা নেড়ে বললো, "কিচ্ছু না। নিশ্চয়ই সলোৎসোর কবলে পড়েছে।"

শান্তভাবে হেগেন বললো, "লুকার বিষয়ে সলোৎসো ঘাবড়াচ্ছিলো না, সেটা আমার একটু অদ্ভুত লেগেছিলো। সলোৎসোর মতো চালাক কেউ লুকার মতো লোককে ভয় করবে না, এটা হয় না। আমার মনে হয় যে উপায়েই হোক না কেন, লুকাকে ও দৃশ্যপট থেকে সরিয়ে দিয়েছে।"

সনি বিড়বিড় ক'রে বললো, "কি সর্বনাশ! আশা করি লুকা আমাদের বিরুদ্ধে লড়ছে না। ঐ একটি জিনিসকে আমি ভয় করি। ক্লেমেন্জা, টেসিও, তোমাদের কি মনে হয়?"

ক্লেমেন্জা আস্তে আস্তে বললো, "যে-কেউ বিগড়ে যেতে পারে। পলিকেই দ্যাখো না। কিন্তু লুকার বেলায় অন্য কথা, তার একটিমাত্র পথ। একটিমাত্র মানুষকে ও বিশ্বাস করে, ভয়

করে, সেই মানুষ হলো গডফাদার। শুধু তাই নয় সনি, লুকা ওঁকে যতো ভক্তি করে, তেমন আর কেউ করে না, যদিও তিনি সবার ভক্তি অর্জন করেছেন। না, লুকা কখনোই আমাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করবে না। কিন্তু আমার পক্ষে এ-কথা বিশ্বাস করাও শক্ত যে সলোৎসো যতোই ধূর্ত হোক না কেন, লুকাকে সে কখনো বাগে পাবে না। লুকা সবসময়ই সব রকম বিপদের জন্য প্রস্তুত। হয়তো ইচ্ছা করেই সে কয়েক দিনের জন্য কোথাও গেছে। যে-কোনো সময় বোধ হয় ওর খবর পাওয়া যাবে।"

সনি টেসিওর দিকে ফিরলো। ব্রুকলিনের ক্যাপোরেজিমি কাঁধ তুলে বললো, "যে-কোনো লোক বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে লুকা খুব অল্পেই আঘাত পেতো। হয়তো ডন ওকে কোনো ভাবে ক্ষুণ্ন করেছিলেন। সেটা হতেই পারে। তবু আমার মনে হয় সলোৎসো ওকে অতর্কিতে ধরেছে। কনসিলিওরির সঙ্গে আমার এ-বিষয়ে মতের মিল আছে। আমাদের এবার সবচাইতে বড় বিপদের জন্য তৈরি থাকা দরকার।"

সনি তখন সবাইকে বললো, "পলি গাটোর এবার সলোৎসোর কানে পৌছানো উচিত। তাতে ওর কেমন প্রতিক্রিয়া হবে?"

ক্লেমেনজোর মুখটা কঠোর দেখাচ্ছিলো, সে বললো, "শুনে ওর ভাবনা হওয়া উচিত। ও বুঝবে কর্লিয়নিরা নির্বোধ নয়। ও বুঝতে পারবে কাল ও কপাল জোরে পার পেয়েছিলো?"

তীক্ষ্ণকণ্ঠে সনি বললো, "ওটা কপাল জোরে হয়নি। অনেক সপ্তাহ ধরে সলোৎসো ঐ ফন্দিটা পাকিয়েছিলো। ওরা নিশ্চয়ই রোজ রোজ বাবার পেছন পেছন ওর অফিস পর্যন্ত যেতো, ওর কার্যক্রম লক্ষ্য করতো। তার পর পলিকে ঘুষ দিয়ে হাত করেছিলো, হয়তো লুকাকেও। টমকেও ঠিক সময়টিতে ছিনতাই করেছিলো। যা যা চেয়েছিলো, সবই ওরা করেছিলো। কপাল জোরে ওটা হয়নি, কপালটা ওদের মন্দ ছিলো বলেই হয়নি। ঐ যে খুনি গুলোকে ওরা ভাড়া করেছিলো, তারা যথেষ্ট দক্ষ ছিলো না, বাবা খুব তাড়াতাড়ি সরে গিয়েছিলেন। যদি বাবাকে মেরে ফেলতো, আমি রফা করতে বাধ্য হতাম, সলোৎসোর জিত হতো। এখনকার মতো। আমি হয়তো সুযোগের অপেক্ষায় থাকতাম, তারপর পাঁচ-দশ বছর বাদে ওকে বাগে পেতাম। তবু ওটাকে কপাল-জোর বোলো না, পিট, তাহলে ওকে যথাযোগ্য স্বীকৃতি দেওয়া হয় না, ইদানীং আমরা ওটা বড় বেশি করেছি।"

বাটন-ম্যানদের একজন রান্না-ঘর থেকে এক পাত্র স্প্যাগেটি নিয়ে এলো, তারপর প্লেট, কাঁটা, মদ আনলে। কথা বলতে বলতে ওরা খেতে লাগলো। মাইকেল অবাক হয়ে চেয়ে রইলো। ও নিজে কিছু খেলো না, টমও না। কিন্তু সনি, ক্লেমেনজা, টেসিও তৃপ্তি করে খেলো, রুটির টুকরো দিয়ে ঝোলটুকু মুছে নিলো। ব্যাপারটা প্রায় হাস্যকর। আলোচনা চলতে লাগলো।

টেসিওর মতে পলি গাটোর অন্তর্ধানে সলোৎসো একটুও ঘাবড়াবে না, এমন কি তুর্কি হয়তো সেইরকম কিছু মনেই করেছিলো, হয়তো তাতে সন্তুষ্টই হয়েছিলো। একটা অপদার্থের মাসিক বেতন বেঁচে গেলো। এবং সে মোটেই ভয় পাবে না। কর্লিয়নিরা কি এমন অবস্থায় পড়লে ভয় পেতো?

এবার মাইকেল নম্র গলায় বললো, "আমি জানি এ-সব ব্যাপারে আমি আনকোরা কাঁচা,

কিন্তু সলোৎসো সম্বন্ধে তোমরা সবাই যা বললে, তার ওপর যখন সে হঠাৎ টমের সঙ্গে যোগাযোগ ছিন্ন করেছে, সমস্ত মিলিয়ে আমার মনে হচ্ছে ও নিজের কোনো গোপন সুবিধা করে নিয়েছে হয়তো এমন কোনো ওস্তাদি চাল চেলে বসবে, যার ফলে ও-ই কর্তা হয়ে দাঁড়াবে। সেটা যে কি, সেটা ধরতে পারলেই আমরা গিয়ে চালকের আসনে বসতে পারবো।"

অনিচ্ছার সঙ্গে সনি বললো, "ঠিক, আমিও তাই ভাবছিলাম। একমাত্র সুবিধার বিষয় হতে পারে লুকা। চারদিকে খবর দেওয়া হয়ে গেছে যে কর্লিয়নি পরিবারে ওর পুরনো দায়িত্বগুলো নেবার আগে ওকে একবার এখানে আসতে হবে। এ ছাড়া আর একটিমাত্র কথা মনে হচ্ছে যে হয়তো সলোৎসো এর মধ্যেই নিউইর্য়কের অন্যান্য পরিবারগুলোর সঙ্গে আপোস করে নিয়েছে এবং কালকেই আমরা খবর পেতে পারি যে একটা সংগ্রাম বাধলে ওরা আমাদের বিপক্ষে যাবে। তাহলে তুর্কির প্রস্তাবে আমাদের রাজি হতেই হবে। ঠিক কি না, টম?"

হেগেন মাথা নেড়ে সায় দিলো, "সেই রকমই তো মনে হচ্ছে। আর তোমার বাবার অনুমতি ছাড়া আমরা তো আর ঐ ধরনের বিরোধের সম্মুখীন হতে পারবো না। একমাত্র উনিই অন্য পরিবারগুলোর বিপক্ষে দাঁড়াতে পারেন। যে-সমস্ত রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতার ওদের সব সময় দরকার হয়, সেগুলোর বদলে ওদের সঙ্গে বোঝাপড়া উনিই করতে পারেন। অবশ্য যদি তেমন ইচ্ছা থাকে।

যে লোকের প্রধান বাট্‌ন-ম্যান সম্প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, তার পক্ষে যেন একটু ঔদ্ধত্যের সঙ্গেই ক্লেমেনজো বললো, "সলোৎসো কখনো এ-বাড়ির ত্রিসীমানায় ঘেঁষতে পারবে না, কর্তা, সেজন্য তোমাকে চিন্তা করতে হবে না।"

একটু চিন্তান্বিতভাবে ওর দিকে চেয়ে, সনি টেসিওকে বললো, "হাসপাতালে কি ব্যবস্থা হয়েছে? তোমার লোকজনরা পাহারা দিচ্ছে তো?"

সেদিনের আলোচনায় এই প্রথম মনে হলো টেসিও আত্মপ্রত্যায়ের সঙ্গে কথা বলছে, "ভেতরে বাইরে পাহারার ব্যবস্থা। চব্বিশ ঘণ্টা ধরে পুলিশের লোকরাও ভালো বন্দোবস্ত করেছে। ওর ঘরের দোরগড়ায় গোয়েন্দারা বসে আছে, উনি একটু সুস্থ হলেই জিজ্ঞাসাবাদ করবে। ওটা একটা হাস্যকর ব্যাপার। ডনকে এখনো নল দিয়ে ঐ-সব দেয়া যাচ্ছে, খাবার দাবার দেয়া যাচ্ছে না, কাজেই রান্না-ঘর পাহারা দেবার কথা উঠছে না। ঐ তুর্কির দলের সঙ্গে কারবার করতে হলে ও বিষয়ে ভাবতে হয়। ওরা বিষে বিশ্বাস করে। এভাবে ওরা ডনের নাগাল পাবে না, কোনো দিক দিয়েই নয়।"

সনি তার চেয়ারটাকে পিছু হেলিয়ে বললো, "আমাকে দিয়ে তো চলবে না। এমন হলে ওদের আমার সঙ্গে কারবার করতে হবে, ওদের দরকার আমাদের পারিবারিক যন্ত্রটাকে।" মাইকেলের দিকে চেয়ে হেসে সনি বললো, "তুমি হলে চলবে কি না জানে? হয়তো সলোৎসো মতলব করেছে তোমাকে ছিনতাই করে, জামিন রেখে আমাদের সঙ্গে রফা করবে।"

বিষন্ন মনে মাইকেল ভাবছিলো, কে'র সঙ্গে বেরোনোটা তাহলে গেলো! সনি ওকে বাড়ি থেকে বের হতেই দেবে না। কিন্তু অসহিষ্ণুভাবে-হেগেন বললো, "না, যদি জামিনেরই দরকার ছিলো, তাহলে তো যে কোনো সময় ওরা মাইককে ধরে নিয়ে যেতে পারতো। কিন্তু মাইক যে

পারিবারিক ব্যবসার মধ্যে নেই, এ-কথা সবাই জানে। ও একজন সাধারণ নাগরিক; সলোৎসো যদি ওকে ধরে, তাহলে নিউইর্কের আর সব পরিবারের সমর্থন হারাবে! টাটাগ্লিয়ারা পর্যন্ত সল্‌সোকে ধরে আনতে সাহায্য করতে বাধ্য হবে। না, ব্যাপারটা খুবই সহজ। কাল সব পরিবারগুলোর পক্ষ থেকে একজন প্রতিনিধি এসে আমাদের জানাবে যে তুর্কির সঙ্গে আমাদের কারবার করতেই হবে। এরই জন্য ও অপেক্ষা করে আছে। এটাই হলো ওর গোপন সুবিধা।"

নিশ্চিন্ত হয়ে মাইকেল একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে বললো, "খুব ভালো। আমাকে আজ রাতে শহরে যেতে হবে।"

তীক্ষ্মকণ্ঠে সনি বললো, "কেন?"

মাইকেল এক গাল হাসলো। "ভাবছি হাসপাতালে গিয়ে বাবাকে, মাকে, কনিকে দেখে আসবো। তাছাড়া আরো কাজ আছে।" ডনের মতো মাইক-ও তার আসল উদ্দেশ্য কাউকে বলে না, কাজেই কে'র সঙ্গে দেখা করবে, এ-কথা সনিকে জানাতে ইচ্ছা করলো না তার। না জানাবার অবশ্য কোনো কারণ নেই, স্রেফ অভ্যাসবশত।

রান্নাঘরে চাপা গলায় জোরে জোরে কথাবার্তা শোনা গেলে ব্যাপারটা দেখতে ক্লেমেন্‌জা সেখানে গেলো। ফিরে এলো যখন ওর হাতে দেখা গেলো লুকা ব্রাসির বুলেট প্রুফ গেঞ্জিটা। তার মধ্যে জড়ানো বড় একটা মরা মাছ।

নীরস কণ্ঠে ক্লেমেন্‌জা বললো, "তুর্কি তার চর পলি গাটোর কথা জেনেছে।"

তেমনই নীরস কণ্ঠে টেসিও বললো, "আর আমরা এখন লুকা ব্রাসির কথা জানলাম।"

সনি একটা চুরুট ধরিয়ে হুইস্কি ঢেলে নিলো। মাইকেল কিছুই বুঝতে পারছে না, সে জিজ্ঞেস করলো, "মরা মাছের মানেটা কি?"

আইরিশ কনসিলিওরি হেগেন এ কথার উত্তর দিলো। "মরা মাছ মানে লুকা ব্রাসি মহাসাগরের নিচে ঘুমিয়ে আছে। এটা একটা পুরনো সিসিলিয় বার্তা।"

নয়

সেদিন রাতে মাইকেল কর্লিয়নি যখন শহরে গেলো, মনটা তার বিমর্ষ হয়ে আছে। তার মনে হচ্ছে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাকে পারিবারিক ব্যবসাতে জড়িয়ে ফেলা হচ্ছে, এমন কি সনি যে তাকে দিয়ে টেলিফোন ধরাচ্ছে তাতেও তার মন বিরূপ হয়ে উঠছিলো। পারিবারিক পরামর্শের কেন্দ্রস্থলে থাকতে সে অস্বাস্তি বোধ করছিলো, যেন খুনের মতো গোপন কাজ দিয়ে তাকে একেবারে বিশ্বাস করা যায় না। এখন যে কে'র সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছে, সে বিষয়ও কেমন নিজেকে অপরাধী মনে হচ্ছিলো। নিজের পরিবারের সব কথা ও কে'র কাছে প্রকাশ করেনি। ওঁদের বিষয়ে কিছু কিছু বলেছিলো বটে, কিন্তু তাও পরিহাসের ছলে, ছোট ছোট সব চটক্‌দার ঘটনা, শুনে সত্যিকার ব্যাপারের চাইতে সেগুলোকে রঙিন চলচ্চিত্রের চাঞ্চল্যকর কাহিনীর মতো লাগতো। আর এখন ওর বাবাকে গুলি খেয়ে রাস্তায় পড়তে হয়েছে, আর ওর বড় ভাই খুনের ষড়যন্ত্র করছে। সোজা কথা তো ঐ, কিন্তু ওভাবে তো আর কে-কে কথাটা বলা হবে না। ওকে আগেই মাইক বলে রেখেছে বাবার গুলি খাওয়াটা

অনেকটা আকস্মিক ঘটনার মতো। আর সব গোলমাল মিটে গেছে। এখন মনে হচ্ছে এই তো সবে শুরু। সনি আর টম সলোৎসোর প্রকৃত মাপ পাচ্ছে না, ওরা এখনও ওকে ছোট ক'রে দেখছে, যদিও বিপদের সম্ভাবনা দেখবার মতো বুদ্ধি সনির আছে। মাইকেল ভাবতে চেষ্টা করছিলো তুর্কির গোপন মতলবটা কি। নিঃসন্দেহে লোকটার সাহস আছে, বুদ্ধি আছে, অসাধারণ শক্তি আছে। ওর দিক থেকে হঠাৎ অপ্রত্যাশিত আক্রমণ আসার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু সনি, টম, ক্লেমেন্জা, টেসিও সবাই একমত যে অবস্থাটা সামলানো গেছে; মাইকের চাইতে ওদের প্রত্যেকের অভিজ্ঞতা বেশি মাইক ভাবলো হাসির কথা হলো যে এই লড়াইয়ে ও-ই হলো সাধারণ নাগরিক। তাছাড়া এ যুদ্ধে যোগ দিতে ওকে রাজি করাতে হলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ওকে যেসব পদক ইত্যাদি দেয়া হয়েছে তার চাইতেও ভালো জিনিস দিতে হবে।

এই চিন্তা মনে আসতেই, বাবার জন্য কেন আরো সহানুভূতি হচ্ছে না ভেবে, নিজেকে আবার অপরাধী মনে হতে লাগলো। নিজের বাবার সারা গায়ে বন্দুকের গুলি বিঁধেছে, অথচ কি এক অদ্ভুত উপায়ে ও-ই সব চাইতে ভালো করে বুঝতে পেরেছিলো টমের সেই কথার মানে—এ হলো ব্যবসার কথা, ব্যক্তিগত ব্যাপার নয়। সারাজিবন বাবা যে ক্ষমতা প্রয়োগ করেছেন, সবার কাছ থেকে যে সম্মান আদায় করে এসেছেন, এবার তার দাম দিতে হচ্ছে।

মাইকেলের মন যা চাইছিলো সেটা হলো, এর বাইরে, এই সব থেকে দূরে বেরিয়ে পড়ে, নিজের পছন্দ মতো জীবন কাটাতে। কিন্তু উপস্থিত সঙ্গীন অবস্থা কেটে না যাওয়া পযর্ন্ত পরিবার থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করার সম্ভব ছিলো না। সাধারণ নাগরিক হিসাবে ওদের যথাসম্ভব সাহায্য করতে হবে। সহসা মাইকের চোখ খুলে গেলো, ও বুঝতে পারলো ওকে যে ভূমিকাটা দেয়া হচ্ছে আসলে তাতেই ওর আপত্তি, বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত অসামরিক ব্যক্তির ভূমিকা, বিবেকের দোহাই দিয়ে যে সামরিক কর্তব্য থেকে রেহাই পায়, তার ভূমিকা। সেই জন্যেই ঐ সাধারণ নাগরিক কথাটা মনে এলেই এতো বিরক্ত লাগছিলো।

হোটেলে পৌঁছে মাইক দেখলো কে ওর জন্য লবিতে অপেক্ষা করছে। ক্লেমন্জার জনা-দুই লোক ওকে গাড়ি ক'রে শহরে পৌঁছে দিয়ে, আগে চারদিকে ভালো ক'রে দেখে নিয়েছিলো কেউ পিছু নিয়েছে কি না, তারপর ওকে হোটেলের কাছে মোড়ের মাথায় ছেড়ে দিয়েছিলো।

ওরা একসঙ্গে ডিনার খেলো, কিছু পানীয়ও নিলো। কে জিজ্ঞেস করলো, "তোমার বাবাকে দেখতে যাবে কটার সময়?"

মাইকেল ঘড়ি দেখে বললো, "সাড়ে আটটার পর কাউকে দেখতে যেতে দেয় না। ভাবছি সবাই চলে গেলে তবে যাবো। আমাকে ঢুকতে দেবে ঠিকই। বাবার নিজের আলাদা ঘর, আলাদা নার্স, কাজেই ওর কাছে একটু বসতেও পারবো। এখনও কথা বলতে পারছেন বলে মনে হয় না, আমি যে আছি তাই হয়তো টের পাবেন না। তবু তাকে তো শ্রদ্ধা জানাতে হবে।"

শান্তকণ্ঠে কে বললো, "তোমার বাবার জন্য এতো দুঃখ হচ্ছে বিয়ের সময় দেখিছিলাম, মনে হয়েছিলো কতো ভালো মানুষ। কাগজে ওর সম্বন্ধে যা লিখেছে, সেটা আমার বিশ্বাস হয় না। আমি ঠিক জানি তার বেশির ভাগ-ই মিথ্যা কথা।"

সৌজন্য রক্ষা করে মাইকও বললো, "আমারও তাই মনে হয়।" কে-র সঙ্গে নিজের

এতো ঢেকে কথা বলতে দেখে ও নিজেই অবাক হয়ে যাচ্ছিলো। কে-কে ও ভালোবাসতো, বিশ্বাস করতো, তবু বাবার বিষয় কিংবা পারিবারিক ব্যবসা সম্বন্ধে ওকে, মাইক কখনো কিছু বলবে না। কারণ ও বাইরের লোক।

কে জিজ্ঞেস করলো, "তুমি কি করবে? খবরের কাগজে যে ফলাও করে ঐ-সব যুদ্ধের কথা লিখেছে, তুমিও কি তার মধ্যে জড়িয়ে পড়বে নাকি?"

এক গাল হেসে, মাইক কোটের বোতাম খুলে, এককু ফাঁক ক'রে ধরে বললো, "দ্যাখো বন্দুক-টন্দুক নেই।" কে হাসলো।

রাত হয়ে যাচ্ছিলো, ওরা নিজেদের ঘরে গেলো। দু'জনের জন্য পানীয় তৈরি ক'রে মাইকের কোলে বসে সেটা পান করলো কে। পোশাকের নিচে রেশমী অন্তর্বাস। মাইকের হাত ওর উরুর উদ্ভাসিত ত্বক স্পর্শ করলো। বিছানায় শুয়ে পড়ে ওরা প্রেমালিঙ্গনে আবদ্ধ হলো, বেশভূষা ছাড়লো না, ঠোটে ঠোট। তারপরে চুপ করে শুয়ে রইলো দু'জনে, কাপড়-চোপড় ভেদ করে দেহের উষ্ণতা অনুভূত হতে থাকলো। কে চাপা গলায় বললো, "একেই কি সৈনিকরা 'কুইকি' বলে?"

মাইক বললো, "হ্যা।"

ঝিমিয়ে পড়েছিলো, দুজনে, হঠাৎ ব্যস্ত হ'য়ে উঠে বসে হাতঘড়ির দিকে তাকালো মাইক, "কি জ্বালা! প্রায় দশটা বাজে। একবার হাসপাতালে যেতে হয়।" গোসল খানায় গিয়ে হাতমুখ ধুয়ে, চুল আঁচড়ে এলো সে। কে সঙ্গে সঙ্গে উঠে এসে পেছন থেকে ওর কোমর জড়িয়ে ধরে বললো, "আমাদের বিয়ে হবে কবে?"

মাইকেল বললো, "যখনই বলবে। আমাদের এই পারিবারিক ব্যাপারটা মিটে গেলেই, বাবা একটু সুস্থ হলেই। তবে তোমার মা-বাবাকে এখনই সব কথা ভালো ক'রে বুঝিয়ে বলা উচিত।"

শান্তভাবে কে বললো, "কোন কথা বুঝিয়ে বলা উচিত?"

চুলের মধ্যে দিয়ে চিরুনি চালাতে চালাতে মাইক বললো, "শুধু এইটুকু বলো যে ইতালিয় বংশের একজন সাহসী সুদর্শন ব্যক্তির সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছে। ডার্টমাথের ভালো নম্বর পাওয়া ছাত্র, যুদ্ধে ডিসটিংগুইশ্‌ড্ সার্ভিস ক্রস, তার ওপর পার্পল হার্ট দ্বারা ভূষিত। পরিশ্রমী। কিন্তু ছেলের বাপ একজন মাফিয়া নেতা, তিনি দুষ্টু লোকদের মেরে ফেলতে এবং মাঝে-মধ্যে উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীদের ঘুষ দিতে বাধ্য হোন। এ-সব কাজ করতে গিয়ে নিজেও সর্বাঙ্গে গুলিবিদ্ধ হয়ে থাকেন। কিন্তু তার সঙ্গে তার সৎ এবং পরিশ্রমী ছেলের কোনো সম্পর্ক নেই। এতো সব কথা তোমার মনে থাকবে মনে হয়?"

ওকে ছেড়ে দিয়ে, কে গোসল খানার দরজায় ঠেস দিয়ে দাঁড়ালো। "সত্যি তাই? ঐ রকম করেন উনি?" তারপর একটু থেমে আবার বললো, "খুন করেন?"

চুল আঁচড়ানো শেষ ক'রে মাইক বললো, "সেটা ঠিক বলতে পারছি না। কিন্তু মারলে কিছুই আশ্চর্য হবো না।"

মাইকেল দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাবায় আগে কে জিজ্ঞেস করলো, "আবার কখন তোমার সঙ্গে দেখা হবে?"

মাইক ওকে চুমু খেয়ে বললো, "আমার ইচ্ছা তুমি তোমাদের ঐ অজ পাড়া-গাঁয়ের

শহরে ফিরে গিয়ে সমস্ত কথা একটু ভালো ক'রে ভেবে দ্যাখো। আমি চাই না তুমি এই ব্যাপারে কোনো ভাবে জড়িয়ে পড়ো। বড়দিনের ছুটির পর আমি আবার কলেজ ফিরে যাবো, তখন হ্যানভারেই দু'জনের দেখা হবে, কেমন?"

কে বললো, "বেশ।" দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলো মাইক দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলো, লিফটে উঠবার আগে একবার হাত নাড়লো। এর আগে কখনো নিজেকে মাইকের সঙ্গে এতো ঘনিষ্ঠ, এতো নিগূঢ় প্রেমে আবদ্ধ ব'লে মনে হয়নি। এই সময় কেউ যদি ওকে বলতো তিনটি বছর না পেরোলে মাইকের সঙ্গে আর দেখা হবে না, সে গভীর বেদনা কে সইতে পারতো না।

ফ্রেঞ্চ হসপিটালের সামনে মাইকেল যখন ট্যাক্সি থেকে নামলো, সে আশ্চর্য হয়ে দেখলো যে রাস্তাটা সম্পূর্ণ জনমানবশূন্য। পরে হাসপাতালের ভেতরে ঢুকে লবিটাকেও একেবারে জনহীন দেখে আরো আশ্চর্য হয়ে গেলো। এর কি মানে! ক্লেমেন্জা টেসিও করছেটা কি? যদিও ওরা ওয়েস্ট পয়েন্টের সামরিক প্রশিক্ষণ পায়নি, তবু সামরিক পদ্ধতির এটুকু তো ওদের জানা ছিলো যে পাহারাদার রাখতে হয়। লবিতে অন্তত: দুই জন লোক থাকা উচিত ছিলো।

শেষ আগন্তুকরাও চলে গিয়েছিলো, প্রায় সাড়ে দশটা বেজে গিয়েছিলো। ততোক্ষণে মাইকেল সজাগ, সচেতন হয়ে উঠেছিলো। ইনফর্মেশন ডেস্কে ও দাঁড়ালো না, বাবার ঘরের নম্বর ওর জানা ছিলো, চার তলায়। স্বয়ংক্রিয় লিফটে চড়ে উঠে গেলো মাইক। অবাক কাণ্ড, চার তলায় নার্সদের বসার জায়গায় পৌঁছাবার আগে কেউ ওকে থামালো না। নার্সের প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে মাইক বাবার ঘরে ঢুকলো। দরজার বাইরে কেউ ছিলো না। যে দু'জন গোয়েন্দার ওখানে থাকার কথা ছিলো, বাবাকে পাহারা দেবার এবং প্রশ্ন করার উদ্দেশ্যে, তারাই বা কোন চুলোয় গেলো? টেসিও, ক্লেমেন্জার লোকরা কোথায়? ঘরের মধ্যে কেউ আছে নাকি? কিন্তু দরজাটা খোলাই ছিলো। মাইকেল ভেতরে গেলো।

বিছানায় কেউ একজন শুয়েছিলো। জানালার কাঁচের মধ্যে দিয়ে ডিসেম্বরের শীতল চাঁদের আলো এসে সেখানে পড়েছিলো, মাইকেল ওর বাবার মুখটা দেখতে পেলো। তখন পর্যন্ত তার মুখে কোনো ভাব ছিলো না, নিশ্বাসে বুকটা মৃদু ধর-ফর করছিলো। নাকে অক্সিজেনের নল, নিচের মেঝেতে একটা কাচের পাত্রে পাকস্থলীর ময়লা বস্তু অন্য নল দিয়ে বেরিয়ে এসে জমা হচ্ছে। কয়েক মিনিট সেখানে রইলো মাইক, দেখে নিলো বাবা ভালো ভাবেই রয়েছেন, তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে এলো।

নার্সকে বললো, "আমার নাম মাইকেল কর্লিয়নি, আমি বাবার কাছে শুধু একটু বসে থাকতে চাই। যে গোয়েন্দাদের পাহারা দেবার কথা তারা কোথায়?"

নার্সের বয়স কম, দেখতে সুন্দর, নিজের পদ আর ক্ষমতার ওপর অগাধ আস্থা। সে বললো, "আপনার বাবার কাছে খুব বেশি লোকজন আসছিলো, হাসপাতালের কাজের ব্যাঘাত হচ্ছিলো। দশ মিনিট আগে পুলিশের লোক এসে তাদের সবাইকে তাড়িয়ে দিয়েছে। আর পাঁচ মিনিট হলো হেডকোয়ার্টার থেকে জরুরি টেলিফোন এসেছিলো, পুলিশদের ডেকে দিলাম, তারপর তারাও চলে গেলো। কিন্তু একটুও চিন্তা করবেন না। আমি একটু পর-পরই আপনার বাবার ঘরে উকি মারছি, সেখান থেকে টুঁ শব্দটি শুনতে পাচ্ছি না। ঐ জন্যেই দরজাগুলো খুলে রাখা হয়।"

মাইকেল, "বললো, ধন্যবাদ। আমি একটু বাবার কাছে বসি, কেমন?"

মেয়েটি ওর দিকে চেয়ে হেসে বললো, "একটু বসুন, তারপর কিন্তু আপনাকে চলে যেতে হবে। এই রকমই নিয়ম, জানেন তো।"

মাইকেল বাবার ঘরে ফিরে গেলো। ফোন তুলে হাসপাতালের অপারেটরের কাছে লংবিচের নম্বর চাইলো, কোণায় অফিস-ঘরের নম্বর। সনি উত্তর দিলো। মাইকেল ফিস্‌ফিস্ ক'রে বললো, "সনি, আমি হাসপাতাল থেকে বলছি। এখানে দেরি করে এসে দেখি, কেউ কোথাও নেই। টেসিওর লোকরা কেউ নেই। দরজায় গোয়েন্দারা নেই। বাবা একেবারে অরক্ষিত অবস্থায় আছেন।" মাইকের গলা কাঁপছিল।

অনেকক্ষণ নীরব থাকার পর উল্টো দিক থেকে সনির গলা শোনা গেলো, চাপা এবং উদ্বিগ্ন, "এটা হলো সলোৎসোর চাল, যার কথা তুমি বলেছিলে।"

মাইক বললো, "আমারও তাই মনে হচ্ছে। কিন্তু ও কি ক'রে পুলিশের লোকদের সবাইকে সরাতে পারলো? তারা গেলোই বা কোথায়? টেসিওর লোকদের কি হয়েছে? কি সর্বনাশ, সলোৎসো ব্যাটা বজ্জাত কি নিউইয়র্কের পুলিশ ডিপার্টমেন্টকেও হাত করে ফেলেছে নাকি?"

সান্ত্বনার সুরে সনি বললো, "ব্যস্ত হয়ো না, ভাই। আমাদের কপাল ভালো বলতে হবে যে তুমি এতো দেরি ক'রে হাসপাতালে গেলে। বাবার ঘরেই থাকো। ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে দাও। পনেরো মিনিটের মধ্যে কয়েকজন লোক পাঠাচ্ছি, কয়েকটা ফোন করতে যেটুকু সময় লাগবে। চুপ করে বসে থাকো, ঘাবড়ে যেও না। ঠিক আছে, ভাই।"

মাইকেল বললো, "ঘাবড়াবো না।" এই ব্যাপারটা শুরু হবার পর এই প্রথম একটা প্রচণ্ড রাগ ওকে পেয়ে বসলো, বাবার শত্রুদের ওপর হিমশীতল একটা বিদ্বেষ। ফোন তুলে, ঘণ্টা বাজিয়ে মাইক নার্সকে ডাকলে। এবার সে সনির পরামর্শ অমান্য ক'রে নিজের বিচার মতো কাজ করবে স্থির করলো। নার্স আসতেই, মাইক বললো, "তোমাকে ভয় পাইয়ে দিতে চাই না, কিন্তু বাবাকে এক্ষুনি এখান থেকে সরাতে হবে। অন্য ঘরে কিংবা অন্য তলায়। ঐসব টিউবগুলো খুলে ফেলতে পারবে? যাতে খাটটাকে চাকার ওপর ঠেলে বের করে নেওয়া যায়।"

নার্স বললো, "তা' কখনো হয়? ডাক্তারের অনুমতি নিতে হবে যে।"

মাইকেল দ্রুত বললো, "কাগজে নিশ্চয় বাবার কথা পড়েছো। দেখতেই পাচ্ছো আজ উনাকে পাহারা দেবার কেউ নেই। আমি এক্ষুনি খবর পেলাম, উনাকে মেরে ফেলবার জন্য কয়েকজন লোক এই হাসপাতালে আসবে। দয়া করে আমার কথা বিশ্বাস করো, আমাকে সাহায্য করো।"

মাইকেলের আশ্চর্য ক্ষমতা ছিলো, ইচ্ছা করলেই সবাইকে প্রভাবিত করতে পারতো।

নার্স বললো, "টিউব খুলার দরকার নেই, খাটের সঙ্গে স্ট্যান্ডটারও চাকা গড়িয়ে নিয়ে যায়।"

মাইক ফিস্‌ফিস্ ক'রে বললো, "খালি ঘর আছে?"

নার্স বললো, "হলের ওই মাথায় আছে।"

কয়েক মিনিটের মধ্যেই, দ্রুত কাজ করা হ'লো। তারপর মাইকেল নার্সকে বললো, "যতোক্ষণ না সাহায্য এসে পৌঁছায়, উনার সঙ্গে এখানে থেকো। যদি বাইরে তোমার নিজের জায়গায় থাকো, তাহলে তুমিও আহত হতে পারো।

ঠিক সেই মুহূর্তে মাইকেল বিছানা থেকে বাবার গলার স্বর শুনতে পেলো, গলাটা ভাঙা কিন্তু জোরালো, "মাইকেল তুমি নাকি? কি হয়েছে, ব্যাপারটা কি?"

খাটের ওপর ঝুঁকে প'ড়ে বাবার হাতটা নিজের হাতে ধরলো মাইক, "একটুও শব্দ করো না। বিশেষতঃ কেউ যদি এসে তোমার নাম ধরে ডাকে। কয়েকটা লোক তোমাকে মেরে ফেলতে চায়, বুঝতে পারছো? কিন্তু আমি এখানে আছি, তোমার কোনো ভয় নেই।"

তখনও ডন কর্লিয়নি সম্পূর্ণ উপলব্ধি করতে পারছিলেন না কাল তার কি হয়েছিলো; শরীরে অসহ্য যন্ত্রণা, তবু ছেলের দিকে তাকিয়ে একটু হাসলেন, দেহে শক্তি নেই কিন্তু মনের ইচ্ছা তাকে বলেন, "এখন কেন ভয় পাবো? বারো বছর বয়স থেকে কতো অচেনা লোক আমাকে মেরে ফেলবার জন্যে এসেছে।"

দশ

হাসপাতালটা ছোট, বে-সরকারী, তারপর একটিমাত্র প্রবেশপথ। জানালা দিয়ে মাইকেল নিচে রাস্তার দিকে তাকালো। বাঁকা একটা উঠান থেকে সিঁড়ি দিয়ে রাস্তায় নেমে যাওয়া যেতো, রাস্তায় একটাও গাড়ি ছিলো না। কিন্তু হাসপাতালের ভেতরে যে-ই আসুক, তাকে ঐ একটি প্রবেশপথ দিয়েই আসতে হতো। মাইকেল জানতো হাতে বেশি সময় নেই, তাই দৌড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে, সিঁড়ি দিয়ে নেমে এক তলার চওড়া সদর দরজা দিয়ে বেরিয়ে বাইরে এলো। এক পাশে অ্যাম্বুলেন্স রাখার জায়গাটা দেখা গেলো, কিন্তু সেখানেও কোনো গাড়ি কিংবা অ্যাম্বুলেন্স ছিলো না।

হাসপাতালের বাইরে ফুটপাথে দাঁড়িয়ে মাইকেল একটা সিগারেট ধরালো। তারপর কোটের বোতাম খুলে রাস্তার একটা বাতির নিচে গিয়ে দাঁড়ালো, যাতে সবাই তার মুখ দেখতে পায়। নাইন্থ অ্যাভেনিউ থেকে একজন যুবক তাড়াতাড়ি হেঁটে আসছিলো, তার বগলের তলায় একটা প্যাকেট। যুবকের পরনে কম্ব্যাট-জ্যাকেট, মাথায় ঘন কালো চুলের রাশি। আলোর নিচে আসতেই মুখটা চেনা-চেনা লাগলো, কিন্তু কে তা বোঝা গেলো না। এদিকে যুবক ওর সামনে এসে দাঁড়িয়ে হাত বাড়িয়ে ইতালিয় টান দিয়ে বললো, "ডন মাইকেল, আমাকে মনে নেই? আমি এন্জো, রুটিওয়ালা নাজরিনি পানিতেরার সহকারী, তার জামাইও। আপনার বাবা সরকারকে বলে আমার আমেরিকায় থাকার বন্দোবস্ত করেছিলেন, আমার প্রাণ বাঁচিয়েছিলেন।"

মাইকেল কর-মর্দন করলো, এবার তাকে মনে পড়লো। এন্জো বলে চললো, "আপনার বাবাকে শ্রদ্ধা জানাতে এসেছি। এতো রাতে কি আমাকে হাসপাতালে ঢুকতে দেবে?"

মৃদু হেসে মাইক মাথা নাড়লো। "না, তবু অনেক ধন্যবাদ। আমি ডনকে বলবো তুমি এসেছিলে।" গর্জন ক'রে একটা গাড়ি এলো, মাইক সঙ্গে সঙ্গে সজাগ হয়ে উঠলো।

এন্‌জোকে বললো, "এখান থেকে শীগ্‌গির চলে যাও। গোলমাল হতে পারে। আর পুলিশের সঙ্গে গোলমালে জড়িত হয়ে কাজ নেই।"

ইতালিয় ছোকরার মুখে ভীতির ভাব দেখা গেলো। পুলিশের সঙ্গে গোলমালে পড়ার ফলে দেশ থেকে বহিস্কৃত হতে পারে, হয়তো নাগরিকত্বও পাবে না। ছোকরা কিন্তু তবু সটাং দাঁড়িয়ে রইলো। ইতালিয় ভাষায় ফিস্‌ফিস্‌ ক'রে বললো, "গোলমাল বাধলে আমি এখানে থেকে সাহায্য করবো। গডফাদারের কাছে আমি ঋণী।"

কথাটা মাইকেলের মনে লাগলো। তবে আরেকবার তাকে চলে যেতে বলতে যাচ্ছিলো, এমন সময় মনে হলো, থেকেই যাক না ছোকরা। হাসপাতালের সামনে দু'জন লোককে দেখলে হয়তো সলোৎসোর দলের কেউ কাজ করতে এসে পিছপাও হতে পারে। একজনকে দেখে কখনোই হবে না। এন্‌জোকে একটা সিগারেট দিয়ে সেটি ধরিয়ে দিলো মাইকেল। ডিসেম্বরের সেই শীতের রাতে দুজনে পথের আলোর নিচে দাঁড়িয়ে রইলো। হাসপাতালের জানালার হলুদ কাচগুলো বড়দিন উপলক্ষ্যে সবুজ পাতার মালায় দ্বিখণ্ডিত দেখাচ্ছিলো, মনে হচ্ছিলো তারা ওদের দিকে মিটমিট ক'রে চাইছে। সিগারেট প্রায় শেষ হয়ে এসেছে এমন সময় নাইন্‌থ অ্যাভেনিউ থেকে একটা নিচু লম্বা কালো গাড়ি থার্টিয়েথ স্ট্রিটে ঢুকে ফুটপাত ঘেঁষে ওদের দিয়ে এগিয়ে এলো। গাড়িটা প্রায় থেমে গেলো। মাইকেল আরোহীদের মুখ দেখার জন্য গাড়ির মধ্যে উকি দিলো, নিজের অজ্ঞাতে ওর শরীরটা কুঁকড়ে এলো। গাড়িটা থামতে গিয়েও আবার বেগ বাড়িয়ে এগিয়ে গেলো। মাইকেলকে কেউ চিনতে পেরেছিলো। মাইক এন্‌জোকে আরেকটা সিগারেট দিতে গিয়ে লক্ষ্য করলো রুটিওয়ালার হাত কাঁপছে। আশ্চর্য হ'য়ে দেখলো নিজের হাত কাঁপছে।

বড়জোর দশ মিনিট ওরা পথে দাঁড়িয়ে সিগারেট খেলো, তারপর পুলিশের গাড়ির সাইরেনের শব্দে রাতের নিঃস্তব্ধতা বিদীর্ণ হয়ে গেলো। নাইন্‌থ অ্যাভেনিউ থেকে একটা টহলদার গাড়ি এতো জোরে মোড় নিলো যে টায়ারগুলো ফ্যাশ্‌-ফ্যাশ্‌ ক'রে উঠলো; গাড়িটা হাসপাতালের সামনে থামলো। পেছনে পেছনে আরো দুটা স্কোয়াড গাড়ি এসে দাঁড়ালো। হাসপাতালের প্রবেশপথে ইউনিফর্ম পরা পুলিশ আর গোয়েন্দা গিজ্‌গিজ্‌ করতে লাগলো। মাইকেল একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো। সাবাশ সনি! সে নিশ্চয় পুলিশে খবর দিয়েছিলো। ওদের দিকে মাইক এগিয়ে গেলো।

দু'জন বিশালদেহী পুলিশের লোক ওর দু'হাতে চেপে ধরলো। আরেকজন দেখে নিলো সঙ্গে বন্দুক আছে কিনা। লম্বা-চওড়া এক পুলিশের ক্যাপ্টেন, টুপিতে সোনালী ফিতা বসানো, সিঁড়ি দিয়ে উঠে এলো, ওর লোকেরা সসম্ভ্রমে সরে গিয়ে ওর যাবার পথ ক'রে দিলো। এতো মোটা মানুষ, টুপির নিচ থেকে দেখা যাচ্ছিলো চুল পেকেছে, কিন্তু শরীর বেশ ক্ষিপ্র। মুখটা গোমাংসের মতো লাল। লোকটা মাইকেলের কাছে এসে কর্কশকণ্ঠে বললো, "আমার ধারণা ছিলো তোমার মতো সব গুণ্ডাদের জেলে ঢোকানো হয়েছে। তুমি কে, এখানে করছোটা কি?"

মাইকেলের পাশ থেকে একজন পুলিশ বললো, "ওর কাছে অস্ত্র-শস্ত্র নেই ক্যাপ্টেন।"

মাইকেল কোনো উত্তর দিলো না। পুলিশের এই ক্যাপ্টেনকে সে খুব ভালো ক'রে দেখছিলো, আবেগশূন্য ভাবে ওর মুখ, ওর ইস্পাতের মতো নীল চোখ পর্যবেক্ষণ করছিলো।

সাধারণ পোশাক পরা একজন গোয়েন্দা বললো, "উনি হলেন মাইকেল কর্লিয়নি, ডনের ছেলে।"

শান্তকণ্ঠে মাইক জিজ্ঞেস করলো, "যেসব গোয়েন্দাদের বাবাকে পাহারা দেবার কথা ছিলো, তাদের কি হলো? এই কাজ থেকে কে তাদের সরালো।"

রাগের চোটে পুলিশ ক্যাপ্টেনের মুখ আরো লাল হয়ে উঠলো, "বজ্জাত গুণ্ডা কোথাকার তুমি কে আমাকে আমার কাজ শেখাতে এসেছো? আমি ওদের সরিয়েছি। যতো সব গুণ্ডারা কে কাকে খুন করলো, তাতে আমার বয়ে গেলো। যদি আমার কথায় কাজ হতো, তাহলে তোমার বাপকে বাঁচাতে একটা আঙুল তুলতাম না। এবার এখান থেকে চলে যাও। এই রাস্তা থেকে দূর হও, হারামজাদা, আর রুগিদের সঙ্গে দেখা করার নির্দিষ্ট সময় ছাড়া এই হাসপাতালে এসো না।"

মাইকেল তখনও মনোযোগ দিয়ে তার মুখ দেখছিলো। ও যা বললো তাতে মাইকের একটুও রাগ হয়নি। বিদ্যুৎবেগে ওর মস্তিষ্ক কাজ করছিলো। এও কি সম্ভব যে ঐ প্রথম গাড়িতে সলোৎসো ছিলো এবং সে মাইককে হাসপাতালের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিলো? এও কি সম্ভব যে তারপর সলোৎসো গিয়ে এই ক্যাপ্টেনটাকে ফোন ক'রে বলেছিলো, "এটা কি করে হলো যে কর্লিয়নির লোকরা এখনও হাসপাতালের চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে? ওদের আটক ক'রে রাখার জন্য তোমাদের না টাকা দেয়া হয়েছে?" এ-ও কি সম্ভব যে সনি যেমন বলেছিলো এ সবটাই সযত্নে পূর্ব-পরিকল্পিত? সব ঠিক ঠিক মিলে যাচ্ছে। তখনও মাথা ঠাণ্ডা রেখে মাইক ক্যাপ্টেনকে বললো, "বাবার ঘরের চারদিকে তুমি পাহারাওয়ালা না বসানো পর্যন্ত আমি এখান থেকে নড়ছি না।"

ক্যাপ্টেন কোনো উত্তর না দিয়ে পাশেই যে গোয়েন্দা দাঁড়িয়েছিলো, তাকে বললো, "ফিল, এই হারামজাদাকে আটক করো।"

গোয়েন্দাটি ইতস্তত: ক'রে বললো, "ছোকরার কাছে অস্ত্র নেই, ক্যাপ্টেন। যুদ্ধে ওর বীরত্বের খ্যাতি ছিলো, ও কখনো কোনো বে-আইনী কাজে জড়িত থাকেনি। কাগজে এই নিয়ে বিশ্রী সমালোচনা হতে পারে।"

ক্যাপ্টেন গোয়েন্দার দিকে রুখে দাঁড়িয়ে রাগে মুখ লাল ক'রে গর্জন ক'রে উঠলো, "উচ্ছন্নে যাও! ওকে আটক করো।"

মাইক তখনও ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করেছিলো; একটুও রাগ না দেখিয়ে সুচিন্তিত বিদ্বেষের সঙ্গে সে বললো, "বাবাকে মারার জন্য সলোৎসো তোমাকে কতো টাকা দিচ্ছে ক্যাপ্টেন?"

তখন পুলিশ-ক্যাপ্টেন ওর দিকে ফিরে সেই দুই গোয়েন্দাদের বললো, "ওকে ধরো।" মাইকেল টের পেলো দু'পাশ থেকে ওর দুই হাত ওরা চেপে ধরলো। তারপর দেখতে পেলো ক্যাপ্টেনের বজ্রমুষ্টি ওর মুখের দিকে এগিয়ে আসছে। সরে যাবার চেষ্টা করলো মাইক, তবু ঘুষিটা গিয়ে গালের হাড়ে লাগলো। মাথার মধ্যে যেন একটা বিস্ফোরণ ঘটলো। মুখের ভেতরটা রক্তে আর ছোট-ছোট শক্ত হাড়ের কুঁচিতে ভরে গেলো, কুচিগুলো যে ওর দাঁত মাইক সেটা বুঝলো। আরো অনুভব করলো যে মাথার একটা পাশ ফুলে উঠেছে, বাতাস ভরলে যেমন হয়। পায়ের কোনো ওজন ছিলো না, পড়েই যেতো, পুলিশের লোক দুটো যদি ওকে ধরে না রাখতো। তখনও সে দাঁড়িয়েছিলো, যাতে ক্যাপ্টেন ওকে আবার মারতে না

পারে, সে বলছিলো, "কি সর্বনাশ ক্যাপ্টেন, ওকে মারলেন যে!"

ক্যাপ্টেন জোরে জোরে বললো, "আমি ওকে ছুঁইনি। ওই আমাকে আক্রমণ করতে গিয়ে পড়ে গেছে। বুঝলে কথাটা? গ্রেপ্তার হতে আপত্তি করছিলো।"

একটা লাল কুয়াশার মধ্যে দিয়ে মাইক দেখলো আরো কয়েকটা গাড়ি এসে ফুটপাথের পাশে দাঁড়িয়েছে। গাড়ি থেকে লোকজন নামছিলো। একজনকে চিনতেও পারলো, সে হলো ক্রেমেন্‌জার উকিল; সে পুলিশ-ক্যাপ্টেনকে দৃঢ় ভাবে বলছিলো, "কর্লিয়নি পরিবার একটা বেসরকারী গোয়েন্দা কোম্পানিকে ভাড়া করেছে মিঃ কর্লিয়নিকে পাহারা দেবার জন্য। আমার সঙ্গে যেসব লোক এসেছে তাদের বন্দুকের লাইসেন্স আছে, ক্যাপ্টেন। ওদের যদি আপনি গ্রেপ্তার করেন কাল সকালে একজন জজের সমানে আপনাকে উপস্থিত হয়ে কারণ দর্শাতে হবে।"

উকিল তারপর মাইকেলের দিকে ফিরে বললো, "যে তোমার এই হাল করেছে তার নামে কি তুমি অভিযোগ আনতে চাও?"

মাইকেলের কথা বলতে কষ্ট হচ্ছিলো। চোয়াল দুটো একসঙ্গে মিলছিলো না, তবু কোনোমতে বিড়বিড় করে বললো, "আমি পা পিছলে পড়ে গিয়েছিলাম।" দেখলো ক্যাপ্টেন ওর দিকে ফিরেছে, চোখে জয়োল্লাসের দৃষ্টি। তার উত্তরে মাইক হাসার চেষ্টা করলো। ওর অভিপ্রায়, যেমন করে হোক মনের ঐ মধুর হিমশীতল ভাবটা সারা দেহে প্রবাহিত বরফের মতো ঠাণ্ডা আক্রোশের ভাবটা গোপন করতে হবে। এখন মনের মধ্যে যা হচ্ছিলো না। ডনেরও হতো না। তারপরেই টের পেলো ওকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। তারপর মাইক জ্ঞান হারিয়েছিলো।

সকালে উঠে মাইক দেখলো ওর চোয়াল দুটি তার দিয়ে বাঁধা, আর মুখের বাম পাশের চারটা দাঁত নেই। খাটের পাশে হেগেন বসে ছিলো।

মাইকেল জিজ্ঞেস করলো, "আমাকে কি ওষুধ দিয়ে বেহুঁস করা হয়েছিলো।"

হেগেন বললো, "হ্যা। মাড়ি থেকে হাড়ের কুঁচি বের করতে হয়েছিলো। ওরা ভাবলো তাতে তোমার বড্ড ব্যথা লাগবে। তাছাড়া এমনিতেই তো প্রায় বেহুঁশ হয়েই ছিলে।"

মাইকেল জিজ্ঞেস করলো, "আর কোথাও জখম হয়েছিলো?" হেগেন বললো, "না। সনি তোমাকে লংবিচের বাড়িতে নিয়ে যেতে চাইছে। যেতে পারবে মনে হয়?"

মাইকেল বললো, "নিশ্চয়ই। ডন ভালো আছেন?" হেগেনের মুখটা লাল হয়ে উঠলো। "মনে হয় এবার সমস্যাটা মেটানো গেছে। একটা বেসরকারী গোয়েন্দা কোম্পানি ভাড়া করা হয়েছে, সমস্ত জায়গাটা আমাদের আয়ত্তের মধ্যে। গাড়িতে উঠে তোমাকে আরো বললো।"

ক্রেমেন্‌জা গাড়ি চালাচ্ছিলো, মাইকেল আর হেগেন পেছনে বসে ছিলো। মাইকের মাথা দপ-দপ করছিলো। "কাল রাতে আসলে কি কাণ্ড ঘটেছিলো তা তোমরা বের করতে পেরেছিলে কি?"

হেগেন শান্ত ভাবে বললো, "সনির একজন লোক আছে পুলিশে, ঐ যে ফিলিপ্‌স্ ব'লে গোয়েন্দা, যে তোমাকে বাঁচাতে চেষ্টা করেছিলো। ও-ই আমাদের সব জানিয়েছে। ম্যাক্‌ক্লাস্কি ব'লে ঐ পুলিশ-ক্যাপ্টেন পুলিশে ঢুকেই ঘুষ খায়। আমাদের পরিবারও ওকে প্রচুর টাকা দিয়েছে। ব্যাটা খুব লোভী, তার ওপর ওকে বিশ্বাস করা যায় না। তবে সলোৎসো নিশ্চয়

অনেক টাকা দিয়েছে। রুগিদের সঙ্গে দেখা করার সময় পেরিয়ে যাবার মাত্রই ম্যাক্‌ক্লাস্কি টেসিওর লোকদের হাসাতালের ভেতর থেকে, বাইরে থেকে ধরে নিয়ে গিয়েছিলো। কারো সঙ্গে বন্দুক থাকা সত্ত্বেও কোনো সুবিধা করতে পারেনি। তারপর ডনের ঘরের দরজা থেকে সরকারী পাহারাদার গোয়েন্দাদেরকেও সরিয়ে দিয়েছিলো। বলেছিলো ওদের আরেকটা কাজের জন্য দরকার ওদের জায়গায় অন্য পুলিশ এসে পাহারার ভার নেবে, কিন্তু ওসব ওর চালাকি! সব ভুয়া। ডনকে ঘায়েল করার সুবিধা ক'রে দেবার জন্য হতভাগা টাকা খেয়েছিলো। ফিলিপ্‌স্ বলছে ও এমনই লোক যে আবার চেষ্টা করবে। সলোৎসো নিশ্চয়ই শুরুতেই ওকে বেশ টাকা দিয়ে রেখেছে আর কাজ হলে আকাশ থেকে চাঁদ পেড়ে দেবে বলেছে।"

"আমার আহত হওয়ার কথা কাগজে বেরিয়েছিলো?

হেগেন বললো, "না। ওটা আমরা চেপে গিয়েছি। কেউ চায় না যে ওটা জানাজানি হয়। পুলিশও না, আমরাও না।"

মাইকেল বললো, "ভালো কথা। এন্‌জো সরে পড়তে পেরেছিলো?"

হেগেন বললো, "হ্যা। ও তোমার চেয়ে চট্‌পটে। পুলিশ দেখা দিতেই ও অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিলো। এখন বলছে এখান দিয়ে সলোৎসোর গাড়ি চলে যাবার সময় ও তোমার সাথে ছিলো। সত্যি নাকি?"

মাইকেল বললো, "হ্যা। ছেলেটা ভালো।"

হেগেন বললো, "সে জন্য ওর ভালো ব্যবস্থা হবে। তোমার এখন কেমন লাগছে?" হেগেনের মুখে উদ্বেগ। "দেখতে বিশ্রী লাগছে।"

মাইকেল বললো, "আমি ভালোই আছি। পুলিশ-ক্যাপ্টেনের কি নাম বললে?"

হেগেন বললো, "ম্যাক্‌ক্লাস্কি। ভালো কথা, হয়তো শুনে খুশি হবে যে শেষ পর্যন্ত কর্লিয়নি পরিবার একটা ব্যবস্থা করতে পেরেছে। ব্রুনো টাটাগ্লিয়া, ভোর চারটার সময়।"

মাইকেল সোজা হয়ে উঠে বসলো, "কি ক'রে হলো? আমি তো ভেবেছিলাম আমরা এখন চুপ ক'রে বসে থাকবো।"

হেগেন কাঁধ তুললো। "হাসপাতালের ঐ ব্যাপারের পর সনির মন শক্ত হয়ে গেলো। সারা নিউইয়র্ক, নিউ-জার্সি আমাদের বাট্‌ন-ম্যানরা চসে বেড়িয়েছিলো। কাল রাতে তালিকা তৈরি হয়ে গেলো। আমি সনিকে ঠেকিয়ে রাখার চেষ্টা করছি, মাইক। তুমিও ওর সঙ্গে কথা ব'লে দেখতে পারো। একটা বড় রকম লড়াই না বাধিয়েও পুরো ব্যাপারটা মিটিয়ে দেয়া সম্ভব।"

মাইকেল বললো, "ওর সঙ্গে কথা বলে দেখবো। আজ সকালে পরামর্শ করা হবে নাকি?"

হেগেন বললো, "হ্যা। শেষ পর্যন্ত সলোৎসো যোগাযোগ করেছে, আমাদের সঙ্গে বসতে চায়। একজন মধ্যস্থ হ'য়ে খুঁটিনাটি বন্দোবস্ত করছে। তার মানে আমাদের জিত। সলোৎসো জানে ও হেরে গেছে, এখন প্রাণ নিয়ে সরে পড়তে পারলে বাঁচে।"

একটু হেসে হেগেন বললো, "হয়তো ভেবেছিলো আমরা দূর্বল হয়ে পড়েছি, হার মানতে আমরা তৈরি, কারণ আমরা পাল্টা মার দেইনি। এখন টাটাগ্লিয়াদের এক ছেলে মরাতে,ও

টের পেয়েছে আমরা সহজে ছেড়ে দেবো না। ডনকে আক্রমণ ক'রে ব্যাটা একটা বড় ঝুঁকি নিয়েছিলো। ভালো কথা, লুকা সম্বন্ধে পাকা খবর পাওয়া গেছে। তোমার বাবাকে গুলি করার আগের রাতে ওরা ওকে মেরে ফেলেছিলো। ব্রুনোর নাইট-ক্লাবে। বোঝো একবার!"

মাইকেল বললো, "নিশ্চয়ই ওকে অতর্কিতে আক্রমণ করেছিলো।"

লংবিচের বাড়ির প্রবেশপথে একটা লম্বা কালো গাড়ি দাঁড়িয়ে রাস্তা বন্ধ ক'রে রেখেছিলো। গাড়ির হুডে ঠেস্ দিয়ে দুজন লোক দাঁড়িয়ে ছিলো। মাইক লক্ষ্য করলো দুই পাশের বাড়ি দুটোর ওপর তলার জানালাগুলো খোলা। সনি তাহলে সত্যিই সহজে ছাড়বে না।

প্রাঙ্গণের বাইরে ক্লেমেন্‌জা গাড়ি দাঁড় করালো, ওরা হেঁটে ভেতরে গেলো। রক্ষীরা দুজনই ক্লেমেন্‌জার লোক, ওদের দেখে সে ভুরু কুঁচ্‌কালো, ঐ রকমই তার অভিবাদন। তারাও মাথা দুলিয়ে স্বীকৃতি জানালো। কেউ হাসলো না, কেউ মুখে অভিবাদন করলো না। ক্লেমেন্‌জা হেগেনকে আর মাইকেল কর্লিয়নিকে বাড়ির মধ্যে নিয়ে গেলো। ওরা ঘণ্টা দেবার আগেই আরেকজন রক্ষী দরজা খুলে দিলো।

বোঝাই গেলো সে ওপরের জানালা থেকে চোখ রাখছিলো। কোণের অফিস ঘরে গিয়ে ওরা দেখলো সনি আর টেসিও ওদের জন্য অপেক্ষা করছে। সনি উঠে মাইকেলের কাছে এসে দুই হাতে ছোট ভাইয়ের মাথাটি ধরে তামাশা ক'রে বললো, "বাঃ, চমৎকার, চমৎকার!" মাইকেল ওর হাত ঠেলে সরিয়ে ডেস্কের কাছে গিয়ে খানিকটা স্কচ্ হুইস্কি ঢেলে নিলো, তাতে যদি তার-বাঁধা চোয়ালের চাপা বেদনাটা কমে।

ঘরের চারদিকে পাঁচজন বসে পড়লো, এবার কিন্তু ঘরের আবহাওয়াটা আগের বারের চাইতে আলাদা। সনি আরো খুশি, আরো প্রফুল্ল; মাইকেল বুঝতে পারলো সে প্রফুল্লতার অর্থটা কি। বড় ভাইয়ের মনে এখন আর কোনো সংশয় নেই। সে স্থির করে ফেলেছে, কিছুতেই তাকে আর বিচলিত করা যাবে না। আগের রাতের সলোৎসোর ঐ চেষ্টাটার পর আর কথা নয়। মিটমাট করার কোনো প্রশ্নই উঠতে পারে না।

সনি হেগেনকে বললো, "তুমি যখন ছিলে না, তখন যে লোকটা মধ্যস্থতা করছিলো, তার কাছ থেকে খবর পেলাম, তুর্কি এখন দেখা করতে চায়।" সনি হাসতে লাগলো, "ব্যাটার বুকের পাটা দেখেছো!" কণ্ঠস্বরে শ্রদ্ধার সুর "কাল ঐরকম তাড়া খেয়ে আজ কিংবা আগামী কাল আবার দেখা করতে চায়! এদিকে আমরা বুঝি চুপ ক'রে শুয়ে শুয়ে ও যা বলবে তাই মেনে নেবো! হারামজাদার আস্পর্ধা কম নয়!"

টম সাবধানে জিজ্ঞেস করলো, "তুমি কি উত্তর দিলে?" এক গাল হেসে সনি বললো, "আমি বললাম, হ্যা, নিশ্চয় দেখা করবো না কেন? ও যখনই বলবে আমাদের কোনো তাড়া নেই। চব্বিশ ঘণ্টা রাস্তায় রাস্তায় আমাদের শ'খানেক ব্যাটন্-ম্যান ঘুরছে। সলোৎসো তার পাছাটা দেখালেও ওরা ওকে শেষ করে ফেলবে। ওরা যতো সময় চায়, নিক।"

হেগেন জিজ্ঞেস করলো, "কোনো পাকা প্রস্তাব দিয়েছিলো?" সনি বললো, "হ্যা। মাইক যেন গিয়ে ওদের প্রস্তাব শুনে আসে। মধ্যস্থ লোকটা ওর নিরাপত্তার জামিন হবে। সলোৎসো নিজের নিরাপত্তার জামিন চায়নি, ও জানে তা চাইবার কারণ নেই কোনো প্রয়োজনও নেই। ওদের দিক থেকেই মোকাবেলার বন্দোবস্ত করা হবে। ওর লোকেরাই মাইককে তুলে মিটিং-

এর জায়গায় নিয়ে যাবে। মাইক সলোৎসোর কথা শুনবার পর, ওরা ওকে ছেড়ে দেবে। কিন্তু মিটিং-এর জায়গাটা প্রকাশ করা হবে না। ওরা কথা দিচ্ছে যে প্রস্তাবটা এতো ভালো যে আমরা কখনোই সেটা প্রত্যাখ্যান করবো না।"

হেগেন জিজ্ঞেস করলো, "আর টাটাগ্লিয়াদের কি খবর? ব্রুনোর বিষয় নিয়ে তারা কি করবে?"

"ওটাও প্রস্তবের মধ্যে আছে। মধ্যস্থ বলছে টাটাগ্লিয়া পরিবার সলোৎসোকে সমর্থন ক'রে যাবে বলে স্থির করেছে। ব্রুনোর কথা ওরা মন থেকে মুছে ফেলবে। বাবাকে ওরা যা করেছিলো, ব্রুনো তারই দাম দিয়েছে। সব শোধ-বোধ হয়ে গেছে।" সনি আবার হাসতে লাগলো, "হারামজাদাদের সতর্কতা দ্যাখো!"

সাবধানে হেগেন বললো, "ওদের কি বলার আছে, সেটা আমাদের শোনা উচিত।"

সনি মাথা নাড়লো, "না, না, কনসিলিওরি, এবার নয়।" ওর কণ্ঠে সামান্য একটু ইতালিয় টান শোনা গেলো। মজা করবার জন্য ইচ্ছা ক'রে সনি বাপের নকল করছিলো। "আর মিটিং নয়। আর আলোচনা নয়। সলোৎসোর চালাকি আর নয়। মধ্যস্থ যেই আমাদের উত্তর শুনবার জন্য আবার যোগাযোগ করবে, আমার ইচ্ছা তুমি তাকে একটিমাত্র উত্তর দাও। আমি সলৃটসোকে চাই। না পেলে, সামগ্রিক লড়াই। আমরা তোশক নেবো; বাট্‌ন-ম্যানদের সবাইকে পথে ছাড়বো। ব্যবসার ক্ষতি হবে, সেটা আর কি করা যায়।

হেগেন বললো, "অন্য পরিবারগুলো সামগ্রিক লড়াইতে সম্মত হবে না। তাতে সবার খুব ক্ষতি হয়।"

সনি কাঁধ তুলে বললো, "তার একটা সহজ সমাধান আছে। হয় আমার কাছে সলোৎসোকে দাও, নয় কর্লিয়নি পরিবারের সঙ্গে লড়াই করো।" একটু থামলো সনি, তারপর কর্কশ ভাবে বললো, "কি ক'রে মিটমাট করা যায়, সে সম্বন্ধে আর কোনো পরামর্শ নয় টম। সিদ্ধান্ত নেয়া হয়ে গেছে। তোমার কাজ হলো আমাকে জয় লাভ করতে সাহায্য করা। বুঝলে তো।"

হেগেন মাথা নিচু ক'রে কিছুক্ষণের জন্য গভীরভাবে ভেবে দেখে বললো, "থানায় তোমার চরের সঙ্গে কথা হয়েছে। সে বলছে ক্যাপ্টেন ম্যাকক্লাস্কি অবশ্যই সলোৎসোর কাছে টাকা খায় এবং শুধু তাই নয়, তাকে মাদক-ব্যবসার একটা ভাগ দেয়া হবে। সে সলোৎসোর দেহরক্ষী হতে রাজি হয়েছে। সঙ্গে ম্যাকক্লাস্কি না থাকলে গর্ত থেকে তুর্কি নাকটাও বের করবে না। আলোচনার জন্য যখন সলোৎসো মাইকের সামনে বসবে, ম্যাকক্লাস্কি ওর পাশে বসে থাকবে। সাধারণ পোশাক পরে, কিন্তু বন্দুক নিয়ে। এখন তোমাকে একথা বুঝতে হবে, সনি, যতক্ষণ সলোৎসো এভাবে রক্ষিত থাকবে, ওকে ধরা-ছোঁয়া যাবে না। আজ পর্যন্ত কেউ কোনো নিউইয়র্ক পুলিশ-ক্যাপ্টেনকে গুলি ক'রে মেরে পার পায় নি। শহর তাহলে অসহ্য রকম গরম হয়ে উঠবে, খবরের কাগজ, পুলিশ বিভাগ, গির্জার কর্তৃপক্ষ, সবাই ক্ষেপে যাবে। সেটা সর্বনাশা অবস্থা হবে। ইতালিয় পরিবারগুলোও তোমাদের বিপক্ষে যাবে। কর্লিয়নি পরিবারকে এক ঘরে করা হবে। এমন কি বুড়ো ভদ্রলোকের রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকেরাও পালিয়ে বাঁচবে। এসব ভেবে নিয়ে তবেই কাজ করো।"

সনি কাঁধ তুললো, "ম্যাকক্লাস্কি তো আর চিরকাল তুর্কির কাছে থাকতে পারবে না। আমরাও অপেক্ষা করবো।"

টেসিও আর ক্রোমনজা অস্বস্তির সঙ্গে চুরুট ফুঁকছে, কিছু বলতে সাহস পাচ্ছে না কিন্তু ঘেমে যাচ্ছে। ভুল সিদ্ধান্ত নেয়া হলে ওদেরই গায়ের চামড়া ছাড়িয়ে দড়িতে শুকানো হবে।

এই প্রথম মাইকেল কথা বললো। হেগেনকে জিজ্ঞেস করলো, "বাবাকে হাসপাতাল থেকে সরিয়ে এখানে নিয়ে আসা যায় না?"

হেগেন মাথা নাড়লো। "আমিও প্রথমেই একথা জানতে চেয়েছিলাম। একেবারে অসম্ভব। তার অবস্থা খুব খারাপ। বাঁচবে, কিন্তু নানা রকম যত্ন দরকার, হয়তো আরো অপারেশন করতে হতে পারে। অসম্ভব।"

মাইকেল বললো, "তাহলে এখনই সলোৎসোকে ধরতে হবে। আর অপেক্ষা করা যায় না। ব্যাটা খুব সাংঘাতিক। কখন কোন নতুন ফন্দি আঁটবে। মনে রেখো, বাবাকে সরাতে পারলেই ওর জিত। ও সেটা জানে। বেশ ও বুঝছে যে অবস্থা সঙ্গীন, তাই আপাততঃ প্রাণের নিরাপত্তার বদলে হার মানতে রাজি আছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যদি ওর কপালে মরণ লেখা থাকে, তাহলে ডনকে মারবার আরেকটা চেষ্টা ও দেবেই। আর ঐ পুলিশ ক্যাপ্টেন সঙ্গে থাকলে কখন কি হয়, তাই বা কে বলতে পারে। সে ঝুঁকি আমরা নিতে পারি না। এখনই সলোৎসোকে ঘায়েল করতে হবে।"

সনি চিন্তিত ভাবে দাড়ি চুলকাচ্ছিলো। সে বললো, "যা বলেছো, ভাই। একেবারে মোক্ষম কথাই বলেছো। বাবাকে মারার আরেকবার চেষ্টা করার সুযোগ সলোৎসোকে কখনই দেয়া যায় না।"

আস্তে আস্তে হেগেন বললো, "আর ক্যাপ্টেন ম্যাকক্লাস্কির কি হবে?"

ঠোঁটে ছোট্ট এবং অদ্ভুত একটা হাসি নিয়ে সনি মাইকের দিকে ফিরলো, "হ্যা, তাহলে জাদরেল পুলিশ-ক্যাপ্টেনের কি ব্যবস্থা হবে?"

মাইকেল আস্তে আস্তে বললো, "বেশ, এটা একটা চরম অবস্থা। কিন্তু এমন সব সময় আসে যখন চরম ব্যবস্থাও অবলম্বন করা বাঞ্ছনীয়। এখন এই ভাবে চিন্তা করতে হবে যে ম্যাকক্লাস্কিকেও মেরে ফেলা দরকার। সেটা করবার একটা উপায় হলো ওকে এমন জটিল ভাবে জড়িয়ে ফেলতে হবে, যাতে সবাই দেখতে পাবে যে কর্তব্যরত একজন সৎ পুলিশ ক্যাপ্টেনকে হত্যা করা হয়নি, বরং একজন দুর্নীতিপরায়ণ পুলিশ কর্মচারী নানান বে-আইনী কীর্তিকলাপে জড়িত ছিলো, অন্যান্য দুস্কৃতকারীদের মতো সেও তার উচিত সাজা পেয়েছে। আমাদের মাইনে করা কর্মীদের মধ্যে সাংবাদিকরাও আছে, তাদের কাছে বিবৃতি দেয়া যায়; বিবৃতির সমর্থনে যথেষ্ট প্রমাণও দেয়া যায়। তাতে গরম ভাবটা কিছু কমবে। কি রকম মনে হয়?" বিনীতভাবে মাইকেল অন্যদের দিকে তাকালো। টেসিও আর ক্রেমেনজার মুখ কালো, দুজনেই কিছু বলতে নারাজ। সেই রকম অদ্ভুত ক'রে হেসে সনি বললো, "বলে যাও, ভাই, বেশ বলছো। ডন সবসময় বলতেন, 'শিশুদের মুখ থেকেই...' থেমো না, আরো বলো।"

হেগেনও অল্প হেসে মুখ ফিরিয়ে রেখেছিলো। লাল হয়ে উঠলো মাইকেলের মুখ। "দ্যাখো, ওরা চায় আমি সলোৎসোর সঙ্গে কথা বলতে যাই। আমি, সলোৎসো আর ম্যাকক্লাস্কি ছাড়া কেউ থাকবে না। সে রকম ব্যবস্থাই হোক, আজ থেকে দুদিন বাদে; তারপর আমাদের গুপ্তচরদের লাগাও, কোথায় মিটিং হবে খুঁজে বের করুক। বলে দিও সাক্ষাৎকারটা প্রকাশ্য জায়গায় হতে হবে, আমি কারো ফ্ল্যাটে, কিংবা বাড়িতে যেতে রাজি নই। একটা

রেস্তোরাঁয়, কিংবা 'বারো', ডিনার খাবার ভিড়ের সময়, তাহলে আমি নিরাপদ বোধ করবো। ওরাও তাই করবে। সলোৎসো পর্যন্ত সন্দেহ করবে না যে ক্যাপেন্টনকে গুলি করার সাহস আমাদের হবে। আমি পৌঁছাতেই নিশ্চয়ই ওরা দেখে নেবে সঙ্গে অস্ত্র আছে কি না, তখন বন্দুক থাকলে চলবে না; কিন্তু ওদের সঙ্গে কথাবার্তা বলার সময় কি উপায়ে আমার কাছে বন্দুক পৌঁছে দেওয়া যায়, সেটা তোমরা ভেবে দেখো। তাহলে আমি দু'জনকেই ঘায়েল করবো।'

চারটা মুখ ওর দিকে ফিরে হাঁ ক'রে চেয়ে রইলো। ক্লেমেন্‌জা আর টেসিও গম্ভীর হলেও অবাক্। হেগেনের মুখটা করুণ, কিন্তু বিস্মিত নয়। কি যেন বলতে শুরু ক'রে আবার মত বদলালো সে। শুধু সনির কিউপিডের মতো ভারি মুখটা আমোদে কুঁচকে উঠলো, তার পরেই সে উচ্চস্বরে হেসে উঠলো। নকল হাসি নয়, পেটের ভেতর থেকে উঠে আসা সত্যিকারের হাসি। ও বাস্তবিকই আহ্লাদে আটখানা। মাইকেলের দিকে আঙুল দেখিয়ে, হাসির দমকের মাঝে মাঝে সনি কথা বলার চেষ্টা করছিলো, 'তুমি হলে কলেজের সেরা ছেলে, পারিবারিক ব্যবসার সঙ্গে তুমি কোনোদিনও জড়িত হতে চাও না। এখন কি না সেই তুমি-ই তুর্কিকে আর এক পুলিশ ক্যাপ্টেনকে খুন করতে চাও, এজন্যে যে ম্যাকক্লাস্কি তোমার মুখ ভেঙে দিয়েছে। ব্যাপারটাকে তুমি ব্যক্তিগত ভাবে নিচ্ছো। আরে এটা একটা ব্যবসার বিষয়, ব্যক্তিগত কিছু নয়। একটা চড় খেয়েই তুমি দু-দুটো লোককে মেরে ফেলতে চাইছো। যতো সব ভাঁওতা। এতোকাল শুধু ভাঁওতা দিয়েই এসেছে!"

ক্লেমেন্‌জা আর টেসিও সমস্ত ব্যাপারটাকেই ভুল বুঝলো, ওরা ভাবলো যে ছোট ভাইয়ের তেজ দেখে সনি বুঝি তামাশা করছে, কাজেই তারাও মাইকেলের দিকে কিছুটা কৃপার ভাব দেখিয়ে হাসতে আরম্ভ করেছিলো। একমাত্র হেগেন সর্তকতা অবলম্বন ক'রে মুখে কোনো ভাব প্রকাশ করেনি।

মাইকেল সবার দিকে তাকিয়ে, শেষে সনির দিকে চোখ ফেরালো, সনি তখনও হাসি থামাতে পারেনি। সনি বললো, "তুমি কিনা দু'জনকে ঘায়েল করবে? দ্যাখো ভাই,এর জন্য কেউ তোমাকে পদক দেবে না, বরং ইলেকট্রিক চেয়ারে বসাবে। সেটা জানো তো? এটা বাহাদুরের খেল নয়, ভাই, এক মাইল দূর থেকে কাউকে গুলি করা নয়। লোকদের চোখের সাদাটা দেখা গেলে তবে গুলি ছুঁড়তে হয়, মনে নেই স্কুলে এই রকম শেখানো হয়েছিলো? একেবারে পাশে দাঁড়িয়ে মুণ্ডু উড়িয়ে দিতে হয় আর ওদের মাথার ঘিলু তোমার সুন্দর আইভি লিগ স্যুটের উপর ছিটিয়ে পড়ে। কেমনে হয় ভাই, এক ব্যাটা পুলিশ তোমাকে থাপ্পড় দিয়েছে ব'লে তোমার ঐ রকম করতে ইচ্ছা করছে?" তখনও সনি হাসছিলো।

মাইকেল খুব লম্বা-চওড়া ছিলো না, কিন্তু ওর সমস্ত সত্তা থেকে যেন বিপদের সঙ্কেত বিচ্ছুরিত হচ্ছিলো। সেই মুহূর্তে ওকে ডন কর্লিয়নিরই অবতার ব'লে মনে হচ্ছিলো। চোখ দুটি কেমন ফিকে বাদামী দেখতে হয়েছিলো, মুখ বিবর্ণ। মনে হচ্ছিলো, যে কোন মুহূর্তে ওর চাইতে বড় আর জোরালো ভাইয়ের ওপর ও আছড়ে পড়তে পারে। এ বিষয়ে কেন সন্দেহই নেই যে মাইকের হাতে অস্ত্র থাকলে, সনির বিপদ হতো। সনি হাসি থামালো। ঠাণ্ডা, মারাত্মক স্বরে মাইক বললো, "তুমি কি ভাবছো এটা আমি করতে পারবো না, হারামজাদা?"

সনি তার হাসির বেগ সামলে নিয়েছিলো। সে বললো, "অমি জানি তুমি পারবে। তুমি

যা বললে তাই নিয়ে আমি হাসিনি, মাইক। শেষ পর্যন্ত কি রকম অদ্ভুত অবস্থা দাঁড়াচ্ছে, তাই ভেবে হাসছিলাম। আমি সবসময়ই বলে এসেছি যে কর্লিয়নি পরিবারের তুমিই সব চাইতে জবরদস্ত, ডনের চাইতেও জবরদস্ত। একমাত্র তুমিই বুড়ো ভদ্রলোকের প্রভাব এড়িয়ে যেতে পেরেছিলে। তোমার ছোটবেলার কথা আমার মনে আছে। বাপরে, কি প্রচণ্ড মেজাজ ছিলো তোমার! আরে তুমি আমার সঙ্গেও মারামারি করতে, অথচ আমি তোমার চাইতে কতো বড়। আর ফ্রেডিকে তো প্রতি সপ্তাহে অন্ততঃ একবার তোমাকে পিটিয়ে ছাতু করতে হতো। এখন সলোৎসো তোমাকে পবিরারে নিরীহ-গোবেচারা ভেবেছে, কারণ তুমি ম্যাক্‌ক্ল্যাস্কির কাছে মার খেয়েও কিছু বলোনি, তাছাড়া পারিবারিক লড়াই থেকে তুমি সবসময় সরে থেকেছো। ও ভেবেছে তোমার সঙ্গে মুখোমুখি দেখা করলে ভাবনার কিছু নেই। ম্যাক্‌ক্লাস্কিও তোমাকে ভীতু মনে করেছে।" সনি একটুক্ষণ থেমে আস্তে আস্তে বললো, "কিন্তু তুমিও তো একজন কর্লিয়নি। সে কথা আমি এইখানে বসে বসে অপেক্ষা করছি কখন তুমি তোমার ঐ আইভি লিগের যোগ্য বীর যোদ্ধার ভুয়া সাজ খুলে ফেলে বেরিয়ে পড়বে। আমি অপেক্ষা ক'রে ছিলাম কখন তুমি আমার ডান হাত হ'য়ে উঠবে, তখন দু'জনে মিলে যতো হারামজাদা আমাদের বাবাকে আর পরিবারকে ধ্বংস করতে চাইছে, সব কটাকে শেষ ক'রে দেবো। শুধু চোয়ালে একটা ঘুষির অপেক্ষায় ছিলো সব। কি বলবে বলো।" খুব মজার একটা অঙ্গভঙ্গি করলো সনি, একটা ঘুষির মতো, তারপর আবার বললো, "কি বলবে বলো।"

ঘরের আড়ষ্টতা দূর হয়ে গিয়েছিলো। মাইক মাথা নেড়ে বললো, "সনি, আমি এরকম করছি কারণ এ ছাড়া উপায় নেই। বাবাকে মারার সুযোগ সলোৎসোকে আর দেয়া যায় না। মনে হচ্ছে একমাত্র আমিই ও ব্যাটার খবু কাছে যেতে পারবো। আমি সব ভেবে দেখেছি। একজন পুলিশ ক্যাপ্টেনকে হত্যা করার জন্যে তোমরা আর কাউকে পাবে ব'লে আমার মনে হয় না। হয়তো তুমি নিজে করতে পারতে, সনি, কিন্তু তোমার স্ত্রী আছে, ছেলে-মেয়ে আছে। তাছাড়া বাবা ভালো হয়ে না ওঠা পর্যন্ত পারিবারিক ব্যবসাটাও তো তোমাকেই দেখতে হবে। তাহলে বাকি থাকি অমি আর ফ্রেডি। ফ্রেডির তো শক্ লেগেছে, কিছুই করতে পারবে না। শেষ পর্যন্ত রইলাম আমি। এ তো সহজ যুক্তির কথা। চোয়ালে ঘুষির সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই।"

সনি উঠে এসে মাইককে বুকে জড়িয়ে ধরলো। "কেন কি করছো তাতে আমার কিছুই যায়-আসে না, যতোক্ষণ তুমি আমাদের দলে আছো। আরেকটা কথাও বলে রাখি, যা যা বললে, ঠিকই বলেছো। তুমি কি বলো, টম?"

হেগেন কাঁধ তুলে বললো, "যুক্তিতে তো কোনো খুঁত নেই। তার কারণ আমার মতে ঐ রফা করার ব্যাপারে তুর্কির কোনো সততা দেখা যাবে না। আমার মনে হয় ওসব সত্ত্বেও ডনের ক্ষতি করতে চায়। এযাবৎ ওকে যে-রকম দেখেছি, তাতে অন্ততঃ সেই রকমই মনে হয়। কাজেই সলোৎসোকে ঘায়েল করতে হবে। তার জন্য যদি পুলিশ ক্যাপ্টেনকেও ঘায়েল করতে হয় তো তাই সই। কিন্তু কাজটা যে করবে, তার ওপর প্রচন্ড চাপ পড়বে। মাইককেই কি ও কাজ করতে হবে?"

সনি আস্তে আস্তে বললো, "আমি করতে পারি।" অসহিষ্ণুভাবে মাথা নাড়লো হেগেন। "দশটা পুলিশ ক্যাপ্টেন পাশে থাকলেও ও তোমাকে ওর এক মাইলের মধ্যে পা দিতে দেবে

না। তাছাড়া তুমি সাময়িক ভাবে আমাদের পরিবারের মাথা। তোমাকে বিপদের ঝুঁকি নিতে দেয়া যায় না।" তারপর থেমে, ক্লেমেন্‌জা টেসিওর দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলো, "তোমাদের মধ্যে কারো কোনো দক্ষ বাট্‌ন্‌-ম্যান আছে, বিশেষ দক্ষ কেউ, যে এ কাজের ভার নিতে রাজি আছে? বাকি জীবনটা তার আর টাকাকড়ির জন্য ভাবতে হবে না।"

ক্লেমেন্‌জাই আগে কথা বললো, "সলোৎসো চেনে না এমন কেউ নেই, দেখলেই ও সব বুঝে ফেলবে। আমি কিংবা টেসিও গেলেও একই কথা।"

হেগেন বললো, "খুব জবরদস্ত কেউ নেই, যে এখনও নাম করেনি, খুব ভালো, কিন্তু আনকোরা নতুন কেউ?"

দুই ক্যাপোরেজিমি মাথা নাড়লো। কথার ঝাঁঝ কমাবার জন্য একটু হেসে টেসিও বললো, "ও হলো আন্তর্জানিতক খেলায় রংরুট নামানোর মতো।"

সনি তখন সংক্ষিপ্ত স্বরে বললো, "তাহলে মাইককে যেতে হয়। তার লক্ষ-লক্ষ কারণ আছে। তার মধ্যে প্রধান কারণ হলো যে ওরা ওকে আনাড়ি ভেবেছে। কাজটা ও করতে পারবে, সে গ্যারান্টি আমি দিতে পারি; তারও গুরুত্ব আছে, কারণ ঐ ছ্যাঁচড় হারামজাদা তুর্কিকে ঘায়েল করার এই একটাই সুযোগ পাওয়া যাবে। কাজেই এখন আমাদের ভাবতে হবে কি উপায়ে মাইকের সুবিধা ক'রে দেয়া যায়। টম, ক্লেমেনজো, টেসিও তোমরা খুঁজে বের করো সাক্ষাৎকারের জন্য মাইককে ওরা কোথায় নিয়ে যাবে। তার জন্য যতোই খরচ হয় হোক। জায়গাটা জানলে, ওর হাতে কি ভাবে অস্ত্র পৌঁছে দেয়া যাবে সে-কথা ভাবা যাবে। ক্লেমেন্‌জা, তোমার সংগ্রহ থেকে একটা সত্যিকারের নিরাপদ বন্দুক ওকে দেবে। সব চাইতে ঠাণ্ডা অস্ত্র যার কোন সূত্র ধরা যাবে না। দেখো যেন ব্যারেল খাটো আর বিস্ফোরণের ক্ষমতা বেশি হয়। বন্দুকের লক্ষ্য খুব নির্ভুল না হলেও চলবে। ব্যবহারের সময় মাইক তো একেবারে ওদের ঘাড়ের ওপর থাকবে। মাইক, বন্দুক ছুঁড়েই ওটাকে মাটিতে ফেলে দেবে। ওটা সহ ধরা পড়ো না। ক্লেমেন্‌জা, ব্যারেলে আর ট্রিগারে ঐ যে তোমার সেই বিশেষ জিনিসটা টেপ ক'রে দিও, তাহলে আঙুলের ছাপ পড়বে না। মনে রেখো মাইক, আমরা প্রত্যক্ষদর্শী ইত্যাদির সব বন্দোবস্ত করতে পারবো, কিন্তু গ্রেপ্তার হবার সময় হাতে বন্দুক থাকলে কিছুই করতে পারবো না। যানবাহন, রক্ষণাবেক্ষণ, সব তৈরি থাকবে। তারপর তুমি একেবারে অদৃশ্য হয়ে গিয়ে, লম্বা ছুটি উপভোগ করবে, যতো দিন না এদিককার চাপটা কেটে যায়। অনেক দিনের মতো তোমাকে বাইরে থাকতে হবে, মাইক, কিন্তু আমি চাই না তুমি তোমার বান্ধবীর কাছ থেকে বিদায় নাও, কিংবা আদৌ তাকে ফোন করো। তুমি বিদেশে গেলে, আমি ওকে জানিয়ে দেবো যে তুমি ভালো আছো। এই আমার আদেশ।

ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে একটু হেসে সনি বললো, "এখন ক্লেমেন্‌জার কাছে কাছে থেকে, ও যে-বন্দুক বেছে দেবে, সেটি দেখে নাও। পারো তো একটু অভ্যাসও করে নিও। আর সব ব্যবস্থা আমরা করবো। সব ঠিক আছে ভাই?

আরেকবার মাইকেল কর্লিয়নি তার সমস্ত শরীর দিয়ে সেই মধুর সজীব শীতলতা অনুভব করলো। বড় ভাইকে বললো, "এ রকম একটা বিষয় সম্বন্ধে বান্ধবীকে কিছু বলা নিয়ে ও-সব যা-তা বলার কোনো দরকার ছিলো না। তুমি কি ভেবেছিলে আমি ওকে টেলিফোন ক'রে বিদায় নেবো?"

সনি তাড়াতাড়ি ব'লে উঠলো, "ঠিক আছে, ঠিক আছে, তবে এখনও তো তুমি একজন রুংরুট, তাই বানান-টানানগুলো বলে দিচ্ছিলাম। ওসব ভুলে যাও।

এক গাল হেসে মাইক বললো, "এটা আবার কেমন কথা, রংরুট? তুমি যেমন মন দিয়ে বুড়ো ভদ্রলোকের কথা শুনতে আমিও তেমন শুনতাম। নইলে এতো চালাক হলাম কি ক'রে?" দুজনেই হাসতে লাগলো।

হেগেন সবার জন্য পানীয় ঢেলে দিলো। তার মুখটাকে একটু মলিন দেখাচ্ছিলো, রাজনীতিবিদকে জোর ক'রে যুদ্ধে পাঠানো হচ্ছে, আইনজ্ঞকে আইনের শরণ নিতে হচ্ছে। শেষে টম বললো, "সে যাই হোক কি করা হবে না হবে সেটা অন্ততঃ জানা গেলো।"

এগারো

ক্যাপ্টেন মার্ক ম্যাক্‌ক্লাস্কি তার অফিসে বসে বসে বাজির স্লিপে বোঝাই তিনটা খাম নিয়ে নাড়াচাড়া করছিলো। কপাল কুচ্‌কে, মনে মনে ভাবছিলো স্লিপের ওপর গোপন সঙ্কেতে লেখা তথ্যগুলো পড়তে পারলে হতো। পড়তে পারার খুবই দরকার। আগের রাতে কর্লিয়নি পরিবারের একজন বুকমেকারের আস্তানায় হামলা দিয়ে ওর লোকরা ওগুলো সংগ্রহ ক'রে এনেছিলো। এখন বুকমেকারটিকে ওগুলো আবার কিনে নিতে হবে, নইলে বাজি-খেলোয়াড়রা তাদের জিতের টাকা দাবি করতে না পেয়ে ওকে মেরে ছাতু করবে।

ক্যাপ্টেন ম্যাক্‌ক্লাস্কির দিক থেকে বাজির কাগজের অর্থ উদ্ধার করার খুবই দরকার ছিলো, বুকমেকারের কাছে এগুলো আবার বিক্রি করবার সময় যাতে ঠকতে না হয়। যদি পঞ্চাশ হাজার ডলারের কারবার হয়, তাহলে হয়তো পাঁচ হাজার চাওয়া যেতে পারে। কিন্তু যদি বড় বড় বাজি ধরা হয়ে থাকে, ধরা যাক দু'লাখের ব্যাপার যদি হয়, তাহলে তো দামটা আরো অনেক বেশি হওয়া উচিত। কিছুক্ষণ খামগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করবার পর ম্যাক্‌ক্লাস্কি স্থির করলো বুকি ব্যাটা ভেবে ভেবে মরুক, তারপর সে-ই একটা প্রস্তাব দিক। তার থেকেই বোঝা যাবে আসল দাম কতো হওয়া উচিত।

অফিসের দেয়ালে টানানো থানার ঘড়ির দিকে তাকালো সে। তেলতেলে তুর্কি সলোযসোকে তুলে নেবার সময় হয়ে গিয়েছিলো, কর্লিয়নি পরিবারের সঙ্গে কোথায় যেন দেখা করবার জন্য তাকে নিয়ে যেতে হবে। দেয়াল-আলমারির কাছে গিয়ে, ইউনিফর্ম ছেড়ে ম্যাক্‌ক্লাস্কি সাধারণ পোশাক পরতে লাগলো। কাপড় ছাড়া হলে স্ত্রীকে ডেকে ব'লে দিলো রাতে বাড়িতে খাবে না, একটা কাজে বের হতে হচ্ছে। স্ত্রীকে সে কোনো কথাই বলতো না। তার ধারণা ছিলো স্বামীর পুলিশের চাকরির আয় থেকেই ওদের ওভাবে চলতো। ভেবে মজা লাগছিলো ম্যাক্‌ক্লাস্কির যে ওর মারও ঐরকম বিশ্বাস ছিলো, কিন্তু ও নিজে অল্প বয়সেই সব জেনে গিয়েছিলো। বাবাই ওকে পথ দেখিয়ে দিয়েছিলেন।

বাবা ছিলেন পুলিশ সার্জেন্ট। প্রত্যেক সপ্তাহে তিনি ছ'বছরের ছেলেকে সঙ্গে ক'রে নিজের এলাকাটা ঘুরে আসতেন আর দোকানদারদের কাছে ওকে চিনিয়ে দিয়ে বলতেন, "এই আমার ছেলে।"

তারা ওর সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক ক'রে ওর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করতো, তারপর ক্যাশরেজিস্টার খুলে ওকে পাঁচ-দশ ডলার উপহার দিতো। দিনের শেষে খুদে মার্ক ম্যাক্‌ক্লাস্কির প্রত্যেকটা পকেট নোটে বোঝাই হয়ে যেতো। ওর ভেবেও বেশ গর্ব হতো যে বাবার বন্ধুরা ওকে এতো ভালোবাসে যে প্রত্যেক মাসে ওকে দেখলেই উপহার দেয়। বাবা অবশ্য টাকাগুলো ওর জন্য ব্যাঙ্কে জমা ক'রে দিতেন, যাতে ওর কলেজে পড়ার খরচ ওঠে; খুদে মার্ক বড় জোর একটা পঞ্চাশ সেন্টের মুদ্রা হাতে পেতো।

তারপর বাড়ি ফিরলে যখন ওর পুলিশ-চাচারা জিজ্ঞেস করতো বড় হয়ে ও কি হবে, ও আধো-আধো বুলিতে বলতো, "পুলিশ-ম্যান হবো।" শুনে তারা হাসিতে ফেটে পড়তো। বলা বাহুল্য, পরে যদিও আবার ইচ্ছা ছিলো যে আগে ও কলেজের পড়া শেষ করুক, হাই-স্কুল শেষ করেই ও পুলিশে ঢুকবার জন্য পড়াশুনা করতে শুরু ক'রে দিয়েছিলো।

ভালো পুলিশ ছিলো ও, খুব সাহসী। পথের মোড়ে যতো সব গুণ্ডা মাস্তান ছোকরা দৌরাত্ম্য ক'রে বেড়াতো, ও কাছে এলেই তারা পালাতো। শেষ পর্যন্ত ওরা ওর এলাকাটাই ছেড়ে চলে গিয়েছিলো। জবরদস্ত পুলিশ ছিলো ও।

ন্যায়বিচারও করতো। নিজের ছেলেকে ও কখনো দোকানদারদের কাছ নিয়ে যেতো না; আঁস্তাকুড়ের নিয়ম ভাঙার জন্য কিংবা বে-আইনী ভাবে গাড়ি রাখার জন্য কেউ ওর ছেলেকে টাকা দিতো না। টাকাটা ও নিজের হাতেই নিতো, ওর মনে হতো ওটা ও-ই রোজগার করেছে। অন্যান্য পুলিশদের মতো, পায়ে হেঁটে টহল দেবার সময় ও কখনো বিশেষ ক'রে শীতের রাতে সিনেমা হলে ঢুকে পড়তো না, পাঁসারে কোনো রেস্তোরাঁতেও ঢুকতো না। ও সবসময় ঘুরতো। দোকানগুলোর যথেষ্ট রক্ষণাবেক্ষণ করতো, অনেক সুবিধাও করে দিতো। 'বাওয়ারি'র দিক থেকে যদি মাতালরা ওর সীমানার মধ্যে এসে উৎপাত শুরু করতো, ও তাদের এমনই কঠোর ভাবে বিদায় করে দিতো যে তারা আর সেখানে মুখ দেখাতো না। ওর এলাকার দোকানদাররা সেজন্য কৃতজ্ঞ ছিলো এবং সে কৃতজ্ঞতটা তারা প্রকাশও করতো।

ম্যাক্‌ক্লাস্কি নিজেও নিয়ম মেনে চলতো। ওর এলাকার বুকিরা জানতো নিজে একটু বেশি লাভ করার উদ্দেশ্যে ও কখনো ওদের বিপদে ফেলবে না। থানার কমিশনের ন্যায্য ভাগ নিয়েই ও সন্তুষ্ট থাকতো। তালিকায় আর সবার সঙ্গে ওর নামও ছিলো, বাড়তি মুনাফার ও কোনো চেষ্টা করতো না। লোকটা ছিলো একজন সৎ পুলিশ কর্মী, ঘুষ খেতো ন্যায্য ভাবে, ফলে পুলিশ বিভাগে ওর পদোন্নতি চাঞ্চল্যকর কিছু না হলেও, নিয়মিত ভাবেই হয়ে চলেছিলো।

এরই মধ্যে ও চারটি ছেলে নিয়ে একটা বড় পরিবার প্রতিপালন করেছিলো। তাদের মধ্যে কেউই কেউই পুলিশে ঢোকেনি। সবাই ফোর্ডহ্যাম ইউনিভার্সিটিতে গিয়েছিলো; ততোদিনে ম্যাক্‌ক্লাস্কিও সার্জেন্ট থেকে লেফটেনান্ট, অবশেষে ক্যাপ্টেনের পদে উন্নতি হওয়াতে ওর পরিবারকে কখনো অভাবের সম্মুখীন হতে হয়নি। ঠিক এই সময়ই সবাই বলতে শুরু করলো ম্যাক্‌ক্লাস্কি বড় বেশি টাকা খায়। ওর এলাকার বুকমেকারদের শহরের অন্যান্য এলাকার লোকদের চাইতে বেশি ক'রে চাঁদা দিতে হতো। তবে সেটা হয়তো চার-চারটা ছেলের কলেজে পড়ার খরচ যোগাতে হতো বলে।

ম্যাক্‌ক্লাস্কির নিজের ধারণা ছিলো নায্য ঘুষে কোনো দোষ নেই। পুলিশ বিভাগ তাদের কর্মীদের খরচপত্র দিয়ে ভালোভাবে পরিবার প্রতিপালন করবার মতো মাইনে দেয় না বলে ওর ছেলেরাই বা কিসের জন্য সি-সি এন আই কিংবা কোনো সস্তা দক্ষিণী কলেজে পড়তে যাবে? ও প্রাণ দিয়ে এই সমস্ত লোকদের রক্ষণাবেক্ষণ করতো, কর্মস্থলে ওর কর্ম-বিবরণীতে উল্লেখ ছিলো বন্দুকধারী ডাকাতদের সঙ্গে ও কতো দ্বন্দযুদ্ধ করেছিলো, কতো সব ঘুষখোর, বেশ্যার দালালদের সঙ্গে। বদমায়েসগুলোকে ও পিটিয়ে একেবারে মাটিতে শুইয়ে দিয়েছিলো। এই বিশাল শহরের মধ্যে ওর নিজের ছোট্ট কোণটিকে সাধারণ লোকের পক্ষে ও একেবারে নিশ্চিন্ত নিরাপদ ক'রে রেখেছিলো। ঐ যে প্রতি সপ্তাহে একটি মাত্র একশো ডলারের নোট হাতে আসতো, ওর নিশ্চয়ই তার চাইতে বেশি পাওয়া উচিত। তবে কম মাইনের জন্য ওর মনে কোনো ক্ষোভ ছিলো না, এটুকু ও বুঝতো যে যে-যার নিজেরটা গুছাতে ব্যস্ত।

ক্রনো টাটাগ্লিয়া ছিলো ওর একজন পুরনো বন্ধু ম্যাক্লাস্কির এক ছেলের সঙ্গে যে ফোর্ডহ্যাম ইউনিভার্সিটিতে গিয়েছিলো, তারপর ক্রনো তার নাইট-ক্লাবটা খুলেছিলো আর মাঝে-মধ্যে যদি কখনো ও সপরিবারে শহরে সন্ধ্যা কাটাতে যেতো, ক্রনোর নাইট-ক্লাবে বিনে-পয়সায় পানাহার ক্যাবারে শো উপভোগ করতো। নতুন বছরের আগের সন্ধ্যায় ম্যানেজমেন্টের অতিথি হবার জন্য ওরা এনগ্রেভ করা নিমন্ত্রণপত্র পেতো, সেখানে উপস্থিত হ'লে সব চাইতে ভালো টেবিলের একটাতে ওদের জায়গা হতো। ক্রনো দেখতো যাতে ওর ক্লাবে যেসব বিশিষ্ট ব্যক্তিরা নাচ গান করতো, তাদের সঙ্গ ম্যাক্‌ক্লাস্কিদের আলাপ হয়, তাদের মধ্যে কয়েকজন নামকরা গায়ক আর হলিউডের তারকাও থাকতো। অবশ্য মাঝে মাঝে ক্রনো ওর কাছে কোনো ছোট-খাটো উপকার চাইতো, যেমন হয়তো ক্যাবারেতে কাজের লাইসেন্স পেতে কোনো কর্মীর রেকর্ড অনুমোদন ক'রে দেয়া, কর্মীটি সাধারণতঃ পুলিশের খাতায় দুর্নীতিপূর্ণ কর্মের জন্য নাম লেখা কোনো সুন্দরী মেয়ে। ম্যাক্‌ক্লাস্কি খুশি হ'য়ে ব্যবস্থা ক'রে দিতো।

ম্যাক্‌ক্ল্যাস্কির একটা নিয়ম ছিলো, অন্য লোকের কীর্তিকলাপ সম্পর্কে সে যে কিছু টের পেয়েছে, সেটা কাউকে বুঝতে দিতো না। সলোৎসো যখন অনুরোধ করলো যে বুড়ো কর্লিয়নিকে হাসপাতালে অরক্ষিত অবস্থায় রাখতে হবে, সে তখনও তার কারণ জিজ্ঞেস করেনি। শুধু কতো টাকা পাবে জানতে চেয়েছিলো। সলোৎসো যখন বললো, দশ হাজার ডলার, ম্যাক্‌ক্লাস্কি বুঝলো কেন। একটুও ইতস্ততঃ করলো না সে। কর্লিয়নি হলো দেশের সব চাইতে ক্ষমতাশালী মাফিয়া দলের একটির পাণ্ডা, তার যতো রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষক ছিলো, অ্যাল ক্যাপনিরোর ততো ছিলো না। ওকে যে ঘায়েল করবে সে দেশের একটা বড় উপকার করবে। কাজেই ম্যাক্‌ক্লাস্কি টাকাটা আগাম নিয়ে কাজটা ক'রে ফেললো। সলোৎসো যখন খবর দিলো যে তখনও কর্লিয়নিদের দু'জন লোক হাসপাতলের সামনে রয়েছে ও খুব চটে গেলো। টেসিওর সমস্ত লোককে ফাটকে পুরেছিলো, হাসপাতালে কর্লিয়নির দরজা থেকে সব গোয়েন্দা রক্ষীদের সরিয়ে দিয়েছিলো। আর এখন কি না, যেহেতু সে সৎ তাই দশ হাজার ডলার ফেরত দিতে হবে। ঐ টাকা দিয়ে ও মনে মনে নাতিদের লেখাপড়ার জন্য বীমা

ক'রে রাখবে বলে স্থির করেছিলো। সেই রাগের মাথায় ম্যাক্‌ক্লাস্কি হাসপাতালে গিয়ে মাইকেল্‌ কর্লিয়নিকে ঘুষি মেরেছিলো।

শেষ পর্যন্ত তাতে অবশ্য ভালোই হয়েছিলো। টাটাগ্লিয়া নাইট-ক্লাবে সলোৎসোর সঙ্গে দেখা হয়েছিলো এবং আগের চাইতেও ভালো রফা করা গিয়েছিলো। এবারও সে কোনো প্রশ্ন করেনি, কারণ উত্তরগুলো তার সব জানা ছিলো। শুধু দামটা ঠিক ক'রে নিয়েছিলো। ওর একবারও মনে হয় নি যে নিজের কোনো বিপদ আছে। কেউ যে এক মুহূর্তের জন্যও একজন নিউইয়র্ক শহরের পুলিশ-ক্যাপ্টেনকে মেরে ফেলার কথা ভাবতে পারে, এটা তার কল্পনার বাইরে ছিলো। নিচু স্তরের কোনো পুলিশের লোকও তাকে থাপ্পড় দিয়ে বেড়ালে মাফিয়াদের সব চাইতে জবরদস্ত গুণ্ডারা চুপ ক'রে থাকতো। পুলিশ মেরে কোনো লাভ ছিলো না। কারণ তা করলে হঠাৎ একগাদা গুণ্ডাও মারা পড়তো, গ্রেপ্তারের প্রতিবাদ করতে গিয়ে, কিংবা কোনো দুষ্কর্মের অকুস্থল থেকে পালাতে গিয়ে। এ ব্যাপারে কেউই কোন সুরাহা করতে পারতো?

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে ম্যাক্‌ক্লাস্কি থানা থেকে বেরিয়ে পড়বার ব্যবস্থা করতে লাগলো। সমস্যা, কেবলই সমস্যা। আয়ারল্যাণ্ডে ওর শালী সবে মারা গিয়েছিলো, অনেক বছর ক্যান্সার রোগের সঙ্গে লড়াই করবার পর, তার জন্য ম্যাক্‌ক্লাস্কিরও কম টাকা খরচ হয়নি। এখন তাকে সমাধি দেবার জন্য আরো বেশি টাকা ঢালতে হবে। মাতৃভূমিতে ওর নিজের বুড়ো চাচা-খালুদেরও মাঝে মাঝে সাহায্যের দরকার হতো,তাদের আলুর ক্ষেত চালু রাখার জন্য; সেজন্য ও তাদেরও টাকা পাঠাতো। তাতে ওর কোনো আপত্তি ছিলো না। ও আর ওর স্ত্রী যখন পুরনো দেশে গিয়েছিলো, রাজার সমাদর পেয়েছিলো। হয়তো এবার গ্রীষ্মকালে আরেকবার যাওয়া যেতে পারে, যুদ্ধও থেমে গেছে, হাতেও এতোগুলো বাড়তি টাকা এসে যাচ্ছে। ওর পুলিশ কর্মচারী কেরানীকে ম্যাক্‌ক্লাস্কি বলে গেলো দরকার হলে ওকে কোথায় পাওয়া যেতে পারে। কোন সতর্কতা অবলম্বন করা দরকার ব'লে মনে হয়নি। তেমন হলে সবসময়ই বলা যাবে যে সলোৎসো কিছু খবর সরবরাহ করবে ব'লে ওর সঙ্গে দেখা করেছিলো। থানা থেকে বেরিয়ে কয়েকটা ব্লক হেঁটে গিয়ে ম্যাক্‌ক্লাস্কি একটা ট্যাক্সি নিয়ে যে বাড়িতে সলোৎসোর সঙ্গে দেখা করতে হবে সেখানে গেলো।

মাইকেলের দেশ ত্যাগের সব ব্যবস্থা টম হেগেনকে করতে হয়েছিলো, ওর নকল পাসপোর্ট, ওর নাবিক কার্ড, একটা ইতালিয় মালবাহী জাহাজে ওর জন্য বার্থের ব্যবস্থা; জাহাজটি একটা সিসিলিয় বন্দরে গিয়ে পৌছাবে। সেই দিনই প্লেনে ক'রে সিসিলিতে ওদের চর চলে গেলো, সিসিলির পার্বত্য অঞ্চলে একজন মাফিয়া নেতার কাছে মাইকের লুকিয়ে থাকার জায়গা স্থির করবার জন্য।

সনি একটি গাড়ি আর একজন একান্ত বিশ্বাসী চালকের বন্দোবস্ত করেছিলো, সলোৎসোর সঙ্গে যে রেস্তোরাতে সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা হয়েছিলো, সেখান থেকে বেরিয়েই মাইক ঐ গাড়িতে চড়তে পারবে। চালক স্বয়ং টেসিও। সে স্বেচ্ছায় ঐ কাজের ভার নিয়েছিলো। ঝড়-ঝড়ে চেহারার একটি গাড়ি, কিন্তু তার ইনজিনটি নিখুঁত। গাড়িতে নকল লাইসেন্স প্লেট ঝোলানো থাকবে, গাড়ির সূত্রে কেউ কিছু জানতে পারবে না। এ-গাড়ি তুলে রাখা হয়েছিলো, বিশেষ প্রয়োজনের জন্যে, যখন ভালো জিনিসের দরকার পড়বে।

ক্রেমেন্‌জার সঙ্গে দিনটা কাটালো মাইক, যে ছোট বন্দুকটি ওর হাতে পৌছে দেয়া হবে, সেটি নিয়ে অভ্যাস ক'রে। একটা পয়েন্ট ২২ বন্দুক তাতে গুলি ভরা, সে গুলি ঢুকবার সময় পিন ফোটার মতো ছোট ছ্যাঁদা আর দেহ থেকে বের হবার সময় বড় বড় হাঁ-করা গর্ত বানায়। মাইক আবিষ্কার করলো যে লক্ষ্যের কাছ থেকে পাঁচ পা দূরে থাকলে, টিপ হয় অব্যর্থ। তারপর গুলিটা যেদিকে-সেদিকে চলে যেতে পারে। ঘোড়াটি ছিলো টাইট, তবে ক্রেমেন্‌জা কয়েকবার ব্যবহার করার পর অনেকটা ঢিলা হয়ে এলো। ওরা স্থির করেছিলো বিস্ফোরণের শব্দ বন্ধ করা হবেনা। ওদেও ইচ্ছা ছিলো না কোনো নির্দোষ পথচারী পরিস্থিতিটা বুঝতে না পেরে, ভ্রান্ত বীরত্ব দেখিয়ে, হস্তক্ষেপ করবার চেষ্টা করে। বন্দুকের শব্দ কানে গেলেই ওরা মাইকেলের কাছ থেকে সরে যাবে।

প্রশিক্ষণের সময় ক্রেমেন্‌জা ওকে বারবার বলেছিলো, "বন্দুক ছোঁড়া হয়ে গেলেই, ওটাকে ফেলে দেবে। হাতটা পাশে ঝুলিয়ে দিও কেউ লক্ষ্য করবে না। সবাই ভাববে তখনও তোমার-হাতে বন্দুক রয়েছে। ওরা তোমার মুখের দিকে চেয়ে থাকবে। খুব তাড়াতাড়ি হেঁটে ওখান থেকে বেরিয়ে যেও, কিন্তু দৌড়াবে না। কারো চোখের দিকে সোজা তাকিও না, তাই ব'লে চোখ ফিরিয়েও নিও না। মনে রেখো, ওরা সবাই তোমাকে দেখে ভয় পাবে, বিশ্বাস করো, সবাই ভয় পাবে। কেউ বাধা দেবে না। বাইরে বেরিয়েই দেখবে টেসিও গাড়িতে অপেক্ষা করছে। উঠে পড়ে, বাকিটা ওর হাতে ছেড়ে দিও। কোনো দুর্ঘটনা ঘটবে বলে ভেবো না। এ-সব ব্যাপার কেমন সুষ্ঠু ভাবে চলে দেখে অবাক হয়ে যাবে। এবার এই টুপিটা পরো তো, দেখি কেমন দেখায়।" একটা ছাই রঙের ফিডরা টুপি মাইকের মাথায় চাপিয়ে দিলো সে। মাইক মুখ বিকৃত করলো, সে কখনও টুপি পরতো না। ক্রেমেন্‌জা ওকে আশ্বাস দিলো, "এতে তোমাকে চেনা শক্ত হবে, সে-রকম অবস্থা যদি হয়। সাধারণত: আমরা স্বাক্ষীদের জানান দিলে ঐ টুপিটার জন্যেই ওরা কাউকে সনাক্ত করা বিষয়ে মত বদলাবার একটা উসিলা পেয়ে যায়। মনে রেখো মাইক, আঙুলের ছাপ নিয়ে মাথা ঘামিও না, হাতল আর ঘোড়ার ওপর বিশেষ টেপের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বন্দুকের অন্যকোনো জায়গায় হাত দিও না, সেটা ভুলে যেও না।"

মাইকেল বললো, "সনি কি জানতে পেরেছে সলোৎসো আমাকে কোথায় নিয়ে যাবে?"

ক্রেমেন্‌জা কাঁধ তুলে বললো, "এখনও না। সলোৎসো খুব সাবধানে কাজ করছে। কিন্তু ও তোমার কোনো অনিষ্ট করবে ভেবে ঘাবড়ে যেও না। তুমি নিরাপদে ফিরে না আসা পর্যন্ত মধ্যস্থ লোকটা তো আমাদের হাতে থাকবে। তোমার কিছু হলে ওকে দাম দিতে হবে।"

মাইকেল জিজ্ঞেস করলো, "সে কেন বিপদের ঝুঁকি নেবে?"

ক্রেমেন্‌জা বললো, "মোটা মুনাফা পাবে ব'লে। ছোট-খাটো একটা রাজ ঐশ্বর্য। পরিবারগুলোর মধ্যে তার যথেষ্ট সম্মানও আছে। ও জানে সলোৎসো তোমার কোনো অনিষ্ট হতে দিতে পারবে না। সলোৎসোর কাছে ঐ মধ্যস্থটির প্রাণের দাম তোমার প্রাণের দামের চাইতে বেশি। খুব সহজ ব্যাপার। তোমার কোনো বিপদ হতে পারে না। আমাদেরই পরে ঠেকায় পড়তে হবে।"

মাইকেল জিজ্ঞেস করলো, "কতো খারাপ অবস্থা হবে?"

ক্লেমেন্‌জা বললো, "খুব খারাপ। টাটাগ্লিয়া পরিবারের সঙ্গে কর্লিয়নিদের সমূহ লড়াই। অন্যদের বেশির ভাগই টাটাগ্লিয়াদের পক্ষ নেবে। স্বাস্থ্য সংরক্ষণ বিভাগকে এই শীতে একগাদা লাশ কুড়াতে হবে।" কাঁধ দুটো একটু তুলে ক্লেমেন্‌জা আরো বললো, "বছর দশেক অন্তর এই ধরনের ব্যাপার ঘটে থাকে। তাতে দূষিত রক্ত দূর হয়। তাছাড়া ছোটখাটো ব্যাপারে যদি আমরা ওদের মেনে নিই, অমনি ওরা সর্বস্ব গিলে ফেলবে। মিউনিখেই যেমন হিটলারের খেলা বন্ধ করা উচিত ছিলো। ওখানে ওকে পার পেতে দেয়া উচিত হয়নি। ঐখানেই যতো নষ্টের গোড়া, ওকে পার পেতে দেয়া ঠিক হয়নি।"

এ-কথা মাইকেল ওর বাবাকেও আগে বলতে শুনেছিলো, যুদ্ধ শুরু হবার ঠিক আগেই, ১৯৩৯ সালে। একগাল হেসে মাইকেল ভাবলো নিউ ইয়র্কের পাঁচটি পরিবারের হাতে যদি রাষ্ট্র বিভাগ পরিচালনার ভার থাকতো, তাহলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ঘটতোই না।

ওরা গাড়ি করে প্রাঙ্গণের মধ্যে ডনের বাড়িতে ফিরে এলো, তখনও সেখানেই সনির হেডকোয়ার্টার। মাইক ভাবছিলো আর কতো দিন সনি প্রাঙ্গণের নিরাপদ আবেষ্টনীর মধ্যে বন্ধ হয়ে থাকতে পারবে। শেষ পর্যন্ত তাকে বেরোতেই হবে। গিয়ে দেখলো সনি কোচে শুয়ে ঘুমাচ্ছে, দুপুরের খাওয়া সে দেরিতে খেয়েছিলো, একটা কফি টেবিলে তার অবশেষ পড়ে ছিলো, স্টেকের টুকরো, রুটির টুকরো, আধা বোতল হুইস্কি।

বাবার সাধারণতঃ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন অফিস-ঘরটি ক্রমে একটা অযত্নে রাখা ভাড়াটে ঘরের আকার ধারণ করছিলো। মাইকেল বড় ভাইকে ঝাঁকিয়ে জাগিয়ে দিয়ে বললো, "এ রকম একটা বাউণ্ডুলের মতো এখানে কতোদিন থাকবে? জায়গাটা পরিষ্কার করাও না কেন?"

হাই তুলে সনি বললো, "কি ছাই করছো তুমি, ব্যারাক পরিদর্শন নাকি? মাইক, এখনও খবর পেলাম না ওরা তোমাকে কোথায় নিয়ে যাবে, ঐ সলোৎসো হারামজাদা আর ম্যাক্‌ক্লাস্কি। সেটা না জানতে পারলে, বন্দুকটা কি ক'রে তোমার কাছে পৌঁছে দেবো?"

মাইক জিজ্ঞেস করলো, "সঙ্গে নিতে পারবো না? হয়তো ওরা খুঁজে দেখবে না, কিংবা যদি আমরা খুব চালাকি করি তাহলে খুঁজলেও পাবে না। আর যদি পায়ও, তাহলেই বা কি? নিয়ে নেবে, এই তো, তাতে ক্ষতি কি?"

সনি মাথা নাড়লো, "না। সলোৎসো হারামজাদাকে এবার শেষ না করলেই নয়। মনে থাকে যেন, সম্ভব হলে ওকেই আগে নেবে। ম্যাক্‌ক্লাস্কি আরো ধীরে নড়েচড়ে, আরো বোকা। তাকে নেবার যথেষ্ট সময় পাবে। ক্লেমেন্‌জা তোমাকে বলেছে যে বন্দুকটা অবশ্যই মাটিতে ফেলে দেবে?"

মাইকেল বললো, "হাজারবার বলেছে।"

সনি সোফা থেকে উঠে আরমোড়া দিলো। "চোয়ালটা এখন কেমন?"

মাইকেল বললো, "বিশ্রী।" মুখের বাঁ দিকটার খানিকটা অসাড় হয়ে ছিলো, কারণ ওষুধ-মাখা তার দিয়ে ভাঙা চোয়াল বাঁধা হয়েছিলো, বাকিটুকুতে খুব ব্যথা। টেবিল থেকে হুইস্কির বোতলটা তুলে, লম্বা একটা চুমুক দিতেই ব্যথাটা কমলো।

সনি বললো, "সাবধান মাইক, মদ খেয়ে হাতের ক্ষমতা কমানোর সময় এটা নয়।"

মাইকেল বললো, "ধ্যাত্, সনি, আর দাদাগিরি কোরো না। সলোৎসোর চাইতে আরো কড়া শত্রুর সঙ্গে এর আগে লড়াই করেছি, আরো সঙ্গীন অবস্থাতে। ওর মর্টার কোথায়? মাথার ওপর রক্ষীবিমান আছে? ভারি কামান? ল্যান্ড মাইন? ব্যাটা তো শুধু একটা অতি-চালাক বেজন্মা আর চেলাটা একটা হামবড়া কিসিমের। একবার যদি মন ঠিক ক'রে ফেলা যায় যে ওদের মারতে হবে, তারপর আর কোনো সমস্যাই থাকে না। ঐটাই শক্ত, ঐ মন ঠিক ক'রে ফেলাটা। কে যে ওদের মারলো তাই টের পাবে না ওরা।"

ফোন বেজে উঠলে সনি ধরলো, অন্য হাতটা তুলে ওদের চুপ করতে ইশারা করলো সে, যদিও কেউ কোনো কথাই বলছে না। একটা প্যাডে কয়েকটা কথা লিখে নিয়ে সনি বললো, "সলোৎসো হারামজাদা আসলেই একটা চিজ্! এইরকম ব্যবস্থা করেছে সে। আজ রাত আটটার সময় ব্রড্ওয়ের ওপর জ্যাক ডেম্পসির বারের সামনে থেকে ও আর ক্যাপ্টেন ম্যাক্ক্লাস্কি মাইককে তুলে নেবে। তারপর কোথাও যাবে কথাবার্তার জন্য। শোনো, মাইক আর ও ইতালিয় ভাষায় কথা বলবে, যাতে ক্যাপ্টেন কিছু না বোঝে। আরো বললো ব্যাটা, কোনো ভাবনা নেই, ও জানে যে ক্যাপ্টেন এক বর্ণও ইতালিয় জানে না, একটি কথা বাদে, সেটি হলো 'সল্ডি'! আর তোমার বিষয় খবর নিয়ে সলোৎসো জেনেছে তুমি সিসিলিয় পরিভাষাও বোঝো।"

নীরস কণ্ঠে মাইক বললো, "ও ভাষায় আমি খুব কাঁচা, সে যাই হোক, বেশিক্ষণ তো আর কথা বলতে হবে না"।

টম হেগেন বললো, "মধ্যস্থতাকারী এসে না পৌছালে মাইককে ছাড়া হবে না। ঠিক তো?"

ক্লেমেন্‌জা মাথা দুলিয়ে সায় দিলো, "মধ্যস্থটি এসে আমার বাড়িতে আমার তিনটি লোকের সঙ্গে পিনকল্ খেলছে। আমি না বললে ওকে ওরা ছাড়বে না।"

সনি চামড়ার আরাম-কেদারায় হেলান দিয়ে বসে পড়লো, "তাহলে কি উপায়ে সাক্ষাৎকারের জায়গাটা জানা যায়? টম, টাটাগ্লিয়া পরিবারের মধ্যেই তো আমাদের চর রয়েছে, এটা কি ক'রে হলো যে তারা কোনো খবর দিচ্ছে না?"

হেগেন কাঁধ তুলে বললো, "সলোৎসো হতভাগা সত্যি খুব চালাক। এ ব্যাপারটা ও একেবারে গোপনে করছে, এমন কি নিরাপত্তার জন্যেও লোক রাখছে না। ওর বিশ্বাস ক্যাপ্টেন সঙ্গে থাকলেই হলো, ওরকম নিরাপত্তা বন্দুকের চাইতেও গুরুত্বপূর্ণ। সেকথা ঠিক। মাইকের পেছনে আমাদের কেউ রেখে আশায় আশায় থাকতে হবে।"

সনি মাথা নাড়লো, "না, ইচ্ছে থাকলে যে কেউ ঝেড়ে ফেলতে পারে। ওরা প্রথমেই দেখবে কেউ পিছু নিলো কিনা।"

ততোক্ষণে বিকেল পাঁচটা বেজে গেলে সনি উদ্বিগ্ন মুখে বললো, "তাহলে হয়তো হয়তো মাইককে তুলতে যখন গাড়ি আসবে, গাড়িতে যে-ই থাকুক তাকে গুলি করাই ভালো।"

হেগেন মাথা নাড়লো, "যদি গাড়িতে সলোৎসো না থাকে? তাহলে অযথাই হাতের তাস দেখানো হবে। সলোৎসো ওকে কোথায় নিয়ে যাবে, সেটা তো জানা দরকার।"

ক্লেমেন্‌জা বললো, "হয়তো আমাদের এও জানতে হবে সলোৎসোই বা কেন এমন ঢাক-ঢাক-গুড়গুড় কাণ্ড করছে।"

অসহিষ্ণুভাবে মাইকেল বললো, "কারণ লাভের অংশের কথাও যে উঠছে। যদি আমাদের কাছ থেকে কিছু গোপন করা সম্ভব হয় তাহলে সেটা জানাবেই বা কেন? তাছাড়া বিপদের গন্ধও পাচ্ছে। ছায়ার মতো পুলিশ ক্যাপ্টেন সঙ্গে থাকলেও ভয়ে নিশ্চয় ওর প্রাণপাখি খাঁচাছাড়া।"

হঠাৎ হেগেন আঙুল মটকে বললো, "আচ্ছা ঐ যে গোয়েন্দা ফিলিপ্‌স্‌, ওকে একবার ফোন করো না কেন, সনি? ও হয়তো বলতে পারবে ক্যাপ্টেনের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হলে, কোথায় তাকে পাওয়া যেতে পারে। একবার চেষ্টা করা উচিত। ও কোথায় যাচ্ছে, সে-কথা কে জানলো না জানলো তাতে তো ম্যাক্‌ক্লাস্কির বয়েই গেলো।"

সনি ফোন তুলে একটা নম্বর ডায়েল করলো। আস্তে কিছু বলে আবার ফোন নামালো, "ও আমাদের জানাবে।"

প্রায় ত্রিশ মিনিট অপেক্ষা করার পর ফোন বেজে উঠলো, ফিলিপ্‌স্‌ কিছু কিছু বললো। সনি প্যাডের ওপর কি যেন লিখে নিলো, তারপর টেলিফোন নামিয়ে রাখলো। ওর মুখের পেশীগুলোকে কেমন আড়ষ্ট দেখাচ্ছিলো, বললো, "পাওয়া গেলো মনে হচ্ছে। ক্যাপ্টেন ম্যাক্‌ক্লাস্কি সবসময় খবর রেখে যায় ওকে কোথায় পাওয়া যাবে। আজ রাত আটটা থেকে দশটা পর্যন্ত ব্রঙ্কসে 'লুনা অ্যাজিওর' রেস্তোরাঁয় ও থাকবে। জায়গাটা কেউ চেনো নাকি?"

নিশ্চয়তার সঙ্গে টেসিও বললো, "আমি চিনি। আমাদের জন্যে আদর্শ জায়গা। ছোট একটা পারিবারিক ব্যাপার, বড় বড় খোপ আছে, সেখানে লোকে নিরিবিলি কথা বলতে পারে। ভালো খাবার দেয়। যে যার নিজের কাজে মন দেয়। আদর্শ ব্যাপার।" সনির ডেস্কের ওপর ঝুঁকে টেসিও কয়েকটা পোড়া সিগারেট দিয়ে নক্সা সাজালো। "এটা হলো ঢুকবার দরজা। মাইক, তোমার কাজ হ'য়ে গেলে বেরিয়ে এসে বাঁয়ে ঘুরো, তারপর একটা মোড় নিও। আমিই তোমাকে খুঁজে নিয়ে হেডলাইট জ্বেলে, চলন্ত অবস্থায় তোমাকে তুলে নেবো। কোনো অসুবিধা হলে চেঁচিও; আমি ভেতরে গিয়ে তোমাকে বের করে আনার চেষ্টা করবো। ক্লেমেন্‌জা, তোমাকে তাড়াতাড়ি কাজ করতে হবে। ওখানে কাউকে পাঠিয়ে দাও, বন্দুক রেখে আসার জন্য। ওদের পায়খানাটা সেকেলে ধরনের, পানির ট্যাঙ্কি আর দেয়ালের মাঝখানে রেখো। দ্যাখো মাইক, গাড়িতে একবার যখন ওরা হাতড়ে দেখবে তোমার কাছে অস্ত্র নেই, তারপর আর তোমাকে নিয়ে মাথা ঘামাবে না। রেস্তোরাঁয় ঢুকে একটু অপেক্ষা ক'রে উঠবার অনুমতি চেয়ো। তার চাইতেও ভালো হয় পায়খানায় যেতে চেয়ো। আগে একটু ভাব কোরো যেন কিছু অসুবিধা হচ্ছে, তা তো খুবই স্বাভাবিক। ওরা কিছুই সন্দেহ করবে না। কিন্তু পায়খানা থেকে বেরিয়ে এসে আর সময় নষ্ট কোরো না। আবার টেবিলের কাছে বোসো না, সঙ্গে সঙ্গে গুলি ছুঁড়তে আরম্ভ ক'রে দিও। কোনো চান্স নিও না। মাথায় মারবে, একেকজনকে দুবার, তার পরেই যতো তাড়াতাড়ি পারো সরে পড়বে।"

সনি মন দিয়ে শুনে ক্লেমেন্‌জাকে বললো, "বন্দুক রেখে আসার জন্য খুব দক্ষ খুব নিরাপদ কাউকে দরকার। আমি চাই না আমার ভাই বিনা অস্ত্রে পায়খানা থেকে বেরিয়ে আসে।"

ক্লেমেন্‌জা জোর গলায় বললো, "বন্দুক ঠিকই থাকবে।"

সনি বললো, "বেশ। তাহলে যে যার কাজে লাগো।"

টেসিও আর ক্লেমেন্‌জা বিদায় নিলো। টম হেগেন বললো, "সনি, আমার কি মাইককে নিউ ইর্য়কে পৌছে দেওয়া উচিত?"

সনি বললো, "না। তোমাকে এখানে চাই। মাইকের কাজ শেষ হলে আমাদের কাজ শুরু হবে, তখন তোমাকে দরকার। সাংবাদিকদের ব্যবস্থা ক'রে রেখেছো?"

হেসেন মাথা দুলিয়ে বললো, "এদিকের ব্যাপার শুরু হলেই ওদের সঙ্গে সঙ্গে তথ্য পরিবেশন করতে থাকবো।"

সনি উঠে এসে মাইকের সামনে দাঁড়ালো। মাইকের হাত ধরে নেড়ে বললো, "ঠিক আছে, ভাই। কাজ শুরু ক'রে দাও। মাকে বুঝিয়ে বলবো, কেন যাবার আগে দেখা ক'রে গেলে না। আর তোমার বান্ধবীকেও খবর দেবো, যখনই মনে করবো তার সময় হয়েছে। ঠিক আছে?"

মাইক বললো, "ঠিক আছে। কবে ফিরতে পারবো মনে হয়?"

সনি বললো, "অন্ততঃ এক বছর বাদে।"

টম হেগেন মাঝখান থেকে বললো, "ডন হয়তো আরো তাড়াতাড়ি বন্দোবস্ত করতে পারবেন। কিন্তু তার ওপর নির্ভর কোরো না মাইক। সময়ের বিষয়টা অনেকগুলো অন্যান্য ব্যাপারের ওপর নির্ভর করে। খবরের কাগজে কতোটা সাফল্যের সঙ্গে আমরা বিবরণ দিতে পারি। পুলিশ বিভাগ কতটুকু চাপা দিতে চায়। অন্যান্য পরিবারগুলো গরম হয়ে উঠবে। ঐ একটি বিষয়ে নিশ্চিত ক'রে বলা যায়।"

মাইকেল হেগেনের সাথে করমর্দন ক'রে বললো, "যতোটা পারো কোরো। আবার বাড়ি ছেড়ে তিন বছর বাইরে বাইরে থাকতে চাই না।"

কোমল কণ্ঠে হেগেন বললো, "এখনো ফেরার সময় আছে, মাইক। আর কাউকে পাঠানো যায়, অন্য যারা আছে তাদের কথা আরেকবার ভাবা যেতে পারে। হয়তো সলোৎসোকে শেষ করবার তেমন দরকার নেই।"

মাইকেল হাসলো, "নিজেদের বোধ হয় যা ইচ্ছা বোঝানো যায়। কিন্তু প্রথমে যেটা স্থির করেছিলাম সেটাই ঠিক। চিরকাল আমি শুধু আরামই ক'রে এসেছি, এখন তার দাম দেবার সময় হয়েছে।"

হেগেন বললো, "ঐ ভাঙা চোয়ালটা দিয়ে নিজেকে অতোখানি প্রভাবিত হতে দিও না। ম্যাক্‌ক্লস্কি খুব নির্বোধ আর ওটাও ব্যবসার খাতিরে হয়েছিলো, ব্যক্তিগত কিছু নয়।"

এই দ্বিতীয়বার হেগেন দেখলো মাইকেলের মুখটা জমে একটা মুখোসের মতো হয়ে গেলো, তার সঙ্গে ডনের মুখের একটা অদ্ভুত সাদৃশ্য। মাইক বললো, "টম, কাউকে বুঝ দিও না। সবটাই ব্যক্তিগত ব্যাপার, সমস্ত ব্যবসার বিষয়গুলোও। যতো অপমান মানুষকে সারা জীবন ধরে রোজ সইতে হয়, সে সমস্তই ব্যক্তিগত ব্যাপার। তাকে ব্যবসা বলতে চাও, ভালো কথা, তবু সবই নরক-যন্ত্রনার মতো ব্যক্তিগত। জানো ওকথা কার কাছে শিখেছি? ডনের কাছ থেকে। আমার বাবা। গডফাদার। যদি তার কোনো বন্ধুর মাথায় বাজ পড়ে, বাবা সেটাকেও ব্যক্তিগত ভাবে নেন। আমি যখন নৌ-বাহিনীতে যোগ দিয়েছিলাম, বাবা সেটাকে ব্যক্তিগত ভাবে নিয়েছিলেন। ঐ জন্যই তিনি মহৎ। মহান ডন। সব কিছুকে উনি ব্যক্তিগত

ভাবে নিয়ে থাকেন। খোদার মতো। চড়ুইপাখির লেজ থেকে একটা পালক খসে পড়লেও তিনি জানতে পারেন, সে পালকটা কোন চুলায় গেলো তাও জানেন। ঠিক কিনা? আরেকটা কথা জানো? যারা আকস্মিক ঘটনাকে ব্যক্তিগত অপমান বলে মনে করে, তাদের কোন আকস্মিক ঘটনা ঘটে না। আমি দেরিতে এসেছি ঠিক কথা, কিন্তু সমস্ত পথটা আমি পার হয়ে এসেছি। ঠিক বলেছো, ঐ ভাঙা চোয়ালটাকে আমি ব্যক্তিগত ভাবে নিচ্ছি। ঠিক বলেছো, বাবাকে মারবার জন্য সলোৎসোর চেষ্টাকেও আমি ব্যক্তিগতভাবে নিচ্ছি! হেসে উঠলো মাইক, "বুড়ো ভদ্রলোককে বোলো এসব আমি তার কাছ থেকে শিখেছি। আর বোলো যে আমার জন্য তিনি যে এতো করেছেন তার প্রতিদান দেবার এই সুযোগ পেয়ে আমি সুখি। খুব ভালো আমার বাবা।" তারপর একটু থেমে চিন্তিতভাবে হেগেনকে আরো বললো, "জানো, বাবা আমাকে কখনো মেরেছেন বলে মনে করতে পারি না। কিংবা সনিকে। কিংবা ফ্রেডিকে। আর কনির কথা তো ছেড়েই দিলাম, তাকে কখনো জোরে বকেননি পর্যন্ত। আর সত্যি কথা বলো টম, ডন ক'জন লোককে মেরেছেন, কিংবা মারিয়েছেন?"

টম হেগেন মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বললো, "আমিও একটা জিনিসের কথা বলবো যা তুমি তার কাছে শেখোনি এমন যেমন কথা বলছো, ওভাবে কথা বলা। কোনো কোনো জিনিস কাজ করে দেখাতে হয়; সেগুলো করতে হয়, তাই নিয়ে কখনও কথা বলতে হয় না। সেগুলোর ন্যায্যতা প্রমাণ করার চেষ্টা করতে হয় না। প্রমাণ করা যায় না। শুধু ক'রে যেতে হয়। তারপর ভুলে যেতে হয়।"

মাইকেল ভ্রু কুচকে আস্তে আস্তে বললো, "কনসিলিওরি হয়ে তুমি স্বীকার করছো, সলোৎসোকে বেঁচে থাকতে দেয়া বাবার এবং আমাদের পরিবারের পক্ষে বিপজ্জনক?"

হেগেন বললো, "হ্যা।"

"বেশ, তাহলে সলোৎসোকে মেরে ফেলতে হয়," বললো মাইকেল।

ব্রডওয়েতে মাইকেল কর্লিয়নি জ্যাক ডেম্পসির রেস্তোরাঁর সামনে দাঁড়িয়ে গাড়ির জন্য অপেক্ষা করছে। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলো আটটা বাজতে পাঁচ মিনিট বাকি। সলোৎসো ঠিক সময় মতোই আসবে। মাইকেল ইচ্ছা করেই হাতে যথেষ্ট সময় রেখে পৌঁছেছে। পনেরো মিনিট ধরে অপেক্ষা করে যাচ্ছে সে।

লংবিচ থেকে এতো দূর আসবার পথে ও হেগেনকে যে কথাগুলো বলেছিলো সেগুলোকে ভুলতে চেষ্টা করছিলো। কারণ যা বলেছিলো তাই যদি ওর প্রকৃত বিশ্বাস হয়ে থাকে, তাহলে এখন থেকে ওর জীবনটা এমন এক দিকে মোড় নেবে, যেখান থেকে আর ফিরে আসা যাবেনা। কিন্তু আজ রাতের পর কি তার অন্যথা হওয়া সম্ভব? কঠোর ভাবে মাইক ভাবলো এসব বাজে কথা মনে থেকে দুর না করলে আজ রাতের পর ওর মৃত্যুও হতে পারে। হাতের কাজের ওপর সমস্ত মন নিবদ্ধ করতে হবে। সলোৎসো একটা খেলার পুতুল নয়, আর ম্যাকক্লাস্কি হলো জবরদস্ত লোক। ক্লান্ত চোয়ালে বেদনা অনুভব ক'রে মাইক সে ব্যথাকে স্বাগত জানালো, ওর জন্যই ওকে সজাগ থাকতে হবে।

যদিও থিয়েটার যাত্রীদের আসবার সময় আগত, ব্রডওয়েতে এই ঠাণ্ডা শীতের রাতে সেরকম ভিড় হয়নি। একটা লম্বা কালো গাড়ি ফুটপাথের কাছে এসে থামতেই মাইকেল সঙ্কুচিত হয়ে উঠলো। গাড়ির চালক ঝুঁকে পড়ে দরজা খুলে বললো, "উঠে পড়ো, মাইক।" চালকটি ওর অচেনা, ছোকরা এক মাস্তান, চক্চকে কালো চুল, গলা খোলা শার্ট, তবু উঠে পড়লো মাইক। পেছনের সিটে ক্যাপ্টেন ম্যাক্‌ক্লাস্কি আর সলোৎসো।

সলোৎসোর সিটের ওপর দিয়ে হাত বাড়িয়ে দিলো, মাইকেল হ্যান্ডশেক করলো। হাতটা অচল, উষ্ণ, শুকনো। সলোৎসো বললো, "তুমি এসেছো ব'লে খুশি হয়েছি, মাইক। আশা করি আমরা সব মিটিয়ে ফেলতে পারবো। এটা খুব সাংঘাতিক ব্যাপার, এ-রকম হবে তা আমি আদৌ চাইনি। এ-রকম হওয়াই উচিত হয় নি।"

শান্ত ভাবে মাইকেল কর্লিয়নি বললো, "আশা করি আজ রাতে সব মিটমাট ক'রে ফেলা যাবে। আমি চাই না যে বাবাকে আর বিরক্ত করা হোক।" আন্তরিক ভাবে সলোৎসো বললো, "তাকে আর বিরক্ত করা হবে না। আমার সন্তানদের কসম, আর হবে না। কথাবার্তার সময় শুধু মনটাকে খোলা রেখো। আশা করি তোমার ভাই সনির মতো তোমারও মাথা গরম নয়। ওর সঙ্গে কোনো কাজের কথা বলাই অসম্ভব।"

ক্যাপ্টেন ম্যাক্‌ক্লাস্কি হেঁড়ে গলায় বললো, "ও খুব ভালো ছেলে, ও ঠিক আছে।" এই ব'লে সামনে ঝুকে মাইকেলের কাঁধে সস্নেহে একটা চাপড় দিলো। সে রাতের জন্য আমি খুব দুঃখিত, মাইক। এ কাজের জন্যে বোধহয় খুব বেশি বুড়ো হয়ে পড়েছি, মেজাজটা বিগড়ে যায়। মনে হচ্ছে শীগগিরই আমার অবসর নেয়া উচিত। কোনো রকম ঝামেলা সইতে পারি না, আর রোজ কিনা খালি ঝামেলা। জানোই তো কি রকম হয়।" তারপর করুণ একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বেশ ভালো ক'রে হাতড়ে দেখে নিলো মাইকেলের কাছে কোনো অস্ত্র আছে কি না।

চালকের মুখে ক্ষীণ একটু হাসি লক্ষ্য করলো মাইক। ওরা পশ্চিম দিকে চলেছিলো, কেউ পিছু নিয়ে থাকলে তাকে ঝেড়ে ফেলার কোনো চেষ্টা দেখা গেলো না। যানবাহনের মাঝখান দিয়ে গাড়ির ওয়েস্ট সাইড হাইওয়ে দিয়ে সবেগে চললো। কেউ পিছু নিয়ে থাকলে তাকেও ঠিক তাই করতে হতো। তারপর মাইক হতাশ হলো কেননা গাড়িটা জর্জ ওয়াশিংটন ব্রিজে ঢুকবার পথটা ধরলো, ওরা নিউ জার্সির দিকে চলেছিলো। মিটিংএর জায়গা সম্বন্ধে যে সনিকে খবর দিয়েছিলো, সে তাহলে ভুল বলেছিলো।

গাড়িটা ব্রিজে উঠার পথে সযত্নে এগিয়ে ব্রিজের ওপরে উঠলো, আলোক-সজ্জিত শহর পেছনে পড়ে রইলো। মুখটাকে ভাবশূন্য ক'রে রেখেছিলো মাইক। ওকে কি ওরা জলাভূমিতে ডুবিয়ে দেবে নাকি না চতুর সলোৎসো শেষ মুহূর্তে জায়গা বদলেছে? প্রায় সবটা পার হয়ে গিয়ে হঠাৎ চালক হুইল ধরে একটা জোরে প্যাচ দিলো। ভারি গাড়িটা শহরে ফিরে যাবার লেনগুলোকে আলাদা ক'রে রেখেছিলো যে আইল্যান্ড, তার সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে শূন্যে লাফিয়ে উঠলো। তারপর আইল্যান্ড ডিঙিয়ে শহরে ফেরার লেনটায় পড়লো। সলোৎসো আর ম্যাক্‌ক্লাস্কি ঘাড় ফিরিয়ে দেখার চেষ্টা করতে লাগলো অন্য কোনো গাড়ি ঐভাবে ডিঙালো কি না। এদিকে চালক প্রচণ্ড বেগে আবার নিউ ইয়র্কের দিকে চলেছিলো, তার পরেই ব্রিজ

থেকে নেমে ওরা ইস্ট ব্রঙ্কসের দিকে চললো। ছোটো রাস্তা দিয়ে চলেছিলো ওরা, কেউ পিছু নেয়নি। ততোক্ষণ প্রায় ন'টা বেজে গিয়েছিলো। কেউ যে পেছনে পেছনে আসছে না সে বিষয়ে ওরা নিশ্চিন্ত। ম্যাক্‌ক্লাস্কির আর মাইকের সামনে সিগারেটের প্যাকেট ধরলো সলোৎসো, ওরা কেউ নিলো না, সলটসো একাই সিগারেট ধরালো। চালককে বললো, "খুব ভালো কাজ দেখালে। আমি মনে রাখছি।"

দশ মিনিট বাদে, ইতালিয় পাড়ার মধ্যে ছোট-খাটো একটা রেস্তোরাঁর সামনে গাড়ি থামলো। রাস্তায় জনমানব ছিলো না, এতো রাতে ভেতরেও মাত্র কয়েকজন লোক ডিনার খাচ্ছিলো। মাইকেলের ভাবনা হচ্ছিলো চালক যদি ওদের সঙ্গে ভেতরে আসে, কিন্তু সে বাইরে গাড়িতে থেকে গেলো। মধ্যস্থ লোকটি কোনো চালকের কথা বলেনি, কেউ বলেনি। নিয়মের দিক থেকে দেখতে গেলে সলোৎসো ওকে এনে চুক্তির শর্ত ভেঙেছিলো। কিন্তু মাইকেল স্থির করলো সেটার উল্লেখ করবে না, ও জানতো যে ওরাও কিছু বলতে সাহস পাবে না, পাছে আলোচনার সাফল্যের সম্ভাবনা কমে যায়।

সলোৎসো খোপের মধ্যে বসতে রাজি না হওয়াতে ওরা তিনজন ঘরের একমাত্র গোল টেবিলে বসলো। রেস্তোরাঁয় তখন আরো দু'জন লোক ছিলো। মাইকেল ভাবছিলো তারা সলোৎসোর চর কি না। কিন্তু তাতে কিছু এসে যাবে না। ওরা হস্তক্ষেপ করার আগেই ব্যাপারটা চুকে যাবে।

আগ্রহভরে ম্যাক্‌ক্লাস্কি জিজ্ঞেস করলো, "এখানকার ইতালিয় খাবার কি খুব ভালো?"

সলোৎসো ওকে আশ্বস্ত ক'রে বললো, "ভিলটা খেয়ে দ্যাখো, নিউইয়র্কে কোথাও এতো ভালো পাবে না।" ওয়েটার ওদের টেবিলে এক বোতল মদ এনে তার ছিপি খুলে দিলো। তিনটি গ্লাস সে ভরে দিলো। আশ্চর্যের বিষয় ম্যাক্‌ক্লাস্কি মদ খেতো না। সে বললো, "আমিই হয়তো একমাত্র আইরিশ যে মদ ছোঁয় না। মদ খেয়ে খেয়ে অনেক লোককে বিপদে পড়তে দেখেছি কিনা।"

সলোৎসো একটু খোশামোদের সুরে ক্যাপ্টেনকে বললো, "মাইকের সঙ্গে আমি ইতালিয় ভাষায় কথা বলবো, তোমাকে বিশ্বাস করি না ব'লে নয়, আমি সব কথা ইংরিজিতে ভালো ক'রে বোঝাতে পারি না বলে, আমি চাই মাইক বিশ্বাস করে যে আমার উদ্দেশ্যটা ভালো, আজ রাতে যদি আমরা একটা রফা ক'রে ফেলতে পারি, তাহলে সবারই লাভ হবে। এতে কিন্তু অপমান বোধ কোরো না, তোমাকে যে আমি অবিশ্বাস করি, এমন নয়।"

ক্যাপ্টেন ম্যাক্‌ক্লাস্কি হেসে বললো, "নিশ্চয়ই আপনারা কথা বলতে থাকুন। আমি আমার ভিল আর স্প্যাগেটির দিকে মন দেই।"তুলে ধরে, নামাবার সময়ে ওদের চুমু খেলো জনি। তারপর স্ত্রীকে চুমু খেয়ে গাড়িতে উঠে পড়লো। অনেকক্ষণ ধরে বিদায় নেয়া ওর পছন্দ ছিলো না।

জনির সহকারী এবং জন-সংযোগ এর লোকটি অর্থাৎ 'পি-আর', সমস্ত ব্যবস্থা ক'রে রেখেছিলো। বাড়িতে একটা গাড়ি এবং চালক অপেক্ষা করছিলো, গাড়িটি ভাড়া করা।

গাড়িতে ছিলো ঐ জন-সংযোগ'র লোকটি আর তার একজন বিভাগীয় সঙ্গী। জনি নিজের গাড়ি পার্ক করে, ঐ গাড়িতে উঠে পড়লো, অমনি ওরা বিমানবন্দরের অভিমুখে রওনা হয়ে গেলো। জনি গাড়িতে বসে রইলো, 'পি-আর' গেলো টম হেগেনের প্লেন নামা দেখতে। তারপর টম এসে গাড়িতে উঠলো, ওরা হ্যান্ডশেক ক'রে আবার বাড়ির দিকে চললো।

অবশেষে বসার ঘরে ও আর টম ছাড়া আর কেউ রইলো না। দু'জনার মধ্যে একটু হৃদ্যতার অভাব ছিলো। কনির বিয়ের আগের সেই দুঃসময়ের যখন ডন জনির ওপর অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন, তখন ডনের সঙ্গে যোগাযোগ করাতে টম বাধা দিয়েছিলো ব'লে জনি তাকে এখনও ক্ষমা করেনি। হেগেন কখনও নিজের কাজের কৈফিত দিতো না। দিতে পারতোই না। ডন যেসব ক্ষোভের কারণ হতেন, নিজের ওপর সেগুলো টেনে নেওয়া ছিলো হেগেনের কাজের একটা অংশ, ঠিক যেমন বজ্রের শক্তি টেনে নেবার জন্য লোকে বাড়ির ছাদে লোহার ডাণ্ডা রাখে।

হেগেন বললো, "তোমার গডফাদার আমাকে পাঠিয়েছেন, তোমাকে কয়েকটা বিষয়ে সাহায্য করবার জন্য। বড়দিনের আগেই ওসব সেরে ফেলার ইচ্ছা।"

জনি ফন্টেন কাঁধ তুললো। "ছবি শেষ। পরিচালক লোক ভালো, আমার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করেছে। ইয়োলট্‌স আমাকে জব্দ করতে চায় ব'লে যে আমার দৃশ্যগুলো কেটে বাদ দিয়ে দেবে তার জো নেই, কারণ দৃশ্যগুলোর গুরুত্ব খুব বেশি। ও তো আর এক কোটি ডলার দামের ছবি নষ্ট ক'রে ফেলতে পারে না। কাজেই এখন সব নির্ভর করছে জনসাধারণের ছবি দেখে আমাকে কতোটা ভালো মনে করে, তার ওপর।"

সতর্ক ভাবে হেগেন বললো, "ঐ একাডেমি অ্যাওয়ার্ড পাওয়াটা কি কোনো অভিনেতার কর্মজীবনের উন্নতির পক্ষে খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ? নাকি শুধু লোক দেখানো বাজে জিনিস, যার আসলে ভালো-মন্দ কোনো মুল্যই নেই?" একটু থেমে তাড়াতাড়ি হেগেন বললো, "অবশ্য গৌরবের কথা আলাদা। গৌরব কে না চায়।"

জনি ফন্টেন এক গাল হেসে বললো, "আমার গডফাদার ছাড়া। আর তুমি ছাড়া। না, টম, একেবারে বাজে জিনিস নয় ওটা। একাদেমি পুরস্কার পেলে দশ বছরের মতো সে অভিনেতা দাঁড়িয়ে গেলো। বেছে বেছে ইচ্ছামতো ভূমিকা নিতে পারে সে। জনসাধারণ তাকেই দেখতে যায়। ওটাই সব নয়, তবু একজন অভিনেতার কাছে ওটার গুরুত্বই সব চাইতে বেশি। আমি আশা করছি আমি পাবো। আমি ভয়ঙ্কর ভালো অভিনতা ব'লে নয়, সবাই আমাকে প্রধানতঃ গাইয়ক বলেই জানে বলে, আর ওই ভূমিকায় ভুল করা অসম্ভব। তাছাড়া বাস্তবিকই আমি ভালো অভিনয় করেছি, ঠাট্টা নয়।"

টম হেগেন কাঁধ তুলে বললো, "তোমার গডফাদার বলছেন যে এখন যেমন পরিস্থিতি, তোমার ও পুরস্কার পাবার কোনো সম্ভাবনাই নেই।"

জনি ফন্টেন চটে গেলো, "কি বাজে বকছো তুমি? ছবিটা এখনও সম্পাদনা করা হয়নি, কোথাও দেখানো দূরে থাকুক। তাছাড়া ডন এ-ব্যবসার মধ্যে নেইও। এ-রকম বাজে কথা বলতে তুমি তিন হাজার মাইল উড়ে এলে কেন?" এতো বিচলিত হয়ে গিয়েছিলো জনি, চোখে প্রায় পানি এসে গিয়েছিলো।

উদ্বিগ্ন হয়ে হেগেন বললো, "জনি, এই সব চলচ্চিত্রের বিষয়ে আমি কিচ্ছু জানি না। মনে রেখো, আমি হলাম শুধুমাত্র ডনের বার্তাবাহক। কিন্তু তোমার এই ব্যাপারটা নিয়ে আমরা দু'জনে বহুবার আলোচনা করেছি। উনি তোমার সম্বন্ধে, তোমার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বড্ড ভাবেন। তার মনে হয় তোমার এখনও তার সাহায্যের দরকার; তোমার সমস্যাগুলো এবার তিনি চিরকালের মতো মিটিয়ে দিতে চান। সেই জন্যেই আমি এসেছি, কাজ শুরু ক'রে দিয়ে যাবার জন্য। কিন্তু জনি, তোমাকেও এবার সাবালক হতে হবে। নিজেকে একজন গায়ক কিংবা অভিনেতা ব'লে ভাবা এবার বন্ধ করো। নিজেকে এখন থেকে একজন প্রধান ব্যবস্থাপক এবং ক্ষমতাশালী কেউ বলে ভাবতে আরম্ভ করো।"

জনি ফন্টেন হেগেনের ওর গ্লাস ভরে দিলো। "ঐ অস্কারাটা যদি না পাই, তাহলে আমার মেয়ে দুটোর সমান ক্ষমতা হয়ে যাবে আমার। গলাটা গেছে, ওটা ফিরে পেলে কিছু কাজের কথা হতো। কি জ্বালা, আমার গডফাদার কি ক'রে জানলেন পুরস্কারটা আমি পাবো না? হ্যা, হ্যা, আমি বিশ্বাস করি উনি জানেন। উনি কখনও ভুল কথা বলেন না।"

হেগেন সরু একটা চুরুট ধরিয়ে বললো, "আমরা খবর পেয়েছি যে তোমাকে সমর্থন জন্য করবার জন্য জ্যাক ইয়োলট্স স্টুডিওর এক পয়সাও খরচ করবে না। সত্যি কথা বলতে কি, যারা ভোট দেবে সে তাদের সবাইকে খবর দিয়েছে যে ও চায় না তুমি পুরস্কার পাও। বিজ্ঞাপন ইত্যাদির টাকা বন্ধ ক'রে দিলেই তো হয়ে গেলো। তাছাড়া আরেকজন লোক আছে, সে যাতে বিরোধী পক্ষের যতোগুলো সম্ভব ভোট পায়, ও সে-ব্যবস্থাও করেছে। সব রকম ঘুষ দিচ্ছে—চাকরি, টাকা, মেয়ে-মানুষ, সব। এবং এসব করছে ছবির কোনো ক্ষতি না ক'রে কিংবা যতোটা পারে কম ক্ষতি করে।"

জনি ফন্টেন কাঁধ তুললো। হুইস্কি ঢেলে গ্লাস ভরলো, ঢক্ ক'রে গিলে ফেলে বললো, "তবেতো আমি মরে গেছি।" রাগের চোটে মুখ বিকৃত ক'রে হেগেন ওর কাণ্ড দেখছিলো। সে বললো, "মদ খেলে তোমার গলা কিন্তু সারবে না।"

জনি বললো, গোল্লায় যাও।"

হঠাৎ হেগেনের মুখটা মোলায়েম আর ভাবশূন্য হয়ে গেলো, "বেশ, শুধু কাজের কথাই বলছি।"

জনি ফন্টেন মদের গ্লাস নামিয়ে রেখে, হেগেনের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো, "ও-কথা বললাম ব'লে আমি দুঃখিত, টম। সত্যি দুঃখিত। ঐ বেজন্মার ব্যাটা জ্যাক ইয়োলট্সকে আমার মেরে ফেলতে ইচ্ছা করছে বলে আর গডফাদারকে কিছু বলতে সাহস পাচ্ছি না বলে, তোমার ওপর ঝাল ঝাড়ছি। তোমার ওপর চোখ রাঙাচ্ছি।" জনির চোখে পানি। খালি গ্লাসটা দেয়ালের ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিলো জনি, তাও এতো ক্ষীণ ভাবে যে ভারি কাচের গ্লাসটা ভাঙলো না, মেঝের ওপর দিয়ে গড়িয়ে ওর কাছেই ফিরে এলো, আহত বিদ্বেষের সঙ্গে সেটার দিকে জনি চেয়ে রইলো। তার পর হেসে ফেলে বললো, "ওহ্ খোদা!"

ঘরের অন্য দিকে গিয়ে জনি হেগেনের সামনে বসে পড়ে বললো, "বুঝলে, বহু দিন ধরে যখন যেমন চেয়েছি তেমনি হয়েছে। তারপর জিনির সঙ্গ বিয়ে ভাঙলাম আর সমস্ত বিষিয়ে গেলো। গলা গেলো। রেকর্ড বিক্রি বন্ধ হলো। চলচ্চিত্রে আর কাজ পেলাম না। তারপর

আমার গডফাদার আমার ওপর চটে গেলেন, আমার সঙ্গে ফোনে কথা বলতেন না, আমি নিউইয়র্ক গেলে আমার সঙ্গে দেখা করতে না। তুমিই সবসময় বাধা দিতে, কিন্তু আমি জানতাম যে ডন সে-রকম আদেশ না দিলে তুমি বাধা দিতে না। কিন্তু তার ওপর তো আর রাগ করা যায় না। সে তো খোদার ওপর রাগ করার মতো হয়। তবে তুমি বরাবরই ঠিক কথা বলেছো। আর তোমার কাছে যে আমি সত্যি ক্ষমা চাইছি তার প্রমাণস্বরূপ তোমার পরামর্শ মেনে নিচ্ছি। আমার গলা ঠিক না হওয়া পর্যন্ত আর মদ স্পর্শ করবো না।"

ক্ষমা প্রার্থনা ও মন থেকেই করেছিলো। হেগেনও রাগ ভুলে গেলো। এই পঁয়ত্রিশ বছর বয়সের ছোকরার মধ্যে নিশ্চয় কিছু ছিলো, নইলে ডন ওকে এতোটা ভালোবাসতেন না। হেগেন বললো, "ও-সব ভুলে যাও, জনি।" জনির আবেগের গভীরতা দেখে ওর সংকোচ হচ্ছিলো, এ কথা মনে করেও সংকোচ হচ্ছিলো যে হয়তো জনির আবেগের মূলে ছিলো ভয়, পাছে হেগেন জনির বিরুদ্ধে ডনের মন বিগড়ে দেয়, এই ভয়। অবশ্যই কেউ কখনও কোনো কারণেই ডনের মন বিগড়ে দিতে পারতো না। ওর স্নেহ শুধু উনি নিজে বদলাতে পারতেন।

হেগেন জনিকে বললো, "অবশ্য অবস্থা অতো খারাপ নয়। ডন বলছেন ইয়োলট্স তোমার বিরুদ্ধে যা-ই করুক না কেন, উনি সব ঠিক ক'রে দিতে পারেন। তুমি পুরস্কারটা পাবে, এটা নিশ্চিত, কিন্তু উনার ধারণা তাতে তোমার সমস্যার সমাধান হবে না। উনি জানতে চাইছেন নিজে প্রযোজক হবার মতো মগজ আর ক্ষমতা তোমার আছে কিনা। একটা ছবি আগাগোড়া নিজে তৈরি করতে পারবে?"

অবিশ্বাসের সঙ্গে জনি বললো, "উনি কি ক'রে আমাকে পুরস্কার পাইয়ে দেবেন?"

তীক্ষ্ণ কণ্ঠে হেগেন বললো, "ইয়োলট্স ওসব ঘটাতে পারবে আর তোমার গডফাদার পারবেন না, একথা অতো সহজে বিশ্বাস করতে পারো কি করে? আমাদের ব্যবস্থার বাকি অংশটাতে তোমার আস্থা থাকা দরকার ব'লে এ-কথা বলছি। কথাটা বাইরে প্রকাশ কোরো না। জ্যাক ইয়োলট্সের চাইতে তোমার গডফাদারের ক্ষমতা অনেক গুণ বেশি। যেসব ক্ষেত্রের লোক সব কিছুকে অনেক বেশি খতিয়ে দেখে, সেখানেও তার ক্ষমতা অনেক বেশি। কি করে পুরস্কার পাইয়ে দেবেন বলছো? এই ব্যবসা-সংক্রান্ত যতো শ্রমিক-সংঘ আছে, সবগুলো তার মুঠোয়, কিংবা যাদের বাধ্য তারা ডনের বাধ্য। এরাই সব ভোট দেবে, কিংবা প্রায় সব। অবশ্য তোমারও গুণ থাকা চাই, নিজের গুণেই প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে হবে। তার ওপর জ্যাক য়োট্সের চাইতে তোমার গডফাদারের মগজ বেশি। উনি কিন্তু ঐ সব লোকদের সামনে গিয়ে, মাথার কাছে বন্দুক ধরে বলবেন না জনি ফন্টেনকে ভোট দাও, নয় তো তোমার চাকরি যাবে! যেখানে গায়ের জোর চলে না, কিংবা জোর খাটাতে গেলে বেশী সমস্যা হয়, সেখানে উনি গায়ের জোড় খাটান না। তোমাকে উনি ওদের ভোট পাইয়ে দেবেন, কারণ ওরাই সেটা চাইবে। কিন্তু উনি ওই ব্যাপারে উৎসুক না হলে ওরা তোমাকে ভোট দিতে চাইবে না। এবার আমার কথা মেনে নাও যে উনি তোমাকে ঐ পুরস্কার পাইয়ে দিতে পারেন। এবং উনি চেষ্টা না করলে, তুমি পুরস্কার পাবে না।"

জনি বললো, "বেশ। আমি তোমার কথা মেনে নিলাম। তাছাড়া প্রযোজক হবার মগজ আর ক্ষমতা দুই-ই আমার আছে, কিন্তু টাকাটা নেই। কোনো ব্যাঙ্ক আমাকে টাকা দেবে না। ছবি করতে হ'লে কোটি কোটি টাকা লাগে।"

নীরস কণ্ঠে হেগেন বললো, "পুরস্কারটা যখন পাবে, নিজের তিনটা ছবি করার তোড়জোড় শুরু করে দিও। সব চাইতে ভালো লোকদের নিয়োজিত করো, সব চাইতে ভালো টেকনিশিয়ানদের, শ্রেষ্ঠ তারকাদের আর যাদের যাদের দরকার হবে। তিনটি থেকে পাঁচটি ছবির পরিকল্পনা করো।"

জনি বললো, "ক্ষেপেছো? অতোগুলো ছবি করতে দু'কোটি ডলার লাগবে।" হেগেন বললো, "যখন টাকার দরকার হবে, আমার সঙ্গে যোগাযোগ কোরো। এখানে ক্যালিফোর্নিয়ার যে ব্যাঙ্ক থেকে দরকার মতো টাকাকড়ি নিতে পারবে, আমি তার নাম জানিয়ে দেবো। কোনো চিন্তা নেই, এরা সবসময়ই ছবির টাকার যোগান দেয়। বিধিমতে ওদের কাছে টাকা চাইবে, যথাযোগ্য কারণ দর্শাবে, সব ব্যবসার ক্ষেত্রে যেমন হয়ে থাকে। ওরা অনুমোদন ক'রে দেবে। কিন্তু তার আগে আমার সঙ্গ দেখা করে, কতো টাকা দরকার, কি তোমার পরিকল্পনা, সব জানাবে। কেমন?"

জনি একটু চুপ ক'রে থাকার পর শান্ত কণ্ঠে বললো, "আর কিছু বলবে?

হেগেন মৃদু হেসে বললো, "তুমি বলতে চাইছো দু'কোটি ডলারের পরিবর্তে তোমাকে কিছু করতে হবে কি না? অবশ্যই করতে হবে।" জনি কি বলে তাই শুনবার জন্য একটু অপেক্ষা ক'রে হেগেন আবার বললো, "তবে এমন কিছু নয় যা ডন এমনিতেই বললে তুমি করতে না।"

জনি বললো, "যদি গুরুত্বপূর্ণ কিছু হয়, তাহলে কিন্তু ডনের নিজের মুখে শুনতে চাই, আমার কথাটা বুঝলে? তোমার কিংবা সনির কথায় চলবে না।"

জনির এতো সুবুদ্ধি দেখে হেগেন অবাক হলো। তাহলে ফন্টেনের মাথায় কিছু মগজ আছে। এতোটা আছে যে বুঝতে পারছে ডন ওকে কতোটা ভালোবাসেন এবং তিনি এতো চালাক যে ওকে তিনি কখনো এমন কিছু করতে বলবেন না। যাতে নির্বোধের মতো বিপদ ডেকে আনা হবে, কিন্তু সনি ও-রকম বলতে পারে। হেগেন তখন জনিকে বললো, "একটা বিষয়ে তোমাকে আশ্বাস দিচ্ছি। তোমার গডফাদার সনিকে আর আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন যেন আমরা কখনও তোমাকে কোনো ব্যাপারে এমন ভাবে না জড়াই, যার ফলে আমাদের দোষে তোমার সুনামক্ষুণ্ন হয়। আর নিজেও তিনি কখনও ওই কাজ করবেন না। আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি উনি তোমাকে যদি কিছু করতে বলেন, উনি না বলতেই তুমি সেটা করতে চাইবে। ঠিক আছে?"

জনি হেসে বললো, "ঠিক আছে।"

হেগেন আরো বললো, "তাছাড়া তোমার ওপর তার আস্থা আছে। ওর ধারণা তোমার বুদ্ধি আছে, কাজেই উনি আঁচ করছেন এই বিনিয়োগে ব্যাঙ্কের লাভ হবে, অর্থাৎ উনি নিজেও কিছু মুনাফা পাবেন। অতএব এটাও একটা ব্যবসার কথা, এটা কখনও ভুলো না। টাকাটা দিয়ে মেয়ে-মানুষ নিয়ে ফুর্তি ক'রে বেড়িও না। তুমি উনার পেয়ারের ধর্মপুত্র হতে পারো, কিন্তু দু'কোটি ডলার চাট্টিখানি কথা নয়। টাকাটা যাতে তুমি অবশ্যই পাও, সেজন্য উনাকেও কিছু ঝুঁকি নিতে হবে।"

জনি বললো, "উনাকে চিন্তা করতে মানা করো। জ্যাক ইয়োলট্সের মতো একটা লোক যদি একজন চলচ্চিত্রের জাদুকর হতে পারে, তা হ'লে যে-কেউ পারবে।"

হেগেন বললো, "তোমার গডফাদারের সেই রকম ধারণা। আমাকে এয়ারপোর্ট পৌছে দেবার গাড়ির ব্যবস্থা করতে পারবে? যা বলতে এসেছিলাম সব বলা হয়ে গেছে। যখন সব কাজের জন্য কন্ট্রাক্ট সই করতে শুরু করবে, নিজের উকিল ঠিক কোরো, আমি ওর মধ্যে থাকবো না। কিন্তু তুমি কিছু সই করার আগে আমি সেটা দেখতে চাই, যদি তোমার আপত্তি না থাকে। আরেকটা কথা, তোমাকে কখনও শ্রমিক বিক্ষোভের সম্মুখীন হতে হবে না। তাতে ছবির খরচ খানিকটা কমবে, কাজেই হিসাব-নবিশরা যদি ঐ খাতে কিছু খরচ জুড়ে দেয়, সেটা বাতিল করে দিও।"

জনি সতর্কতার সঙ্গে জিজ্ঞেস করলো, "আর কোন বিষয়ে তোমাদের অনুমোদনের দরকার হবে নাকি, কাহিনী, তারকা ইত্যাদি বিষয়ে?"

হেগেন মাথা নেড়ে বললো, "না। তবে এমন হতে পারে যে কোনো বিষয়ে ডনের আপত্তি হলো, সেক্ষেত্রে উনি নিজেই তোমাকে জানাবেন। তবে কোন বিষয়ে যে তার আপত্তি হতে পারে সে আমি ভেবেই পাচ্ছি না। চলচ্চিত্র সম্বন্ধে তার একেবারেই কৌতূহল নেই, কোনো দিক দিয়েই নেই, কাজেই তাই নিয়ে উনি মাথা ঘামান না। তাছাড়া আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, উনি পরের ব্যাপারে নাক গলানোতে বিশ্বাস করেন না।"

জনি বললো, "ভালো কথা। আমি নিজেই তোমাকে এয়ারপোর্টে নিয়ে যাবো। আমার হয়ে গডফাদারকে ধন্যবাদ দিও। আমি নিজেই টেলিফোন করে দিতাম, কিন্তু উনি আবার ফোন ধরেন না। ভালো কথা, কেন ফোন ধরেন না বললো তো?"

হেগেন কাঁধ তুলে বললো, "ফোনে প্রায় কখনওই উনি কথা বলেন না। উনি চান না, ওর কণ্ঠস্বর রেকর্ডে তোলা হোক, নিতান্ত নির্দোষ কিছু বললেও নয়। উনার ভয় ওরা কথাগুলো কেটেকুটে এমনভাবে জুড়ে দিতে পারে যাতে উনি বললেন এক কথা, অথচ শোনাবে অন্য রকম। বোধহয় ঐ হলো কারণ। অন্তত উনার একমাত্র দুশ্চিন্তা হলো যে কোন দিন কর্তৃপক্ষ না উনাকে ফাঁকি দিয়ে ফাঁদে ফেলে। কাজেই ওদের কোনো সুযোগ দিতে চান না।"

জনির গাড়ি চড়ে ওরা এয়ারপোর্টে গেলো। হেগেন ভাবছিলো ও যতোটা ভেবেছিলো জনি তার চাইতে অনেক ভালো। এরই মধ্যে ও কিছুটা শিখে নিয়েছে, এই যে নিজে ওকে এয়ারপোর্টে পৌছে দিচ্ছে, সেটাই তার প্রমাণ। ওটা ব্যক্তিগত সৌজন্য, ডন তাতে বিশ্বাস করেন। তারপর ঐ যে ক্ষমা চাইলো, সেটাও আন্তরিক। অনেকদিন ধরে জনিকে চিনতো টম, ভয়ের চোটে ক্ষমা চাইবার ছেলে ও নয়। সবসময়ই জনির বুকের পাটা ছিলো। সেজন্যেই সবসময়ই ও মুশকিলে পড়তো, চলচ্চিত্রের কর্তাদের সঙ্গে,মেয়ে-মানুষদের সঙ্গে। তাছাড়া যে মুষ্টিমেয় লোক ডনকে ভয় করতো না, ও ছিলো তাদের একজন। হেগেনের চেনা লোকেদের মধ্যে হয়তো শুধু ফন্টেন আর মাইকের সম্বন্ধেই ও-কথা বলা চলতো কাজেই ক্ষমা চাওয়াটা ছিলো আন্তরিক এবং সেইভাবেই ওটাকে হেগেন গ্রহণ করেছিলো। পরবর্তী কয়েক বছর ধরে ওর সঙ্গে জনির ক্রমাগত দেখা-সাক্ষাৎ হবে। এর পরের পরীক্ষাটাতে জনিকে উত্তীর্ণ হতে হবে, তাহলেই বোঝা যাবে ও কতো চালাক চতুর। ডনের জন্য এমন একটা কাজ ক'রে দিতে হবে, যা ডন নিজের মুখে কখনও করতে বলবেন না, কিংবা চুক্তির অঙ্গ ব'লে জোরও করবেন না।

হেগেন ভাবছিলো চুক্তির ঐ অংশটুকু বুঝে নেবার মতো বুদ্ধি জনির আছে কি না।

হেগেনকে এয়ারপোর্টে নামিয়ে দেবার পর—হেগেনই জোর ক'রে বলেছিলো প্লেন ছাড়া পর্যন্ত ওর সঙ্গে বসে থাকার কোনো মানে হয় না—জনি আবার জিনির বাড়ি গেলো। ওকে দেখে জিনি অবাক। সমস্ত বিষয়টাকে ভালো করে ভেবে নিয়ে একটা পরিকল্পনা তৈরি করবার জন্য জনির জিনির বাড়িতে থাকার ইচ্ছা। ও বুঝেছিলো হেগেনের কথার অনেক গুরুত্ব; জনির সমস্ত জীবনটাকেই বদলে দেয়া হচ্ছে। এক সময় জনি শ্রেষ্ঠ তারকাদের একজন ছিলো, এখন মাত্র পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে ওর কর্মজীবনের সর্বনাশ হয়েছে। তাই নিয়ে নিজেকে কোনো ভাঁওতা দিচ্ছিলো না জনি। শ্রেষ্ঠ অভিনেতার পুরস্কার পেলেও, তার ফলে কি ছাই লাভ হবে ওর? কিচ্ছু না, যদি ওর গলা ফিরে না আসে। দ্বিতীয় শ্রেনীর একটা লোক হ'য়ে যাবে ও, কোনো সত্যিকার ক্ষমতা থাকবে না, সত্যিকার যোগ্যতা থাকবে না। ঐ যে মেয়েটা ওকে ফিরিয়ে দিলো, ভালোভাবেই দিয়েছিলো, বুদ্ধি ক'রে, বেশ মজা করেই; কিন্তু জনি যদি এখনও খ্যাতির শিখরে আসীন থাকতো, ঐ মেয়ে কি অতোটা উদাসীন থাকতো? এখন ডনের টাকার পৃষ্ঠপোষকতা পেলে, ও আবার হলিউডের কেউকেটা হয়ে যাবে। রাজা হয়ে যাবে জনি। আরে গেলো! হয়তো একটা ডন-ই হয়ে যাবে!

কয়েক সপ্তাহ, কিংবা তারও কিছু বেশিদিন, জিনির কাছে থাকতে খুব ভালো লাগবে। মেয়েদের রোজ বেড়াতে নিয়ে যেতে পারবে, হয়তো দু'চারজন বন্ধুকেও ডাকতে পারবে। মদ ছাড়বে, সিগারেট ছাড়বে, নিজের শরীরের সত্যি যত্ন করবে। হয়তো গলায় আবার জোর পাবে। তাই যদি হয়, তার ওপর ডনের টাকা পায়, তাহলে কেউ ওর ধার-কাছে আসতে পারবে না। সেকালের রাজা-মহারাজার মতো আমেরিকাতে যতোটা হওয়া সম্ভব, তাই হয়ে যাবে জনি। আর গলা টিকলো কি না, কিম্বা জনসাধারণের ওর অভিনয় পছন্দ হলো কি না; এসবের উপর কিছুই নির্ভর করবে না। এ যেন একটা সাম্রাজ্য পাচ্ছে, যার মূলে থাকবে টাকা; সেই সঙ্গে সব চাইতে বিশিষ্ট, সব চাইতে লোভনীয় ক্ষমতাও পাবে।

জিনি ওর জন্য অতিথিদের ঘরটি গুছিয়ে দিলো। দু'জনেই বুঝলো জিনির ঘরে জনি থাকবে না স্বামী-স্ত্রীর মতো থাকবে না ওরা। ও সম্বন্ধ আর কখনও গড়ে ওঠা সম্ভব ছিলো না। আর যদিও বহির্জগতের বাসিন্দারা, কাগজের চটুল-লেখকরা, চলচ্চিত্র-ভক্তরা ওদের বিবাহের বিফলতার জন্য একমাত্র জনিকে দায়ী করতো, অদ্ভুতভাবে দু'জনেই জানতো যে ওদের দু'জনের মধ্যে বিবাহ-বিচ্ছেদের জন্য যতো না দায়ী জনি, তার চাইতেও বেশি দায়ী জিনি।

জনি ফন্টেন যখন চলচ্চিত্রের সব চাইতে জনপ্রিয় গায়ক আর গীতি-নাট্যাভিনেতা হয়ে উঠেছিলো, তখনও ওর কখনও মনে হয়নি ও স্ত্রীকে আর সন্তানদের ছেড়ে যেতে পারে। বড় বেশি ইতালিয় ভাবাপন্ন ছিলো জনি, বড় সেকেলে। বলা বাহুল্য ও স্ত্রীর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করতো। ওর যা ব্যবসা ছিলো এবং চারদিকে সবসময়ই এতো বেশি প্রলোভন ছিলো যে সেটা ছিলো অনিবার্য। তাছাড়া শুঁকনো, ক্ষীণদেহী হলেও, অনেক ল্যাটিন জাতির ছেলেদের মতো সরু-সরু হাড়ের সঙ্গে ওর এক ধরনের তীব্র সক্রিয়তা ছিলো। আর মেয়েদের নানান অপ্রত্যাশিত দিক দেখে ও মুগ্ধ হতো। সলজ্জ-কুমারী মিষ্টি মুখের কোনো মেয়ের সঙ্গে সন্ধ্যা

কাটাতে গিয়ে, যখন তার বক্ষ উন্মুক্ত ক'রে দেখতো কি অভাবিত পরিপূর্ণতা কাটা-কাটা চিকণ মুখটার সঙ্গে তার কতো প্রভেদ, জনি আহ্লাদে পূর্ণ হতো। ওদিকে কামুক চেহারার মেয়েদের মধ্যে যখন দেখতো ভীরু লাজুক যৌন-সঙ্কোচ, তাও ভালো লাগতো। ধূর্ত বাস্কেট-বল খেলোয়াড়ের মতো তাদের কতো নকল ভঙ্গী, ভাবখানা যেন কতোশত পুরুষের শয্যাসঙ্গিনী হয়েছে। অথচ অনেকক্ষণ ধরে অনেক কষ্ট ক'রে যদি বা প্রবেশাধিকার পেলো, তখন দেখে কি না মেয়েগুলো অনঘ্রাত কুমারী।

জনি কুমারী মেয়ে পছন্দ করতো ব'লে হলিউডের লোকরা কতো হাসাহাসি করতো। বলতো সেকেলে রুচি, অস্বাভাবিক। তাছাড়া কুমারী মেয়েদের রাজি করাতেই কতো সময় কেটে যায়, কতো ঢাক-ঢোল পেটাতে হয়, তারপর শেষকালে দেখা যায় ওরা কোনো কর্মের নয়। কিন্তু জনি জানতো সবটাই নির্ভর করে মেয়েটির কাছে কিভাবে এগোনো যায় তার ওপর। ঠিক ভাবে এগোতে পারলে, কুমারী মেয়ের প্রথম যৌন-আস্বাদনের মতো মধুর আর আছে কি? আহ্, তাদেরকে ভেঙে-চুরে দিতে কতো যে উপভোগ্যের! কতো ওদের বৈচিত্র্য, উরুগুলো ভিন্ন আকারের, নিতম্বের গড়ন আলাদা, গায়ের রঙ কতো রকমের–সাদা, বাদামী, তামাটে। সেবার যখন ডেট্রেয়টে সেই কৃষ্ণ মেয়েটির সঙ্গে শুয়েছিলো–জনি যে নাইট-ক্লাবে গাইতো, ওর বাবাও সেখানে জ্যাজ্ গাইতো–মনে হয়েছিলো অমন মিষ্টি মেয়ে সে জন্মেও দেখেনি। ঠোঁট দুটির স্বাদ আসলেই এমন, মধুর সঙ্গে একটু গোলমরিচ মেশালে যেমন হয়, গাঁয়ে মেটে রঙের চামড়ার কি জৌলুস, মাখনের মতো মসৃণ, ওর চাইতে মধুর ক'রে খোদা কোনো মেয়ে গড়েননি। সে মেয়েও ছিলো কুমারী।

অন্যরা সবসময় দ্রুত যৌনতার গল্প বলতো, কতো রকমের গল্প। ওর আসলে সেসব ভালো লাগতো না। ওর দ্বিতীয় স্ত্রীরও অন্য রকম রুচি ছিলো, তাই নিয়ে জনির সঙ্গে ঝগড়া বেধে যেতো। জনিকে ও বিদ্রূপ করতো, বলতো ওর অদ্ভুত পছন্দ, চারদিকে রটে গিয়েছিলো জনি অনভিজ্ঞ ছেলের মতো প্রেম করে। হয়তো সেজন্যই কাল রাতে ঐ মেয়ে ওকে ফিরিয়ে দিয়েছিলো। চুলোয় যাক, যতোদূরর মনে হয় ওর সঙ্গে শুয়ে কোনো আনন্দ পাওয়া যেতো না। যে মেয়েরা রমণ করতে ভালোবাসে, তারাই সব চাইতে বেশি আনন্দ দেয়। বিশেষ ক'রে যারা খুব বেশিদিন ওসব অভ্যাস করেনি। কেউ কেউ বারো বছর বয়সে যৌনজীবন শুরু করেছিলো, বিশ হতেই তারা শেষ হ'য়ে গিয়েছিলো। তারপর শুধু অঙ্গ-ভঙ্গীটুকুই করতে পারতো, এদের মধ্যে অনেক শ্রেষ্ঠ সুন্দরীও ছিলো, দেখে অন্যরকম মনে হতো।

জিনি ওর শোবার ঘরে কফি আর কেক নিয়ে এসে ঘরের যে দিকটাতে বসবার জায়গা, সেখানে একটা লম্বা টেবিলের ওপর রাখলো। জনি ওকে সরলভাবে জানালো যে একের পর এক কতোগুলো ছবি তৈরি করবার টাকার লোন যোগাড় করতে হেগেন ওকে সাহায্য করছে, তাই শুনে জিনির কি উত্তেজনা। জনি আবার তার প্রাধান্য ফিরে পাবে। কিন্তু ডন কর্লিয়নির আসলে যে কতোখানি প্রতিপত্তি, সে-বিষয়ে জিনির কোনো ধারণাই ছিলো না, কাজেই নিউইয়র্ক থেকে হেগেনের এখানে আসার মর্মটা সে ধরতে পারলো না। জনি বললো আইনের খুঁটিনাটি নিয়েও হেগেন ওকে সাহায্য করছে।

কফি খাওয়া হয়ে গেলে জনি বললো ওকে যেদিন রাতেও কাজ করতে হবে, কিছু ফোন

করতে হবে, ভবিষ্যতের জন্য কয়েকটা ব্যবস্থা করতে হবে। জনি বললো, "এ সবের অর্ধেক থাকবে মেয়েদের নামে।" জিনি একটা কৃতজ্ঞ হাসি দিয়ে, চুমু খেয়ে গুড্ নাইট ব'লে, ঘর থেকে চলে গেলো।

একটা কাঁচের পাত্রে ওর প্রিয় নাম-লেখা সিগারেট ওর লেখার টেবিলে রাখা ছিলো, একটা কৌটায় পেনসিলের মতো সরু কালো কিউবার হাভানা চুরুট ছিলো। জনি চেয়ারটাকে পেছন দিকে হেলিয়ে ফোন করতে শুরু করলো। মাথার মধ্যে মগজটা চাকার মতো ঘুরছিলো। যে বই থেকে ঐ নতুন ছবিটা হয়েছিলো, সেটা একটা 'বেস্ট-সেলার', সব বইয়ের চাইতে তার বিক্রি বেশি, তার লেখককে জনি ফোন করলো। লেখক ওরই সমবয়সী, সে-ও কষ্ট ক'রে নাম করেছিলো, এখন সাহিত্য জগতে তার অনেক নাম-ডাক। সে হলিউডে এসেছিলো, গুণী লোকের যোগ্য আদর পাবে এই আশা নিয়ে, পেয়েছিলো যাচ্ছেতাই ব্যবহার, যেমন অধিকাংশ লেখকই পেয়ে থাকে। ব্রাউন ডার্বিতে জনি একবার ঐ সাহিত্যিককে অপমান হতে দেখেছিলো। এক বিশাল-বক্ষের ছোট তারকার সঙ্গে সন্ধ্যা কাটাবে ব'লে সেখানে নিমন্ত্রিত হ'য়ে এসেছিলেন তিনি, পরে অবশ্যই একসঙ্গে রাতও কাটাবেন। কিন্তু ডিনার খবার সময় ঐ খুদে তারকাটি বিখ্যাত সাহিত্যিককে ফেলে চলে গেলো, কেন না এক ইঁদুরমুখো চলচ্চিত্রের ভাঁড় তাকে আঙুল নেড়ে ডেকেছিলো। হলিউডের নৈশভোজে কার কোথায় স্থান, সে সম্বন্ধে সেইদিনই ঐ সাহিত্যিকের শিক্ষা হয়ে গিয়েছিলো। তার বইয়ের জন্য পৃথিবী জুড়ে যে তার খ্যাতি, এখানে তার কোনো মুল্য নেই। খুদে তারকারা তার চাইতে বেশি পছন্দ করে যতো সব অঘা, ছুঁচোমুখো ধাপ্পাবাজ চলচ্চিত্রের তারকাদের।

এই সাহিত্যিকের নিউইয়র্কের বাড়িতে জনি এখন ফোন করলো তার বইতে ওর জন্য অমন চমৎকার ভূমিকা রচনা করেছেন ব'লে অভিনন্দন জানাবার জন্য। তোশামোদ ক'রে লোকটার মাথা ঘুরিয়ে দিলো জনি। তারপর কথাচ্ছলে জিজ্ঞেস করলো তার নতুন বই কেমন এগোচ্ছে, বইটার বিষয়বস্তুই বা কি। জনি একটা চুরুট ধরালো, ওদিকে লেখক তার নতুন বইয়ের বিশেষ চিত্তাকর্ষক একটা অধ্যায়ের কথা বলে গেলেন। তারপর জনি বললো, "ইশ্! লেখা হয়ে গেলেই ওটা আমি পড়তে চাই। আমাকে এক কপি বই পাঠালে কেমন হয়? হয়তো ওর একটা ভালো ব্যবস্থা ক'রে দিতে পারবো, ইয়োলট্স যা করেছিলো তার চাইতেও ভালো।"

লেখকের কণ্ঠস্বরের আগ্রহ থেকেই বোঝা গেলো জনি ঠিকই ভেবেছিলো। ইয়োলট্স বেচারাকে ঠকিয়েছিলো, বইটার জন্য খুদ-কুঁড়ার বেশি দেয়নি। জনি বললো যে ছুটির পরেই ও হয়তো নিউইয়র্কে যাবে, লেখক যদি ওর কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে ডিনার খায়, ও খুশি হবে। মস্করা ক'রে বললো, "কয়েকজন রূপসী মেয়ে জানা আছে আমার!" লেখক হেসে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন।

তারপর যে ছবিটা সবেমাত্র শেষ হয়েছিলো, জনি তার পরিচালককে আর ক্যামেরাম্যানকে ছবি তোলার সময়ে ওকে সাহায্য করার জন্য ধন্যবাদ জানালো। বিশ্বস্তভাবে জনি ওদের বললো যে ও জানতো যে ইয়োলট্স বরাবরই ওর বিপক্ষে ছিলো, তাই এদের সহযোগিতার জন্য ও দ্বিগুণ কৃতজ্ঞ এবং কখনও যদি ওদের জন্য জনি কিছু করতে পারে, একবার বললেই হবে।

তারপর কঠিনতম টেলিফোনটি করলো জনি, ইয়োলট্‌সকে ডাকলো। ছবিতে ওর ঐ ভূমিকা দেয়ার জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে বললো যে দরকার হলেই ইয়োলট্‌সের ছবিতে ও খুশি হ'য়ে কাজ করবে। এটা করলো স্রেফ ইয়োলট্‌সের চোখে ধুলা দেবার জন্য। এখন পর্যন্ত জনি সাধু ও সরল ব্যবহারই ক'রে এসেছিলো। আর কটা দিন পরেই ইয়োলট্‌স জনির ব্যবস্থাপনার কথা শু'নে এই টেলিফোনটির প্রবঞ্চনার কথা ভেবে হতভম্ব হ'য়ে যাবে। ঠিক তাই চাইছিলো জনি।

তারপর ডেস্কে বসে বসে চুরুট ফুঁক্‌তে লাগলো। পাশের টেবিলে হুইস্কি ছিলো, কিন্তু নিজের এবং হেগেনের কাছে জনি একরকম প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলো যে মদ ছোঁবে না। এমন কি চুরুটটাও খাওয়া ঠিক হচ্ছিলো না। কাজটা নির্বোধের মতো; মদ খাওয়া চুরুট টানা ছাড়লেই যে গলার ব্যাধি সেরে যাবে, তাও নয়। খুব বেশি উপকার হবে না, তাতে কি? কিছুটা তো হতে পারে, আপাততঃ জনি অনেকদিন বাদে একটা লড়বার সুযোগ পেয়েছে, এখন কোনো সুবিধাই ছাড়া যাবে না।

ততোক্ষণে বাড়িটা চুপচাপ হ'য়ে গিয়েছিলো, ওর বিয়ে-ভাঙা স্ত্রী ঘুমিয়ে পড়েছিলো, আদরের মেয়ে দুটিও ঘুমাচ্ছিলো, এখন জীবনের সেই দু:সময়ের কথা মনে করা যেতে পারে, যখন সে ওদের ত্যাগ ক'রে চলে গিয়েছিলো। ত্যাগ করেছিলো একটা দুশ্চরিত্রা-কুলাঙ্গার মেয়ে-মানুষের জন্যে, যে ওর দ্বিতীয় স্ত্রী হয়েছিলো। তবু এখন পর্যন্ত ওর কথা মনে করতেই জনির মুখে হাসি দেখা দিলো। কতো দিক দিয়ে কি রূপসী ঐ মেয়ে; তাছাড়া একটিমাত্র জিনিসের জন্যও প্রাণে বেঁচে গিয়েছিলো, সেটা হলো সেই দিনটি, যে-দিন জনি প্রতিজ্ঞা করেছিলো কখনও কোনো মেয়েকে ঘৃণা করবে না, অর্থাৎ যেদিন ও এই সিদ্ধান্তে এসেছিলো যে ও প্রথম স্ত্রীকে, কিংবা মেয়েদের, বান্ধবীদের, দ্বিতীয় স্ত্রীকে, তার পরবর্তী বান্ধবীদের, একেবারে শ্যারন মুর পর্যন্ত, যে-মেয়ে ওকে প্রত্যাখ্যান করেছিলো, যাতে পরে বড়াই করতে পারে যে বিখ্যাত জনি ফন্টেনের শয্যাসঙ্গিনী হতে সে রাজি হয়নি, এদের কাউকে ঘৃণা করলে জনিরও চলবে না।

ব্যান্ডের সঙ্গে গান গেয়ে ঘুরে বেড়াতো জনি, তারপর রেডিও'র তারকা হয়েছিলো, রঙ্গমঞ্চের তারকা হয়েছিলো, অবশেষে সত্যিকার চলচ্চিত্রের তারকাও হয়েছিলো। আর সব সময় যেমন খুশি থেকেছিলো, যে মেয়ের সঙ্গে খুশি শুয়েছিলো, কিন্তু তাতে ওর নিজের ব্যক্তিগত জীবনটাকে ও প্রভাবিত হতে দেয়নি। তারপর ওর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী মার্গট অ্যাশ্‌টনের প্রেমে পড়েছিলো; ওর জন্য একেবারে ক্ষেপে গিয়েছিলো জনি। ওর কর্মজীবন চুলায় গেলো, কণ্ঠ চুলায় গেলো, পারিবারিক জীবন চুলায় গেলো। তারপর এমন একটা দিন এলো যখন জনির আর কিছুই বাকি রইলো না।

আসল কথা হলো, জনি চিরকালই উদার আর ন্যায়পরায়ন ছিলো। প্রথম পক্ষের স্ত্রী'র সঙ্গে বিবাহ-বিচ্ছেদের সময় ওর সর্বস্ব তাকে দিয়ে দিয়েছিলো। এমন ব্যবস্থা করেছিলো যাতে ও যা রোজগার করতো, মেয়েরা দু'জন তার একটা অংশ পায়, প্রত্যেকটা রেকর্ডের, প্রত্যেকটা ছবির, প্রত্যেকটা ক্লাবের আসরের। তাছাড়া যখন ওর টাকাকড়ি নামডাক ছিলো, প্রথম পক্ষের স্ত্রী যা চাইতো জনি তাই দিতো। তার ভাই বোনদের, মা-বাবাকে, তার স্কুলের

সহপাঠিনীদের এবং তাদের পরিবারবর্গকে, সবাইকে জনি টাকা দিয়ে সাহায্য করতো। কখনও বিখ্যাত লোকদের মতো জনি অহংকার করতো না। স্ত্রীর দুই ছোট বোনের বিয়েতে গিয়ে গান গেয়ে এসেছিলো, ওভাবে গাইতে ওর খুব খারাপ লাগতো। কোনো কিছু ওকে দিতে জনি অস্বীকার করেনি, শুধু নিজের ব্যক্তিত্বের পূর্ণ সমর্পণ।

তারপর যখন ওর চরম অধঃপতন ঘটেছিলো, ছবিতে কাজ পেতো না, গাইতে পারতো না, দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী বিশ্বাসঘাতকতা করতো, তখন জিনি আর তার মেয়েদের সঙ্গে কয়েক দিন কাটাবার জন্য জনি গিয়েছিলো। মন এতোই ভেঙে গিয়েছিলো যে এক রকম বলতে গেলে জিনির পায়ে কেঁদে পড়েছিলো। সেদিন ও নিজের একটা গানের রেকর্ডিং শুনেছিলো, এতো বিশ্রী শুনতে লাগছিলো যে জনি প্রথমে অভিযোগ করেছিলো যে সাউন্ড-রেকর্ডিস্টরা ইচ্ছা ক'রে ওর রেকর্ড নষ্ট করে দিয়েছে। শেষে বুঝতে পেরেছিলো যে ওর গলাটাই আজকাল ঐ রকম হয়ে গেছে। তখন মূল রেকর্ডটা ভেঙে চুরমার ক'রে দিয়ে আর গাইতে রাজি হয়নি জনি। এমন লজ্জা হয়েছিলো যে কনি কর্লিয়নির বিয়েতে নিনোর সঙ্গে ছাড়া আর গানই গায়নি সে।

জনির দুর্ভাগ্যের কথা শুনে জিনির মুখের ভাবটা কেমন হয়ে গিয়েছিলো, সে-কথা জনি কোনোদিনও ভুলে যায়নি। এক মুহূর্তের জন্য ভাবটি মুখে প্রকাশ পেয়েছিলো, চিরকাল মনে রাখবার জন্য জনির পক্ষে সেই যথেষ্ট। একটা উগ্র উল্লসিত সন্তোষের ভাব। সে ভাব দেখলে জনির একটি মাত্র কথাই মনে হওয়া সম্ভবঃ এতো বছর জিনি ওর প্রতি কতো ঘৃণা কতো বিদ্বেষ পোষণ করেছে। তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে নিয়ে খানিকটা শীতল মামুলী সহানুভূতি জানিয়েছিলো জিনি। জনিও সেটি গ্রহণ করার ভান করেছিলো। তার পরবর্তী ক'দিন জনি তার অনেক বছরের পুরনো তিনজন বান্ধবীর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলো, এদের সঙ্গে তখনও তার বন্ধুত্ব ছিলো, মাঝে-মাঝে সে তাদের সঙ্গে গিয়ে শুতো; এদের সাহায্য করার জন্য সবসময় জনি যথাসাধ্য করেছিলো, হয়তো লক্ষ ডলারের মতো জিনিসপত্র উপহার, কাজের সুযোগ ইত্যাদি দিয়েছিলো। তাদের মুখেও জনি সেই একই উগ্র উল্লসিত সন্তোষের ভাবটি লক্ষ্য করেছিলো।

সেই সময়েই জনি বুঝেছিলো যে এবার একটা সিদ্ধান্ত নিতে হবে। হলিউডের সার্থক বহু প্রযোজক, লেখক, পরিচালক ও অভিনেতার মতো হওয়া যায়। তারা সুন্দরী মেয়েদের এক রকম কামুক বিদ্বেষের সঙ্গে উপভোগ করতো। হিসাব ক'রে ক্ষমতা কিংবা টাকাকড়ির সুবিধা প্রয়োগ করতো, কে কখন বিশ্বাস-ঘাতকতা করে, তাই সারাক্ষণ সজাগ থাকতো, সবসময় মনে এই ধারণা পোষণ করতো যে মেয়েদের প্রবঞ্চনা করবে, পরিত্যাগ করবে। মেয়েরা হলো শত্রু, তাদের পরাহত করতে হবে। কিংবা মেয়েদের ঘৃণা করতে অস্বীকার করা যায়, তাদের বিশ্বাস করা যায়।

জনি জানতো মেয়েদের না ভালবেসে ও থাকতে পারবে না; যতোই বিশ্বাসঘাতক প্রবঞ্চক তারা না হোক না কেন, তবু তাদের ভালো না বাসলে, জনির অন্তরের খানিকটা মরে যাবে। পৃথিবীতে যাদের ও সব চাইতে বেশি ভালোবাসতো, ভাগ্যদেবীর কোপে পড়ে ওকে ভগ্ন, লাঞ্ছিত অবস্থায় দেখলে, তারাই যে গোপনে উল্লসিত হয়ে উঠতো, তাতে জনির কিছু

এসে যেতো না; যৌন সম্বন্ধ বাদ দিয়ে, কেমন একটা বিষম বিকটভাবে ওরা যে ওর প্রতি বিশ্বাস-ঘাতকতা করতো, তাতেও ওর কিছু এসে যেতো না। ওর অন্য কোনো উপায় ছিলো না। ওদের মেনে নিতে ও বাধ্য হতো। কাজেই ও সবার সঙ্গে প্রেম করতো, সবাইকে উপহার দিতো, ওর সর্বনাশে ওদের আনন্দের বেদনা লুকিয়ে রাখতো। ওদের ও ক্ষমা করতো, কারণ ও জানতো যে এতোকাল নারী জাতির কাছ থেকে ও সর্ম্পূ মুক্ত থাকতে পেরেছে, অথচ নারীদের কাছ থেকে পরিপূর্ণ আদর পেয়েছে, তাই এখন ওরা তার প্রতিশোধ নিচ্ছে। এখন আর ওদের প্রতি বিশ্বাস-ঘাতকতা করলে জনির নিজেকে দোষী মনে হতো না। জনির সঙ্গে যে ব্যবহার করতো, তার জন্যেও নিজেকে দোষ দিতো না, সন্তানদের একমাত্র বাপের আসনটি জুড়ে থাকছে, অথচ জিনির আরেকবার বিয়ে করার কথা মনেও স্থান দিচ্ছে না। এমন কি জিনিকে ওর বর্তমান মনের অবস্থা জানতেও দিতো। উচুঁ থেকে পতনের সময়ে ঐ একটি মাত্র জিনিসই ও রক্ষা করতে পেরেছিলো। মেয়েদের যে বেদনা দিতো, সে বিষয়ে মনের চারদিকে একটা মোটা চামড়া গজিয়ে নিয়েছিলো।

শরীরটা ক্লান্ত, শুতে যেতে ইচ্ছা করছিলো, তবু একটি স্মৃতি মনের মধ্যে লেগে ছিলো : সেটা হলো নিনোর সঙ্গে গান গাওয়ার স্মৃতি। হঠাৎ জনি বুঝতে পারলো কি করলে ডন কর্লিয়নি সব চাইতে খুশি হবেন। ফোনটা তুলে অপাওেরকে বললো নিউইয়র্কে দিতে। তারপর সনি কর্লিয়নিকে ডেকে নিনো ভ্যালেন্টির নম্বর চাইলো। তারপর নিনোকে ডাকলো। সবসময় যেমন হতো, নিনোকে কিঞ্চিৎ নেশাগ্রস্ত মনে হলো।

জনি বললো, "নিনো, এখানে এসে আমার সঙ্গে কাজ করতে তোর কেমন লাগবে? আমার একটা বিশ্বাসী লোক দরকার।"

নিনো একটু রঙ্গ ক'রে বললো, "কি জানি জনি, আমার এই ট্রাক চালানোর কাজটাই বা মন্দ কি, পথে যেতে মেয়েদের সঙ্গে ফুর্তি জমাই, প্রত্যেক সপ্তায় দেড়শো ডলার কামানো। তুই আমাকে কি দিতে পারবি?"

জনি বললো, "পাঁচশোতে শুরু, চিত্রতারকাদের সঙ্গে না-দেখা 'ডেট', কেমন লাগবে? আর হয়তো আমি যখন পার্টি দেবো, তোকে গান গাইতে দেবো।"

নিনো বললো, "তাই বুঝি? খুব ভালো; তাহলে ব্যাপারটা একটু ভেবে দেখতে হয়, আমার উকিল আর অ্যাকাউন্টেন্ট আর যে-লোকটা আমাকে ট্রাক চালাতে সাহায্য করে, তাদের সঙ্গে কথা বলে দেখতে হয়।"

জনি বললো, "ইয়ার্কি রাখ্, নিনো, আমার এখানে তোকে চাই। আমার ইচ্ছা তুই কাল উড়ে চলে এসে সপ্তায় পাঁচশো ডলার মাইনের একটা এক বছরের কনট্র্যাক্ট সই ক'রে যা। তাহলে পরে যদি তুই আমার মেয়ে-মানুষদের ভাগিয়ে নিস্ আর আমি তোর চাকরি খেয়ে নিই, অন্তত এক বছরের মাইনে তো পেয়ে যাবি। কি বলিস, ঠিক তো?"

অনেকক্ষণ চুপচাপ। তারপর নিনোর গলা, "আচ্ছা জনি, ঠাট্টা করছিস্ না তো?" তার নেশা ছুটে গিয়েছিলো।

জনি বললো, "সত্যি বলছি, ভাই। নিউইয়র্কে আমার এজেন্টের অফিসে আয়। তারা তোকে প্লেনের টিকেট আর কিছু টাকাকড়ি দেবে। কাল ভোরে উঠে সবার আগে ওদের ফোন

ক'রে বলে দেবো। তুই ওখানে দুপুরের পরে যাবি। ঠিক আছে? এদিকে এয়ারপোর্টে কাউকে রাখবো, সে তোকে আমার এখানে নিয়ে আসবে।"

আবার অনেকক্ষণ চুপচাপ, তারপর নিনোর গলা, ভারি সংযত, অনিশ্চিত, "ঠিক আছে, জনি।" স্বরে নেশার চিহ্নমাত্র ছিলো না।

জনি এবার ফোন রেখে, শোবার জন্য তোড়জোড় করতে লাগলো। সেই মূল রেকর্ডটা ভেঙে ফেলার পর থেকে তার মন কখনও এতো ভালো হয়নি।

তেরো

বিশাল রেকর্ডিং স্টুডিওতে বসে জনি ফন্টেন একটা হলুদ প্যাডে খরচের হিসাব করছিলো। বাদকরা সারি বেঁধে ঢুকছিলো, যুবা বয়সে জনি যখন ব্যান্ডে গান গাইতো, তখন থেকেই এদের সবাইকে ও চিনতো। বাদ্যযন্ত্র-পরিচালক ছিলো পপ্ সঙ্গীতের শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের একজন, জনির জীবনে যখন সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছিলো, এই লোকটির কাছ থেকে সে সহানুভূতি পেয়েছিলো। এখন সে প্রত্যেকটি বাদককে একটা ক'রে স্বরলিপির কাগজপত্র আর মুখে মুখে নির্দেশ দিয়ে দিচ্ছিলো। তার নাম ছিলো এডি নিল্‌স্। নিজের হাতে অনেক কাজ থাকা সত্ত্বেও, জনির প্রতি বিশেষ আনুকূল্যের কারণে সে এই রেকর্ড করার ভার নিয়েছিলো।

নিনো ভ্যালেন্টি একটা পিয়ানোর সামনে বসে ভয়ে ভয়ে রিডগুলোতে টুংটাং করছিলো আর একটা প্রকাণ্ড গ্লাস ভরা রাই হুইস্কিতে চুমুক দিচ্ছিলো। জনির তাতে কোনো আপত্তি ছিলো না। ও জানতো যে মাতাল হোক বা যাই হোক, জনি সমান ভালো গাইবে আর আজ যে কাজ হচ্ছে তার জন্য নিনোর খুব বেশি দক্ষতার প্রয়োজন হবে না।

কতোগুলো পুরনো ইতালিয় আর সিসিলিয় গানের ব্যবস্থা করেছিলো এডি নিল্‌স্ আর ঐ যে দ্বন্দ্বযুদ্ধের দ্বৈত সঙ্গীত নিনো আর জনি কর্লিয়নির বিয়ের দিন গেয়েছিলো, সেটিকেও বিশেষ ভাবে রেকর্ড করা হবে। জনির এই রেকর্ড করার প্রধান কারণ হলো ডন এসব গান খুব ভালোবাসতেন,; ঐ রেকর্ডটি চমৎকার একটা বড়দিনের উপহার হবে। তাছাড়া জনির কেমন মনে হচ্ছিলো রেকর্ডটা বিক্রি হবে ভালো, অবশ্য দশ লক্ষ হবে না। জনি আঁচ করেছিলো নিনোকে সাহায্য করাই হলো ডনের অভিপ্রেত প্রতিদান। আর যাই হোক, নিনোও তো তার আরেকটি ধর্মপুত্র।

ক্লিপবোর্ড আর হলদে প্যাড পাশের চেয়ারে রেখে জনি উঠে পিয়ানোর পাশে দাঁড়ালো। জনি বললো, "এই যে দেশী ভাই!"

নিনো মুখ তুলে হাসার চেষ্টা করলো। ওকে একটু অসুস্থ দেখাচ্ছিলো। ঝুঁকে পড়ে জনি ওর কাঁধের হাড় ঘষে দিলো। বললো, "ঘাবরিও না, ভাই। আজ ভালো ক'রে গেয়ো তাহলে আমি তোমার সঙ্গে হলিউডের সব চাইতে বিখ্যাত নিতম্বিনীর ব্যাবস্থা করে দেবো।"

নিনো এক ঢোক হুইস্কি গিলে বললো, "সে কে? ল্যাসি কুকুরটা নাকি?"

জনি হেসে বললো, "না ডিনা ডান। চমৎকার মেয়ে, কথা দিচ্ছি।"

নিনো শুনে খুশি হলো, তবু একটা মেকি আশান্বিত ভাব দেখিয়ে বললো, "কেন, ল্যাসির সঙ্গে ঠিক করে দিতে পারো না?"

অর্কেস্ট্রাতে মিশ্র সঙ্গীতের প্রথম গানের সুর বেজে উঠলো। জনি ফন্টেন মনোযোগ দিয়ে শুনতে লাগলো। এডি নিল্‌স্‌ একবার সব ক'টি গানের বৈশিষ্ট্যগুলোর দিকে দৃষ্টি রেখে বাজিয়ে নেবে। তারপর রেকর্ডের জন্য প্রথম 'টেক্‌' হবে। শুনতে শুনতে জনি মনে মনে ঠিক ক'রে নিচ্ছিলো প্রত্যেকটি পদ কিভাবে গাইবে, কিভাবে প্রত্যেকটি গান শুরু করবে। ও জানতো ওর গলা বেশিক্ষণ টিকবে না, কিন্তু নিনোই বেশির ভাগ গাইবে, জনি শুধু সঙ্গে সঙ্গে থাকবে। শুধু দ্বন্দ্বযুদ্ধের দ্বৈত সঙ্গীতটি বাদে। সেটার জন্যেই গলাটাকে বাঁচিয়ে চলতে হবে।

হাত ধরে টেনে নিনোকে দাঁড় করিয়ে দিলো জনি, দু'জনে গিয়ে নিজের নিজের মাইক্রোফোনের সামনে দাঁড়ালো। নিনো গোড়াতেই ভুল করলো, তারপর আবার ভুল করলো। অপ্রস্তুত হ'য়ে মুখ লাল। জনি ঠাট্টা করতে লাগলো, "কি রে, ওভারটাইম নেবার তালে আছিস নাকি?"

নিনো বললো, "হাতে ম্যান্ডোলিনটা না থাকলে সুবিধে লাগে না।"

জনি এক মিনিট ভেবে বললো, "ঐ মদের গ্লাসটা হাতে ক'রে ধরে রাখ না।"

মনে হলো তাতেই হয়ে গেলো। গাইতে গাইতে নিনো মাঝে-মধ্যে চুমুক দিচ্ছিলো বটে, কিন্তু চমৎকার গাইছিলো। জনিও সহজ সুরেই গাইছিলো, গলায় কোনো রকম জোর দিচ্ছিলো না, নিনোর প্রধান সুরের চারদিকে যেন ওর স্বরটা নেচে বেড়াচ্ছিলো। এ ভাবে গান গেয়ে মনে কোনো সুখ পাওয়া যাচ্ছিলো না, তবু নিজের গলার পেশাদারী দক্ষতা দেখে জনি নিজেই অবাক হচ্ছিলো। দশ বছরের গানের পেশা থেকে তাহলে কিছু শেখা গিয়েছিলো।

রেকর্ডের শেষ গান হলো ওদের সেই দ্বন্দ্বযুদ্ধের দ্বৈত সঙ্গীত, জনি এবার গলা ছেড়ে গাইলো; রেকর্ড করা শেষ হয়ে গেলে কণ্ঠনালীতে বেদনা শুরু হ'য়ে গিয়েছিলো। শেষ গানের সময়ে বাদ্যকররাও যেন কেমন অনুপ্রাণিত হয়ে উঠেছিলো, ওদের মতো ঝানু যন্ত্রীদের ওরকম খুব একটা হতো না। বাদ্যযন্ত্রগুলো পিটিয়ে, পা ঠুকে তারা অভিনন্দন জানিয়েছিলো; ড্রাম-বাদকরা একচোট ড্রাম পিটিয়ে নিয়েছিলো।

মাঝে মাঝে থামতে হচ্ছিলো, পরামর্শ করতে হচ্ছিলো, প্রায় চার ঘণ্টা খাটার পর তবে সেদিন ওরা কাজ বন্ধ করেছিলো। এ্যাড নিল্‌স্‌ জনির কাছে এসে আস্তে বলেছিলো, "গলাটা তো চমৎকার শোনালো, ভাই। এবার হয়তো একটা রেকর্ড করতে পারবে। আমার হাতে একটা নতুন গান আছে, ঠিক যেন তোমার জন্যেই তৈরি!"

জনি মাথা নাড়লো, "যাও যাও, এডি, আমার সঙ্গে ঠাট্টা কোরো না। তাছাড়া ঘণ্টা দুইয়ের মধ্যে গলা এতো ভেঙে যাবে যে কথা বলাই কষ্টকর হবে। আজ যে-ধরনের জিনিস রেকর্ড করলাম, তোমার মতে এ রকম আরো অনেকখানি করতে হবে নাকি?"

চিন্তিতভাবে এডি বললো, "নিনোকে কাল একবার স্টুডিওতে আসতে হবে, কয়েকটা ভুল করেছে। কিন্তু যতোখানি ভেবেছিলাম, ও দেখছি তার চাইতে অনেক অনেক ভালো। কিছু যদি আমার অপছন্দ হয়, শব্দ-যন্ত্রীদের দিয়ে সেটুকু ঠিক করিয়ে নেবো। ঠিক আছে?"

জনি বললো, "ঠিক আছে প্রেসিংটা কবে শুনতে পাবো?"

এডি নিল্‌স্‌ বললো, "কাল রাতে। তোমার বাড়িতে?

জনি বললো, "হ্যা। অনেক ধন্যবাদ, এডি। তাহলে কাল দেখা হবে।"

এই বলে নিনোর বাহু ধরে স্টুডিও থেকে বেরিয়ে এলো। জিনির বাড়ি না গিয়ে জনিরা নিজের বাড়ি গেলো।

ততোক্ষণে বেলা পড়ে এসেছিলো। নিনোর তখনও অর্ধেক নেশা ছিলো। জনি ওকে ঝরনা-কলে গোসল করে, ঘুম দিয়ে নিতে বললো। রাত এগারোটায় একটা বড় পার্টিতে দু'জনকে যেতে হবে।

নিনোর ঘুম ভাঙলে জনি ওকে শিখিয়ে পড়িয়ে নিলো। বললো, "এই পার্টিটা হলো চিত্রতারকাদের একটা 'লোনলি হার্টস্ ক্লাবের' পার্টি। আজ যেসব মেয়ে-মানুষদের দেখতে পাবে, তাদের তুমি পর্দার ওপর মোহিনী মায়াবিনী রূপে দেখেছো, তাদের সঙ্গে প্রেম করতে পারলে, লক্ষ লক্ষ লোক তাদের ডান হাত কেটে দিতে রাজি হয়। তাদের আজকের এই পার্টিতে আসার একমাত্র কারণ হলো তারা একটি ক'রে নাগর চায়। কেন জানো? কারণ ঐ জিনিসটার জন্য লালায়িত, অথচ বয়সটা কিঞ্চিৎ বেশি। তাছাড়া সব মেয়েদের মতোই; জিনিসটাকে ওরা কিছুটা অন্যভাবে চায়।"

নিনো জিজ্ঞেস করলো, "তোমার গলার আবার কি হলো?"

জনি প্রায় ফিস্‌ফিস্ ক'রে কথা বলছিলো, "একটু গাইলেই আমার ঐরকম হয়। এর পর এক মাস গাইতে পারবো না। তবে দিন দুইয়ের মধ্যে গলা-ভাঙাটা সেরে যাবে।"

চিন্তিতভাবে নিনো বললো, "খুব মুশকিল তো।"

জনি কাঁধ তুলে বললো, "শোনো, নিনো আজ রাতে বেশি মাতাল হ'য়ে পড়ো না। হলিউডের ঐ মেয়ে-মানুষগুলোকে দেখিয়ে দিতে হবে যে আমার পাড়া-গাঁয়ের বন্ধুটি একেবারে আহাম্মক নয়। তোমাকে জমিয়ে তুলতেই হবে। মনে রেখো ঐ মেয়ে-মানুষদের চিত্রজগতে বেশ প্রতিপত্তি, ওরা তোমাকে কাজ জুটিয়ে দিতে পারে। নিজের সুবিধা ক'রে নিতে পারলে, কিছুটা মিষ্টি ব্যবহার করতে ক্ষতি কি?"

নিনো আবার গ্লাসে মদ ঢালছিলো, সে বললো, "আমি সবসময়ই মিষ্টি ব্যবহার করি।" গ্লাসটা শেষ ক'রে এক গাল হেসে নিনো বললো, "ঠাট্টা রাখো, সত্যি বলো আমাকে ডিনা ডানের কাছাকাছি নিয়ে যেতে পারবে?"

জনি বললো, "অতো ভাববার কিছু নেই। যে রকম মনে করছো, এটা সে রকম ব্যাপারই নয়।"

হলিউডের চিত্রতারকাদের লোনলি হার্টস্ ক্লাবের নাম দিয়েছিলো ছোকরা তারকারা, তাদের উপস্থিত ছিলো বাধ্যতামূলক। প্রতি শুক্রবার রাতে সভ্যরা ইয়োলট্স ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম কর্পোরেশনের প্রেস এজেন্ট–বরং তাকে গণ-সংযোগ উপদেষ্টা বলা চলে–রক ম্যাকএল্‌রয়ের প্রাসাদোপম বাসগৃহে মিলিত হতো। বাড়িটার আসল মালিক হলো ঐ স্টুডিওটি। ম্যাক্‌এল্‌রয়ের বাড়ির পার্টি হলেও বুদ্ধিটা এসেছিলো জ্যাক ইয়োলট্‌সের মস্তিষ্ক থেকে। যেসব তারকাদের জন্য স্টুডিওর এতো রোজগার, তাদের মধ্যে কারো কারোর বয়স হ'য়ে গিয়েছিলো। বিশেষ আলোতে আর মেক্-আপওয়ালাদের জাদু ছাড়া তাদের বয়স বোঝাও যেতো। তাই তাদের নানান সমস্যা দেখা দিচ্ছিলো। তাছাড়া শারীরিক ও মানসিক দিক থেকেও তাদের ফূর্তি কিছুটা কমে গিয়েছিলো। আর তারা 'প্রেমে পড়তে' পারতো না। আর তারা মৃগয়ার পাত্রীর ভূমিকা নিতে পারতো না। খুব বেশি মেজাজীও হয়ে পড়েছিলো তারা, অতো টাকা, অতো নামডাক, অতোখানি বিগত রূপের কারণে। ইয়োলট্স এই পার্টিগুলো দিতো, যাতে তাদের পক্ষে পছন্দ-মতো প্রণয়ী খুঁজে নেয়া সহজ হয়। প্রথমে এক

রাতের ব্যাপার, তারপর লেগে গেলে, সব সময়ের শয্যাসঙ্গীর ব্যবস্থা থেকে শুরু ক'রে ক্রমশঃ উন্নতি। ব্যাপারটা মাঝে মাঝে নামতে নামতে মারপিট, যৌন আতিশয্যে দাঁড়াতো, তখন আবার পুলিশের হাঙ্গামা বাধতো। শেষে ইয়োলট্‌স স্থির করলো পার্টিগুলোকে গণ-সংযোগ উপদেষ্টার বাড়িতে করতে হবে, সে ভদ্রলোক নিজে উপস্থিত থেকে গোলমাল মিটিয়ে দেবে, সাংবাদিকদের আর পুলিশ-অফিসারদের টাকাকড়ি দিয়ে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে দেবে, যাতে ঐ নিয়ে বেশি হট্টগোল না হয়।

স্টুডিও থেকে মাইনে-করা সতেজ তরুণ পুরুষ অভিনেতাদের মধ্যে যারা তখনও তারকার পদে উন্নীত হয়নি, তাদের কারো কারো কাছে ঐ শুক্রবারের পার্টিগুলোকে সব সময় খুব একটা উপভোগ্য ব'লে মনে হতো না। তার একটা প্রমাণ এই যে বাইরে মুক্তি দেয়া হয়নি, এমন আনকোরা নতুন একেকটা ছবি ঐ পার্টিতে দেখানো হতো। এমন কি সেটাকে উপলক্ষ্য করেই পার্টি। লোকে বলতো 'চলো, অমুকের তৈরি নতুন ছবিটা দেখে আসা যাক।' এই ভাবে পার্টিগুলোতে একটা পেশাদারী রঙ চড়ানো হতো।

শুক্রবার রাতের পার্টিগুলোতে তরুণী ছোট তারকাদের প্রবেশ নিষেধ ছিলো। অন্ততঃ তাদের না যাওয়াটাকেই উৎসহ দেওয়া হতো। বেশির ভাগই ইঙ্গিতটা বুঝতে পারতো।

রাত দুপুরে নতুন ছবি দেখানো হতো, জনি আর নিনো এগারোটার সময় গিয়ে পৌঁছালো। প্রথম দর্শনেই রয় ম্যাক্‌এলরয়কে বেশ ভালো লাগতো। ফিটফাট, চমৎকার সাজ-পোশাক। জনি ফন্টেনকে দেখে আশ্চর্য হ'য়ে সে আনন্দে বলে উঠলো, "কি ব্যাপার। তুমি এখানে কি করছো?" বাস্তবিকই সে অবাক হয়ে গিয়েছিলো।

জনি ওর সঙ্গে হ্যান্ড-শেক ক'রে বললো, "আমার দেশী-ভাইকে দর্শনীয় স্থানগুলো দেখিয়ে বেড়াচ্ছি। নিনোর সঙ্গে আলাপ করো।"

ম্যাক্‌এলরয় নিনোর সঙ্গে হ্যান্ড-শেক ক'রে তার দিকে তাকিয়ে যাচাই ক'রে নিয়ে জনিকে বললো, ওরা ওকে জ্যান্ত খেয়ে ফেলবে।" এই ব'লে ওদের পেছন দিকের ছাউনিতে নিয়ে গেলো।

পিছনের ছাউনি বলতে আসলে পর পর সাজানো কয়েকটা বিশাল ঘর, তাদের বড়-বড় কাঁচের দরজার বাইরে একটি বাগান আর পুকুর। প্রায় শ'খানেক লোক সেখানে ভিড় করেছিলো, সবার হাতে পানীয়। জায়গাটা এমনই নিপুণভাবে আলোকিত যাতে নারীদের মুখ আর গায়ের চামড়া সুন্দর দেখায়। নিনো যখন তরুণ কিশোর তখন ছবির পর্দায় এদেরই দেখতে পেতো। ওর কৈশোরের প্রেম-স্বপ্নে এরা সব ভূমিকা নিতো। এখন তাদের স্থূল দেহ দেখে মনে হলো ওরা বুঝি বিকট কিছু সেজে এসেছে। ওদের দেহ মনের অসীম ক্লান্তি কোনো কিছুতে ঢাকা পড়বার নয়। কালের প্রকোপে পড়ে তাদের দেবত্ব ঘুচে গেছে। ওদের ভঙ্গিমা, ওদের চলাফেরা সেই আগেশার চিত্রের মতো হলেও, দেখাচ্ছিলো যেনো মোমের ফল, তাতে পুরুষের গ্রন্থিতে স্নেহের উদ্রেক হয় না। নিনো দুটো পানীয় নিলো, তারপর ঘুরতে ঘুরতে একটা টেবিলের কাছে গিয়ে, একরাশ বোতলের পাশে দাঁড়ালো। জনিও ওর কাছে সরে এলো। দু'জনে মদ খেতে লাগলো, যতোক্ষণ না পেছন থেকে ডিনা ডানের গলার স্বর কানে এলো।

আরো লক্ষ-লক্ষ পুরুষের মতো নিনোর মনেও ঐ কণ্ঠস্বর চিরকালের মতো গাঁথা

হয়েছিলো। ডিনা ডান, দু'বার একাডেমি পুরস্কার পেয়েছিলো। হলিউডের যে ছবি সব চাইতে বেশি টাকা কামিয়েছিলো তাঁতে ডিনা ডান ছিলো। পর্দার ওপর ওর মধ্যে কেমন একটা নারীত্বের লাবণ্য প্রকাশ পেতো যা দেখে কোনো পুরুষ অবিচলিত থাকতে পারতো না। কিন্তু সেই মেয়ের মুখে এখন যে কথা শোনা গেলো, রূপালী পর্দায় তেমন কেউ শোনেনি। "জনি হারামজাদা, আবার আমাকে আমার সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে যেতে হলো, কারণ তুমি মাত্র এক রাতের ব্যবস্থা করলে। দ্বিতীয় বারের জন্য আর এলে না কেন বলো?"

ডিনা গাল বাড়িয়ে দিতেই জনি তাতে চুমু খেলো, "তুমি যে আমাকে এক মাসের মতো ঘায়েল ক'রে ফেলেছিলে। এবার আমার খালাতো ভাইয়ের সঙ্গে আলাপ করো। চমৎকার এক বলিষ্ঠ ইতালিয় ছোকরা। ও হয়তো তোমার সঙ্গে সমানে টেক্কা দিতে পারবে।"

ডিনা ডান মাথা ঘুরিয়ে নিনোর দিকে নিরুত্তাপভাবে তাকালো। "ও কি ছবির আগাম দেখতে ভালোবাসে?"

জনি হাসলো, "কখনও সুযোগ পেয়েছে কি না সন্দেহ। তুমি ওকে শিখিয়ে নাও না কেন?"

ডিনা ডানের সঙ্গে একলা পড়ে নিনোকে বড় এক গ্লাস হুইস্কি খেয়ে নিতে হলো। নির্বিকার হবার চেষ্টা করছিলো বটে, কিন্তু কাজটা খুব শক্ত। অ্যাংলো-স্যাক্সন রূপসীদের মতো ডিনা ডানের নাকের ডগাটা একটু তোলা, মুখটা কাটা-কাটা নিখুঁত। তাছাড়া ওকে নিনো খুব ভালো করেই জানতো। একটা শোবার ঘরে ওকে একাকিনী দেখেছিলো, মৃত পাইলট স্বামীর জন্য কাঁদছে; কতোগুলো পিতৃহীন সন্তান। ওকে ক্রুদ্ধ, ক্ষুব্ধ, অপমানিত হতে দেখেছিলো, যখন লুইচ্চা ক্লার্ক গ্যাবল প্রথমে নিজের সুবিধা ক'রে নিয়ে, তারপর একটা মোহিনী মেয়ে-মানুষের জন্য ওকে ত্যাগ ক'রে চলে গেলো; তখনও কেমন একটা গাম্ভীর্যময় গৌরবে ও উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠেছিলো। চলচ্চিত্রে ডিনা কখনও মোহিনী মেয়ের ভূমিকায় নামতো না। ডিনাকে পরিতৃপ্ত প্রেমে রাঙা মুখে তার প্রিয়তমার আলিঙ্গনাবদ্ধ হতে দেখেছিলো, এবং অন্তত: আধ ডজন বার কি সুন্দর ক'রে মরে যেতে দেখেছিলো। ওকে দেখেছিলো, শুনেছিলো, ওর স্বপ্ন দেখেছিলো, তবু ওকে একা পেয়ে প্রথম যে কথা ডিনা বললো, তার জন্য প্রস্তুত ছিলো না। বলেছিলো, "এ শহরে যে দু'একজন পুরুষের মুরোদ আছে, জনি তাদের একজন। বাকি সবাই নিষ্কর্মা, রুগ্ন-হিজড়া, ওদের মুখে একগাড়ি স্প্যানিশ মাছি ঢুকিয়ে দিলেও কোনো মেয়ে-মানুষের সঙ্গে সেক্স করতে পারবে না" এই ব'লে নিনোর হাত ধরে লোক চলাচল এবং প্রতিযোগিতা থেকে দূরের ঘরের এক কোণে নিয়ে গেলো।

সেখানে গিয়ে নিরুত্তাপ মাধুর্যের সঙ্গে ওর নিজের বিষয়ে জিজ্ঞেস করতে লাগলো। ওকে চিনতে নিনোর বাকি রইলো না। ও বুঝতে পারলো ডিনা এবার একজন ধনী অভিজাত কন্যার আস্তাবলের সইস, কিংবা গাড়ির চালকের প্রতি দয়া দেখানোর ভূমিকা করছে। ছবিতে যদি ছোকরা প্রেম করতে যেতো, তাহলে ঐ ভূমিকায় স্পেন্সার ট্রেসি নামলে নাকানি-চুবানি খেতো, কিন্তু ক্লার্ক গ্যাবল নামলে তার প্রতি কামাসক্ত হয়ে ঐ মেয়ে সব ছেড়ে-ছুড়ে ওর সঙ্গে চলে যেতো। কিন্তু তাতে কিছু যায়-আসে না। নিনো দেখলো ও দিব্যি বলে যাচ্ছে ও আর জনি কেমন একসঙ্গে নিউইয়র্কে ছোট থেকে বড় হয়েছিলো, ওরা কেমন ছোট-ছেট ক্লাবের

ডাক পেয়ে একসঙ্গে গাইতো। আশ্চর্য রকম সমবেদনা আর মনোযোগের সঙ্গে ডিনা সব কথা শুনছিলো। একবার কথাচ্ছলে ডিনা জিজ্ঞেস করলো, 'জনি কি ক'রে হতভাগা জ্যাক ইয়োলট্সের কাছ থেকে ঐ পার্টটা আদায় করেছিলো জানো কি?' অমনি কাঠ হ'য়ে গিয়ে মাথা নেড়েছিলো নিনো। ডিনাও কথাটাকে আর বাড়ায়নি।

ইয়োলট্সের নতুন ছবি দেখার সময় হয়ে এলো। ডিনা ডান তখন উষ্ণ হাতে নিনোর হাত চেপে ধরে ওকে বাড়ির ভেতরের একটা ঘরে নিয়ে গেলো। সে-ঘরের কোনো জানালা ছিলো না; আসবাবের মধ্যে ছিলো গোটা পঞ্চাশেক দু'জন ক'রে বসবার কোচ, সেগুলো ঘরময় এমনভাবে ছড়ানো ছিলো যে প্রত্যেকটি কোচ যেন একেকটি প্রায় নির্জনতার দ্বীপ।

নিনো দেখলো কোচের পাশে ছোট টেবিল, টেবিলে বরফের পাত্র, গ্লাস, মদের বোতল, ট্রেতে সাজানো সিগারেট। ডিনা ডানকে ও একটা সিগারেট দিয়ে সেটি ধরিয়ে দিলো। তারপর দু'জনের জন্য পানীয় মিশিয়ে নিলো। পরস্পরের সঙ্গে কোনো কথা বলেনি ওরা। একটু পরে ঘরের আলোগুলো নিভে গেলো।

সাংঘাতিক কিছুর জন্য প্রস্তুত ছিলো নিনো। হলিউডের কলুষিত বিষয়ে কতো কাহিনী ওর শোনা ছিলো। ভদ্র এবং বন্ধুজনোচিত সতর্কবাণী না দিয়েই যে ডিনা ডান ওর ওপর ওরকম আছড়ে পড়বে, তার জন্য নিনো একেবারেই তৈরি ছিলো না। নিনো মদের গ্লাসে একটু একটু চুমুক দিয়ে চলচ্চিত্রটা দেখতে লাগলো, যদিও কোনো স্বাদ পাচ্ছিলো না, কিছু দেখতেও পাচ্ছিলো না। নিনো যে রকম উত্তেজিত হ'য়ে পড়েছিলো তেমন আর কখনও হয়নি, তার একটা কারণ হলো যে নারী অন্ধকারে ওর সেবায় রত ছিলো, সে ছিলো ওর কৈশোরের স্বপ্নের নায়িকা।

আবার অন্য দিক দিয়ে ওর পৌরুষ অপমানিত হচ্ছিলো। কাজেই যখন বিশ্ববিখ্যাত ডিনা ডান পরিতৃপ্ত হ'য়ে ওকে আবার সাজিয়ে-গুজিয়ে দিলো, ও অম্লান বদনে অন্ধকারে তার জন্য এক গ্লাস পানীয় ঢেলে দিলো, একটা নতুন সিগারেট ধরিয়ে দিলো আর আয়েসের সঙ্গে বললো, "মনে হয় ছবিটা ভালোই।"

কোচের ওপর ডিনা ডানের শরীরটা কাঠ হয়ে উঠেছে, নিনো টের পেলো। এও কি হতে পারে যে ও দু'একটা প্রশংসাবাক্যও আশা করছে? অন্ধকারে হাতের কাছে যে বোতলটা পেলো, তার থেকে মদ ঢেলে গ্লাস ভরে নিলো। চুলায় যাক। ডিনা ডান এমন ব্যবহার করেছিলো যেন ও একটা পুরুষ বেশ্যা। যে কারণেই হোক, এখন এই মেয়েগুলোর ওপর ওর এক রকম নিরুত্তাপ রাগ হচ্ছিলো। আরো মিনিট পনেরো ওরা ছবিটা দেখলো। নিনো এক পাশে হেলে শুয়েছিলো, যাতে পরস্পরকে স্পর্শ করতে না হয়।

শেষ পর্যন্ত কর্কশ কণ্ঠে ফিস্‌ফিস্ ক'রে ডিনা বললো, "ওরকম গ্রাম্য-ইঁদুরের মতো ভাব দেখাচ্ছো কেন, বেশ তো ভালো লাগলো।"

নিনো আরো দুটো চুমুক দিয়ে স্বাভাবিক গলায় বললো, "ঐ রকমই থাকি সারাক্ষণ। উত্তেজিত হলে দেখতে হয়।"

একটু হাসলো ডিনা ডান, তারপর ছবি শেষ হওয়া পর্যন্ত চুপ ক'রে রইলো। অবশেষে ছবিও শেষ হলে আলোও জ্বলে উঠলো। চারদিকে তাকিয়ে দেখলো নিনো। বুঝতে পারলো অন্ধকারে দিব্যি একটা দল নাচ হয়ে গেছে, আশ্চর্যের বিষয় ও তার কিছুই শুনতে পায়নি।

কিন্তু মহিলাদের কারো কারো মুখ দেখতে কেমন শক্ত চক্‌চকে লাগছিলো, চোখও জ্বলছিলো, খানিকটা হ'য়ে গেলে যেমন হয়। প্রজেক্‌শন ঘর থেকে ওরা ধীরে-সুস্থে বেরিয়ে এলো। অমনি ডিনা ডান ওকে ছেড়ে দিয়ে একজন বয়স্ক লোকের সঙ্গে কথা বলতে চলে গেলো। নিনো তাকে চিনতে পারলো, একজন বিখ্যাত অভিনেতার মুখ-চোখ। এখন কিন্তু চাক্ষুষ দেখে নিনো বুঝলো লোকটি একটা ধ্বংসাবশেষ ছাড়া কিছু নয়। চিন্তান্বিত ভাবে নিনো মদের গ্লাসে চুমুক দিলো।

জনি ফন্টেন পাশে এসে বললো, "কি বন্ধু, মজা করছো?" নিনো এক গাল হাসলো, "ঠিক বলতে পারছি না। অন্য রকম লাগছে। এখন আমার পুরনো জায়গায় ফিরে গিয়ে বলতে পারবো ডিনা ডান আমাকে হরণ করেছিলো।"

জনি হাসলো, "তোমাকে ওর বাড়িতে নেমন্তন্ন ক'রে নিয়ে গেলে, ওর চাইতে ভালো হবে। করেছে নাকি?"

নিনো মাথা নাড়লো, "ছবিটাতে আমার খুব বেশি মন বসে গিয়েছিলো।" এবার কিন্তু জনি হাসলো না।

সে বললো, "ভালো কথা শোনো, ঐ রকম একজন মহিলা তোমার অনেক উন্নতি ক'রে দিতে পারে। আরে তুমি তো যার-তার সঙ্গে শুয়ে পড়তে। কি বিশ্রী মেয়েদের সঙ্গে আশ্‌নাই করতে, এখন মনে করলেও আমি দুঃস্বপ্ন দেখি!" মাতালের মতো গ্লাস নেড়ে, জোরে জোরে নিনো বললো, "তা বিশ্রী হতে পারে, কিন্তু ওরা মেয়েমানুষ তো বটে।" ঘরের কোণ থেকে ডিনা মাথা ঘুরিয়ে ওদের দিকে তাকালো। নিনো গ্লাস নেড়ে অভিবাদন জানালো।

জনি ফন্টেন দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে বললো, "ঠিক আছে। তুমি একটা গ্রাম্য ভূত।"

মধুর মাতাল হাসি হেসে নিনো বললো, "বদলাবোও না কখনও।" জনি ওকে ঠিক বুঝেছিলো। ও জানতো নিনো যতোটা দেখাচ্ছে আসলে ততোটা মাতাল হয়নি। নিনো ওরকম ভান করছে যাতে প্রকৃতিস্থ অবস্থায় যেসব কথা বলা অভদ্রতা হবে, মাতাল সেজে সেগুলো বলতে পারে। জনি সস্নেহে নিনোর ঘাড়ে হাত রেখে বললো, "ব্যাটা, তোর তো অনেক বুদ্ধি। তুই জানিস এক বছরের কন্‌ট্রাক্ট পেয়ে গিয়েছিস, কাজেই যা খুশি করতে পারিস, বলতে পারিস, আমার সাধ্য নেই তোকে তাড়াই!"

মাতালের ধূর্ততার সঙ্গে নিনো বললো, "আমাকে তাড়াতে পারো না?"

জনি বললো, "না।"

নিনো বললো, "তাহলে গোল্লায় যাও।"

এক মুহূর্তের জন্য চমকে জনি চটে যাচ্ছিলো। নিনোর মুখের তাচ্ছিল্যের হাসিটা চোখে পড়লো। কিন্তু গত ক'বছরে ওর নিশ্চয় সুবুদ্ধি হয়েছিলো, কিংবা তারকার পদ থেকে নেমে এসে অনুভূতিগুলো আরো সূক্ষ্ম হয়ে গিয়েছিলো। সেই একটা মুহূর্তে ও নিনোকে বুঝে ফেললো কেন ওর কৈশোরের গানের সাথী কখনও বেশি সাফল্য অর্জন করেনি, এখনও কেন সাফল্যের সম্ভাবনাটুকু নষ্ট ক'রে দিতে চাইছে। সাফল্যের জন্য যে দাম দিতে হয়, তার বিরুদ্ধে নিনোর এই প্রতিক্রিয়া, ওর জন্য যা কিছু করা হচ্ছে তাতে ও এক ধরনের অপমান বোধ করে।

নিনোর বাহু ধরে জনি তাকে বাড়ির বাইরে নিয়ে গেলো। ততোক্ষণে নিনোর হাঁটতে কষ্ট হচ্ছিলো, জনি ওকে সান্ত্বনা দিয়ে বলতে লাগলো, "বেশ, তুমি শুধু আমার জন্য গান গেয়ো। আমি তোমার সাহায্যে কিছু পয়সা ক'রে নিতে চাই। তোমার জীবনে হস্তক্ষেপ করতে চেষ্টা করবো না। তোমার যা খুশি তুমি তাই করবে। কেমন, গ্রাম্য ভূত? আমার জন্য গাইবে, আমাকে টাকা পাইয়ে দেবে, এখন তো আর আমি নিজে গাইতে পারি না। বুঝলে ভাই?"

নিনো সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বললো, "তোমার জন্য গাইবো, জনি।" ওর কথা এতো জড়িয়ে যাচ্ছিলো যে ভালো ক'রে বোঝাই যাচ্ছিলো না। "আজকাল আমি তোমার চাইতে ভালো গাই। বরাবরই আমি তোমার চাইতে ভালো গাই, তা জানো তো?"

জনি দাঁড়িয়ে ভাবছিলো, ও জানতো যে গলা ভালো থাকলে নিনো ওর ধারে কাছেও আসতে পারতো না, ছোটবেলায় অতো বছর দু'জনে যে একসঙ্গে গেয়েছিলো, কোনোদিনই নিনো ওর মতো গায়নি। চেয়ে দেখলো ক্যালিফোর্নিয়ার চাঁদের আলোতে ওর উত্তরের অপেক্ষায় নিনো দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে টলছে। জনি কোমল কণ্ঠে বললো, "গোল্লায় যাও।" অমনি দু'জনে একসঙ্গে হেসে উঠলো, পুরনো দিনগুলোতে দু'জনে যখন তরুণ ছিলো, তখন যেমন ক'রে হাসতো।

জনি ফন্টেন যখন ডন কর্লিয়নির গুলি খাওয়ার কথা শুনলো, ও শুধু ওর গডফাদারের জন্য উদ্বিগ্ন হ'য়ে পড়েনি, ওর ছবির টাকা যোগান দেবার কথাটা ঠিক আছে কি না ভেবেও উদ্বিগ্ন হয়েছিলো। নিউইয়র্কে গিয়ে, হাসপাতালে শোয়া গডফাদারকে ওর শ্রদ্ধা জানাতে চাওয়াতে ওকে বলা হয়েছিলো যে ওর নামে কোনো অপপ্রচার হয়, সেটা ডন কর্লিয়নির একেবারেই চান নয়। কাজেই জনি অপেক্ষা ক'রে রইলো। এক সপ্তাহ পরে টম হেগেনের কাছ থেকে লোক এলো। টাকা যোগান দেওয়া হবে, তবে একেক বারে একটি ছবির জন্য।

এদিকে জনি নিনোকে হলিউডে ক্যালিফোর্নিয়ায় যা খুশি করতে দিতো। ছোট-ছোট কম-বয়সী তারকাদের সঙ্গে নিনো বেশ জমিয়ে নিয়েছিলো। মাঝে মাঝে জনি ওকে ডেকে পাঠাতো, রাতে একসঙ্গে বের হবে বলে, কিন্তু ওর ওপর কখনও নির্ভর করে থাকতো না। ডনের গুলি খাওয়া সম্বন্ধে কথা হতে নিনো বলেছিলো, "জানো জনি, একবার আমি ডনকে উনার সংগঠনে একটা চাকরি দিতে বলেছিলাম। কিছুতেই দিলেন না। ট্রাক চালাতে আর ভালো লাগছিলো না, অনেক বেশি টাকা রোজগার করতে ইচ্ছা করছিলো। কি বলেছিলেন জানো? বলেছিলেন প্রত্যেক মানুষের একটি মাত্র নিয়তি থাকে, আমার নিয়তি হলো শিল্পী হওয়া। অর্থাৎ ঐ সব বে-আইনী কারবারে আমি কিছু করতে পারবো না।"

কথাটা জনি ভেবে দেখলো। গডফাদারের মতো বুদ্ধিমান দুনিয়াতে বোধহয় আর কেউ নেই। উনি দেখেই টের পেয়েছিলেন নিনোকে দিয়ে কালো-কারবারি চলবে না। হয় বিপদে পড়ে যাবে, নয়তো কেউ মেরেই দেবে। ঐ রকম চালাক-চালাক কথা বলতে গিয়ে প্রাণটা হারাবে। কিন্তু ও যে শিল্পী হবে, সে-কথা ডন জানলেন কি করে? কারণ উনি আঁচ করেছিলেন আমি নিনোকে একদিন সাহায্য করবো। কি ক'রে আঁচ করেছিলেন? কারণ উনি একদিন কথাটা আমার কানে একটু তুলে দেবেন আর আমিও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার চেষ্টা করবো। অবশ্য কোনোদিনও আমাকে কিছু করতে বলেননি। শুধু একটু জানিয়ে দিয়েছিলেন ওটা

করলে উনি খুশি হবেন। জনি ফন্টেন একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললো। এখন গডফাদার নিজে আহত, বিপদগ্রস্ত, কাজেই একাডেমি পুরস্কারের আশা ছেড়ে দিতে হবে, ওদিকে ইয়োলট্স ওর বিরুদ্ধে লড়ছে, ওর পক্ষে কেউ নেই। একমাত্র ডনেরই সেই সব ব্যক্তিগত যোগাযোগ ছিলো, যার জোরে চাপ দেয়া চলে, কর্লিয়নি পরিবারের অন্যদের তো খেয়ে-দেয়ে কাজ নেই। জনি ওদের সাহায্য করতে চেয়েছিলো, হেগেন সোজা 'না' বলে দিয়েছিলো।

নিজের ছবি তৈরির কাজ শুরু করতে জনি ব্যস্ত ছিলো। যে ছবিতে জনি নায়কের ভূমিকা নিয়েছিলো, তার রচয়িতা তার নতুন উপন্যাস শেষ ক'রে, জনির আহ্বানে পশ্চিমে এলেন। যাতে এজেন্ট কিংবা স্টুডিও বাগড়া দিতে না পারে এবং দু'জনে নিরিবিলি কথাবার্তা বলতে পারে। জনি যা চাইছিলো, এই দ্বিতীয় বইটি ঠিক তাই। গান-টান গাইতে হবে না, চমৎকার এক রুক্ষ শক্তির গল্প, প্রচুর মেয়ে-মানুষ আর যৌন ব্যাপার, তাছাড়া এমন একটা ভূমিকাও ছিলো যা একেবারে নিনোর জন্যেই তৈরি। চরিত্রটির কথাবার্তা নিনোর মতো, কাজ নিনোর মতো, চেহারাটা পর্যন্ত নিনোর মতো। কেমন যেন ভুতুড়ে ব্যাপার। নিনোকে কিচ্ছু করতে হবে না, শুধু মঞ্চে উঠে নিজের মতো চালচলনে ফিরতে হবে।

তাড়াতাড়ি কাজ করতে লাগলো জনি। নিজেই আবিষ্কার করলো যে প্রযোজনা সম্বন্ধে নিজের যতোটা জানা আছে ভেবেছিলো, আসলে তার চাইতেও বেশি জানে। তবু একজন কার্যকর প্রযোজক ভাড়া করলো, দক্ষ একজন লোক, যার বিরুদ্ধে ব্ল্যাক লিস্ট ছিলো ব'লে কোথাও কাজ পাচ্ছিলো না। জনি তার সুবিধা নিয়ে ওর সঙ্গে একটা ন্যায্য চুক্তিই করেছিলো। তাকে খোলাখুলি বলেও ছিলো, "আমি আশা করছি তা করলে তুমি আমার অনেক টাকা বাঁচিয়ে দেবে।"

কাজেই জনি অবাক হয়ে গেলো যখন ঐ প্রযোজকটি এসে বললো যে ইউনিয়নের প্রতিনিধিকে পঞ্চাশ হাজার ডলার দিতে হবে। ওভারটাইম কাজ করা, লোক নিয়োগ করা ইত্যাদি নিয়ে নাকি অনেকগুলো সমস্যা উঠেছে, টাকাটা ঠিক ভাবেই খরচ হবে। জনি একটু ভাবলো প্রযোজক চালাকি করছে কি না, তারপর বললো, "ইউনিয়নের লোকটিকে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও।"

সে লোকটার নাম বিলি গফ্। জনি তাকে বললো, "আমার ধারণা ছিলো যে ইউনিয়নের ব্যাপারটা আমার বন্ধুরা গুছিয়ে রেখেছে। আমাকে বলা হয়েছিলো ঐ নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না। একটুও না।"

গফ্ জিজ্ঞেস করলো, "কে বলেছে ও-কথা?"

জনি বললো, "তুমি ভালো করেই জানো কে বলেছে। তার নাম বলবো না, কিন্তু সে কিছু বললে, তার কথাই থাকে।"

গফ্ বললো, "এখন সব অন্য রকম হয়ে গেছে। তোমার বন্ধু বিপদে পড়েছে, এতো দূরে পশ্চিমে তার কথা আর খাটে না।"

জনি কাঁধ তুলে বললো, "দিন দুই পরে আবার দেখা করো, কেমন?"

গফ্ হাসলো, "অবশ্যই জনি। তবে নিউইয়র্ককে ডেকে কোনো সুবিধা করতে পারবে না।"

কিন্তু নিউইয়র্ককে ডেকে সুবিধা হয়েছিলো বৈকি। হেগেনের অফিসের ফোনে তার সঙ্গে কথা হলো। হেগেন স্পষ্ট বলে দিলো, টাকা দিও না। সে বললো, "ঐ হারামজাদাকে একটা পয়সা দিলে তোমার গডফাদার খুবই বিরক্ত হবেন। তাতে উনার সম্মানহানি করা হবে, এক্ষুনি তা করলে উনার ক্ষতি হবে।"

জনি জিজ্ঞেস করলো, "ওর সঙ্গে কথা বলতে পারি কি? তুমি কথা বলবে? ছবিটা শুরু ক'রে দিতে চাই যে।"

হেগেন বললো, "আপাততঃ কেউ তার সঙ্গে কথা বলতে পারবে না। তিনি খুবই অসুস্থ। ব্যাপারটা মিটিয়ে দেবার বিষয়ে সনির সঙ্গে কথা বলবো। তবে এটুকু সিদ্ধান্তে আমি নিজেই নিচ্ছি। ঐ চতুর বাটপারকে একটা পয়সাও দিও না। এদিকে যদি কোনো পরিবর্তন হয়, তোমাকে জানাবো?"

বিরক্ত হ'য়ে জনি ফোন নামালো। ইউনিয়নের সঙ্গে গণ্ডগোল হওয়া মানেই একগাদা বাড়তি খরচ, আর সমস্ত কাজ পণ্ড হওয়া। একবার ভেবেছিলো চুপিচুপি গফকে টাকাটা দিয়ে দেবে কি না। যে যাই বলুক, ডন নিজের মুখে কিছু বললেন, আর হেগেন কিছু বললো কিংবা হুকুম দিলো, এ দুটোর মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাত। তবু কয়েক দিন অপেক্ষা করাই স্থির করলো।

অপেক্ষা করাতে পঞ্চাশ হাজার ডলার বেঁচে গেলো। এর দুটো রাত বাদে, গ্লেনডেলে গফের বাড়িতে গফের গুলিবিদ্ধ মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছিলো। আর ইউনিয়নের সঙ্গে কোনো গণ্ডগোলের কথা শোনা যায়নি। ঐ হত্যার ব্যাপারে জনি কিছুটা বিচলিত হয়েছিলো। এই প্রথম ডনের দীর্ঘ হাত জনির এতো কাছে মর্মান্তিক ভাবে আঘাত করেছিলো।

যেমন সপ্তাহের পর সপ্তাহ কেটে যেতে লাগলো, জনির কাজের পরিমাণও বাড়তে লাগলো, পাণ্ডুলিপি তৈরি করা, কাকে কোন ভূমিকা দেয়া হবে স্থির করা, প্রযোজনার হাজার রকম খুঁটিনাটি ব্যবস্থা করা। এতো সবের মধ্যে নিজের গলার কথা, গাইতে না পারার কথা জনি ভুলে গেলো। তবু যখন একাডেমি পুরস্কারের প্রতিযোগীদের নাম বের হলো এবং তার মধ্যে জনি নিজের নাম দেখলো, জনি খুবই মুষড়ে পড়লো, কারণ সেদিনের অনুষ্ঠানে অস্কার পুরস্কারের জন্য নির্বাচিত একটি গানও ওকে গাইতে বলা হয়নি। সমস্ত অনুষ্ঠানটি সারা দেশে টেলিভিশনে দেখানো হবে। তবু দুঃখটাকে ঝেড়ে ফেলে জনি কাজ করে যেতে লাগলো। গডফাদার কোনো চাপ দিতে পারবেন না, অতএব একাডেমি পুরস্কার পাবার কোনো আশাই ছিলো না, তবু তালিকাতে যে ওর নামটা ছিলো, তারও কিছুটা মূল্য ছিলো।

ও আর নিনো যে রেকর্ডটা করেছিলো, যাতে ঐ সব ইতালিয় গানগুলো ছিলো, সেটা ইদানিং যতো রেকর্ড জনি করেছিলো সবগুলোর চাইতে ভালো বিক্রি হচ্ছিলো। তবে ও জানতো সেটা ওর চাইতে নিনোর কৃতিত্বই বেশি। মনকে জনি বুঝিয়ে নিয়েছিলো যে আর কখনও পেশাদার গান গাইতে পারবে না।

সপ্তাহে একদিন জনি জিনি আর মেয়েদের সঙ্গে ডিনার খেতো। যতো কাজের চাপই থাক না কেন, কখনও তা বাদ দিতো না। কিন্তু জিনির সঙ্গে শুতো না। ইতিমধ্যে ওর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী মেক্সিকো গিয়ে ডিভোর্স আদায় ক'রে নিয়েছিলো, কাজেই জনির আবার

অবিবাহিত অবস্থা হয়েছিলো। অদ্ভুত কথা হলো সহজলভ্য হবু তারকাদের সঙ্গে প্রেম করার জন্য ও একটুও লালায়িত হতো না। আসলে ও খুব বেশি উন্নাসিক ছিলো। ওর একটা দুঃখ ছিলো যে অল্পবয়সী তারকারা, কিংবা সেরা অভিনেত্রীরা ওর সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়তো না। তবে খাটুনির একটা আনন্দ ছিলো। অধিকাংশ রাতে একা বাড়ি ফিরে, রেকর্ড-প্লেয়ারে নিজের একটা পুরনো রেকর্ড চাপিয়ে, হাতে একটা পানীয় নিয়ে, সেগুলির সঙ্গে গুনগুন ক'রে দু'চার কলি গাইতো। সত্যি ভালো গাইতো, বড্ড ভালো গাইতো। তখন টের পেতো না কতো ভালো গায়। ওর ঐ বিশেষ কণ্ঠ-স্বরের কথা বাদ দিলেও-গলা তো যার-তার থাকতে পারে–বড় ভালো গাইতো জনি। সত্যিকার শিল্পী ছিলো সে, অথচ নিজেই সে-কথা জানতো না, গান গাইতে সে যে কতো ভালোবাসতো তাও বুঝতো না। দম খেয়ে আর তামাক টেনে আর মেয়ে-মানুষের সঙ্গে ফূর্তি করেই নিজের গলার সর্বনাশ করেছিলো, ঠিক যখন সমস্ত ব্যাপারটা নিজে ভালো ক'রে বুঝতে আরম্ভ করেছিলো।

মাঝে মাঝে ওর সঙ্গে এক গ্লাস মদ খাবার জন্য নিনো আসতো, সেও গানগুলো শুনতো আর জনি তাকে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলতো, "ওর ব্যাটা আনাড়ি ভূত, অমন গান তুই জন্মেও গাস্‌নি।" তখন নিনোও ওর সেই অদ্ভুত মিষ্টি হাসি হেসে, মাথা নেড়ে বলতো, 'নারে, গাইওনি, গাইবোও না।" গলায় ওর সমবেদনার সুর থাকতো, যেন জনির মনের কথা বুঝতে পারছে।

অবশেষে, নতুন ছবির শুটিং আরম্ভ হবার এক সপ্তাহ আগে, একাডেমি পুরস্কার বিতরণের রাত আগত হলো। জনি নিনোকে নিমন্ত্রন করেছিলো, কিন্তু নিনো রাজি হয়নি। জনি বলেছিলো, "বন্ধু, তোমার কাছে আমি কখনও কিছু চাইনি, ঠিক কি না? আজ চাইছি, এসো আমার সঙ্গে। আমি পুরস্কার না পেলে, তুমি ছাড়া কেউ আমার জন্য দুঃখ করবে না।"

এক মুহূর্তের জন্য নিনো যেন চমকে উঠলো। তারপর বললো, "নিশ্চয়ই যাবো।" একটু থেমে, আবার বললো, "পুরস্কার না পেলে ও-কথা ভুলে যেও। যতো পারো মদ খেও, আমি তোমাকে দেখবো। আরে, আজ আমি নিজে মদ ছোঁবো না। কি বলো, বন্ধুর মতো কাজ কি না?"

জনি ফন্টেন বললো, "বন্ধু বলে বন্ধু!"

পুরস্কার বিতরণের রাত এলো, নিনোও তার কথা রাখলো। জনির বাড়িতে এলো একেবারে প্রকৃতিস্থ অবস্থায়, একসঙ্গে দু'জনে পুরস্কার বিতরণের থিয়েটারে গেলো। নিনো ভেবে পাচ্ছিলো না জনি কেন তার বান্ধবীদের কাউকে কিংবা প্রাক্তন স্ত্রীদের একজনকে নৈশভোজে আসতে বলেনি। বিশেষ ক'রে জিনিকে। ও কি মনে করেনি জিনি ওর হয়ে উৎসাহ দেখাবে? নিনো ভাবছিলো এক গ্লাস মদ পেলে বেশ হতো, দীর্ঘ রাতটা খুব ভালো কাটবে মনে হচ্ছিলো না।

সমস্ত ব্যাপারটাকেই ওর বিরক্তির মনে হচ্ছিলো, যতোক্ষণ না শ্রেষ্ঠ পুরুষ অভিনেতার নাম ঘোষিত হলো। তখন 'জনি ফন্টেনের' নাম শুনেই নিনো দেখলো সে নিজে লাফাতে আর জয়ধ্বনি দিতে শুরু করেছে। হ্যান্ডশেক করবার জন্য জনি হাত বাড়িয়ে দিলো, নিনো হাতটা ধরে খুব ঝাঁকালো। ও বুঝেছিলো যে যাকে বিশ্বাস করা যায়, এমন কারো সঙ্গে ওর বন্ধুর

একটা মানবিক সংস্পর্শ দরকার আর এই তার পরম গৌরবের মুহূর্ত। নিনোর চাইতে ভালো কাউকে জনি পেলো না বলে, নিদারুণ দুঃখে নিনোর অন্তঃকরণ ভরে গেলো।

তারপর যা ঘটলো সে যেন একটা দুঃস্বপ্নের মতো।

জ্যাক ইয়োলট্সের ছবি সব প্রধান পুরস্কারগুলো বাগিয়ে নিয়েছিলো, কাজেই স্টুডিওর পার্টিতে যতো সব সাংবাদিক আর মতলববাজ নারী-পুরুষ ভিড় ক'রে এলো। মদ খাবে না ব'লে নিনো কথা দিয়েছিলো, সে-কথা সে রেখেছিলো, জনির ওপর চোখ রাখার চেষ্টাও করেছিলো। কিন্তু উপস্থিত মেয়েমানুষরা ক্রমাগত জনিকে একটা না একটা শোবার ঘরে টেনে নিয়ে যাচ্ছিলো, গল্প নাকি করবে, আর জনিও ক্রমে ক্রমে আরো বেশি মাতাল হয়ে পড়ছিলো।

এদিকে যে মহিলা শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর পুরস্কার পেয়েছিলো, তারও ঐ একই অবস্থা, তবে অবস্থাকে সে আরো বেশি উপভোগ করছিলো, সামলাচ্ছিলোও আরো ভালো ক'রে। নিনো ওকে প্রত্যাখ্যান করেছিলো, অন্য কোনো পুরুষ তা করেনি।

শেষে কার মাথায় চমৎকার এক বুদ্ধি খেললো। দুই পুরস্কার-প্রাপককে প্রকাশ্যে সেক্স করতে হবে। উপস্থিত আর সবাই দর্শকের স্থান নেবে। অভিনেত্রীর কাপড়চোপড় ছাড়ানো হলো, অন্য কতোগুলো মেয়ে জনি ফন্টেনের কাপড় ছাড়াতে আরম্ভ ক'রে দিলো। ঠিক, সেই সময়, সেখানকার একমাত্র প্রকৃতিস্থ ব্যক্তি, নিনো, অনাবৃত জনিকে টেনে নিয়ে নিজের কাঁধের ওপর ফেলে সবার সঙ্গে লড়াই করতে করতে বাড়ি থেকে বেরিয়ে, গাড়িতে গিয়ে উঠলো। গাড়ি চালিয়ে জনিকে বাড়ি নিয়ে যাবার পথে নিনো ভাবছিলো এর নাম যদি সাফল্য হয়, তাহলে তা দিয়ে ওর দরকার নেই।

চৌদ্দ

বারো বছর বয়সেই ডন সাবালক হয়ে গিয়েছিলেন। মাথায় কালো চুল, ছিপছিপে শরীর, সিসিলি দ্বীপের কর্লিয়নি অঞ্চলে মুরদের গ্রামের মতো দেখতে অদ্ভুত একটা গ্রামে বাস। জন্মের পর নাম ছিলো ভিটো আন্দোলিনি, কিন্তু যখন ওর বাবাকে মেরে ফেলে, ওঁকেও মারবার চেষ্টায় কয়েকজন অচেনা লোক গ্রামে এসে উপস্থিত হলো, ওর মা ওঁকে আমেরিকাতে তার বন্ধুদের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। নতুন দেশে এসে, দেশ-গ্রামের সঙ্গে একটা সংযোগ রাখার উদ্দেশ্যে ভিটো নিজের নাম বদলে কর্লিয়নি পদবী নিয়েছিলেন। এই একটি বিষয় ছাড়া আবেগের প্রকাশ জীবনে তিনি কমই করেছিলেন।

উনিশ শতকের শেষে মাফিয়ারা ছিলো সিসিলির দ্বিতীয় শাসনকর্তা; রোমের আসল সরকারের চাইতে তাদের ক্ষমতা ছিলো অনেক বেশি। ভিটো কর্লিয়নির বাবার আরেকজন গ্রামবাসীর সঙ্গে ঝগড়া হওয়াতে, সে মাফিয়া সরকারের শরণাপন্ন হয়েছিলো। বাপ তাদের কথা মেনে না নেওয়াতে প্রকাশ্য মারামারি হয় আর ঐ মাফিয়া নেতা মারা পড়ে। তার এক সপ্তাহ পরে ভিটোর বাবার মৃতদেহ পাওয়া গেলো, লুপারা বন্দুকের গুলিতে ছিন্ন-ভিন্ন অবস্থায়। তাকে সমাধিস্থ করার এক মাস পরে মাফিয়া বন্দুকধারীরা ছেলে-মানুষ ভিটোকে

খুঁজতে এসেছিলো। তাদের ধারণা হয়েছিলো ঐ ছেলে দু'দিন বাদেই সাবালক হ'য়ে বাপের মৃত্যুর প্রতিশোধ নেবে। তখন বারো বছর বয়স্ক ভিটোর আত্মীয়স্বজনরা লুকিয়ে তাকে জাহাজে ক'রে আমেরিকায় পাচার করলো। সেখানে তিনি আবানদান্ডোদের বাড়িতে উঠেছিলেন, পরে তিনি ডন হলে, তাদের ছেলে গেনকোই তার কন্‌সিলিওরি হয়েছিলো।

নিউইয়র্কের 'হেল্‌স্ কিচেনে', নাইন্‌থ অ্যাভেনিউতে, আবানদান্ডোদের মুদি দোকানে ভিটো কাজ আরম্ভ করেছিলেন। আঠারো বছর বয়সে সিসিলি থেকে নবাগত ষোল বছর বয়সের এক ইতালিয় মেয়ের সঙ্গে তার বিয়ে হলো। মেয়েটি ভালো রাঁধতো আর সুগৃহিণী ছিলো। ভিটোর কর্মস্থল থেকে মাত্র কয়েকটা ব্লক দূরে, থার্টি-ফিফ্‌থ স্ট্রটের কাছেই টেন্‌থ্ অ্যাভেনিউতে একটা সস্তা ভাড়া বাড়ির অংশে তারা সংসার পাতলো। দু'বছর বাদে প্রথম সন্তান সান্তিনো জন্মালো, ছেলেটা বাপের খুব ন্যাটা ছিলো ব'লে সবাই ওকে ডাকতো 'সনি'।

ঐ পাড়াতেই ফানুচ্চি ব'লে একটা লোক থাকতো। ষণ্ডা-মার্কা হিংস্র চেহারার একটা ইতালিয়, দামী দামী ফিকে রঙের স্যুটের সঙ্গে মাথায় ঘি-রঙের ফিডরা টুপি পরতো। সবাই বলতো, ও নাকি 'ব্ল্যাক-হ্যান্ড' দলের লোক, মাফিয়া দল থেকেই ওদের উৎপত্তি, মারের ভয় দেখিয়ে গৃহস্থদের আর দোকানদারদের কাছ থেকে টাকা আদায় করা ছিলো ওদের পেশা। তবে ঐ অঞ্চলের অধিকাংশ বাসিন্দা নিজেরাও নানান্ হিংসাত্মক কাজ করতো, কাজেই ফানুচ্চি মারের ভয় দেখিয়ে ফল পেতো শুধু এমন কয়েকজন বুড়োবুড়ির কাছ থেকে, যাদের কোনো ছেলে ছিলো না যে মা-বাপকে রক্ষা করবে। নিজেদের সুবিধার জন্য দোকানদাররা কেউ কেউ ওকে সামান্য কিছু টাকাকড়ি দিতো। সে যাই হোক, ফানুচ্চি চোরের ওপর বাটপাড়িও করতো; যেসব লোক বে-আইনীভাবে ইতালিয় লটারির টিকিট বেঁচতো, কিংবা, নিজেদের বাড়িতে জুয়ার আড্ডা চালাতো, তাদের কাছ থেকে কিছু আদায় হতো। আবানদান্ডোরা ওকে সামান্য কিছু দক্ষিণী দিতো, যদিও গেন্‌কো ছোকরার তাতে খুব আপত্তি ছিলো, সে মাঝে মাঝে বাপকে বলতো ফানুচ্চিকে একদিন দেখে নেবে। বাপ বারণ করতো। ভিটো কর্লিয়নি এ সবের মধ্যে কোনো ভাবে জড়িত না হয়েও, সব লক্ষ্য করতেন।

ফানুচ্চিকে একদিন তিনজন যুবক আক্রমণ করে এ-কান থেকে ও-কান পযর্ন্ত গলা চিরে দিলো, এতোটা গভীরভাবে কাটেনি যে লোকটা মরে যাবে, তবে ফানুচ্চি যথেষ্ট ঘাবড়ে গিয়েছিলো, অনেক রক্তপাতও হয়েছিলো। ঘাতকদের কাছ থেকে ফানুচ্চিকে পালাতে দেখেছিলেন ভিটো, গলার গোল ক্ষতস্থান থেকে রক্ত পড়ছিলো। দৌড়াবার সময়ে ফানুচ্চিকে নিজের থুতনির নিচে তার ঘি-রঙের ফিডরা টুপিতে রক্ত ধরতে দেখেছিলেন, যেন স্যুটটা যাতে নষ্ট না হয়, কিংবা লজ্জাস্কর রক্তচিহ্ন দেখা না যায়। সে দৃশ্য চিরকাল তার মনে ছিলো।

তবে ফানুচ্চির পক্ষে এই আক্রমণটা হ'য়ে দাঁড়িয়েছিলো শাপে বর : ছেলে তিনটা খুনি ছিলো না, ওরা ছিলো মাস্তান প্রকৃতির, ওদের উদ্দেশ্য ওকে শিক্ষা দেয়া, যাতে ভাবিষ্যতে আর চোরের ওপর বাটপাড়ি না করে। কিন্তু ফানুচ্চি যে সত্যি একটা খুনি, এবার সেটা দেখা গেলো। যে-ছেলেটা ছোরা ধরেছিলো, কয়েক সপ্তাহ পরে, তাকে কেউ গুলি ক'রে মেরে ফেললো। বাকি দুই ছোকরার বাড়ির লোকরা ফানুচ্চিকে ক্ষতিপূরণ দিয়ে ওদের নিরাপত্তার

ব্যবস্থা করতে বাধ্য হয়েছিলো। এর পর থেকে ফানুচ্চির দর্শনীর হারটা বেড়ে গেলো এবং ফানুচ্চি পাড়ার একটা জুয়ার আড্ডার অংশীদার হয়ে উঠলো। এ সবের সঙ্গে ভিটো কর্লিয়নির কোনো সম্পর্ক ছিলো না। সঙ্গে সঙ্গে তিনি সমস্ত ব্যাপারটাকে ভুলে গিয়েছিলেন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় আমদানি করা জলপাই তেলের খুব অভাব দেখা দিলো। ফানুচ্চি তখন আবানদান্ডোর মুদি দোকানে শুধু জলপাই-তেল নয়, সেই সঙ্গে ইতালি থেকে আনা সালামি, হ্যাম, চিজ্ যোগার ক'রে নিজে ঐ কারবারের একজন অংশীদার হ'য়ে উঠলো; তারপর নিজের এক ভাতিজাকে এনে দোকানে বসালে ভিটো কর্লিয়নির চাকরি গেলো।

ততোদিনে ওঁদের দ্বিতীয় সন্তান ফ্রেডারিকোও জন্মেছিলো, ভিটো কর্লিয়নিকে চারটি পেট ভরাতে হতো। এতোকাল তিনি ছিলেন চুপচাপ চাপা ধরনের মানুষ, মনের কথা মনেই রাখতেন। তার সব চাইতে অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলো দোকানের মালিকের ছেলে গেন্কো আবানদান্ডো; ভিটো যখন তার বাপের কাজের জন্য বন্ধুকে দোষ দিলেন, দুজনেই অবাক হলেন। লজ্জায় মুখ লাল ক'রে গেন্কো ভিটোকে কথা দিলো যে খাবার জন্য তাকে ভাবতে হবে না। বন্ধুর প্রয়োজন মেটাবার জন্য গেন্কো নিজে বাপের দোকান থেকে চুরি ক'রে খাবার এনে দেবে। ভিটো কিন্তু এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন, বাপের কাছ থেকে ছেলে চুরি করবে, সেটা খুব লজ্জার কথা।

ভয়ংকর ফানুচ্চির ওপর তরুণ ভিটোর মনে কি রকম হিমশীতল একটা রাগ জন্মালো। রাগটা কিন্তু তিনি কোনোভাবে প্রকাশ না ক'রে সুযোগের অপেক্ষায় রইলেন। কয়েক মাস তিনি রেলে চাকরি করলেন, তারপর যুদ্ধের শেষে চাকরির বাজারে মন্দা পড়লো, তখন মাসের মধ্যে মাত্র কয়েক দিন রোজগার হতো। তাছাড়া ফোরম্যানদের বেশির ভাগই ছিলো হয় আইরিশ, নয় আমেরিকান, তারা শ্রমিকদের অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করতো। পাথরের মতো মুখ ক'রে ভিটো সব সহ্য করতেন, ভাবখানা যেন কিছুরই মানে বুঝতে পারছেন না, যদিও উচ্চারণে একটু টান থাকলেও, ইংরেজি বুঝতে তার বাকি ছিলো না।

একদিন সন্ধ্যাবেলায় ভিটো তার পরিবারের সঙ্গে খেতে বসেছেন, এমন সময় জানালায় একটা টোকা পড়লো। ঐ জানালার বাইরে হাওয়া চলাচলের জন্য একটা ছোট্টা ঘেরা জায়গা ছিলো, তার ওপাশে পাশের বাড়ি। জানালার পর্দা সরিয়ে ভিটো অবাক হ'য়ে দেখলেন ঘেরা জায়গাটার উল্টো দিকের জানালা দিয়ে পিটার ক্লেমেন্জা ব'লে পাড়ার একজন যুবক বাইরে ঝুঁকে রয়েছে। হাতে ক'রে সে সাদা কাপড়ে জড়ানো একটা পুঁটলি বাড়িয়ে ধরে আছে।

ক্লেমেন্জা বললো, "এইযে, দেশী-ভাই, যতোদিন না আমি এটা চাইছি, একটু রেখে দেবে কি? তাড়াতাড়ি করো।" হাওয়া চলাচলের ফাঁকা জায়গটুকুর ওপাশ থেকে হাত বাড়িয়ে ভিটো পুঁটলিটা নিয়ে নিলেন। ক্লেমেন্জার মুখে উদ্বেগ আর দুশ্চিন্তার ছাপ ছিলো। নিশ্চয় কোনো বিপদে পড়েছিলো, তাই নিজ থেকেই ভিটো ওকে সাহায্য করেছিলেন। রান্না-ঘরে গিয়ে পুঁটলি খুলে দেখলেন পাঁচটি বন্দুক, পুঁটলিতে তেলের দাগ। ওগুলো খুলে ঘরের আলমারিতে রেখে ভিটো অপেক্ষা করতে লাগলেন। পরে শুনলেন ক্লেমেন্জাকে পুলিশে ধরে নিয়ে গেছে। ফাঁকা জায়গায় ওপাশ থেকে পুঁটলিটাকে যখন সে পাচার করছিলো, পুলিশ নিশ্চয় তখন ওর দরজায় ধাক্কা দিচ্ছিলো।

ভিটো কাউকে একটি কথাও বলেননি এবং বলা বাহুল্য যে ভয়ের চোটে ওর স্ত্রীও অন্য বিষয়ে গালগল্প করতেও দু'ঠোঁট আলগা করেনি, পাছে ওর স্বামীটিকে পুলিশে ধরে নিয়ে যায়। দুদিন বাদে এলাকায় পিটার ক্লেমেন্‌জাকে আবার দেখা গেলো। কথাচ্ছলে সে ভিটোকে জিজ্ঞেস করলো, "আমার জিনিসগুলো তোমার কাছে এখনও আছে নাকি?"

ভিটো মাথা দুলিয়ে জানালেন যে আছে। কম কথা বলাই তার স্বভাব ছিলো। ক্লেমেন্‌জা ওর বাড়িতে এলে তাকে এক গ্লাস মদ দেয়া হলো; ভিটো তার শোবার ঘরের আলমারি থেকে পুঁটলিটা বের ক'রে এনে দিলেন।

মদটুকু খাবার সময় ক্লেমেন্‌জা তার ভারি শরীরের অমায়িক মুখটা ভিটোর দিকে ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করলো, "ওর মধ্যে কি আছে দেখেছিলে?"

ভিটোর মুখের ভাব বদলালো না, মাথা নেড়ে তিনি বললেন, "অন্যের ব্যাপারে আমি নাক গলাই না।"

সেদিন বাকি সন্ধ্যাটুকু ওরা একসঙ্গে মদ খেয়ে কাটিয়েছিলেন। পরস্পরের সঙ্গে মনের মিল খুঁজে পেয়েছিলেন ওরা। ক্লেমেন্‌জা খুব গল্প বলতে পারতো, ভিটো কর্লিয়নি গল্প শুনতেন। মোটামুটি একটা বন্ধুত্ব গড়ে উঠলো।

এর কয়েকদিন পরে ক্লেমেন্‌জা ভিটোর স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করেছিলো বসার ঘরের জন্য একটা গালিচা চায় কি না। গালিচা বয়ে নিয়ে আসার জন্য সে ভিটোকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে গেলো। নিয়ে গেলো একটা ফ্ল্যাট বাড়িতে, তার প্রবেশপথ আর দু'পাশের বড় বড় দুই থাম শ্বেতপাথরের তৈরি। চাবি দিয়ে দরজা খুলে ওরা একটা শৌখীন ফ্ল্যাটে ঢুকলো। ঘোঁত ঘোঁত ক'রে ক্লেমেন্‌জা বললো, "ঘরের ওপাশে গিয়ে এটাকে গুটাতে সাহায্য করো।"

চমৎকার লাল পশমের তৈরি গালিচাটা। ক্লেমেন্‌জার উদারতা দেখে ভিটো অবাক হলেন। গালিচাটাকে গোটানো হলে, ক্লেমেন্‌জা এক মাথা ধরলো, ভিটো ধরলেন অন্য মাথা। গালিচা নিয়ে ওরা সদর দরজার দিকে রওনা হলো।

ঠিক সেই মুহূর্তে কলিং বেল বাজলো। ক্লেমেন্‌জা অমনি গালিচা ফেলে জানালার কাছে গিয়ে পর্দাটা অল্প সরিয়ে বাইরে তাকিয়ে যা দেখলো, তাতে কোটের ভেতর থেকে বন্দুক বের করতে হলো। এতোক্ষণ বাদে ভিটো কর্লিয়নি বুঝতে পারলেন যে ওরা কোনো অচেনা লোকের বাড়ি থেকে গালিচা চুরি করছিলেন।

আবার বেল বাজলো। কি হচ্ছে দেখার জন্য ভিটো গিয়ে ক্লেমেন্‌জার পাশে দাঁড়ালেন। দরজায় একজন ইউনিফর্ম পরা পুলিশের লোক দাঁড়িয়ে ছিলো। ওদের চোখের সামনে পুলিশের লোকটা শেষ বারের মতো বেল টিপে শ্বেতপাথরের সিঁড়ি দিয়ে রাস্তায় নেমে চলে গেলো।

সন্তুষ্টভাবে একটা ঘোঁত শব্দ ক'রে ক্লেমেন্‌জা বললো, "চলো, এবার যাওয়া যাক।" গালিচাটার এক মাথা ও ধরলো, অন্য মাথা ধরলেন ভিটো। পুলিশের লোকটিও সবে মোড় ঘুরেছে আর ওরা দুজনেও গালিচার দুই মাথা ধরে, ভারি ওক্ কাঠের দরজা দিয়ে বেরিয়ে পথ ধরলেন। এর ত্রিশ মিনিট বাদে ওরা ভিটো কর্লিয়নির বসার ঘরের মাপে গালিচাটাকে কাটতে বসে গেলেন। এতোটা বাকি রইলো যে শোবার ঘরেও হয়ে গেলো। ক্লেমেন্‌জা ছিলো

একজন নিপুণ কর্মী, ওর গায়ের মাপের চাইতে বড়, ঢিলেঢালা কোটের পকেটের মধ্যে যতো রকম গালিচা কাটার যন্ত্র দরকার হতে পারে, সব ছিলো। অতো দিন আগে যদিও সে এখনকার মতো মোটা ছিলো না, তবু তখনও ঢিলে কাপড়চোপড়ই পছন্দ করতো।

সময় কেটে যেতে লাগলো, কিন্তু অবস্থার উন্নতি হলো না। কর্লিয়নি পরিবার তো আর ঐ চমৎকার গালিচাটা খেয়ে পেট ভরাতে পারতো না। কি আর করা যায়, কাজ-কর্ম নেই, স্ত্রী আর ছেলেদের উপোস করতে হবে। বন্ধু গেন্‌কোর কাছ থেকে কয়েক পুঁটলি খাবার নিতে হলো, এদিকে কি করা যায় ভাবতে লাগলেন। অবশেষে ক্লেমেন্‌জা আর টেসিও ব'লে পাড়ার আরেক গুণ্ডা ছোকরা একদিন ওর কাছে এলো। এরা দু'জনেই ওঁকে এবং উনি যেভাবে চলতেন, সেটাকে শ্রদ্ধা করতো, তাছাড়া ওরা জানতো উনি মরিয়া হয়ে উঠেছেন। ওরা প্রস্তাব করলো উনি ওদের দলে যোগ দিন। থার্টিফাস্ট স্ট্রিটের রেশমের তৈরি পোশাকের কারখানা থেকে ট্রাক বোঝাই হ'য়ে মাল চালান যেতো, ওদের দল সেই ট্রাকগুলোকে ছিনতাই করতো। কোনো বিপদের ঝুঁকি ছিলো না। ট্রাকের চালকরা ছিলো বুদ্ধিমান শ্রমিক, বন্দুক দেখলেই দেবদূতের মতো ভালো মানুষ সেজে ফুটপাথে নেমে পড়তো, ছিনতাইকারীরা ট্রাক চালিয়ে এক বন্ধুর গুদামে পৌঁছে মাল খালাস করতো।

কিছু সামগ্রী একজন ইতালিয় পাইকারি ব্যবসায়ীর কাছে বেঁচে দেয়া হতো, কিছু লুটের মাল ইতালিয় পাড়ায় বাড়ি-বাড়ি ফেরি হতো—ব্রঙ্কসের আর্থার অ্যাভেনিউতে, মালবেরি স্ট্রিটে, ম্যানহ্যাটানের চেল্‌সি অঞ্চলে—খদ্দেররা গরীব ইতালিয় পরিবার, যারা সস্তা জিনিস খুঁজতো, তাদের মেয়েরা কখনই এতো ভালো পোশাক-আশাক কিনতে পারতো না। গাড়ি চালাবার জন্য ওদের ভিটোকে দরকার, ওরা জানতো আবানদান্ডোর দোকানের গাড়ি নিয়ে ও বাড়ি-বাড়ি মাল পৌঁছে দিতো। ১৯১৯ সালে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গাড়ির চালক মানে অনেক খরচ।

নিজের সুবুদ্ধির বিপক্ষে ভিটো কর্লিয়নি ওদের প্রস্তাবে রাজি হলেন। যে যুক্তির বিরুদ্ধে কোনো উত্তর খুঁজে পাননি, সেটি হলো এই কাজটির জন্য ওর ভাগে পড়বে এক হাজার ডলার। তরুণ সঙ্গীদের কিন্তু বড় বেপরোয়া মনে হয়েছিলো, পরিকল্পনা খুব এলোমেলো, লুটের মালের ব্যবস্থাপনায় খুব বেশি হঠকারিতা। ওদের সমস্ত কর্মপদ্ধতিই এতো পরিকল্পনাহীন যে ওর পছন্দ হচ্ছিলো না। ওর মতে ওদের দুজনেরই সৎ নির্ভরযোগ্য চরিত্র। পিটার ক্লেমেন্‌জার চেহারাটা ঐ বয়সেই ভারিক্কি ধরনের, দেখে মনে হতো অনেকখানি নির্ভরযোগ্য।

নিখুঁত ভাবে কাজটা সম্পন্ন হয়েছিলো। সঙ্গীরা যখন বন্দুক দেখিয়ে রেশমের ট্রাকের চালককে গাড়ি থেকে নামিয়ে দিলো, তখনও মনে এতোটুকু ভয়ের উদ্রেক হলো না দেখে, ভিটো কর্লিয়নি নিজেই অবাক হলেন। তাছাড়া ক্লেমেন্‌জার আর টেসিওর অমন ঠাণ্ডা মাথা দেখে ভিটো খুবই প্রভাবিত হলেন। ওরা এতোটুকু উত্তেজিত হয়নি, বরং চালকের সঙ্গে মস্করা ক'রে বলেছিলো ও যদি লক্ষ্মী ছেলে হয়, তাহলে ওর বউকে কিছু পোশাক পাঠিয়ে দেবে। কিন্তু ভিটোর মনে হয়েছিলো বাড়ি-বাড়ি পোশাক বিক্রি করা বোকার মতো কাজ, কাজেই তার ভাগের সমস্তটাই চোরা-কারবারির হাতে তুলে দিয়েছিলো, ফলে লাভের অঙ্ক দাঁড়িয়ে ছিলো মাত্র সাতশো ডলারে। তবে ১৯১৯ সালে সাতশো ডলার ছিলো অনেক টাকা।

এর পরদিন ঘি-রঙের স্যুট, সাদা ফিডরা টুপি পরা ফানুচ্চি ভিটো কর্লিয়নিকে পথে দাঁড় করালো। ফানুচ্চি লোকটার চেহারাটা খুবই পাশবিক, থুতনির তলায় এ-কান থেকে ও-কান পর্যন্ত টানা ফাঁসের মতো সাদা দাগটা ঢাকবার কোনো চেষ্টাই ছিলো না। পুরু কালো ভুরু, কর্কশ মুখাবয়ব, অথচ হাসলে মুখটাকে কেন জানি অমায়িক দেখাতো।

খুব বেশি সিসিলিয় টান ছিলো তার উচ্চারণে; সে বললো, কি ব্যাপার, লোকে বলে তুমি নাকি বড়লোক হয়ে গেছো। তুমি আর তোমার দুই বন্ধু। কিন্তু তোমার কি মনে হয় না যে আমার সঙ্গে খানিকটা ছোটলোকি করেছো? যাই বলো, এটা আমার এলাকা, কাজেই আমাকেও একটু ঠোঁট ভেজাতে দেয়া উচিত ছিলো।" লোকটা মাফিয়াদের একটা পুরনো প্রবাদের উল্লেখ করেছিলো, তাতে 'পিট্‌সু' কথাটার ব্যবহার ছিলো, পিট্‌সু মানে ক্যানারি কিংবা ঐ রকম ছোট পাখির ঠোঁট। অর্থাৎ লুটের মালের ভাগ দেয়া উচিত ছিলো।

যেমন তার অভ্যাস, ভিটো কর্লিয়নি কোনো উত্তর দিলেন না। ইঙ্গিতটা সঙ্গে সঙ্গে বুঝলেও তিনি স্পষ্ট দাবির অপেক্ষায় রইলেন।

ফানুচ্চি মুচকি হাসলো, সোনা বাঁধানো দাঁত বেরিয়ে পড়লো, গলার ফাঁসের মতো দাগটা টান খেয়ে মুখের চার পাশ সংকুচিত হয়ে এলো। রুমাল দিয়ে মুখ মুছলো ফানুচ্চি, কোটের বোতাম খুললো যেন বড্ড গরম লাগছিলো, আসল উদ্দেশ্য ঢিলেঢালা পেন্টেলুনের কোমরে গোঁজা বন্দুকটা দেখানো। তারপর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে বললো, "আমাকে পাঁচশো ডলার দিও, তাহলে অপমানের কথা ভুলে যাবো। যাই বলো, আমার মতো লোককে কি ক'রে শ্রদ্ধা দেখাতে হয়, আজকালকার ছেলে-ছোকরারা তা জানেই না।"

ভিটো কর্লিয়নি ওর দিকে চেয়ে হাসলেন, তখনও তার তরুণ বয়স, রক্তে দীক্ষা হয়নি, তবু ঐ হাসিটার মধ্যে এমন একটা বরফের মতো ঠাণ্ডা ভাব ছিলো যে ফানুচ্চি একটু ইতস্ততঃ ক'রে তবে বাকি কথাটা বললো, "তা না হলে তোমার বাড়িতে পুলিশ আসবে, তোমার স্ত্রী পুত্ররা অপমানিত হবে, পথে দাঁড়াবে। অবশ্য তোমার লাভের অঙ্কটা যদি ভুল শুনে থাকি, তাহলে ঠোঁটটা আরো কম ডোবাবো। তাই বলে তিনশোর কমে হবে না। আর দ্যাখো, আমাকে ঠকাবার চেষ্টা কোরো না।"

এই প্রথম ভিটো কর্লিয়নি কথা বললেন। কণ্ঠস্বরে রাগ ছিলো না, ছিলো যুক্তি। ভদ্রভাবেই কথা বললেন, ফানুচ্চির মতো নামকরা একজন বয়স্ক লোকের সঙ্গে একজন যুবকের যে-ভাবে কথা বলা উচিত। নরম গলায় ভিটো বললেন, "আমার দুই বন্ধুর কাছে আমার ভাগের টাকাটা আছে। তাদের সঙ্গে কথা বলতে হবে।"

ফানুচ্চি আশ্বাস্ত হলো, "তোমার দুই বন্ধুকে এ-কথাও বলতে পারো যে আমি আশা করে আছি ওরাও ঐ একইভাবে আমাকে ঠোঁট ভেজাতে দেবে।" সাহস দিয়ে আরো বললো সে, "বলতে ভয় পেয়ো না। ক্লেমেন্‌জাকে আমি খুব চিনি, ও এসব বোঝে। ওর কথামতো চলো। ওর এ-সব ব্যাপারে অনেক বেশি অভিজ্ঞতা আছে।"

ভিটো কর্লিয়নি কাঁধ তুললেন। একটু কুণ্ঠিত ভাব দেখাবার চেষ্টা করলেন। বললেন, "হ্যা, নিশ্চয়ই। বুঝলেন তো, এসব আমার কাছে একেবারে নতুন। আমার সঙ্গে গডফাদারের মতো কথা বলার জন্য ধন্যবাদ।"

ফানুচ্চিও শুনে প্রভাবিত হলো, "তুমি খুব ভালো ছেলে।" এই বলে ভিটোর হাতটা নিজের দুটো লোমশ হাতে ধরলো। "তুমি শ্রদ্ধা দেখাতে জানো। অল্প বয়সে ওটা বড় গুণ। এর পরের বার তুমিই আগে কথা বোলো, কেমন? হয়তো তোমাদের মতলব বাগাতে আমি কিছু সাহায্যও করতে পারি।"

এর অনেক বছর পরে ভিটো কর্লিয়নি বুঝতে পেরেছিলেন যে ফানুচ্চির সঙ্গে অমন নিখুঁত কৌশল করে কথা বলার আসল কারণ হলো যে সিসিলিতে মাফিয়াদের হাতে ওর নিজের রগ-চটা বাবার মৃত্যুর স্মৃতি। কিন্তু সেই সময়ে তার মনের মধ্যে একটি মাত্র অনুভূতি ছিলো; হিম-শীতল একটা ক্রোধ; যে-টাকার উপার্জন করতে নিজের প্রাণ, নিজের মুক্তি পর্যন্ত পণ রাখতে হয়েছিলো, এই লোকটা এসে কিনা সেই টাকা ছিনিয়ে নিতে চাইছে। বাস্তবিকই সেই মুহূর্তে ওর মনে হয়েছিলো যে ফানুচ্চি একটা পাগল, একটা আহাম্মক। ক্লেমেন্‌জাকে উনি যতোটুকু জানতেন, তাতে মনে হয়েছিলো ঐ গাঁট্টা-গোঁটা সিসিলিয় লোকটি প্রাণ দেবে, তবু লুটের একটি পয়সা দেবে না। সামান্য একটা গালিচা চুরি করার জন্য সে তো একটা পুলিশের লোককে খুন করতে প্রস্তুত ছিলো। আর ঐ পাতলা ছিপছিপে টেসিওর মধ্যে বিষধর সাপের মতো একটা মারাত্মক ভাব ছিলো।

কিন্তু সেই রাতেই আরো পরে, হাওয়া-চলাচলের জায়গাটার ওপাশে, ক্লেমেন্‌জার বাড়িতে বসে ভিটো কর্লিয়নি তার নতুন শিক্ষার আরেক পাঠ নিয়েছিলেন। ক্লেমেন্‌জা বকতে লাগলো, টেসিও ভুরু কুঁচকালো। তারপর দু'জনে বলাবলি শুরু ক'রে দিলো দুশো ডলার পেলে ফানুচ্চি সন্তুষ্ট হবে কি না। টেসিওর মতে হতেও পারে।

ক্লেমেন্‌জার মনে কোনো সন্দেহ ছিলো না, সে বললো, "না, কাটা-মুখের হারামজাদা নিশ্চয়ই ঐ পাইকারি ব্যবসায়ীর কাছ থেকে জেনেছে আমরা কতো টাকা কামিয়েছি। তিনশো ডলারের এক পয়সা কম নেবে না ও। টাকা আমাদের দিতেই হবে।"

ভিটো আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু যাতে সেটা প্রকাশ না পায়, সে-বিষয়ে সতর্ক ছিলেন, " টাকা দিতেই হবে কেন? ও একা আমাদের তিনজনের কি করতে পারে? ওর চাইতে আমাদের জোর বেশি। আমাদের বন্দুক আছে। আমাদের রোজগারের টাকা ওকে দেবো কেন?"

ধৈর্য ধরে ক্লেমেন্‌জা বোঝাতে লাগলো, "ফানুচ্চির অনেক বন্ধু আছে, একেকজন একেকটা জানোয়ার। পুলিশের সঙ্গে ওর খাতির আছে। ও চায় আমাদের মতলবের কথা ওকে বলি, যাতে আমাদের পুলিশের কাছে ধরিয়ে দিয়ে তাদের বাহ্‌-বাহ্‌ পায়। তাহলে তারাও ওর সুবিধাটা দেখবে। ও তো ঐভাবেই কাজ করে। এই অঞ্চলে কাজ করার জন্য ও স্বয়ং মারান্‌জালার কাছ থেকে লাইসেন্স নিয়েছে।"

মারান্‌জালা ছিলো আরেকজন গুণ্ডা, কাগজে প্রায়ই তার বিষয়ে নানা কথা বের হতো; লোকে বলতো ও নাকি একটা দুষ্কৃতকারী দলের পাণ্ডা, ওদের পেশা ছিলো জোর ক'রে টাকা আদায় করা, জুয়া খেলা, সশস্ত্র ডাকাতি।

ক্লেমেন্‌জা নিজের তৈরি মদ খাওয়ালো ওদের। ওর স্ত্রী টেবিলের ওপর এক প্লেট সালামি, জলপাই আর ইতালিয় রুটি রেখে দিয়ে একটা চেয়ার তুলে নিয়ে গিয়ে বাড়ির

সামনে বসে বন্ধুদের সঙ্গে গল্প জুড়ে দিলো। অল্পবয়সী ইতালিয় মেয়ে, মাত্র কয়েক বছর হলো আমেরিকায় এসেছে, তখনও ইংরেজি বোঝে না।

ভিটো কর্লিয়নি তার দুই বন্ধুর সঙ্গে বসে মদ খেতে লাগলেন। এর আগে কখনও তিনি আজকের মতো বুদ্ধি খাটাননি। নিজের চিন্তার পরিচ্ছন্নতা দেখে নিজেই অবাক হচ্ছিলেন। ফানুচ্চি সম্বন্ধে যা যা জানতেন সব মনে করলেন। যেদিন লোকটার গলা কাটা হয়েছিলো, রক্ত ধরার জন্য থুতনির নিচে টুপি নিয়ে কেমন ফানুচ্চি ছুটেছিলো, সে-কথা মনে করলেন। যে-লোকটা ছুরি চালিয়েছিলো তাকে কিভাবে খুন করা হয়েছিলো আর বাকি দু'জনকে টাকা দিয়ে তবে পার পেতে হয়েছিলো, এ-সব কথা মনে করলেন। হঠাৎ মনে হলো ফানুচ্চির কখনই কোনো বড় পৃষ্ঠপোষক নেই, থাকতেই পারে না। যে-লোক পুলিশের চামচামি করে, প্রতিশোধের বদলে টাকা নেয়, তার পৃষ্ঠপোষক থাকে না। সত্যিকার মাফিয়া পাণ্ডারা বাকি দু'জনকেও মেরে ফেলতো। না। ফানুচ্চি সুবিধা পেয়ে একটা লোককে খুন করেছিলো, কিন্তু ও ভালো করেই জানতো অন্য দু'জন এবার সতর্ক হয়ে গেছে, তাদের মারা যাবে না। কাজেই বদলার বদলে টাকা নিলো। স্রেফ নিজের পশুবলের জোরে দোকানদারদের কাছ থেকে, বস্তি-বাড়ির জুয়ার আড্ডা থেকে বাটের টাকা আদায় করতো। অন্ততঃ একটা জুয়ার আড্ডার কথা ভিটো জানতেন যারা কখনও ফানুচ্চিকে টাকা দিতো না, কিন্তু সেখানকার মালিকের তো কোনো বিপদ হয়নি।

কাজেই ফানুচ্চি নিশ্চয়ই একা কাজ করে। দরকার হ'লে হয়তো নগদ টাকা দিয়ে বন্দুকধারী ভাড়া করে। এর ফলে ভিটো কর্লিয়নিকে আরেকটা সিদ্ধান্ত নিতে হলো। যেমন তার জীবন এবার কোন্ পথ নেবে।

এই অভিজ্ঞতার ফলে ভিটো কর্লিয়নির মনে যে বিশ্বাস জন্মেছিলো, সেটা তিনি প্রায়ই বলতেন : প্রত্যেক মানুষের একটি অপরিহার্য নিয়তি থাকে। সেই রাতে ফানুচ্চিকে তার দাবি দিয়ে, তিনি আবার একটা মুদিদোকানের দোকানি হ'য়ে যেতে পারতেন, হয়তো সুদূর ভবিষ্যতে নিজেরই একটা মুদিদোকান হতো। কিন্তু নিয়তির নির্দেশ তাকে নির্দিষ্ট পথে দাঁড় করিয়ে দেবার জন্য তার জীবনে ফানুচ্চির আগমন।

মদের বোতলটা শেষ হয়ে গেলে, অতি সতর্কভাবে ভিটো ক্লেমেন্জা আর টেসিওকে বললেন, " তাই দিতে চাও তো তোমরা একেকজন ফানুচ্চিকে দেবার জন্য দুশো ডলার আমাকে দিতে পারো। বাকিটা আমার হাতে ছেড়ে দিও। আমি ভালোভাবে ব্যাপারটা মিটিয়ে দিচ্ছি।"

অমনি সন্দেহে ক্লেমেন্জার চোখ চক্চক্ ক'রে উঠলো। ভিটো ঠাণ্ডাভাবে তাকে বললো, "যাদের বন্ধু ব'লে মেনে নিয়েছি, তাদের কাছে আমি কখনও মিথ্যা কথা বলি না। কাল তুমি নিজেই ফানুচ্চির সঙ্গে কথা বলে দেখো। ও তোমাদের কাছেই টাকা চাক। কিন্তু টাকাটা দিও না। আর যাই হোক, ওর সঙ্গে ঝগড়াও কোরো না। বোলো যে টাকাটা যোগাড় করতে হবে, তারপর আমার কাছে দেবে, আমি ওকে দেবো। ওকে বুঝতে দিও যে ও যা চায়, তোমরা তাই দিতে রাজি আছো। দরাদরি কোরো না। দর কষাকষি আমি করবো। তোমরা যতোটা বলছো, সত্যিই যদি ও ততোটা সাংঘাতিক হয়, তাহলে ওকে চটিয়ে কি লাভ?"

তাই মেনে নিয়েছিলো ওরা। পরদিন ক্লেমেন্‌জা ফানুচ্চির সঙ্গে কথা ব'লে যাচাই করে নিলো যে ভিটো কিছু বানিয়ে গল্প করেননি। পরে ভিটোর বাড়ি এসে ক্লেমেন্‌জা দুশো ডলার দিয়ে গিয়েছিলো। ভিটোর দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে ক্লেমেন্‌জা বলেছিলো, "ফানুচ্চি বলেছে তিন শো ডলারের এক পয়সা কমেও চলবে না। তুমি কমাবে কি ক'রে?"

যুক্তিযুক্তভাবেই ভিটো কর্লিয়নি বলেছিলেন, "তাই দিয়ে ভাই, তোমার তো কোনো দরকার নেই। খালি মনে রেখো, আমি তোমার একটা উপকার করলাম।"

টেসিও এসেছিলো আরো পরে। ক্লেমেন্‌জার চাইতে ওর স্বভাব আরো চাপা, আরো ধারালো, আরো চালক, কিন্তু অতো জোরালো নয়। ও আঁচ করেছিলো কোথাও একটা গরমিল আছে, ঠিক ঠিক সব মিলে যাচ্ছে না। একটু উদ্বিগ্নও হয়ে পড়েছিলো। ভিটো কর্লিয়নিকে বলেছিলো, "ঐ ব্ল্যাক হ্যান্ড হারামজাদার সঙ্গে বুঝে-সুঝে কারবার করো, পাদ্রীর মতো ধূর্ত ব্যাটা। তুমি কি চাও যে টাকা দেবার সময় আমি সাক্ষী থাকি?"

ভিটো কর্লিয়নি শুধু মাথা নেড়েছিলেন। উত্তর দেবার কষ্টটুকুও করেননি। টেসিওকে শুধু বলেছিলেন, "ফানুচ্চিকে বলে দিও যে এইখানে আমার বাড়িতে আজ রাত নটার সময় ওকে টাকাটা দেবো। এক গ্লাস মদ খাওয়াবো, কথাবার্তা বলবো, বুঝিয়ে সুঝিয়ে কম টাকা নিতে রাজি করবো।"

টেসিও মাথা নেড়ে বলেছিলো, "তেমন কপাল নিয়ে আসোনি। ফানুচ্চি কখনো দাবি ছাড়ে না।"

ভিটো কর্লিয়নি বলেছিলেন, "বুঝিয়ে দেখবো।" ভবিষ্যতে ঐ কথাগুলো ওর মুখে এতোবার শোনা গিয়েছিলো যে বিখ্যাত হয়ে উঠেছিলো। মর্মান্তিক আঘাতের আগে কথাগুলো ছিলো সতর্কবাণীর মতো, র‍্যাটলস্নেকের লেজের ঘড়-ঘড়ানির মতো। পরে যখন 'ডন' হ'য়ে বিপক্ষ দলের লোকদের সঙ্গে বসে কথাবার্তা বলতে, তারা বুঝতো খুন-খারাবি বাদ দিয়ে মিটমাট করার এই হলো শেষ সুযোগ।

সে রাতে ভিটো কর্লিয়নি তার স্ত্রীকে বললেন খাওয়া-দাওয়ার পর দুই ছেলে, সনি আর ফ্রিডোকে ঐ রাস্তায় অন্য কারো বাড়িতে পৌছে দিয়ে আসতে। তিনি অনুমতি না দেয়া পর্যন্ত তারা যেন কোনো কারণেই বাড়ি না ফেরে। স্ত্রী নিজে বাড়ির দরজায় পাহারায় বসে থাকবে। ফানুচ্চির সঙ্গে ওর কিছু গোপন পরামর্শ আছে, তাতে কোনো বাধা পড়লে চলবে না। স্ত্রীর মুখে ভীতির ছাপ দেখে, ভিটো বিরক্ত হয়ে আস্তে আস্তে বলেছিলেন, "তুমি কি ভেবেছো যে একটা আহাম্মককে বিয়ে করেছো?" স্ত্রী কোনো উত্তর দেয়নি। উত্তর দেয়নি কারণ ওর ভয় হচ্ছিলো; এখন আর ফানুচ্চিকে ভয় নয়, নিজের স্বামীকে ভয়। ওর চোখের সামনে উনি কেমন অন্য রকম হয়ে যাচ্ছিলেন, ঘণ্টায় ঘণ্টায় বদলে এমন একটা মানুষে পরিণত হচ্ছিলেন যার গা থেকে একটা সাংঘাতিক শক্তি বিচ্ছুরিত হচ্ছিলো। সবসময়ই মানুষটা ছিলেন চুপচাপ, স্বল্পভাষী, সবসময় কোমল স্বভাবের ছিলেন, যুক্তি মেনে চলতেন, অল্পবয়সী সিসিলিয় পুরুষরা ও-রকম হতো না। এখন চোখের সামনে ওর স্ত্রী দেখতে পাচ্ছিলো নিয়তির পথে সঞ্চালিত হবার জন্য তিনি তৈরী হচ্ছেন, নিরাপত্তার জন্য এতোদিন যে নির্দোষ ভালোমানুষের খোলস পরে থাকতেন, সেটাকে এবার ঝেড়ে ফেলে দিচ্ছেন। দেরিতে শুরু করেছিলেন, বয়স হয়েছিলো পঁচিশ, কিন্তু সমারোহ করেই শুরু করেছিলেন।

ভিটো কর্লিয়নি স্থির করেছিলেন ফানুচ্চিকে খুন করবেন। তার ফলে ব্যাঙ্কে বাড়তি সাতশো ডলার জমবে। ব্ল্যাক হ্যান্ড সন্ত্রাসবাদীকে তার নিজের দেয়া তিনশো ডলার টেসিওর দুশো ডলার, ক্লেমেন্‌জার দুশো। ফানুচ্চিকে না মারলে তাকে নগদ সাতশো ডলার দিতে হবে। ফানুচ্চিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য উনি সাতশো ডলার দিতে রাজি ছিলেন না। নিজের প্রাণ বাঁচাতে ফানুচ্চির যদি একা অপারেশন দরকার হতো আর তার জন্য সাতশো ডলার লাগতো, তবু চিকিৎসকের জন্য সে-টাকা ভিটো দিতেন না। ফানুচ্চির প্রতি তার কোনো কৃতজ্ঞতার ঋণ ছিলো না; ওদের কোনো রক্ত-সম্পর্ক ছিলো না, ওকে উনি ভালো-বাসতেন না। তাহলে কিসের জন্য তাকে সাতশো ডলার দিতে যাবেন?

এর অপরিহার্য সিদ্ধান্ত হলো যে ফানুচ্চি যখন জোর ক'রে তার কাছ থেকে সাতশো ডলার নিতে চায়, কেন উনি তাকে মেরে ফেলবেন না? দুনিয়া নিশ্চয়ই ঐ-রকম একটা লোকের অভাব বোধ করবে না? এর বিরুদ্ধে অবশ্য কতোগুলো বাস্তব যুক্তিও ছিলো। ফানুচ্চির হয়তো শক্তিমান বন্ধু-বান্ধব আছে, তারা প্রতিশোধ নিতে চাইবে। ফানুচ্চি নিজে যথেষ্ট সাংঘাতিক লোক, ওকে মারা খুব সহজ কাজ নয়। পুলিশ আছে বৈদ্যুতিক চেয়ার আছে। কিন্তু বাপের মৃত্যুর পর থেকেই ভিটো কর্লিয়নি প্রাণদণ্ডের ছায়ায় বাস করেছেন। বারো বছর বয়সে ঘাতকদের কাছ থেকে পালিয়ে, মহাসাগর পার হয়ে ছদ্মনামে, অচেনা জায়গায় বাস করেছেন। বহু বছর ধরে পর্যবেক্ষণের ফলে, তার এই প্রত্যয় হয়েছিলো যে অন্যদের চাইতে তার বুদ্ধি ও সাহস অনেক বেশি, যদিও এযাবৎ গুণগুলো কাজে লাগাবার সুযোগ হয়নি।

তা সত্ত্বেও নিয়তির পথে প্রথম পদক্ষেপের আগে তিনি ইতস্তত: করেছিলেন। এমন কি সাতশো ডলারের একটা তোড়া বেঁধে পেন্টেলুনের পাশের পকেটে একটা সুবিধামতো জায়গায় রেখেও ছিলেন। কিন্তু বাঁ দিকের পকেটে রেখেছিলেন। ডান দিকের পকেটে ছিলো সেই বন্দুক, রেশমের ট্রাক ছিনতাই করার আগে ক্লেমেন্‌জা যেটা তাকে দিয়েছিলো।

ঠিক নটার সময়ে ফানুচ্চি এলো। ভিটো কর্লিয়নি টেবিলের ওপর ক্লেমেন্‌জার দেয়া এক বোতল ঘরে তৈরি মদ রাখলেন।

মদের বোতলের পাশে ফানুচ্চি তার সাদা ফিডরা টুপিটি রাখলো। তারপর রঙচঙে ফুল-কাটা চওড়া টাইটা ঢিলা করলে, উজ্জ্বল নকশার ওপর টোমাটোর দাগ দেখা যাচ্ছিলো না। গ্রীষ্মকালের রাতটি ছিলো খুব গরম, গ্যাসের আলো বেশ ক্ষীণ। বাড়ির ভেতর সব চুপচাপ। কিন্তু ভিটো কর্লিয়নির শরীর যেন বরফ। নিজের সততা দেখাবার জন্য তিনি নোটের তোড়াটা ফানুচ্চির হাতে দিয়ে সাবধানে চেয়ে দেখলেন ফানুচ্চি টাকা গুনে, চওড়া একটা চামড়ার ওয়ালেট বের ক'রে তার মধ্যে নোটগুলো গুঁজে রাখলো। ফানুচ্চি মদের গ্লাসে চুমুক দিয়ে বললো, 'আমি আরো দুশো ডলার পাই।" ঘন ভুরুর নিচে ফানুচ্চির মুখ ভাবলেশহীন।

ভিটো কর্লিয়নি ঠাণ্ডা গলায় বুঝিয়ে বললেন, "আমার এখন একটু টানাটানি যাচ্ছে, চাকরি নেই। কয়েক সপ্তাহ আমাকে ঋণী থাকতে দিন।"

কৌশলটা চলতে পারে। বেশির ভাগ টাকা তো ফানুচ্চি পেয়েই গিয়েছিলো, কিছুদিন অপেক্ষা করা যেতে পারে। হয়তো আর বেশি না নিতে, কিংবা আরো কিছুদিন অপেক্ষা

করতেও রাজি হতে পারে। মদ খেতে খেতে ফিক্ ফিক্ ক'রে হেসে ফানুচ্চি বললো, "খুব চালাক তো তুমি, ছোকরা। এর আগে তোমাকে লক্ষ্য করি নি কেন বলো তো? এতো চুপচাপ থাকলে নিজের সুবিধা করা যায় না। আমি তোমাকে এমন সব কাজ পাইয়ে দিতে পারি যাতে তোমার খুব লাভ হবে।"

অতি ভদ্রভাবে মাথা নেড়ে ভিটো কর্লিয়নি তার আগ্রহ দেখালেন। তারপর বেগুনী জগ থেকে ওর গ্লাসটি আবার ভরে দিলেন। কি যেন বলতে গিয়ে সামলে নিয়ে, ফানুচ্চি চেয়ার থেকে উঠে পড়ে ভিটোর সঙ্গে হ্যান্ড-শেক ক'রে বললো, "গুড্ নাইট। কিছু মনে করোনি তো? যদি তোমার জন্য কিছু করতে পারি, আমাকে জানিও। আজ যা করলে তাতে তোমারই সুবিধা হবে।"

ভিটো ফানুচ্চিকে সিঁড়ি দিয়ে নেমে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে দিলেন। রাস্তায় প্রত্যক্ষদর্শীরা গিজগিজ করছিলো, সবাই দেখলো ফানুচ্চি নির্বিঘ্নে কর্লিয়নির বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলো। ভিটো জানালা দিয়ে দেখলেন, ফানুচ্চি ইলেভেন্থ্ অ্যাভেনিউর দিকে মোড় নিলো; বুঝলেন বাড়ির দিকে যাচ্ছে, সম্ভবত লুটের মাল তুলে রেখে আবার বেরিয়ে এসে পথে পথে ঘুরবে। হয়তো বন্দুকটাও উঠিয়ে রাখবে। ভিটো কর্লিয়নি নিজের ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে, সিঁড়ি বেয়ে ছাদে চড়লেন। একটার পর একটা ছাদ পেরিয়ে, একটা খালি গুদামখানার লোহার সিঁড়ি দিয়ে সে বাড়ির পেছনের উঠানে গিয়ে নামলেন। পেছনের দরজা খুলে গুদামের ভেতর দিয়ে গিয়ে, সামনের দরজা লাথি দিয়ে বেরিয়ে এলেন। রাস্তার ওপরেই ফানুচ্চির অল্প ভাড়ার ফ্ল্যাট বাড়ি।

পশ্চিম দিকে এই সব অল্প ভাড়ার ফ্ল্যাট বাড়িগুলো টেন্থ্ অ্যাভেনিউ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিলো। ইলেভেন্থ্ অ্যাভেনিউতে বেশির ভাগ বাড়িই গুদাম, কিংবা নানান কোম্পানির ভাড়া করা গুদামঘর। নিউইয়র্ক সেন্ট্রাল রেলরোড দিয়ে যারা মাল চালান করতো, তারা চাইতো ওখান থেকে হাড্সন নদী পর্যন্ত যেসব মালের ইয়ার্ড মৌচাকের মতো একটার পর একটা ছড়িয়ে ছিলো, সেগুলোর মধ্যে দিয়ে একটা যাতায়াতের পথ। এই গুদামের মরুভূমির মাঝখানে যে কতোগুলো বসতবাড়ি তখনও টিকে ছিলো, ফানুচ্চিদের বাড়ি তার একটি। ঐ বাড়ির বাসিন্দারা বেশির ভাগই অবিবাহিত রেল-কর্মী, ইয়ার্ডের শ্রমিক আর সব চাইতে সস্তা যতো বেশ্যা। সচ্চরিত্র ইতালিয়দের মতো এরা কেউ রাস্তায় বসে গল্প করতো না, এরা সব বিয়ারের দোকানে মাইনের টাকাগুলো গিলতো। কাজেই নির্জন ইলেভেন্থ্ অ্যাভেনিউ পার হয়ে ফানুচ্চির ফ্ল্যাট বাড়ির হলঘরে চুপিসারে ঢুকে পড়া ভিটো কর্লিয়নির পক্ষে কিছুই কঠিন ব্যাপার ছিলো না। সেখানে পৌঁছে, বন্দুক বের করে ভিটো অপেক্ষায় রইলেন, বন্দুকটা তখন পর্যন্ত ব্যবহারই করেন নি।

হলঘরের কাঁচের দরজা দিয়ে ভিটো বাইরে চোখ রেখেছিলেন, উনি জানতেন ফানুচ্চি আসবে টেন্থ্ অ্যাভেনিউয়ের দিক থেকে। ক্লেমেন্জা ওঁকে বন্দুকটার সেফটি-ক্যাচ্ দেখিয়ে দিয়েছিলো, ট্রিগারের সাহায্যে গুলি বের ক'রে নেয়া হয়েছিলো। কিন্তু শৈশবে সিসিলিতে বাবার সঙ্গে ভিটো অনেক সময় শিকারে যেতেন, ন'বছর বয়সেই তিনি 'লুপারা' নামক ভারি শট্-গান ছুঁড়তে পারতেন। অতো কম বয়সে তার লুপারায় দক্ষতা দেখেই বাপের হত্যাকারীরা ওঁকে ও প্রাণদণ্ড দিয়ে রেখেছিলেন।

এখন অন্ধকার হলঘরে দাঁড়িয়ে ভিটো দেখতে পেলেন একটা সাদা অস্পষ্ট ছায়ার মতো ফানুচ্চি দরজার দিকে এগোচ্ছে। ভিটো পিছু হটে ভেতরের সিঁড়ির দিকে যাবার দরজায় কাঁধ ঠেকিয়ে দাঁড়ালেন। গুলি করার জন্য হাতটা বাড়িয়ে রাখলেন। বাইরের দরজা থেকে হাতার দূরত্ব মাত্র দুই-পা। দরজাটা ভেতর দিকে খুলে গেলো। চওড়া, সাদা, গায়ে-গন্ধ ফানুচ্চি আলোটাকে আড়াল ক'রে দিলো। ভিটো কর্লিয়নি গুলি করলেন।

খোলা দরজা দিয়ে খানিকটা শব্দ বাইরে পৌঁছালো, বিস্ফোরণের বাকি শব্দে বাড়ি কেঁপে উঠলো। ফানুচ্চি দরজার দুই পাশ ধরে খাড়া থাকবার চেষ্টা করছিলো, বন্দুক ধরার চেষ্টা করছিলো। বিস্ফোরণের চোটে কোটের বোতাম ছিঁড়ে, কোটটা হাঁ হয়েছিলো। বন্দুক দেখা যাচ্ছিলো, সেই সঙ্গে পেটের ওপর সাদা শার্টে মাকড়সার মতো একটা আঁকাবাঁকা লাল রেখাও দেখা যাচ্ছিলো। খুব সাবধানে, যেন শিরার মধ্যে ইন্‌জেক্‌শন দিচ্ছেন, এমনভাবে ঠিক ঐ লাল রেখাটির ওপর ভিটো কর্লিয়নি দ্বিতীয়বার গুলি করলেন।

হাঁটু মুড়ে ব'সে পড়লো ফানুচ্চি, ধাক্কা লেগে দরজাটা খুলে গেলো। মুখ থেকে বিকট একটা গোঙানির শব্দ বেরিয়ে এলো, নিদারুণ শারীরিক যন্ত্রণায় মানুষ যেমন ক'রে গোঙায়, কিন্তু তার একটা হাস্যকর দিকও ছিলো। বারবার গোঙাতে লাগলো সে, ভিটোর পরে মনে হয়েছিলো অন্ততঃ তিনবার গোঙানি শুনেছিলেন, তারপর ফানুচ্চির ঘর্মাক্ত মেদবহুল গালে বন্দুকের নল লাগিয়ে তার মগজের মধ্যে গুলি করলেন। পাঁচ সেকেণ্ডের মধ্যে ফানুচ্চি মাটিতে পড়ে গেলো, ওর দেহের চাপে দরজা খুলে গেলো।

খুব সাবধানে ওর কোটের পকেট থেকে চওড়া ওয়ালেটটা বের ক'রে ভিটো নিজের শার্টের মধ্যে ভরলেন। তারপর রাস্তা পার হয়ে গুদামবাড়িতে ঢুকলেন, তার ভেতর দিয়ে উঠানে পৌঁছালেন, সেখান থেকে লোহার সিঁড়ি বেয়ে ছাদে চড়লেন। সেখান থেকে একবার রাস্তাটাকে দেখে নিলেন। ফানুচ্চি তখনও দরজার সামনে পড়ে ছিলো, ধারে কাছে কেউ ছিলো না। ফ্ল্যাট বাড়িটার দুটো জানালা খুলে গিয়েছিলো, কয়েকটা কালো কালো মাথা বাইরে বেরিয়ে ছিলো, কিন্তু ভিটো যখন তাদের মুখ চোখ দেখতে পাচ্ছিলেন না, তারাও নিশ্চয় ওর মুখ চোখ দেখতে পায়নি। তাছাড়া ঐ ধরনের লোকেরা কখনো পুলিশে খবর দেয় না। ফানুচ্চি হয়তো ঐখানেই ভোর পর্যন্ত পড়ে থাকবে, যদি না কোনো টহলদার পুলিশের লোক বেরিয়ে ওর গায়ে হোঁচট খায়। ঐ বাড়িটার একটি লোকও যেচে পুলিশের সন্দেহের বা জিজ্ঞাসাবাদের পাত্র হবে না। যে যার ঘরের দরজা বন্ধ ক'রে ভান করবে যেন কেউ কিছু শুনতে পায়নি।

ভিটো কর্লিয়নির তাড়াহুড়া করার দরকার ছিলো না। অন্য বাড়িগুলোর ছাদের ওপর দিয়ে হেঁটে, নিজের বাড়ির ছাদে পৌঁছে, ছাদের দরজা খুলে তিনি আবার নিজের ফ্ল্যাটে নেমে এলেন। ফ্ল্যাটের দরজার চাবি খুলে, ভেতরে ঢুকে, আবার চাবি লাগালেন। ওয়ালেটে ঐ সাতশো ডলার ছাড়া, শুধু কয়েকটা এক ডলারের আর একটা পাঁচ ডলারের নোট ছিলো।

খাপের ভেতরে গোঁজা ছিলো একটা পুরনো পাঁচ ডলারের স্বর্ণমুদ্রা। ফানুচ্চি যদি বাস্তবিক-ই একজন পয়সাওয়ালা গুণ্ডা হয়ে থাকে, সঙ্গে টাকাকড়ি নিয়ে অন্ততঃ সে ঘুরতো না। এতে ভিটোর কতোগুলো পুরনো সন্দেহ সমর্থন পেলো।

উনি জানতেন যে ওয়ালেটটা আর বন্দুকটা দূর করে দিতে হবে। এও তখনই বুঝেছিলেন যে স্বর্ণমুদ্রাটিও ওয়ালেটের মধ্যেই রেখে দিতে হবে। আবার ছাদে উঠলেন ভিটো, কয়েকটা ছাদ পেরোলেন, কয়েকটা পাঁচিল টপকালেন। তারপর একটা বাতাস চলাচলের জায়গায় ওয়ালেটটা ফেলে দিলেন। বন্দুক থেকে গুলি বের ক'রে ফেললেন; নলটাকে পাঁচিলে আছড়েও ভাঙতে পারলেন না। তখন উল্টে ধরে একটা ধোঁয়ার চোঙার গায়ে কাঠের হাতলের বাড়ি মেরে সেটাকে দু-ভাগ ক'রে ফেললেন। আরো কয়েকটা বাড়ি দিতেই নল আর হাতল আলাদা হয়ে গেলো। তারপর একেকটা বাতাস চলাচলের জায়গায় একে টুকরো ফেলে দিলেন। পাঁচ তলা থেকে নিচে মাটিতে পৌঁছাবার সময় একটুকু শব্দ না করে, টুকরাগুলো সেখানে জমানো আবর্জনার ঢিপিতে একেবারে ডুবে গেলো। সকালে সমস্ত জানালা থেকে আরো আবর্জনা ফেলা হবে, তখন কপাল জোরে সব ঢাকা পড়ে যাবে। ভিটো এবার নিজের ফ্ল্যাটে ফিরে গেলেন।

শরীরটা একটু কাঁপলেও, খুব প্রকৃতিস্থ ছিলেন। কাপড়চোপড় ছাড়লেন, ভয় হলো যদি দু'চার ফোঁটা রক্ত, কাপড় জামায় ছিটকে পড়ে থাকে, তাই ছাড়া কাপড়গুলোকে ওর স্ত্রীর ধাতুর তৈরি কাপড় কাচার গামলায় ফেললেন। খানিকটা কাপড় কাচার সোডা আর মেটে রঙের ঘন কাপড় কাচার সাবন দিয়ে কাপড়চোপড়গুলো ভিজিয়ে দিলেন, তারপর বাসন ধোবার সিঙ্কের নিচের ধাতুর বোর্ডে ভালো ক'রে সেগুলোকে ধোয়া-মোছা করলেন। তারপর গামলা আর সিঙ্কটা সোডা সাবান দিয়ে মেজে সাফ করলেন। শোবারঘরের কোণায় দেখলেন একগাদা সদ্য কাচা কাপড়চোপড় রয়েছে, তার সঙ্গে নিজের কাপড়গুলো মিলিয়ে রাখলেন। তারপর পরিষ্কার শার্ট পেন্টেলুন গায়ে দিয়ে, বাড়ির সামনে স্ত্রী ছেলেদের আর পাড়া প্রতিবেশীদের সঙ্গে জমায়েত হলেন।

এতো সব সতর্কতার আসলে কোনো দরকার ছিলো না। ভোরে পুলিশ মৃতদেহটা আবিষ্কার করেছিলো, কিন্তু ভিটো কর্লিয়নিকে কোনো প্রশ্ন করেনি। উনি বাস্তবিক আশ্চর্য হ'য়ে গিয়েছিলেন যেরাতে ফানুচ্চিকে গুলি ক'রে মারা হয়েছিলো, সে-রাতে ও ভিটোর বাড়িতে গিয়েছিলো একথা পুলিশের কানে পৌঁছায় নি। ভেবেছিলেন বহু লোকে ফানুচ্চিকে ওদের বাড়ি থেকে জীবন্ত বেরিয়ে আসতে দেখেছিলো, তাতেই ওর নির্দোষিতা প্রমাণ হতো। অনেক পরে ভিটো শুনেছিলেন যে ফানুচ্চি মারা পড়াতে, পুলিশ বিভাগ মহা খুশি হয়েছিলো, হত্যাকারীদের ধরার কোনো আগ্রহই তাদের মধ্যে দেখা যায়নি। ওরা ধরে নিয়েছিলো এ-ও আরেকটা গোষ্ঠীলড়াইয়ের হত্যাকাণ্ড। যেসমস্ত গুণ্ডারা চোরা-কারবারের সঙ্গে জড়িত ব'লে পুলিশের জানা ছিলো, যাদের খুনি-বাটপাড় ব'লে অখ্যাতি ছিলো, তাদের কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছিলো। ভিটো কখনও কোনো গোলমালে পড়েননি ব'লে ওকে কেউ এর সঙ্গে জড়ায় নি।

অবশ্যই পুলিশের চোখে ধুলা দিলেও স্যাঙ্গাৎদের কথা আলাদা। এর পর এক সপ্তাহ, দু'সপ্তাহ পিট ক্লেমেন্‌জা আর টেসিও ওকে এড়িয়ে চলেছিলো, তারপর একদিন সন্ধ্যায় ওরা ওর সঙ্গে দেখা করতে এলো। প্রকাশ্য শ্রদ্ধা নিয়েই এলো। নির্বিকার সৌজন্যের সঙ্গে ভিটো কর্লিয়নি ওদের অভিবাদন ক'রে মদ পরিবেশন করলেন।

ক্লেমেন্‌জা আগে কথা বললো। নরম্ গলায় বললো, "নাইন্‌থ্ অ্যাভেনিউয়ের

দোকানদারদের কাছ থেকে কেউ চাঁদা নিচ্ছে না। তাসের আর জুয়ার আড্ডা থেকেও কেউ কিছু সংগ্রহ করছে না।"

স্থির দৃষ্টিতে ভিটো কর্লিয়নি ওদের দিকে তাকিয়ে রইলেন, কোনো উত্তর দিলেন না। টেসিও তখন বললো, "আমরা তো ফানুচ্চির খদ্দেরদের ভার নিতে পারি। ওরা আমাদের টাকা দেবে।" ভিটো কর্লিয়নি কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললেন, "আমার কাছে কেন এলো? আমার ওসবে আগ্রহ নেই।"

ক্লেমেন্জা হাসলো। যুবা বয়সেও, অতো বড় ভুঁড়ি হবার আগেও, ওর হাসিটা ছিলো মোটা মানুষের হাসি। এবার সে ভিটো কর্লিয়নিকে জিজ্ঞেস করলো, "ট্রাকের ব্যাপারের জন্য তোমাকে যে বন্দুকটা দিয়েছিলাম, সেটার কি হলো? আর যখন দরকার হবে না, ওটা আমাকে ফিরিয়ে দিতে পারো।"

ধীরেসুস্থে সুপরিকল্পিতভাবে ভিটো কর্লিয়নি পাশের পকেট থেকে একতাড়া নোট বের ক'রে পাঁচটা দশ ডলারের নোট খুলে নিলেন, "এই নাও, দামটা দিয়ে দিচ্ছি। ট্রাকের কাজের পর বন্দুকটা ফেলে দিয়েছিলাম।" ওদের দু'জনের দিকে তাকিয়ে হাসলেন ভিটো।

সে সময়ে ভিটো কর্লিয়নি তার ঐ হাসির প্রতিক্রিয়াটা বুঝতেন না। বরফের মতো ঠাণ্ডা ছিলো ঐ হাসি, কারণ ওতে ভয় দেখাবার চেষ্টা ছিলো না। এমন ক'রে হাসতেন যেন একটা মজার কথা মনে পড়েছে, যার রস তিনি ছাড়া কেউ উপভোগ করবে না। কিন্তু যেহেতু নিতান্ত মারাত্মক ব্যাপার না হলে কখনও ওভাবে হাসতো না এবং যেহেতু বাইরে থেকে ওর চরিত্র ছিলো অতি যুক্তিসংগত ধরনের আর অতি চুপচাপ, ঐ রকম অপ্রত্যাশিত ভাবে ওর আসল সত্তার প্রকাশটা হতো বিষম ভয়াবহ।

ক্লেমেন্জা মাথা নেড়ে বললো, "টাকা আমি চাই না।" ভিটো নোটগুলোকে আবার পকেটে ভরলেন। ভরে অপেক্ষা ক'রে রইলেন। তিনজনে তিনজনকে ভালো করেই জানতেন। ওরা জানতো উনি ফানুচ্চিকে হত্যা করেছিলেন আর যদিও সে-কথা ওরা কারো সামনে মুখেও আনেনি, কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই পুরো মহল্লার সবাই জেনে গেলো। সবাই তখন ভিটো কর্লিয়নিকে একজন 'শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তি' ব'লে খাতির করতে লাগলো। অথচ ফানুচ্চির নানান বে-আইনী কারবার আর টাকা আদায়ের ব্যবসা হস্তগত করার উনি কোনো চেষ্টাই করেননি।

তারপর যা হলো সেটা অনিবার্য। একদিন রাতে ভিটোর স্ত্রী একজন বিধবা প্রতিবেশিনীকে বাড়িতে নিয়ে এলেন। ইতালিয় মহিলা, নিষ্কলঙ্ক চরিত্র। বাপমরা ছেলে-পুলেদের মানুষ করার জন্য তিনি আপ্রাণ খাটতেন। পুরনো দেশের নিয়মমতো ওর ষোলো বছরের বড় ছেলে সীলসুদ্ধ মাইনের টাকা এনে মায়ের হাতে দিতো। সতেরো বছরের মেয়েটি একটা দরজির দোকানে কাজ করতো, সে-ও তাই করতো। রাতে অন্যায় রকম কম পারিশ্রমিকের জন্য ওদের পরিবারের সবাই কার্ডের ওপর বোতাম সেলাই করতো। মহিলার নাম ছিলো সিনিয়রা কলম্বো।

ভিটো কর্লিয়নির স্ত্রী বললেন, "সিনিয়রা তোমার কাছে একটু অনুগ্রহ চাইছেন। উনি একটু মুশকিলে পড়েছেন।"

ভিটো কর্লিয়নি ভেবেছিলেন ভদ্রমহিলা বুঝি টাকা চাইবেন, টাকা দিতে প্রস্তুতও ছিলেন।

কিন্তু যতোদূর বুঝলেন মিসেস কলম্বোর একটা কুকুর ছিলো, সেটা তার ছোট ছেলের খুব আদরের। বাড়িওয়ালার কাছে নালিশ গিয়েছিলো কুকুরটা নাকি রাতে ডাকে। সে মিসেস কলম্বোকে কুকুর বিদায় করতে বলেছিলো। তিনিও ভাব দেখিয়েছিলেন যেন বিদায় করেছেন। তারপর বাড়িওয়ালা টের পেলো ভদ্রমহিলা ওকে ঠকিয়েছেন, তখন সে তাকে বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে বললো। ভদ্রমহিলা বললেন এবার সত্যিই কুকুর বিদায় ক'রে দেবেন এবং বাস্তবিকই তাই দিয়েছিলেন। কিন্তু বাড়িওয়ালা খুব চটে গেছে, ওদের বাড়ি-ছাড়ার হুকুম কিছুতেই সে রদ করছে না। হয় তাকে নিজের থেকে বেরিয়ে যেতে হবে, নয়তো পুলিশ দিয়ে বের ক'রে দেয়া হবে। এদিকে লং আইল্যান্ডের এক আত্মীয়কে কুকুরটা দিয়ে দেয়া হয়েছিলো ব'লে ছোট ছেলেটার সে কি কান্না। মাঝখান থেকে শুধু শুধু ওদের বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে হবে।

কোমল কণ্ঠে ভিটো কর্লিয়নি জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি আমার কাছে সাহায্য চাইছেন কেন?"

মিসেস কলম্বো ভিটোর স্ত্রীর দিকে মাথা নেড়ে বললেন, "ও যে বললো আপনাকে বলতে।"

অবাক হলেন ভিটো। ফানুচ্চিকে হত্যা করার রাতে উনি যে কাপড় কেচেছিলেন সে-বিষয়ে তিনি কখনও একটি কথা জিজ্ঞেস করেননি। কখনও জানতে চাননি যে চাকরি নেই অথচ এতো টাকা আসে কোত্থেকে। এখনো তার মুখে কোনো ভাবের প্রকাশ দেখা যাচ্ছিলো না। ভিটো তখন মিসেস কলম্বোকে বললেন, "বাড়ি বদল করার সুবিধার জন্য কিছু টাকা দিতে পারি, আপনি কি তাই চান?"

ভদ্রমহিলা মাথা নাড়লেন, তার চোখে পানি দেখা গেলো, "আমার সব বন্ধুরা এ-পাড়ায় থাকে, ইতালিতে যেসব মেয়েদের সঙ্গে বড় হয়েছিলাম, তারা সবাই। কি ক'রে আমি অন্য পাড়ায় অচেনা লোকদের মাঝখানে থাকবো? আমি চাই আপনি বড়িওয়ালাকে ব'লে আমার এখানেই থাকার ব্যবস্থা করে দিন।"

ভিটো মাথা দুলিয়ে বললেন, "তাহলে তো হয়েই গেলো। আপনাকে কোথাও যেতে হবে না। কাল সকালে বাড়িয়াওয়ালার সঙ্গে কথা বলবো।"

ওর স্ত্রী ওর দিকে চেয়ে একটু হাসলেন, তার কোনো উত্তর দিলেন না। ভিটো কিন্তু খুশি হলেন, মিসেস কলম্বোর মনে একটু অনিশ্চয়তা রয়েছে মনে হলো, তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি ঠিক জানেন ও রাজি হবে, ঐ বাড়িওয়ালা?"

আশ্চর্য হ'য়ে ভিটো বললেন, "সিনিয়র রবার্টো? অবশ্যই সে রাজি হবে। ওর মনটা খুব ভালো। একবার যদি আপনার অবস্থাটা ভালো ক'রে বুঝিয়ে বলি, আপনার দুর্ভাগ্যের কথা শুনে ওর নিশ্চয় দয়া হবে। অতো ভাববেন না। ছেলে-মেয়েদের মঙ্গলের জন্য নিজের স্বাস্থ্যটা দেখবেন।"

বাড়িওয়ালা, মিঃ রবার্টোর ঐ পাড়াতেই। পাঁচটা কম ভাড়ার ফ্ল্যাট বাড়ি ছিলো, সে রোজ সেগুলো দেখতে আসতো। লোকটি ছিলো গরীবদের পৃষ্ঠপোষক; ইতালিয় শ্রমিকরা জাহাজ থেকে নামা মাত্র রবার্টো তাদের বড়-বড় কর্পোরেশনের কাছে বিকিয়ে দিতো। সেই লাভের

টাকা থেকে একে একে সস্তায় ফ্ল্যাট বাড়িগুলোকে কিনেছিলো। উত্তর ইটালিতে বাড়ি, লোকটা ছিলো শিক্ষিত; সিসিলি নেপল্‌স্ থেকে আগত এই সব নিরক্ষর দক্ষিণদেশী লোকগুলোর প্রতি ওর অসীম ঘৃণা ছিলো। ওর বাড়িগুলোতে এরা পোকার মতো গিজগিজ করতো, বাতাস চলাচলের জায়গায় আবর্জনা ফেলতো, আরশোলায় আর ইঁদুরে ঘরের দেয়াল খুবলে খেলেও, বাড়িওয়ালার সম্পত্তি রক্ষা করার জন্য একটা আঙুল পর্যন্ত তুলতো না। লোকটা এমনিতে মন্দ ছিলো না, সৎ স্বামী, ভালো বাপ, কিন্তু দিনরাত কেবলই অর্থ চিন্তা করে, কোথায় টাকা খাটলো, কতো টাকা রোজগার হলো, বিষয় থাকলেই যে-সমস্ত খরচপত্র অনিবার্য হয়ে পড়ে, সেই নিয়ে ভেবে ভেবে ওর মেজাজ এমনি খিঁচড়ে গিয়েছিলো যে সব সময় রেগেই থাকতো। একটা কথা বলার জন্য ভিটো কর্লিয়নি যখন তাকে পথের মধ্যে দাঁড় করালো, মিঃ রবার্টো সংক্ষেপে কথা বললো। ঠিক অভদ্রতা করলো না, কারণ এই ছোকরাটাকে নিরীহ মনে হলেও, ঐ সব দক্ষিণ-দেশীয়দের বিশ্বাস নেই, একটু চটিয়ে দিলেই হয়তো ছুরি মেরে বসবে।

ভিটো কর্লিয়নি বললেন, "সিনিয়র রবার্টো, আমার স্ত্রী'র বন্ধু গরীব বিধবা, তার কোনো পুরুষ অভিভাবক নেই। তার কাছে শুনলাম কোনো কারণে তাকে আপনার বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে বলা হয়েছে। সে তো হতাশায় ভেঙে পড়েছে। টাকাকড়ি নেই, এই পাড়ার মধ্যে ছাড়া কোনো বন্ধু-বান্ধবও নেই। ওকে বলেছি আমি আপনার সঙ্গে কথা বলে দেখবো, আপনি যুক্তি-যুক্ত কাজ করেন, হয়তো কিছু ভুল বুঝেছেন। নষ্টের মূল ঐ জানোয়ারটাকে তো ওরা বিদায় করেই দিয়েছে, তাহলে আর থেকে যেতে পারবে না কেন? আপনিও ইতালিয়, আমিও তাই; আপনার কাছে এই উপকারটুকু চাইছি।"

সিনিয়র রবার্টো তার সামনে দাঁড়ানো যুবকটির দিকে তাকালেন। দেখলেন লোকটি মাঝারি, কিন্তু গড়নে বলিষ্ঠ, চাষা-ভুষো হয়তো, তবে ডাকাত নয়; যদিও এমনই তার হাস্যকর আস্পর্ধা যে ইতালিয় বলে নিজের পরিচয় দেয়। কাঁধ তুলে রবার্টো বললো, "আমি তো আরো বেশি ভাড়ায় অন্য ভাড়াটে ঠিক ক'রে ফেলেছি। তোমার বন্ধুর জন্য তো তাদের না করতে পারি না।"

কথাটা বুঝে অমায়িকভাবে মাথা দোলালেন ভিটো, "মাসে কতোটা বেশি ভাড়া?"

মিঃ রবার্টো বললো, "পাঁচ ডলার।" একেবারে মিথ্যা কথা। রেলের কাছে ফ্ল্যাট, চারটা অন্ধকার ঘর, তার জন্য বিধবা ভদ্রমহিলা দেন বারো ডলার, নতুন ভাড়াটেও তার চাইতে বেশি দিতে রাজি ছিলো না।

ভিটো কর্লিয়নি পকেট থেকে এক বান্ডিল নোট বের ক'রে তিনটি দশ ডলারের নোট খুলে বললেন, "ধরুন, ছ'মাসের বাড়তি ভাড়ার আগাম। ওকে কিছু বলার দরকার নেই, খুবই আত্মসম্মানবোধ ওর। ছ'মাস পরে আমার সঙ্গে দেখা করবেন। অবশ্যই কুকুরটা রাখতে দেবেন।"

মিঃ রবার্টো বললো, "দেবো না আরো কিছু! কোথাকার তুমি, যে হুকুম চালাচ্ছো। মুখ সামলে কথা বলো, নয়তো সিসিলিয় পাঁছার ওপর লাথি খেয়ে পথে গিয়ে পড়বে!"

আশ্চর্য হয়ে ভিটো কর্লিয়নি দু'হাত তুললেন। "একটা অনুগ্রহ চাইলাম, ব্যস্, আর কিছু

নয়। কবে কার বন্ধুর দরকার হয় কে বলতে পারে, ঠিক কি না? আমার সদিচ্ছার চিহ্ন ব'লে টাকাটা নিয়ে, নিজের মন স্থির করুন। তাই নিয়ে আপত্তি করার স্পর্ধা আমার নেই।" টাকাটা ভিটো রবার্টোর হাতে গুঁজে দিয়ে বললেন, "এইটুকু উপকার করুন, টাকাটা নিয়ে, ব্যাপারটা ভেবে দেখুন। কাল সকালে যদি ওটা ফেরত দিতে ইচ্ছা হয়, অবশ্যই দেবেন। আপনি যদি ভদ্রমহিলাকে বাড়ি থেকে বের করে দিতে চান, আমি কি করে বন্ধ করবো বলুন? যাই হোক, সম্পত্তিটা তো আপনার। কুকুর রাখতে দিতে চান না, সেটা বুঝি। আমি নিজেও জন্তু-জানোয়ার পছন্দ করি না।" তারপর মিঃ রবার্টোর কাঁধ চাপড়ে ভিটো আরো বললেন, আমার এই উপকারটুকু করবেন, কি বলেন? আমি কখনো ভুলবো না। পাড়ার মধ্যে আপনার বন্ধু-বান্ধবদের আমার কথা জিজ্ঞেস করবেন। সবাই বলবে আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করাতে বিশ্বাস করি।"

বলা বাহুল্য এরই মধ্যে মিঃ রবার্টোর চোখ ফুটতে আরম্ভ করেছিলো। সেদিন সন্ধ্যাতেই সে ভিটো কর্লিয়নি সম্বন্ধে খোঁজ-খবর করেছিলো। পরদিন সকাল পর্যন্তও অপেক্ষা করেনি। সেই রাতেই ভিটো কর্লিয়নির দরজায় টোকা দিয়েছিলো, এতো রাত ক'রে আসার জন্য ক্ষমা চেয়েছিলো এবং ভিটোর স্ত্রীর হাত থেকে একে গ্লাস মদ নিয়েছিলো। ভিটো কর্লিয়নিকে সে বুঝিয়ে বলেছিলো যে সবটাই বিশ্রী একটা ভুল বোঝাবুঝি, অবশ্যই সিনিয়রা কলম্বো তার বাড়িতে থাকতে পারেন এবং কুকুর রাখতে পারেন। যে সব ভাড়াটেরা অতো কম ভাড়া দেয়, রাতে কুকুর ডাকে ব'লে নালিশ করার তাদেরই বা কি অধিকার আছে? কথা শেষ ক'রে রবার্টো টেবিলের ওপর ত্রিশটা ডলার ফেলে অত্যন্ত আন্তরিক ভাবে বললো, "এই গরীব বিধবাকে এভাবে সাহায্য করছেন সেটা আপনার মহৎ হৃদয়ের জন্য, তাই দেখে আমি খুবই লজ্জা পেয়েছি। আমি দেখাতে চাই যে আমার মধ্যেও কিছু খৃশ্চানসুলভ দয়া আছে। ওর ভাড়া বাড়ানো হবে না।"

এই ছোট প্রহসনটিতে সবাই খুব সুন্দরভাবে অভিনয় করেছিলো। ভিটো মদ ঢাললেন, কেক দিতে বললেন, মিঃ রবার্টো করমর্দন করলেন, তার সহৃদয়তার প্রশংসা করলেন। মিঃ রবার্টো দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললো ভিটো কর্লিয়নির মতো একজন লোকের সঙ্গে আলাপ হওয়াতে, মানবচরিত্রে তার বিশ্বাস ফিরে এসেছে। সব শেষে তারা অনেক কষ্টে পরস্পরের কাছ থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করলেন। কানের এতো কাছ দিয়ে বিপদ ঘেঁষে গেলো ভেবেও মিঃ রবার্টোর দু'হাঁটু কাদা! ট্রামে চেপে কোনোমতে বাড়ি গিয়ে সে তো শয্যা নিলো। এ পাড়ার বাড়ি দেখতে তিন দিন এলো না।

পাড়ার মধ্যে আজকাল ভিটো কর্লিয়নি একজন মাতব্বর হ'য়ে উঠেছিলেন। লোকে বলতো উনি সিসিলির মাফিয়া দলের সদস্য। একজন লোক একটা ফার্নিশ করা ঘর ভাড়া নিয়ে পাড়ায় তাসের আড্ডা চালাতো, সে এসে যেচে প্রতি সপ্তাহে বিশ ডলার দিয়ে যেতো, তার 'বন্ধুত্বে'র জন্য। তার বদলে ওকে সপ্তায় দু'একবার তাদের আড্ডায় ঘুরে আসতে হতো, যাতে খেলোয়াড়রা বুঝতে পারে তারা তার প্রশ্রয় পাচ্ছে।

যেসব দোকানদারদের গুণ্ডা ছোকরারা জ্বালাতন করতো, তারা এসে ওকে বলতো মিটমাট করিয়ে দিতে : করতেনও তাই, উপযুক্ত পারিতোষিকও পেতেন। দেখতে দেখতে

ভিটো ঐ সময়ের আর ঐ জায়গার পক্ষে যাকে বলা যায় দস্তুরমতো মোটা আয় করতে লাগলেন, সপ্তায় একশো ডলারের মতো। ক্লেমেন্‌জা আর টেসিও ছিলো তার বন্ধু, তার সাগরেদ, কাজেই তাদেরও কিছু দিতে হতো, তারা না চাইতেই দিতেন। অবশেষে ভিটো স্থির করলেন কৈশোরের বন্ধু গেন্‌কো কারবারটা সামলাবে, ইতালি থেকে জলপাই-তেল আমদানির ব্যবসায়ে নামবেন। গেন্‌কো কারবারটা সামলাবে, ন্যায্য দামে কিনবে, ওর বাবার গুদামে মজুদ রাখবে। ব্যাবসার এদিকটা দেখার ওর যথেষ্ট অভিজ্ঞতা ছিলো। ক্লেমেন্‌জা আর টেসিও তেল বিক্রি করবে। ওরা প্রথমে ম্যানহাটানের, তারপর ব্রুক্‌লিনের, তারপর ব্রঙ্কসের প্রত্যেকটা ইতালিয় মুদির দোকানে গিয়ে, 'গেন্‌কোর বিশুদ্ধ জলপাই তেল' কিনতে রাজি করাবে। স্বাভাবিক বিনয়ের সঙ্গে ভিটো ব্যবসাটাতে নিজের নাম দিতে অস্বীকার করেছিলেন। তিনিই অবশ্য কোম্পানির কর্তা, কারণ টাকার বেশির ভাগ যোগাতেন তিনি। তাছাড়া যেখানে দোকানদাররা ক্লেমেন্‌জা টেসিওর কথায় মাল নিতে রাজি হবে না, সেখানেই তার ডাক পড়বে। সে-সব ক্ষেত্রে ভিটো কর্লিয়নি তার নিজস্ব মারাত্মক পদ্ধতি লাগিয়ে তাদের রাজি করাবেন।

এরপর কয়েক বছর ধরে ভিটো কর্লিয়নি একজন ছোটখাটো ব্যবসায়ীর উপযুক্ত অতি সন্তোষজনক জীবন যাপন করলেন; একটা সচল বর্ধমান অর্থনৈতিক পটভূমিকায় তিনিও তার সমস্ত শক্তি দিয়ে ব্যবসার চেষ্টা চালিয়ে যেতে লাগলেন। কর্তব্যপরায়ণ বাপ ও স্বামী হলেও সব সময়ই তার হাতে এতো বেশি কাজ থাকতো যে স্ত্রী বা ছেলেদের জন্য খুব বেশি সময় দিতে পারতেন না। ক্রমে ক্রমে যেমন বিশুদ্ধ গেন্‌কো তেল আমেরিকার সব চাইতে জনপ্রিয় আমদানির তেল হয়ে উঠলো, ওর ব্যবসাও ফেঁপে উঠলো। যে কোনো দক্ষ বিক্রেতার মতো উনিও আস্তে আস্তে বুঝলেন যে ব্যবসা বাড়াতে হলে অন্য প্রতিযোগীদের চাইতে দামটা একটু কম করতে হয়; এবং তাদের জিনিস কম ক'রে রাখতে দোকানদারদের রাজি করিয়ে, তাদের মাল সরবরাহের পথ বন্ধ ক'রে দিতে হয়। যে-কোনো দক্ষ ব্যবসায়ীর মতো তারও অভিপ্রায় ছিলো প্রতিযোগীদের হয় বিক্রির ক্ষেত্রে থেকে তাড়িয়ে, নয়তো তার কাছে কারবার তুলে দিতে রাজি করিয়ে, ক্রমে একটা একচেটিয়া ব্যবসা গড়ে তুলবেন। সে যাই হোক, যেহেতু উনি টাকাকড়ির দিক থেকে অপেক্ষাকৃত অসহায় অবস্থাতেই ব্যবসা শুরু করেছিলেন, যেহেতু তিনি বিজ্ঞাপন দেওয়াতে বিশ্বাস না রেখে, বরং মুখের কথার ওপরেই নির্ভর করতেন আর সত্যি কথা বলতে কি, যেহেতু ওর জলপাই তেলটা প্রতিযোগীদের তেলের চাইতে কোনো অংশে ভালো ছিলো না, সেইজন্য মামুলি ব্যবসায়ীদের সাধারণ কৌশলগুলো উনি ব্যবহার করতে পারতেন না। ওকে নির্ভর করতে হতো নিজের ব্যক্তিত্বের জোরের ওপর, একজন 'শ্রদ্ধাভাজন' ব্যক্তি ব'লে নিজের খ্যাতির ওপর।

যুবা বয়সেও ভিটো কর্লিয়নিকে সবাই একজন বিচার-বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ ব'লে জানতো। কাউকে কখনো উনি শাসাতেন না। এমন সব যুক্তি দেখিয়ে কথা বলতেন যে কেউ তার বক্তব্য অস্বীকার করতে পারতো না। অন্যরাও যাতে তাদের নায্য ভাগ পায়, সেদিকে সবসময় তার দৃষ্টি থাকতো। কারো ক্ষতি হতো না। বলা বাহুল্য প্রত্যক্ষ উপায়েই এসব তিনি করতেন। অনেক প্রতিভাসম্পন্ন ব্যবসায়ীর মতো উনিও বুঝেছিলেন যে মুক্ত প্রতিযোগিতায়

খুব ক্ষতি হয়, একচেটিয়া ব্যবসা অনেক বেশি ফলপ্রদ। কাজেই উনি সেই ফলপ্রদ একচেটিয়া ব্যবসা গড়ে তুলবারই ব্যবস্থা করতেন। ব্রুকলিনে কয়েকজন পাইকারি তেল ব্যবসায়ী ছিলো, ভারি মেজাজ তাদের, ভারি জেদ, কিছুতেই যুক্তির কথা শুনবে না। এরা কিছুতেই ভিটো কর্লিয়নির স্বপ্নের কথা মানবে না, স্বীকার করবে না, যদিও ভিটো নিজে অনেকখানি ধৈর্য ধরে সমস্ত খুঁটিনাকি সহ ব্যাপারটা তাদের কাছে বুঝিয়ে বলেছিলেন। শেষ পর্যন্ত হতাশ হ'য়ে শূন্যে দু'হাত তুলে, ভিটো গিয়ে, টেসিওকে পায়ে দিলেন ব্রুকলিনে একটা আস্তানা গেড়ে, সমস্যাটার সমাধান করতে। তারপর কতো গুদাম পুড়লো, গাড়ি গাড়ি সবুজ জলপাই-তেল মাটিতে পড়ে পাথর-বাঁধানো পথে কতো পুকুর সৃষ্টি করলো। একজন কাণ্ডজ্ঞানহীন লোক ছিলো, বেশ দাম্ভিক, মিলানে বাড়ি তার, সাধু-সন্তদের জিশুখৃষ্টে যতো না বিশ্বাস, এ-লোকটার পুলিশের ওপর তার চাইতেও বেশি বিশ্বাস। সে সত্যি সত্যি পুলিশ কর্তৃপক্ষের কাছে দেশী ভাইদের নামে নালিশ করতে গেলো, দশ শতকের পুরনো 'ওমের্তা' অর্থাৎ নীরবতার নিয়ম পর্যন্ত ভাঙলো। কিন্তু ব্যাপারটা বেশিদূর গড়াবার আগেই পাইকারি ব্যবসায়ীটি অদৃশ্য হ'য়ে গেলো। কেউ তাকে আর কখনো চোখে দেখলো না, সতী-সাধ্বী স্ত্রী আর তিনটি ছেলে-মেয়ে পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে রইলো, তবে খোদার দয়ায় ছেলে-মেয়েগুলো যথেষ্ট বড় হয়েছিলো, তারা ব্যবসার ভার নিতে পারলো, নিয়ে তারা গেন্কোর বিশুদ্ধ তেলের কোম্পানির সঙ্গে মিটমাট ক'রে নিলো।

মহৎ লোকেরা কিন্তু মহৎ হয়েই জন্মান না, তারা ক্রমে ক্রমে মহৎ হ'য়ে ওঠেন, ভিটো কর্লিয়নিও তাই হলেন। আইনতঃ যখন মদ নিষিদ্ধ হ'য়ে গেলো, মদ বিক্রি বন্ধ ক'রে দেয়া হলো, তখন ভিটো কর্লিয়নি চরম পদক্ষেপ নিয়ে একজন সাধারণ, কিঞ্চিৎ নির্মম ব্যবসায়ীর পদ থেকে বে-আইনী ব্যবসার জগতে একজন প্রতিপত্তিশালী ডন বা নেতার পদে উন্নীত হলেন। এক দিনে এটা সম্ভব হয়নি, এক বছরেও নয়, কিন্তু মদ নিষিদ্ধ হবার সময়টার শেষে যখন আমেরিকার সব ব্যবসাতে নিদারুণ মন্দা পড়েছিলো, ততোদিনে ভিটো কর্লিয়নি হয়ে উঠেছিলেন গডফাদার, ডন, ডন কর্লিয়নি।

হেলাফেরা করেই ব্যাপারটা শুরু হয়েছিলো। ততোদিনে গেন্কোর বিশুদ্ধ তেল কোম্পানির মাল সরবরাহের জন্য ছ'টা ট্রাক কেনা হয়েছিলো। একদল ইতালিয় বে-আইনী মদ চালানকারী ক্লেমেন্জার মধ্যস্থায় ভিটো কর্লিয়নির কাছে এসেছিলো। তারা কানাডা থেকে অ্যাল্কোহল আর হুইস্কি বে-আইনী ভাবে নিয়ে আসতো। নিউইয়র্ক শহরে মাল সরবরাহের জন্য তাদের ট্রাক আর কর্মী দরকার। এমন সব লোক দরকার, যারা নির্ভরযোগ্য, বিচক্ষণ, যাদের মনের আর গায়ের জোর আছে। ট্রাক ভাড়া আর লোক ভাড়া বাবদ তারা ভিটো কর্লিয়নিকে টাকা দিতে প্রস্তুত ছিলো। এতোবেশি টাকা দিতে প্রস্তুত যে ভিটো কর্লিয়নি তার তেলের ব্যবসা অনেকখানি কমিয়ে, ট্রাকগুলোকে প্রায় সর্বক্ষণের জন্য বে-আইনী ব্যবসায়ীদের কাজে লাগালেন। ঐ লোকগুলোর প্রস্তাবের সঙ্গে খানিকটা মোলায়েম শাসানি থাকা সত্ত্বেও তিনি এই ব্যবস্থা করেছিলেন। অতো কাল আগেও ভিটো কর্লিয়নির বুদ্ধি এতোখানি পরিণত ছিলো যে দুটা-একটা শাসানিতে তিনি অপমান বোধ করতেন না। কিংবা রেগেমেগে কোনো লাভজনক প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করতেন না। শাসনিটাকে যাচাই ক'রে

দেখেছিলেন, ওতে কোনো পদার্থ আছে বলে মনে হয়নি; নতুন সহকর্মীদের সম্বন্ধে তার ধারণাটা একটু নেমে গিয়েছিলো, এমনি নির্বোধ ব্যাটারা, যেখানে শাসানির কোনো দরকার নেই, সেখানেও শাসায়! সময়কালে তাকে এই বিষয়ে খানিকটা ভেবে দেখতে হবে।

এবারও ভিটো সাফল্য লাভ করলেন। কিন্তু তার চাইতেও বড় কথা হলো, কিছুটা জ্ঞান, কয়েকটা যোগসূত্র আর অভিজ্ঞতা লাভ করলেন। ব্যাঙ্কাররা যেভাবে জামিনের দলিলপত্র জমা ক'রে রাখে, উনি সেইভাবে সৎকর্ম সংগ্রহ করতে লাগলেন। এর পরবর্তী ক'বছরের মধ্যে দেখা গেলো যে ভিটো কর্লিয়নি শুধু যে গুণীই ছিলেন তা নয়, নিজের ক্ষেত্রে তার অসাধারণ প্রতিভাও ছিলো।

ওদিকে যতো ইতালিয় পরিবার নিজদের বাড়িতে বে-আইনীভাবে ছোট-ছোট মদের আড্ডা খুলে অবিবাহিত শ্রমিকদের কাছে পনেরো সেন্টে এক গ্লাস মদ বেঁচতো, ভিটো কর্লিয়নি তাদের সবার রক্ষাকর্তা হ'য়ে দাঁড়ালেন। মিসেস কলম্বোর ছোট ছেলে যখন গির্জায় 'ব্যাপটাইজ' হলো উনি তার 'গডফাদার' হয়ে তাকে একটা বিশ ডলারের সোনার টাকা উপহার দিয়েছিলেন। এদিকে পুলিশ যে মাঝে মাঝে তার দুটা-একটা ট্রাক আটক করবে সেটা তো জানা কথা, কাজেই গেন্‌কো আবানদান্ডো একজন ওস্তাদ উকিল ভাড়া ক'রে রাখলো, যার সঙ্গে পুলিশের আর বিচারালয়ের বহু লোকের খুব খাতির ছিলো। টাকা দেয়ার বন্দোবস্ত হলো, দেখতে দেখতে কর্লিয়নি সংগঠনের একটা বেশ বড়-সড় ফিরিস্তি তৈরি হলো, তাতে যেসব পদাধিকারীদের মাসে মাসে টাকা দেয়া হবে, তাদের নাম লেখা হয়ে থাকলো। উকিল যখন এতো খরচের জন্য কুণ্ঠিত হ'য়ে ফিরিস্তিটা ছোট করার চেষ্টা করেছিলো, ভিটো কর্লিয়নি তাকে আশ্বাস দিয়ে বলেছিলেন, "না, না। সবার নাম রাখো, এখনই আমাদের কাজে না লাগলেও, রাখো। আমি বন্ধুত্বে বিশ্বাস করি, আগে আমার দিক থেকেই বন্ধুত্ব প্রকাশ করতে রাজি।"

সময়কালে কর্লিয়নি সাম্রাজ্য আরো বিস্তৃত হলো, আরো ট্রাক কেনা হলো, ফিরিস্তিটা আরো লম্বা হলো। তাছাড়া টেসিও আর ক্লেমেন্‌জার সঙ্গে যে লোকরা কাজ করতো, তারাও সংখ্যায় বাড়লো। সমস্ত ব্যাপারটাকে সামাল দেয়া মুশকিল হ'য়ে উঠেছিলো। শেষ পর্যন্ত ভিটো কর্লিয়নি সংগঠনটাকে একটা নিয়মের মধ্যে বেঁধে ফেললেন। ক্লেমেন্‌জা আর টেসিওকে 'ক্যাপোরেজিমি' বা ক্যাপ্টেন উপাধি দিলেন; তাদের নিচে যারা কাজ করতো, তারা সবাই হলো সৈনিক। গেন্‌কো আবানদান্ডোকে করলেন নিজের 'কনসিলিওরি', অর্থাৎ উপদেষ্টা। নিজের আর যে-কোনো প্রত্যক্ষ ক্রিয়াকলাপের মাঝখানে অনেকগুলো নিরাপত্তার স্তর রাখলেন। হুকুম দিলে, দিতে হয় গেন্‌কোকে, নয়তো ক্যাপোরেজিমিদের একজনকে, সেখানে আর কেউ উপস্থিত থাকতো না। ওদের মধ্যে বিশেষ কাউকে কোনো হুকুম দিলে, কদাচিৎ তার কোনো সাক্ষী থাকতো। তারপর টেসিওর দলকে আলাদা ক'রে দিয়ে ওদের হাতে ব্রুকলিনের ভার দিলেন। টেসিওকেও ক্লেমেন্‌জার কাছ থেকে সরালেন। যেমন বছরগুলো কাটতে লাগলো, ভিটো ওদের বুঝিয়ে দিলেন যে ওর ইচ্ছা নয় ওরা পরস্পরের সঙ্গে বেশি মেলামেশা করে এমন কি নিতান্ত দরকার না পড়লে, সামাজিক ভাবেও নয়। টেসিওর বুদ্ধি বেশি, তার কাছে কথাটা বলতেই, সে তার উদ্দেশ্যটা বুঝে নিলো; যদিও ভিটো বলেছিলেন আইনের কাছ থেকে নিরাপত্তার জন্যই এটা দরকার। টেসিও বুঝতে পেরেছিলো যে আসলে তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার সুযোগ ভিটো তার ক্যাপোরেজিমিদের দিতে চান না।

টেসিও এও বুঝতো যে এর মধ্যে কোনো আক্রোশের কথা নেই, এ-সবই হলো নিরাপত্তার বিচক্ষণ ব্যবস্থা। তার বদলে টেসিওকে ব্রুক্লিনে ভিটো অনেকখানি স্বাধীনতা দিয়েছিলো, যদিও ক্লেমেন্জার ব্রঙ্কসের জায়গীরটা নিজের হাতের মুঠোয় রাখতেন। ক্লেমেন্জার সাহস ছিলো বেশি, মানুষটা বেশি বেপরোয়া, বাইরে থেকে অতো হাসিখুশি হলেও, নিষ্ঠুরও বেশি। তার খানিকটা কড়া বাঁধন দরকার ছিলো।

ত্রিশের মন্দার ফলে ভিটো কর্লিয়নির ক্ষমতা অনেক বেড়ে গিয়েছিলো। বাস্তবিক সেই সময় থেকেই সবাই তাকে ডন কর্লিয়নি বলে ডাকতে শুরু করেছিলো। শহরের সর্বত্র সৎ লোকেরা বৃথাই সৎ চাকরি খুঁজে বেড়াতো। গর্বিত লোকেরা নিজেদের আর স্ত্রী-পুত্র-পরিবারের মাথা হেঁট ক'রে দাম্ভিক সরকারী ব্যবস্থা থেকে দান গ্রহণ করতে বাধ্য হতো। কিন্তু ডন কর্লিয়নির লোকেরা সেই সময় মাথা উঁচু ক'রে টাকায় নোটে পকেট বোঝাই ক'রে পথে বেরোতো। তাদের চাকরি যাবার ভয় ছিলো না। এমন কি ডন কর্লিয়নির মতো একজন বিনয়ী পুরুষও একটুখানি গর্ব বোধ না ক'রে পারতেন না। তার নিজের এলাকার, নিজের লোকদের জন্য তিনি যথেষ্ট করতেন। যারা তার ওপর নির্ভর করতো, তার জন্য কপালের ঘাম ফেলতো, তার কাজে জীবন ও মুক্তি পণ করতো, তাদের তিনি ডুবিয়ে দিতেন না। দৈবাৎ যদি তার কোনো কর্মী গ্রেপ্তার হয়ে জেলে যেতো, হতভাগার পরিবারকে গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য টাকা দেয়া হতো, কিপ্টের মতো ভিখিরির যোগ্য খুদকুঁড়া নয়, স্বাধীন অবস্থায় লোকটি যতো মাইনে পেতো, তার সবটুকুই!

এটাতে অবশ্য শুধু খৃষ্টান বদান্যতা ছিলো না। তার সবচাইতে অন্তরঙ্গ বন্ধুরাও ডন কর্লিয়নিকে স্বর্গের দেবতা ব'লে মনে করতো না। এই দাক্ষিণ্যের মধ্যেও খানিকটা স্বার্থ ছিলো। তার যে কর্মীরা জেলে যেতো, তারা জানতো যে মুখটা একটু বুজে থাকলেই স্ত্রী-পুত্র পরিবারের কোনো অভাব হবে না। পুলিশের কাছে মুখ না খুললে জেল থেকে বেরিয়েই সাদর অভ্যর্থনা পাবে। তার বাড়িতে ভোজের আয়োজন করা হবে; ঘরে তৈরি 'রাভিওলি', মদ, পেস্ট্রি দিয়ে আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবরা ওর স্বাধীনতা উৎসব করবে। তারপর রাতে এক সময় কনসিলিওরি গেন্‌কো আবানদান্ডো, এমন কি ডন নিজেও একবার এসে এমন জবরদস্ত বাহাদুরকে অভিনন্দন জানিয়ে যাবেন। ওর সম্মানার্থে হয়তো তিনি এক গ্লাস মদ খেয়ে, প্রচুর টাকা উপহার দিয়ে যাবেন, লোকটি যাতে নিত্যনৈমিত্তিক কাজে যোগ দেবার আগে দু-এক সপ্তাহ সপরিবারে কিঞ্চিৎ আমোদ করতে পারে। এমনই অপার ছিলো ডন কর্লিয়নির সহানুভূতি ও বিচক্ষণতা।

এই সময় ডনের ধারণা হলো যে বৃহত্তর জগৎ ক্রমাগত তার চলার বাদ সাধে, তাকে তার শত্রুরা যে-ভাবে পরিচালিত করে, উনি তার নিজের এলাকাটি তার চাইতে অনেক ভালোভাবে চালান। পাড়ার যেসব গরীব লোকরা সাহায্যের জন্য বারেবারে তার কাছে আসতো, তারাও এই ধারণাটিকে পরিপুষ্ট করতো। সরকারী সাহায্য পেতে, কোনো অল্প-বয়সী ছেলেকে চাকরি পাইয়ে দিতে, কিংবা জেল থেকে ছাড়িয়ে আনতে, দুর্দিনে কিছু টাকা ধার দিতে, বেকার ভাড়াটের কাছ থেকে অবুঝ বাড়িওয়ালারা ভাড়া দাবি করলে মধ্যস্থতা করতে, তিনি ছাড়া আর কে ছিলো।

সবাইকে ডন ভিটো কর্লিয়নি সাহায্য করতেন। শুধু তাই নয়, খুশি হয়েই সাহায্য করতেন, সেই সঙ্গে দুটো উৎসাহের কথাও বলতেন, যাতে ভিক্ষার তিক্ত স্বাদটা ঘুচে যায়। কাজেই রাজ্যের সংসদে, কিংবা পৌর সভায়, কিংবা কংগ্রেসে ওদের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য কাকে ভোট দেবে ভেবে না পেয়ে, ঐ সব ইতালিয় নাগরিকরা যে পরামর্শের জন্য ওদের গডফাদার ডন কর্লিয়নির কাছে ছুটে আসবে সেটা আর বিচিত্র কি। এইভাবে তিনি ক্রমে একটা রাজনৈতিক পাণ্ডা হয়ে দাঁড়ালেন, তার কাছে বাস্তববুদ্ধিসম্পন্ন দলীয় নেতারা পরামর্শ করতে আসতো। দূরদৃষ্টিসম্পন্ন রাজনীতিবিদের বুদ্ধি দিয়ে তিনি নানা ভাবে এই ক্ষমতাটাকে আরো জোরদার ক'রে তুললেন : গরীব ইতালিয় পরিবারের গুণী ছেলেদের কলেজে পড়ার খরচ চালাতে সাহায্য করতেন। এই সব ছেলেরাই পরে উকিলের, সহকারী আঞ্চলিক অ্যাটর্নির, এমন কি আদালতের বিচারকের পদ পেতো। একজন মহান জাতীয় নেতার মতো তিনি দূরদৃষ্টি দিয়ে নিজের সাম্রাজ্যের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা করতেন।

যখন মদ নিষিদ্ধের আইন উঠে গেলো, ডনের এই সাম্রাজ্য একটা মোক্ষম আঘাত খেলো কিন্তু তারও প্রতিকারের ব্যবস্থা তিনি ক'রে রেখেছিলেন। ১৯৩৩ সালে, ম্যানহাটানের সমস্ত জুয়াখেলা, ডকের যতো 'ক্র্যাপ' খেলা এবং সেই সঙ্গে বেস্‌বল খেলার সঙ্গে যেমন হট্‌ডগ বিক্রি চলে, তেমনি যেসব টাকাকড়ির খেল্ চলতো, ক্রীড়া-প্রতিযোগিতায় কিংবা ঘোড়দৌড়ের বাজি খেলা, বে-আইনী জুয়ার আড্ডায় পোকার খেলা, হারলেমে যতো পলিসি কিংবা নম্বর নিয়ে নষ্টামি চলতো—এই সমস্তই চালাতো যে লোকটি, তার কাছে তার একজন অনুচর পাঠালেন। লোকটির নাম ছিলো সাল্‌ভাতোরি মারানজানো, সে ছিলো নিউইয়র্কের দুস্কৃতকারীদের জগতের একজন সর্বজনস্বীকৃত 'পেতসোনো ভাস্তি', '৯০ ক্যালিবার', অর্থাৎ পাণ্ডা। কর্লিয়নিদের অনুচররা প্রস্তাব করলো আধাআধি বখরার ব্যবস্থা হোক, তাতে উভয় পক্ষেরই লাভ হবে। কর্লিয়নির ছিলো সংগঠন, পুলিশি আর রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতা, তার সাহায্যে তিনি মারান্‌জানোদের ক্রিয়াকলাপের ওপর একটা সংরক্ষণের মজবুত ছাতা ধরতে পারতেন, তাছাড়া ব্রুক্‌লিন আর ব্রঙ্কস্ পর্যন্ত তাদের সক্রিয়তা বিস্তার করার ক্ষমতা যোগাতে পারতেন। কিন্তু মারান্‌জানো লোকটার দৃষ্টি বেশিদূর যেতো না, সে কর্লিয়নির প্রস্তাব ঘৃণার সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করলো। বিখ্যাত আল ক্যাপনি ছিলো মারান্‌জানোর বন্ধু, তার নিজেরও একটা সংগঠন ছিলো, নিজের লোকজন ছিলো, বিস্তর যুদ্ধের সরঞ্জাম ছিলো। এই ভুঁইফোঁড়টার যতো না একজন প্রকৃত মাফিওসি ব'লে খ্যাতি ছিলো, তার চাইতে বেশি খ্যাতি ছিলো পার্লামেন্টে তর্ক করার জন্য। মারান্‌জানোর এই প্রত্যাখ্যানের ফলে ১৯৩৩ সালের বিখ্যাত গ্যাংস্টার-যুদ্ধ শুরু হয়ে গিয়েছিলো; তারই ফলে নিউইয়র্ক শহরের দুস্কৃতকারীদের জগতের সমস্ত গঠন প্রণালীই বদলে গিয়েছিলো।

প্রথম দৃষ্টিতেই মনে হয়েছিলো দু'পক্ষের শক্তি সমান নয়। সাল্‌ভাতোরি মারান্‌জানোর ছিলো একটা শক্তিশালী সংগঠন, জোরালো সব গুণ্ডা। শিকাগোর ক্যাপনির সঙ্গে তার সম্পর্ক ছিলো, সেখান থেকে সাহায্য আনতে পারতো। টাটাগ্লিয়া পরিবারের সঙ্গেও তার সদ্ভাব ছিলো, তাদের হাতে ছিলো শহরের বেশ্যা ব্যবসা আর ছিলো সে-সময়কার যৎসামান্য মাদকদ্রব্যের ব্যবসা। তার ওপর কয়েকজন প্রতিপত্তিশালী বণিক নেতাদের সঙ্গে রাজনৈতিক

সংযোগ ছিলো, তারা ওর গুণ্ডাদের সাহায্য নিয়ে তৈরি-পোশাক কেন্দ্রের ইহুদী শ্রমিক-ইউনিয়নিস্টদের আর বাড়ি তৈরির ব্যবসার ইতালিয় নৈরাশ্যবাদীদের সঙ্ঘের ওপর অত্যাচার করতো।

এর বিপক্ষে ডন কর্লিয়নি মাত্র দুটি ছোট-ছোট, কিন্তু ক্লেমেন্জা আর টেসিওর নেতৃত্বে নিখুঁত ভাবে সংগঠিত, সেনাদল এনে ফেলতে পারতেন। ডনের রাজনৈতিক আর পুলিশি পৃষ্ঠপোষকদের সমর্থন মারান্জানোর বণিক নেতাদের শক্তির কাছে নিরর্থ হ'য়ে যেতো। তবে ডনের একটা সুবিধা ছিলো যে তার সংগঠন সম্বন্ধে শত্রুপক্ষের কিছুই জানা ছিলো না। দুস্কৃতকারীদের জগৎ তার সৈনিকদের প্রকৃত শক্তির কথা জানতো না, এমন কি সবার ধারণা ছিলো যে ব্রুক্লিনে টেসিওর সংগঠনটি একটা আলাদা এবং স্বাধীন ব্যাপার।

তা সত্ত্বেও দুই পক্ষের শক্তি সমান ছিলো না, যতোদিন না এক মোক্ষম চাল চেলে ভিটো কর্লিয়নি সমস্ত বেজোড় সংখ্যাগুলো সমান ক'রে দিলেন।

ঐ ভুঁইফোঁড়টাকে 'নাই' ক'রে দেবার জন্য মারান্জানো ক্যাপনির কাছে তার সব চাইতে দক্ষ বন্দুকধারীদের দু'জনকে চেয়ে পাঠিয়েছিলো। শিকাগোতে কর্লিয়নি পরিবারেরও বন্ধু-বান্ধব গুপ্তচর ইত্যাদি ছিলো, তারা খবর দিলো যে ঐ বন্দুকধারীরা ট্রেনে ক'রে আসছে। ভিটো কর্লিয়নি ওদের একটা ব্যবস্থা করার জন্য লুকা ব্রাসিকে পাঠালেন। লুকাকে এমন সব নির্দেশ দিলেন যার ফলে ঐ অদ্ভূত লোকটির মনের সব চাইতে নৃশংস পৈশাচিক দিকটা ছাড়া পেলো।

ব্রাসি আর চার-চারজন লোক রেল-স্টেশনে গিয়ে শিকাগোর ঘাতকদের অভ্যর্থনা জানালো। ব্রাসির লোকদের একজন একটা ট্যাক্সি যোগাড় ক'রে চালক হয়ে বসে রইলো। স্টেশনের মালবাহক আগন্তুকদের ব্যাগগুলো তুলে, ওদের ঐ ট্যাক্সিটার কাছেই নিয়ে গেলো। ওরা যেই গাড়িতে উঠলো, ব্রাসি আর তার একজন লোক বন্দুক বাগিয়ে, সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়ে নিচে পা রাখার জায়গায় ওদের শুইয়ে দিলো। ডকের কাছে একটা গুদাম ব্রাসি আগে থাকতেই ঠিক ক'রে রেখেছিলো, ট্যাক্সি সেখানে পৌঁছালো।

ক্যাপনির লোক দুটোর হাত পা বাঁধা হলো আর মুখে ছোট দুটো তোয়ালে ঢুকিয়ে দেয়া হলো, যাতে চ্যাঁচাতে না পারে।

তারপর দেয়ালের কাছ থেকে একটা কুড়াল নিয়ে ব্রাসি ক্যাপনির একটা লোককে কোপাতে আরম্ভ করলো। প্রথমে পায়ের পাতা দুটো কেটে ফেলে দিলো, তারপর হাঁটুর কাছ থেকে পা দুটোকে, তারপর জোড়ার কাছ থেকে উরু দুটো, ভারি শক্তিশালী শরীর ছিলো ব্রাসির, তবু অনেকবার কুড়াল চালাতে হয়েছিলো। ততোক্ষণে অবশ্য তার শিকারটির ভবের লীলা সাঙ্গ হয়েছিলো আর গুদামের মেঝেতে রক্ত-মাংসের ছড়াছড়ি হয়ে জায়গাটা একেবারে পিচ্ছিল হয়ে গিয়েছিলো। তারপর দ্বিতীয় শিকারের দিকে ফিরে ব্রাসি দেখলো আর কষ্ট করার দরকার নেই। স্রেফ ভয়ের চোটেই ক্যাপনির দু'নম্বরের ঘাতক তোয়ালে গিলে দম আটকে মরে রয়েছে। ময়না তদন্তের সময় পুলিশের ডাক্তার লোকটার পেটের ভেতরে ঐ তোয়ালে পেয়েছিলো।

এর কিছুদিন পরে শিকাগোতে ক্যাপনিরা ভিটো কর্লিয়নির কাছ থেকে এক বার্তা পেলো। বার্তার সারমর্ম হলো : "এখন তো বুঝলে আমি শত্রুদের সঙ্গে কি রকম ব্যবহার

করি। দু'জন সিসিলিয়র মধ্যে যদি ঝগড়া হয়, তার মাঝখানে একজন নিও-পলিটান হস্তক্ষেপ করে কেন? যদি তোমরা আমাকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করতে চাও, তাহলে আমি তোমাদের কাছে অনুগ্রাহী হ'য়ে থাকবো এবং তোমরা দাবি করলেই সে ঋণ শোধ করবো। তোমার মতো মানুষ নিশ্চয়ই বুঝতে পারবে যে এমন বন্ধু থাকা কতো বেশি লাভজনক, যে তোমার কাছে কোনো সাহায্য চাইবে না, নিজের ব্যাপার নিজে সামলাবে, অথচ ভবিষ্যতে তোমার কোনো বিপদ হলে তোমাকে সাহায্য করতে প্রস্তুত থাকবে। যদি আমার বন্ধুত্ব না চাও, তবে তাই হোক। কিন্তু তাহলে আমি তোমাকে জানাতে বাধ্য যে এখানকার আবহাওয়া খুবই আর্দ্র, নিও-পলিটানদের স্বাস্থ্যের অনুকূল নয়, অতএব তোমাকে পরামর্শ দেই এখানে কখনো এসো না।"

এই চিঠির দাম্ভিকতাটা ইচ্ছাকৃত। ক্যাপনিরা নির্বোধ, প্রকাশ্য ভাবে গলাকাটা খুনি, তাই ডন ওদের অবজ্ঞার চোখে দেখতেন। নিজের স্বাভাবিক বুদ্ধি দিয়েই তিনি বুঝেছিলেন প্রকাশ্যে বড় বেশি চালবাজি করে আর দুর্নীতি-লব্ধ টাকার আগলে রেখেই ক্যাপনি তার রাজনৈতিক প্রতিপত্তি হারিয়েছে। ডন বুঝতেন, এমন কি নিশ্চিত জানতেন যে রাজনৈতিক প্রতিপত্তি আর একটা সামাজিক ছদ্মবেশ না থাকলে, ক্যাপনির কিংবা ঐ ধরনের আর কারো জগৎকে সহজেই ধুলিসাৎ ক'রে দেয়া যায়। উনি জানতেন ক্যাপনি এবার ধ্বংসের পথ ধরেছে। তিনি এও জানতেন যে শিকাগো শহরের ভেতরে ক্যাপনির ক্ষমতা যতোই ভয়াবহ আর বিস্তৃত হোক না কেন, সে ক্ষমতা শহরের সীমানার বাইরে পর্যন্ত পৌঁছাতো না।

ডনের চালটি সফল হলো। হিংস্রতার কারণে নয়, তার প্রতিক্রিয়ার হাড়-জমানো দ্রুততার জন্য, ত্বরিৎ গতির জন্য। ওরা বুঝলো ওদের খবর সরবরাহের বিভাগকে যদি বিশ্বাস করা যায়, তাহলে এখন আর কিছু করতে গেলে বিষম বিপদ হবে। তার চাইতে অনেক ভালো, অনেক বুদ্ধির কাজ হলো ওর বন্ধুত্বের এবং তৎসংলগ্ন সুবিধাগুলোর প্রস্তাবটি গ্রহণ করা। ক্যাপনিরা উত্তরে জানালো তারা আর হস্তক্ষেপ করবে না।

দু'হাতের তাস সমান হলো। ক্যাপনিদের মাথা হেঁট করার ফলে সারা যুক্তরাষ্ট্রের দুস্কৃতকারীদের জগতে ভিটো কর্লিয়নির সম্মান অনেকখানি বেড়ে গেলো। ছ'মাস ধরে তিনি মারানজানোদের ওপর টেক্কা দিলেন। তাদের ক্র্যাপ খেলার এলাকায় হানা দিলেন, হারলেমে তাদের প্রধান পলিসি ব্যাঙ্কারকে খুঁজে বের ক'রে তার কাছ থেকে একদিনের খেলার ফল বাগিয়ে নিলেন, শুধু টাকাকড়িগুলো নয়, নথিপত্র সহ। সমস্ত রণক্ষেত্রে তিনি শত্রুদের সম্মুখীন হলেন। এমন কি তৈরি কাপড়ের ব্যবসার ক্ষেত্রেও ক্রেমেন্জাকে সদলবলে পাঠালেন শ্রমিকসঙ্ঘের পক্ষ নিয়ে, মারানজানো আর পোশাকের কারবারের মালিকদের ভাড়াটে গুণ্ডাদের সঙ্গে লড়তে। প্রত্যেক রণক্ষেত্রেই ওর বুদ্ধি ও পরিচালনা বেশি ভালো ছিলো, কাজেই তিনিই হলেন জয়ী। ক্রেমেন্জার সহাস্য হিংস্রতাকে কর্লিয়নি খুব কৌশল ক'রে খাটাতেন, তার ফলে যুদ্ধের গতি ফিরে যেতো। তারপর ডন কর্লিয়নি টেসিওর সযত্নে রক্ষিত সেনাদল পাঠালেন স্বয়ং মারানজানোর উদ্দেশ্যে।

ততোদিনে শান্তি প্রার্থনা ক'রে মারানজানো দূত পাঠিয়েছিলো। ভিটো কর্লিয়নি তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেননি, কোনো না কোনো অজুহাতে তাদের ঠেকিয়ে রেখেছিলেন। ওদিকে

মারান্‌জানোর দলের লোকরা তাদের নেতাকে ফেলে পালাচ্ছিলো, যে যুদ্ধে পরাজয় সুনিশ্চিত তাতে প্রাণ দিয়ে কি লাভ? বুকমেকাররা আর মহাজনরা কর্লিয়নি সংগঠনকে পৃষ্ঠপোষকতার জন্য টাকা দিচ্ছিলো। যুদ্ধ একরকম শেষই হয়ে গিয়েছিলো।

অবশেষে ১৯৩৩ সালের বর্ষার শুরুর আগের রাত এলো। এদিকে টেসিও মারান্‌জানোর সংরক্ষণ সীমানার ভেতরে ঢুকে পড়েছিলো। মারান্‌জানোর লেফটেনান্টরা তার সঙ্গে মিটমাট করতে ব্যগ্র হয়ে তাদের নেতাকে সর্বনাশের হাতে সঁপে দিতে রাজি হয়েছিলো। তারা মারান্‌জানোকে বললো, ব্রুকলিনের একটা রেস্তোরাঁতে কর্লিয়নির সঙ্গে দেখা-সাক্ষাতের ব্যবস্থা করা হয়েছে। মারান্‌জানোর দেহরক্ষী হয়ে তারাও সঙ্গে গেলো। খোপ-কাটা একটা টেবিলে তাকে বসিয়ে দিলো তারা। সে বিমর্ষচিত্তে এক টুকরা রুটি চিবুতে লাগলো। এমন সময় টেসিও চারজন লোক নিয়ে ঢুকলো, দেহরক্ষীরা সঙ্গে সঙ্গে রেস্তোরাঁ থেকে পালালো। টেসিওর দণ্ডদান যেমন দ্রুত তেমনি অব্যর্থ। বন্দুকের গুলিতে মারান্‌জানোর শরীর ক্ষতবিক্ষত, মুখভরা আধা-চিবোনো পাউরুটি। যুদ্ধ থেমে গেলো।

মারান্‌জানোর সাম্রাজ্য এর পর কর্লিয়নি সংগঠনের সঙ্গে অঙ্গীভূত হয়ে গেলো। ডন কর্লিয়নি দর্শনী সংগ্রহের ব্যবস্থা করলেন; যে যার বুকমেকিং আর পলিসি নম্বরের চালবাজিতে থেকে গেলো। মুনাফা হিসাবে তৈরি কাপড়ের কেন্দ্রের শ্রমিকসঙ্ঘে তার একটা পা রাখার জায়গা হলো; পরবর্তীকালে এর অনেকখানি গুরুত্ব দেখা গিয়েছিলো। এদিকে ব্যবসার গণ্ডগোল মিটিয়ে নেবার পর, ডন দেখলেন বাড়িতেও গণ্ডগোল।

সান্তিনো কর্লিয়নি, সনির তখন ষোল বছর বয়স; সবাইকে অবাক ক'রে দিয়ে মাথায় ছ'ফুট লম্বা, চওড়া কাঁধ, ভারি মুখ, দেখতেও ইন্দ্রিয়াসক্ত, তবে একেবারেই মেয়েলী নয়। ফ্রিডো যেমন চুপচাপ, আর মাইকেল সবে হাঁটতে শিখেছে, শুধু সনিকে নিয়ে একটার পর একটা গোলমাল। কেবলই মারামারিতে জড়িয়ে পড়তো, স্কুলে পড়াশুনা করতো না, শেষ পর্যন্ত একদিন সন্ধ্যায় ক্রেমেন্‌জা এলো ডনের কাছে। সে ছিলো ছেলেটার গডফাদার, কিছু বলা তারই কর্তব্য, ডনকে সে জানালো যে সনি একটা সশস্ত্র ডাকাতিতে যোগ দিয়েছিলো, বোকার মতো কাজ, কিন্তু তার ফলটা খুব খারাপ হতে পারতো। বোঝাই যাচ্ছিলো যে সনিই হলো পালের গোদা, অন্য ছেলে দুটো ওরই সাগরেদ।

ভিটো কর্লিয়নি কদাচিৎ রেগে আগুন হতেন, এবার হলেন। বছর তিনেক ধরে টম হেগেনও ওদের বাড়িতে বাস করছিলো। ভিটো ক্রেমেন্‌জাকে জিজ্ঞেস করলেন বাপ-মা মরা ছেলেটাও ঐ ব্যাপারে জড়িত ছিলো কি না। ক্রেমেন্‌জা মাথা নাড়লো। তখন ভীষণ রেগে উঠে, ভিটো তার ছেলেকে সিসিলিয় ভাষায় গালি দিয়ে ভূত ভাগিয়ে দিলেন। রাগ দেখাবার জন্য সিসিলিয় ভাষার মতো ভাষা নেই। শেষে ভিটো একটা প্রশ্ন করলেন, "এমন একটা কাজ করার অধিকার তুমি কোথায় পেলে? এমন কাজ করার ইচ্ছাই বা হলো কেন?"

সনি মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইলো, কোনো উত্তর দিলো না। তাচ্ছিল্যের সঙ্গে ডন বললেন, "আর কি বুদ্ধি! এক রাত খেটে পেয়েছিলে কতো? একেকজন পঞ্চাশ ডলার? নাকি বিশ ডলার? বিশটা ডলারের জন্য নিজের প্রাণ বিপন্ন করেছিলে, অ্যা?"

শেষের কথাগুলো যেনো কানেই যায় নি এমনভাবে উদ্ধত কণ্ঠে সনি বললো, "তুমি ফানুচ্চিকে মেরেছিলে, আমি দেখেছিলাম।"

ডন বললেন, "ও-ও!" বলে চেয়ারে হেলান দিয়ে অপেক্ষা ক'রে রইলেন। সনি বললো, "ফানুচ্চি বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলে, মা বললো এখন বাড়ির ভেতর যেতে পারি। দেখলাম তুমি ছাদে উঠলে, আমিও পেছনে পেছনে উঠলাম। কি কি করলে সব দেখলাম। ছাদেই ছিলাম, তোমাকে ওয়ালেটটা আর বন্দুকটা ফেলে দিতে দেখলাম।"

তখন দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে ডন বললেন, "তাহলে কি রকম ব্যবহার করতে হয় সে বিষয়ে তোমাকে আমার কিছু বলার নেই। কিন্তু তুমি কি স্কুলের পড়া শেষ করতে চাও না, উকিল হতে চাও না? এক হাজার লোক মুখোশ পরে বন্দুক নিয়ে যতো টাকা চুরি করতে পারে, একটা বৃফকেসের সাহায্যে একেকজন উকিল তার চেয়ে বেশি পারে।"

সনি মুচকি হেসে ধূর্তভাবে বললো, "আমি আমাদের পারিবারিক ব্যবসায় ঢুকতে চাই।" যখন দেখলো ডনের মুখের ভাবে কোনো পরিবর্তন হলো না, রসিকতাটা শুনেও হাসলেন না, সনি তাড়াতাড়ি বললো, "আমি জলপাই-তেলের ব্যবসা শিখতে চাই।"

তবু ডন কোনো উত্তর দিলেন না। অবশেষে কাঁধ তুলে বললেন, "প্রত্যেকটি মানুষের একটা নিয়তি থাকে।" সেই সঙ্গে এ-কথা অবশ্য বললেন না যে ফানুচ্চির হত্যাকাণ্ড দেখার সঙ্গে সঙ্গে তার ছেলের নিয়তিও নির্দিষ্ট হ'য়ে গিয়েছিলো। মুখটা শুধু ফিরিয়ে নিয়ে আস্তে আস্তে বললেন, "কাল সকালে নটার সময় এসো। কি করতে হবে গেন্‌কো দেখিয়ে দেবে।"

কনসিলিওরির কাজ করতে হলে যে বিচক্ষণ অন্তর্দৃষ্টির দরকার, তার সাহায্যে গেনকো আবানদান্ডো নিশ্চয়ই ডনের আসল ইচ্ছাটা বুঝে নিয়েছিলো। সনিকে সে প্রধানত ডনের দেহরক্ষীর কাজে রাখতো; তাহলে ডন হওয়ার সূক্ষ্ম দিকগুলো সম্বন্ধেও সনির চাক্ষুষ শিক্ষা হবে। এর ফলে ডনেরও একটা অধ্যাপনার দিক খুলে যেতে লাগলো। বড় ছেলেকে পাঠ দেবার অভিপ্রায়ে, কি ক'রে সাফল্য লাভ করতে হয়, এই বিষয়ে তিনি প্রায়ই বক্তৃতা দিতেন।

একদিকে যেমন ডন প্রায়ই বলতেন মানুষের একটা নিয়তি থাকে, অপর দিকে হুট ক'রে রেগে ওঠার জন্য সনিকে উনি প্রায়ই তিরস্কার করতেন। ডন মনে করতেন কাউকে শাসানো হলো নিজের দুর্বলতা প্রকাশের মূঢ়তম উপায়। না ভেবেচিন্তে রাগ দেখানো যে কোনো মানুষের সব চাইতে বিপজ্জনক অভ্যাস। ডনকে কেউ কখনও কাউকে খোলাখুলি ভয় দেখাতে শোনেনি, রেগে সংযম হারাতে তাকে কেউ কখনও দেখেনি। তার পক্ষে সে-রকম ব্যবহার চিন্তার বাইরে ছিলো। কাজেই নিজের প্রশিক্ষণগুলি তিনি সনিকে শেখাবার চেষ্টা করতেন। তিনি বলতেন, "শত্রু যদি তোমাদের দোষগুলো বড় ক'রে দেখে তার চাইতে বেশি সুবিধা জীবনে আর হয় না, যদি না বন্ধুরা তোমার গুণগুলোকে ছোটো ক'রে দেখে।"

ক্যাপোরেজিমি ক্লেমেন্‌জা তখন সনিকে হাতে নিয়ে, তাকে গুলি চালাতে, ফাঁস পরাতে শেখালো। সনির ঐ ইতালিয় কায়দার দড়ির ফাঁস পছন্দ ছিলো না, ও খুব বেশি মার্কিনীভাবাপন্ন ছিলো। ওর পছন্দ ছিলো সহজ, সরল, নৈর্ব্যক্তিক অ্যাংলো-স্যাক্সন বন্দুক। এতে ক্লেমেন্‌জা দুঃখ পেতো। সনি কিন্তু ক্রমে বাপের নিত্য এবং প্রিয় সহচর হ'য়ে উঠলো, ওর গাড়ি চালাতো, খুঁটিনাটি কাজে ওকে সাহায্য করতো। এর পরের দু'বছর ওদের দেখে মনে হতো একজন সাধারণ ছেলে যেন বাপের ব্যবসা শিখছে। খুব বুদ্ধিমানও ছিলো না সে, খুব বেশি আগ্রহও দেখা যেতো না, একটা আরামের চাকরি পেয়ে তাকে সন্তুষ্ট বলেই মনে হতো।

এদিকে ওর কৈশোরের বন্ধু এবং প্রায় পোষ্য নেয়া ভাই-স্বরূপ টম হেগেন কলেজে পড়াশুনা করছিলো। ফ্রিডো তখনো হাইস্কুলে; সবার ছোটো ভাই মাইকেল গ্রামার স্কুলে, আর ছোটো বোন কনি চার বছরের শিশু। অনেক দিন হলো ওরা ব্রঙ্কসে একটা ভাড়া বাড়িতে উঠে এসেছিলো, ডন কর্লিয়নি লং আইল্যান্ডে একটা বাড়ি কেনার কথা ভাবছিলেন, কিন্তু তার অন্যান্য যেসব পরিকল্পনা ছিলো, তার সঙ্গে ঐ ব্যবস্থাটাকে খাপ খাইয়ে নিতে চাইছিলেন।

ভিটো কর্লিয়নি ছিলেন আদর্শবাদী। আমেরিকার সব বড় শহরের বে-আইনী ব্যবসায়ীরা নিজেদের মধ্যে কামড়াকামড়ি ক'রে মরছিলো। এখানে-ওখানে ডজন ডজন গেরিলা যুদ্ধের সূত্রপাত হচ্ছিলো; যতো সব উচ্চাভিলাষী গুণ্ডারা নিজেদের জন্য একটা ক'রে সাম্রাজ্য গড়ে নেবার চেষ্টা করছিলো; অপর পক্ষে ডন কর্লিয়নির মতো লোকরা নিজেদের সীমানা আর বে-আইনী ব্যবসার নিরাপত্তা রক্ষা করার চেষ্টা করছিলেন ডন কর্লিয়নি দেখলেন সংবাদপত্র আর সরকারী প্রতিষ্ঠান এই সমস্ত খুন-খারাবিগুলোকে নিজেদের উদ্দেশ্য সাধনে লাগিয়ে ক্রমশ আরো কড়া আইন প্রবর্তন করতে, আরো কঠোর পুলিশি নিয়ম চালাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ছিলো। তিনি আগে থেকেই বুঝতে পারলেন যে জনসাধারণ ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলে হয়তো শেষ পর্যন্ত অনেক গণতান্ত্রিক অধিকার লোপ পাবে, তাহলে তার আর তার লোকদের সর্বনাশ হয়ে যাবে। ভেতরে ভেতরে তার সাম্রাজ্যের নিরাপত্তা সুরক্ষিত ছিলো। তিনি স্থির করলেন আগে নিউইয়র্ক শহরের যুদ্ধে-লিপ্ত দলগুলোর মধ্যে, তারপর সমস্ত দেশের মধ্যেও শান্তি আনবেন।

এ ধরণের প্রচেষ্টাতে যে বড় ধরণের বিপদ ছিলো সে ব্যাপারে ডনের কোন সন্দেহ ছিলো না। ইতিহাসখ্যাত বহু স্বনামধন্য শাসনকর্তা আর আইন প্রর্বতকদের মতো ডন কর্লিয়নিও এই সিদ্ধান্তে আসলেন যে, যতোদিন না স্বাধীন-সার্বভৌম রাজ্যের সংখ্যা কমিয়ে আয়ত্তের মধ্যে আনা যায়, ততোদিন শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপন অসম্ভব।

পাঁচ-ছয়টা পরিবার ছিলো যাদের এতো ক্ষমতা যে তাদেরকে উচ্ছেদ করা যায় না। কিন্তু বাকিদের, যারা ডন কর্লিয়নির ভাষায় ছিচকে, তাদের সবার বিরুদ্ধে তিনি একটা ঔপনিবেশিক অভিযান শুরু ক'রে দিয়ে, তাদের বিপক্ষে সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করলেন।

নিউইয়র্ক ঠাণ্ডা করতে তিন বছর লেগেছিলো; একদল আইরিশ লুটেরার দলকে ডন নির্মূল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, কিন্তু তারা তাদের মরকত দ্বীপের বেপরোয়া বাহাদুরি দিয়ে আরেকটু হলেই যুদ্ধে জিতে যাচ্ছিলো। তাদের একজন আচমকা ডনের নিরাপত্তা ভেদ ক'রে তার বুকে গুলি চালিয়ে দিয়েছিলো। সঙ্গে সঙ্গে আক্রমণকারীর দেহ গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে গিয়েছিলো। এই ঘটনায় সান্তিনো একটা সুযোগ পেয়ে গেলো। ডন আহত হওয়াতে সে একটা দলের নেতৃত্ব দেবার সুযোগ পেলো। নিজের সৈন্যদল নিয়ে সে হয়ে উঠলো তরুণ নেপোলিওন। নগর যুদ্ধে বিশেষ প্রতিভার পরিচয় দিলো সে। সেই সাথে নিষ্ঠুর আর নির্মমতার পরিচয়ও দিয়েছিলো। এই একটা জিনিসেরই অভাব ছিলো ডন কর্লিয়নির।

১৯৩৫ থেকে ১৯৩৭ সালের মধ্যে দুষ্কৃতকারীদের জগতে সবচাইতে ক্রূর আর নির্মম ঘাতক ব'লে সনির খ্যাতি হয়েছিলো। তবে ভয়াবহতার ব্যাপারে লুকা ব্রাসিই কেবল ওকে ছাড়িয়ে যেতো।

বাকি আইরিশ বন্দুকধারীদের পেছনে ব্রাসি লেগেছিলো, এক হাতে সে তাদের নিশ্চিহ্ন ক'রে দিয়েছিলো। একবার ছটি ক্ষমতাশালী 'পরিবারে'র একটি অনধিকার-প্রবেশ ক'রে,

দলের বাইরের লোকদের রক্ষক হবার চেষ্টা করেছিলো। ব্রাসি একা গিয়ে বাকিদের সবাইকে সাবধান ক'রে দেবার উদ্দেশ্যে, ঐ পরিবারের নেতাকে হত্যা করেছিলো।

১৯৩৭ সালের মধ্যে নিউইয়র্ক শহরে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো। অবশ্য ছোটোখাটো ঘটনা ঘটতো, ছোটোখাটো ভুল বোঝাবুঝি; বলা বাহুল্য মাঝে মাঝে তার মর্মান্তিক পরিণামও হতো।

প্রাচীন শহরের শাসনকর্তারা যেমন নগর প্রাচীরের বাইরে ভ্রাম্যমাণ অসভ্য জাতিগুলোর ওপর সজাগ দৃষ্টি রাখতেন, ডন কর্লিয়নিও তেমনি তার এলাকার বাইরের জগতের কারসাজির ওপর চোখ রাখতেন। তিনি লক্ষ্য করলেন হিটলার কেমনে এলো, স্পেনের পতন হলো, মিউনিখে জর্মানি কেমন বৃটেনকে ধাক্কা দিলো। বহির্জগতের ঠুলি তার চোখে বাঁধা না থাকাতে, তিনি স্পষ্ট দেখলেন একটা বিশ্বযুদ্ধ আসন্ন, তার অর্থটা কেমন দাঁড়াবে তাও তিনি আঁচ ক'রে নিলেন। তার নিজের জগৎটুকু আগের চাইতেও দুর্ভেদ্য হয়ে উঠবে। শুধু তাই নয়, সজাগ এবং দূরদৃষ্টিসম্পন্ন লোকেরা যুদ্ধের সময় অশেষ ধনসম্পদ যোগাড় করতে পারবে। কিন্তু সেটা করতে হলে, বাইরের পৃথিবীতে যতো যুদ্ধ হয় হোক, তার নিজের এলাকাতে শান্তি স্থাপন করা দরকার।

সমস্ত যুক্তরাষ্ট্রে ডন কর্লিয়নি তার বার্তা পাঠালেন। লস্ এ্যাঞ্জেলেস, সান ফ্রান্সিস্কো, ক্লিভল্যান্ড, শিকাগো, ফিলাডেল্ফিয়া, মায়ামি; বোস্টন, সমস্ত জায়গায় তার দেশী ভাইদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করলেন। দুস্কৃতকারীদের জগতে তিনি ছিলেন শান্তির দূত; ১৯৩৯ সালের মধ্যে তিনি রোমের পোপের চাইতেও বেশি সাফল্য লাভ করেছিলেন। দেশের সব চাইতে প্রতিপত্তিশালী দুস্কৃতকারীদের সংগঠনের মধ্যে একটা সক্রিয় মতৈক্য স্থাপন করেছিলেন। যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রের মতো এই চুক্তিতে নিজের রাজ্যে বা শহরে, প্রত্যেক সদস্যের কর্তৃত্ব স্বীকৃত হয়েছিলো। চুক্তির বিষয়বস্তু ছিলো শুধু কার কোথায় কি ক্ষমতা থাকবে, তবে সবাই দুষ্টকৃতকারীদের জগতে শান্তিরক্ষা করবে ব'লে কথা দিয়েছিলো।

অতএব যখন ১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়েছিলো, তারপর যখন ১৯৪১ সালে আমেরিকা সেই যুদ্ধে যোগদান করলো, তখন ডন ভিটো কর্লিয়নির জগতে শান্তি শৃঙ্খলা বিরাজ করছিলো। আমেরিকার এক দিকের বাজার হঠাৎ গরম হয়ে উঠেছিলো। সেখানকার সোনালী ফসল ঘরে তুলবার জন্য সবাই একেবারে প্রস্তুতও ছিলো। কালোবাজার থেকে ও.পি.এ. খাবারের টিকেট, পেট্রলের কুপন, এমনকি যাতায়াতের অনুমতিপত্র পর্যন্ত সরবরাহ করাতে কর্লিয়নি পরিবারের হাত ছিলো। ওরা যুদ্ধের নানান কন্ট্র্যাক্ট যোগাড় করে দিতে পারতো, তারপর কাপড় তৈরির ব্যবসায় লিপ্ত যে সমস্ত কারবার যথেষ্ট কাঁচা মাল যোগাড় করতে পারতো না, কারণ তারা সরকারী কন্ট্র্যাক্ট পায়নি, তাদের কাছে কালোবাজার থেকে কাপড় সরবরাহ করতো। ডন কর্লিয়নির সংগঠনে যারা কাজ করতো, তাদের মধ্যে যারা সামরিক বিভাগে যোগ দিতে আইনত বাধ্য ছিলো, সেই সমস্ত যুবকদের ঐ ভিন-দেশী লড়াই থেকে তিনি খালাস করিয়ে আনতে পারতেন। এটা তিনি করতেন ডাক্তারদের সাহায্য নিয়ে; তারা বলে দিতো শারীরিক পরীক্ষার আগে কি কি ওষুধ খেতে হবে; নয়তো ছেলেগুলোর কোনো সামরিক কারখানায় চাকরি করিয়ে দিতেন, সেখান থেকে যুদ্ধের জন্য লোক নেয়া হতো না।

কাজেই তার শাসনব্যবস্থা নিয়ে ডনের যথেষ্ট গর্বের কারণ ছিলো। যারা তার কাছে বশ্যতা স্বীকার করেছিলো, তার জগতে তারা সকলে নিরাপদে বাস করতে পারতো। অন্য সব লোক, যারা আইন-শৃঙ্খায় বিশ্বাস করতো, তারা লাখে লাখে মরছিলো। সুখের একমাত্র অন্তরায় ছিলো যে তার নিজের ছেলে মাইকেল কর্লিয়নি, তার সাহায্য অস্বীকার ক'রে স্বেচ্ছায় গিয়ে দেশরক্ষার্থে নাম লেখালো। ডন আরো অবাক হলেন দেখে যে তার সংগঠন থেকে আরো কয়েকজন যুবকও তাই করলো। তাদের মধ্যে একজন তার ক্যাপোরেজিমিকে ব্যাপারটা বোঝাবার চেষ্টা ক'রে বলেছিলো, "এ-দেশটা যে আমার সঙ্গে বড্ড ভালো ব্যবহার করেছে।" ডনের কানে এ কাহিনী পৌঁছাতেই তিনি রেগে বলেছিলেন, 'আমিও ওর সঙ্গে বড্ড ভালো ব্যবহার করেছি।" ওরা সবাই হয়তো খুব মুশকিলে পড়ে যেতো, কিন্তু ডন যখন নিজের ছেলেকে ক্ষমা করেছিলেন, তখন এইসব অন্য যুবকদেরও ক্ষমা করতে হলো, যদিও ডনের প্রতি, নিজেদের প্রতি ওদের কোনো কর্তব্যজ্ঞানই ছিলো না।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষে ডন কর্লিয়নি বুঝেছিলেন তার জগৎটার আবার ভোল বদলাতে হবে। বাইরের বৃহত্তর জগতের ধরনধারণের সঙ্গে আরো অনায়াসে খাপ খেয়ে যেতে-হবে। তার মনে হলো মুনাফার হার না কমিয়েও সেটা করা সম্ভব হতে পারে।

এই বিশ্বাসের মূলে ছিলো তার নিজের অভিজ্ঞতা। দুটি ব্যক্তিগত ব্যাপারের ফলে তিনি ঠিক পথটি ধরেছিলেন। তার কর্মজীবনের গোড়ার দিকে, নাজরিনির বয়স কম ছিলো, সে একজন রুটিওয়ালার সহকারীর কাজ করতো, এদিকে বিয়ে করবার ইচ্ছাও ছিলো। সে এসেছিলো তার কাছে কিঞ্চিৎ সাহায্যের জন্য। সে আর তার হবু স্ত্রী, ভারি লক্ষ্মী এক ইতালিয় মেয়ে, দুজনে মিলে টাকা জমিয়ে, আসবাবপত্রের একজন পাইকারি ব্যবসায়ীকে, কারো সুপারিশের ফলে, একেবারে অতগুলো টাকা–তিনশো ডলার দিয়ে বসেছিলো। পাইকারি ব্যবসায়ী তার দোকান থেকে ওদের সস্তার বাড়ি সাজাবার জন্য যা যা দরকার সব বেছে নিতে বলেছিলো। শোবার ঘরের জন্য মজবুত আসবাব, তার মধ্যে দুটি ডেস্ক আর বাতিও ছিলো। বসার ঘরের জন্য পুরু গদী-আঁটা কোচ-কেদারা, সোনালী-সুতা বোনা কাপড়ের গদী-মোড়া আসবাবে ঠাসা, প্রকাণ্ড এক গুদাম থেকে সারাদিন ধরে মহানন্দে নাজরিনি আর তার হবু বউ তাদের পছন্দের জিনিসগুলো বেছে নিয়েছিলো। পাইকারি লোকটা ওদের টাকা নিয়েছিলো, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে রোজগার করা তিনশো ডলার, তারপর টাকাটা পকেটে ভরে বলেছিলো এক সপ্তাহের মধ্যে সমস্ত আসবাব ওদের সদ্য-ভাড়া-করা ফ্ল্যাটে পাঠিয়ে দেবে।

তার পরের সপ্তাহেই কিন্তু ঐ কোম্পানি লাটে উঠলো। আসবাবে ঠাসা প্রকাণ্ড গুদামে তালা মেরে সীল ক'রে দেয়া হলো, পাওনাদারদের টাকা শোধাবার জন্য জিনিসপত্র আটক হলো। অন্যান্য পাওনাদারদের শূন্যে রাগ ঝাড়বার সুযোগ দিয়ে ব্যবসায়ী নিজে অদৃশ্য হয়ে গেলো। তাদের মধ্যে নাজরিনিও ছিলো। সে তার উকিলের কাছে গিয়েছিলো; উকিল বললো আদালতে মামলা শেষ হলে, পাওনাদাররা তাদের প্রাপ্য পাবে। তার আগে কিছু করা যাবে না। হয়তো তিন বছর সময় লাগবে আর নাজরিনি যদি প্রতি ডলারে তিন সেন্টও পায়, তাহলেও বলতে হবে ওর কপাল ভালো।

সহাস্য অবিশ্বাসের সঙ্গে ভিটো কর্লিয়নির নাজরিনির বিবৃতি শুনেছিলেন। আইন কখনো

এরকম চুরির প্রশ্রয় দিতে পারে? ঐ পাইকারি ব্যবসায়ী একটা প্রাসাদতুল্য বাড়ির মালিক, লং আইল্যান্ডে তার সম্পত্তি, চমৎকার একটা মোটরগাড়ি, ছেলেদের সে কলেজে পড়ায়। গরীব রুটিওয়ালা নাজরিনির তিনশো ডলার সে কি বলে নিলো, অথচ আসবাবগুলো দিলো না? তবু, একেবারে নিশ্চিন্ত হবার জন্য ভিটো কর্লিয়নি গেন্‌কো আবানদাভোকে বলে গেন্‌কোর 'বিশুদ্ধ তেল' কোম্পানির উকিলকে দিয়ে সমস্ত খবর আনালেন।

নাজোরিনি সত্যি কথাই বলেছিলো। ব্যবসায়ীর সমস্ত সম্পত্তি তার স্ত্রীর নামে লেখা। ব্যক্তিগতভাবে সে এক পয়সার জন্য দায়ী নয়। সে যখন জানতো যে দেউলিয়ার খাতায় নাম উঠেছে, তখন নাজরিনির টাকাটা নেয়া অন্যায় হয়েছিলো, কিন্তু অমন তো অনেকেই করে। আইনের দিক থেকে কিছু করার ছিলো না।

বলা বাহুল্য ব্যাপারটা খুব সহজেই মিটে গিয়েছিলো। ডন কর্লিয়নি তার কনসিলিওরি গেন্‌কো আবানদাভোকে পাঠিয়ে দিলেন পাইকারি ব্যবসায়ীর সঙ্গে কথা বলতে এবং যেমন আশা করা গিয়েছিলো, চালাক চতুর ব্যবসায়ী সঙ্গে সঙ্গে পরিস্থিতিটা বুঝে নিয়ে নাজরিনি যাতে তার আসবাব পায়, সে ব্যবস্থা করে দিয়েছিলো। তবে অল্পবয়সী ভিটো কর্লিয়নির পক্ষে এই ব্যাপারটা থেকে কিছু শেখার মতো জিনিস ছিলো।

দ্বিতীয় ঘটনার প্রতিক্রিয়া আরো সুদূরপ্রসারী ছিলো। ১৯৩৯ সালে ডন কর্লিয়নি স্থির করলেন সপরিবারে শহরের বাইরে থাকবেন। যেকোনো বাপের মতো তারও ইচ্ছা হতো তার ছেলেরা ভালো স্কুলে পড়ে, ভালো সঙ্গীদের সঙ্গে মেশে। ব্যক্তিগত কারণেও তিনি শহরতলীতে অজ্ঞাতবাস করতে চাইতেন, যেখানে তার বিষয়ে কেউ কিছু জানে না। তাই তিনি লংবিচের ঐ প্রাঙ্গণসুদ্ধ সম্পত্তিটা কিনেছিলেন। তখন সেখানে মাত্র চারটি নতুন বাড়ি ছিলো, কিন্তু আরো বাড়ি তুলবার জন্য প্রচুর জায়গা ছিলো। সান্দ্রার সঙ্গে সনির বিয়ে ঠিক হয়েছিলো, শীগ্‌গির বিয়েও হবে, একটা বাড়ি ওদের জন্য দরকার হবে। একটাতে ডন থাকবেন। একটাতে গেন্‌কো সপরিবার থাকবে। বাকিটা সে-সময়ে খালি রাখা হয়েছিলো।

ওরা নতুন বাড়িতে উঠে আসার এক সপ্তাহ পরে একটা ট্রাকে ক'রে তিনজন ভালো মানুষের মতো লোক এসে বললো তারা নাকি শহরের ফার্নেস ইন্সপেক্টর, 'ফার্নেস' অর্থাৎ বাড়ি গরম রাখার উনুন। ডনের অল্পবয়সী দেহরক্ষীদের একজন লোকগুলোকে বেস্‌মেন্টের ফার্নেসের কাছে নিয়ে গেলো। ডন তখন তার স্ত্রী আর সনির সঙ্গে বাগানে বসে সমুদ্রের নোনা হাওয়া খেয়ে আরাম করছিলেন।

এমন সময় দেহরক্ষী এসে ডনকে বাড়ির মধ্যে ডেকে নিয়ে গেলো, তিনি তো মহা বিরক্ত। কারিগররা তিনজনেই লম্বা চওড়া দেখতে, তারা ফার্নেসটাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে ছিলো। ফার্নেসটা ওরা খুলে ফেলেছিলো, অংশগুলো ঘরের সিমেন্টের মেঝের ওপর ছড়িয়ে ছিলো। দলের যে পাণ্ডা তার চেহারাটা কর্তাব্যক্তির মতো, সে হেঁড়ে গলায় ডনকে বললো, "আপনার ফার্নেসটার তো খুবই দুরাবস্থা। যদি বলেন ওটাকে সারিয়ে আবার ঠিক ক'রে বসিয়ে দিতে পারি, কিন্তু খাটুনি আর ফালতু অংশ ইত্যাদি নিয়ে লাগবে দেড়শো ডলার। তারপর সরকারী পরিদর্শকের জন্য ওটাকে আমরা পাস্ করিয়ে দেবো।" এই বলে একটা লাল কাগজের লেবেল বের করে দেখালো, "এই সীলটা আমরা একবার লাগিয়ে দিলে, আর কেউ এসে আপনাদের বিরক্ত করবে না।"

ডনের খুব মজা লাগলো। একঘেয়ে বিরক্তিকরভাবে সপ্তাহটা কেটেছিলো, নতুন বাড়িতে সংসার তুলে আনলে যা হয়, হাজার রকম খুঁটিনাটি কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হয়েছিলো, কাজে যাওয়া হয়নি। ডনের ইংরেজি কথার সামান্য একটু টান ছাড়া কোনো খুঁত ছিলো না; ইচ্ছা করেই ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে তিনি বললেন, "টাকা না দিলে আমার ফার্নেসের কি হবে?"

কারিগরদের পাণ্ডা তার কাঁধ দুটো একটু তুলে বললো, "কি আর হবে, ওসব যেমন আছে তেমনি ফেলে রেখে আমরা চলে যাবো।" এই বলে ঘরময় ছড়ানো ধাতুর অংশগুলোকে দেখালো।

কাঁচমাচু ভাবে ডন বললেন, "দাঁড়াও, টাকা নিয়ে আসছি।" এই বলে বাগানে গিয়ে সনিকে বললেন, "শোনো কয়েকটা কারিগর ফার্নেসের কাজ করছে। তারা কি চায় ঠিক বুঝতে পারলাম না। যাও তো, একটা ব্যবস্থা ক'রে এসো।" সবটা শুধু ঠাট্টা ছিলো না। ডন ছেলেকে তার সহকারী ক'রে নেবার কথা ভাবছিলেন। ব্যবসার পদাধিকারীদের এই ধরনের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হয়।

কিন্তু সনি যেভাবে সমস্যার সমাধান করলো, ওর বাপ তাতে খুব খুশি হতে পারলেন না। বড় বেশি খোলাখুলি ব্যবস্থা, সিসিলির সেই বিখ্যাত সূক্ষ্মতার অভাব। এ তো তলোয়ারের ঘা নয়, এ যেন মুগুরের বাড়ি! যেই না সনি দলের পাণ্ডার দাবি শুনলো, অমনি বন্দুকের সাহায্যে তিনজনকে কোণঠাসা করে, দেহরক্ষীদের ডেকে, বেশ উত্তম-মধ্যম দেওয়ালো। তারপর ওদের দিয়ে ফার্নেস মেরামত করিয়ে, বেস্‌মেন্টের ঘরটি সাফ করালো। শেষে ওদের গা তল্লাসী ক'রে সনি আবিষ্কার করলো ওরা বাস্তবিকই একটা গৃহ সংস্কার সংস্থার কর্মী, ওদের হেড কোয়ার্টার সাফক্ কাউন্টিতে। কোম্পানির মালিকের নাম জেনে নিলো সনি, তারপর লাথি মারতে মারতে ওদের ট্রাকে পৌছে দিয়ে বললো, "আবার যদি লংবিচে তোমাদের কোনো দিন দেখি দুর্গতির আর শেষ থাকবে না।

বয়স বাড়ার সঙ্গে আরো নিষ্ঠুর হয়ে উঠবার আগে, কম-বয়সী সান্তিনোর অভ্যাস ছিলো, যেখানে যাদের সঙ্গে বাস করতো, তাদের সবার রক্ষাকর্তা হ'য়ে উঠতো। ঐ ঘটনার পর ও সত্যি সত্যি সেই গৃহ সংস্কার সংস্থার মালিকের সঙ্গে দেখা ক'রে তাকে বলে দিয়েছিলো লংবিচে যেন কখনো কোনো লোক না পাঠায়। স্থানীয় পুলিশের সঙ্গে কর্লিয়নি পরিবারের অভ্যস্ত যোগাযোগ হবার পর এই ধরনের সব অভিযোগের কথা, পেশাদার আইন ভঙ্গকারীদের নানা রকম অপরাধের কথা সব ওদের কানে আসতো। বছর শেষ হবার আগেই, সারা দেশে ঐ আকারের সব শহরের মধ্যে লংবিচ হয়ে উঠলো সব চাইতে অপরাধ মুক্ত। পেশাদার লুটেরাদের আর গুণ্ডাদের একবার মাত্র সাবধান ক'রে দেয়া হতো যেন ঐ শহরে ব্যবসা না চালায়। একবার অপরাধ করলে, তাদের ক্ষমা করা হতো। দ্বিতীয়বার করলে, তারা অদৃশ্য হয়ে যেতো। যতো সব ভণ্ড গৃহ সংস্কার সংস্থার কারিগর জাতের লোক আর বাড়ি বাড়ি গিয়ে যারা ধাপ্পাবাজি করে বেড়াতো, তাদের সবাইকে ভদ্রভাবে বলে দেয়া হলো লংবিচের কেউ তাদের চায় না। যে সব ধাপ্পাবাজদের আত্মপ্রত্যয় বেশি ছিলো যে তারা সতর্কবাণী অগ্রাহ্য করতো, তাদের পিটিয়ে মাটিতে বিছিয়ে দেয়া হতো। স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে যে সব বদমাইশ ছোকরা ছিলো, যারা আইন কিংবা ন্যায্য কর্তৃপক্ষকে মানতো না, বাপের মতো করে তাদের উপদেশ দেয়া হতো যেন বাড়ি থেকে পালিয়ে যায়। লংবিচ একটি আদর্শ শহর হয়ে উঠলো।

ঐ সব বেচা-কেনার ধাপ্পাবাজির আইনের দিকটা দেখে ডন সব চাইতে প্রভাবিত হয়েছিলেন। উনি যখন একজন সততাপরায়ণ যুবক ছিলেন, তখন যে আলাদা দুনিয়াটাতে তার প্রবেশাধিকার ছিলো না, এখন স্পষ্ট দেখা গেলো সেখানে তার মতো গুণী লোকের যথেষ্ট স্থান আছে। ডন সেই জগতে প্রবেশ করবার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিলেন।

এইভাবে লংবিচের প্রাঙ্গণে তিনি সুখে বাস করতে লাগলেন এবং ক্রমে সাম্রাজ্য বিস্তার করতে লাগলেন, যতোদিন না যুদ্ধ শেষ হলো আর তুর্কি সলোৎসো শান্তি ভঙ্গ ক'রে ডনের জগৎটাকে তার নিজস্ব একটা যুদ্ধে নিমজ্জিত ক'রে ডনকে হাসপাতালের বিছানায় নিয়ে ফেললো।

পনেরো

নিউ হ্যাম্পশায়ারের এই গ্রামে বউ-ঝি'রা বিজাতীয় কিছু ঘটলেই জানালা দিয়ে উঁকি মেরে, দোকানীরা দরজায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে,সব লক্ষ্য করতো। কাজেই নিউইয়র্কের নম্বর ঝোলানো কালো মোটর গাড়িটা অ্যাডাম্‌স্‌দের বাড়ির সামনে এসে থামলে কয়েক মিনিটের মধ্যেই গ্রামের সব লোক ব্যাপারটা জেনে গেলো।

কে অ্যাডাম্‌স্‌ কলেজে পড়া মেয়ে হলেও আসলে যথেষ্ট গ্রাম্য ছিলো, সে-ও তার শোবার ঘরের জানালা থেকে উঁকি মেরে দেখছিলো। পরীক্ষার পড়া বন্ধ করে সবেমাত্র নিচে এসে দুপুরের খাবার যোগাড় করছে, এমন সময় চোখে পড়লো গাড়িটা আসছে এবং যে-কারণেই হোক, সেটা যখন ওদের বাড়ির সামনে থামলো, কে একটুও আশ্চর্য হলো না। দুজন লোক নামলো, লম্বা-চওড়া দুজন লোক, দেখতে অনেকটা ফিল্মের গুণ্ডাদের মতো। অমনি কে এক দৌড়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে, ওদের আগেই সদর দরজায় পৌছালো। ওর মনে হচ্ছিলো ওরা নিশ্চয় মাইকেলের কিংবা তার বাড়ির কারো কাছ থেকে এসেছে। আলাপ করিয়ে দেবার আগে ওরা এসে ওর মা-বাবার সঙ্গে কথা বলতে আরম্ভ করবে, এটা কে-র ভালো লাগছিলো না। মনে মনে ভাবছিলো যে মাইকের বন্ধু-বান্ধব সম্বন্ধে ও যে লজ্জিত, তা নয়। তবে মা-বাবা হলেন সেকেলে নিউ ইংল্যান্ডবাসী ইয়াঙ্কি, এ-ধরনের লোকের সঙ্গে মেয়ের কি করে আলাপ হতে পারে, সেটা তারা মোটেই বুঝবেন না।

বেল বাজার সঙ্গে সঙ্গে দরজার কাছে পৌছে, মাকে ডেকে বললো, "আমি যাচ্ছি।" দরজা খুলতেই দেখলো লম্বা-চওড়া লোক দুটো দাঁড়িয়ে আছে। ফিল্মের গুণ্ডারা যেভাবে বুক পকেটে হাত দিয়ে বন্দুক বের করে, একজন ঠিক সেইভাবে বুক পকেটে হাত দিতেই, কে এমনি চমকে উঠলো যে মুখ দিয়ে জোরে একটা নিঃশ্বাস বেরিয়ে এলো। লোকটা কিন্তু ছোট্ট একটা চামড়ার কেস্‌ বের ক'রে, খুলে ধরতেই একটা পরিচয়পত্র দেখা গেলো। সে বললো, "আমি নিউ ইয়র্কের পুলিশ বিভাগের ডিটেকটিভ, জন ফিলিপস্‌।" ব'লে অন্য লোকটির দিকে ইশারা করলো। সে লোকটির গায়ের রঙ কালো আর ভুরু দুটিও খুব পুরু, কুচকুচে কালো। "এ আমার সহকারী ডিটেকটিভ সিরিয়ানি। আপনি কি মিস্‌ কে অ্যাডাম্‌স্‌?"

কে মাথা দুলিয়ে সায় দিলো। ফিলিপ্‌স্‌ বললো, "আমরা একটু ভিতরে এসে আপনার সঙ্গে কথা বলতে পারি? মাইকেল কর্লিয়নি সম্বন্ধে কিছু কথা আছে।"

এক পাশে সরে গিয়ে কে ওদের যাবার পথ করে দিলো। ঠিক সেই মুহূর্তে, তার পড়ার ঘরে যাবার পথে, এক পাশের ছোট হল ঘরে বাবাকে দেখা গেলো। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "কি হয়েছে, কে?"

মাথার চুল পাকা, হালকা গড়নের, অভিজাত চেহারার মানুষটি শুধু যে ওখানকার ব্যাপ্‌টিস্ট গির্জার পাদ্রী তা নয়, ধর্মীয় মহলে তার পাণ্ডিত্যের যথেষ্ট খ্যাতিও ছিলো। কে আসলে বাবাকে খুব ভালো ক'রে চিনতো না, একটু ধাঁধা লাগতো, তবু ও জানতো বাবা ওকে যথেষ্ট ভালোবসে, যদিও বাবা ওর দিকে খুব একটা নজর দিতে না। পরস্পরের মধ্যে অন্ত রঙ্গতা না থাকলেও, তার ওপর কে-র আস্থা ছিলো। কাজেই সহজভাবে বললো, "এরা নিউইয়র্কের ডিটেকটিভ। আমার চেনা একটি ছেলের কথা জিজ্ঞেস করতে চান।"

মিঃ অ্যাডাম্‌স্ একটুও অবাক হলেন ব'লে মনে হলো না। বললেন, আমরা আমার পড়ার ঘরে গিয়ে বসি?"

মৃদু স্বরে ডিটেকটিভ ফিলিপ্‌স বললো, "আপনার মেয়ের সঙ্গে আলাদাভাবে কথা বলতে পারলে ভালো হতো, মিঃঅ্যাডাম্‌স্।"

মিঃ অ্যাডাম্‌স্ ভদ্রভাবেই বললেন, "দেখুন, সেটা বোধ হয় কে-র ওপরেই নির্ভর করছে। কি বলো মা, এদের সঙ্গে আলাদা কথা বলবে, নাকি আমি থাকলে ভালো হয়? কিংবা তোমার মা?"

মিঃ অ্যাডাম্‌সই ফিলিপ্‌স্‌কে বললেন, "আমার পড়ার ঘরে কথা বলতে পারেন। আপনারা কি লাঞ্চ খেয়ে যাবেন?" তারা মাথা নাড়লো। কে ওদের পড়ার ঘরে নিয়ে গেলো।

ঘরে ঢুকে কে তার বাবার বড় চামড়া-বাঁধানো-চেয়ারে বসলো, ওরা অস্বস্তির সঙ্গে তার পাশে বসলো। এই বলে ডিটেকটিভ ফিলিপ্‌স্ কথা শুরু করলো, "মিস্ অ্যাডাম্‌স্, গত তিন সপ্তাহের মধ্যে কোনো সময়ে কি আপনি মাইকেল কর্লিয়নিকে দেখেছেন বা তার কাছ থেকে কোনো খবর পেয়েছেন?" ওকে সাবধান করে দেয়ার জন্যে ঐ একটি প্রশ্নই যথেষ্ট। তিন সপ্তাহ আগে বস্টনের সংবাদপত্র পড়েছিলো কে, তাতে বড় বড় শিরোনামে নিউ ইয়র্কের একজন পুলিশ ক্যাপ্টেন আর ভার্জিল সলোৎসো নামের মাদক দ্রব্যের এক চোরাকারবারির হত্যাকাণ্ডের কথা ছিলো। খবরের কাগজে লিখেছিলো সমস্ত ব্যাপারটাই কর্লিয়নি পরিবার সংক্রান্ত দলীয় যুদ্ধের অংশ।

মাথা নেড়ে কে বললো, "না। ওকে যখন শেষ দেখি, ও তখন হাসপাতালে ওর বাবাকে দেখতে যাচ্ছিলো। হয়তো তিন সপ্তাহ আগে হবে।"

অন্য ডিটেকটিভ কর্কশ ভাবে বললো, "ঐ দেখা হওয়্যার কথা আমরা জানি। তারপর কি আর দেখা হয়েছে?"

কে বললো, "না, হয়নি।"

ডিটেকটিভ ফিলিপ্‌স্ নরম গলায় বললো, "তার সঙ্গে যদি যোগাযোগ হয়, আমাদের জানালে ভালো হয়। মাইকেল কর্লিয়নির সঙ্গে আমাদের কথা বলার বড় দরকার। আপনাকে সতর্ক ক'রে দেয়া আমার কর্তব্য, তার সঙ্গে আপনার কোনো রকম যোগাযোগ থাকলে, আপনি কিন্তু খুব বাজে পরিস্থিতির সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়বেন। তাকে কোনো ভাবে সাহায্য করলে আপনি সম্ভবত ভীষন বিপদে পড়বেন।"

কে তার চেয়ার থেকে সোজা উঠে জিজ্ঞেস করলো, "তাকে সাহায্য করবো না কেন? আমাদের বিয়ে হবে, বিবাহিত লোকরা তো পরস্পরকে সাহায্য করে।"

এ কথার জবাব দিলো ডিটেকটিভ সিরিয়ানি, "যদি সাহায্য করেন, তাহলে আপনি খুনের সহযোগিতার দায়ে পড়বেন। আমরা আপনার বন্ধুকে খুঁজে বেড়াচ্ছি কারণ সে নিউইয়র্কের একজন পুলিশ ক্যাপ্টেনকে এবং একজন গুপ্তচরকে মেরে ফেলেছে, গুপ্তচরের সঙ্গে ক্যাপ্টেন কথা বলছিলো। আমরা ভালো করেই জানি মাইকেল কর্লিয়নিই গুলি চালিয়েছিলো"।

কে হাসলো। এমন সরল অবিশ্বাসের হাসি যে গোয়েন্দারা দুজনেই প্রভাবিত হলো। কে বললো, "এমন কাজ মাইক কখনোই করবে না। নিজের বাড়ির লোকদের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই। ওর বোনের বিয়েতে গিয়েছিলাম, দেখেই বুঝতে পেরেছিলাম ওর সঙ্গে ওরা বাইরের লোকের মতো ব্যবহার করে, প্রায় আমারই মতো। এখন যে লুকিয়ে আছে, তার কারণ লোক চক্ষু থেকে ও সরে থাকতে চায়, যাতে এসবের সঙ্গে ওর নাম জড়িয়ে না পড়ে। মাইক তো কোন গুণ্ডা নয়। আপনাদের কিংবা অন্যকারোর চেয়ে ওকে আমি ভালো জানি। এতো ভালো মানুষের পক্ষে খুনের মতো জঘন্য কাজ করা সম্ভব নয়। আমার চেনা-জানা লোকদের মধ্যে ও-ই সব চাইতে বেশি আইন মেনে চলে, ওকে কখনো মিথ্যা কথা বলতেও শুনিনি।"

মৃদু স্বরে ডিটেকটিভ ফিলিপ্‌স্ জিজ্ঞেস করলো, "কতদিন ধরে চেনেন ওকে?"

কে বললো, "এক বছরের ওপর!" তাই শুনে গোয়েন্দারা মুচকি হাসলো দেখে কে অবাক হলো।

ডিটেকটিভ ফিলিপ্‌স্ তখন বললো, "আমার মনে হয় আপনার কয়েকটা কথা জানা উচিত। সেই রাতে আপনার কাছ থেকে ও হাসপাতালে গিয়েছিলো। সেখান থেকে বেরিয়েই একজন পুলিস ক্যাপ্টেনের সঙ্গে ওর কথা কাটাকাটি হয়েছিলো সে লোকটি বিভাগীয় কাজে ওখানে গিয়েছিলো। মাইক তাকে আক্রমণ করে, তার ফলে মার খায়। সত্যি কথা বলতে কি ওর একটা চোয়াল ভেঙে যায়, কয়েকটা দাঁতও প'ড়ে যায়। ওর বন্ধুরা ওকে লংবিচে কর্লিয়নিদের বাড়িতে নিয়ে যায়। পরদিন রাতে, যে পুলিশ ক্যাপ্টেনের সঙ্গে ওর ঝগড়া হয়েছিলো তাকে কেউ গুলি ক'রে মেরে ফেলে আর মাইকেল কর্লিয়নি নিখোঁজ হয়ে যায়। একেবারে হাওয়া হয়ে গেছে। আমাদের অনেক গুপ্তচর আছে। তারা সবাই মাইকেল কর্লিয়নিকেই ইঙ্গিত করেছে, কিন্তু আদালতের গ্রাহ্য কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি। একজন ওয়েটার গুলি চালানোর সময় উপস্থিত ছিলো, সে মাইকের ছবি দেখে চিনতে পারেনি, তবে চাক্ষুষ দেখলে হয়তো চিনতে পারবে। তাছাড়া সলোৎসোর গাড়ির চালক আছে, সে ব্যাটা কিছু বলতে রাজি নয়। কিন্তু মাইকেল কর্লিয়নিকে ধরতে পারলে, সে মুখ খুলতে পারে। আমাদের লোকেরা তাই মাইকেল কর্লিয়নিকে খুঁজছে এফ-বি-আই তাকে খুঁজছে, সবাই তাকে খুঁজছে। এখন পর্যন্ত কোনো পাত্তা নেই, কাজেই মনে হলো আপনি কিছু জানলেও জানতে পারেন।"

নিরুত্তাপ কণ্ঠে কে বললো, "আপনাদের একটি কথাও আমি বিশ্বাস করি না।" কিন্তু তার মনটা বিষিয়ে উঠেছিলো, বুঝতে পেরেছিল মাইকেলের চোয়াল ভাঙার কথাটা নিশ্চয়ই সত্যি। অবশ্য সেজন্য মাইক কোন খুন করতে যাবে না।

ফিলিপ্‌স্‌ জিজ্ঞেস করলো, "মাইক আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করলে আমাদের জানাবেন কি?"

কে মাথা নাড়লো। সিরিয়ানি বলে অন্য গোয়েন্দাটি তখন কর্কশভাবে বললো, "আপনারা একসঙ্গে থাকতেন, সে-খবর পেয়েছি। হোটেলের কাগজপত্র সাক্ষী আছে। সে খবর সংবাদপত্রে যদি জানিয়ে দেই, আপনার মা-বাবার খুব ভালো লাগবে না। তাঁদের মতো শ্রদ্ধাভাজন লোকদের মেয়ে যদি একটা গুণ্ডার সঙ্গে রাত কাটায়, সে মেয়ে সম্বন্ধে তাঁদের কোন ভালো ধারণা হবে না। আপনি যদি এখনই সব কথা খুলে না বলেন, আপনার বুড়ো বাপকে ডেকে সব কথা বলে দেবো।"

কে অবাক হয়ে তার দিকে চেয়ে রইলো। তারপর উঠে ঘরের দরজার কাছে গিয়ে দরজাটা খুললো। দেখলো বাবা বসার ঘরের জানালার কাছে দাঁড়িয়ে পাইপ টানছেন। কে ডেকে বললো, "বাবা, একবার আসতে পারো?" বাবা ওর দিকে ফিরে, একটু হেসে পড়বার ঘরে এলেন। দরজা দিয়ে ঢুকেই একটা হাত দিয়ে মেয়ের কোমর জড়িয়ে ধরে বললেন, "কি হয়েছে, বলুন।"

ওরা কোনো উত্তর দিলো না দেখে কে নিরুত্তাপ কণ্ঠে সিরিয়ানিকে বললো, "এবার সেসব কথা বলুন।"

সিরিয়ানির মুখটা লাল হয়ে উঠলো, সে বললো, "মিঃ অ্যাডাম্‌স আপনার মেয়ের ভালোর জন্যই এ-কথা আপনাকে বলছি। ওর সঙ্গে একটা খুনি ভাব হয়েছে। আমাদের এ কথা মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে যে সেই গুণ্ডাটা একজন পুলিশ অফিসারকে খুন করেছে। আমি ওঁকে বলেছি যে আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা না করলে উনি ভীষণ বিপদে পড়তে পারেন। কিন্তু ব্যাপারটা যে কত গুরুত্বপূর্ণ সে-কথা উনি কিছুতেই বুঝছেন না। আপনি হয়তো ওকে বুঝিয়ে বলতে পারবেন।"

মিঃ অ্যাডাম্‌স ভদ্রতার সঙ্গে বললেন, "এ তো একেবারে অবিশ্বাস্য ব্যাপার।"

সিরিয়ানি থুতনি উঁচিয়ে বললো, "আপনার মেয়ে আর মাইকেল কর্লিয়নি এক বছরেরও বেশি ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করছেন। ওরা স্বামী-স্ত্রী বলে নাম লিখিয়ে এক সঙ্গে হোটেলে থেকেছেন। একজন পুলিশ অফিসারের খুনের ব্যাপারে আমরা মাইকেল কর্লিয়নিকে খুঁজছি। আমাদের সাহায্যে আসতে পারে, এমন কোনো তথ্য আপনার মেয়ে জানাতে রাজি হচ্ছেন না। এই তো হলো ব্যাপার। আপনি বলতে পারেন অবিশ্বাস্য ব্যাপার, কিন্তু আমি সবকিছুর প্রমাণ দিতে পারি।"

মৃদু গলায় মিঃ অ্যাডাম্‌স বললেন, "আপনার কথা আমি অবিশ্বাস করছি না, যেটা আমার কাছে অবিশ্বাস্য বলে মনে হচ্ছে, সেটা হলো আমার মেয়ে এরজন্যে গুরুতর বিপদে পড়তে পারে। অবশ্য আপনি যদি বলতে চান যে ও একটা ..."এ পর্যন্ত বলার পরে তার মুখে একটা পণ্ডিতি অনিশ্চয়তা দেখা গেলো, "একটা ইয়ে,বোধহয় যাকে বলে 'মল'।"

আশ্চর্য হয়ে কে তার বাবার দিকে চাইলো। ও বুঝতে পেরেছিলো বাবা একটু মাস্টারি গোছের ঠাট্টা করলেন, কিন্তু পুরো ব্যাপারটাকে উনি এতো হালকা ভাবে নিতে পারছেন দেখে কে অবাক হয়ে গিয়েছিলো।

দৃঢ়কণ্ঠে মিঃ অ্যাডাম্‌স বললেন, সে যাই হোক, এ বিষয়ে আপনারা নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন যে ঐ ছোকরা যদি এখানে তার মুখ দেখায়, সঙ্গে সঙ্গে আমি তার উপস্থিতির কথা এখানকার কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে দেবো। আমার মেয়েও তাই করবে। এখন আমাদের মাফ করবেন, খাবার ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।"

প্রচুর সৌজন্য দেখিয়ে লোক দুটিকে তিনি বিদায় করে দিলেন এবং তারা বেরিয়ে গেলে দরজাটা আস্তে কিন্তু দৃঢ়তার সঙ্গে বন্ধ করে দিলেন। তারপর কে-র বাহু ধরে, বাড়িটার একেবারে পিছনে, রান্নাঘরের দিকে তাকে নিয়ে গেলেন। "চলো, মা, তোমার মা খাবার নিয়ে বসে আছেন।"

রান্নাঘরে আসতে আসতে কে নীরবে কাঁদতে আরম্ভ করেছিলো। দুর্ভাবনা থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্যে, বাবার এমন প্রশ্নহীন ভালোবাসার জন্যে। রান্নাঘরে মা যেন ওর কান্না দেখতেই পেলেন না, তাতে কে বুঝতে পারলো বাবা নিশ্চয় তাকে ঐ দুই গোয়েন্দার কথা বলে রেখেছিলেন। নিজের জায়গায় বসে পড়লো সে, মাও কোনো কথা না বলে খাবার পরিবেশন করলেন। তিনজনে বসার পর, খাবার আগে মাথা নিচু করে বাবা একটু প্রার্থনা করলেন।

মিসেস অ্যাডাম্‌স মানুষটা মোটা-সোটা, বেঁটে পরিষ্কার কাপড়-চোপড় পরা, চুল পরিপাটি করে আঁচড়ানো। কে কখনো তাকে অগোছালো পোষাকে দেখেনি। কিন্তু মেয়ের সঙ্গে মায়ের ব্যবহারে সবসময়ই একটু কৌতূহলের অভাব দেখা যেতো, কে ওকে একটু আলাদা সরিয়ে রাখতেন। এখনো তাই করলেন, "দেখো, কে, অত ভণিতা করো না। আমার তো মনে হয় এতো ঝামেলা করার কোনো দরকারই নেই। যাই বলো, ছেলেটা তো ডার্টমাথ থেকে পাস করেছে, এ ধরনের কোনো নোংরামির মধ্যে ও যেতেই পারে না।"

কে চমকে মুখ তুলে তাকালো, "তুমি কি করে জানলে মাইক ডার্টমাথে গিয়েছিলো?"

মা নির্বিকারভাবে বললেন, "তোমরা ছেলেমানুষেরা রহস্য সৃষ্টি করে, নিজেদেও খুব চালাক মনে করো। ওর কথা আমরা প্রথম থেকেই জানি, কিন্তু তুমি কিছু না বললে, আমরা কথাটা তুলি কি করে?"

কে জিজ্ঞেস করলো,"কিন্তু জানতে পারলে কি করে?" বাবার দিকে তখনো তাকাতে পারছিলো না সে, বাবা যে জেনে গেছেন মাইকের সঙ্গে ও রাত কাটিয়েছে। কাজেই কথাটার উত্তর দেবার সময়, বাবার মুখের হাসিটা কে দেখতে পেলো না, "তোমার চিঠি খুলে দেখে ছাড়া আর কেমন করে জানবো।"

শুনে কে স্তম্ভিত হয়ে গেলো। এবার সে বাবার দিকে তাকাতে পারলো। বাবা যা করেছেন সে তো ওর নিজের অপরাধের চাইতেও খারাপ। উনি এমন করতে পারেন বিশ্বাস হচ্ছিলো না, "না বাবা, তুমি দেখনি, দেখতে পারো না।"

বাবা ওর দিকে চেয়ে হাসলেন, "প্রথমে অনেক ভাবলাম, কোনটা বেশি খারাপ কাজ, তোমার চিঠি খোলা, নাকি আমাদের একমাত্র সন্তান কোথায় কোন বিপদে পড়ছে সে বিষয়ে অজ্ঞ থাকা। উত্তরটা সহজ এবং সৎ।"

মুরগি সিদ্ধ খেতে খেতে ফাঁকে মা বললেন, "যাই বলো, মা, বয়সের তুলনায় তুমি বড় কাঁচা। আমাদের জানা দরকার, অথচ তুমি ওর কথা কিছুতেই বলবে না।"

এই প্রথম একথা ভেবে মনে মনে কে কৃতজ্ঞতা বোধ করলো যে মাইকেল চিঠিতে কখনো ভালোবাসার কথা লিখতো না। ওর নিজের লেখা কোনো কোনো চিঠি যে মা-বাবা দেখেননি, সে-কথা ভেবে ও কৃতজ্ঞ হলো। "ওর কথা তোমাদের কিছু বলিনি, কারণ ভেবেছিলাম ওদের বাড়ির কথা শুনলে তোমরা উঠবে।"

মিঃ অ্যাডাম্‌স প্রফুল্ল কণ্ঠে বললেন, "তা আঁতকেতো উঠেই ছিলাম। ভালো কথা, মাইকেল তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করেনি তো?"

কে মাথা নেড়ে বললো, "ও কোনো অপরাধ করেছে বলে আমি বিশ্বাস করি না।"

কে লক্ষ্য করলো টেবিলের দুই পাশ থেকে মা বাবা দৃষ্টি বিনিময় করলেন। তারপর নরম গরায় মিঃ অ্যাডাম্‌স বললেন, "যদি অপরাধ না করে থাকে, অথচ নিখোঁজ হয়ে গিয়েছে, তাহলে হয়তো ওর অন্য কিছু হয়েছে।"

প্রথমে কে বুঝতে পারেনি। তারপর টেবিল থেকে উঠে ছুটে নিজের ঘরে চলে গিয়েছিলো।

তিনদিন পর লংবিচে কর্লিয়নিদের বাড়ির সামনে একটা ট্যাক্সি থেকে কে অ্যাডাম্‌স্ নামলো। আগেই ফোন করেছিলো, ওরা জানতো ও আসবে। টম হেগেন দরজার কাছে এগিয়ে এলে ও একটু নিরাশ হলো। ও জানতো টম কিছু বলবে না।

বসার ঘরে বসিয়ে টম ওর হাতে একটা পানীয় দিলো। আরো দুইজন লোককে এ-ঘর ও-ঘর করতে দেখলো কে, কিন্তু তাদের মধ্যে সনি ছিলো না। তখন সে সোজাসুজি টম কে জিজ্ঞেস করলো, "মাইক কোথায় জানেন? ওর সঙ্গে কোথায় যোগাযোগ করতে পারি বলতে পারেন?"

নরম স্বরে টম বললো, "ও ভালো আছে এটা জানি, তবে ঠিক এই মুহূর্তে কোথায় আছে বলতে পারি না। ক্যাপ্টেনের গুলি খাওয়ার কথা শুনে ওর ভয় হলো, ওকে হয়তো দোষী সাব্যস্ত করা হবে। তাই ও ঠিক করলো নিখোঁজ হয়ে যাবে। আমাকে বলে গেছে মাস কয়েক পরে যোগাযোগ করবে।"

বিবৃতিটা সত্যি নয়, তবে এমন ভাবে করাও হলো যাতে কে সেটা বুঝতে পারে। সে জিজ্ঞেস করলো, ঐ ক্যাপ্টেন কি সত্যি ওর চোয়াল ভেঙ্গে দিয়েছিলো?"

টম বললো, "দুঃখের বিষয়, কথাটা সত্যি। তবে মাইক তো কোনো দিনই প্রতিহিংসাপরায়ণ ছিলো না। আমি নিশ্চয়ই বলতে পারি তার সঙ্গে পরের ঘটনাটার কোনো সম্পর্ক নেই।"

কে তার ব্যাগ খুলে একটা চিঠি বের করে বললো, "ও যদি আপনাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে, তাহলে এই চিঠিটা ওকে দেবেন।"

হেগেন মাথা নাড়লো, " চিঠিটা যদি আমি নিই আর পরে আপনি আদালতে বলেন আমি চিঠি নিয়েছিলাম, তাহলে এরকম মানে করা যায় যে মাইক কোথায় আছে আমি জানতাম। আরেকটু অপেক্ষা করেন না কেন? মাইকই যোগাযোগ করবে।"

পানীয়টুকু শেষ করে, বাড়ি যাবার জন্য কে উঠে দাঁড়ালো। হেগেন তাকে হল অবধি নিয়ে গেল, কিন্তু দরজা খুলতেই, বাইরে থেকে একজন মহিলা এসে ঢুকলেন। কালো পোশাক পরা, মোটা-বেঁটে একজন মহিলা। কে তাকে চিনতে পারলো, তিনি মাইকেলের মা। হাত বাড়িয়ে কে বললো, "কেমন আছেন, মিসেস কর্লিয়নি?"

মহিলাটির ছোট-ছোট কালো চোখ মুহূর্তের জন্য ওর দিকে চকিত দৃষ্টিপাত করলো,তারপরই কোঁচকানো,কর্কশ চামড়ায় ঢাকা মুখে ছোট সংক্ষিপ্ত একটা হাসি দেখা দিলো, সে হাসিটি কেমন অদ্ভুতভাবে সত্যিকার হৃদ্যতায় ভরা ছিলো। মিসেস্ কর্লিয়নি বললেন, "ও হো, তুমি তো মাইকের বান্ধবী।" কথায় কড়া ইতালিয় টান, কে প্রায় বুঝতেই পারছিলো না কি বলছেন। "কিছু খাবে?"কে বললো 'না', কিছু খাওয়ার ইচ্ছা তার ছিলো না। কিন্তু মিসেস্ কর্লিয়নি রেগেমেগে টম হেগেনের দিকে ফিরে তাকে ইতালিয় ভাষায় একটু বকাবকি করে শেষে বললেন, "বেচারা মেয়েটাকে কিছু খেতে পর্যন্ত দাওনি, তোমার লজ্জা হওয়া উচিত।" তারপর কে-র হাত ধরে তাকে রান্নাঘরে নিয়ে গেলেন। তার হাতদুটি মনে হলো আশ্চর্য রকম উষ্ণ, প্রাণবন্ত। "একটু কফি আর তার সঙ্গে কিছু খাও, তারপর কেউ তোমাকে গাড়ি করে বাড়ি পৌছে দেবে। তোমার মতো একটা ভালো মেয়ে ট্রেনে করে একা যাবে, এ আমার ভালো লাগে না।" কে-কে চেয়ারে বসিয়ে রান্নাঘরে ব্যস্ত হয়ে গেলেন তিনি, নিজের টুপি খুলে, কোর্ট খুলে, একটা চেয়ারের ওপর ঝুলিয়ে রাখলেন। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে টেবিলে রুটি, চিজ, সালামি রাখা হলো, স্টোভের উপর কফি গরম হতে লাগলো।

ভয়ে ভয়ে কে বললো,"মাইকের খোঁজ নিতে এসেছিলাম, ওর কোনো খবর পাইনি। মিঃ হেগেন বলছেন ও কোথায় আছে কেউ জানে না, কিছু দিন বাদে নাকি নিজেই এসে উপস্থিত হবে।"

হেগেন তাড়াতাড়ি বললো,"ওর বেশি ওকে কিছু বলা যায় না, মা।" মিসেস্ কর্লিয়নি একটা তাচ্ছিল্যপূর্ণ দৃষ্টি দিয়ে টমকে প্রায় ভস্ম করে ফেলে বললেন, "কি করতে হবে না হবে, সেটা কি তুই আমাকে শেখাবি নাকি? আমার স্বামী পর্যন্ত শেখায় না, স্রষ্টা তার ওপর দয়া করুন।" বুকের ওপর ক্রুশ চিহ্ন আঁকলেন তিনি।

কে জিজ্ঞেস করলো,"মিঃ কর্লিয়নি ভালো আছেন?"

মিসেস্ কর্লিয়নি বললেন, "খুব ভালো আছেন। বুড়ো হয়েছেন, বুদ্ধি-শুদ্ধিও লোপ পেয়েছে, নইলে অমন ঘটনা ঘটতে দেন কখনো!" কফি ঢালতে ঢালতে, ভদ্রমহিলা অশ্রদ্ধার সঙ্গে নিজের মাথায় টোকা দিলেন। তারপর কফি ঢেলে, জোর করে কে-কে চিজ রুটি খাওয়ালেন।

কফি খাওয়া হয়ে গেলে, নিজের দুটি মেটে রঙের হাতে কে-র একটা হাত ধরে, আস্তে আস্তে বললেন, "মাইকি তোমাকে চিঠি লিখবে না, তুমি তার কাছ থেকে কোনো খবর পাবে না। দু-তিন বছর সে লুকিয়ে থাকবে। হয়তো আরও বেশি, তার চাইতেও অনেক বেশি। তুমি বাড়ি যাও, তারপর একটি ভালো ছেলে দেখে বিয়ে করো।"

কে ব্যাগ থেকে চিঠিটা বের করে বললো, "এটা তাকে পাঠিয়ে দেবেন?"

বুড়ি ভদ্রমহিলা চিঠিটা নিয়ে, কে-র গালে আস্তে থাবড় মেরে বললেন, "নিশ্চয় নিশ্চয়।"

হেগেন আপত্তি করতে যাচ্ছিলো কিন্তু ভদ্রমহিলা ইতালিয় ভাষায় চ্যাঁচাতে লাগলেন। তারপর কে-কে দোরগোড়া পর্যন্ত পৌছে দিয়ে, চট্ করে গালে একটা চুমো খেয়ে বললেন, "মাইকির কথা ভুলে যেও। সে আর তোমার উপযুক্ত নয়।"

বাইরে ওর জন্য গাড়ি অপেক্ষা করছিলো, সামনের সিটে বসা ছিলো দুজন লোক। তারা মুখে কোনো কথা না বলে ওকে একেবারে নিউইয়র্কে পৌছে দিয়ে এলো। কে-ও কোনো কথা বললো না। সে মনে মনে এই চিন্তা অভ্যাস করার চেষ্টা করছিলো যে তার ভালোবাসার মানুষটি একজন নৃশংস হত্যাকারী। এ কথা যে তাকে বলেছে তাঁকে অবিশ্বাস করা যায় না, কারণ সে হলো ওর নিজের মা।

ষোলো

কার্লো রিট্সি দুনিয়ার ওপর বিরক্ত হয়েছিলো। কর্লিয়নি পরিবারে বিয়ে করা সত্ত্বেও,তাকে ম্যানহাটানের আপার ঈস্ট সাইডের একটা বুক-মেকারের জুয়ার ব্যবসা দিয়ে একপাশে সরিয়ে রাখা হয়েছিলো। সে আশা করেছিলো, লংবিচের প্রাঙ্গণে একটা বাড়ি তাকে দেওয়া হবে; ও জানতো ডন ইচ্ছা করলেই ওসব বাড়ি থেকে তার অনুচরদের পরিবারগুলোকে সরিয়ে দিতে পারেন। মনে মনে ও নিশ্চিত ছিলো যে তাই করবেন তিনি, তাহলে কার্লো সব ব্যাপারের কেন্দ্রস্থলে থাকতে পারবে। ডন কিন্তু ঠিক ন্যায্য ব্যবহার করেননি। অবজ্ঞার সঙ্গে কার্লো মনে মনে বললো—এই সেই মহমান্য ডন, এক মোচওয়ালা সর্দার, একটা অখ্যাত ছোটখাটো গুণ্ডার মতো কিনা পথের মাঝখানে গুলি খেয়ে পড়লেন! বুড়ো মরলে ভালো হয়, তাহলে হয়তো কার্লোর কিছু সুবিধা হতে পারে, একেবারে ভিতরে ঢুকে যেতে পারে।

তাকিয়ে দেখলো ওর স্ত্রী কনি চলেছে। বৌয়ের কি চেহারা না হয়েছে! বিয়ের মোটে পাঁচ মাস তো হয়েছে, এরই মধ্যে বিশ্রী রকমে ফুলে ফেঁপে উঠেছে। ঈস্টের এই সব ইতালিয় মেয়েমানুষগুলো এক্কেকটি আনাড়ি মাগী।

কনির নরম ফুলো পশ্চাদ্‌ভাগে হাত বাড়িয়ে টিপে দেখলো কার্লো। কনি একটু হাসলো, কার্লো তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললো, "একটা শুওরের চেয়েও তোমার গায়ে মাংস বেশি।" কনির মুখের ব্যথিত ভাব আর চোখে পানি দেখে খুশি হলো কার্লো। মহামান্য ডনের মেয়ে হতে পারে, কিন্তু কনি ওর স্ত্রী; ওর সম্পত্তি, তার সঙ্গে যেমন খুশি ব্যবহার করা যেতে পারে। কর্লিয়নিদের একজন ওর পায়ের পাপোশ, ভেবে নিজেকে খুব প্রতাপশালী বলে মনে হতে লাগলো।

যথার্থভাবেই কনির বিবাহিত জীবন শুরু করিয়েছিলো কার্লো। ঐ থলি ভরতি উপহারের টাকা সে নিজের জন্য রাখার চেষ্টা করেছিলো, এক ঘুষিতে কনির চোখে কালসিটে ফেলে দিয়ে, কার্লো টাকাটা কেড়ে নিয়েছিলো। টাকা দিয়ে কি করেছিলো তাও বলেনি। বললে বোধ হয় সত্যি সত্যি একটা গণ্ডগোলের সৃষ্টি হতো। সেজন্যে কার্লোর বিবেকে আজও একটু একটু দংশন করছিলো। বাপরে বাপ! প্রায় পনরো হাজার ডলার স্রেফ রেস খেলে আর থিয়েটারের মেয়েগুলোর পেছনে উড়িয়ে দিয়েছিলো!

কার্লো টের পেলো কনি ওর পিঠের দিকে চেয়ে আছে, তাই টেবিলের অন্য পাশ থেকে এক প্লেট মিষ্টি বান্ নেবার জন্য হাত বাড়াবার সময় পেশীগুলোকে খানিকটা খেলিয়ে নিলো। সবেমাত্র প্রচুর হ্যাম আর ডিম খেয়েছে, তবে লম্বা চওড়া মানুষের সকালের খাবার দরকার হয় বেশি। ওর স্ত্রী ওর যে-চেহারা দেখতে পাচ্ছিলো তাই নিয়ে ও মহাখুশি। সে ঐসব চিরকালের তেলতেলা কালো ভূত স্বামী নয়, কেমন সোনালী ক্রু-কাটের চুল, সোনালী লোমে ঢাকা বাহু, চওড়া কাঁধ, সরু কোমর। তাছাড়া যেসব তথাকথিত জবরদস্ত লোকগুলো ওদের কাজ করে, তাদের চাইতে কার্লোর গায়ের জোরও অনেক বেশি। ক্লেমেন্‌জা, টেসিও, রকো ল্যাম্পনির মতো সব ওস্তাদ। আর পলি বলে সেই লোকটা, যাকে কে যেন খতম করে দিয়েছে। কার্লো ভাবছিলো এর ভেতরের ব্যাপারটা কি তাই বা কে জানে। কি জানি কেন, তারপরেই সনির কথা মনে হলো। সনির সঙ্গে মারামারিতে ও বেশ পেরে উঠতো, যদিও সনি আরেকটু লম্বা আর ভারি। যে ব্যাপারটাতে ওর ভয় ছিলো, সেটা হলো সনির কুখ্যাতি; অবশ্য সে নিজে সনিকে সবসময়ই হাসিখুশি মুখে ঠাট্টা করে বেড়ায়। হ্যা, সনি ওর বন্ধু। বুড়ো মরলে হয়তো কার্লোর কপাল খুলে যাবে।

সে অনেকক্ষণ ধরে কফি খেলো। এই ফ্ল্যাটটা ওর দুচক্ষের বিষ। ইস্টের বড় বড় বাড়িতে থাকা ওর অভ্যাস, তাছাড়া একটু পরেই ওকে শহরের উল্টোদিকে ওর কর্মস্থলে গিয়ে দুপুরের বাজির কাজ শুরু করতে হবে। সেদিন ছিলো রোববার, সপ্তাহের এইদিনটাতে কাজের চাপ সব চাইতে বেশি থাকে। এক দিকে বেস্-বল চলছে, বাস্কেটবলের মরশুমের শেষের দিনগুলো তখনো রয়েছে, রাতের ঘোড়দৌড় খেলাও শুরু হলো বলে। ক্রমে খেয়াল হলো কনি ওর পিছনদিকে ব্যস্তভাবে ঘুরছে। মাথা ঘুরিয়ে তার দিকে তাকালো কার্লো। সাজগোজ করছিলো কনি, সেই চকমকে নিউইয়র্ক-শহুরে ঢংয়ে, যা কার্লো পছন্দ করতো না। ফুলের নক্সা করা, বেল্ট বাঁধা একটা রেশমী গাউন, জমকালো ব্রেসলেট, কানের ফুল, জামার হাতায় কুঁচি। দেখে মনে হচ্ছিলো বয়সটা বিশ বছর বেড়ে গেছে। কার্লো জিজ্ঞেস করলো, "কোন চুলায় যাচ্ছো?"

নিরুত্তাপ কণ্ঠে কনি বললো, "লংবিচে, বাবাকে দেখতে যাচ্ছি। বিছানা থেকে এখনো তিনি উঠতে পারেন না, লোকজন গেলে খুশি হোন।"

কার্লোর কৌতূহল হলো, "এখন কি সনিই ওসব—?"

ভাবশূন্য মুখে তাকিয়ে কনি বললো, "কি চালাচ্ছে?"

কার্লো ভীষণ রেগে গেলো। "শালার মাগী! আমার সঙ্গে এভাবে কথা বললে পিটিয়ে তোর পেটের বাচ্চা বের করে দেবো।" কনি ঘাবড়ে গেছে মনে হওয়াতে কার্লোর রাগ আরো বেড়ে গেলো। চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠে সে কনির মুখে প্রচণ্ড একটা চড় মারলে অমনি গালে লাল দাগ পড়ে গেলো। পর পর আরো তিনটা চড় দিলো। কনির ওপরের ঠোঁট ফেঁটে রক্ত পড়তে লাগলো, ফুলে গেলো ঠোঁট জোড়া। সেটা দেখে কার্লো থেমে গেলো। দাগ থাকুক এটা সে চায় নি। দৌড়ে শোবার ঘরে গিয়ে কনি ঠাশ ক'রে দরজা বন্ধ করে দিলে কার্লো চাবি ঘোরানোর শব্দ পেলো। মুচকি হেসে কফির পেয়ালায় মন দিলো সে।

বসে বসে সিগারেট খেতে লাগলো যতোক্ষণ না কাপড়চোপড় পরার সময় হলো।

এরপর দরজায় টোকা দিয়ে বললো, "খোলো বলছি, নইলে লাথি মেরে দরজা ভাঙবো ।" কোনো উত্তর নেই । কার্লো চেঁচিয়ে বললো, "খোলো, আমাকে কাপড় বদলাতে হবে ।" সে শুনতে পেলো কনি খাট থেকে উঠে দরজার দিকে আসছে, তারপর চাবি ঘোরার শব্দ । ঘরে ঢুকে কনির পিছন দিকটা দেখতে পেলো, বিছানায় ফিরে গিয়ে, দেয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে সে শুয়ে পড়েছে ।

তাড়াতাড়ি কাপড় পরতে লাগলো কার্লো, লক্ষ্য করলো কনি সেমিজ গায়ে শুয়ে আছে । কার্লোরও ইচ্ছা ওর বাপকে দেখতে যায় যদি কিছু খবর আনতে পারে এই আশায় । "আবার কি হলো? কয়েকটা চড় খেয়েই দম বেরিয়ে গেলো? শালার মাগি ।"

"আমি যেতে চাই না ।" গলায় কান্নার সুর, কথা অস্পষ্ট । অসহিষ্ণুভাবে হাত বাড়িয়ে টেনে ওর মুখ তুলে দেখলো কার্লো । দেখেই বুঝলো কনি কেন যেতে চাইছে না; মনে হলো না গেলেই ভালো হয় ।

যতোটা ভেবেছিলো বোধহয় তার চাইতে জোরেই চড় দিয়েছিলো । বাঁ গালটা ফুলে গিয়েছিলো, ওপরের ঠোঁটটা কেটে গিয়ে ফুলে নাকের নীচে কি রকম সাদা মতো দেখাচ্ছিলো । কার্লো বললো, "ঠিক আছে, আমার কিন্তু ফিরতে অনেক দেরি হবে । রোববারে আমার অনেক কাজ থাকে ।"

ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে গাড়ির কাছে গিয়ে দেখে ভুল জায়গায় পার্ক করার জন্য পুলিশ টিকেট লাগিয়ে দিয়ে গেছে, পনেরো ডলারের সবুজ টিকেট । আরো একগাদা টিকেটের সঙ্গে এটাকেও সে গ্লাভস্ রাখার খোপে রেখে দিলো । মেজাজটা ভালো হয়ে গেছে । আয়েশ করে মাগীকে পেটালে ওর মন ভালো হয়ে যায় । কর্লিয়নিরা ওর সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে বলে মনের মধ্যে যে ক্ষোভ জমা হয়, এতে কিছুটা কমে যায় ।

প্রথমবার পিটিয়ে লাল করার পর সে একটু চিন্তিত হয়েছিলো । কারণ সঙ্গে সঙ্গে কনি বাপ-মার কাছে নালিশ করতে অস্থি-চোখের কালসিটে দেখাতে লংবিচে গিয়েছিলো । সত্যি ঘাবড়ে গিয়েছিলো কার্লো । কিন্তু কনি ফিরে এলো যেনো বাধ্য, কর্তব্যপরায়ণা একজন ইতালিয় বউ । এরপর কয়েক সপ্তাহ আদর্শ স্বামী সেজে রইলো কার্লো,বউয়ের খুব যত্ন করলো , ভালোবাসা দেখালো, সকাল বিকাল ওর সঙ্গে শুলো । বাপের বাড়িতে কি হয়েছিলো সে-কথা বলেছিলো কনি, কারণ সে মনে করেছিলো কার্লো আর কখনো ও-রকম করবে না ।

কনি তার বাপ-মার কাছ থেকে একটুও সহানুভূতি পায়নি বরং অদ্ভুত ব্যাপার হলো সব শুনে তাঁদের মজা লেগেছিলো । মার একটু মায়া হয়েছিলো ঠিকই, স্বামীকে বলেছিলেনও কার্লোকে যেনো একটু বোঝায় । বাবা রাজি হন নি । বলেছিলেন, "আমার মেয়ে হলেও তুমি এখন স্বামীর হেফাজতে আছো । সে তার কর্তব্য জানে । ইতালির রাজাও স্বামী-স্ত্রীর মাঝখানে নাক গলাতে সাহস পাননি । বাড়ি যাও, কনি, স্বামীর সঙ্গে ভালো ব্যবহার করো, তাহলে সে আর কখনো তোমার গায়ে হাত তুলবে না ।"

রেগেমেগে কনি বাপকে বলেছিলো, "তুমি কখনো তোমার স্ত্রীর গায়ে হাত তুলেছো?" বাবা ওকেই সব চাইতে বেশি আদর করতেন, তাই এতোটা বেয়াদবি করবার সাহস পেয়েছিলো । বাবার উত্তর ছিলো,"তার দরকার হয়নি কখনো ।" মাথা দুলিয়ে মাও হেসেছিলেন ।

কনি ওদের বলেছিলো ওর স্বামী কিভাবে বিয়েতে পাওয়া উপহারের টাকাগুলো নিয়ে নিয়েছে। সে টাকা দিয়ে ও কি করেছিলো তাও বলেনি। বাবা একটু কাঁধ তুলে বলেছিলেন, "আমার বউ যদি তোমার মতো বেয়াড়া হতো, আমিও ঠিক তাই করতাম।"

তাই কনি একটু অবাক হয়ে,ভয় পেয়ে আবার বাড়ি ফিরে এসেছিলো। চিরকালই ও বাবার খুব আদরের ছিলো, এখন কেন তার সহানুভূতি পাচ্ছে না, এ-কথা সে ভেবে পেলো না।

যতটা ভাব দেখিয়েছিলেন, আসলে ডন ততোটা সহানুভূতিশূন্য ছিলেন না। খোঁজ খবর নিয়ে তিনি জানতে পেরেছিলেন বিয়ের টাকা দিয়ে কার্লো কি করেছিলো। তখন তিনি কার্লোর বুক-মেকার ব্যবসার ওপর নজর রাখবার জন্য লোক রেখে দিলেন, তারা কার্লো কর্মস্থলে কি করে না করে, সব তথ্য হেগেনের কাছে পেশ করতো। কিন্তু ডন কখনো হস্তক্ষেপ করতেন না। যে পুরুষ তার শ্বশুরবাড়ির লোকদের ভয় পায়, সে আবার স্বামীর কর্তব্য পালন করবে কি করে? এই রকম পরিস্থিতে উনি কি করে নাক গলাবেন? তারপর যখন কনির পেটে ছেলে এলো, বাবার মনে হয়েছিলো তিনি ঠিক সিদ্ধান্তই নিয়েছেন, তার পক্ষে হস্তক্ষেপ করা কখনো ঠিক নয়। অবশ্য মার কাছে গিয়ে কনি আরো কবার পিটুনি খাবার কথা বলেছিলো,মাও শেষ পর্যন্ত এতো ব্যস্ত হয়েছিলেন যে স্বামীর কানে কথাটা তুলেছিলেন। আকারে-ইঙ্গিতে কনি জানিয়েছিলো সে বিয়ে ভাঙার কথা ভাবছে। জীবনে এই প্রথম বাবা তার ওপর রাগ করলেন। বললেন, "সে তোমার সন্তানের বাবা। বাবা না থাকলে এ সংসারে একটা ছোট ছেলের জন্ম হয়ে কি লাভ?"

এ সব কথা শুনে কার্লোর সাহস আরো বেড়ে গিয়েছিলো। তার আর কোনো ভয় রইলো না। বুক-মেকারের অফিসে স্যালি র‍্যাগস আর কোচ ব'লে তার দুই কর্মীর কাছে ও বড়াই করতো যে বউ বেশি বেড়ে গেলে তাকে ধরে কেমন পেটায়। কর্মীদের মুখ দেখেই বোঝা যেতো যে মহামান্য ডন কর্লিয়নির মেয়ের গায়ে হাত তোলে এমন সাহসী লোকের ওপর তাদের কতো ভক্তি।

কিন্তু রিট্‌সির নিজেকে অতোটা নিরাপদ মনে হতো না যদি জানতে পারতো যে মায়ের কাছে সব শুনে সনির মাথায় খুন চড়ে গিয়েছিলো, শুধু ডনের কড়া হুকুমের জন্যেই সে নিজেকে সামলে নিয়েছিলো। ডনের হুকুম অমান্য করার স্পর্ধা সনিরও ছিলো না। সেজন্যেই রিট্‌সিকে এড়িয়ে চলতো সনি, দেখা হলে যদি রাগ সামলাতে না পারে।

কাজেইরোববারের এই চমৎকার সকালটাতে কার্লোর মনে কোনো আশঙ্কা ছিলো না। সে গাড়ি হাঁকিয়ে ৯৬ স্ট্রিট থেকে শহরের ইস্ট সাইডে যাবার সময় লক্ষ্যই করলো না উল্টোদিক থেকে সনির গাড়ি এসে তার বাড়ির দিকেই গেলো।

কর্লিয়নি বাড়ির প্রাঙ্গণের নিরাপত্তা ছেড়ে সনি সে রাতটা শহরে লুসি মানচিনির সঙ্গে কাটিয়েছিলো। যখন সে বাড়ি যাচ্ছিলো, সঙ্গে ছিলো চারজন দেহরক্ষী, সামনে দুজন, পিছনে দুজন। পাশে রক্ষী বসে থাকার কোনো দরকার ছিলো না, কেউ সোজাসুজি আক্রমণ করলে সনি নিজেই তাকে ঠেকাতে পারতো। রক্ষীরা তাদের নিজেদের দুটো গাড়িতে যাওয়া আসা করতো, লুসির ফ্ল্যাটের দুদিকের দুটি ফ্ল্যাটে তারা থাকতো। লুসির ওখানে যাওয়াতে কোনো

বিপদ ছিলো না, খুব বেশি না গেলেই হলো। কিন্তু শহরে পৌছে মনে হলো ছোট বোন কনিকে তুলে লং বীচে নিয়ে যাবে। সনি জানতো কার্লো কাজে গেছে, বদমাইশটা তো আর ওকে গাড়ি কিনে দেবে না। কাজেই কনিকে তুলে নিয়ে গেলে ভালোই হয়।

একটু অপেক্ষা করলো সনি, সামনের লোক দুটো আগে বাড়িতে ঢুকলো, তার পর সনি। দেখতে পেলো পেছনের লোক দুটো ওর গাড়ির পেছনে তাদের গাড়ি থামিয়ে, গাড়ি থেকে নেমে, রাস্তা পাহারা দিচ্ছে। নিজের চোখও খোলা রেখেছিলো সনি। ও যে শহরে এসেছে শত্রুদের সেটা জানার সম্ভাবনা দশ লাখে এক, তবু সাবধানের মার নেই। ১৯৩০-এর লড়াইতে সনির এই শিক্ষাটি হয়েছিলো।

সনি কখনো লিফটে উঠতো না। ওগুলো হলো মরণ–ফাঁদ। সিঁড়ি দিয়ে তাড়াতাড়ি উঠে কনির ফ্ল্যাটের সামনে পৌছে, দরজায় টোকা দিলো সে। কার্লোর গাড়ি বেরিয়ে যেতে দেখে বুঝেছিলো কনি নিশ্চয় একা আছে। কোনো উত্তর না পেয়ে আরেকবার টোকা দিতেই বোনের গলার আওয়াজ শুনতে পেলো। কেমন যেনো ভীতসন্ত্রস্ত। কনি জিজ্ঞেস করলো, "কে?"

কণ্ঠস্বরে অতো ভয় শুনে সনি স্তম্ভিত হয়ে গেলো। ছোট বোনটা তো চিরকাল বেশ সাহসী, খুব চালবাজ, বাড়ির আর সকলের মতোই জবরদস্ত। ওর আবার কি হলো? সনি বললো, "আমি সনি।" দরজার ছিটকিনি টানার শব্দ হলো, দরজা খুলে কাঁদতে কাঁদতে কনি ওর বুকের ওপর আছড়ে পড়লো। সনি এতো অবাক হলো যে সেখানেই দাঁড়িয়ে রইলো। কনিকে একটু সরিয়ে দিতেই ওর ফোলা মুখ চোখে পড়লো, সঙ্গে সঙ্গেই সনি বুঝে ফেললো কি হয়েছে।

ওখান থেকে বের হয়ে তখনি কনির স্বামী পেছনে তাড়া করে যাবার ইচ্ছা হয়েছিলো সনির। আগুনের হল্কার মতো রাগে শরীর জ্বলে উঠেছিলো, মুখ বিকৃত হয়েগিয়েছিলো। তাই দেখে কনি ওকে আঁকড়ে ধরে রইলো, ছাড়লো না, টেনে ঘরের মধ্যে নিয়ে এলো। কনি তখন ভয়ে কাঁদছিলো । বড় ভাইয়ের রাগ ওর জানা ছিলো, ভয়ও করতো তাকে। তাই ওর কাছে কখনো কার্লোর নামে নালিশ করেনি। এখন ওকে জোর করে ঘরে এনে বললো, "দোষ আমারই । আমিই ঝগড়া শুরু করেছিলাম, ওকে মারার চেষ্টা করেছিলাম, তাই ও আমাকে মেরেছে। এতোটা জোরে মারার ইচ্ছা ছিলো না ওর, আমিই আগ-বাড়িয়ে গিয়েছিলাম।"

সনি তার ভারি কিউপিডের মতো মুখটা সংযত করে রেখেছিলো। "আজ বাবাকে দেখতে যাবি নাকি?"

কনি কোনো উত্তর দিলো না দেখে সনি বললো, "ভাবলাম হয়তো যাবি, তাই তুলে নিতে এলাম। অন্য কাজে শহরে এসেছিলাম।"

কনি মাথা নাড়লো, "না ওরা আমাকে এ-ভাবে দেখুক সেটা আমি চাই না। সামনের সপ্তায় যাব।"

সনি বললো, "বেশ।" বলে ওর রান্নাঘরের ফোন তুলে একটা নম্বর ডায়েল করে বললো, "ডাক্তার ডাকলাম, একবার তোকে এসে দেখুক। এ অবস্থায় তোর সাবধানে থাকা দরকার। ছেলে হতে আর ক মাস বাকি?"

কনি বললো, "দু মাস। সনি, কিছু করো না। লক্ষ্মীটি কিছু করো না।"

সনি হাসলো। নিষ্ঠুর-নির্লিপ্ত চোখে বললো, "ভাবিস না। তোর ছেলে জন্মাবার আগেই তাকে এতিম বানাবো না।"

কনির যে গালটা অক্ষত ছিলো তাতে একটা চুমু খেয়ে বেরিয়ে গেলো সনি।

* * *

ইস্টের ১১২তম স্ট্রটের একটা মিষ্টির দোকানের সামনে দু'লাইন গাড়ি পার্ক করা ছিলো, ঐ দোকানটি হলো কার্লো রিট্সির বুক-মেকার ব্যবসার কেন্দ্র। দোকনের সামনে ফুটপাথের ওপর অনেকগুলো ছোট ছেলেমেয়ের সঙ্গে তাদের বাবারা বল লোফালুফি খেলছিলো। আজ রোববার সকালে বাজি রাখতে বাবারা দোকানে এসেছিলো, সঙ্গে ছেলেমেয়েগুলোকে এনেছিলো। কার্লো রিট্সিকে আসতে দেখে বাবারা খেলা থামিয়ে ছেলেমেয়েগুলোকে চুপ করিয়ে রাখবার জন্য আইসক্রিম কিনে দিলো। তারপর তারা খবরের কাগজ নিয়ে খেলার গোড়ার "পিচার'দের তালিকা দেখতে লাগলো, সেদিন বেস্-বল খেলায় কে জিতবে, কার ওপর বাজি ধরবে, এইসব চিন্তা করতে বসে গেলো।

কার্লো দোকানের পিছনের বড় ঘরটায় গেলো। কর্মীদের বলা হতো 'রাইটার', তারা ছিলো দুজন, ছোটখাটো পাকানো দড়ির মতো একজন, তার নাম স্যালি র‍্যাগ্স্ আর লম্বা চওড়া একজন, নাম তার কোচ। কাজ কখন শুরু হবে সেজন্যে তারা বসেছিলো। সামনে ছিলো বড় বড় লাইন টানা প্যাড, তাতে বাজির অঙ্ক লেখা হবে। কাঠের স্ট্যাণ্ডে একটা ব্ল্যাকবোর্ড তোলা ছিলো, তার ওপর চক দিয়ে বড় লীগের ষোলটা বেস্-বল দলের নাম লেখা ছিলো, কার সঙ্গে কে খেলছে তাও জোড়ায়-জোড়ায় দেখানো ছিলো। প্রত্যেক জোড়ার পাশে একটা করে খোপ কাটা, সেদিনের বাজির অসমতা, যাকে বলা হয় 'অড্স্', সেইখানে লেখা থাকবে।

কার্লো কোচকে জিজ্ঞেস করলো, "দোকানের ফোন কি আজ 'ট্যাপ' করা আছে?'

কোচ মাথা নেড়ে বললো, "না, 'ট্যাপ' এখনো বন্ধ।"

দেয়াল-ফোনের কাছে গিয়ে কার্লো একটা নম্বর ডায়েল করলো। স্যালি র‍্যাগ্স্ আর কোচ ওর দিকে নির্বিকারভাবে চেয়ে রইলো, সেদিনের সব খেলার 'অড্স' যথাস্থানে টুকে টুকে রাখলো। তারপর ফোন রেখে ব্ল্যাকবোর্ডের কাছে গিয়ে কার্লো প্রত্যেক খোপে সেই খেলার 'অড্স্' লিখে দিলো। ওরা তখনো চেয়ে রইলো। কার্লো না জানলেও, ওরা এর আগেই সংখ্যাগুলো পেয়ে গিয়েছিলো, এবং মনে মনে কার্লোর কাজের সঙ্গে মিলিয়ে নিচ্ছিলো। এই কাজে ঢোকার পর প্রথম সপ্তাহেই কার্লো ব্ল্যাকবোর্ডে সংখ্যা লিখতে গিয়ে একটা ভুল করে ফেলেছিলো, ফলে সব জুয়াড়িদের যা স্বপ্ন' সেই রকম একটা 'মিড্ল্ তৈরি করে ফেলেছিলো। 'মিড্ল্' মানে একজনের কাছে বোর্ডে লেখা 'অড্স্' মতো বাজি ধরে, আরেকজন বুক-মেকারের কাছে আসল 'অড্স্' অনুসারে বাজি ধরা। এতে জুয়াড়ির কখনো লোকসান হয় না। লোকসান হয় শুধু কার্লোর 'বুকের'। কার্লোর ঐ একটি ভুলের জন্য সেই সপ্তাহে 'বুকের লোকসানের অঙ্ক দাঁড়িয়েছিলো ছয় হাজার ডলার এবং জামাই সম্বন্ধে ডনের

ধারণা মিলে গিয়েছিলো। তারপর থেকে উনি হুকুম দিয়েছিলেন কার্লোর সব কাজ আরেকবার করে মিলিয়ে দেখতে হবে।

সাধারণত কর্লিয়নি পরিবারের কর্তাব্যক্তিরা নিত্যনৈমিত্তিক এ-সব খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে মাথা ঘামাতো না। ওদের কাছে পৌছাতে গেলে মাঝখানে পাঁচটি পর্যায় ভেদ করে যেতে হতো। কিন্তু জামাইকে বাজিয়ে নেবার জন্যে 'বুক'টাকে যখন ব্যবহার করা হচ্ছিলো, সেটা তখন টম হেগেনের প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছিলো। রোজ তার কাছে বিবৃতি যেতো।

লাইন টানবার সঙ্গে সঙ্গে দোকানের পেছনের বড় ঘরে জুয়াড়িরা সবাই গিয়ে ভিড় করে, যে যার খবরের কাগজে 'অড্‌স্'গুলিকে, খেলার তথ্যের পাশে লিখে নিতে লাগলো। কেউ কেউ ব্ল্যাকবোর্ড দেখার সময়ে, নিজেদের ছোট-ছোট ছেলেমেয়েদের হাত ধরে রেখেছিলো। একজন লোক বড় বড় বাজি ফেলছিলো, সে তার ছোট মেয়েটির হাত ধরে জিজ্ঞেস করলো, "আজ তোমার কাকে পছন্দ, মানিক জায়েন্টদের নাকি পাইরেটদের?" এমন রোমাঞ্চকর নাম শুনে মেয়েটি মুগ্ধ হয়ে বললো, "জায়েন্টদের গায়ে কি পাইরেটদের চাইতে বেশি জোর?" শুনে বাবা হাসতে লাগলো।

তারপর 'রাইটার'দের সামনেও এক সারি লোক দাঁড়ালো। একটা পাতায় লেখা হয়ে গেলে রাইটার সেটা ছিঁড়ে নিয়ে, সংগৃহীত টাকার চারদিকে জড়িয়ে, সবটা কার্লোর হাতে দিয়ে দিলো। ঘরের পেছনেও একটা দরজা ছিলো, সেটা দিয়ে বেরিয়ে, সিঁড়ি দিয়ে উঠে, দোকানের মালিকের ঘরে কার্লো হাজির হলো। সেখান থেকে নিজের সেন্ট্রাল এক্সচেঞ্জে বাজির তথ্য জানিয়ে টাকাগুলোকে দেয়ালে রাখা ছোট একটা লোহার সিন্দুকে রাখলো। জানালার পর্দা একটু বেশি করে টেনে দিলে সেটাকে দেখা যেতো না। তারপর কার্লো আবার মিষ্টির দোকানে ফিরে গেলো, অবশ্য তার আগে বাজির কাগজটা পুড়িয়ে, বাথরুমের ড্রেনে ফেলে, শিকলটা টেনে দিলো।

যাকে বলা হতো 'ব্লু ল' অর্থাৎ রোববারের খেলা নিয়ন্ত্রণ করার আইন, সেগুলি বলবৎ থাকায় বেলা দুটোর আগে খেলা আরম্ভ হতো না। কাজেই প্রথম জুয়াড়ির দলের বেশির ভাগই ছিলো গৃহস্থ মানুষ, তাদের তাড়াতাড়ি করে বাজিগুলো ধরে দিয়ে, বাড়ি যেতে হতো, সপরিবারে সমুদ্রের ধারে যেতে হবে। তাদের পর দু-একজন করে যারা আসতো তাদের মধ্যে ছিলো কিছু অবিবাহিত লোক আর কতকগুলো গোঁড়া ধরনের লোক, তারা তাদের পরিবারকে শহরের গরম ফ্ল্যাটে ফেলে নিজেরা বেরিয়ে পড়তো। অবিবাহিত লোকরা বড় বড় বাজি ধরতো, টাকাও বেশি রাখতো, আবার বেলা চারটার সময় আরেকবার ঘুরে আসতো, দ্বিতীয়বারের খেলায় বাজি ধরতে। এদের জন্যই রোববারের কার্লোকে অত খাটতে হতো, ওভারটাইম করতে হতো, অবশ্য মাঝে মধ্যে বিবাহিত লোকরাও কেউ কেউ সমুদ্রের ধার থেকে ফোন করে, ক্ষতিটতি হয়ে থাকলে, সেটা পূরণ করার চেষ্টা করতো।

বেলা দেড়টার মধ্যে জুয়াড়িদের ভিড়টা খুব কমে গিয়েছিলো, তাই কার্লো আর স্যালি র‍্যাগস্ বাইরে গিয়ে মিষ্টির দোকানের পাশের সিঁড়িতে বসে একটু হাঁফ ছাড়তে পারলো। কিছুক্ষণ ওরা ছোট ছেলেদের ডাণ্ডা-গুলি খেলা দেখলো, তারপর একটা পুলিশের গাড়ি গেলো, ওরা সেটাকে দেখেও দেখলো না। ওদের এই জুয়ার আড্ডাটা বড় থানা থেকে

ভালোই পৃষ্ঠপোষকতা পেতো, স্থানীয় কেউ ওদের গায়ে হাত দিতে পারতো না। এই দোকানে তল্লাসী চালাতে হলে একেবারে পুলিশ বিভাগের কর্তাদের কাছ থেকে হুকুম আসা চাই, তাও প্রচুর সময় থাকতেই ওদের সাবধান করে দেওয়া হতো।

কোচ বেরিয়ে এসে ওদের পাশে বসলো। বেস্-বল সম্বন্ধে, মেয়েদের সম্বন্ধে, ওরা একটু গল্পগুজব করলো। কার্লো হাসতে হাসতে বললো, "বউটাকে আজ আবার ধরে পেটাতে হলো; বাড়ির কর্তা কে, সেটা ওকে শেখানো দরকার।"

কথাচ্ছলে কোচ বললো, "ওর বাচ্চা হবার সময় হয়ে এসেছে না?"

কার্লো বললো, "আরে, গালে কয়েকটা চড় মেরেছি, আর কিছু না।" তারপর একটু ভেবে বললো, "আমার ওপর মাতাব্বরি করবে, তা আমি সইবো কেন।"

তখনো কয়েকজন জুয়াড়ি ঘোরাঘুরি করছিলো, হাওয়া খাচ্ছিলো, কেউ কেউ কার্লোদের কয়েক ধাপ ওপরের সিঁড়িতে বসে ছিলো। হঠাৎ বাচ্চাগুলো খেলা ছেড়ে হাওয়া। সশব্দে একটা গাড়ি এসে মিষ্টির দোকানের সামনে থামলো। এতোই আচমকা থামলো যে চাকাগুলো ঘ্যাচ-ঘ্যাচ করে উঠলো আর গাড়ি থামার আগেই চালকের আসন থেকে একটা লোক দ্রুত এগিয়ে এলো যে সবাই একেবারে চলৎশক্তিরহিত হয়ে গেলো। লোকটি হলো সনি কর্লিয়নি।

পুরু বাঁকা ঠোঁট আর ভারি কিউপিডের মতো মুখ রাগে বিকৃত হয়ে গিয়েছিলো। মুহূর্তের মধ্যে বারান্দায় উঠে সে কার্লো রিট্‌সির গলা টিপে ধরলো। অন্যদের কাছ থেকে ওকে টেনে হিঁচড়ে পথে নামাবার চেষ্টা করতে লাগলো সনি, কিন্তু কার্লো তার পেশীবহুল বিশাল বাহু দিয়ে সিঁড়ির লোহার রেলিং আঁকড়ে ধরে ঝুলে রইলো। কুঁকড়ে গিয়ে সে মুখ,মাথা নিজের ঘাড়ে গুঁজে খানিকটা বাঁচার চেষ্টা করতে লাগলো। কার্লোর শার্টটা ছিঁড়ে সনির হাতে খুলে এলো।

তারপর যা হলো তা দেখলে গা-বমি করে। হাত দুটো মুঠি পাকিয়ে কার্লোকে দমাদম পেটাতে লাগলো সনি আর সঙ্গে সঙ্গে ক্রোধ-বিকৃত স্বরে গালি দিতে লাগলো। অমন প্রকাণ্ড মজবুত শরীর সত্ত্বেও কার্লো কোনো বাধা দিলো না, কোনো আপত্তি জানালো না, দয়া ভিক্ষা করলো না। কোচের আর স্যালি র‍্যাগ্‌সের কিছু বলবার সাহস হলো না। ওরা ভেবেছিলো সনি বোধহয় বোন-জামাইকে মেরেই ফেলতে চায়, সহমরণের শখ ছিলো না ওদের। ডাণ্ডাগুলি খেলছিলো যে ছেলেগুলো তারা আবার জটলা পাকিয়ে খেলা নষ্ট করার জন্য গাড়িটার চালকের সঙ্গে ঝগড়া করতে এসেছিলো কিন্তু এসে তারা স্তম্ভিত হয়ে এই কাণ্ড দেখছিলো। সব কটা ছেলেই জবরদস্ত, কিন্তু সনির বিকট রাগ দেখে একেবারে থ!

এরইমধ্যে সনির গাড়ির পিছনে আরেকটা গাড়ি এসে দাঁড়ালো, রক্ষীরা দুজন লাফিয়ে নেমে পড়লো। ব্যাপারটা দেখে তারাও হস্তক্ষেপ করতে সাহস পাচ্ছিলো না। সজাগ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো কেবল, কোনো নির্বোধ পথচারী যদি কার্লোকে সাহায্য করতে আসে, তাহলে মালিককে বাঁচাতে হবে।

ঐ দৃশ্যের সব চাইতে বীভৎস দিকটা হলো কার্লো একেবারে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করে রইলো, হয়তো সেজন্যেই তার প্রাণটা বেঁচে গেলো। দু-হাতে রেলিং ধরে সে এমনি ঝুলে রইলো যে সনি তাকে কিছুতেই রাস্তায় টেনে নামাতে পারলো না, অথচ সমান গায়ের

জোর থাকা সত্ত্বেও কিছুতেই সে পাল্টা আঘাত করলো না। ওর ঘাড়ে, মাথায় ঘুষির পর ঘুষি পড়তে লাগলো, ও কিছুই করলো না, অবশেষে সনির রাগ পড়ে গেলো। সনির বুক ধপ-ধপ করছিলো,কার্লোর দিকে চেয়ে সে বললো, "হারামজাদা,আবার যদি আমার বোনের গায়ে হাত তুলিস তো মেরেই ফেলবো।"

এ কথা শুনে সবাই হাঁপ ছেড়ে বাঁচলো। কারণ, মেরে ফেলাই যদি ওর উদ্দেশ্য হতো তাহলে আর ওকে ওভাবে কখনোই শাসাতো না। কথাটা অবশ্য ক্ষোভের সঙ্গে বলা হয়েছিলো, যেহেতু শাসানিটাকে কাজে পরিণত করা যাচ্ছিলো না। কার্লো সনির দিকে মুখ তুলে তাকালো না। মাথা নিচু করে, দু হাতে লোহার রেলিং জাপটে বসে রইলো। ঐ ভাবেই থেকে গেলো সে, যতক্ষণ না গাড়িটা চলে গেলো। কোচ তার অদ্ভুত পিতৃসুলভ কণ্ঠে বললো, 'ঠিক আছে, কার্লো, দোকানের ভেতর এসো। লোকজনের আড়ালে যাওয়া যাক।"

এতক্ষণ পর পাথরের সিঁড়ির ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে থাকা ছেড়ে, রেলিং থেকে হাত খুলে কার্লো উঠে দাঁড়াবার সাহস পেলো। উঠে দাঁড়িয়েই দেখতে পেলো রাস্তার ছেলেগুলো ওর দিকে ফ্যাকাশে মুখে চেয়ে আছে, যেমনভাবে আরেকটা মানুষের চরম অপমান চোখে দেখলে মানুষ চেয়ে থাকে। একটু একটু মাথা ঘুরছিলো তার, কিন্তু সেটা যে নগ্ন আতঙ্ক ওর শরীরটাকে পেয়ে বসেছিলো, তারই ফল। অত প্রচণ্ড জোরে ঘুষি লাগা সত্ত্বেও আসলে খুব বেশি জখম হয়নি সে। দোকানের পেছনের ঘরে কোচ ওকে হাত ধরে নিয়ে গিয়ে ওর মুখে বরফ দিতে লাগলো; মুখটা কেটে যায়নি, রক্তও পড়েনি, কিন্তু কালসিটে পড়েছিলো, ফুলে গেছিলো। ভয়টাও এতক্ষণে দূর হয়ে গেলো; যে অপমানটা সইতে হয়েছিলো, তার কথা ভেবে গা গুলিয়ে উঠছিলো, একটু বমিও হলো। মুখ ধোয়ার গামলার ওপর কোচ ওর মাথাটাকে নিয়ে ধরলো; ওকে ধরে রাখতে হলো, মাতালকে যেমন ধওে রাখতে হয়। তারপর ধরে ধরে ওপরের ফ্ল্যাটে নিয়ে গিয়ে ওকে একটা শোবার ঘরে শুইয়ে দিলো। কার্লো লক্ষ্যই করলো না কখন স্যালি র‍্যাগ্‌স্ অদৃশ্য হয়ে গেলো।

স্যালি র‍্যাগ্‌স্ থার্ড এভিনিউতে গিয়ে রকো ল্যাম্পনিকে ফোনে সমস্ত ঘটনাটা জানালো। ঠাণ্ডা মাথায় খবরটা শুনে রকো আবার তার ক্যাপোরেজিমি পিট ক্লেমেন্‌জাকে জানালো। ক্লেমেন্‌জা আতঁকে উঠলো,"কি সর্বনাশ! সনির মেজাজ নিয়ে তো আর পারা গেলো না।" তবে কথাটা বলার সময় বুদ্ধি করে কানেক্‌শনটা কেটে দিয়েছিলো, কাজেই রকো এক বর্ণও শুনতে পায়নি।

ক্লেমেন্‌জা তখন লংবিচের বাড়িতে ফোন করে টম হেগেনকে বললো। একটু চুপ করে থেকে তারপর টম বললো, "জলদি তোমার কয়েকজন লোককে গাড়ি দিয়ে লংবিচের রাস্তায় পাঠাও, যদি যানবাহনের ভিড়ে কিংবা কোনো অ্যাক্সিডেন্টের জন্য সনি আটকা পড়ে। রাগ চাপলে কি করছে না করছে ওর জ্ঞান থাকে না। হয়তো আমদের বিপক্ষ দলের লোকেরা জেনে থাকতে পারে যে সনি শহরে গিয়েছিলো। কিছুই বলা যায় না।"

অনিশ্চয়তার সঙ্গে ক্লেমেন্‌জা বললো, "আমি কাউকে রাস্তায় দাঁড় করাবার আগেই সনি বাড়িতে পৌঁছে যাবে। টাটাগ্লিয়ারাও তা জানে।"

ধৈর্য ধরে হেগেন বুঝিয়ে বললো, "তা জানি। কিন্তু দৈবাৎ যদি কিছু একটা ঘটে যায়, সনি আটকা পড়ে যেতে পারে। যতোটা পারো করো, পিট।"

অনিচ্ছা সত্ত্বেও ক্লেমেন্জা রকো ল্যাম্পনিকে টেলিফোন করে বলে দিলো, গোটাকতক লোক যোগাড় করে লংবিচে যাবার রাস্তাটাতে যেন নজর রাখে। তারপর যে রক্ষীদল ওর বাড়িতে আস্তানা গেড়েছিলো, তাদের মধ্যে থেকে তিনজনকে নিয়ে নিজের প্রাণপ্রিয় ক্যাডিলাক গাড়িতে ক'রে অ্যাটলান্টিক বীচ ব্রিজের ওপর দিয়ে নিউইয়র্ক শহরের দিকে চললো।

মিষ্টির দোকানের আশেপাশে যারা ঘোরাঘুরি করছিলো তাদের মধ্যে একজন ছোটখাটো জুয়াড়ি ছিলো,সে টাটাগ্লিয়াদের টাকা খেয়ে তাদের খবর সরবরাহ করতো; সেই লোকটা তাড়াতাড়ি ওদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলো। কিন্তু টাটাগ্লিয়ারা তখনো যুদ্ধের জন্য তৈরি ছিলো না। অনেকগুলো নিরাপত্তা পর্যায় ভেদ ক'রে তবে একজন ক্যাপোরেজিমির নাগাল পাওয়া গেলো। সেই লোকটা তখন টাটাগ্লিয়াদের কর্তার সঙ্গে যোগাযোগ করলো। ততক্ষণে সনি কর্লিয়নি নিরাপদে নিজেদের প্রাঙ্গণে, তার বাবার বাড়িতে পৌঁছে গিয়েছিলো। এবার তাকে বাবার রাগের মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে।

সতেরো

১৯৪৭-এ কর্লিয়নিদের সঙ্গে বাকি পাঁচটা পরিবারের এই জোটের লড়াইতে দু'পক্ষেরই অনেক ক্ষতি হয়েছিল। পুলিশ ক্যাপ্টেন ম্যাকক্লাস্কির খুনের সমাধান করার জন্য পুলিশ থেকে চাপ দেওয়া হচ্ছিলো আর তাতে পরিস্থিতিটা আরো জটিল হয়ে উঠেছিলো। কিছু রাজনৈতিক পাণ্ডা এতো ক্ষমতাশালী ছিলো যে তারা যেসব জুয়া আর অবৈধ ব্যবসার পৃষ্ঠপোষকতা করতো, পুলিশ বিভাগের কর্তারা সেগুলো ঘাঁটাতে খুব কমই সাহস পেতো। কিন্তু লুটপাটে লিপ্ত ক্ষ্যাপা সৈনিকদের বিভাগীয় কর্তারা যখন উপরওয়ালাদের আদেশ মানতে রাজি হয় না, তখন তারা যেরকম অসহায় হয়ে পড়েন, এই বিশেষ পরিস্থিতিতে রাজনৈতিক নেতাদেরও তেমন অবস্থা হয়েছিলো।

পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে কর্লিয়নিদের চাইতে ওদের দলের ক্ষতি হয়েছিলো তার চাইতেও বেশি। কর্লিয়নিদের আয়ের বেশির ভাগই জুয়া খেলার ওপর নির্ভর করতো। ওদের 'নম্বর' খেলা, যাতে অন্য উদ্দেশ্যে কাগজে ছাপা সংখ্যা ধরে লটারি চলতো, আর 'পলিসি' নামক দৈনিক লটারি খেলাটা মার খেয়েছিলো খুব বেশি। যেসব চররা নানান বেআইনী ব্যবসা করতো, তাদের কেউ কেউ পুলিশের কাছে ধরা পড়েছিলো, তাদেরকে জেলে দেবার আগে মাঝারি ধরনের ধোলাই দেওয়া হতো। এমন কি কোনো কোনো 'ব্যাঙ্ক' বা জুয়োর আস্তানার অবস্থান জেনে সেখানে তল্লাসী করার ফলে প্রচুর টাকার ক্ষতি হয়েছিলো। ঐ সব 'ব্যাঙ্কার'রা নিজেরাও পাকা ঘুঘু ছিলো, তারা ক্যাপোরেজিমিদের কাছে নালিশ করতো, ক্যাপোরেজিমিরা সেই নালিশ কর্লিয়নিদের কাছে পেশ করতো। তবে কিছুই করার ছিলো না। ব্যাঙ্কারদের ব্যবসা বন্ধ করতে বলা হতো । নিগ্রো পাড়ার হারলেম ছিলো সব চাইতে লাভজনক ক্ষেত্র, সেখানকার স্থানীয় লোকদের সেই সময়ের জন্যে ব্যবসার ভার দেওয়া হয়েছিলো। তারা এখানে ওখানে ছড়ানো জায়গায় কাজ করতো ব'লে তাদের হাতে-নাতে ধরতে পুলিশের খুব অসুবিধা হতো।

ক্যাপ্টেন ম্যাক্‌ক্লাস্কির মৃত্যুর পর কোনো কোনো কাগজ তার সঙ্গে সলোযসোকে জড়িয়ে অনেক খবর ছেপেছিলো। মৃত্যুর অল্পদিন আগে ম্যাক্‌ক্লাস্কি কোনো জায়গা থেকে অনেক নগদ টাকা পেয়েছিলো, ঐ সব খবরে তার প্রমাণও প্রকাশিত হয়েছিলো। ঐ সব কাহিনী হেগেন তৈরী করেছিলো, সেই-ই তথ্য সরবরাহ করেছিলো। পুলিশ বিভাগ কাহিনীগুলোকে সমর্থনও করেনি, অস্বীকারও করেনি, তবু তার একটা ফল পাওয়া গিয়েছিলো। গুপ্তচররা আর কর্লিয়নিদের টাকা খেয়ে কিছু পুলিশ কর্মচারী পুলিস বিভাগকে খবর দিয়েছিলো যে ম্যাক্‌ক্লাস্কি ছিলো একজন ভ্রষ্ট পুলিশ। সে যে টাকা কিংবা ঘুষ খেতো এমন নয়, সাধারণ কর্মীদের পক্ষে সেটা এমন কিছু নিন্দনীয় ব'লে বলে গণ্য হতো না। নোংরা টাকার মধ্যে সব চাইতে মলিন হলো খুনের টাকা, মাদক ব্যবসায়ীর টাকা, সে ওসবই নিতো। পুলিশী নীতিতে এই অপরাধের ক্ষমা নেই।

হেগেন জানতো পুলিশের লোকরা অদ্ভুত রকম সরলভাবে আইন-শৃঙ্খলা মেনে চলে। যে জনসাধারণের কাজে ওরা নিয়োজিত, তাদের চাইতে ওরা আইন-শৃঙ্খলাকে বেশি মানে। আইন-শৃঙ্খলার জাদু থেকেই তো ওদের ক্ষমতার উৎপত্তি, ওদের ব্যক্তিগত ক্ষমতা যা প্রায় সব পুরুষমানুষেরই কাম্য। অথচ সেই সঙ্গে যে জনসাধারণের কাজ ওরা করে, তাদের প্রতি চাপা আগুনের মতো একটা আক্রোশ ওদের মনে সবসময় লেগে থাকে। ওরা জনসাধারণের একাধারে রক্ষক ও ভক্ষক। রক্ষিত হিসাবে জনসাধারণ ভারি অকৃতজ্ঞ, কেবল গালি দেয়, কেবল দাবি জানায়। ভক্ষ্য হিসাবে ওরা কেবলই পিছলে যায়, ভারি বিপজ্জনক, ওদের ছলেরও অন্ত নেই। যেই না ওদের একজন পুলিশের খপ্পরে পড়লো, অমনি যে সমাজকে পুলিশের লোকেরা রক্ষা করে, সেই সমাজই তার সমস্ত শক্তি প্রয়োগ ক'রে ঐ শিকারটিকে পুলিশের হাত থেকে ছাড়িয়ে আনতে। রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকরা চাপ সামলায়। জজরা সব চাইতে জঘন্য গুণ্ডাদের লঘু সাজা দিয়ে তাও রদ করে দেয়। শ্রদ্ধেয় উকিল সাহেবরা যদি আগেই দুষ্কৃতকারীদের খালাসের ব্যবস্থা করতে না পারতো তাহলে গভর্নররা এবং স্বয়ং যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট অপরাধীদের বেকসুর খালাসের বন্দোবস্ত করতেন। কিছু দিনের মধ্যে পুলিশের লোকদেরও শিক্ষা হলো। গুণ্ডারা টাকা দিতে চায়, তা নেবে না কেন? টাকার দরকার পুলিশেরই সব চাইতে বেশি। তাদের ছেলেরা কলেজে যাবে না কেন? তাদের স্ত্রীরা অভিজাত দোকানে বাজার করবে না কেন? নিজেরাই বা ছুটিতে ফ্লোরিডাতে গিয়ে রোদের আরাম উপভোগ করবে না কেন? যে যাই বলুক, ওরা নিজেদের প্রাণ বিপন্ন করে, সেটা তো চাট্টিখানি কথা নয়।

তবে সাধারণত পুলিশের লোকদের নোংরামির টাকাতে আপত্তি হতো। চোরা জুয়াখেলার মালিককে কাজ চালিয়ে যেতে দেবার জন্য ওরা টাকা নিতো। যেসব গাড়ির চালকরা ভুল জায়গায় গাড়ি রাখার জন্য কিংবা বে-আইনী গতিতে গাড়ি চালাবার জন্য ধরা পড়তো, তাদের ছেড়ে দিয়ে টাকা নিতে পুলিশের আপত্তি ছিলো না। হাতে কিছু পেলে ভাড়াটে মেয়েমানুষদের আর বেশ্যাদেরও ব্যবসা চালাতে দিতো। এ সমস্ত দুর্নীতি তো মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু সাধারণত পুলিশের লোকরা মাদক-ব্যবসা, সশস্ত্র ডাকাতি, বলাৎকার, খুন এবং আরো কতগুলো বিকৃত অপরাধের জন্য ঘুষ নিতো না। ওদের বিচারে এ ধরনের অপরাধ ওদের ব্যক্তিগত ক্ষমতার একেবারে মূলে গিয়ে আঘাত করে, সেইজন্য এগুলো একেবারে অসহ্য।

পুলিশ ক্যাপ্টেনকে খুন করা রাজহত্যার সামিল। কিন্তু যেই জানাজানি হয়ে গেলো যে ম্যাকক্লাস্কিকে যখন হত্যা করা হয়েছিলো তখন একজন কুখ্যাত মাদক বিক্রেতা তার সঙ্গী ছিলো,তাছাড়া খুনের ষড়যন্ত্রে ম্যাকক্লাস্কি জড়িত ছিলো ব'লে সন্দেহ করা হচ্ছে, অমনি পুলিশের প্রতিহিংসার ইচ্ছাটাও আস্তে আস্তে কমে এলো। তাছাড়া যে যাই বলুক, বাড়ি বন্ধকের টাকা নিয়মিত দিতে হয়, ছেলেপেলেকে সংসারে প্রতিষ্ঠিত করতে হয়। বে-আইনী ব্যবসায়ীদের টাকাটা যদি না পেতো, পুলিশের লোকদের সংসার চালানো মুশকিল হতো। বিনা লাইসেন্সের ফেরিওয়ালাদের কাছ থেকে টিফিনের পয়সাটা পাওয়া যেতো। যাদের পার্কিং টিকিট দেওয়া হতো, তারা খুচরা পয়সা, পাঁচ সেন্ট, দশ সেন্ট, যোগাতো। যে সব পুলিশে আরেকটু মরিয়া হয়ে উঠতো, তারা সন্দেহভাজন লোকদের কাছ থেকে, সমকাম কিংবা মারপিট ইত্যাদির জন্য থানায় এনে তাদের কাছ থেকে টাকা-পয়সা আদায় করতো। শেষ পর্যন্ত উপরওয়ালাদের দয়া হলো। তারা দাম বাড়িয়ে দিয়ে পরিবারগুলোকে তাদের ব্যবসা চালাতে দিলেন। আবার নতুন ক'রে থানার চাঁদা আদায়কারীরা ভাগের তালিকা তৈরি করলো, তাতে স্থানীয় কর্মীদের প্রত্যেকের নাম আর ভাগের হার লেখা রইলো। খানিকটা সামাজিক শৃঙ্খলাও ফিরে এলো।

ডন কর্লিয়নির হাস্‌পাতালের ঘরটি হেগেনের ইচ্ছামত প্রাইভেট গোয়েন্দারা পাহারা দিচ্ছিলো। এদের ওপরে অবশ্য টেসিওর দলের অনেক জবরদস্ত সেপাইরাও ছিলো। কিন্তু তাতেও সনি সন্তুষ্ট ছিলো না। ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি ডনকে নিরাপদে স্থানান্তরিত করা হলো। অ্যাম্বুলেন্সে করে তাকে তার নিজের বাড়িতে আনা হলো। বাড়িটার কিছু অংশ সংস্কার করা হয়েছিলো, এখন তার শোবার ঘরটিকে হাসপাতালের ঘরের মতো লাগছিলো, আকস্মিক কোনো আশংকার কারণ হলে যা কিছুর প্রয়োজন হতে পারে সে সবেরও ব্যবস্থা করা ছিলো। বিশেষভাবে খবরাখবর নিয়ে কয়েকজন নার্সকে রাখা হয়েছিলো, তারা চব্বিশ ঘণ্টা নিয়োজিত থাকতো। ডঃ কেনেডিকে মোটা ফি দিয়ে এই প্রাইভেট হাসপাতালটির আবাসিক চিকিৎসক হতে রাজি করানো হয়েছিলো। অন্তত যতদিন না শুধু নার্সদের যত্নই যথেষ্ট হয়।

বাড়ির প্রাঙ্গনটি একেবারে দুর্ভেদ্য দুর্গের মতো হয়ে উঠেছিলো। বাড়তি বাড়িগুলোতে সশস্ত্র কর্মীরা এসে উঠেছিলো; সে সব বাড়ির আসল বাসিন্দাদের সমস্ত খরচাপাতি দিয়ে ইতালিতে যার যার নিজের গ্রামে ছুটি কাটাতে পাঠানো হয়েছিলো।

ফ্রেডি কর্লিয়নিকে লাস ভেগাসে শরীর সারাতে পাঠানো হয়েছিলো; সেই সঙ্গে ফ্রেডি সেখানকার নব-নির্মীয়মান শৌখিন হোটেল ও জুয়াখেলার ক্যাসিনোগুলোতে কর্লিয়নিদের ব্যবসার সুবিধা পর্যবেক্ষণ করবে। পশ্চিম তীরের সাম্রাজ্যের একটা অংশ ছিলো লাস ভেগাসে, ওখানকার কেউ পারিবারিক লড়াইতে যোগ দেয়নি এবং ওখানকার ডন কথা দিয়েছিলেন যে ফ্রেডির কোনো বিপদ হবে না। নিউইয়র্কের পাঁচটি পরিবারে এতটুকু ইচ্ছা ছিলো না ফ্রেডিকে তাড়া করে ওখানে গিয়ে আরো নতুন শত্রুর সৃষ্টি করে। নিউইয়র্কেই ওদের যথেষ্ট ঝামেলা।

ডনের সামনে ব্যবসা সংক্রান্ত কোনো আলোচনা করতে ডঃ কেনেডি বারণ ক'রে দিয়েছিলেন। এই আদেশ সম্পূর্ণরূপে অমান্য করা হচ্ছিলো। জোর করে ডন তার ঘরে লড়াইয়ের মন্ত্রণাসভা বসিয়েছিলেন। যেদিন উনি বাড়ি এলেন, সেই রাত্রেই সনি, টম হেগেন, পিট ক্লেমেন্‌জা আর টেসিও ডনের ঘরে জমায়েত হলো।

তখনো ডন কর্লিয়নি এতো দুর্বল যে বেশি কথা বলতে পারছিলেন না, কিন্তু তার ইচ্ছা সব কথা শুনবেন এবং চরম সিদ্ধান্ত নিজে নেবেন। যখন তাকে বলা হলো ফ্রেডিকে জুয়ার ক্যাসিনোর কাজ শিখতে লাস ভেগাসে পাঠানো হয়েছে, ডন মাথা দুলিয়ে সমর্থন জানালেন। যখন শুনলেন ব্রুনো টাটাগ্লিয়াকে কর্লিয়নি অস্ত্রধারীরা মেরে ফেলেছে, ডন মাথা নেড়ে দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়লেন। কিন্তু যে কথা শুনে ডন সব চাইতে বিচলিত হলেন, সে হলো মাইকেল সলোৎসোকে আর ম্যাক্‌ক্লাস্কিকে হত্যা ক'রে সিসিলিতে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছে। খবরটা শুনেই ডন কর্লিয়নি ওদের সবাইকে ঘর থেকে চ'লে যেতে ইশারা করলেন। ওরা তখন কোনার ঘরে গিয়ে কথাবার্তা বলতে লাগলো, সেখানে ওদের আইনের বইয়ের লাইব্রেরিটি ছিলো।

ডেস্কের পেছনে বড় আরাম-কেদারাটায় হাত-পা মেলে ব'সে সনি কর্লিয়নি বললো, "আমার মনে হয় দু-সপ্তাহ বাবাকে বিশ্রাম করতে দেয়া উচিত, যতদিন না ডাক্তার তাকে কাজকর্ম করার অনুমতি দিচ্ছেন।" তারপর একটু থেমে সনি আবার বললো, "বাবা ভালো হবার আগেই আবার কাজকর্ম আরম্ভ করলে ভালো হয়। পুলিশ থেকে তো কাজ শুরু করার ইঙ্গিত পাওয়াই গেছে। প্রথম প্রশ্ন হারলেমের পলিসি ব্যাঙ্কগুলোর কি হবে। কালো ছেলেগুলো তো এতদিন খুব মজা লুটেছে, এবার আমাদের আবার ভার নিতে হয়। সমস্ত ব্যাপারটাকে তারা লন্ড-ভণ্ড ক'রে রেখেছে, ওরা কোনো কাজ হাতে নিলেই এমন করে। ওদের চরদের অনেকেই যারা টাকা জেতে, তাদের টাকা দেয় না। ক্যাডিলাক গাড়িতে চড়ে হাজির হয়ে মক্কেলদের বলে টাকার জন্য অপেক্ষা করতে হবে, নয়তো পাওনা টাকার অর্ধেক দেয়। আমি চাই না মক্কেলদের চোখে চরদের খুব পয়সাওয়ালা লোক ব'লে মনে হোক। আমি চাই না ওরা সেজেগুজে ঘুরে বেড়াক কিংবা নতুন গাড়ি চেপে ঘুরুক। আমি চাই না ওরা পাওনাদারদের টাকা ফাঁকি দিক। তাছাড়া আমাদের ব্যবসায় স্বাধীন কারবারিদের রাখতে চাই না, ওদের জন্য আমাদের খুব বদনাম হয়। টম, এ কাজটা যেনো এখনি শুরু হয়ে যায়। যেই তুমি খবর পাঠাবে যে চাপ তুলে নেওয়া হয়েছে, অমনি সব ঠিকঠাক হয়ে যাবে।

হেগেন বললো, "হারলেমে কয়েকটা ছোকরা আছে। তারা এখন টাকার স্বাদ পেয়েছে, তারা কি আর চর কিংবা সাব-ব্যাঙ্কারের কাজ করতে রাজি হবে?"

সনি কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললো,"তাহলে ক্লেমেন্‌জাকে ওদের নামগুলো দিয়ে দিও। এইসবের বন্দোবস্ত করাই তো ওর কাজ।"

ক্লেমেন্‌জা হেগেনকে বললো "ওটা কোনো সমস্যাই না।"

সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তুললো টেসিও, "আমরা একবার কাজ শুরু করলেই হলো, অমনি পাঁচ পরিবার হামলা করতে শুরু করবে। ওরা আমাদের হারলেমের ব্যাঙ্কারদের ওপর, ইস্ট সাইডের বুক-মেকারদের ওপর হানা দেবে। এমনকি আমাদের ব্যবস্থাপনায় যেসব তৈরি

কাপড়ের কারবারগুলো রয়েছে সেখানেও গোলমাল শুরু করে দেবে। এই লড়াইটার জন্য প্রচুর টাকা খরচ হবে।"

সনি বললো, "তা হয়তো করবে না। ওরা তো জানে আমরাও পাল্টা মার দেবো। আমি তো চারদিকে শান্তির দূত পাঠিয়েছি, হয়তো টাটাগ্লিয়াদের ছেলেটার জন্য কিছু ক্ষতিপূরণ দিলেই সব মিটে যাবে।"

হেগেন বললো, "সে সব প্রস্তাবকে ওরা আমলই দিচ্ছে না। গত ক'মাসে ওদের অনেক টাকার ক্ষতি হয়েছে, সেজন্য ওরা আমাদের দায়ী করছে। আসলে ওরা চায় আমরা ওদের মাদক ব্যবসাতে সহযোগিতা করি। যাতে রাজনীতির দিক দিয়ে আমরা আমাদের প্রভাব খাটাই। অর্থাৎ সলোৎসোকে বাদ দিয়ে সলোৎসোর প্রস্তাবটা মেনে নিই। কিন্তু খানিকটা লড়াই না চালিয়ে এবং আমাদের কিছুটা লোকসান না ক'রে প্রস্তাবটা ওরা উত্থাপন করবে না। আমাদের কিছুটা নরম ক'রে আনবার পর ওরা ভাবছে আমরা মাদকদ্রব্যের প্রস্তাবটাতে কান দেবো।"

সংক্ষিপ্ত স্বরে সনি বললো, "মাদক নিয়ে রফা হতে পারে না। বাবা বলেছেন 'না', কাজেই তিনি মত না বদলালে উত্তরটা 'না'ই রইলো।"

হেগেন তাড়াতাড়ি বললো, "আরেকটা সমস্যাও আছে। আমাদের টাকা খোলাখুলি খাটছে। বুক-মেকিংএর কিংবা পলিসির ব্যবসাতে। আমাদের মার খাওয়ানো খুব সহজ। কিন্তু টাটাগ্লিয়াদের হলো বেশ্যা, ভাড়াটে মেয়েমানুষ আর ডকের ইউনিয়নের ব্যবসা। সেগুলোকে কি ক'রে মার দেয়া যায়? অন্য পরিবারগুলো কোনো না কোনো রকম জুয়া খেলার কারবার করে। তবে বেশির ভাগই বাড়ি তৈরির ব্যবসা সংক্রান্ত মহাজনি কারবার, শ্রমিকসঙ্ঘ চালানো, সরকারী কনট্রাক্ট সংগ্রহ, এই সমস্ত ব্যাপারে জড়িত। নির্দোষ জনসাধারণের ওপর জোরখাটিয়ে কিংবা অন্যান্য অত্যাচার ক'রেও ওদের বেশ রোজগার হয়। ওদের টাকা রাস্তায় ছড়ানো থাকে না। টাটাগ্লিয়াদের নাইট ক্লাবের এত নামডাক যে ওটাকে ছোঁয়া যায় না, তাহলে খুব বেশি দুর্নাম হবে। আর ডন যতদিন অপরাগ হয়ে রয়েছেন ততদিন ওদের রাজনৈতিক প্রতিপত্তি আমাদেরই সমান। কাজেই এখানেই আমাদের একটা বড় সমস্যা রয়েছে।"

সনি বললো, "সমস্যাটা আমার, টম। আমিও ওর একটা সমাধান খুঁজে বের করবো। ওদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনাটা চালিয়ে যাও, আর অন্য কাজগুলোও করতে থাকো। আবার ব্যবসা খোলা যাক, তারপর দেখা যাবে কি হয়। তখন অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করা যাবে। ক্লেমেন্জার আর টেসিওর যথেষ্ট সেপাই আছে, ঐ পাঁচ পরিবারের হাতে যতো না বন্দুক আছে আমাদেরও ততোই আছে; তাই ওদের যদি ইচ্ছা হয়, আমরাও না হয় তোশক নেবো।"

হারলেমের সেই স্বাধীন নিগ্রো ব্যাঙ্কারদের হটিয়ে দেয়া কোন সমস্যাই ছিলো না। পুলিশে খবর দেওয়া হলে তারাই হানা দিলো। বেশ চুটিয়েই দিলো। সে সময়ে কোনো নিগ্রোর পক্ষে নিজের ব্যবসা বাঁচাবার জন্য একজন উচ্চপদস্থ পুলিশ অফিসারকে কিংবা কোনো রাজনৈতিক নেতাকে ঘুষ দেবার উপায় ছিলো না। এর মূলে যত না অন্য কারণ

ছিলো, তার চাইতে বেশি ছিলো জাতীয় অনাস্থা। তবে হারলেমকে সর্বদাই একটা গৌণ সমস্যা ব'লে মনে করা হতো, সকলেই জানতো সমাধানটাও সহজেই হয়ে যাবে।

পাঁচ পরিবার কিন্তু একটা অপ্রত্যাশিত দিক থেকে আঘাত করলো। তৈরি কাপড়ের শ্রমিকসঙ্ঘের দুজন ক্ষমতাশালী কর্মচারি নিহত হলো। এরা কর্লিয়নি পরিবারের সদস্য ছিলো। তারপর কর্লিয়নিদের মহাজনরা সমুদ্রের ধারের জাহাজঘাটে যেতে গিয়ে বাধা পেলো, ওদের বুক-মেকারদেরও তাই হলো। জাহাজঘাটের যেসব কর্মীরা ডকে কাজ করতো, তাদের শ্রমিকসঙ্ঘ পাঁচ পরিবারের দলে যোগ দিলো। পুরো শহরে কর্লিয়নিদের বুক-মেকারদেরকে বিপক্ষ দলে যোগ দিতে রাজি করার জন্য নানা ভাবে ভীতি প্রদর্শন করা হতে লাগলো। হারলেমের সব চাইতে নাম করা 'নাম্বার্স ব্যাঙ্কার লোকটি ছিলো কর্লিয়নিদের একজন পুরনো বন্ধু ও সমর্থক, তাকে নিষ্ঠুরভাবে খুন করা হলো। এবার আর অন্য কোনো পন্থা রইলো না। সনি তার ক্যাপোরেজিমিদের তোশক নিতে ব'লে দিলো ।

শহরে দুটি ফ্ল্যাট নেওয়া হলো, সেখানে সশস্ত্র কর্মীরা শোবে ব'লে তোশক পাতা হলো, খাবার রাখার জন্য একটা রেফ্রিজাওের আনা হলো আর রইলো প্রচুর গুলি, বারুদ, বন্দুক। একটা ফ্ল্যাটে রইলো ক্লেমেন্জার লোকরা, অন্যটাতে টেসিওর। কর্লিয়নিদের সমস্ত বুক-মেকারদের দেহরক্ষী দেওয়া হলো। তবে হারলেমের পলিসি-ব্যাঙ্কাররা শত্রুপক্ষে যোগ দিয়েছিলো তাই আপাতত তাদের বিষয়ে কিছু করার ছিলো না। এ সমস্ত ব্যবস্থার জন্য কর্লিয়নিদের প্রচুর টাকা খরচ হচ্ছিলো, কিন্তু ঘরে কিছুই আসছিলো না। এর পর কয়টা মাস যেতেই আরো কয়েকটা ব্যাপার চোখে পড়লো। তার মধ্যে সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ কথা হলো : কর্লিয়নি পরিবারের চাইতে বিপক্ষ দলের জোর বেশি হয়ে উঠেছিলো।

এর কতগুলো কারণ ছিলো। ডনের তখনো কোনো ব্যাপারে অংশ নেবার মতো শরীরের অবস্থা ছিলো না, কাজেই কর্লিয়নিদের রাজনৈতিক ক্ষমতা অনেকখানি অকেজো হয়েছিলো। তাছাড়া গত দশ বছরের শান্তিময় জীবনযাত্রার ফলে দুই ক্যাপোরেজিমির যুদ্ধ করবার শক্তি গুরুতরভাবে ক্ষয়ে গিয়েছিলো। ক্লেমেন্জা তখনো ঘাতক ও ব্যবস্থাপক হিসাবে সক্রিয় ছিলো কিন্তু সৈনিকদের নেতা হবার সেই উৎসাহ কিংবা যৌবন তার ছিলো না। বয়সের সঙ্গে টেসিও-ও অনেকখানি নরম হয়ে এসেছিলো, এখন আর যথেষ্ট নির্মম হওয়া তার পক্ষে সম্ভব ছিলো না। টম হেগেনেরও নানান ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও, যুদ্ধের সময়কার উপদেষ্টা হবার যোগ্যতা ছিলো না। ওর প্রধান দোষ হলো ও সিসিলির লোক ছিলো না।

কর্লিয়নি পরিবারের যুদ্ধকালীন শক্তিবিন্যাসের এই দোষ-দুর্বলতা সনির জানা থাকলেও প্রতিকারের কোনো উপায় তার হাতে ছিলো না। ও তো আর ডন নয়, একমাত্র ডনই ক্যাপোরেজিমি বা কনসিলিওনি বদল করতে পারতেন। তাছাড়া অদলবদল করলেই পরিস্থিতিটা আরো বিপজ্জনক হয়ে উঠবে, হয়তো বিশ্বাস-ঘাতকতার পথ খুলে যাবে। গোড়ায় সনি ভেবেছিলো যে অবস্থাটা যেমন আছে সেভাবেই রক্ষা ক'রে যাবে, যতদিন না ডন সুস্থ হয়ে আবার নেতৃত্ব গ্রহণ করতে পারেন, কিন্তু পলিসি-ব্যাঙ্কারদের দলত্যাগ, বুক-মেকারদের ভীতি প্রদর্শন ইত্যাদির ফলে লোকের চোখে কর্লিয়নিদের সম্মানহানি হচ্ছিলো। সনি স্থির করলো পাল্টা আঘাত করবে।

সেই সঙ্গে এও স্থির করলো যে শত্রুপক্ষের একেবারে মূলে আঘাত করবে। একটিমাত্র মোক্ষম চাল চেলে পাঁচটি পরিবারের পাঁচ কর্তার প্রাণদণ্ড দেবে। এই উদ্দেশ্যে সনি ঐ সব

কর্তাব্যক্তিদের গতিবিধির ওপর নজর রাখার জন্য এক জটিল পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থা ফাঁদলো। কিন্তু এক সপ্তাহের মধ্যেই শত্রুদের দলপতিরা এমনভাবে গুম হয়ে গেলেন যে আর তাদের চোখেও দেখা গেলো না।

পাঁচ পরিবার আর কর্লিয়নি সাম্রাজ্য এবার মুখোমুখি।

আঠারো

মালবেরি স্ট্রটে আমেরিগো বনাসেরার 'আণ্ডার টেকারের' দোকান থেকে কয়েক ব্লক দূরেই তার বাড়ি, কাজেই রোজই রাতের খাবার খেতেসে বাড়ি যেতো। সন্ধ্যার দিকে সে আবার কর্মস্থলে ফিরে আসতো, সেখানকার ভাব-গম্ভীর কক্ষে মৃত ব্যক্তিদের শবদেহ গুলো সাজিয়ে রাখা হতো, মৃতদের আত্মীয়-বন্ধুরা শোক প্রকাশ করার জন্য আসতো। বনাসেরা তাদেরকে সঙ্গ দিতো।

তার ব্যবসা এবং সেই সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় নানা পেশাদারী কাজ-কারবার নিয়ে কেউ ঠাট্টা করলে বনাসেরা খুব বিরক্ত হতো। বলা বাহুল্য তার নিজের বাড়ির কেউ কিংবা আত্মীয়েরা, প্রতিবেশীরা কখনোই ঠাট্টা করতো না। যারা বছরের পর বছর মাথার ঘাম পায়ে ফেলে রুটি-রোজগার যোগাড় করে তারা সব পেশাকেই শ্রদ্ধার চোখে দেখে।

ভারি-ভারি আসবাব দিয়ে সাজানো নিজের বাড়িতে বনাসেরা স্ত্রীর সঙ্গে দুপুরের খেতে বসেছিলো। পাশেই খাবার রাখার তাকে গিল্টি করা কুমারী মেরির মূর্তির সামনে লাল কাচের ডোমের মধ্যে মোমবাতির শিখা কাঁপছিলো। বনাসেরা একটা ক্যামেল সিগারেট ধরিয়ে এক গ্লাস আমেরিকান হুইস্কি নিয়ে আরাম করে বসেছিলো। তার বউ দু'পেয়ালা গরম সুপ এনে টেবিলে রাখলো। বাড়িতে শুধু ওরা দুজনেই ছিলো। মেয়েকে বোস্টনে তার খালার বাড়িতে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছিলো যাতে সেই দুর্বৃত্তদের হাতে পড়ার ভংয়কর অভিজ্ঞতা আর আঘাতের কথা ভুলতে পারে, দুর্বৃত্ত দুটোকে তো ডন কর্লিয়নিই সাজা দিয়েছিলেন।

সুপ খেতে খেতে বউ জিজ্ঞেস করলো, "আজ আবার কাজে যাচ্ছো নাকি?" আমেরিগো বনাসেরা মাথা দুলিয়ে জানালো যে যাচ্ছে। ওর বউ ওর কাজকে শ্রদ্ধার চোখে দেখলেও ঠিক বুঝে উঠতো না। এটুকু সে বুঝতো না যে আমেরিগোর কাজের কারিগরি দিকটার গুরুত্ব সব চাইতে কম। অধিকাংশ বাইরের লোকের মতো সেও ভাবতো যে লোকে ওকে টাকা দিতো কারণ ওর হাতের কৌশল এতোই নিপুণ যে কফিনে শোয়া মৃতদেহ গুলিকে একেবারে জীবন্ত ব'লে মনে হতো। সত্যিই সেদিক দিয়ে ওর দক্ষতা ছিলো বইতে লিখে রাখার মতো। কিন্তু তার চাইতেও গুরুত্বপূর্ণ, তার চাইতেও প্রয়োজনীয় কথা ছিলো মৃতের জন্যে রাত্রিযাপনে ওর ব্যক্তিগত উপস্থিতি। রাতে যখন প্রিয়জনের কফিনের পাশে আত্মীয়-বন্ধুদের অভ্যর্থনা করবার জন্য শোকাহত পরিবারবর্গ এসে পৌঁছাতো তখন আমেরিগো বনাসেরাকে ছাড়া তাদের চলতো না।

মৃত্যুর সান্নিধ্যে সে ছিলো তাদের কর্তব্যনিষ্ঠ অভিভাবক। মুখে কি গাম্ভীর্য, অথচ কত শক্তি, কত সান্ত্বনা, কণ্ঠস্বর অবিচলিত, অথচ নিচু পর্দায় নামানো; শোক নিবেদনের

অনুষ্ঠানের সে ছিলো কর্ণধার। অশোভন-শোকোচ্ছ্বাস সে শান্ত করতে পারতো; দুর্নিবার ছেলেমেয়েদের সামলাতে বাপ-মা'র মনের জোরে না কুলালে বনাসেরা তাদের শাসন করতো। সমবেদনা জানাতে গিয়ে কখনো সে বাড়াবাড়ি করতো না, আবার কোনো সময়ই ঔদাসীন্যও দেখাতো না। একবার যে পরিবার প্রিয়জনের শেষ পরিচর্যার জন্য বনাসেরার কাছে এসেছে, বারে বারে তারা ফিরে ফিরে আসতো তার কাছে। বনাসেরাও পৃথিবীর মাটির ওপর সেই শেষ ভয়ঙ্কর রাতে কাউকেই পরিত্যাগ করতো না।

খাওয়ার পর সাধারণত সে একটা ঘুম দিতো। তারপর উঠে হাতমুখ ধুয়ে আরেকবার দাড়ি কামিয়ে, প্রচুর পাউডার মাখতো। সুগন্ধী ঔষধ দিয়ে কুলি করতো। শ্রদ্ধা প্রকাশ করার জন্য পরিষ্কার গেঞ্জি,ধবধবে সাদা শার্ট, কালো টাই, নতুন ইস্ত্রী-করা গাঢ় রঙের স্যুট, অনুজ্জ্বল কালা জুতো, কালো মোজা পরতো অথচ সবটা মিলিয়ে বিমর্ষতা প্রকাশ না ক'রে দর্শকের মনে সান্ত্বনা এনে দিতো। তাছাড়া কলপ দিয়ে চুল কালো করে রাখতো, ওর সমবয়সী ইতালিয় পুরুষদের কারো মধ্যে এমন চপলতা দেখা যেতো না। তবে শৌখিনতার জন্য এমন করতো না। কারণটা হলো ওর চুল পেকে কিছুটা কালো কিছুটা সাদা চকচকে একটা রূপ নিয়েছিলো, ওর মনে হতো সেটা ওর পেশার পক্ষে অশোভন।

সুপ খাওয়া হলে ওর বউ সামনে ছোট একটা মাংসের 'স্টেক' এনে রাখলো সেই সঙ্গে কয়েক চামচ সবুজ পালংশাক, সেখান থেকে তেল গড়াচ্ছিলো। খুব অল্পই খেতো বনাসেরা। এরপর এক পেয়ালা কফি খেয়ে শেষে আরেকটা সিগারেট ধরালো। কফি খেতে খেতে মেয়ের কথা মনে হচ্ছিলো। আর কখনো সে আগের মতো হবে না। বাইরের সৌন্দর্য আবার ফিরিয়ে আনা হয়েছিলো, কিন্তু চোখে এমন একটা ভয়ার্ত প্রাণীর মতো ভাব এসেছিলো যে বনাসেরা ওর দিকে তাকাতে পারতো না। সেজন্যে ওকে কিছুদিনের জন্যে বোস্টনে পাঠিয়ে দিয়েছিলো। সময়ে ক্ষতস্থানগুলো সেরে যাবে। ব্যথা আর ভয়ের তো মৃত্যুর অন্তিম রূপ থাকে না। ওর ঐ পেশার জন্যেই বনাসেরা আশাবাদী হয়ে উঠেছিলো।

কফি খাওয়া শেষ হতেই বসার ঘরের টেলিফোন বেজে উঠলো। স্বামী বাড়িতে থাকলে ওর বউ কখনো ফোন ধরতো না। বনাসেরা উঠে দাঁড়িয়ে পেয়ালা শেষ ক'রে সিগারেটটা ঘষে নিভিয়ে ফেললো। ফোনের কাছে যেতেই টাই খুলে ফেলে শার্টের বোতাম খুলতে লাগলো, এবার একটু ঘুমানো যাবে। তারপর ফোন তুলে সৌজন্যের সঙ্গে বললো, "হ্যালো।"

অন্য দিক থেকে কর্কশ-ক্লান্ত কণ্ঠ শোনা গেলো, "আমি টম হেগেন। ডন কর্লিয়নির অনুরোধে তার হয়ে কথা বলছি।"

আমেরিগো বনাসেরার পেটে কফিটা পাক দিয়ে উঠলো, একটু গা বমি মনে হলো। মেয়ের সম্মান রক্ষা করার জন্য ডনের কাছে ঋণ স্বীকার করার পর এক বছরের বেশি কেটে গিয়েছিলো, এই দীর্ঘ সময়ে ঋণ শোধ করার কথা মন থেকে মুছে গিয়েছিলো। তখন সেই দুই বদমাইশের রক্তমাখা মুখ দেখে বনাসেরা এতো কৃতজ্ঞ হয়েছিলো যে ডনের জন্য করতে পারতো না এমন কাজ ছিলো না। কিন্তু সময়ের অতিক্রমে রূপের চাইতে কৃতজ্ঞতার ক্ষয় হয় বেশি। এই মুহূর্তে সামনে সর্বনাশ দেখলে মানুষের মন যেমন বিষিয়ে ওঠে, বনাসেরারও তাই হলো। উত্তর দিতে গলা কেঁপে গেলো, "হ্যা, বুঝেছি। বলুন, শুনছি।"

হেগেনের কণ্ঠস্বরের শীতলতা দেখে বনাসেরা অবাক হলো। কনসিলিওরি ইতালিয় না হলেও সবসময়ই ভদ্র ব্যবহার করতো। কিন্তু এখন সংক্ষিপ্ত অমার্জিত গলায় সে বললো, "ডন আপনার কাছে একটা কাজ পান। আপনি যে সেই ঋণ শোধ করবেন সে বিষয়ে তার মনে কোনো সন্দেহ নেই। এই সুযোগটা পেয়ে আপনি খুশি হবেন, তিনি তাও জানেন। এক ঘন্টার মধ্যে, তার আগে নয়, একটু পরেও হতে পারে, উনি আপনার কর্মস্থলে যাবেন সাহায্য চাইতে। উনাকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য আপনি উপস্থিত থাকবেন। আপনার কর্মচারীরা কেউ যেনো না থাকে। তাদের বিদায় করে দিন। এতে যদি আপনার কোনো আপত্তি থাকে এখনই বলুন, আমি তাকে বলবো। তার আরো বন্ধু আছে, তারা এ কাজটা করে দিতে পারবে।"

ভয়ের চোটে আমেরিগো বনাসেরা প্রায় চেঁচিয়ে উঠলো, "আপনি কি করে ভাবতে পারলেন যে আমি গড ফাদারেরর অনুরোধ রক্ষা করবো না? উনি যা বলবেন আমি অবশ্যই তা' ক'রবো। আমার ঋণের কথা আমি ভুলিনি। এখনই আমার কর্মস্থলে যাচ্ছি।"

হেগেনের গলাটা আরো কোমল শোনালো, তবু কেমন যেনো অদ্ভুত মনে হলো, "অনেক ধন্যবাদ, ডনের মনে আপনার সম্বন্ধে কোনো সন্দেহই ছিলো না। ওই প্রশ্নটা আমার। আজ তাকে সাহায্য করুন, পরে যে কোনো বিপদে আমার কাছে আসবেন, আমার ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব আপনি পাবেন।"

এ কথা শুনে বনাসেরা আরো ঘাবড়ে গেলো। তোতলামি করতে করতে বললো, "আজ রাতে আমার কাছে ডন নিজে আসবেন?"

হেগেন বললো, "হ্যা, আসবেন।"

বনাসেরা বললো, "তাহলে স্রষ্টাকে ধন্যবাদ জানাই যে উনি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠেছেন।" এমন একটা টান দিয়ে সে কথাগুলো বললো যে প্রশ্নের মতো শোনালো।

ফোনের অপর প্রান্তে একটু নীরবতা, তারপর খুব আস্তে হেগেন বললো, "হ্যা।" কট ক'রে ফোনের কনেকশন কেটে গেলো।

বনাসেরার গা দিয়ে ঘাম ঝরছিলো।শোবার ঘরে গিয়ে সে শার্ট বদলালো, কুলি করলো। কিন্তু দাড়িও কামালো না, নতুন টাইও বাঁধলো না। সারা দিন যেটা গলায় বাঁধা ছিলো, সেটাই রইলো। কর্মস্থলে টেলিফোন ক'রে ওর সহকারীকে ব'লে দিলো সামনের বসার ঘরে যে শোকসন্তপ্ত পরিবার রয়েছে তাদের কাছে থাকতে। বনাসেরা নিজে বাড়িটার যে অংশে ল্যাবরেটরির কাজ হয় সেখানে থাকবে। সহকারী কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই বনাসেরা সংক্ষেপে তাকে থামিয়ে দিয়ে বললো, যেমন যেমন বলা হয়েছে সেভাবে যেন কাজ করে।

ওর বউ তখনো খাচ্ছিলো, কোট গায়ে দিয়ে এ-ঘরে আসতেই সে মুখ তুলে অবাক হয়ে চেয়ে রইলো। বনাসেরা বললো, "আমার কাজ আছে।" ওর মুখের ভাব দেখে বউ আর কিছু জিজ্ঞেস করতে সাহস পেলো না। বাড়ি থেকে বেরিয়ে পায়ে হেঁটে বনাসেরা তার ফিউনারেল পার্লারে পৌছলো।

চারদিকে সাদা রেলিং দিয়ে ঘেরা বড় একটা জায়গার মধ্যে আলাদা একটা বাড়ি। সরু একটা পথ দিয়ে বড় রাস্তা থেকে বাড়িটার পেছন দিকে যাওয়া যেতো, পথটা এত চওড়া যে

একটা এম্বুলেন্স কিংবা শবাধার নিয়ে যাবার গাড়ি যেতে পারে। বনাসেরা গেট খু'লে সেটিকে খোলাই রেখে দিলো। তারপর বাড়ির পেছনে চওড়া দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকলো। ঢুকবার সময় দেখতে পেলো শোকার্ত আত্মীয়-স্বজনরা সদ্য মৃত ব্যক্তির মৃতদেহের প্রতি শ্রদ্ধা জানাবার জন্য সামনের দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকছে।

অনেক বছর আগে বনাসেরা এই বাড়িটা আরেকজন সমাধি ব্যবসায়ীর কাছ থেকে কিনে ছিলো, তখন দশটা সিঁড়ি দিয়ে উঠে তবে বাড়ির মধ্যে আসতে হতো। এতে একটা সমস্যা দেখা দিয়েছিলো। বুড়ো অথবা শোকার্ত আত্মীয়-স্বজন মৃতের প্রতি শ্রদ্ধা জানাবে ব'লে মনস্থির ক'রে এসে দেখতো ঐ সিঁড়ি দিয়ে উঠা ওদের ক্ষমতায় কুলাচ্ছে না। আগের মালিক এদের জন্য একটা মাল ওঠাবার লিফট্ ব্যবহার করতো। বাড়ির পাশেই মাটি থেকে লোহার তৈরি একটা ছোট মঞ্চের মতো উঠে আসতো। এটা আসলে শবাধার কিংবা মৃতদেহ তুলবার জন্য ব্যবহার করা হতো। লিফট্ প্রথমে মাটির নিচে নেমে যেতো তারপর একেবারে বৈঠকখানায় গিয়ে উঠতো। শবাধারের পাশেই ঘরের মেঝেতে একটা চোরা দরজা খুলে যেতো, অন্যান্য শোককারীরা তাদের কালো চেয়ার সরিয়ে জায়গা করে দিতো। সেই চোরা দরজা দিয়ে অথর্ব বুড়োরা উঠে আসতো। তারপর তাদের শ্রদ্ধ নিবেদন করা হয়ে গেলে পালিশ করা মেঝে ফুঁড়ে লিফট্টা আবার উঠে এসে তাদের নিচে নামিয়ে দিতো।

আমেরিগো বনাসেরার মনে হয়েছিলো এভাবে সমস্যার সমাধান করা অশোভন আর মালিকের কৃপণতার পরিচায়ক। কাজেই সে বাড়ির সামনের দিকটার আমুল সংস্কার করেছিলো। সিঁড়ি সহ প্রবেশপথটা তুলে ফেলে দিয়ে তার জায়গায় সামান্য ঢালু একটা পথ তৈরি করেছিলো। অবশ্য শবাধার আর মৃতদেহ তুলবার জন্য লিফট্টাও রইলো।

নিদারুণ নৈরাশ্য নিয়ে বনাসেরা অপেক্ষা করতে লাগলো। কি কাজ ওকে করতে বলা হবে সে-বিষয়ে ওর মনে কোনো সন্দেহ ছিলো না। গত এক বছর ধরে নিউ ইয়র্কের পাঁচ পরিবারের সঙ্গে কর্লিয়নিরা লড়াই করছিলো, সেইসব হত্যাকাণ্ডের খবরে কাগজের পাতা ভরে থাকতো। দু'পক্ষের বহু লোক প্রাণ হারিয়েছিলো। এখন কর্লিয়নিরা নিশ্চয়ই এমন উচ্চপদস্থ কাউকে খুন করেছে যে তার মৃতদেহটাকে গুম করতে চাইছে, একেবারে 'নেই' ক,রে দিতে চাইছে। একজন রেজিস্টার করা সমাধি ব্যবসায়ীকে দিয়ে বিধিমত মৃতদেহ সমাধিস্থ করার চাইতে উৎকৃষ্ট উপায় আর কি হতে পারে? এ-কাজের অর্থ কি দাঁড়াচ্ছে সে-বিষয়ে বনাসেরার কোনো ভুল ধারণা ছিলো না। এর মানে ওকে খুনের সাহায্যকারী হতে হবে। জানাজানি হ'লে বছরের পর বছর জেলে কাটাতে হবে। ওর স্ত্রী আর মেয়ে মান-সম্মান হারাবে, আমেরিগো বনাসেরার সুনাম মাফিয়া লড়াইয়ের রক্ত-কাদায় লুটাবে।

নিজেকে আরেকটু সহজ করতে আরেকটা ক্যামেল সিগারেট খেলো সে। তারপর আরো ভয়াবহ একটা কথা মনে হলো। অন্য মাফিয়া পরিবারগুলো যখন জানতে পারবে বনাসেরা কর্লিয়নিদের সাহায্য করেছিলো তখন তারা ওকে শত্রু ব'লে গন্য করবে। তারা ওকে খুন ক'রে ফেলবে। কি কুক্ষণেই না গড ফাদারের কাছে গিয়ে সে প্রতিহিংসা ভিক্ষা করেছিলো। যেদিন ডন কর্লিয়নির স্ত্রীর সঙ্গে ওর স্ত্রীর ভাব হয়েছিলো বনাসেরা সেই দিনটাকে গালি দিতে লাগলো। নিজের মেয়েকে, আমেরিকাকে, নিজের সাফল্যকে গালি দিতে লাগলো। কিন্তু

তারপরেই মনে আশা ফিরে এলো। হয়তো সবই ভালোভাবে হয়ে যাবে। ডন কর্লিয়নির অনেক বুদ্ধি। নিশ্চয়ই গোপনীয়তা রক্ষার সমস্ত ব্যবস্থা করা হয়েছে। এখন শুধু মাথাটা ঠাণ্ডা রাখতে পারলেই হলো। কারণ এ-কথা বলাই বাহুল্য যদি কোনো কারণে ডন কর্লিয়নির অসন্তোষ ঘটে তবে সেটাই সব চাইতে সর্বনাশের কথা হবে ।

পথে বিছানো পাথরের ওপর গাড়ির টায়ারের শব্দ কানে এলো। ওর অভ্যস্ত কান জানান দিলো যে একটা গাড়ি সরু পথটা ধ'রে পেছনের উঠানে এসে থেমেছে। ওদের ভেতরে আনার জন্য বনাসেরা পেছনের দরজা খুলে দিলো। প্রথমে এলো বিশাল দেহের ক্লেমেন্জা, তারপর দুজন বুনো চেহারার যুবক। এরা বনাসেরার সঙ্গে কোনো কথা না ব'লে ঘরগুলোর তল্লাসী করলো। তারপর ক্লেমেন্জা বেরিয়ে গেলো। দুই যুবক বনাসেরার সঙ্গে রইলো।

কয়েক মুহূর্ত পরে সরু পথ দিয়ে একটা ভারি এম্বুলেন্স আসার শব্দ শোনা গেলো। তারপর ক্লেমেন্জা এলো, তার পেছনে দুজন লোক একটা স্ট্রেচার বয়ে নিয়ে এলো। আমেরিগো বনাসেরার সব চাইতে নিদারুণ আশঙ্কা এবার রূপ নিলো। স্ট্রেচারের ওপর ছাই রঙের কম্বল দিয়ে জড়ানো একটি মৃতদেহ ছিলো, যার হলদে দুটি খালি পা এক দিক দিয়ে বেরিয়ে ছিলো।

ইশারা ক'রে ক্লেমেন্জা বাহকদের বললো স্ট্রেচারটাকে ঔষুধ-ঘরে নিয়ে যেতে। তারপর উঠানের অন্ধকার থেকে আরেকজন লোক আলোকিত অফিস ঘরে ঢুকলো। তিনি ডন কর্লিয়নি।

অসুখের জন্য শরীর অনেক হাল্কা হয়ে গেছে, হাঁটছিলেনও কেমন আড়ষ্টভাবে। হাতে টুপি ধরা, মাথার ওপর চুলগুলোকেও বড় পাতলা মনে হলো। মেয়ের বিয়ের সময় বনাসেরা যেমন দেখেছিলো তার চাইতে আরো বুড়ো আরো শুকনা দেখাচ্ছিলো ডন কর্লিয়নিকে। বুকের ওপর টুপিটা চেপে ধ'রে তিনি বনাসেরাকে বললেন, "কি পুরনো বন্ধু, আমার জন্য এই কাজটা ক'রে দিতে প্রস্তুত আছো তো?"

বনাসেরা মাথা দুলিয়ে সম্মতি জানালো। ডন স্ট্রেচারটার পেছনে পেছনে ঔষুধের ঘরে ঢুকলেন, বনাসেরা তার পেছনে আস্তে আস্তে চললো। টেবিলগুলোর দুপাশে নালি কাটা; সেই রকম একটা টেবিলে মৃতদেহ নামানো হয়েছিলো। টুপি নেড়ে ইঙ্গিত করতেই অন্যরা ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো।

ফিসফিস ক'রে বনাসেরা বললো, "আমাকে কি করতে বলছেন?" ডন কর্লিয়নি একদৃষ্টিতে টেবিলটার দিকে চেয়ে ছিলেন। বললেন, "যদি আমার প্রতি তোমার কোনো ভালোবাসা থাকে তাহলে তোমার সমস্ত সাধ্য, সমস্ত নিপুণতা প্রয়োগ করতে বলছি। আমি চাই না ওর মা ওকে এ-ভাবে দেখুক।" টেবিলের কাছে গিয়ে ছাই রঙের কম্বলটা ডন টেনে নামিয়ে দিলেন। অনিচ্ছা সত্ত্বেও দীর্ঘ দিনের প্রশিক্ষণ আর অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও, আমেরিগো বনাসেরার মুখ দিয়ে ভীতির একটা আর্তনাদ বেরিয়ে এলো। গুলির আঘাতে ভগ্ন মুখে, টেবিলের ওপর শুয়ে আছে সনি কর্লিয়নির মৃতদেহ। বাঁ চোখটি রক্তে ভরা, চোখের তারা বিদীর্ণ। নাকের আর বাঁ দিকের গালের হাড় ভাঙ্গা, বিধ্বস্ত।

কিছুক্ষনের জন্য ডন হাত বাড়িয়ে বনাসেরার দেহে ভর দিলেন, তারপর বললেন, "দেখেছো, ওরা কি নির্মমভাবে আমার ছেলেকে মেরে ফেলেছে।"

উনিশ

সম্ভবত এইসব টাল-মাটাল পরিস্থিতির জন্যেই সনি কর্লিয়নি শত্রুর ক্ষমতা বিনাশ করার উদ্দেশ্যে এক মরণ-খেলা শুরু করেছিলো যার পরিণাম হয়েছিলো নিজের মৃত্যুতে। কিংবা হয়তো ওর প্রহেলিকাময় হিংসাপরায়ণ প্রবৃত্তি মুক্তি পেয়েছিলো। যে কারণেই হোক, সেই বছরের বসন্তে আর গ্রীষ্মে শত্রু-পক্ষের সমর্থকদের ওপর সনি অনর্থক হামলা করতে আরম্ভ করেছিলো। হারলেমে টাটাগ্লিয়াদের বেশ্যাবাড়ির দালালদের গুলি করে মারা হতো, জাহাজ-ঘাটার ভাড়াটে গুণ্ডারা প্রাণ হারাতো। যে সব শ্রমিক ইউনিয়নের কর্মচারীরা পাঁচ পরিবারের বশ্যতা স্বীকার করেছিলো তাদের সাবধান করে দেয়া হয়েছিলো যেন কোনো পক্ষে যোগ না দেয়। যে সময়টাতে কর্লিয়নিদের বুক-মেকার আর মহাজনদের জাহাজ-ঘাটায় যাওয়া নিষিদ্ধ ছিলো সেই সময়েও সনি সদলবলে ক্লেমেন্‌জাকে সেখানে পাঠিয়েছিলো জাহাজ-ঘাটার শ্রমিকদের তছনচ ক'রে দিতে।

এই মরণ-খেলার কোনো মানে ছিলো না কারণ তার ওপর ওদের লড়াইয়ের ফলাফল নির্ভর করতো না। সনি খুব বিচক্ষণ আর কৌশলী ছিলো, খণ্ডযুদ্ধে চমৎকার সাফল্য পেয়েছিলো। কিন্তু যে গুণটির প্রয়োজন ছিলো সেটি হলো ডন কর্লিয়নির সুদক্ষ পরিচালনার প্রতিভা। সমস্ত ব্যাপারটা একটা মারাত্মক গেরিলা-যুদ্ধের স্তরে নেমে গিয়েছিলো, উভয় পক্ষের খামোখাই প্রচুর টাকা আর সৈনিকের অপচয় হচ্ছিলো। শেষ পর্যন্ত কর্লিয়নিরা তাদের কতগুলো অত্যন্ত লাভের বুক-মেকার ঘাঁটি বন্ধ ক'রে দিতে বাধ্য হলো। তার মধ্যে ছিলো কার্লো রিট্‌সিরটা, যার আয় দিয়ে ওর সংসার চলতো। ফলে কার্লো মদ ধরলো, নাচিয়ে-গাইয়ে মেয়েমানুষের পিছু নিলো, কনির যন্ত্রণার শেষ রইলো না। সনির কাছে মার খাওয়ার পর কার্লো আর স্ত্রীর গায়ে হাত তোলেনি, কিন্তু এক বিছানাতেও আর শোয়নি। কনি তার পায়ে ধ'রে কেঁদেছিলো তবুও তাকে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিলো। ওর মতে রোমান পুরুষরা ঐ রকম অভিজাত আনন্দের সঙ্গে মেয়েদের প্রত্যাখ্যান করতো। বিদ্রুপ ক'রে বলেছিলো, "যাও না ভাইকে ডেকে আনো, বলো আমি তোমার সঙ্গে শুইনা, তাহলে ও হয়তো আমাকে ধ'রে এমন পেটাবে যে অমনি শুয়ে পড়বো!"

মুখে যাই বলুক, পরস্পরের সঙ্গে যতই নিরুত্তাপ ভদ্রতা দেখাক, কার্লো সনিকে ভূতের মতো ভয় করতো। কার্লোর এতোটা বুদ্ধি ছিলো যে বুঝতে পেরেছিলো সনি ওকে সহজেই মেরে ফেলতে পারে, জন্তু জানোয়ারের মতো স্বাভাবিক ভাবেই সনি অনায়াসে মানুষ মারতে পারে, কিন্তু কার্লোকে যদি মানুষ মারতে হয়, তাহলে তার সমস্ত শক্তি, সমস্ত সংকল্প সংগ্রহ করতে হবে। সনির ভয়াবহ পাশবিকতা দেখে ওর হিংসা হতো; ঐ পাশবিকতার কাহিনী আজকাল লোকের মুখে-মুখে ফিরতো।

কনসিলিওরি হিসাবে টম হেগেন সনির এ-সব কীর্তিকলাপ অনুমোদন করতো না, তবু সে ঠিক করেছিলো এ নিয়ে ডনের কাছে আপত্তি জানাবে না, কারণ সনির পদ্ধতিটাতে কিছু ফল দিতো। মনে হতো পাঁচ পরিবার শেষ পর্যন্ত নরম হ'য়ে এসেছিলো, তারপর ক্ষয়-যুদ্ধ আরো কিছুদিন চলার পর ওদের প্রতি-আক্রমণগুলো ক্রমেই দুর্বল হ'য়ে শেষে একেবারে বন্ধ

হ'য়ে গেলো। প্রথমদিকে শত্রুপক্ষের এই শান্ত রূপটাকে হেগেন সন্দেহের চোখে দেখতো কিন্তু সনি খুব উল্লসিত ছিলো। সে হেগেনকে বলেছিলো, "আমি চালিয়ে যাবো, তাহলে হারামজাদারা একটা আপোষ করার জন্যে কান্না-কাটি শুরু ক'রে দেবে।"

অন্যান্য বিষয় নিয়েও সনির কিছু দুশ্চিন্তা ছিলো। ওর স্ত্রী বিগড়ে গিয়েছিলো কারণ চারদিকে গুজব রটেছিলো যে লুসি মানচিনি ওর স্বামীকে জাদু করেছে । যদিও সনির দেহের অঙ্গ আর কায়দা নিয়ে সন্ড্রা হাসি-তামাশা করতো তবুও অনেক দিন সনি ওর কাছ থেকে দূওে সওে থেকেছিলো এবং দাম্পত্য শয্যার অনুপস্থিতি সন্ড্রাকে পীড়া দিচ্ছিলো, তাই শুধু খিট-খিট ক'রে সনির জীবন অতিষ্ঠ ক'রে তুলেছিলো।

অন্যান্য বিষয় নিয়েও সনির কিছু দুশ্চিন্তা ছিলো। ওর স্ত্রী বিগড়ে গিয়েছিলো কারণ চারদিকে গুজব রটেছিলো যে লুসি মানচিনি ওর স্বামীকে জাদু করেছে। যদিও সনির দেহের অঙ্গ আর কায়দা নিয়ে প্রকাশ্যে সন্ড্রা হাসি-তামাশা করতো, তবু অনেকদিন সনি ওর কাছ থেকে দূরে সরে থেকেছিলো এবং দাম্পত্য শয্যার অনুপস্থিতি সন্ড্রাকে পীড়া দিচ্ছিলো তাই শুধু খিটখিট ক'রে সে সনির জীবন অতিষ্ঠ ক'রে তুলেছিলো।

তার ওপর সনি জানতো ও শত্রুপক্ষের ঘাতকদের লক্ষ্য, তার একটা বিষম মানসিক ক্লেশ ছিলো। যা কিছু করতো, যেখানেই যেত, সবসময়ই অত্যন্ত সতর্কভাবে চলতো; ও জানতো লুসি মানচিনির কাছে ওর যাতায়াত শত্রুদের জানা ছিলো। তবে এক্ষেত্রে সনি বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতো, কারণ এখানেই মানুষের ইতিহাস-খ্যাত দুর্বলতা। ওখানে সনি নিরাপদ। লুসি যদিও ঘুণাক্ষরেও সন্দেহ করতো না, সানতিনোর দলের লোকরা চব্বিশ ঘণ্টা ওকে পাহারা দিতো। তারপর ঐ বাড়ির ঐ তলাতেই একটা ফ্ল্যাট খালি হতেই দলের সব চাইতে বিশ্বাসী লোকদের একজন সেটি ভাড়া নিয়ে নিলো।

ডন ক্রমেই সেরে উঠছিলেন, শীঘ্রই তিনি আবার নেতৃত্ব দিতে পারবেন। সঙ্গে-সঙ্গেই যুদ্ধের ভাগ্য কর্লিয়নিদের পক্ষে ফিরে যেতে বাধ্য। এ বিষয়ে সনির মনে কোনো সন্দেহ ছিলো না। ততোদিন সে পারিবারিক সাম্রাজ্য রক্ষা ক'রে যাবে, বাপের শ্রদ্ধা অর্জন করবে আর ডনের পথটা যেহেতু বংশপরম্পরায় নিশ্চিতভাবে পাবার মতো নয়, কর্লিয়নি সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী হবার দাবিটা সনি নিশ্চিত ক'রে রাখতে চাইতো।

ওদিকে শত্রুপক্ষও ফন্দি আঁটছিলো। তারাও পরিস্থিতিটাকে বিশ্লেষণ ক'রে এই সিদ্ধান্তে এসেছিলো যে পরাজয় এড়িয়ে যাবার একমাত্র উপায় হলো সনি কর্লিয়নিকে হত্যা করা। ওরা পরিস্থিতিটা আরো ভালো ক'রে বুঝতে পেরেছিলো, ওদের মনে হয়েছিলো ডনের সঙ্গে কারবার করা বরং সম্ভব হতে পারে, কারণ সকলেই জানতো তিনি যুক্তি মেনে চলতেন। সনির রক্তলোলুপতাকে সকলে মনে করতো পাশবিকতা, সেজন্যে সনি ওদের দু'চোখের বিষ হ'য়ে দাঁড়িয়েছিলো। শুধু তাই নয়, ও-রকম ব্যবহার খুব একটা ব্যবসা- বুদ্ধিরও পরিচায়ক ছিলো না। অতীত দিনের সংঘর্ষ আর গণ্ডগোল কেউ ফিরে চাইতো না।

একদিন সন্ধ্যায় কনি কর্লিয়নির একটা ফোন এলো; কোনো মেয়ের গলা, নাম বললো না, কার্লোকে ডাকলো। কনি জিজ্ঞেস করলো, "কে বলছেন।"

মেয়েটা খিক্-খিক্ ক'রে হেসে বললো, "আমি কার্লোর বন্ধু। আমি শুধু জানাতে

চাইছিলাম যে ওর সঙ্গে আজ রাতে দেখা হবে না। আমাকে আজই শহরের বাইরে যেতে হবে।"

কনি কর্লিয়নি বলে উঠলো, "হারামি মেয়ে কোথাকার!" তারপর টেলিফোনেই চ্যাঁচাতে লাগলো, "খানকি মাগী!" অন্য দিক থেকে কট্ ক'রে একটা শব্দ শোনা গেলো।

কার্লো সেদিন দুপুরে ঘোড়-দৌড়ের মাঠে গিয়েছিলো, ফিরেছিলো বেশ রাত করে, বাজি হেরে মেজাজ গিয়েছিলো বিগড়ে; তার সঙ্গে থাকতো একটা মদের বোতল, সেটা থেকে মদ খেয়ে প্রায় আধা মাতাল অবস্থা। দরজা দিয়ে ভেতরে পা দেয়া মাত্রই কনি গালি দিতে শুরু করলো। সেদিকে ভ্রুক্ষেপ না ক'রে কার্লো শাওয়ারে গোসল করতে গেলো। গোসল ক'রে খালি গায়ে বেরিয়ে এসে কনির সামনেই গা মুছে বাইরে যাবার জন্য সাজগোজ শুরু ক'রে দিলো।

কোমরে হাত দিয়ে কনি এসে দাঁড়ালো, রাগের চোটে তার মুখটা ফ্যাকাশে দেখাচ্ছিলো। বললো, " তুমি কোথাও যাবে না । তোমার বান্ধবী টেলিফোন ক'রে বলেছে সে আজ বাড়িতে থাকবে না। বজ্জাত কোথাকার, তোমার এতোদূর আস্পর্ধা যে খানকিকে আমার টেলিফোন নাম্বর দাও! তোমাকে আজ আমি মেরেই ফেলবো, হারামজাদা", এই ব'লে ওর দিকে তেড়ে গিয়ে লাথি মেরে খামচাতে লাগলো।

একটা পেশীবহুল বাহু দিয়ে ওকে ঠেকিয়ে রেখে নিরুত্তাপ কণ্ঠে কার্লো বললো, "তুমি কি পাগল হ'লে নাকি। আরে, ঠাট্টা করছিলো, মাথা খারাপ।"

কনি ওর হাত থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে ওর মুখে খামচি দেবার চেষ্টা করলো। অপ্রত্যাশিত ধৈর্যের সঙ্গে কার্লো তাকে ঠেলে সরিয়ে দিলো। কনি লক্ষ্য করলো ওর পেটে বাচ্চা রয়েছে ব'লে কার্লো এতো সাবধানে কাজ করছে। এই দেখে আরো রাগ দেখাবার সাহস পেলো সে। তাছাড়া একটু উত্তেজিতও হয়েছিলো। কিছু দিন পরে ওর কিছু করার সাধ্য থাকবে না। ডাক্তার বলে দিয়েছিলেন শেষ দু'মাস স্বামীর সাথে সহবাস করবে না। সেই দু মাস শুরু হবার আগে কনির সহবাসের ইচ্ছা হয়েছিলো। অথচ সেই সঙ্গে কার্লোর দেহে আঘাত করার ইচ্ছাটাও ছিলো। কার্লোর পেছন-পেছন কনিও শোবার ঘরে ঢুকলো।

কার্লো কিছুটা ঘাবড়ে গেছে দে'খে কনির মনে একই সাথে ঘৃণা আর আনন্দ হলো। সে বললো, "তুমি বাড়িতেই থাকবে, বের হবে না।"

কার্লো বললো, "আচ্ছা!" তখনো তার কাপড়চোপড় পরা হয়নি, শুধু শর্টস্ পরা ছিলো। কার্লো ঐ পোষাকেই বাড়ির মধ্যে ঘুরে বেড়াতে ভালোবাসতো, নিজের ভি অক্ষরের মতো সরু কোমর, চওড়া কাঁধ নিয়ে তার অনেক গর্ব। ক্ষুধার্ত কনি ওর দিকে চেয়ে রইলো। কার্লো হাসার চেষ্টা করলো, "অন্তত কিছু খেতে দেবে তো?"

এতে কনির রাগ পড়লো, ওকে কর্তব্যের কথা মনে করিয়ে দেওয়াটাও অন্তত একটা কর্তব্যের কথা। কনি ভালোই রাঁধতো, মায়ের কাছে শিখেছিলো। মাংস আর মিষ্টি লঙ্কা ভাজতে বসলো সে, রান্না চড়িয়ে নানান তরকারি দিয়ে একটা সালাদ বানাতে শুরু করলো। কার্লো খাটে লম্বা হ'য়ে শুয়ে পরদিনের ঘোড়-দৌড়ের ফর্মটা দেখতে লাগলো। পাশে এক গেলাস হুইস্কি নিয়ে, মাঝে-মাঝে কার্লো তাতে চুমুক দিচ্ছিলো।

কনি শোবার ঘরে এসে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রইলো যেন না ডাকলে ভেতরে আসতে পারবে না। বললো, "টেবিলে খাবার দেয়া হয়েছে।"

রেসিং ফর্মটা পড়তে পড়তে কার্লো বললো, "আমার এখনো খিদে পায় নি।"

জেদ ক'রে কনি বললো, "সবই টেবিলে দেয়া হয়েছে।"

কার্লো বললো, "চুলায় যাক তোমার খাবার।" গ্লাসের বাকি হুইস্কিটুকু খেয়ে ফেলে বোতল থেকে আবার গ্লাস ভরতে গেলো কার্লো। ওর দিকে ফিরেও তাকালো না।

কনি রান্নাঘরে ফিরে গিয়ে খাবার ভরতি প্লেটগুলো তুলে বাসন ধোয়ার বেসিনের ওপর আছড়ে ফেলতে লাগলো। ঝন-ঝন শব্দ শুনে শোবার ঘর থেকে কার্লো বেরিয়ে এলো। রান্নাঘরের দেয়ালে তেল-তেলে মাংস আর লঙ্কা ছড়ানো দেখে ওর পিত্তি জ্বলে গেলো, লোকটা পরিচ্ছন্নতা ভালোবাসতো। তিক্ত গলায় সে বললো, "কোথাকার আহ্লাদি বদ্ মেয়ে। এখনই সব সাফ করো নয়তো পিটিয়ে তোমার ছাল তুলে ফেলবো।"

কনি বললো, "করবো না আরো কিছু!" জানোয়ারের নখরের মতো ক'রে দু'হাতের আঙুল তুললো কনি, যেন এখনই কার্লোর বুক ছিঁড়ে ফালা-ফালা ক'রে দিতে প্রস্তুত।

কার্লো শোবার ঘরে ফিরে গিয়ে বেরিয়ে এলো নিজের বেল্টটাকে ডবল ক'রে মুড়ে হাতে নিয়ে। বললো, "সাফ কর।" গলার শাসানি শুনতে কনির ভুল হলো না। চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলো সে, এতটুকু নড়লো না, বেল্টের আঘাত এসে পড়লো ওর মাংসল পাছায়, ঝন্ঝন্ করে উঠলো, তবে খুব লাগলো না। কনি রান্নাঘরের আলমারির কাছে গিয়ে দেরাজ থেকে রুটি কাটার লম্বা ছুরিটা বের ক'রে আনলো। ছুরি তুলে ধরে রইলো কনি।

কার্লো হেসে বললো,"কর্লিয়নিদের মেয়েরাও কি খুনি নাকি!" রান্না-ঘরের টেবিলে বেল্টা রেখে ওর দিকে এগিয়ে এলো কার্লো। হঠাৎ একটা খোঁচা মারার চেষ্টা করলো কনি কিন্তু পেটে বাচ্চা, শরীর ভারি, তাড়াতাড়ি নড়তে পারলো না। মারাত্মক সঙ্কল্প নিয়ে কনি ওকে লক্ষ্য ক'রে আঘাত হানার চেষ্টা করেছিলো, কার্লো আঘাতটা এড়াতে পেরেছিলো। খুব সহজেই কার্লো ওর হাত থেকে অস্ত্র কেড়ে নিয়ে গালে চড় মারতে আরম্ভ করলো, তবে খুব বেশি জোরে নয়, চামড়ায় আঘাতের চিহ্ন থাকলে তো চলবে না।

বারবার চড় মারতে লাগলো কার্লো, কনি ওর কাছ থেকে পালাবার জন্যে রান্না-ঘরের চারদিকে ছুটে বেড়াতে লাগলো, শোবার ঘরে দৌড়ে গেলো, পেছনে-পেছনে কার্লোও এলো। কনি ওর হাতে কামড় দিতে চেষ্টা করলো; কার্লো কনির চুলের মুঠি ধ'রে মুখ তুলে শুধুই থাপ্পড় দিতে লাগলো, যতক্ষণ না ব্যথায়, অপমানে ছোট-মেয়ের মতো ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো কনি। কার্লো তাকে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বিছানার ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিলো। তারপর বিছানার পাশে টেবিল থেকে হুইস্কি নিয়ে খেতে লাগলো, মনে হচ্ছিলো খুব নেশা হয়েছে, ওর উজ্জ্বল নীল চোখ উন্মাদের চোখের মতো চকচক করছিলো। শেষে কনির সত্যিই ভয় ধরে গেলো।

পা ফাঁক ক'রে দাঁড়িয়ে বোতল থেকে হুইস্কি খাচ্ছিলো কার্লো। কনির ভারি দেহের উরুর কাছে মাংস খামচে ধরে কার্লো এমন চিমটি দিলো যে বেদনায় কাত্রে উঠে দয়া ভিক্ষা করতে লাগলো কনি। ঘৃণার সঙ্গে কার্লো বললো, "শূওরের মতো মোটা হয়েছে!" এই বলে শোবার ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো।

কনি খুব ভয় পেয়েছিলো, সমস্ত সাহস উড়ে গিয়েছিলো। চুপ ক'রে বিছানায় পড়ে রইলো, পাশের ঘরে স্বামী কি করছে দেখারও সাহস হলো না। শেষে উঠে দরজার ফাঁক দিয়ে বসার-ঘরে উঁকি মারলো। আরেক বোতল হুইস্কি খুলে, হাত পা ছড়িয়ে সোফার ওপর

কার্লো শুয়ে ছিলো। একটু পরেই নেশায় বুঁদ হয়ে যাবে, তখন কনি চুপি চুপি রান্নাঘরে গিয়ে লংবিচে বাপের বাড়িতে টেলিফোন করতে পারবে। মাকে বলবে কাউকে পাঠিয়ে ওকে নিয়ে যেতে। মনে শুধু এই আশা সনি যেন ফোন না ধরে। টম হেগেন কিংবা মায়ের সঙ্গে কথা বলাই সব চাইতে ভালো।

ডন কর্লিয়নির বাড়ির রান্নাঘরে যখন ফোনটা বেজে উঠলো তখন রাত প্রায় দশটা। ডনের দেহরক্ষীদের একজন ফোন ধ'রে কনির মাকে দিয়ে দিলো। কিন্তু কনি যে কি বলছে ওর মা ভালো ক'রে বুঝতেই পারছিলেন না, একেতো প্রায় হিস্টিরিয়াগ্রস্ত, তার ওপর ফিসফিস ক'রে কথা বলার চেষ্টা করছিলো সে, যাতে পাশের ঘর থেকে কার্লো শুনতে না পায়। তাছাড়া চড় খেয়ে কনির মুখ ফুলে গিয়েছিলো, ফোলা ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে অস্পষ্ট ভাবে কথা বলছিলো। বসার ঘরে টম হেগেনের সঙ্গে সনি ছিলো, মিসেস কর্লিয়নি ইশারায় দেহরক্ষীকে বললেন সনিকে ডাকতে।

সনি এসে মার কাছ থেকে ফোন নিয়ে বললো, "বল কনি।"

এক দিকে স্বামীর ভয়, অপর দিকে ভাই কি করে বসে সেই ভয়, দুই মিলে কনির স্বর আরো অস্পষ্ট হয়ে এলো। সে এলোমেলো ভাবে বলতে লাগলো, "সনি, আমাকে নিয়ে যাবার জন্য একটা গাড়ি পাঠিয়ে দাও, গিয়ে সব কথা বলবো। কিছুই হয়নি, সনি। তুমি নিজে এসো না। টমকে পাঠাও, লক্ষ্মীটি। কিছু হয়নি, আমার বাড়ি যেতে ইচ্ছা করছে।"

ততক্ষণে হেগেনও ঐ ঘরে এসে গিয়েছিলো। ওপরে তলার ঘরে ঘুমের ঔষুধ খেয়ে ডন ঘুমাচ্ছিলেন। বিপদের সময় টম সব সময়ই সনির ওপর চোখ রাখার চেষ্টা করতো। বাড়ির ভেতরের রক্ষীরাও রান্নাঘরে ছিলো। ফোনে যখন সনি কথা বলছিলো সবাই তখন ওর দিকে চেয়ে ছিলো।

এ বিষয়ে কোনো প্রশ্ন উঠতে পারে না যে সনির চরিত্রের হিংসাত্মক বৃত্তিগুলোর উৎপত্তি ওর দেহের গভীরে কোনো রহস্যময় উৎসে। ওর দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে ওরা স্পষ্ট দেখতে পেলো ওর গলার মোটা স্নায়ু পর্যন্ত রক্তের স্রোত গিয়ে পৌঁছাচ্ছে, বিদ্বেষে চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে, মুখের অবয়বগুলোর প্রত্যেকটি আলাদাভাবে আড়ষ্ট হয়ে সঙ্কুচিত হয়ে উঠছে; কোনো রকম মৃত্যুর সঙ্গে ঝুলছে এমন রুগ্ন মানুষের মুখে যেমন ছাই রঙ ধরে, সনির মুখেও তাই হচ্ছিলো। শরীরের মধ্যে অ্যাড্রেনালিনের চাপে ওর হাত কাঁপছিলো। কণ্ঠস্বরটা কিন্তু সংযত, নিচু গলায় সে ছোট বোনকে বললো, "ওখানে অপেক্ষা কর। অপেক্ষা কর, আর কিছু করিস না।" ফোন নামিয়ে রাখলো সনি।

নিজের রাগে নিজেই স্তম্ভিত হয়ে এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকার পর সনি বললো, "বজ্জাত হারামজাদা!" বলে বাড়ি থেকে ছুটে বেরিয়ে পড়লো।

হেগেন সনির মুখের ঐ ভাবটা চিনতো, ও এখন যুক্তিতর্কের বাইরে। এই মুহূর্তে সনি সব কিছু করতে পারে। তবে হেগেন এও জানতো শহরে যাবার পথে সনির মাথাটা অনেকখানি ঠাণ্ডা হয়ে যাবে, তখন যুক্তি-বুদ্ধি ফিরে আসবে। কিন্তু তাতে ও আরো সাংঘাতিক হয়ে উঠবে, অবশ্য সেই সঙ্গে নিজের রাগের পরিমাণ থেকে নিজেকে রক্ষা করার ক্ষমতাটাও বেড়ে যাবে। গাড়িটা গর্জন ক'রে উঠতে শুনেই হেগেন রক্ষীদের বললো, "ওর পেছনে-পেছনে যাও।"

তারপর ফোনের কাছে গিয়ে কয়েকটা কল্ দিলো। সনির দলের কয়েকজন লোক শহরে থাকতো, হেগেন তাদের বললো কার্লো রিট্সির বাড়িতে গিয়ে তাকে ওখান থেকে সরিয়ে ফেলতে। আরো কয়েকজন যেন কনির কাছে থাকে, যতক্ষণ না সনি সেখানে পৌছায়। সনির সঙ্কল্পে বাধা দেবার অনেক ঝুঁকি কিন্তু টম হেগেন জানতো সে ডনের সমর্থন পাবে। ওর ভয় ছিলো সাক্ষীর সামনেই না সনি কার্লোকে হত্যা করে। শত্রুপক্ষের কাছ থেকে কোনো বিপদের আশঙ্কা ছিলো না টমের মনে। পাঁচ-পরিবার দীর্ঘদিন থেকে চুপচাপ ছিলো, হয়তো কোনো রকমে মিটমাট ক'রে নেবার ইচ্ছা তাদের।

যতক্ষণে সনির বুইক গাড়ি বাড়ির প্রাঙ্গণ থেকে গর্জন ক'রে বেরিয়ে এলো, ততক্ষণে ওর বুদ্ধিসুদ্ধিও কিছুটা ফিরে এসেছিলো। ও লক্ষ্য করেছিলো দুজন রক্ষী ওর পেছনে-পেছনে যাবার জন্য গাড়িতে উঠছে; এটাতে ওর সমর্থনও ছিলো। কোনো বিপদের আশঙ্কা ওর মনে ছিলো না, পাঁচ-পরিবার পাল্টা আক্রমণ করা বন্ধ করেছিলো, আসলে তারা তেমন লড়াই-ই দিচ্ছিলো না। বের হবার সময় হল-ঘর থেকে কোটটা তুলে নিয়েছিলো, গাড়ির ড্যাশ-বোর্ডের গোপন খোপে একটা বন্দুক ছিলো, গাড়িটাও ওর দলের একজন লোকের নামে রেজিস্টার করা, কাজেই ব্যক্তিগতভাবে ওকে আইনের সামনে দোষী সাব্যস্ত করা যাবে না। কার্লো রিট্সিকে নিয়ে কি করবে তখন পর্যন্ত সনি ভেবে দেখেনি।

এখন চিন্তা করার একটু সময় পেয়ে সনি বুঝতে পারছিলো যে একটা অজাত শিশুর বাপকে, যে-বাপ সনির বোনের স্বামী, তাকে মারা ওর সাজে না। একটা দাম্পত্য কলহের জন্যে তো নয়ই। তবে শুধু দাম্পত্য কলহ নয় এটা। কার্লো লোকটাই খারাপ, আর সনির মনে হচ্ছিলো এই ব্যাপারটাতে ওর নিজেরও কিছুটা দায় আছে, কারণ ওর মধ্যস্থতাতেই কনির সঙ্গে কার্লোর আলাপ হয়েছিলো।

সনির হিংস্র প্রকৃতির মধ্যে একটা গরমিল ছিলো; কোনো মেয়ে-মানুষের গায়ে ও হাত তুলতে পারতো না, তোলেওনি কখনো। কোনো শিশু কিংবা কোনো অসহায় প্রাণীকেও আঘাত করতে পারতো না। সেদিন যে কার্লো ওকে পাল্টা মারতে রাজি হয়নি সেজন্যেই কার্লোকে ও মেরে ফেলতে পারেনি; সম্পূর্ণ নতি স্বীকার করলে ওর হিংস্রতা কেমন নিথর হয়ে পড়তো। ছোটবেলায় আসলেই ওর মনটা খুব নরম ছিলো। পরে যে একটা খুনি হয়ে উঠেছিলো সেটা নিতান্তই ওর নিয়তি।

কিন্তু আজ একটট এসপার-ওসপার ক'রে ফেলতেই হবে। এই সব ভাবতে-ভাবতে সনি তার বুইক গাড়িটাকে লংবিচ থেকে জলাশয়ের ওপারে জোন্স বীচে যাবার যে বাঁধ, তার ওপর দিয়ে নিয়ে গেলো। ওদিকে বেশি যানবাহনের ভিড় থাকে না। তাড়াতাড়ি গাড়ি চালালে মনের মধ্যে যে সাংঘাতিক জটটা পাকিয়েছে, সেটা খুলে যাবার সুবিধা হবে। এর আগেই দেহরক্ষীদের গাড়িটাকে পেছনে ফেলে সনি অনেক দূর চলে এসেছিলো।

বাঁধের ওপর আলো কম; একটাও গাড়ি ছিলো না। সাদা গম্বুজওয়ালা টোল-ঘরটা দেখা যাচ্ছিলো, ওখানে লোকজন থাকতো। তারই পাশে আরো কটা টোল-ঘর ছিলো কিন্তু সেগুলো শুধু দিনের বেলায় খোলা থাকতো, তখন গাড়ি চলতো বেশি। সনি গাড়িতে ব্রেক দিতে দিতে পকেটে ভাংতি পয়সা খুঁজতে লাগলো টোল দেবার জন্যে। ভাংতি ছিলো না। তাই মানি-ব্যাগ

বের ক'রে এক হাতে খুলে ধরে একটা নোট বের করলো। এবার আলোর বৃত্তের মধ্যে এসে টোল-ঘরের সামনের দিকটায় একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সনি একটু আশ্চর্য হলো, চালক হয়তো টোল-ঘরের লোকটার কাছ থেকে পথ জিজ্ঞেস করে নিচ্ছিলো। সনি গাড়ির হর্ন দিতেই বাধ্য ছেলের মতো অন্য গাড়িটা এগিয়ে গিয়ে ওর গাড়িকে জায়গা করে দিলো।

সনি টোল-ঘরের লোকটাকে এক ডলারের নোট দিয়ে বাকি পয়সার জন্য অপেক্ষা ক'রে রইলো। তাড়াতাড়ি গাড়ির জানলা বন্ধ ক'রে দিতে পারলেই হয়।

আটলান্টিকের বাতাস লেগে গাড়ির ভেতরটা কনকনে ঠাণ্ডা হ'য়ে যাচ্ছিলো। কিন্তু টোল-ঘরের লোকটা ভাংতি দিতে দেরি করছিলো, হতচছাড়া লোকটা হাত থেকে পয়সাগুলোই ফেলে দিলো। নিচু হয়ে তুলতে যখন গেলো, ওর শরীরটা দৃষ্টির বাইরে চলে গেলো।

ঠিক সেই মুহূর্তে সনি লক্ষ্য করলো অন্য গাড়িটা এগিয়ে না গিয়ে কয়েক ফুট আগে ওর পথ বন্ধ ক'রে থেমে রয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে পাশ দিয়ে দেখতে পেলো ডানদিকে অন্ধকার টোল-ঘরের ভেতরে আরেকটা লোক আছে। কিন্তু সে বিষয়ে চিন্তা করার সময় পেলো না সনি, সামনের গাড়ি থেকে দুটো লোক নেমে ওর দিকে এগিয়ে এলো। টোল-ঘরের লোকটাকেও আর দেখা গেলো না। তারপর কিছু ঘটার আগেই সনি কর্লিয়নি বুঝতে পারলো ওর মৃত্যু সমাগত। ওর মনটা তখন একেবারে নির্মল হয়ে গেলো, সব হিংসা মন থেকে খসে পড়লো, যেন সেই গোপন ভীতি বাস্তব রূপ নিয়ে যখন সামনে এলো, সনির সমস্ত অপবিত্রতা দূর হয়ে গেলো।

তবু দেহেরও একটা নিজস্ব প্রতিক্রিয়া থাকে। সনির বিশাল দেহ গাড়ির দরজার ওপর আছড়ে পড়লো, দরজার চাবি ভেঙে গেলো। অন্ধকার টোল-ঘর থেকে সেই লোকটা গুলি চালালো, সনির প্রকাণ্ড শরীরটা গাড়ি থেকে ছিটকে বেরিয়ে আসতেই গলায়, মাথায় গুলি লাগলো। এবার সামনের লোক দুটো বন্দুক তুলে ধরলো, টোল-ঘরের লোকটা গুলি বন্ধ করলো। সনির দেহ রাস্তার পিচের ওপর পড়ে গেলো, পা দুটি তখনো গাড়ির মধ্যে। লোক দুটোই সনির দেহে গুলি করলো, তারপর ওর মুখে লাথি মেরে মুখটা আরো বিকৃত ক'রে দিয়ে গুলির চাইতেও ব্যক্তিগত শক্তির চিহ্ন বেশী রেখে গেলো।

কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই ঐ চারটা লোক, তিনজন আসল খুনী আর টোল-ঘরের নকল লোকটা তাদের গাড়িতে উঠে জোন্‌স বীচের অন্য দিকে মেডোব্রুক পার্কওয়ের দিকে সবেগে চলে গেলো। মাঝখানে সনির গাড়ি আর সনির দেহ পড়াতে ওদের অনুসরণ করার পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করেছিলো, তবে কয়েক মিনিট পরে দেহরক্ষীরা গাড়ি থামিয়ে সনিকে ওভাবে পড়ে থাকতে দেখে আততায়ীদের অনুসরণ করার কোনো ইচ্ছাই অনুভব করেনি। বিশাল অর্ধবৃত্তাকার করে গাড়ি ঘুরিয়ে ওরা আবার লংবিচের পথ ধরেছিলো। বাঁধের নিচে প্রথম যে পাবলিক-ফোনটা দেখলো, ওদের একজন লাফিয়ে নেমে সেখান থেকে টম হেগেনকে ফোন করলো। দ্রুত সংক্ষিপ্ত স্বরে সে বললো, "সনি মারা গেছে। ওরা ওকে জোন্‌স বীচের টোল-ঘরের সামনে মেরে ফেলেছে।"

হেগেনের কণ্ঠস্বর একেবারে প্রশান্ত, সে বললো, "বেশ। ক্লেমেন্‌জার বাড়িতে গিয়ে তাকে এখনই আসতে বলো। তোমাদের কি করতে হবে, সে-ই বলে দেবে।"

হেগেন কল্‌টা নিয়েছিলো রান্না-ঘরে, সেখানে মিসেস কর্লিয়নি মেয়ের জন্য কিছু খাবার তৈরি করতে ব্যস্ত ছিলেন। টম মাথা ঠাণ্ডা রেখেছিলো, তাই বৃদ্ধ-মহিলা কিছুই টের পাননি। চেষ্টা করলে যে টের পেতেন না এমন নয়, তবে দীর্ঘকাল ডনের সঙ্গে বাস করার ফলে তার এই জ্ঞানটুকু হয়েছিলো যে কিছু লক্ষ্য না করাই ভালো। যদি বেদনাদায়ক কিছু জানার দরকার থাকে, কেউ না কেউ অচিরেই সে কথা বলে দেবেই। আর যদি সেই বেদনা থেকে রেহাই পাওয়া যায় তাহলে তাই ভালো। ওর পরিবারের পুরুষদের বেদনার অংশ নিতে না হলেই তিনি খুশি, তারা তো আর মেয়েদের বেদনার ভাগ নিতে আসে না। নির্বিকার চিত্তে কনির মা কফি বানাতে লাগলেন, টেবিলের ওপর খাবার সাজাতে লাগলেন। তার অভিজ্ঞতা থেকে তিনি জানেন ব্যথা আর ভয়ে খিদে দূর হয় না বরং কিছু পেটে পড়লে ব্যথা কমে। কোনো ডাক্তার যদি ওঁকে ঔষুধ দিয়ে ব্যথা কমাবার চেষ্টা করতো উনি নিশ্চয়ই রেগে যেতন, তবে কফি আর এক টুকরা রুটি দিলে সে কথা আলাদা। অবশ্য কর্লিয়নিদের মা আরো আদিম একটা সংস্কৃতি নিয়ে জন্মে ছিলেন।

কাজেই টম হেগেনকে তিনি মিটিং করার কোণার ঘরে পালাতে দিলেন। সে ঘরে পৌঁছে শরীরে এমনি কাঁপুনি ধরলো যে দু পা একসঙ্গে চেপে, ঘাড় কুঁজো ক'রে মাথা গুঁজে, দু'হাঁটুর মাঝখানে হাত দুটোকে একসঙ্গে মুঠি পাকিয়ে টম হেগেনকে এমন ভাবে বসে পড়তে হলো যেন স্বয়ং শয়তানের কাছে মিনতি জানাচ্ছে।

এখন ও বুঝতে পারছিলো যে যুদ্ধরত-পরিবারের উপদেষ্টা হবার যোগ্যতা ওর নেই। পাঁচ পরিবারের ভয়ের অভিনয় দেখে ও বোকা বনে গিয়েছিলো, ঠকা খেয়েছিলো। চুপ ক'রে পড়ে থেকে ওরা এই ভয়ঙ্কর ফাঁদ পেতেছিলো। এদিক থেকে যতো প্ররোচনাই দেয়া হোক না কেন ফন্দি ক'রে চুপ মেরে বসেছিলো ওরা। একটা মোক্ষম আঘাত করবে ব'লে বসেছিলো ওরা। করেওছে তাই। বুড়ো গেন্‌কো আবানদাভো কখনোই এ ভুল করতো না, সে আগে থেকেই ইঁদুরের গন্ধ পেতো। তিনগুণ সতর্কতা অবলম্বন করতো সে, ধোঁয়া দিয়ে গর্ত থেকে ইঁদুর বের করে আনতে। এ সব চিন্তা ক'রে হেগেনের মন শোকে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলো। সনি ছিলো তার সত্যিকারের ভাই, তার ত্রাণকর্তা, ছোটবেলায় সনি ছিলো তার আদর্শ পুরুষ। সনি ওর সঙ্গে কখনো বাজে আচরণ করেনি, কখনো অত্যাচার করেনি, সবসময়ই স্নেহশীল ব্যবহার করেছে, সলোৎসো ওকে যখন ছেড়ে দিলো, সনি ওকে বুকে জড়িয়ে ধরেছিলো। দু'জনের আবার দেখা হওয়াতে সনি আসলেই খুব খুশি হয়েছিলো। বড় হয়ে সনি যে নিষ্ঠুর, হিংস্র, রক্তলোলুপ হয়ে উঠেছিলো, তার সঙ্গে টম হেগেনের কি সম্পর্ক?

রান্না-ঘর থেকে টম চলে এসেছিলো, কারণ ও জানতো সনির মাকে ও কিছুতেই সনির মৃত্যুর কথা বলতে পারবে না। ডনকে যেমন মনে হতো নিজের বাবা, সনিকে নিজের ভাই, তেমনি সনির মাকে কিন্তু কখনো নিজের মা ব'লে মনে হয়নি। ফ্রেডি, মাইকেল, কনিকে যেমন স্নেহ করতো টম, ওদের মাকেও তেমনি করতো। কারো কাছে দয়া পেলে তাকে যে ভাবে স্নেহ করা যায়, সেরকমই, সেটা ঠিক ভালোবাসা নয়। তবু তাকে টম এ সংবাদ দিতে পারলো না। মাত্র ক'মাসের মধ্যে তিনি তার সব ক'টা ছেলেকে হারালেন; ফ্রেডি নেভাদাতে নির্বাসিত, মাইকেল প্রাণ নিয়ে সিসিলিতে লুকিয়ে আছে, আর এখন সান্তিনোও মারা গেলো। এদের মধ্যে কাকে তিনি সব চাইতে ভালোবাসতেন? তা কখনো প্রকাশ করেননি।

এভাবে মাত্র কয়েক মিনিট কেটেছিলো। তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে টম টেলিফোন তুলে কনির নাম্বর ডায়েল করলো। অনেকক্ষণ বাজার পর, কনি ফিসফিস করে উত্তর দিলো। হেগেন কোমল কণ্ঠে বললো, "কনি, আমি টম। তোমার স্বামীকে ডেকে তোলো, তার সঙ্গে কথা আছে।" ভীত, নিচু গলায় কনি জিজ্ঞেস করলো, "টম, সনি কি এখানে আসছে?" হেগেন কোমল কণ্ঠে বললো, "না, সনি যাচ্ছে না। এই নিয়ে ব্যস্ত হয়ো না। কার্লোকে ডেকে দাও, বলো তার সঙ্গে আমার খুব জরুরি কথা আছে।"

কনির গলায় কান্নার সুর, "টম, ও আমাকে অনেক মেরেছে। আমার ভয় হচ্ছে আমি বাড়িতে ফোন করেছি জানতে পারলে আমাকে আরো মারবে।"

নরম গলায় হেগেন বললো, "মারবে না। আমার সঙ্গে কথা বললেই আমি সব ঠিক ক'রে দেবো। সব ঠিক হয়ে যাবে। ওকে বলো খুব জরুরি কথা; ওর সঙ্গে আমার কথা বলার খুব বেশি দরকার। বুঝতে পারলে?"

প্রায় পাঁচ মিনিট পরে কার্লোর গলা শোনা গেলো, ঘুম আর মদের নেশায় জড়ানো গলা। ওকে সজাগ ক'রে দেবার জন্য তীক্ষ্ণ কণ্ঠে হেগেন বললো, "শোনো কার্লো, তোমাকে একটা সাংঘাতিক খবর দেবো। নিজেকে প্রস্তুত ক'রে নাও; খবরটা শু'নে এমন ভাবে আমার কথার উত্তর দিও, যেনো তেমন কিছুই হয় নি। কনিকে বলেছি তোমার সঙ্গে দরকারী কথা আছে, কাজেই ওকে একটা কিছু বলতে হবে। বলো যে পরিবার থেকে স্থির করা হয়েছে তোমাদের দু'জনকে লংবিচের একটা বাড়িতে উঠিয়ে আনা হবে, আর তোমাকে একটা বড় কাজ দেয়া হবে। অবশেষে ডন মনস্থির করেছেন যাতে তোমাদের পারিবারিক জীবনটা আরো সুখের হয়। আমার কথা বুঝতে পারলে?"

কার্লো যখন উত্তর দিলো ওর গলার স্বরে একটু আশার আভাস পাওয়া গেলো। "হ্যা, ঠিক আছে।"

হেগেন বলতে লাগলো, "কয়েক মিনিটের মধ্যেই আমার দু'জন লোক তোমাদের দরজায় টোকা দেবে, ওরা তোমাদের নিয়ে আসতে যাচ্ছে। ওদের বলো আগে যেন আমাকে একটা টেলিফোন করে। খালি এটুকু বলবে। আর কিছু বলো না। ওদের বলে দেবো তুমি কনির সঙ্গে ওখানেই থাকবে। বুঝলে?"

"হ্যা, হ্যা, বুঝেছি।" গলাটা কেমন উত্তেজিত শোনালো। হেগেনের গলায় চাপা উত্তেজনার ইঙ্গিত পেয়ে এতক্ষণ পরে কার্লো সজাগ হয়ে উঠেছিলো, বুঝেছিলো কোনো গুরুতর সংবাদ আছে।

স্পষ্ট কথা বললো হেগেন, "আজ রাতে ওরা সনিকে মেরে ফেলেছে। কিচ্ছু বলো না। তুমি যখন ঘুমাচ্ছিলে, কনি ওকে ফোন করেছিলো, ও তাই তোমাদের বাড়িতে যাচ্ছিলো। কিন্তু আমি চাই না কনি সে-কথা জানুক, কিছু সন্দেহ ক'রে করুক, তবু যেন সঠিক কথাটা জানতে না পারে। হয়তো ভাবতে শুরু করবে যে ওর দোষেই এমন হলো। আজ রাতে তুমি ওর কাছে থেকো, কিন্তু ওকে কিচ্ছু বলো না। ওর সঙ্গে মিটমাট ক'রে নিও। প্রেমময় স্বামীর মতো ব্যবহার করো। অন্তত ওর বাচ্চা হওয়া পর্যন্ত তাই কোরো। কাল সকালে কেউ একজন, হয় তুমি, নয়তো ডন, কিংবা কনির মা ওকে বলবেন যে ওর ভাই মারা গেছে। আমি চাই তুমি সারাক্ষণ ওর কাছে কাছে থাকো। আমার এই অনুরোধটি রাখো, ভবিষ্যতে আমিও দেখবো কিসে তোমার ভালো হয়। বুঝলে?"

কার্লোর গলাটা একটু কেঁপে গেলো, "নিশ্চয়ই টম, নিশ্চয়ই। শোনো, তোমার সঙ্গে আমার তো চিরকালই বনে ভালো। আমি খুবই কৃতজ্ঞ। বুঝলে?"

হেগেন বললো, "বুঝলাম। কনির সঙ্গ ঝগড়া করেছিলে ব'লে এই ব্যাপারের জন্য কেউ তোমাকে দায়ী করবে না। তা' নিয়ে ব্যস্ত হয়ো না, আমি তার ব্যবস্থা করবো।" তারপর একটু থেমে, ওকে উৎসাহ দিয়ে আস্তে আস্তে হেগেন বললো, "এবার যাও, কনির যত্ন করো।" ফোন কেটে দিলো টম।

কাউকে শাসাতে শেখে নি টম হেগেন, ডনই এই শিক্ষা দিয়েছিলেন; তবে কথাগুলোর আসল অর্থ কার্লো ঠিকই বুঝেছিলো; মৃত্যুর কাছ থেকে এই মুহূর্তে তার এক চুল দূরত্ব।

হেগেন এরপর টেসিওকে ফোন ক'রে তাকে সঙ্গে সঙ্গে লংবিচে চলে আসতে বললো। কেন তা বললো না; টেসিও-ও কিছু জিজ্ঞেস করলো না। হেগেন একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললো। এবারের কর্তব্য সব চাইতে ভয়াবহ।

ঔষুধ খেয়ে ডন ঘুমাচ্ছেন, তাকে ডেকে তুলতে হবে। পৃথিবীতে যে মানুষটিকে টম সব চাইতে বেশি ভালোবাসতো, তাকে বলতে হবে যে তার কাজ করতে সে ব্যর্থ হয়েছে। তার সাম্রাজ্য রক্ষা করতে পারেনি, তার বড় ছেলের প্রাণ বাঁচাতে পারে নি। তাকে বলতে হবে যে তিনি উঠে রণাঙ্গনে না দাঁড়ালে সবই যাবে। হেগেন নিজেকে বিভ্রান্ত করেনি। একমাত্র মহান ডন নিজে, এই নিদারুণ পরাজয়ের মধ্যে থেকেও একটা ভালো চাল বের ক'রে আনতে পারেন। তার ডাক্তারদের সঙ্গে পরামর্শ পর্যন্ত করেনি টম। তাতে কোনো লাভ হতো না। তারা যাই বলুক না কেন, এমন কি যদি এ-কথাও বলে যে বিছানা থেকে উঠলে ডনের জীবন বিপন্ন হতে পারে, তবু তার পালক পিতাকে সব কথা বলতে হবে, তারপর তাকে অনুসরণ করতে হবে। ডন কি করবেন সে বিষয়ে কোনো প্রশ্নই উঠতে পারে না। চিকিৎসকদের মতামত এখন অবান্তর হয়ে গেছে, সবকিছুই অবান্তর হয়ে গেছে। ডনকে সব কথা বলতে হবে, তারপর হয় তিনি নেতৃত্ব গ্রহণ করবেন, নয়তো পাঁচ-পরিবারের কাছে কর্লিয়নিদের সব ক্ষমতা সমর্পণ করতে হবে।

তা সত্ত্বেও এর পরের একটা ঘণ্টাকে টম হেগেন মনে-মনে বেশী ভয় পাচ্ছিলো। নিজের ভূমিকাটাকে তৈরি ক'রে রাখার চেষ্টা করলো সে। নিজের দোষটার বিচার করতে হবে। নিজেকে বেশি দোষ দিতে গেলে ডনের বোঝা আরো ভারি হবে। নিজের শোক দেখাতে গে'লে ডনের শোক আরো তীব্র হয়ে উঠবে। যুদ্ধকালীন উপদেষ্টা হবার পক্ষে নিজের অযোগ্যতার কথা তুললে ডনও নিজেকে দোষ দেবেন এমন একটা অযোগ্য লোককে এতো গুরুত্বপূর্ণ পদের জন্য মনোনীত করেছিলেন ব'লে।

হেগেন জানতো খবরটা তাকে বলতেই হবে, বর্তমান পরিস্থিতির উন্নতি করতে হলে কি কি করণীয়, সেটুকু বিশ্লেষণ ক'রে দিয়ে, তারপর নীরব হয়ে থাকতে হবে। এর পর হেগেনের যে প্রতিক্রিয়া হবে সেটা নির্ভর করবে ডনের নির্দেশের ওপর। ডন যদি চান সে তার অপরাধ স্বীকার করুক, টম তাই করবে। তিনি যদি নির্দেশ দেন টম শোক প্রকাশ করুক, টম তার আন্তরিক শোক প্রকাশ করবে।

গাড়ির শব্দ শুনে হেগেন মাথা তুললো, প্রাঙ্গণে গাড়ি এসেছে। ক্যাপোরেজিমিরা এসে পৌঁছাচ্ছে। আগে ওদের শিখিয়ে পড়িয়ে নিতে হবে, তারপর ডন কর্লিয়নিকে জাগাবে। উঠে

প'ড়ে ডেস্কের পাশের ক্যাবিনেট থেকে টম একটা গ্লাস আর বোতল বের করলো। এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইলো টম, তার সমস্ত মনুষ্যত্ব এমনি বিচলিত হয়ে পড়েছিলো যে বোতল থেকে পানীয়টাকে গ্লাসে ঢালতে পারছিলো না। হঠাৎ পেছন থেকে শুনতে পেলো ঘরের দরজা আস্তে আস্তে বন্ধ হয়ে গেলো, ফিরে দেখলো আহত হবার পর এই প্রথম কাপড়-চোপড় পরে ডন কর্লিয়নি বিছানা থেকে উঠে এসেছেন।

ঘরের এপাশ থেকে ওপাশে হেঁটে গিয়ে ডন তার চামড়া-বাঁধানো প্রকাণ্ড আরাম কেদারায় বসে পড়লেন। একটু আড়ষ্টভাবে হাঁটছিলেন, কাপড়-চোপড়গুলো গায়ে ঢিলে হয়ে ঝুলছিলো তবু হেগেনের মনে হলো এই রকমই তাকে বারবার দেখতে হয়। মনে হলো যেন মনের জোরে দেহ থেকে সমস্ত দুর্বলতার চিহ্ন তিনি ঝেড়ে ফেলেছেন, যদিও ভেতরে কিছু দুর্বলতা তখনো ছিলো। গম্ভীর মুখটাতে আগেকার সমস্ত শক্তি, সমস্ত বলিষ্ঠতা প্রকাশ পাচ্ছিলো। আরাম-কেদারায় সোজা হয়ে বসে হেগেনকে বললেন, "দাও তো এক ফোঁটা অ্যানিসেট।"

বোতল বদলে আনলো টম, দু'জনের দুটি গ্লাসে যষ্টি-মধুর গন্ধ দেয়া তীব্র পানীয় একটু ক'রে ঢাললো। ঘরে তৈরি গ্রাম্য জিনিস, দোকানে যা পাওয়া যেতো তার চাইতে অনেক কড়া, পুরনো এক বন্ধুর উপহার, সে প্রত্যেক বছর ডনকে ছোট এক গাড়ি বোঝাই ক'রে এই জিনিসটি দিতো।

ডন কর্লিয়নি বললেন, "ঘুমিয়ে পড়ার আগে আমার বউ কাঁদছিলো। জানালা দিয়ে বাইরে দেখলাম আমার ক্যাপোরেজিমিরা এলো, এখনতো রাত-দুপুর। অতএব, হে আমার কনসিলিওরি, সবাই যা জানে সে কথা তোমার ডনকেও বলা উচিত।"

শান্তকণ্ঠে টম বললো, "মাকে আমি কিছু বলিনি। আপনাকে ডেকে তুলে আমিই সব কথা বলতে যাচ্ছিলাম। একটু বাদেই আপনাকে ডাকতে যেতাম।"

নির্বিকারভাবে ডন কর্লিয়নি বললেন, "কিন্তু তার আগে একটু মদ খেয়ে নেবার দরকার হয়েছিলো।"

হেগেন বললো, "হ্যা।"

ডন তখন বললেন, "মদ খাওয়া হয়ে গেছে, এবার আমাকে বলতে পারো।" হেগেনের দুর্বলতার জন্য ডনের কণ্ঠে ক্ষীণ একটু অভিযোগ ছিলো।

হেগেন বললো, "বাঁধের ওপর সনিকে ওরা গুলি করেছে। সনি মারা গেছে।"

ডন কর্লিয়নি চোখ মিটমিট করলেন। একটা খণ্ডিত মুহূর্তের জন্য তার মনোবল প্রায় ভেঙে পড়েছিলো, সমস্ত দেহ থেকে সব শক্তি নির্বাপিত হয়েছিলো, মুখটা দেখেই তা বোঝা গিয়েছিলো। তার পরেই নিজেকে সামলে নিলেন।

এর কয়েক মুহূর্ত পরেই একজন দেহরক্ষী ক্যাপোরেজিমিদের দু'জনকে ঘরে নিয়ে এলো। ওরা সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারলো ডন তার ছেলের মৃত্যুর কথা শুনেছেন, কারণ ওরা আসতেই উনি উঠে দাঁড়িয়েছিলেন। ওরা তাকে আলিঙ্গন করলো, পুরনো বন্ধুদের অধিকারে। সকলেই একটু 'অ্যানিসেট' পান করলো, সে রাতের ঘটনার বিবরণ দেবার আগে হেগেন ওদের জন্য মদটুকু ঢেলে দিলো।

বলা শেষ হলে ডন কর্লিয়নি শুধু একটা প্রশ্ন করলেন, "তুমি নিশ্চিত আমার ছেলে মারা গেছে?"

ক্রেমেন্‌জা উত্তর দিলো, "হ্যা। দেহরক্ষীদের আমি নিজে সনির দল থেকে বাছাই ক'রে নিয়েছিলাম। ওরা আমার বাড়িতে এলে ভালো করে প্রশ্ন করেছিলাম। টোল-ঘরের আলোতে ওর দেহটাকে ওরা দেখতে পেয়েছিলো। ওরকম আঘাত নিয়ে কেউ বেঁচে থাকতে পারে না। ওদের কথার যথার্থতার জন্য ওরা প্রাণ দিতে রাজি।"

এই চরম সিদ্ধান্ত মেনে নিলেন ডন কর্লিয়নি, কোনো আবেগ প্রকাশ করলেন না, শুধু কয়েক মুহূর্ত চুপ ক'রে রইলেন। তারপর বললেন, "তোমাদের মধ্যে কেউ এই ব্যাপার নিয়ে ব্যস্ত হবে না। কেউ প্রতিশোধ নেবার চেষ্টা করবে না; আমার আদেশ ছাড়া আমার ছেলের হত্যাকারীদের খুঁজে বের করার উদ্দেশ্যে কোনো তদন্ত চালাবে না। আমি নিজে বিশেষভাবে না বললে, পাঁচ-পরিবারের সঙ্গে আর লড়াই করা যাবে না। আমাদের পরিবারের সমস্ত ব্যবসা বন্ধ থাকবে, আমাদের ব্যবসা রক্ষার জন্যে আনুষঙ্গিক সমস্ত কাজও বন্ধ থাকবে, যতদিন না আমার ছেলের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হয়। তারপর আমরা আবার এখানে মিলিত হ'য়ে কি করা যায় সেটা স্থির করবো। আজ সান্তিনোর জন্য যতখানি করতে পারি করবো, একজন খৃস্টানের উপযুক্ত আয়োজন ক'রে তাকে সমাধিস্থ করবো। পুলিশ আর অন্যান কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আমার বন্ধুদের দিয়ে সমস্ত ব্যবস্থা করবো। ক্রেমেন্‌জা, তুমি সবসময় আমার সঙ্গে, আমার দেহরক্ষী হয়ে থাকবে তুমি আর তোমার দলবল। টেসিও, তুমি আমার পরিবারের সকলকে রক্ষা করবে। টম্, আমার ইচ্ছা তুমি এক্ষুনি আমেরিগো বনাসেরাকে টেলিফোনে ডেকে বলো যে আজ রাতে কোনো এক সময়ে আমার ওর সাহায্য দরকার হবে। ও যেন ওর কর্মস্থলে আমার জন্য অপেক্ষা করে। এক ঘণ্টা, কি দু ঘণ্টা, কি তিন ঘণ্টাও দেরি হতে পারে। সবাই আমার কথা বুঝতে পেরেছো কি?"

ওরা তিনজনেই মাথা নেড়ে জানালো যে বুঝেছে। ডন কর্লিয়নি বললেন, "ক্রেমেন্‌জা, কয়েকজন লোক আর কয়েকটা গাড়ি নিয়ে আমার জন্য অপেক্ষা করো। আমি কয়েক মিনিটের মধ্যেই তৈরি হয়ে নিচ্ছি। টম, তুমি ভালো কাজ করেছো। কাল সকালে কন্‌স্ট্যানশিয়াকে তার মার কাছে এনে দিও। ওর আর ওর স্বামীকে আমাদের প্রাঙ্গণে থাকার ব্যবস্থা করো। সন্ত্রার মেয়ে-বন্ধুদের ওর বাড়িতে পাঠিয়ে দিও, তারা ওর কাছে থাকুক। আমার স্ত্রীর সঙ্গে একটু কথা বলবো, তারপর সেও ওখানে যাবে। আমার স্ত্রীই ওকে দুঃসংবাদটা দেবে আর মেয়েরা গির্জায় গিয়ে আমার ছেলের আত্মার জন্য প্রার্থনার ব্যবস্থা করবে।"

চামড়া-বাঁধানো চেয়ার থেকে ডন উঠে পড়লেন। অন্যরাও উঠলো, ক্রেমেন্‌জা আর টেসিও তাকে আবার বুকে জড়িয়ে ধরলো। ডন যাবেন ব'লে টম হেগেন দরজাটা খুলে ধরলো, ডন একটু থেমে ওর মুখের দিকে চাইলেন। তারপর ওর গালে হাত রেখে তাড়াতাড়ি একটু আদর ক'রে ইতালিয় ভাষায় বললেন, "তুমি আমার সুপুত্র। তোমার কাছে এসে আমি সান্ত্বনা পাই।" তারপর টম হেগেনকে বললেন এই ভয়ঙ্কর সময়ে সে উচিত কাজই করেছে। নিজের শোবার ঘরে চলে গেলেন ডন, স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলতে হবে। এই সময়ে টম হেগেন সমাধি-ব্যবসায়ী আমেরিগো বনাসেরাকে টেলিফোন ক'রে বলেছিলো তাকে এবার কর্লিয়নিদের ঋণ পরিশোধ করতে হবে।

বিশ

সান্তিনো কর্লিয়নির মৃত্যুতে দেশের আইনভঙ্গকারীদের জগতে শিহরণ লেগে গিয়েছিলো। তারপর যখন জানা গেলো ডন কর্লিয়নি রোগশয্যা থেকে উঠে পারিবারিক ব্যবসার নেতৃত্ব হাতে নিয়েছেন, গুপ্তচররা অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া দেখে এসে বিবরণ দিলো যে ডনকে দেখে মনে হলো তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠেছেন। নিউ ইয়র্কের পাঁচ-পরিবার সচকিত হয়ে উঠলো, এবার যে রক্তাক্ত প্রতিহিংসার যুদ্ধ অনিবার্য তার জন্য প্রস্তুত হবার চেষ্টা করতে লাগলো। তার দুর্ভাগ্যের জন্য ডন কর্লিয়নিকে হেয় জ্ঞান করা চলে এ ভুল কেউ করলো না। জীবনে তিনি নিজে খুব কম ভুল করেছিলেন এবং যখনই করেছিলেন, সেই ভুল থেকে যথেষ্ট শিক্ষালাভও করেছিলেন।

ডনের প্রকৃত অভিপ্রায় একমাত্র হেগেন অনুমান করেছিলো, ডন যখন শান্তির প্রস্তাব ক'রে পাঁচ-পরিবারের কাছে দূত পাঠিয়েছিলেন, সে এতটুকু অবাক হয়নি। শুধুমাত্র শান্তির প্রস্তাবই নয়, ডন সেই সঙ্গে নিউইয়র্কের পাঁচ-পরিবারের একটি মিলন-সভার প্রস্তাবও করেছিলেন, সেই সভায় যুক্তরাষ্ট্রের সমস্ত পারিবারিক সংগঠনকে ডেকেছিলেন। যেহেতু দেশের মধ্যে নিউ ইয়র্কের মাফিয়া পরিবারগুলোই ছিলো সব চাইতে প্রভাবশালী, সকলেই জানতো তাদের মঙ্গলই দেশের মঙ্গল।

প্রথমে কারো কারো মনে সন্দেহ ছিলো। ডন কর্লিয়নি কি ফাঁদ পাতার তালে আছেন? শত্রুদের চোখে ধুলো দেবার চেষ্টা করছেন? ছেলের মৃত্যুর প্রতিশোধ নেবার উদ্দেশ্যে কি পাইকারী হত্যার বন্দোবস্ত করছেন? কিন্তু অচিরেই ডন কর্লিয়নি স্পষ্ট ক'রে বুঝিয়ে দিলেন যে এটি তার আন্তরিক প্রচেষ্টা। শুধু যে সভায় সমস্ত মাফিয়া পরিবারকে ডাকলেন তাই নয়, লড়াইয়ের জন্য নিজেদের প্রস্তুত করার কিংবা মিত্রশক্তি সংগ্রহ করার কোনো চেষ্টাই করলেন না। তারপর তার শেষ অপরিহার্য ব্যবস্থাও করলেন, যার ফলে ঐ সব অভিপ্রায়ের আন্ত রিকতা এবং যথার্থতা প্রতিপন্ন হয়ে গেলো এবং সভায় সদস্যদের নিরাপত্তাও প্রতিষ্ঠিত হলো। তিনি বোচ্চিচিও পরিবারে সহযোগিতা চাইলেন।

এই বোচ্চিচিও পরিবারের বিশেষত্ব হলো এই যে সিসিলিতে এক সময় ওরা একটা ভয়ঙ্কর হিংস্র মাফিয়া দল ব'লে পরিচিত হলেও আমেরিকায় এসে শান্তি-শৃঙ্খলা স্থাপনে সিদ্ধহস্ত হয়েছিলো। একসময়ে যারা গোঁয়ার্তুমির সাহায্যে জীবিকা নির্বাহ করতো, এখন তারা, যাকে বলা যায়, সৎ উপায়ে সংসার চালায়। তাদের একটিমাত্র বড় গুণ ছিলো যে ওদের পরিবারটা ছিলো রক্ত সম্পর্কের সুদৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ। যে-সমাজে স্ত্রীর প্রতি বিশ্বস্ততার চাইতেও পরিবারের প্রতি বিশ্বস্ততার গুরুত্ব বেশি, তাদের মধ্যেও এই বোচ্চিচিও পরিবারের একতা ছিলো অদ্বিতীয়।

এক সময় বোচ্চিচিও পরিবারের চাচাতো-মামাতো ভাইদের, নাতিদের সবাইকে ধরলে প্রায় দু'শ জনে দাঁড়াতো, তখন তারা দক্ষিণ সিসিলির একটা ছোট অংশের সমগ্র অর্থনীতি নিয়ন্ত্রিত করতো। সে সময় ওদের গোটা পরিবারের আয়ের উৎস ছিলো চার-পাঁচটি ময়দার কল, সেগুলোর মালিকানা সকলের হাতে সমানভাবে না থাকলেও পরিবারের কাউকেই খাওয়া, চাকরি আর কিছুটা নিরাপত্তার জন্য ভাবতে হতো না। তার ওপর নিজেদের মধ্যে বিয়ে-শাদী হওয়াতে ওরা সবাই ঐক্যবদ্ধ হ'য়ে শত্রুপক্ষের সম্মুখীন হতে পারতো।

সিসিলির ঐ অঞ্চলে ওদের সঙ্গে রেষারেষি করার জন্য কাউকে ময়দার কল কিংবা বাঁধ তৈরি করতে দেওয়া হতো না, যাতে প্রতিযোগিরা পানি না পায় কিংবা ওদের বিক্রির আয়ে কেউ ভাগ না বসায়। একবার একজন প্রভাবশালী জমিদার শুধুমাত্র নিজের প্রয়োজন মেটাবার জন্য নিজের ময়দার কল করার চেষ্টা করেছিলো। সেটা পুড়িয়ে ফেলা হয়েছিলো। তখন সে সেপাইদের আর উচ্চতর কর্তৃপক্ষের কাছে সাহায্য চেয়েছিলো। তারা বোচ্চিচিও পরিবারের তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছিলো। তাদের বিচার হবার আগেই জমিদারের বসতবাড়িতে মশালের আগুন ধরিয়ে দেয়া হয়েছিলো। অমনি অভিযোগ তুলে নেয়া হলো। এর কয়েক মাস পরে, ইতালিয় সরকারের শ্রেষ্ঠ পদাধিকারীদের একজন সিসিলিতে এসে ঐ দ্বীপের বারোমাসের পানির অভাব মেটাবার জন্য প্রকাণ্ড একটা বাঁধ তৈরির পরিকল্পনা করেছিলো। রোম থেকে স্থপতিরা এলো জমি পর্যবেক্ষণ করার জন্য; স্থানীয় অধিবাসীরা হা-ক'রে তাদের দিকে তাকিয়ে রইলো, এরা সকলেই বোচ্চোচিও পরিবারের লোক। বিশেষ ভাবে নির্মিত ব্যারাক-বাড়িতে পুলিশের লোকদের থাকার ব্যবস্থা হলো; প্রয়োজনীয় এলাকাটাকে পানিতে প্লাবিত করা হলো।

সবাই ভেবেছিলো এবার বাঁধ তৈরি কেউ ঠেকাতে পারবে না, পালার্মোতে রসদ, মালমশলা, যন্ত্রপাতি জাহাজ থেকে নামানো হলো। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। বোচ্চিচিওরা ইতিমধ্যে তাদের মাফিয়া-নেতা বন্ধুদের সঙ্গে যোগাযোগ ক'রে তাদের কাছ থেকে সাহায্যের অঙ্গীকার আদায় ক'রে রেখেছিলো। ভারি ভারি যন্ত্রপাতি ধ্বংস করা হলো, হালকা জিনিস চুরি গেলো। ওদিকে ইতালিয় সংসদে মাফিয়াদের প্রতিনিধিরা বাঁধের প্রস্তাবকারীদের বিরুদ্ধে আমলাতান্ত্রিক আক্রমণ চালাতে লাগলো। কয়েক বছর ধরে এভাবে চললো, তারপর মুসোলিনি ক্ষমতাসীন হলেন। ডিক্টেটর সাহেব নির্দেশ দিলেন বাঁধ তৈরি করতেই হবে। তবু করা হলো না। মুসোলিনি জানতেন মাফিয়ারা তার শাসন ব্যবস্থাকে বিপন্ন করার চেষ্টা করবে, তার রাজ্যে তাদের নিজেদের আধিপত্যের আলাদা একটা এলাকা সৃষ্টি করবে। একজন উচ্চপদস্থ পুলিশ-কর্মচারীকে মুসোলিনি পূর্ণ ক্ষমতা দিলেন, সে লোকটিও সবাইকে জেলে ভরে, নয়তো শ্রমদ্বীপে নির্বাসিত ক'রে দিলে সঙ্গে সঙ্গে সমস্যার সমাধান হয়ে গেলো। মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে সে মাফিয়াদের মেরুদন্ড ভেঙে গেলো, যাকেই মাফিয়াদের সমর্থক ব'লে সন্দেহ হতো তাকেই ইচ্ছামতো ধরে বন্দী করতো। এভাবে বহু নির্দোষ পরিবারেরও সর্বনাশ হয়েছিলো।

এই সীমাহীন ক্ষমতার বিরুদ্ধে জোর খাটানোটা বোচ্চিচিওদের পক্ষে হঠকারিতা হয়েছিলো। সশস্ত্র সংগ্রামে পুরুষদের অর্ধেকের প্রাণ গিয়েছিলো, বাকি অর্ধেককে দণ্ড দিয়ে দ্বীপান্তরিত করা হয়েছিলো। মুষ্টিমেয় কয়েকজন বাকি ছিলো; তাদের জন্য বে-আইনী চোরা পথে কানাডায় পৌছে জাহাজ থেকে পালিয়ে আমেরিকা যাবার বন্দোবস্ত করা হয়েছিলো। বিশজন বহিরাগত ইতালিয়, নিউইয়র্কের অনতিদূরে, হাডসন ভ্যালির ছোট এক শহরে বসবাস শুরু করলো। সেখানে সমাজের নিচু স্তরের কাজ শুরু ক'রে নিজেদের উন্নতি করে, শেষকালে তারা একটা আবর্জনা সংগ্রহের ব্যবসার মালিক হলো, তাদের নিজেদের কতগুলো ট্রাকও ছিলো। প্রতিযোগিতা না থাকার কারণ হলো, কেউ প্রতিযোগিতা করতে এলেই তাদের

ট্রাক পুড়ে যেতো, ভেঙে যেতো। একজন গোঁয়ার লোক দাম কমিয়ে ব্যবসা হাতাবার চেষ্টা করেছিলো, তাকে দেখা গেলো নিজের সংগ্রহ করা আবর্জনার স্তূপের তলায় চাপা পড়ে দম আটকে মরে রয়েছে।

কিন্তু ক্রমেই পুরুষদের সকলের বিয়ে হলো—বলা বাহুল্য সিসিলিয় মেয়েদের সঙ্গে। তাদের ছেলেপিলে হলো, তখন আবর্জনা সংগ্রহের ব্যবসার আয় দিয়ে খাওয়া-পরা চলে গেলেও আমেরিকায় যেসব উন্নত ধরনের জিনিস পাওয়া যেতো তার খরচ কুলাতো না। কাজেই বাড়তি উপায়ের উদ্দেশ্যে বোচ্চিচিও পরিবার মধ্যস্থতা ক'রে ও জামিন হ'য়ে যুদ্ধরত মাফিয়া পরিবারগুলোর মধ্যে শান্তিস্থাপনের সহায়ক হতো।

এই বোচ্চিচিও পরিবারের মধ্যে একটা নির্বুদ্ধিতার ভাব দেখা যেতো, কিংবা সেটা ওদের আদিম স্বভাবও হতে পারে। সে যাই হোক, ওরা নিজেদের দুর্বলতা সম্বন্ধে সচেতন ছিলো, ওরা জানতো যে অন্যান্য মাফিয়া পরিবারের সঙ্গে প্রতিযোগিতা ক'ওে, যে-সমস্ত ব্যবসাতে আরো বেশি বাস্তব বুদ্ধির দরকার—যেমন বেশ্যার ব্যবসা, জুয়ো খেলা, মাদক-দ্রব্যের ব্যবসা, জনসাধারণকে ঠকিয়ে খাওয়া—সে সব গড়ে তোলা বা বা চালানো ওদের বুদ্ধিতে কুলিয়ে উঠবে না। ওদের ছিলো স্পষ্ট কথা, ওরা টহলদার পুলিশের লোককে হয়তো কিছু দিয়ে খুশি করতে পারতো, কিন্তু রাজনৈতিক দালালদের কাছে ঘেষতে পারতো না। ওদের শুধু দুটি গুণ ছিলো। সততা আর হিংস্রতা।

বোচ্চিচিওরা কখনো মিথ্যা কথা বলতো না, কখনো বিশ্বাসঘাতকতা করতো না। ওসব করতে গেলে বড় বেশি জটিলতার মধ্যে পড়তে হবে। তাছাড়া বোচ্চিচিওদের কোনো ক্ষতি করলে তারা কখনো ভুলতো না এবং শোধ না তুলে ছাড়তো না, তার জন্য যে দামই দিতে হোক না কেন। কাজেই, একেবারে আকস্মিকভাবে ওরা যে ব্যবসাতে ঢুকে পড়েছিলো, কালক্রমে তাতেই ওদের লাভ হতো সব চাইতো বেশি।

যদি যুদ্ধরত পরিবারগুলো বিবাদ মেটাবার ইচ্ছায় পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হতে চাইতো, তারা বোচ্চিচিও পরিবারকেও খবর দিতো। বোচ্চিচিও পরিবারের কর্তা গিয়ে শান্তির প্রস্তাবের কথা বলতেন, জামিনের ব্যবস্থা করতেন। যেমন মাইকেল যখন সলোৎসোর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলো, মাইকেলের নিরাপত্তার জামিন হয়ে বোচ্চিচিও পরিবারের একজন লোককে কর্লিয়নিদের কাছে বসিয়ে রাখা হয়েছিলো, এই জামিনের টাকা দিয়েছিলো সলোৎসো। সলোৎসো যদি মাইকেলকে মেরে ফেলতো তাহলে কর্লিয়নিরা ঐ জামিনের লোকটিকে মেরে ফেলতো। সেক্ষেত্রে তাদের পরিবারের লোকের মৃত্যুর কারণ হবার জন্য বোচ্চিচিওরা সলোৎসোকে মেরে ফেলতো। বোচ্চিচিওদের মধ্যে একটা প্রবল আদিম ভাব থাকার দরুন তারা প্রতিশোধ নেবার পথে কোনো বাধা মানতো না, কোনো শাস্তিকে ভয় পেতো না। ওরা স্বচ্ছন্দে নিজেদের প্রাণ দিতো; ওদের সঙ্গে যে বিশ্বাসঘাতকতা করতো তাকে কেউ রক্ষা করতে পারতো না। বোচ্চিচিওকে জামিন রাখা ছিলো সম্পূর্ণ নিরাপদ বীমার মতো।

অতএব এই ক্ষেত্রে মধ্যস্থতা করার জন্য ডন কর্লিয়নি বোচ্চিচিওদের ডেকে এই বন্দোবস্ত করলেন যে শান্তি সভায় যেসব পরিবারের নেতারা আসবেন, বোচ্চিচিওরা তাঁদের প্রত্যেকের জামিন হবে। কাজেই ডন কর্লিয়নির আন্তরিকতা সম্বন্ধে কোনো প্রশ্ন উঠলো না। বিশ্বাসঘাতকতার কোনো সম্ভাবনাই রইলো না। শান্তি সভাটি হলো বিয়ে বাড়ির মতোই নিরাপদ।

জামিনের ব্যবস্থা হলে ছোট একটা বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের ডিরেক্টরদের সভা-ঘরে পরিবারগুলির সভা বসলো। ঐ ব্যাঙ্কের প্রেসিডেন্ট ডন কর্লিয়নির কাছে কোনো কারণে ঋণী ছিলেন, ডন কর্লিয়নি ঐ ব্যাঙ্কের কিছু শেয়ারের মালিকও ছিলেন, যদিও শেয়ারগুলো ব্যাঙ্কের প্রেসিডেন্টের নামেই ছিলো। প্রেসিডেন্ট ডন কর্লিয়নিকে তার শেয়ারের মালিকানার প্রমাণস্বরূপ একটা লিখিত দলিল দিতে চেয়েছিলেন যাতে তার প্রতি কোনো বিশ্বাসঘাতকতার সুযোগ না থাকে। প্রেসিডেন্টের কাছে সেই মুহূর্তটি বড় মুল্যবান। ডন কর্লিয়নি আঁতকে উঠে বলেছিলেন, "আপনাকে বিশ্বাস ক'রে আমার সমস্ত সম্পত্তি দিয়ে দিতে পারি, আমার নিজের জীবন, আমার সন্তানদের মঙ্গল, সব দিতে পারি। আপনি আমাকে কখনো ঠকাতে পারেন, কিংবা আর কোনোভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারেন, এ আমি ভাবতেও পারি না। তাহলে আমার সমস্ত জগৎ, মানবচরিত্র বিচার করতে পারি এই বিশ্বাস, সবই ধূলিসাৎ হয়ে যাবে। অবশ্য আমার নিজের লিখিত হিসাবপত্র আছে যাতে হঠাৎ যদি আমার কিছু হয়, আমার উত্তরাধিকাররা জানতে পারবে যে আপনি ওদের হয়ে ওদের কিছু সম্পত্তি রেখেছেন। কিন্তু এটা আমি জানি আমার ছেলে-মেয়েদের অধিকার রক্ষা করার জন্য আমি যদি এই পৃথিবীতে নাও থাকি তবু আপনি তাদের বঞ্চিত করবেন না।"

ঐ ব্যাঙ্কের সভাপতি সিসিলিয় না হয়েও খুব অনুভূতিশীল ছিলেন। ডনের কথার মর্ম অমনি বুঝে নিয়েছিলেন। এখন গডফাদার কিছু অনুরোধ করলে প্রেসিডেন্টের কাছে সেটা আদেশস্বরূপ, কাজেই একটা শনিবার সকালে নিউ ইয়র্কের পাঁচ-পরিবারের সুবিধার জন্য ব্যাঙ্কের পরিচালক মহলের সভা-ঘরটির বড় বড় চামড়া-বাঁধানো চেয়ারের আর একান্ত নির্জনতার ব্যবস্থা হয়েছিলো।

ব্যাঙ্কের প্রহরীদের উর্দি পরে বেছে এক দল বাছাই করা লোক নিরাপত্তার ভার নিয়েছিলো। শনিবার সকালে দশটার সময়ে সভা-ঘরে লোক জমা হতে লাগলো। নিউইর্য়কের পাঁচ-পরিবার ছাড়া দেশের চারদিক থেকে দশটা পরিবারের প্রতিনিধিরা এসেছিলো, বাদ পড়েছিলো শুধু শিকাগোর লোকরা; তারা ছিলো ওদের জগতের কলঙ্কস্বরূপ। ওদের সভ্যতা শেখাবার চেষ্টাও বাকিরা ছেড়ে দিয়েছিলো; এ-রকম একটা গুরুত্বপূর্ণ সমাবেশে তাদের ডাকার কোনো মানে হয় না, সকলেরই এই মত।

মদ পরিবেশনের জন্য একটা 'বার' খোলা হয়েছিলো, 'বুফে' টেবিলে খাবার সাজানো ছিলো। আলোচনা সভার প্রত্যেকটি সদস্যকে একজন ক'রে সহকারী আনার অনুমতি দেয়া হয়েছিলো। ডনদের বেশির ভাগই সহকারী হিসেবে তাঁদের কনসিলিওরিদের এনেছিলেন, তার ফলে ঘরে অপেক্ষাকৃত খুব অল্পই কম-বয়সী লোক ছিলো। তাদের মধ্যে টম হেগেন হলো একজন এবং উপস্থিত ভদ্রলোকদের মধ্যে একমাত্র সে-ই সিসিলিয় নয়। সে সকলেরই কৌতূহলের পাত্র ছিলো, যেনো একটা অদ্ভুত কোনো জীব।

সৌজন্য কাকে বলে হেগেন জানতো। সে কথাও বলছিলো না, হাসছিলোও না। রাজার প্রিয়পাত্র কোন 'আর্ল' যে-ভাবে রাজার পরিচর্যা করে, টম হেগেনও ঠিক সেই ভাবে তার মুনিবের পরিচর্যা করছিলো; তার জন্য শীতল পানীয় এনে দিচ্ছিলো, তার চুরুট ধরিয়ে দিচ্ছিলো, তার ছাইদানিটা ঠিক জায়গায় রাখছিলো; সবটাই শ্রদ্ধার সঙ্গে কিন্তু আজ্ঞাবহ ভৃত্যের মতো নয়।

গাঢ় রঙের কাঠের প্যানেল দেয়া দেয়ালে যাদের ছবি ঝুলছিলো, একমাত্র হেগেনই তাদের পরিচয় জানতো। দামী তেল-রঙে আঁকা অর্থনৈতিক জগতের স্বনামধন্য কয়েকজন লোকের প্রতিকৃতি। একটি ছিলো ট্রেজারি সচিব হ্যামিলটনের ছবি। হেগেন মনে না ক'রে পারলো না যে একটা ব্যাঙ্ক ভবনে এ ধরনের শান্তিসভা বসছে জানলে হ্যামিলটন বোধ হয় খুশি হতেন। টাকাকড়ির আবহাওয়ার মতো শান্তির এবং নিছক যুক্তি-প্রয়োগের পক্ষে উৎসাহজনক আর কি হতে পারে?

উপস্থিতির সময় সকাল সাড়ে নটা থেকে দশটা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিলো। এক দিক দিয়ে ডন কর্লিয়নিকে এই অনুষ্ঠানের প্রধান বলা চলে, যেহেতু এই শান্তি আলোচনার কথা তিনিই উত্থাপন করেছিলেন, এসেওছিলেন তিনিই সবার আগে, তার বহুবিধ গুণের মধ্যে সময় নিষ্ঠা ছিলো একটি। তার পরেই এলেন কার্লো ট্রামণ্টি, যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ অংশটাকে তিনি নিজের এলাকা ব'লে বেছে নিয়েছিলেন। আধাবয়সী মানুষটি, চোখে পড়ার মতো সুপুরুষ, সিসিলিয়র পক্ষে মাথায় খুব উঁচু, রোদে পোড়া গায়ের রঙ, নিখুঁত পোশাক-পরিচ্ছদ, কেশ-বিন্যাস। দেখে ইতালিয় মনে হতো না, পত্রিকাতে যে সব কোটিপতিদের ছবি বের হতো, নিজেদের শখের 'ইয়োটে' আরাম ক'রে বসে মাছ ধরছে, লোকটি বরং তাদের মতো দেখতে ছিলেন। ট্রামণ্টি পরিবারের টাকা আসতো জুয়াখেলা থেকে আর তাদের ডনকে দেখলে কেউ সন্দেহও করতে পারতো না কি হিংস্র ভাবে সংগ্রাম ক'রে তাকে রাজ্যলাভ করতে হয়েছিলো।

ছোট বেলায় সিসিলি থেকে এখানে চলে এসে ফ্লোরিডাতে বসবাস করতেন। সেইখানেই তিনি বড় হয়েছিলেন; দক্ষিণ অঞ্চলে ছোট শহরগুলোতে যারা রাজনীতি করতো তাদের একটা সংগঠন ছিলো, তারা জুয়াখেলা নিয়ন্ত্রণ করতো, ট্রামণ্টি তাদের একজন কর্মী ছিলেন। খুব জবরদস্ত লোক সব, ওখানকার জবরদস্ত পুলিশ কর্মচারীরা ওদের পৃষ্ঠপোষকতা করতো, ওরা স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি যে বিদেশ থেকে আগত আনকোরা ,কাঁচা এই ছোকরা তাদের পরাস্ত করতে পারবে। ওর ঐ হিংস্রতার জন্য ওরা প্রস্তুত ছিলো না, তার সামনে ওরা দাঁড়াতেই পারেনি, কারণ ওদের মতে এতো সামান্য লাভের জন্য এতো বেশি রক্তপাতের কোনো মানে হয় না। বেশি ক'রে লাভের অংশ দিয়ে ট্রামণ্টি পুলিশের লোকদের দলে টেনেছিলেন; লালমুখের গুণ্ডাগুলোর একটুও কল্পনাশক্তি ছিলো না, এরা আবার সংগঠন চালাবে! ট্রামণ্টি এদের সমূলে উৎখাত ক'রে দিলেন। কিউবার বাতিস্তা সরকারের সঙ্গে ট্রামণ্টিই সংযোগ স্থাপন ক'রে হাভানার সুখের নিবাসগুলোর যতো জুয়ার আড্ডায় আর বেশ্যা বাড়িতে ট্রামণ্টি অঢেল টাকা ঢেলেছিলেন, যাতে আমেরিকার জুয়াড়িদের আকৃষ্ট করতে পারেন। এখন ট্রামণ্টি লক্ষ-লক্ষ ডলারের মালিক, মায়ামি বীচের সব চাইতে শৌখিন একটা হোটেলের অধিকারী।

সভা-ঘরে ট্রামণ্টি এলেন, পেছন-পেছন এলো তারই মতো রোদে পোড়া এক কনসিলিওরি, এসেই ট্রামণ্টি ডন কর্লিয়নিকে বুকে জড়িয়ে ধ'রে ডনের ছেলের মৃত্যুর জন্য শোক প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে মুখে সমবেদনার ভাব দেখালেন।

অন্যান্য ডনরাও এসে পৌছাতে লাগলেন। সবাই সবার চেনা, বহু বছরের দেখাশোনা, কখনো সামাজিক অনুষ্ঠানে, কখনো ব্যবসার ক্ষেত্রে। এরা সবসময়ই পরস্পরকে পেশাদারি

সৌজন্য দেখাতেন এবং যখন বয়স আরো কম আর দেহ আরো হালকা ছিলো তখন পরস্পরকে নানা ভাবে সাহায্যও করতেন। ট্রামন্টির পর এলেন ডেট্রয়েট থেকে জোসেফ জালুচি। জালুচি পরিবার উপযুক্ত বেনামায় ও ছদ্মবেশ ধ'রে ডেট্রয়েট অঞ্চলের একটা ঘোড়দৌড়ের মাঠের মালিক ছিলো। তাছাড়া জুয়াখেলারও একটা বড় অংশ তাদের ছিলো। সুন্দও মুখের, অমায়িক চেহারার জালুচি, ডেট্রয়েটের শৌখীন গ্রোস্ পয়েন্ট অঞ্চলে এক লাখ ডলার দামের এক বাড়িতে বাস করতেন। তার এক ছেলের কোনো প্রাচীন খ্যাতনামা আমেরিকান পরিবারে বিয়ে হয়েছিলো। ডন কর্লিয়নির মতো জালুচিও খুব কায়দাদুরস্ত। সিসিলিয় পরিবার পরিচালিত যতোগুলো শহর ছিলো তার মধ্যে ডেট্রয়েট শহরে হিংসাত্মক ঘটনা সংখ্যা ছিলো সব চাইতে কম। গত তিন বছরের মধ্যে মাত্র দু-জনকে প্রাণদণ্ড দেয়া হয়েছিলো। তিনি মাদক-ব্যবসা সমর্থন করতেন না।

জালুচিও তার কনসিলিওরিকে সঙ্গে ক'রে এনেছিলেন, দুজনেই ডন কর্লিয়নির কাছে এসে তাকে আলিঙ্গন করলেন। জালুচির গলার স্বর আমেরিকানদের মতো গম্‌গম্ করতো, তাতে খুব সামান্য একটু টান ছিলো। পোশাক-আষাকে তিনি প্রাচীনপন্থী, ব্যবসায়িদের মতো হাবভাব, তার অমায়িক সহৃদয়তাও তারই সামিল। তিনি কর্লিয়নিকে বললেন, "শুধু আপনার ডাক শুনেই আমি এসেছি।" ডন কর্লিয়নি মাথা নিচু ক'রে ধন্যবাদ জানালেন। সমর্থনের জন্য জালুচির ওপর তিনি নির্ভর করতে পারবেন।

এরপর যে দুজন ডন এলেন, তারা পশ্চিম তীরের লোক। এক সঙ্গে এক গাড়িতেই এসেছিলেন তারা, কাজকর্মও করতেন এক সঙ্গে। তাঁদের নাম ফ্র্যাঙ্ক ফ্যালকনি আর অ্যান্টনি মলিনারি; বাকি যাঁরা ঐ সভায় যোগ দিতে এসেছিলেন, তাঁদের চাইতে এদের দুজনের বয়স কম, চল্লিশের কোঠায়। তাঁদের পোশাক-পরিচ্ছদ অন্যদের চাইতে কম কেতাদুরস্ত, ধরন-ধারণে কিছুটা হলিউড়ি কায়দা, যতটা হলেই চলে তার চাইতে একটু বেশি বন্ধুভাব। ফ্র্যাঙ্ক ফ্যাল্‌কনির হাতে ছিলো চলচ্চিত্র শ্রমিক সঙ্ঘগুলো, তাছাড়া স্টুডিওর জুয়াখেলা আর একটা বেশ্যা চালানোর সংগঠন, সেখান থেকে সুদূর পশ্চিমের গণিকালয়ে বেশ্যা সরবরাহ করা হতো। কোনো ডনের পক্ষে 'শোবিজ্'-এ জড়িয়ে পড়া সম্ভব ছিলো না; 'শো বিজ্' হলো নাচ-গান অভিনয় ইত্যাদি। তবু ফ্যাল্‌কনির সে দিকে একটু শখ ছিলো। সুতরাং অন্যান্য ডনরা তাকে বিশ্বাস করতেন না।

অ্যান্টনি মলিনারি সান ফ্রান্সিসকোর তীরভূমি পরিচালনা করতেন, খেলা-ধুলা সংক্রান্ত জুয়াখেলাতে তার খুব প্রতিপত্তি ছিলো। ইতালিয় জেলে বংশের ছেলে, সান ফ্রান্সিসকোর সব চাইতে উৎকৃষ্ট 'সী-ফুড রেস্তোরাঁর মালিক, সেখানে সমুদ্রজাত নানা রকম উপাদেয় ভোজ্য ছাড়া কিছু পরিবেশন করা হতো না। লোকে বলতো ঐ রেস্তোরাঁ নিয়ে লোকটার এতো বেশি গর্ব ছিলো যে সেখানে এতো কম দামে এতো ভালো খাবার দেওয়া হতো যে ব্যবসাটা লোকসানে চলতো। পেশাদারি জুয়াড়ীর মতো ভাবলেশ শূন্য মুখ; তার ওপর সকলে জানতো যে মেক্সিকোর সীমান্তের ওপার থেকে আর পূর্ব সাগরের অলিগলি দিয়ে যে সব জাহাজ যাতায়াত করতো তাদের কাছ থেকে নিয়ে মলিনারি কিছু মাদক দ্রব্যের চোরা কারবারও করতেন। এদের সহকারীদের বয়স কম, বলিষ্ঠ গড়ন, দেখেই বোঝা যাচ্ছিলো সহকারী-টারী

নয়, স্রেফ দেহরক্ষী, অবশ্য এ ধরনের সভায় বন্দুক নিয়ে আসার সাহস ওদেরও ছিলো না। সবাই জানতো যে এই দেহরক্ষীরা 'কারাতে' জানা। তাই শুনে অন্য ডনদের হাসি পেলো, ক্যালিফর্নিয়ার ডনরা যদি পোপের আর্শীবাদী মাদুলীও বেঁধে আসতেন, তার চাইতে একটুও বেশি শঙ্কিত হতেন না। যদিও একটা লক্ষণীয় বিষয় হলো যে এদের কেউ কেউ অত্যন্ত একটু ধার্মিক ছিলেন, স্রষ্টায় বিশ্বাস করতেন।

তারপর এলেন বোস্টনের পরিবারের প্রতিনিধি। একমাত্র এঁকেই বাকিরা কেউ শ্রদ্ধা করতেন না। তার নিজের লোকদের সঙ্গে নায্য ব্যবহার করেন না ব'লে তার দুর্নাম ছিলো, তাদের নির্মমভাবে ঠকাতেন। তাও ক্ষমা করা যেতো, প্রত্যেক মানুষের লোভের মাত্রা আলাদা। যেটা ক্ষমা করা যেতো না সেটা হলো নিজের এলাকার শান্তি-শৃঙ্খলা তিনি রক্ষা করতে পারতেন না। ঐ বোস্টন অঞ্চলে খুব বেশি খুন, ক্ষমতা নিয়ে খুব বেশি নিচ ঝগড়াঝাঁটি, খুব বেশি স্বাধীন অননুমোদিত কার্যকলাপ, খুব বেশি বেয়াড়াভাবে আইন ভঙ্গ করা। শিকাগোর মাফিয়ারা যদি বন্য-জন্তু হয়ে থাকে, বোস্টনের লোকগুলো তাহলে অমার্জিত অসভ্য-বর্বর; স্রেফ গুণ্ডা। বোস্টনের ডনের নাম ছিলো ডোমেনিক পাঞ্জা। বেঁটে, গাঁট্টা-গোঁট্টা; একজন ডনের ভাষায় স্রেফ একটা চোরের মতো দেখতে।

ক্লীভল্যাণ্ডের সঙ্ঘটিই বোধহয় যুক্তরাষ্ট্রের সব চাইতে ক্ষমতাশালী নিছক জুয়াখেলার সংগঠন। তাদের প্রতিনিধি হলেন সূক্ষ্ম অনুভূতিশীল চেহারার একজন প্রৌঢ়, চোখ-মুখ বসে গেছে, সাদা ধবধবে চুল। তার সামনে কিছু না বললেও, পেছনে সবাই ওঁকে বলতো 'ইহুদী', তার কারণ সিসিলিয় লোক না রেখে নিজেকে ইহুদী দিয়ে ঘিরে রাখতেন। এমন কি লোকে এতো দূরও বলতো যে যদি সাহস কুলাতো তাহলে উনি কনসিলিওরির পদেও একজন ইহুদীকেই রাখতেন। মোট কথা হেগেনের জন্য ডন কর্লিয়নির পরিবারকে যেমন বলা হতো 'আইরিশ-দঙ্গল', তেমনি আরো যুক্তিযুক্ত কারণে ডন ভিনসেন্ট ফরলেঞ্জারের পরিবারকে বলা হতো 'ইহুদী পরিবার'। তবে তার সংগঠনটি খুব দক্ষভাবে পরিচালিত ছিলো। ডনের মুখের ঐ সূক্ষ্ম চেহারা সত্ত্বেও, রক্ত দেখে তিনি কখনো মূর্ছা গেছেন বলে শোনা যায়নি। তার ঐ মখমলের রাজনৈতিক দস্তানার ভেতরে ছিলো প্রচণ্ড এক লোহার-মুঠো।

নিউইয়র্কের পাঁচ-পরিবারের প্রতিনিধিরা এলেন সবার শেষে; টম হেগেন লক্ষ্য করলো মফস্বল থেকে আগত ঐ সব পাড়াগেঁয়ে নেতাদের চাইতে এদের কতো বেশি ব্যক্তিত্বের জোর, কতো বেশি শ্রদ্ধা করার মতো চেহারা। প্রথম কথা হলো, নিউইয়র্কের পাঁচজন ডন প্রাচীন সিসিলিয় ঐতিহ্যের অনুমাগী ছিলেন, 'পেট-ওয়ালা মানুষ তারা', অর্থাৎ আলঙ্কারিক ভাষায় বলা হচ্ছে তাঁদের যেমন প্রতাপ তেমনি সাহস, আর বাস্তব ভাষাতেও বলা হচ্ছে গায়ে-গতরে মাংস ছিলো তাঁদের; সত্য কথা বলতে কি, সিসিলিতে ঐ দুটো বৈশিষ্ট্যকে এক সঙ্গেই দেখা যেতো। নিউইয়র্কের পাঁচজন ডনের শক্ত মেদবহুল চেহারা, সিংহের মতো বিশাল মাথা, বড়-সড় চেহারা, মাংসল, রাজকীয় নাক, মোটা ঠোঁট, ভারি গালে ভাঁজ পড়া। খুব একটা কায়দা ক'রে সাজগোজ করেননি। তাঁদের দেখলেই মনে হতো শৌখীনতাবর্জিত কাজের মানুষ, এদের বাজে জিনিসের সময় নেই।

এদের মধ্যে ছিলেন অ্যান্টনি স্ট্রাচি, নিউ জার্সির দিকটা ছিলো তার হাতে আর

ম্যানহাটানের পশ্চিমের ঘাটে জাহাজের কারবার। নিউ জার্সির জুয়ার ব্যবসাও তিনি চালাতেন, ডেমোক্র্যাট রাজনীতি দলের সঙ্গে তার খুব দহরম-মহরম। তার একপাল মালবাহী ট্রাক ছিলো, তা'থেকে তার লক্ষ-লক্ষ ডলার আয় হতো, তার প্রধান কারণ হলো ট্রাকগুলোতে বেআইনী রকমের বেশি মাল চাপানো হতো, অথচ ওজন নেবার ইন্সপেক্টররা কেউ সেগুলোকে থামাতে, কিংবা জরিমানা করতে পারতো না। এই ট্রাকগুলোর সাহায্যে রাজপথ ভেঙে তছনছ হয়ে যেতো, তখন অ্যান্টনি স্ট্রাচির রাস্তা মেরামতের কারখানা মোটা মোটা সরকারি কনট্রাক্ট পেতো, তারপর তারা এসে রাস্তা ঠিক ক'রে দিয়ে যেতো। এ ধরনের ব্যবসার কথা শুনতেও ভালো লাগে, এক ব্যবসার ভেতর থেকে আরেক ব্যবসা তৈরি হয়ে যাচ্ছে। স্ট্রাচিও সেকেলে ধরনের ছিলেন, বেশ্যার ব্যবসা তিনি কখনো স্পর্শও করতেন না, কিন্তু জাহাজ ঘাটের কারবার চালাতেন ব'লে মাদক দ্রব্যের ব্যবসা পরিহার করতে পারতেন না। কর্লিয়নিদের বিপক্ষে যে পাঁচটি পরিবার দাঁড়িয়েছিলো, তার মধ্যে এঁর দলটারই ছিলো সব চাইতে কম ক্ষমতা, কিন্তু ইনিই ছিলেন সব চাইতে বন্ধুভাবাপন্ন।

যে মাফিয়া পরিবার নিউইর্য়ক রাজ্যের উত্তর অংশে আধিপত্য করতো, তারা কানাডা থেকে বহিরাগত ইতালিয়দের বে-আইনীভাবে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করার ব্যবস্থা করতো, ওখানকার সমস্ত জুয়ার ব্যবসা তাদের হাতে ছিলো, ঘোড়-দৌড়ের মাঠের লাইসেন্সের ব্যাপারেও তাদের 'ভেটো' ছিলো। এদের নেতার নাম ছিল ওটিলিও কুনিও। লোকটাকে দেখলে মন গলে যেতো, গ্রাম্য ময়রার মতো গোল-গাল হাসি-খুশি মুখ, তার নায্য ব্যবসা ছিলো বড় একটা দুধের কারবার। কুনিও ছেলেপেলে ভালোবাসতেন, সবসময় পকেট ভরে লজেন্স নিয়ে ঘুরতেন, নিজের নাতি-নাতনিদের আর বন্ধুবান্ধবদের ছোট ছেলে-মেয়েদের খুশি করার আশায়। মাথায় থাকতো গোল একটা ফিডরা টুপি, মহিলাদের রোদ ঠেকাবার টুপির মতো তার কানাটা সবসময় নামানো থাকতো। এমনিতেই তাঁর মুখটা চাঁদের মতো গোল, তার ওপর ঐ টুপিটার জন্য মুখটাকে আরো চওড়া দেখাতো, ঠিক যেন একটা আমুদে মুখোশের মতো। যে কয়েকজন ডন কখনো গ্রেপ্তার হননি, ইনি তাঁদের একজন, এঁর আসল কীর্তিকলাপ কেউ সন্দেহও করতো না। এমনি তার প্রতিষ্ঠা ছিলো যে এক সময় তিনি বাস্তু বিভাগের সদস্য ছিলেন, নিউইর্য়ক রাজ্যের চেম্বার অফ কর্মাস তাকে সে বছরের শ্রেষ্ঠ ব্যবসায়ী ব'লে সম্মানিত করেছিলো।

টাটাগ্লিয়া পরিবারের সঙ্গে সব চাইতে ঘনিষ্ঠতা ছিলো ডন এমলিও বার্জিনির। ইনি ব্রুকলিনের আর কুইন্সের কিছু কিছু জুয়াখেলা পরিচালনা করতেন। কিছু বেশ্যার ব্যবসাও ছিলো ওর। গুণ্ডার দল ছিলো। স্টেটেন আইল্যাণ্ড ছিলো তার সম্পূর্ণ আধিপত্যে। ব্রঙ্কসে আর ওয়েস্ট চেস্টারের খেলা-ধুলা সংক্রান্ত বাজির ব্যাপারেও তার হাত ছিলো। মাদক-ব্যবসাতে জড়িত ছিলেন। ক্লীভল্যাণ্ড আর পশ্চিম তীরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিলো; তাছাড়া কতিপয় যেসব ব্যক্তি এতোটা বিচক্ষণ ছিলেন যে লাস ভেগাস, রিনো আর নেভাদার শহরাঞ্চলেও নজর দিতেন, তিনি তাঁদের একজন। মায়ামি বীচে আর কিউবার সঙ্গে তার কারবার ছিলো। নিউইয়র্ক শহরে, তথা গোটা দেশে, কর্লিয়নি পরিবারের পরেই তার স্থান ছিলো। সিসিলি পর্যন্ত তার প্রতিপত্তি সম্প্রসারিত ছিলো। যেখানে যতো বে-আইনী ব্যাপার চলতো,

সবগুলোতে তার হাত ছিলো। এমন কি লোকে বলতো ওয়াল স্ট্রিটেও তিনি একটুখানি পা রাখার জায়গা ক'রে নিয়েছিলেন। যুদ্ধের শুরু থেকেই তিনি অর্থবল আর পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে টাটাগ্লিয়া পরিবারকে সমর্থন করে এসেছিলেন।

তার এই উচ্চাভিলাষ ছিলো যে একদিন তিনি আমেরিকার সব চাইতে ক্ষমতাশালী আর শ্রদ্ধাভাজন মাফিয়া বলে স্বীকৃতি পেয়ে ডন কর্লিয়নিকে পদচ্যুত করবেন এবং কর্লিয়নি সাম্রাজ্যের কিছুটা হস্তগত করবেন। তার প্রকৃতিটা অনেকটা ডন কর্লিয়নির মতোই ছিলো, তবে ইনি ছিলেন আরো আধুনিক, আরো কেতাদুরস্ত, আরো ব্যবসা-বুদ্ধিসম্পন্ন। তাকে কেউ 'বুড়া-মোছের সরদার' ব'লে উল্লেখ করতো না; যেসব আধুনিক, আরো অল্পবয়স্ক, আরো দুঃসাহসিক নেতারা উন্নতির দিকে ক্রমে অগ্রসর হচ্ছিলো, তারা ওর ওপর আস্থা রাখতো। তার প্রচণ্ড ব্যক্তিত্ব ছিলো, কিন্তু তাতে উত্তাপ ছিলো না, ডন কর্লিয়নির মতো সহৃদয়তা ছিলো না, তবে সেই মুহূর্তে ঐ দলের মধ্যে তাঁকেই লোকে সব চাইতে বেশী খাতির করতো।

সব শেষে আসলেন টাটাগ্লিয়া পরিবারের কর্তা, ডন ফিলিপ টাটাগ্লিয়া। এদের পরিবারই সলোৎসোকে সমর্থন ক'রে কর্লিয়নিদের ক্ষমতাকে যুদ্ধে ডাক দিয়েছিলো এবং আরেকটু হলেই কৃতকার্যও হতো। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো যে বাকিরা সবাই তাকে একটু তাচ্ছিল্য করতেন। একটা কথা হলো, উনি সলোৎসোর বশ্যতা মেনে নিয়েছিলেন; সত্যি কথা বলতে কি, চতুর তুর্কি তাঁকে নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাতো। উপস্থিত হট্টগোল, এই যে ঝামেলা যার জন্য নিউইয়র্কের সমস্ত মাফিয়া পরিবারের প্রাত্যহিক ব্যবসা-বাণিজ্যের কাজ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছিলো, এই সবের জন্য বাকিরা এঁকেই দায়ী করেছিলেন। তাছাড়া লোকটার ষাট বছর বয়স, অথচ শখের অন্ত নেই এবং খুব লম্পট। নিজের এই সব দুর্বলতার প্রশ্রয় দেবার যথেষ্ট সুযোগও পেতেন।

তার কারণ টাটাগ্লিয়া পরিবার মেয়েমানুষের ব্যবসা করতো। ওদের প্রধান কারবারই ছিলো বেশ্যাগিরি। তাছাড়া যুক্তরাষ্ট্রের বেশির ভাগ নাইট-ক্লাব তাদের হাতে ছিলো, দেশের যে কোনো অঞ্চলে এরা যে-কোনো প্রতিভাসম্পন্ন-ব্যক্তিকে প্রতিষ্ঠিত ক'রে দিতে পারতো। সম্ভাবনাময় গায়ক কিংবা ভাঁড়ামির ওস্তাদদের আয়ত্ত করার জন্য গায়ের জোর খাটাতে ফিলিপ টাটাগ্লিয়ার বাধতো না, রেকর্ডের কারবারেও তিনি হস্তক্ষেপ করতেন। তবে ওঁদের পারিবারিক আয়ের প্রধান উৎস ছিলো বেশ্যাগিরি।

অন্যদের কাছে তার চরিত্রটা ছিলো অপ্রীতিকর। সব সময় নাকী-কান্না কাঁদতেন, পারিবারিক ব্যবসাটার কি ভীষণ খরচ এই সব বলতেন। ধোপার বিল আছে, রাশি রাশি তোয়ালে দরকার হয়, তাতে লাভের টাকা খেয়ে যায়–যদিও যে কোম্পানি কাপড় কেচে দিতো, উনিই ছিলেন সেটারও মালিক। মেয়েগুলোও অলস, তাদের বিশ্বাস করা যায় না, কে কখন কেটে পড়ে, আত্মহত্যা করে। দালালগুলো বিশ্বাসঘাতক, অসৎ, মালিকের প্রতি এতটুকু আনুগত্য নেই। কাজ করার ভালো লোক পাওয়া দায়। সিসিলিয় ছোকরাগুলো এ ধরনের কাজ দেখলে নাক সিঁটকায়, তাদের ধারণা মেয়েমানুষ নিয়ে ব্যবসা করলে, কিংবা তাদের গালাগালি করলে অধর্ম হয়। অথচ ব্যাটারা কোটের বুকে ঈস্টারের তালপাতার সাজের ক্রুশ ঝুলিয়ে, দিব্যি গান গাইতে-গাইতে মানুষের গলা কাটে। এইভাবে বকে যেতেন

ফিলিপ টাটাগ্লিয়া, শ্রোতাদের না ছিলো সহানুভূতি, না ছিলো শ্রদ্ধা। তার সবচাইতে রাগ ছিলো কর্তৃপক্ষের ওপর, তার নাইট-ক্লাব আর নাচশালার মদের লাইসেন্স যারা ইচ্ছামতো দিতে নিতে পারতো। উনি বলতেন সরকারী শীল মোহরের চোর মালিকদের উদ্দেশ্যে উনি যতো টাকা ঢেলেছেন, তার সাহায্যে উনি ওয়াল্ স্ট্রিটের চাইতেও বেশি লক্ষপতি তৈরি করেছেন।

অথচ এটা খুবই অদ্ভুত যে কর্লিয়নিদের সঙ্গে লড়াইতে প্রায় জয়ী হয়েও তিনি যথাযোগ্য সম্মান পাননি। অন্য ডনরা জানতেন টাটাগ্লিয়ার শক্তি শুরুর দিকে সলোৎসোর কাছ থেকে, পরে বাজিনির কাছ থেকে ধার করা। তাছাড়া কর্লিয়নিদের অতর্কিতে আক্রমণ করেও জয়লাভ অসম্পূর্ণ থাকার ব্যাপারটাও তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্যস্বরূপ। আরেকটু দক্ষতা থাকলে বর্তমান গোলমেলে অবস্থা এড়িয়ে যাওয়া যেতো। ডন কর্লিয়নির মৃত্যু হলেই লড়াইও থেমে যেতো।

পরস্পরের সঙ্গে লড়াই করতে গিয়ে দুজনেই ছেলে হারিয়েছেন, সে-ক্ষেত্রে ডন কর্লিয়নি আর ফিলিপ টাটাগ্লিয়া যে শুধু একটু মাথা নেড়ে পরস্পরের উপস্থিতিকে স্বীকৃতি দেবেন, সেটা স্বাভাবিক। ডন কর্লিয়নি ছিলেন সবার লক্ষ্যস্থল, আঘাত আর বিফলতা তার দেহে কতোখানি অবসন্নতার ছাপ রেখে গেছে, সে-বিষয়ে সবারই কৌতূহল। এই ভেবে সবাই বিস্মিত হয়েছিলো যে প্রিয় পুত্রের মৃত্যুর পর ডন কর্লিয়নি কেন শান্তির প্রস্তাব করছেন। এ তো পরাজয় স্বীকারের সামিল, এর ফলে তার ক্ষমতা কমে যাবে। যাই হোক, শীঘ্রই সব জানা যাবে।

সবাইকে অভিবাদন করা হলো, পানীয় দেয়া হলো, এভাবে আরো প্রায় আধ ঘণ্টা কেটে গেলে পালিশ করা আখরোট-কাঠের টেবিলে ডন কর্লিয়নি তার আসন নিলেন। ডনের বাঁ দিকে একটা চেয়ার একটু পেছনে সরিয়ে নিয়ে টম হেগেন বসলো, যাতে অনধিকার প্রবেশ করা না হয়। অন্য ডনরা ইঙ্গিত পেয়ে টেবিলে গিয়ে বসলেন। সহকারীরা তাঁদের পেছনে বসলো। কনসিলিওরিরা একটু এগিয়ে এলো, যাতে দরকার হ'লে উপদেশ দিতে পারে।

প্রথমে ডন কর্লিয়নি কথা বললেন, এমন ভাবে বললেন যেন কিছুই হয়নি। যেন তিনি মর্মান্তিক আঘাত পাননি, বড় ছেলে মারা যায়নি, সাম্রাজ্য তছনছ হয়নি, নিজের পরিবার বিক্ষিপ্ত হয়নি, মলিনারি পরিবারের রক্ষণাবেক্ষণে ফ্রেডি পশ্চিমে চলে যায়নি, মাইকেল সিসিলির বনে-বাদারে লুকিয়ে নেই। বলা বাহুল্য, ডন কর্লিয়নি সিসিলির ভাষাতেই কথা বললেন।

ডন কর্লিয়নি বললেন, "আপনারা এসেছেন ব'লে আমি সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমি মনে করি আজ এসে আপনারা আমাকে ব্যক্তিগতভাবে অনুগ্রহ করেছেন, সেজন্য আমি আপনাদের প্রত্যেকের কাছে ঋণী। সুতরাং শুরুতেই আমি বলে রাখছি আমি কারো সঙ্গে ঝগড়া করতেও আসিনি, কারো মত বদলাতেও আসেনি; আমি শুধু একটু যুক্তি প্রদর্শন করতে চাই আর নিজে যুক্তি ভালোবাসি ব'লে আজ এখান থেকে আমরা সবাই যাতে বন্ধু হয়ে বিদায় নিতে পারি তার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করতে চাই। এ বিষয়ে আমি আপনাদের কথা দিতে পারি, আপনাদের মধ্যে কেউ কেউ আমাকে চেনেন, তারা জানেন যে আমি হাল্কাভাবে কখনো

কথা দেই না। সে যাই হোক, এখন কাজের কথায় আসা যাক। এখানে যারা সমবেত হয়েছি তারা সবাই সজ্জন, আমরা তো আর উকিল নই যে সবাই সবাইর কাছে প্রতিশ্রুতি দেবো।"

এই বলে ডন থামলেন। কেউ কোনো কথা বললেন না। কেউ চুরুট ফুঁকতে, কেউ গ্লাসে চুমুক দিতে লাগলেন। এরা সবাই উত্তম শ্রোতা, ধৈর্য ধরে কথা শোনেন। এদের সবার আরেকটা গুণও ছিলো। এদের মতো মানুষ খুব বিরল, এরা কেউ সংগঠিত সমাজের অনুশাসন মানতে রাজি ছিলেন না, এরা অন্য মানুষের আধিপত্য স্বীকার করতেন না। এরা স্বেচ্ছায় না করলে, কোনো শক্তি কিংবা কোনো মরণশীল মানুষ এদের দিয়ে বশ্যতা স্বীকার করাতে পারতো না। এরা চাতুরির সাহায্যে, খুনের সাহায্যে নিজেদের স্বাধীন ইচ্ছা সংরক্ষণ করতেন। একমাত্র মৃত্যুর সামনে এঁদের স্বাধীন ইচ্ছা নতি স্বীকার করতো, কিংবা চরম যুক্তির সামনে।

ডন কর্লিয়নি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন, তারপর বক্তার যোগ্য ভাষায় জিজ্ঞেস করলেন, "ব্যাপার এতোদূর গড়ালো কি ক'রে? সে কথা থাক। অনেক নির্বুদ্ধিতা হ'য়ে গেছে। শোচনীয়ভাবে মিছে-মিছে। তবু আমি যেভাবে বিষয়টাকে দেখেছি, সেটুকু বলি।"

আবার থামলেন ডন, তার পক্ষের বিবৃতি শুনতে কারো যদি আপত্তি থাকে। তারপর শুরু করলেন :

"ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাই যে আমার স্বাস্থ্য আবার আগের মতো হয়েছে, হয়তো ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলতে আমি সাহায্য করতে পারবো। আমার ছেলে হয়তো খুব বেশি হঠকারি, খুব বেশি গোঁয়ার ছিলো। সেটা আমি অস্বীকার করি না। সে যাই হোক, আমি শুধু এটুকু বলতে চাই যে সলোৎসো আমার কাছে একটা ব্যবসার প্রস্তাব এনে, আমার কাছে টাকা আর পৃষ্ঠপোষকতা চেয়েছিলো। বলেছিলো এ ব্যাপারে টাটাগ্লিয়া পরিবারও জড়িত আছে। ব্যবসাটা মাদকদ্রব্যের, আমার তাতে কোনো উৎসাহ নেই। আমি চুপচাপ থাকতে ভালোবাসি, ও-সব কাজে অনেক রকম ঝামেলা, তা' আমার পছন্দ নয়। সলোৎসোর আর টাটাগ্লিয়া পরিবারকে আমার শ্রদ্ধা জানিয়ে তাকে আমি এ-সব কথাই বুঝিয়ে বলেছিলাম। সৌজন্যের সাথেই অস্বীকৃতি জানিয়েছিলাম। বলেছিলাম তার ব্যবসা আর আমার ব্যবসার মধ্যে কোনো বিরোধ নেই, সে ঐভাবে টাকা রোজগার করলে আমার কোনো আপত্তিও নেই। সে কিন্তু কথাটা ভালোভাবে না নিয়ে আমাদের সবার জন্যে সর্বনাশ ডেকে আনলো। এই তো জীবন। এখানে যাঁরা এসেছেন, প্রত্যেকেই নিজের নিজের দুঃখের কথা বলতে পারেন। আমার উদ্দেশ্য তা' নয়।"

এই পর্যন্ত বলে ডন কর্লিয়নি থামলেন, হেগেনকে ইশারা ক'রে কিছু ঠাণ্ডা পানীয় আনতে বললেন, হেগেন তাড়াতাড়ি পানীয় এনে দিলো।

ঠোঁট ভিজিয়ে ডন কর্লিয়নি বললেন, "আমি শান্তি স্থাপন করতে রাজি আছি। টাটাগ্লিয়ার একটি ছেলে গেছে, আমারও একটি ছেলে গেছে। শোধবোধ হয়ে গেছে। সবাই যদি অকারণে মনে-মনে বিদ্বেষ পুষে রাখতো, তাহলে পৃথিবীটার কি দশা হতো? এই হলো সিসিলির অভিশাপ; সেখানকার লোকেরা প্রতিশোধ নিতে এতো ব্যস্ত থাকে যে স্ত্রী-পুত্র-পরিবারের মুখে একটু রুটি দেবার পয়সা রোজগার করার সময় পায় না। এ সব হল মূর্খতা।

কাজেই আমি বলি, আগে যেমন ছিলো, সেভাবেই সব থাকুক। আমার ছেলেকে কে ধরিয়ে দিলো, কে মারলো, তা জানার চেষ্টাও আমি করিনি। তাতে যদি শান্তি আসে, তাহলে চেষ্টা করবোও না। আমার এক ছেলে বাড়ি ফিরে আসতে পারছে না, আমি আপনাদের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি চাই যে যখন আমি তার নিরাপদে ফিরে আসার ব্যবস্থা করবো, তখন কেউ বাধা দেবেন না, কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে কোনো বিপদের সম্ভাবনা থাকবে না। এই প্রতিশ্রুতি পে'লে আমরা অন্য বিষয়ে আলোচনা করতে পারবো, তাতে আমাদের সবারই সুবিধা হবে, লাভও হবে।" হাত দিয়ে কেমন একটা আবেগের আর বিনয়ের ইঙ্গিত ক'রে ডন কর্লিয়নি বললেন, 'এটুকুই আমি বলতে চাই।"

চমৎকার বললেন। এ তো সেই আগেকার ডন কর্লিয়নি। যিনি যুক্তি মেনে চলেন। অন্যের সুবিধার জন্য মত বদলান। কোমল কথাবার্তা। কিন্তু উপস্থিত সবাই লক্ষ্য করেছিলো যে তিনি ভালো স্বাস্থ্যের দাবি করলেন, অর্থাৎ কর্লিয়নি পরিবারের নানান দুর্ভাগ্য সত্ত্বেও তাকে হেয় জ্ঞান করা চলবে না। এটাও দ্রষ্টব্য ছিলো যে ডন কর্লিয়নি বললেন আগে শান্তির প্রস্তাবটি পাকা না হওয়া পর্যন্ত অন্যান্য বিষয়ে আলোচনা ক'রে লাভ নেই। এও দ্রষ্টব্য যে তিনি পূর্বাবস্থায় ফিরে যেতে চান, অর্থাৎ বিগত একটা বছরে নানান বিপর্যয় ভোগ করা সত্ত্বেও তার কোনো ক্ষতি হবে না।

সে যাই হোক, ডন কর্লিয়নির কথার উত্তর দিলেন এমিলিও বার্জিনি, টাটাগ্লিয়া নয়। তিনি সংক্ষেপে তার বক্তব্য সোজা পেশ করলেন, অবশ্য অভদ্র বা অপমানকর কিছু বললেন না।

বার্জিনি বললেন, "আপনি যা বললেন সে সবই সত্যি, কিন্তু তাছাড়া আরো কথা আছে। ডন কর্লিয়নি বড়ই বিনয়ী। আসল ব্যাপার হলো ডন কলিয়নির সাহায্য না পেলে সলোৎসোর আর টাটাগ্লিয়াদের পক্ষে তাদের নতুন ব্যবসা চালানো সম্ভব নয়। এমন কি তার অস্বীকৃতি মানেই তাদের ক্ষতি। সেটা অবশ্য তার দোষ নয়। মোদ্দা কথা, যেসব বিচারকরা আর রাজনীতিবিদ্‌রা ডন কর্লিয়নির কাছ থেকে অনুগ্রহ নিতে রাজি আছেন, এমন কি নেশার ঔষুধপত্র সংক্রান্ত ব্যাপারেও, তারাই কিন্তু মাদকদ্রব্যের বেলায় অন্য কারো দ্বারা প্রভাবিত হ'তে প্রস্তুত নন। সলোৎসোর লোকদের সঙ্গে কর্তৃপক্ষ নরম ব্যবহার করবে, এই আশ্বাস না পেলে, সে-ই বা কি ক'রে কাজ করতো? এ তো আমরা সবাই জানি। নইলে আমরা সবাই গরীব হয়ে যেতাম। আজকাল শাস্তির গুরুত্বও বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। মাদকদ্রব্য চালাতে গিয়ে আমাদের কোনো লোক যদি ধরা পড়ে, তাহলে বিচারকরা খুব কঠোর আচরণ করেন। বিশ বছরের মেয়াদের ভয়ে সিসিলির লোকরা পর্যন্ত তাদের 'ওমের্তা' অর্থাৎ নীরবতার নিয়ম ভেঙে সব কথা ঝেড়ে-ঝুড়ে বলে ফেলতে পারে। তা হলে তো চলবে না। এর কলকাঠি ডন কর্লিয়ানর হাতে। উনি সে কলকাঠি আমাদের জন্য না নাড়লে, বন্ধুর কাজ করা হয় না, আমাদের স্ত্রী-পুত্র-পরিবারের মুখ থেকে রুটি কেড়ে নেওয়া হয়। সময় পাল্টে গেছে, আগের দিন আর নেই, যখন যার যেদিকে মন যেতো সে সেদিকে চলতো। নিউইয়র্কের বিচারকরা যদি কর্লিয়নির কেনা হয়ে থাকে তাহলে আমাদেরও তার ভাগ দিতে হবে, আমাদেরও সে সুবিধা ক'রে দিতে হবে। কুয়া থেকে আমারেদও পানি তুলতে দিতে হবে। এই হলো সহজ কথা।"

বাজিনির কথা শেষ হলে সবাই চুপ ক'রে রইলো। এবার সীমারেখা টানা হয়ে গেলো, অর্থাৎ আগের অবস্থায় ফিরে যাওয়া যাবে না। অবশেষে ডন কর্লিয়নি ওই কথার উত্তরে বললেন, "বন্ধুগণ, আমি বিদ্বেষের কারণে অস্বীকার করিনি। আপনারা সবাই আমকে চেনেন। কবে আমি কার সুবিধা ক'রে দিতে অস্বীকার করেছি? আমার ওরকম স্বভাবই নয়। কিন্তু এবার অস্বীকার করতে হয়েছিলো। কেন? কারণ আমার মতে এই মাদকদ্রব্যের ব্যবসাই একদিন আমাদের সর্বনাশের কারণ হবে। এদেশে এই ধরনের ব্যবসাতে জনগণের প্রবল আপত্তি আছে। এ তো আর হুইস্কি, কিংবা জুয়াখেলা কিংবা মেয়েমানুষের ব্যাপার নয়, ওসব জিনিস বেশির ভাগ লোকই মেনে নেয়; কিন্তু হয় গির্জার নয় সরকারী কর্তাব্যক্তিদের আপত্তির জন্য পায় না। মাদকদ্রব্যের সঙ্গে যারাই সংশ্লিষ্ট থাকে, তাদেরই বিপদ হতে পারে। এর জন্য অন্য সব ব্যবসা বিপন্ন হতে পারে। তাছাড়া আমাকে এটুকু বলার অনুমতি দিন যে বিচারকদের আর আইন-বিভাগের লোকদের ওপর আমার এতো প্রভাব, এ-কথা শুনে আমি খুশি হলেও, কথাটা সত্যি হ'লে আরো ভালো হতো। কিছুটা প্রভাব আছে বটে, কিন্তু যারা আমার পরামর্শকে শ্রদ্ধা করে, তারা যদি জানতো যে আমাদের সম্পর্কের সঙ্গে মাদকদ্রব্যের প্রশ্ন জড়িত, তাহলে আমি তাদের অনেকেরই শ্রদ্ধা হারাতাম। তারা এ ব্যবসার সঙ্গে জড়িত হতে ভয় পায়, ব্যবসাটা সম্বন্ধে তাদের মনোভাব অত্যন্ত বিরূপ। এমন কি যেসব পুলিশের লোকরা আমাদের জুয়াখেলা ইত্যাদির ক্ষেত্রে সাহায্য করে, মাদকদ্রব্যের ব্যবসায় সাহায্য করতে তারাও রাজি হবে না। সুতরাং ওই বিষয়ে আপনাদের সুবিধা ক'রে দিতে বলার মানে দাঁড়াচ্ছে আমার নিজের অসুবিধা করতে বলা। তবে আপনারা সবাই যদি তা সত্ত্বেও মনে করেন যে অন্যান্য সমস্যা মেটাতে হলে ওটুকু আমার করা দরকার, বেশ, তাহলে আমি তাই করবো।"

ডন কর্লিয়নির কথা শেষ হতেই ঘরের আবহাওয়া আরো সহজ হয়ে এলো, সবাই আশ্বস্ত হ'য়ে ফিসফিস আলোচনা, কথা-কাটাকাটি শুরু করলো। প্রধান বিষয়টাতে ডন কর্লিয়নি রাজি হয়ে গেছেন। মাদকদ্রব্যের কোনো সংগঠিত ব্যবসা চললে উনি সেটাকে রক্ষা করার চেষ্টা করবেন। অর্থাৎ সলোৎসোর মূল প্রস্তাবের প্রায় সবটাই মেনে নেবেন, যদি আজকের এই সভা সে প্রস্তাব সমর্থন করে। তবে এটাও বুঝতে হবে যে ব্যবসার কার্যক্ষেত্রে তার কোনো অংশ থাকবে না, তার টাকাও তাতে খাটবে না। উনি শুধু আইনের সঙ্গে সংঘর্ষ হ'লে ওঁদের রক্ষা করার জন্য প্রভাব বিস্তার করবেন। কিন্তু সেটাও কম কথা নয়।

লস অ্যাঞ্জেলেসের ডন, ফ্রাঙ্ক ফ্যাল্‌কনি উত্তরে বললেন, "ওই ব্যবসা থেকে আমাদের লোকদের সরাবার কোনো উপায় নেই। তারা নিজেদের দায়িত্বে এগোলেই বিপদে পড়বে। এ ব্যবসাতে এতো বেশি লাভ যে লোভ সামলানো যায় না। কাজেই এতে না নামলে আরো বেশি বিপদ। ব্যবসার পরিচালনা যদি আমাদের হাতে থাকে, তাহলে অন্ততঃ রক্ষণাবেক্ষণটা আরো ভালো হবে, সংগঠনের কাজ আরো ভালো হবে, যাতে গোলমাল কম হয় তার ব্যবস্থা করা যাবে। এ ব্যবসাতে ঢুকলে খুব খারাপ হবে না, পরিচালনা দরকার, রক্ষা করা দরকার, সংগঠন দরকার, এক দঙ্গল নৈরাজ্যবাদীর মতো শুধু যা ইচ্ছে তাই ক'রে বেড়ালে তো আর চলবে না।"

ডেট্রয়টের ডন অন্যান্যদের চাইতে কর্লিয়নিদের প্রতি আরো বন্ধু ভাবাপন্ন ছিলেন। তিনিও এখন যুক্তির খাতিরে, বন্ধুর দৃষ্টিভঙ্গির বিরুদ্ধে কথা বললেন, "মাদকদ্রব্যে আমার কোনো আস্থা নেই। বহু বছর ধরে আমার লোকরা যাতে ঐ সব ব্যবসাতে না ঢোকে, তাই আমি তাদের বেশি ক'রে টাকা দিয়েছি। কিন্তু তাতে কোনো লাভ হয়নি, কোনো সুবিধা হয়নি। অন্য কেউ এসে তাদের বলেছে—'আমার কাছে কিছু পাউডার আছে, তোমরা যদি তিন-চার হাজার ডলার খাটাতে পারো, তাহলে পঞ্চাশ হাজার ডলার লাভের অংশ আমরা ভাগ ক'রে নিতে পারবো।' এমন লাভের প্রস্তাব ক'জন লোক ফিরিয়ে দিতে পারে? কাজেই নিজেদের এই সমস্ত বাঁ-হাতের ব্যবসা নিয়ে আমার লোকেরা এতো ব্যস্ত থাকে যে আমার যে-কাজের জন্য তারা মাইনে খায়, তার সময় পায় না। মাদক ব্যবসায়ে লাভ খুব বেশি। আর সে লাভের অঙ্ক ক্রমে বেড়েই চলেছে। ওটা বন্ধ করার কোনো উপায় নেই, কাজেই ব্যবসাটা নিজেদের হাতে রেখে ওর মান বাঁচানোই ভালো। কোনো স্কুলের আশেপাশে কারবার চলে তা আমি চাই না। সেটা খুব জঘন্য কাজ। আমাদের শহরে, ব্যবসাটাকে আমি কালো মানুষদের মধ্যে আবদ্ধ রাখতে চাই। সব চাইতে ভালো খদ্দের ওরা, সব চাইতে কম গোলমাল বাধায়, এমনিতেও জানোয়ার ছাড়া তো ওরা অন্য কিছু নয়। নিজেদের স্ত্রীদের সম্মান রাখে না, নিজেদের পরিবারেরও না, নিজেদেরও না। মাদক ব্যবহার ক'রে যাক না ওরা গোল্লায়। তবু একটা কিছু করতেই হয়, লোকেরা যাচ্ছেতাই ব্যবহার ক'রে যাবে, সকলের সঙ্গে গণ্ডগোল পাকাবে, এ রকম তো আর চলতে পারে না।"

ডেট্রয়টের ডনের এই বক্তৃতা শুনে সবাই চাপা গলায় বেশ জোরে জোরে বাহবা দিতে লাগলেন। ঠিক জায়গায় আঘাত করেছিলেন তিনি। টাকা দিয়েও তো লোককে মাদক-ব্যবসা থেকে ঠেকিয়ে রাখা যায় না। আর ঐ যে উনি স্কুলের ছেলে-মেয়েদের কথা বললেন, ওটা ওর বিখ্যাত স্পর্শকাতরতা, ওর কোমল হৃদয়ের কথা। যে যাই বলুক, ছেলেপুলেদের কাছে কে আবার মাদক বেচতে যাচ্ছে? ছোটরা আবার টাকাকড়ি কোথায় পাবে? আর ঐ যে কালো মানুষদের কথা বললেন, ও তো কেউ শুনলোই না। নিগ্রোদের কেউ কোনো মূল্যই দেয় না, ওদের কোনো জোরও নেই। সমাজ যে ওদের মাটিতে পিষে ফেলতে পারছে তাতেই তো প্রমাণ হয়ে যাচ্ছে যে ওদের কোনো মনুষ্যত্ব নেই। ওদের কথা উত্থাপন ক'রে ডেট্রয়টের ডন প্রমাণ ক'রে দিলেন যে ওর মনটা সর্বদা অবান্তর বিষয়ের দিকে ঝোঁকে। তারপর সব ডনরা কথা বলতে লাগলেন, সবাই দুঃখ করতে লাগলেন মাদকদ্রব্যের ব্যবসা খুব খারাপ জিনিস, কিন্তু ওটা বন্ধ করার কোনো উপায় নেই। এ ব্যবসায় বড্ড বেশি লাভ, সুতরাং সব রকম ঝুঁকি নিয়েও লোকে এতে হাত দেবেই। মানুষের স্বভাবই তাই।

শেষ পর্যন্ত রফা হয়ে গেলো। মাদকদ্রব্যের ব্যবসা চলবে এবং পূর্বাঞ্চলে ডন কর্লিয়নি কিছু আইনের আশ্রয় দেবেন। স্থির হলো যে বার্জিনি আর টাটাগ্লিয়া পরিবার বৃহৎ ব্যবসার বেশির ভাগটা হাতে রাখবে। এ বিষয়ে একটা সিদ্ধান্ত হয়ে যাবার পরে, অন্যান্য আরো ব্যাপক সুবিধা সম্বন্ধে আলোচনা করা সম্ভব হলো। কতগুলো জটিল সমস্যার সমাধান করার দরকার ছিলো। স্থির হলো লাস ভেগাস আর মায়ামি হবে মুক্ত শহর, সেখানে যে কোনো মাফিয়া পরিবার ব্যবসায় নামতে পারবে। সবাই মেনে নিলেন যে ওই দুটির ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল।

উপরন্তু আরো স্থির হলো যে ওইদুটি শহরে কোনো হিংসাত্মক কার্যকলাপ চলবে না আর কোনো ছোট-খাটো ছ্যাঁচোড়, দুস্কৃতকারীদের ওখানে যেতে উৎসাহিত করা হবে না। আরো স্থির হলো যে কোনো গুরুত্বপূর্ণ বড় ব্যাপারে, যাতে জনসাধারণের প্রবল আপত্তি এমন কোনো কাজের দরকার থাকলে, কিছু করার আগে এই সভার অনুমোদন পাওয়া চাই। সবাই একমত হলেন যে সবার অস্ত্রধারী কর্মীরা আর সৈনিকরা কোনো ব্যক্তিগত কারণে পরস্পরের ওপর কোনো হিংসাত্মক ব্যবস্থা কিম্বা প্রতিশোধ নেবে না। কোনো মাফিয়া পরিবার অনুরোধ করলে অন্যান্য পরিবারগুলো তাদের সাহায্য দেবে, যেমন ঘাতকের ব্যবস্থা করা এবং কোনো বিশেষ কার্যোদ্ধারের জন্য জুরিকে ঘুষ দেয়া ইত্যাদি ব্যাপারে, পেশাদারি সহযোগিতা করবে; কোনো কোনো সময়ে এ ধরনের সাহায্যের ওপর মানুষের প্রাণ পর্যন্ত নির্ভর করে। এই সব আলোচনা হয়েছিলো বন্ধুভাবে আলাপের মধ্যে দিয়ে, অতি উচ্চ পর্যায়ে। এতে সময়ও লেগেছিলো যথেষ্ট, মাঝখানে মধ্যাহ্নভোজন আর 'বুফে বার' থেকে পানীয় গ্রহণের জন্য বিরতি।

অবশেষে ডন বার্জিনি আলোচনা সভার সমাপ্তি ঘটাবার চেষ্টা ক'রে বললেন, "এই তো গেলো সমস্ত ব্যাপারটা। শান্তি স্থাপন হ'য়ে গেলো, এবার ডন কর্লিয়নিকে আমার শ্রদ্ধা জানাই, তাকে আমি অনেক বছর ধরে চিনি। কথা দিলে তিনি কথা রাখেন। এর পর যদি আবার কোনো মতভেদ হয়, আমরা আবার মিলিত হতে পারি, আরো মূর্খতার কোনো প্রয়োজন নেই। আমার দিক থেকে পথটা নতুন ক'রে পরিষ্কার হয়ে গেলো। সব মিটমাট হয়ে গেলো বলে আমি খুশি।"

একমাত্র ফিলিপ টাটাগ্লিয়া মনে তখনো কিঞ্চিৎ দুশ্চিন্তা ছিল। আবার যদি লড়াই বাধে, তাহলে সান্তিনো কর্লিয়নিকে হত্যা করার জন্য তার অবস্থাটা সব চাইতে কাহিল হবে। শেস পর্যন্ত তিনি এই প্রথম মুখ খুললেন ঃ

"আমি সব কিছুতে সম্মতি দিয়েছি। আমি নিজের দুর্ভাগ্যের কথা ভুলে যেতে রাজি আছি। কিন্তু কর্লিয়নির কাছ থেকে আমি আশ্বাসবাণী শুনতে চাই। উনি কি ব্যক্তিগত ভাবে প্রতিশোধ নেবার চেষ্টা করবেন? আরো কিছু সময় গেলে, ওর অবস্থা হয়তো আরো জোরালো হয়ে উঠবে, তখন কি উনি ভুলে যাবেন যে আমরা বন্ধুত্বের শপথ নিয়েছি? কি ক'রে বুঝবো যে আরো তিন-চার বছর বাদে তার মনে হবে না যে তার সঙ্গে অন্যায় ব্যবহার করা হয়েছে, জোর ক'রে তাঁকে দিয়ে চুক্তি সই করানো হয়েছে, অতএব এ-সব শর্ত ভাঙার অধিকার তার আছে? আমাদের কি চিরকাল নিজেদের সম্পর্কে সতর্ক হ'য়ে চলতে হবে? নাকি সত্যি-সত্যি শান্তিতে এবং মনের শান্তি নিয়ে এখান থেকে যেতে পারবো? আমি যেমন আমার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, কর্লিয়নিও কি তার প্রতিশ্রুতি দেবেন?"

এই সময় ডন কর্লিয়নি তার সেই অবিস্মরণীয় বক্তৃতা দিয়েছিলেন; উপস্থিত সবার মধ্যে তিনিই সব চাইতে দূরদর্শী রাজনীতিবিদ, সেই বক্তৃতায় তার প্রমাণ পাওয়া গিয়েছিলো; এতো সাধারণ বুদ্ধি, এতো আন্তরিকতা আর কোথায় পাওয়া যাবে, বিষয়টার মূলে গিয়ে কে এমন আঘাত করতে পারতো? এই বক্তৃতাতেই তিনি একটি বাক্যাংশ রচনা করেছিলেন, সেটি পরে প্রায় চার্চিলের 'লৌহ-পর্দার' মতোই বিখ্যাত হয়ে উঠেছিলো, যদিও আরো দশ বছর না গে'লে কথাটি সাধারণ লোকের কানে পৌঁছায়নি।

এই প্রথম কর্লিয়নি উঠে দাঁড়িয়ে সভাকে সম্বোধন করলেন :

"কেমন ধরনের মানুষ আমরা যদি বিচারবুদ্ধিই হারাই? তা'হলে বনের পশুর চাইতে আমরা কেমন ভালো? কিন্তু আমাদের বিচারবুদ্ধি আছে, আমরা নিজেদের সঙ্গে যুক্তিমতো আলোচনা করতে পারি। কি উদ্দেশ্যে আমি আবার গণ্ডগোল, হিংসাত্মক ব্যাপার আর অশান্তি শুরু করবো? আমার ছেলে মরে গেছে, সেটা খুবই দুঃখের ব্যাপার; সে দুঃখ আমাকে সইতে হবে, তার জন্য আমার চারপাশের নির্দোষ জগৎকে কষ্ট দিলে চলবে না। কাজেই আমি বলছি, ধর্ম সাক্ষী ক'রে বলছি যে আমি কখনো প্রতিশোধ নেবার চেষ্টা করবো না, অতীতে যা কিছু হ'য়ে গেছে সে-বিষয়ে কিছু জানারও চেষ্টা করবো না, নির্মল চিত্তে এখান থেকে আমি বিদায় নেবো।

"আমাকে এ কথা বলতে দিন যে আমরা সবসময় নিজেদের স্বার্থ দেখবো। আমরা এমন মানুষ যারা বোকা হতে রাজি হইনি, যারা ওপরওয়ালাদের হাতের সুতায় বাঁধা পুতুলের মতো নাচতে অস্বীকার করেছি। এদেশে আমাদের কপাল খুলে গেছে। এরই মধ্যে আমাদের সন্তানরা উন্নততর জীবনের আস্বাদ পেয়েছে। আপনাদের কারো কারো ছেলেরা অধ্যাপক হয়েছে, বৈজ্ঞানিক, সঙ্গীতশিল্পী হয়েছে, আপনারা সৌভাগ্যবান। হয়তো আপনাদের নাতি-নাতনিরা আগামী দিনের কর্তাব্যক্তি হবে। আমরা কেউ চাই না যে আমাদের ছেলেরা আমাদের পথ অনুসরণ করে। এটা খুবই কঠিন জীবন। ওরা অন্যদের মতো হ'তে পারে, ওদের পদমর্যাদা আর নিরাপত্তা আমাদের সৎসাহসের ফলস্বরূপ। আমার এখন নাতি-নাতনি হয়েছে, আমি আশা করছি, কে জানে হয়তো একদিন তাদের ছেলেরাই গর্ভনর হবে, প্রেসিডেন্ট হবে, আমেরিকায় কিছুই অসম্ভব নয়। অবশ্য সময়ের সঙ্গে আমাদেরও অগ্রসর হতে হবে। বন্দুক , হত্যা আর খুনের দিন, শেষ হয়ে গেছে। আমাদের ধূর্ত হতে হবে, ব্যবসায়ীদের যেমন হওয়া উচিত, তাতে আরো টাকা রোজগার হবে। আমাদের সন্তানদের পক্ষে, তাদের সন্তানদের পক্ষেও সেটাই তো ভালো।

"আর আমাদের কীর্তির কথা যদি বলেন, ঐ সব '৯০ ক্যালিবারের' হোমরা-চোমরাদের কাছে আমরা দায়ী নই; তারা ভাবে আমাদের জীবন নিয়ে আমরা কি করি না করি, ওরা বুঝি তার হর্তা-কর্তা-বিধাতা; তারা লড়াই বাধিয়ে ভাবে তাদের সম্পত্তি রক্ষা করার জন্য আমরা বুঝি লড়াই করবো। কে বলেছে যে নিজেদের স্বার্থ রক্ষার আর আমাদের ক্ষতি সাধনের জন্য ওরা যেসব আইন তৈরি করেছে, আমাদেরও সেগুলো মানতে হবে? আমরা নিজেদের ব্যবস্থা নিজেরা করলে তারা নাক গলাতে যায় কোন অধিকারে? এ-সব আমাদের ব্যাপার। আমাদের জগৎটা আমাদেরই জগৎ, তার ব্যাপার আমরা সামলাবো। কাজেই বাইরে থেকে যারা অনধিকার প্রবেশ করে, তাদের কাছ থেকে রক্ষা পেতে হ'লে আমাদের সবাইকে একসঙ্গে দাঁড়াতে হবে। তা না হলে ওরা আমাদের নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাবে, যেভাবে নেপল্‌সের আর ইতালির লক্ষ-লক্ষ লোকের নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাচ্ছে।

"এই কারণে আমি আমার মরা ছেলের জন্য প্রতিশোধের দাবি ছেড়ে দিচ্ছি, সবার ভালোর জন্য। আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, যতোদিন আমি আমার পরিবারের আচরণের জন্য দায়ী থাকবো, ততোদিন নায্য কারণ কিংবা গুরুতর প্ররোচনা ছাড়া উপস্থিত কারোর বিপক্ষে কেউ একটি আঙুলও তুলবে না। সবার ভালোর জন্য আমার বৈষয়িক স্বার্থ পর্যন্ত আমি ছেড়ে দিতে

প্রস্তুত। এই আমার কথা রইলো, ধর্ম সাক্ষী রইলো, এখানে যাঁরা উপস্থিত আছেন তাঁদের মধ্যে অনেকেই জানেন, আমি কখনো কথার বা ধর্মের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করি না।

"তবে আমার একটা স্বার্থপর উদ্দেশ্যও আছে। আমার ছোট ছেলেকে এখান থেকে পালাতে হয়েছিলো কারণ তাকে সলোৎসো আর একজন পুলিশ ক্যাপ্টেনের হত্যার জন্য দায়ী করা হচ্ছিলো। এখন যাতে তার ওপর থেকে ঐ সব মিথ্যা অভিযোগ তুলে নেয়া হয় আর সে নিরাপদে বাড়ি ফিরে আসতে পারে, আমাকে তার বন্দোবস্ত করতে হবে। হয়তো আসল অপরাধীকে ধরিয়ে দিতে হবে, নয়তো আমার ছেলের নির্দোষিতা সম্বন্ধে সরকারকে আশ্বস্ত করতে হবে, কিংবা সাক্ষীরা আর ইনফর্মাররা তাদের মিথ্যা কথা ফিরিয়ে নেবে। কিন্তু আবার বলি এগুলো আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার এবং আমার বিশ্বাস আমার ছেলেকে আমি ফিরিয়ে আনতে পারবো।

"তবু একটি কথা বলবো। আমি কুসংস্কারে বিশ্বাস করি, জানি ওটা একটা হাস্যকর দুর্বলতা, তবু কথাটা স্বীকার করতে হচ্ছে। যদি আমার ছেলের কোনো অশুভ আকস্মিক দুর্ঘটনা ঘটে, যদি কোনো পুলিশ অফিসারের বন্দুক থেকে দৈবাৎ গুলি ছুটে ওর গায়ে লাগে, যদি ও নিজের সেলে নিজের গলায় দড়ি দেয়, যদি নতুন সাক্ষী ওর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবার জন্য দেখা দেয়, আমার কুসংস্কারের বশে আমার মনে হবে যে এখানকার কারো মনে আমার ওপর বিদ্বেষ আছে ব'লেই অমন হলো। আরেকটু বলি। যদি আমার ছেলের মাথায় বাজ পড়ে, তা হলেও এখানকার কাউকে কাউকে দায়ী করবো। যদি ওর প্লেন সমুদ্রে পড়ে, ওর জাহাজ যদি ঢেউয়ের নিচে তলিয়ে যায়, ও যদি কোনো মারাত্মক-জ্বরে পড়ে, ওর গাড়ি যদি ট্রেনের সঙ্গে ধাক্কা খায়, আমার কুসংস্কার এমনি যে আমি ভাববো এখানকার কারো অশুভ ইচ্ছার জন্য অমন হয়েছে। ভদ্রমহোদয়গণ, সেই অশুভ ইচ্ছাকে, সেই দুর্ভাগ্যকে আমি কখনো ক্ষমা করতে পারবো না। কিন্তু সেটা বাদ দিলে, আমার নাতি-নাতনিদের দিব্যি, আজ যে শান্তি করলাম এ শান্তি আমি কখনো ভঙ্গ করবো না। যে যাই বলুক, যেসব হোমরা-চোমরারা আমাদের জীবনকালেই অগুণতি কোটি লোকের মৃত্যু ঘটিয়েছে, তাদের চাইতে আমরা ভালো, না কি ভালো না?"

এই বলে ডন কর্লিয়নি তার জায়গা থেকে সরে টেবিলের যে পাশটায় ডন ফিলিপ টাটাগ্লিয়া বসেছিলেন, সেখানে গেলেন। টাটাগ্লিয়া উঠে তাকে অভিবাদন করলেন; তারা পরস্পরকে আলিঙ্গন ক'রে পরস্পরের গালে চুমো খেলেন। ঘরে অন্য ডন যাঁরা উপস্থিত ছিলেন, তারা জয়ধ্বনি দিয়ে উঠে পড়ে সামনে যাকে পেলেন তার সঙ্গেই হাত মেলালেন এবং ডন কর্লিয়নিকে আর ডন টাটাগ্লিয়াকে তাঁদের নতুন বন্ধুত্বের জন্য অভিনন্দন জানালেন। দুনিয়াতে হয়তো এর চাইতে অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব আরো ছিলো, এরা হয়তো বড়দিনের সময় পরস্পরকে শুভেচ্ছা উপহার পাঠাবেন না, আবার পরস্পরকে খুনও করবেন না। এদের দুনিয়াতে এটাকেই যথেষ্ট বন্ধুত্ব বলা যেতো, তার বেশি কিছুর দরকার ছিলো না।

ডন কর্লিয়নির ছেলে ফ্রেডি পশ্চিমাঞ্চলে মলিনারি পরিবারের হেফাজতে ছিলো, সুতরাং সভা ভেঙে যাবার পর ডন কর্লিয়নি সান ফ্রান্সিসকোর ডনকে ধন্যবাদ জানাবার জন্য একটু অপেক্ষা করলেন। মলিনারিও যতোটুকু বললেন তার থেকে ডন কর্লিয়নি বুঝলেন যে ফ্রেডি সেখানে তার উপযুক্ত কর্মস্থলই খুঁজে পেয়েছে, সে সুখেই আছে, মেয়েদের সঙ্গে তার খুব

ভালো জমে। মনে হলো হোটেল চালানোর ব্যাপারে তার প্রকৃতিদত্ত প্রতিভা আছে। বিস্মিত হ'য়ে ডন কর্লিয়নি মাথা নাড়লেন, নিজের সন্তানদের মধ্যে অভাবিত গুণের কথা শুনলে অনেক বাবাই যেমন মাথা নাড়েন।

এ কথা কি সত্যি নয় যে মাঝে-মাঝে চরম দুর্ভাগ্যের ফলে অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্য লাভ করা যায়? এ বিষয়ে দু'জনেই এক মত। ইতিমধ্যে ডন কর্লিয়নি সান ফ্রান্সিস্কোর ডনকে স্পষ্ট ক'রে জানিয়ে দিলেন যে ফ্রেডিকে আশ্রয় দিয়ে তিনি কর্লিয়নিদের যে খুব বড় উপকার করেছেন তার জন্য ডন কর্লিয়নি তার কাছে ঋণী। ডন কর্লিয়নি আরো বললেন যে তিনি তার প্রভাব বিস্তার করবেন যাতে সবগুলো প্রধান ঘোড়-দৌড়ের তার-বার্তার সুবিধা মলিনারির লোকরা পায়, ভবিষ্যতে ক্ষমতার যতো পরিবর্তনই হোক না কেন। এ ধরনের গ্যারান্টির অনেক মূল্য ছিলো, কারণ এই সুবিধাটুকু নিয়ে সবসময়ই খোঁচা-খুঁচি লেগে থাকতো, বিদ্বেষেরও সৃষ্টি হতো, অবস্থাটা আরো জটিল হ'য়ে দাঁড়াতো কারণ শিকাগোর লোকগুলোর শক্ত হাতও এর মধ্যে ছিলো। সেই বর্বরদের মুল্লুকেও ডন কর্লিয়নি একেবারে ক্ষমতাশূন্য ছিলেন না, কাজেই তার ঐ প্রতিশ্রুতির দাম সোনার সমান।

লংবিচের প্রাঙ্গণে যখন ডন কর্লিয়নি, টম হেগেন আর ওঁদের দেহরক্ষী-ড্রাইভার রকো ল্যাম্পনি পৌঁছালেন, তখন সন্ধ্যা হয়ে এসেছিলো। বাড়িতে ঢুকেই ডন হেগেনকে বললেন, "আমাদের ড্রাইভার, ঐ ল্যাম্পনি লোকটার ওপর একটু দৃষ্টি রেখো। আমার মনে হচ্ছে এর চাইতে ভালো পদের যোগ্য সে।" এই মন্তব্য শুনে টম হেগেন একটু বিস্মিত হলো। সারাদিনের মধ্যে ল্যাম্পনি একটি কথাও বলেনি, একবারও পেছনের সীটের আরোহী দু'জনের দিকে ফিরে তাকায়নি। ওরা যখন বাইরে বেরিয়ে ব্যাঙ্কের সামনে গাড়ির কাছে এসেছিলো, ল্যাম্পনি ডনের জন্য গাড়ির দরজা খুলে দিয়েছিলো, সব কাজই সে যথাযোগ্যভাবে করেছিলো, কিন্তু কোনো শিক্ষিত ড্রাইভারের চাইতে বেশি কিছু করেনি। বোঝাই গেলো ডন নিশ্চয় এমন কিছু দেখেছিলেন যা টমের চোখে পড়ে নি।

এরপর ডন টমকে ছেড়ে দিয়ে, বলে দিলেন যেন রাতের খাবারের পর আবার ফিরে আসে। তবে কোনো তাড়া নেই, টম যেন একটু বিশ্রাম করে নেয়, কারণ অনেক রাত পর্যন্ত পরামর্শ চলবে। ডন আরো বললেন, ক্লেমেন্জা আর টেসিও যেন উপস্থিত থাকে। তারা যেন দশটার সময় আসে, তার আগে নয়। দিনের বেলায় সভায় কি হয়েছে না হয়েছে, টম যেন ক্লেমেন্জাকে আর টেসিওকে জানিয়ে দেয়।

রাত দশটায় ডন তার কোণার ঘরে ওদের তিনজনের সাথে বসলেন। এই ঘরটা তার অফিস, তার আইনের বইয়ের লাইব্রেরি আর বিশেষ টেলিফোনও এখানে আছে। একটা ট্রেতে হুইস্কির বোতল, বরফ, সোডা রাখা আছে। ডন তার নির্দেশ দিতে আরম্ভ করলেন। তিনি বললেন, "আজ আমরা শান্তি স্থাপন করলাম। আমি আমার কথা দিয়েছি, ধর্ম সাক্ষী রেখেছি, তোমাদের সবার পক্ষেও সেটাই যথেষ্ট হওয়া উচিত। তবে আমাদের বন্ধুরা সবাই অতোটা বিশ্বাসযোগ্য নয়, কাজেই আমাদের সতর্ক থাকতে হবে। আর কোনো অপ্রত্যাশিত অঘটন যেনো না ঘটে।" তারপর হেগেনের দিকে ফিরে বললেন, "বোচ্চিচিওর জামিনদের ছেড়ে দিয়েছো তো?"

হেগেন মাথা দুলিয়ে বললো, "বাড়ি পৌঁছেই ক্লেমনজাকে ফোন ক'রে দিয়েছিলাম।"

কর্লিয়নি বিশাল দেহ ক্লেমেন্‌জার দিকে ফিরলো। ক্যাপোরেজিমি মাথা দুলিয়ে বললো, "সবাইকে ছেড়ে দিয়েছি। বলুন দেখি, গড ফাদার, বোচ্চিচিওরা যতোটা ভান করে, কোনো সিসিলিয়র পক্ষে কি অতোটা বোকা হওয়া সম্ভব?"

ডন কর্লিয়নি একটু মৃদু হাসলেন, "কিন্তু ভালো রোজগার করার মতো বুদ্ধি আছে ওদের। এর চাইতে বেশি বুদ্ধি থাকার কি এমন দরকার বলো? এ দুনিয়ার যতো গণ্ডগোল, সে সব বোচ্চিচিওরা করে না। তবে এ কথাও সত্যি, সিসিলিয় মাথা নেই ওদের।"

লড়াই বন্ধ হয়েছে, সবার মনে শান্তি। ডন কর্লিয়নি নিজের হাতে পানীয় মেশালেন, প্রত্যেকের হাতে গ্লাস ধরে দিলেন। নিজের গ্লাস থেকে সযত্নে চুমুক দিতে লাগলেন, একটা চুরুট ধরালেন। তারপর বললেন, "সনির কি হয়েছিলো সে বিষয়ে কোনো অনুসন্ধান হোক তা আমি চাই না। ওসব চুকে-বুকে গেছে। আমি চাই অন্যান্য পরিবারগুলোর সঙ্গে সহযোগিতা করতে, তারা যদি একটু বেশি লোভ করে, আমাদের নায্য পাওনা না-ও দেয়, তবুও। আমি চাই এই শান্তি ভাঙতে পারে, এমন কিছু যেন না ঘটে, যতোদিন না মাইকেলকে বাড়ি ফিরিয়ে আনার একটা বন্দোবস্ত করা যায়। আমি চাই এই চিন্তাটাই যেন তোমাদের মনে সব কিছুর আগে থাকে। এটা মনে রেখো, সে যখন ফিরে আসবে, যেন সম্পূর্ণ নিরাপদ ভাবেই আসতে পারে। আমি টাটাগ্লিয়া কিংবা বাজিনিদের কাছ থেকে কোনো বিপদের কথা বলছি না। পুলিশের লোকদের সম্বন্ধেই আমার যতো ভাবনা। বলা বাহুল্য ওর বিরুদ্ধে বাস্তব প্রমাণ যা আছে, সে সব আমরা দূর করে দিতে পারি। ঐ ওয়েটারও সাক্ষ্য দেবে না আর ঐ প্রত্যক্ষদর্শী, সেও সাক্ষ্য দেবে না। বাস্তব প্রমাণগুলোর কথা আমরা জানি কাজেই তাই নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার নেই। যে বিষয় আমাদের ভাবতে হবে সেটা হলো পুলিশ না মিথ্যা সাক্ষী তৈরি ক'রে রাখে, কারণ ওদের চররা হয়তো নিশ্চিতভাবে বলেছে যে ওদের ক্যাপ্টেনকে যে হত্যা করেছে, সে হলো মাইকেল কর্লিয়নি। বেশ, এবার আমাদের দাবি হবে যে নিউইয়র্কের পাঁচ-পরিবার পুলিশের এই ধারণা শুধরে দেবার জন্য তাদের যথাসাধ্য করুক। ওদের যে সব চররা পুলিশের সঙ্গে সহযোগিতা করে, তারা নতুন-নতুন বিবৃতি দিক। আমার বিশ্বাস আজ দুপুরে আমার বক্তৃতা শুনে ওরা সবাই বুঝতে পেরেছে এ কাজ করলে তাদেরই সুবিধা হবে। কিন্তু তাও যথেষ্ট নয়। আমাদের দিক থেকে এমন একটা বিশেষ ব্যবস্থা নিতে হবে, যাতে ঐ নিয়ে আর কোনো দিন মাইকেলকে ভাবতে না হয়। তা না হ'লে ওর এদেশে ফিরে এসেই বা কি লাভ? কাজেই সবাই মিলে একটু চিন্তা করা যাক। এটাই হলো সব চাইতে বড় কথা।

"দ্যাখো, প্রত্যেক মানুষকে জীবনে একবার নির্বোধের মতো কাজ করতে দেওয়া উচিত। আমিও করছি। আমি চাই আমাদের প্রাঙ্গণের চারদিকের সমস্ত জমি কিনে ফেলতে, সমস্ত বাড়ি কিনে ফেলতে। আমি চাই না কেউ তার জানালা দিয়ে মুখ বাড়ালে আমার বাগান দেখতে পায়, এক মাইল দূর থেকেও নয়। আমি প্রাঙ্গণের চার পাশে বেড়া চাই, সারাক্ষণ প্রাঙ্গণে সতর্ক পাহারা চাই। বেড়াতে একটা ফটক চাই। এক কথায়, একটা দুর্গের মতো জায়গায় বাস করতে চাই। এবার তোমাদের বলে রাখি, আমি আর কখনো কাজ করতে শহরে যাবো না। আমি আধা-অবসর নেবো। আমার বাগানে কাজ করার ইচ্ছা হচ্ছে। নিজের বাড়িতে থাকবো। বের হবো শুধু কোথাও ছুটি কাটাতে, কিংবা কোনো বিশেষ জরুরি কাজ

থাকলে, তখন আমি চাইবো যে সব রকম সতর্কতা অবলম্বন করা হয়। দ্যাখো, আমাকে ভুল বুঝো না। আমি জট-পাকিয়ে তুলছি না। আমি শুধু কিছুটা বিচক্ষণ হচ্ছি, চিরকালই আমি তাই, জীবনযাত্রায় অসাবধানতার মতো আর কোনো জিনিসে আমার অরুচি নেই। স্ত্রীলোকদের আর শিশুদের অসাবধান হওয়া চলতে পারে, পুরুষদের বেলায় তা'চলে না। ধীরে-সুস্থে সমস্ত বন্দোবস্ত করো, তাড়াহুড়া করতে গিয়ে আমাদের বন্ধুদের যেন শঙ্কিত ক'রে তুলো না। এমন ভাবে এ সব করো যাতে খুবই স্বাভাবিক দেখায়।

"এখন থেকে আস্তে-আস্তে তোমাদের তিনজনের হাতে বেশি মাত্রায় কাজের ভার দিয়ে দেবো। আমি চাই সান্তিনোর দলটি ভেঙে দিয়ে ঐসব লোককে তোমরা নিজেদের দলে নিয়ে নাও। এসব দেখে আমাদের বন্ধুদের আশ্বস্ত হওয়া উচিত, বোঝা উচিত, আমি বাস্তবিকই শান্তি চাই। টম, আমার ইচ্ছা তুমি একদল লোক সংগ্রহ ক'রে তাদের লাস-ভেগাসে পাঠাও। তারপর সেখানে সত্যি কি হচ্ছে না হচ্ছে সে বিষয়ে আমাকে একটা সম্পূর্ণ বিবৃতি দিও। ফ্রিডোর বিষয়ে আমাকে জানাবে, বাস্তবিক কি হচ্ছে জানাবে, শুনেছি আমার নিজের ছেলেকে নাকি আমি চিনতে পারবো না। ও এখন ভালো রাঁধুনি হয়ে উঠেছে নাকি অল্পবয়সী মেয়েদের নিয়ে ফুর্তি করে। সে সব করার বয়স তো গেছে। দ্যাখো, ছোটবেলায় ও খুব বেশি গম্ভীর ছিলো, তাছাড়া কোনো দিনই আমাদের পারিবারিক ব্যবসাতে ওকে মানাতো না। সে যাই হোক, এবার ওখানে কি হচ্ছে না হচ্ছে সেটা জানা যাক।"

হেগেন আস্তে আস্তে বললো, "আপনার জামাইকে পাঠাবো? যাই বলুন, ও তো নেভাদারই ছেলে, ও-দিককার হাল-চাল ওর জানা।"

ডন কর্লিয়নি মাথা নেড়ে বললেন, "না, ছেলে-মেয়েদের মধ্যে কেউ কাছে না থাকলে আমার স্ত্রী'র খুব একা লাগে। আমি চাই কনস্ট্যান্শিয়া আর তার স্বামী প্রাঙ্গণের একটা বাড়িতে উঠে আসুক। কার্লোকে একটা দায়িত্বপূর্ণ কাজ দেয়া হোক, ওর সঙ্গে হয়তো কর্কশ ব্যবহার করেছি, তাছাড়া—" মুখ বিকৃত ক'রে ডন কর্লিয়নি বললেন, "আমার ছেলের অভাব। ওকে জুয়ার ব্যাপার থেকে সরিয়ে এনে ইউনিয়নের কাজে দাও। কিছু খাতাপত্র দেখতে পারবে, বেশি বেশি কথাও বলতে পারবে। কথা সে বেশি বলে।" ডনের কণ্ঠে সামান্য একটু তাচ্ছিল্যের সুর শোনা গেলো।

হেগেন মাথা দুলিয়ে তাকে সমর্থন ক'রে বললো, "বেশ, তাহলে ক্লেমেন্জা আর আমি আমাদের সমস্ত লোক যাচাই ক'রে ভেগাসের কাজটার জন্য কয়েকজনকে ঠিক করবো। কয়েকদিনের জন্য ফ্রেডিকে আনিয়ে নিতে পারি, যদি বলেন।"

ডন মাথা নাড়লেন। নিষ্ঠুরভাবে বললেন, "কিসের জন্যে? আমার স্ত্রীই তো আমাদের রান্না করতে পারে। ও সেখানেই থাকুক।"

হেগেনর সহ তিনজনেই অস্বস্তির সঙ্গে চেয়ারে উসখুস ক'রে উঠলো। ওরা এতোদিন টের পায়নি যে ফ্রেডির বাবা তার ওপর এতোখানি অসন্তুষ্ট হয়েছেন, ওদের সন্দেহ হতে লাগলো তার কারণটা নিশ্চয় এমন কিছু যা ওদের জানা নেই।

ডন কর্লিয়নি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন, "আমার আশা আছে যে এ-বছর বাগানে কিছু ভালো মিষ্টি লঙ্কা আর টোমেটো ফলাবো, আমরা যতোখানি খেতে পারবো তার চাইতেও বেশি। সেগুলো তোমাদের উপহার দেবো। বুড়ো বয়সে এখন আমি একটু শান্তি চাই, একটু

নিরিবিলি, একটু মনের প্রশান্তি ব্যস, এটুকুই বলতে চেয়েছিলাম। ইচ্ছা হয় তো আরেক গ্লাস পানীয় নাও।"

এইভাবে ওদের বিদায় দিলেন ডন। ওরা উঠে পড়লো। হেগেন ক্লেমেন্‌জা আর টেসিওকে তাদের গাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে তাদের সঙ্গে আরো কয়েকবার আলোচনায় বসার কথা স্থির ক'রে এলো; ডনের ইচ্ছা পালন করতে হ'লে ওদের অনেক খুঁটিনাটি কার্যকরী ব্যবস্থা করা দরকার। তারপর হেগেন আবার বাড়ির ভেতরে গেলো, ও জানতো ডন কর্লিয়নি ওর জন্য অপেক্ষায় আছেন।

কোট আর টাই খুলে ডন কোচের ওপর শুয়ে পড়েছিলেন। কঠিন মুখটাতে ক্লান্তির চিহ্ন ফুটে আরো নরম দেখাচ্ছিলো। একটা চেয়ারের দিকে ইঙ্গিত ক'রে ডন বললেন, "এবার বলো তো কনসিলিওরি, আমার আজকের কার্যকলাপের কোনোটাতে কি তোমার আপত্তি আছে?"

উত্তর দিতে একটু সময় নিলো হেগেন, "তা নেই, তবে এর মধ্যে সামঞ্জস্যের অভাব দেখছি, আপনার প্রকৃতির সঙ্গে ঠিক মিলছে না। আপনি বলেছেন সান্তিনোকে কিভাবে হত্যা করা হয়েছিলো আপনি জানতে চান না, প্রতিশোধও নিতে চান না। এটা আমি বিশ্বাস করতে পারছি না। আপনি কথা দিয়েছেন শান্তি রক্ষা করবেন, অতএব নিশ্চয়ই শান্তি রক্ষা করবেন, তবু আমি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছি না যে আজ আপাতদৃষ্টিতে যেটাকে আপনার শত্রুদের জয় লাভ ব'লে মনে হচ্ছে, সেটা আপনি সত্যি-সত্যি তাদের দিচ্ছেন। আপনি একটা অপূর্ব-হেঁয়ালির সৃষ্টি করেছেন, আমি তার কোনো উত্তরই খুঁজে পাচ্ছি না যে সমর্থন করবো কিংবা আপত্তি করবো।"

ডনের মুখে একটা পরম পরিতৃপ্তির ছাপ দেখা গেলো। তিনি বললেন, "সবার চাইতে তুমি আমাকে ভালো বোঝো। যদিও তুমি সিসিলিয় নও, আমি তোমাকে সিসিলিয় বানিয়েছি। যা বললে তার সবই সত্য, তবু এর একটা সমাধানও আছে, খেলা শেষ হবার আগেই তুমিও সেটা জানতে পারবে। তুমি মানছো যে সবাই আমার প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করবে আর আমিও আমার কথা রাখবো। আমি চাই আমার আদেশগুলো অক্ষরে-অক্ষরে পালন করা হোক। দ্যাখো টম, সব চাইতে বড় কথা হলো যতো শীঘ্র সম্ভব মাইকেলকে বাড়িতে নিয়ে আসতে হবে। এ কথাটাকেই সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ ব'লে মনেও করবে এবং কাজেও দেখাবে। আইনের ফাঁক-ফোকর খুঁজে দ্যাখো, যতো টাকা লাগে লাগুক। ও বাড়িতে এলে যেন কোথাও কোনো বিপদ ঢোকার ছিদ্র না থাকে। ফৌজদারী আইন সম্বন্ধে সব চাইতে বড় বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে পরামর্শ করো। তোমাকে কয়েকজন বিচারকের নাম দেবো, তারা তোমার সঙ্গে একান্তে আলোচনা করবেন। ততোদিন পর্যন্ত সব রকম বিশ্বাসঘাতকতা সম্বন্ধে আমদের সতর্ক হ'য়ে চলতে হবে।"

হেগেন বললো, "আপনার মতো আমিও সত্যিকার বাস্তব প্রমাণ নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি না, আমি শুধু ভাবছি ওরা না কোথাও কোনো ভূয়া প্রমাণ তৈরী করে। তাছাড়া মাইকেল একবার গ্রেপ্তার হলে কোনো পুলিশও তাকে খুন করতে পারে। ওর সেলে ঢুকে ওকে মেরে ফেলতে পারে, কিংবা লোক দিয়ে হত্যা করাতে পারে। আমি যতোদূর বুঝি ও ধরা পড়বে, অভিযুক্ত হবে, এ ঝুঁকিটুকুও আমরা নিতে পারি না।"

ডন কর্লিয়নি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন, "আমি জানি, আমি জানি। এখানেই তো মুশকিল। তাই ব'লে খুব বেশি দেরিও করা যায় না। সিসিলিতেও গোলমাল আছে। ওখানকার ছোকরারাও আর গুরুজনদের কথামতো চলে না। তাছাড়া এখান থেকে যাদের বহিস্কৃত ক'রে দেয়া হয়েছে তদের সঙ্গে ওখানকার সেকেলে ডনরা পেরে ওঠে না। মাইকেল যদি দু দলের মধ্যে পড়ে যায়? অবশ্য সে-বিষয়েও আমি কিছু ব্যবস্থা নিয়েছি, এখনো ভালো একটা গোপন আশ্রয়েই আছে, কিন্তু সে আশ্রয়ও চিরকাল থাকবে না। শান্তি স্থাপন করার সেটাও একটা কারণ। সিসিলিতে বাজিনির বন্ধুবান্ধব আছে, তারা মাইকেলের খোঁজে আছে। এইতো তোমার হেঁয়ালীর একটা উত্তর পেয়ে গেলে। আমার ছেলের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করার জন্য শান্তি স্থাপন করতে হলো। আর কিছু করার উপায় ছিলো না।"

এতো খবর ডন কোত্থেকে পেলেন, সে-কথা জিজ্ঞেস ক'রে টম সময় নষ্ট করলো না। বিন্দুমাত্র অবাকও হলো না এবং এ কথাও সত্যি যে হেঁয়ালির একটা সমাধান পাওয়া গেলো। টম জিজ্ঞেস করলো, "খুঁটিনাটি বন্দোবস্ত করার জন্য যখন টাটাগ্লিয়ার লোকদের সঙ্গে দেখা করবো, তখন কি জোর ক'রে বলবো যে যারা মাদক-দ্রব্যের মধ্যস্থতা করবে তারা পুলিশের চেনা হলে চলবে না? দাগী আসামীকে লঘু-দণ্ড দিতে বিচারকরা কিছুটা দো-মনা করতে পারেন।"

জন কর্লিয়নি কাঁধ তুলে বললেন, "ওটুকু বুঝে নেবার মতো বুদ্ধি ওদের থাকা উচিত। কথাটা তুলো, তবে জোর কোরো না। আমরা যথাসাধ্য করবো, কিন্তু ওরা যদি একটা পেশাদার মাদকওয়ালাকে কাজে লাগায় আর সে ব্যাটা ধরা পড়ে, তাহলে আমরা আঙুলও তুলবো না। ওদের সোজা বলে দেবো কিছু করার নেই। তবে ও কথা না বললেও বাজিনি ঠিকই বুঝতে পারবে। লক্ষ্য করেছো ও এই ব্যাপারে ও নিজের মতামত একবারও বললো না। ও যে এর সঙ্গে কোনোভাবে জড়িত সেটাও বোঝার জো ছিলো না। এই ধরনের লোকেরা কখনো পরাজয়ের পক্ষে থাকে না।"

হেগেন চমকে উঠলো, "আপনি কি বলতে চাইছেন ও বরাবরই সলোৎসো আর টাটাগ্লিয়ার পেছনে ছিলো?"

ডন কর্লিয়নি নিঃশ্বাস ছেড়ে বললেন, "টাটাগ্লিয়াটা তো একটা দালাল। সান্তিনোর সঙ্গে লড়াই করে ও কখনোই পেরে উঠতো না। সেজন্যেই কি হয়েছিলো না হয়েছিলো আমার জানার দরকার নেই। ওতে বাজিনির হাত ছিলো, এই জ্ঞানই যথেষ্ট।"

কথাটা হেগেন মর্মস্থ করলো। ডন ওর হাতে কতোগুলো 'ক্লু' দিচ্ছিলেন বটে, কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা কিছু বাদ দিচ্ছিলেন। সে জিনিসটা যে কি হেগেন তাও জানতো আর এও জানতো যে সে-বিষয়ে কিছু জিজ্ঞেস করা শোভা পায় না। গুড্ নাইট বলে টম বাড়ি যাবার জন্য উঠে পড়লো। ডন একটি শেষ কথা বললেন :

মনে রেখো, মাইকেলকে কি ক'রে বাড়ি আনা যায়, মাথা ঘামিয়ে তার একটা উপায় খুঁজতে হবে। আরেকটা কথা। আমাদের টেলিফোনের লোকটার সঙ্গে একটা বন্দোবস্ত করো যাতে ক্লেমেন্জাকে আর টেসিওকে প্রতিমাসে কে কয়টা টেলিফোন করে আর ওরাই বা কাকে কয়টা করে, আমি তার একটা তালিকা পাই। আমি ওদের কোনো কারণে সন্দেহ করছি না।

আমি হলফ ক'রে বলতে পারি আমার সঙ্গে ওরা বিশ্বাসঘাতকতা করবে না। তবে বড় ঘটনার আগে ছোট-খাটো সমস্ত খুঁটি-নাটি জানা থাকলেতো ক্ষতি নেই।"

মাথা দুলিয়ে হেগেন বেরিয়ে গেলো। মনে-মনে ভাবছিলো কে জানে ওর ওপরেও কোনো উপায়ে ডন কর্লিয়নি নজর রাখছেন কি না, তারপরই নিজের সন্দেহের কথা ভেবে টম লজ্জা বোধ করলো। কিন্তু এবার ও নিশ্চিত জানতে পেরেছিলো গড ফাদারের সূক্ষ্ম জটিল মনে কোনো সুদূর-প্রসারী কর্মের পরিকল্পনা শুরু হয়ে গিয়েছিলো, তার তুলনায় সেদিনকার ঘটনাবলী একটা কৌশলী পশ্চাদপসারণ ছাড়া আর কিছু নয়। তাছাড়া একটা রহস্যাবৃত তথ্য বাকি ছিলো, যার কথা কেউ উল্লেখ করেনি, টম নিজেও জিজ্ঞেস করার সাহস পায়নি, ডন কর্লিয়নিও উপেক্ষা ক'রে গেছেন। সব কিছু থেকেই ভবিষ্যতের একটা বোঝাপড়ার ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে।

একুশ

কিন্তু মাইকেলকে গোপনে আমেরিকায় ফিরিয়ে আনতে ডন কর্লিয়নির আরো একটা বছর লেগেছিলো। ততোদিন কর্লিয়নি পরিবারের সবাই একটা উপযুক্ত উপায় ভেবে হয়রান হচ্ছিলো। আজকাল কার্লো রিট্‌সি প্রাঙ্গণের একটা বাড়িতে কনির সঙ্গে বাস করে, তার কথাও লোকে শোনে। এর মধ্যে তাদের আরেকটি সন্তান হয়েছিলো, আরেকটি ছেলে। কিন্তু যে যতো উপায়ের কথাই বলুক না তার কোনোটাই ডন কর্লিয়নির পছন্দ হয় নি।

শেষ পর্যন্ত নিজেদের একটা শোচনীয় ঘটনার ভেতর দিয়ে বোচ্চিচিও পরিবারই সমস্যাটার সমাধান করেছিলো। ফিলিক্স বল্যে বোচ্চিচিওদের নিকট আত্মীয়ের একটি ছেলে ছিলো, তার বয়স পঁচিশের বেশি নয়, আমেরিকায় তার জন্ম, তার মাথায় যতো বুদ্ধি ছিলো ওদের চৌদ্দগুষ্ঠিতেও কারোর অতোটা ছিলো না। আবর্জনা ফেলার পারিবারিক ব্যবসায় ফিলিক্স ঢুকতে রাজি হয়নি; তারপর একজন ভালো ইংরেজ বংশের আমেরিকান মেয়েকে বিয়ে ক'রে নিজের পরিবারের সঙ্গে বিচ্ছেদটাকে আরো পাকা করেছিলো। উকিল হবার জন্য সে নৈশ-বিদ্যালয়ে পড়তে যেতো আর দিনের বেলায় সিভিল-সার্ভিসের ডাকঘরে কেরানীর কাজ করতো। এই সময়ের মধ্যে ওর তিনটি সন্তান হয়েছিলো, কিন্তু ওর স্ত্রী ছিলো হিসাবী ও সু-গৃহিনী, কাজেই যতো দিন না ফিলিক্স তার আইনের ডিগ্রি পেলো ততোদিন ওর আয়টুকু দিয়েই ওদের চলে যেতো।

এদিকে অন্যান্য যুবকদের মতো ফিলিক্স বোচ্চিচিও-ও ভাবতো যে এতো কষ্ট ক'রে যখন লেখাপড়া শেষ ক'রে আইনের ডিগ্রিটা লাভ করা গেছে, এবার নিশ্চয়ই আপনা থেকেই এতো গুণের পুরস্কার পাওয়া যাবে এবং ভালো রোজগার হবে। কাজের বেলায় কিন্তু তা হতে দেখা গেলো না। খুব আত্মসম্মান ছিলো তার, আত্মীয়-স্বজনদের কাছ থেকে সাহায্য নিতে সে অস্বীকার করলো। ওর এক উকিল বন্ধু ছিলো, বয়স কম, ভালো ঘরের ছেলে, বড় একটা আইন ব্যবসাতে তার কর্মজীবনের সবে শুরু হচ্ছিলো, সে-ই ওকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে তার একটা উপকার করতে রাজি করিয়েছিলো। ব্যাপারটা ছিলো খুব জটিল, বাইরে থেকে মনে হয়েছিলো ওটাতে বে-আইনী কিছু নেই, একটা দেউলিয়া ব্যাপার সংক্রান্ত জোচ্চুরির মামলা। জোচ্চুরিটা ধরা পড়ার সম্ভাবনা ছিলো দশ লাখে এক। ফিলিক্স বোচ্চিচিও সেই

ঝুঁকিটুকু নিয়েছিলো। বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে আইনে সে যে-দক্ষতা অর্জন করেছিলো, তার ব্যবহারের ওপর জোচ্চুরির সাফল্য নির্ভর করাটাকে তেমন আপত্তিকর কিছু বলে মনে হয়নি, এমন কি অন্যায় বলেও মনে হচ্ছিলো না।

যাই হোক, সংক্ষেপে এই নির্বুদ্ধিতার কাহিনী বলতে গেলে বলতে হয় জোচ্চুরি ধরা পড়লো। উকিল বন্ধু ফিলিক্সকে কোনোভাবে সাহায্য করতে অস্বীকার তো করলোই, এমন কি ফোন করলেও উত্তর দিতো না। জোচ্চুরির ব্যাপারে নাটের গুরু যাঁরা, তারা হলেন দু'জন আধা-বয়সী বিচক্ষণ ব্যবসায়ী; তারা ফেঁসে যাবার জন্য রেগে-মেগে ফিলিক্সের আনাড়িপনাকে দায়ী করলেন, তারপর নিজেরা অপরাধ স্বীকার ক'রে সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা ক'রে ফিলিক্সকে জোচ্চুরির মূল নায়ক নির্দেশ ক'রে বললেন, সে নাকি ভীতি-প্রদর্শন ক'রে ওঁদের ব্যবসা হস্তগত ক'রে নিজের বে-আইনী কীর্তিকলাপে যোগ দিতে তাঁদের বাধ্য করেছিলো। এমন সব সাক্ষীও দাঁড় করানো হলো, যারা গুণ্ডামির জন্য পুলিশের খাতায় নাম লেখানো তারা বোচ্চিচিও পরিবারের ভাই-বেরাদারদের সঙ্গে ফিলিক্সকে জড়িত করে ফেললো। এটাই হলো সর্বনাশের মূল। ব্যবসায়ী দুজনের শাস্তি মাফ হয়ে গেলো, ফিলিক্স বোচ্চিচিওকে এক থেকে পাঁচ বছর কারাদণ্ড দেওয়া হলো, তার তিন বছর সে মেয়াদ খেটেছিলো। বোচ্চিচিওরা অন্যান্য মাফিয়া পরিবারের কিংবা ডন কর্লিয়নির সাহায্য চায়নি, কারণ ফিলিক্স তাদের কাছে কোনো সাহায্য চায়নি, অতএব তাকে এই শিক্ষা দেয়া দরকার যে একমাত্র নিজের পরিবারের কাছ থেকেই করুণা লাভ করা যায় এবং সমাজের চেয়ে পরিবারের ওপরেই বেশি বিশ্বাস ও আস্থা রাখা যায়।

যে যাই হোক, তিন বছর মেয়াদ খাটার পর ফিলিক্স ছাড়া পেলো। তখন সে বাড়ি গিয়ে স্ত্রীকে আর তিনটি সন্তানকে চুমু খেয়ে, বছর খানেক শান্তিতে বাস করার পর, প্রমাণ করে দিলো যে শেষ পর্যন্ত সেও বোচ্চিচিও পরিবারেরই যোগ্য বংশধর। নিজের অপরাধ গোপন করার বিন্দুমাত্র চেষ্টা না ক'রে ফিলিক্স একটা অস্ত্র যোগাড় করলো, তা' দিয়ে প্রথমে সে উকিল বন্ধুকে গুলি ক'রে মেরে ফেললো। তারপর সেই দুই ব্যবসায়ীকে খুঁজে বের করলো, তারা একটা রেস্তোরাঁ থেকে বের হচ্ছিলো, ফিলিক্স নির্বিকারচিত্তে দু'জনের মাথায় গুলি চালিয়ে দিলো। লাশ দু'টো রাস্তায় পড়ে থাকলো, ফিলিক্স রেস্তোরাঁয় ঢুকে এক পেয়ালা কফির কথা বলে বসে-বসে পেয়ালায় চুমুক দিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলো পুলিশ কখন এসে ওকে ধরে নিয়ে যায়।

খুব তাড়াতাড়ি ওর বিচার হয়ে গেলো, বিচারকের রায় হলো নির্মম। প্রকাশ হলো যে দুর্বৃত্তদের জগতের একজন সদস্য নির্দয়ভাবে দু'জন সরকারী সাক্ষীকে হত্যা করেছে, কারণ তাদের সাক্ষ্যের জন্য তার উপযুক্ত কারাদণ্ড হয়েছিলো। এভাবে সামাজিক নিয়মকে তাচ্ছিল্য করা কোনোমতেই চলতে পারে না, কাজেই এই একবারের মতো দেখা গেলো জনসাধারণ, সংবাদপত্র এবং কোমলচিত্তের জনহিতকারীরা সবাই একবাক্যে ফিলিক্স বোচ্চিচিওর মৃত্যুদণ্ড দাবি করতে লাগলো। গর্ভনরের নিকটতম রাজনৈতিক সহকারীদের একজন বললো খোঁয়াড়ের চৌকিদাররা যেমন কখনো পাগলা কুকুরের প্রাণরক্ষা করে না, তেমনি গর্ভনরও কখনোই ফিলিক্স বোচ্চিচিওকে ক্ষমা প্রদর্শন করবেন না। বোচ্চিচিও পরিবার অবশ্য উচ্চতর আদালতে আপিলের জন্য যতো টাকা লাগে ঢালতে প্রস্তুত ছিলো, এখন তারা ফিলিক্সকে

নিয়ে গর্ব বোধ করছিলো। কিন্তু পরিণামে কি হবে সে তো জানা কথা। আইনের কচকচি শেষ হলে, তাতে কিছু সময় নেবে, ফিলিক্স বোচ্চিচিও ইলেকট্রিক চেয়ারে মারা যাবে।

এই মামলাটা ডন কর্লিয়নির নজরে এনেছিলো টম হেগেন। বোচ্চিচিওদের একজনের আশা হয়েছিলো ডন কর্লিয়নি যদি হতভাগ্য যুবকের জন্য কিছু করতে পারেন; সে-ই হেগেনের কাছে এসেছিলো। ডন কর্লিয়নি সংক্ষেপে অস্বীকার করেছিলেন। উনি তো আর জাদুকর নন। লোকে তার কাছে যতো অসম্ভব জিনিস চায়। কিন্তু এর পরদিন ডন হেগেনকে তার অফিস-ঘরে ডেকে পাঠিয়ে ঘটনাটার খুঁটিনাটি সব কথা শুনেছিলেন। হেগেনের বিবরণ শেষ হলে ডন কর্লিয়নি ওকে বললেন বোচ্চিচিও পরিবারের কর্তাকে একবার তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য প্রাঙ্গণে নিয়ে আসতে।

তারপর যা ঘটেছিলো, তাতে ছিলো প্রতিভার সরলতা। ডন কর্লিয়নি বোচ্চিচিও নেতার কাছে প্রতিশ্রুতি দিলেন যে ফিলিক্স বোচ্চিচিওর স্ত্রী-পুত্র-পরিবারকে প্রচুর পরিমাণে মাসোহারা দেয়া হবে এবং তার জন্য যে-টাকা লাগবে সে-টাকা এখনই বোচ্চিচিও পরিবারের হাতে দিয়ে দেয়া হবে। তার বদলে ফিলিক্সকে স্বীকার করতে হবে যে সলোৎসো আর পুলিশ ক্যাপ্টেন ম্যাক্‌ক্লাস্কির খুনের জন্যেও সে-ই দায়ী।

এ ব্যাপারের অনেক খুঁটিনাটি ব্যবস্থা করতে হয়েছিলো। ফিলিক্সকে এমনভাবে দোষ স্বীকার করতে হবে যাতে শ্রোতাদের বিশ্বাস হয় তাই খুনের ঘটনার আসল ব্যাপারের খুঁটিনাটি সবই তার জানা দরকার। তাছাড়া পুলিশ ক্যাপ্টেনকে মাদকদ্রব্যের ব্যবসার সঙ্গে জড়িত করতে হবে। তারপর লুনা রেস্তোরাঁর সেই ওয়েটারকে রাজি করাতে হবে যাতে সে ফিলিক্স বোচ্চিচিওকেই অপরাধী ব'লে সনাক্ত করে। এতে কিছুটা সাহসের দরকার হবে। কারণ তাকে আততায়ীর পূর্বেকার বর্ণনার আমূল পরিবর্তন করতে হবে, মাইকেলের চাইতে ফিলিক্স অনেক বেশি বেঁটে আর মোটা ছিলো। তবে সে-ব্যবস্থাও ডন কর্লিয়নিই করবেন। তাছাড়া দণ্ডিত ব্যক্তির উচ্চশিক্ষায় অনেক আস্থা ছিলো, পাস করা গ্র্যাজুয়েট, সে নিশ্চয় চাইবে তার সন্তান সন্ততিরাও কলেজে যায়। কাজেই ডন কর্লিয়নিকে আরো কিছু টাকা দিতে হবে, যাতে ছেলেমেয়েদের কলেজের খরচটা চলে যায়। তারপর বোচ্চিচিও পরিবারকে বোঝাতে হবে যে মূল তিনটি খুনের অপরাধের কোনো ক্ষমার সম্ভাবনা নেই। অবশ্য এই নতুন স্বীকৃতির ফলে নিঃসংশয় সর্বনাশ আরো দৃঢ় হয়ে যাবে।

সমস্ত ব্যবস্থা হয়ে গেলো, টাকা দেওয়া হলো, দণ্ডিত ব্যক্তির সঙ্গে যোগাযোগ করা হলো যাতে সে সমস্ত নির্দেশ ও উপদেশ পায়। শেষ পর্যন্ত পরিকল্পনাটা কার্যে পরিণত হলো, দণ্ডিত ব্যক্তির স্বীকৃতি সব কাগজেই বড়-বড় হরফে ছাপা হলো। পুরো ব্যাপারটা সফল হলো। কিন্তু ডন কর্লিয়নি সবসময়ই খুব হুঁশিয়ার হয়ে চলতেন; চারমাস পরে ফিলিক্স বোচ্চিচিওর প্রাণদণ্ড হবার পর, তিনি মাইকেলকে বাড়ি আসার নির্দেশ দিলেন।

বাইশ

সনির মৃত্যুর পর এক বছর কেটে গিয়েছিলো, লুসি মানচিনির মনটা তখনো তার জন্য হাহাকার করতো, তার তীব্র শোকের সঙ্গে কোনো পুরাণ-কাহিনীর নায়িকার শোকের তুলনা

হয় না। ওর স্বপ্নগুলি কোনো স্কুল-ছাত্রীর পান্‌সে স্বপ্নের মতো ছিলো না, ওর বাসনা সতী-স্ত্রীর বাসনার মতোও নয়। জীবনসঙ্গী'কে হারিয়ে লুসি নিঃসঙ্গ হ'য়ে পড়েনি, তার বলিষ্ঠ চরিত্রের অভাব তাকে পীড়া দিচ্ছিলো না। কোনো আবেগপূর্ণ উপহারের কোমল স্মৃতি ওর মনে ছিলো না; তরুণচিত্তের কোনো বীরপূজার স্মৃতিও নয়; লুসির কোনো স্নেহের কথা, রসের কথা শুনে সে মানুষটির মুখে হাসি, চোখে সরলতার আভাস ফুটে ওঠার স্মৃতিও নয়।

সনির অভাব বোধ করার প্রধান কারণ ছিলো, একমাত্র সে-ই যৌনমিলনে লুসির দেহকে পরিতৃপ্ত করতে পারতো। তরুণ বয়সে, অনভিজ্ঞ লুসির ধারণা ছিলো আর কেউ তাকে কখনো সেই পরিতৃপ্তি দিতে পারবে না।

এক বছর বাদে লুসি নেভাদার মিষ্টি বাতাসে রোদ পোহাচ্ছিলো। পায়ের কাছে শুয়ে একজন ছিপ-ছিপে শরীর, সোনালী চুলের যুবক ওর পায়ের আঙুল নিয়ে খেলা করছিলো। রোববার দুপুর, ওরা হোটেলের পাশে সুইমিং পুলের কাছে শুয়ে ছিলো, চারদিকে এতো লোকজন থাকা সত্ত্বেও যুবক তার অনাবৃত উরুতে হাত বুলিয়ে দিচ্ছিলো।

লুসি বললো, "ও জুল্‌স্‌, এবার থামো। আমি তো ভাবলাম ডাক্তাররা অন্তত অন্য পুরুষদের মতো বোকা হয় না।"

জুলস্‌ একগাল হেসে বললো, "আমি যে লাস ভেগাসের ডাক্তার।" লুসির উরুর ভেতরের দিকে একটু সুড়সুড়ি দিতেই অবাক হ'য়ে জুল্‌স্‌ দেখলো এই সামান্য স্পর্শেই সে কেমন উত্তেজিত হ'য়ে উঠেছে। গোপন করার চেষ্টা করলেও, ওর মুখ দেখেই সেটা বোঝা যাচ্ছিলো। সত্যি খুব আদিম, নির্দোষ মেয়েটি। তাহলে ওকে কেনইবা আয়ত্ত করতে পারছে না জুল্‌স্‌? এটা একটা ভেবে দেখার মতো কথা; ঐ যে হারানো প্রিয়তমার জায়গায় কাউকে বসানো যায় না ওসব বাজে কথা। এই-তো হাতের নিচে সজীব পদার্থ, সজীব পদার্থ অন্য সজীব পদার্থই চায়। ডঃ জুল্‌স্‌ সিগল স্থির করলো, ওর নিজের ফ্ল্যাটে আজ রাতে একটা মোক্ষম চেষ্টা করবে। জুল্‌সের ইচ্ছা ছিলো চালাকির আশ্রয় না নিয়েই ওকে আয়ত্ব করবে, কিন্তু চালাকি যদি করতেই হয় তবে তাও করবে। বিজ্ঞানের জন্য কি না করা যায়। তা ছাড়া এ বেচারা তো সেটার জন্যেই মরে যাচ্ছে।

লুসি বলে উঠলো, "জুল্‌স্‌, থামো, থামো লক্ষীটি।" তখনই জুল্‌স্‌ অনুতপ্ত হয়ে বললো, "আচ্ছা, বেশ।" লুসির কোলে মাথা রেখে, ওর নরম উরু দুটিকে বালিশ বানিয়ে ছোট একটা ঘুম দিয়ে নিলো জুল্‌স্‌। লুসির কিলবিল ক'রে ওঠা, লুসির কটিদেশের উত্তাপ, সব দেখে ওর হাসি পাচ্ছিলো। তারপর যেই লুসি ওর চুলে হাত বুলিয়ে দিয়ে গেলো, খেলাচ্ছলে ওর হাতের কব্জি ধরে রাখলো, যেন আদর করে, কিন্তু আসলে ওর নাড়ি দেখার জন্য। ঘোড়ার মতো ধমনীর বেগ। আজ ওকে আয়ত্ত করতেই হবে, রহস্য ভেদ করতেই হবে, তা সে যাই হোক না কেন। এই আত্ম-প্রত্যয় নিয়ে ডঃ জুল্‌স্‌ সিগল ঘুমিয়ে পড়লো।

লুসি চেয়ে-চেয়ে চারদিকের লোকদের দেখতে লাগলো। দু'বছরও হয় নি, এর-ই মধ্যে ওর জীবনের এতোটা পরিবর্তন হতে পারে, এ কথা সে ভাবতেও পারতো না। কনি কর্লিয়নির বিয়ের দিন ওর সেই 'মূর্খতার' জন্য সে কখনো অনুতপ্ত হয়নি। ওর জীবনে এমন অপূর্ব ঘটনা কখনো ঘটেনি। স্বপ্নে লুসি সে ঘটনার পুরাবৃত্তি করতো। যেমন বার-বার পরবর্তী ক'টা মাসের পুনরাবৃত্তি করতো।

সপ্তাহে একদিন সনি ওর কাছে আসতো, কখনো বেশি, কিন্তু কখনো তার চাইতে কম নয়। সনিকে পুনরায় দেখার আগের দিনগুলিতে ওর সারা দেহে সে কি যন্ত্রণা। পরস্পরের জন্য ওদের এই কামনা ছিলো নিতান্ত আদিম, প্রাথমিক, তার মধ্যে কাব্যের কিংবা মনীষিতার মিশ্রণ ছিলো না। এ ছিলো সব চাইতে স্থূল ধরনের প্রেম, স্রেফ দৈহিক প্রেম, বিপরীত মাংসের জন্য মাংসের কামনা।

সনি যেই ফোন করে বলতো সে আসছে, লুসি অমনি দেখে রাখতো বাড়িতে যথেষ্ট মদ আছে কিনা, রাতের ও সকালের জন্য যথেষ্ট খাবার আছে কি না, কারণ সনি বেশ বেলা ক'রে বিদায় নিতো। প্রাণ ভরে ওকে পেতে চাইতো সনি, সেও তাকে প্রাণ ভরে পেতে চাইতো। সনির নিজের চাবি ছিলো, ও দরজা দিয়ে ঢুকামাত্র লুসি ওর বিশাল বাহুবন্ধনে ছুটে যেতো। পশুর মতো সোজাসুজি কারবার ছিলো ওদের, পশুর মতো আদিমভাবে। লুসির বাড়ির হলঘরে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে প্রেম করতো ওরা, সেই প্রথম দিনের প্রেম করার পুনর্ঘটন হতো, তারপর লুসিকে তুলে শোবার ঘরে নিতে যেতো সনি।

বিছানায় শুয়েও করতো ওরা। খালি গায়ে ষোল ঘন্টা কাটাতো বাড়ির মধ্যে। মহা ঘটা করে রাঁধতো লুসি। মাঝেমাঝে সনির ফোন আসতো, সম্ভবত কাজের কথা হতো, লুসি কখনো শুনতো না। সনির দেহটাকে আদর করতে ও ব্যস্ত থাকতো, হাত বুলাতো, চুমু খেতো, মুখ গুঁজে রাখতো। মাঝে-মাঝে সনি পানীয় আনার জন্য উঠতো, ওর পাশ দিয়ে যেতেই, লুসি হাত বাড়িয়ে ওর নগ্ন দেহ স্পর্শ করতো, ধরে রাখতো, প্রেম নিবেদন করতো, যেন সনির দেহের অঙ্গগুলো ওর খেলার জিনিস। বিশেষ ভাবে তৈরি, বিচিত্র, নির্দোষ খেলনা, বড় পরিচিত, তবু তার মধ্যে কতো অপ্রত্যাশিত আনন্দের বিকাশ। প্রথম প্রথম নিজের এই উচ্ছ্বাসের জন্য লুসি লজ্জা বোধ করতো, পরে দেখলো এতে সনি খুশি হয়, তার দেহের আকর্ষণের কাছে লুসির সম্পূর্ণ নতি স্বীকারে সনির আত্মতৃপ্তি বাড়তো। এই সবের মধ্যে একটা পশুসুলভ নির্মল ভাব ছিলো। দু'জনে দু'জনকে পেয়ে ওরা বড় সুখি ছিলো।

যখন সনির বাবা রাস্তার মধ্যে আততায়ীর গুলি খেয়ে ধরাশায়ী হলেন, সেই প্রথম লুসির মনে হয়েছিলো তাহলে সনিরও তো বিপদ ঘটতে পারে। সেদিন বাড়িতে একা বসে লুসি ফুঁপিয়ে কাঁদেনি, জানোয়ারের মতো গলা তুলে বিলাপ করেছিলো। সনি যখন তিন সপ্তাহের মধ্যে একবারও এলো না, তখন লুসির উপজীব্য হয়ে উঠেছিলো ঘুমের বড়ি, মদ, আর হৃদয়ের বেদনা। সে বেদনা ছিলো দেহেরই বেদনা, ওর গা ব্যথা করতো। অবশেষে যখন সনি এলো, সারাক্ষণ তাকে আঁকড়ে ধরে থাকলো লুসি। এরপর নিহত হবার আগপর্যন্ত প্রতি সপ্তাহে অন্তত একবার আসতো সনি।

খবরের কাগজে ওর মৃত্যুসংবাদ পড়েছিলো লুসি। সেই রাতে একগাদা ঘুমের ঔষুধ খেয়েছিলো সে। কে জানে কেন, তাতে মরেনি লুসি; খুব অসুস্থ হ'য়ে টলতে টলতে ফ্ল্যাটের হল-ঘর থেকে বেরিয়ে এসে লিফটের সামনে পড়ে গিয়েছিলো। সেখান থেকে ওকে তুলে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিলো। সনির সঙ্গে ওর সম্পর্কের কথা বিশেষ কেউ জানতো না, কাজেই সংবাদপত্রে ওর সম্বন্ধে মাত্র কয়েক ইঞ্চির বিবরণ বেরিয়েছিলো।

ও যখন হাসপাতালে ছিলো, টম হেগেন ওকে সমবেদনা জানাতে গিয়েছিলো। লাস ভেগাসে সনিব ভাই ফ্রেডি যে হোটেলটি চালাতো, সেখানে টম হেগেনই ওর জন্য একটা

চাকরি ঠিক করে দিয়েছিলো। টম হেগেনই ওকে বলেছিলো যে কর্লিয়নি পরিবারের কাছ থেকে ও একটা বার্ষিক ভাতা পাবে, সনি ওর জন্য এই ব্যবস্থা করেছিলো। টম জিজ্ঞেস করেছিলো ও অন্তঃসত্ত্বা কি-না, যেন সেজন্যেই লুসি ঘুমের বড়ি খেয়েছিলো কি। লুসি বলেছিলো না সে অন্তঃসত্ত্বা নয়। সেই মর্মান্তিক রাতে সনি ওর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলো কি না, কিংবা ফোন ক'রে আসার কথা বলেছিলো কি না জিজ্ঞেস করাতে লুসি বলেছিলো, না, আসেওনি, ফোনও করেনি। কাজ শেষ হয়ে গেলে লুসি সবসময় সনির জন্য বাড়িতে বসে থাকতো। সত্যি কথাই বলেছিলো লুসি, "একমাত্র ওকেই আমি ভালোবাসতে পেরেছি, আর কাউকে কখনো পারবো না।" লক্ষ্য করেছিলো, কথাটা শুনে হেগেন একটু আশ্চর্যও হলো। লুসি জিজ্ঞেস করেছিলো, "কথাটাকে কি অবিশ্বাস্য বলে মনে হচ্ছে? তুমি যখন ছোট ছিলে, ও-ই না তোমাকে বাড়িতে নিয়ে এসেছিলো?"

হেগেন বলেছিলো, "তখন ও অন্য রকম ছিলো। বড় হয়ে একেবারে বদলে গেলো।"

লুসি বলেছিলো, "আমার কাছে নয়। অন্যদের কাছে হতে পারে,কিন্তু আমার কাছে নয়।" তখনো লুসির শরীর দুর্বল, ভালো ক'রে বুঝিয়ে বলতে পারেনি যে সনি ওর সঙ্গে কোমল ব্যবহার ছাড়া কখনো আর কিছু করেনি। কখনো রাগ করেনি, এতোটুকু বিরক্ত হয়নি, ঘাবড়ায়নি।

লুসির লাস ভেগাস যাবার সব বন্দোবস্ত হেগেন ক'রে দিয়েছিলো। একটা ফ্ল্যাট ভাড়া করা হয়েছিলো, হেগেন নিজে ওকে বিমানবন্দরে নিয়ে গিয়েছিলো, ওকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছিলো সেখানে গিয়ে নিঃসঙ্গ মনে হলে, কিংবা কোনো অসুবিধার কারণ হলে হেগেনকে যেন জানায়, সে যেমন ক'রে পারে ওকে সাহায্য করবে।

প্লেনে উঠার আগে, একটু ইতস্তত ক'রে লুসি জিজ্ঞেস করলো, "তুমি এসব করছো সনির বাবা জানেন?"

হেগেন মৃদু হেসে বললো, "আমি তার হয়ে এবং নিজের হয়ে এসব করছি। এসব বিষয়ে তিনি খুব সেকেলে, সনির বৈধ স্ত্রীর বিরুদ্ধে কখনো তিনি কিছু করবেন না। কিন্তু ওর মতে তুমি একজন তরুণী, কাজেই সনির আর একটু সচেতন থাকা উচিত ছিলো। তাছাড়া তুমি যখন অতোগুলো ঘুমের বড়ি খেয়ে ফেললে, সবাই ব্যস্ত হয়ে উঠলো।" টম হেগেন লুসিকে বলেনি যে ডনের কাছে কারো পক্ষে আত্মহত্যা করার চেষ্টা করাটাই একেবারে অবিশ্বাস্য ব্যাপার।

লাস ভেগাসে আঠারো মাস থাকার পর, লুসি এই ভেবে আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছিলো যে এখন তাকে প্রায় সুখিই বলা চলে। কোনো কোনো রাতে সে সনির স্বপ্ন দেখতো, তারপর ভোরের আগে জেগে উঠে নিজেকে নিজে আদর করে স্বপ্নটাকে আরো প্রলম্বিত করতো, যতোক্ষণ না আবার চোখে ঘুম আসে। সেই অবধি লুসি কোনো পুরুষমানুষের দিকে তাকায়নি। কিন্তু লাস ভেগাসে সে মনের মতো জীবন পেয়েছিলো। হোটেলের পুলে সাঁতার কাটতো, লেক মীডে নৌকায় বেড়াতো আর ছুটির দিনে মরুভূমির মধ্যে মোটরে ক'রে ঘুরতো। আগের চাইতে রোগা হয়ে গিয়েছিলো লুসি, তাতে শরীরের গড়নটাকে আরো সুন্দর লাগতো। এখনো লুসি ভোগবিলাসী ছিলো, কিন্তু প্রাচীন ইতালিয় ধরনে না হয়ে, নব্য মার্কিনী ধরনের। হোটেলের জনসংযোগ বিভাগে অভ্যর্থনা-কর্মীর কাজ করতো সে। ফ্রেডির সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক

ছিলো না, তবে দেখা হলেই ফ্রেডি একটু দাঁড়িয়ে ওর সঙ্গে গল্প করে যেতো। ফ্রেডির এতো পরিবর্তন দেখে লুসি আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলো। মহিলাদের সঙ্গে তার আজকাল খুব ভাব; চমৎকার পোশাক-পরিচ্ছদ পরতো; জুয়াখেলার শৌখীন হোটেল ব্যবসায়ে তার বাস্তবিক দক্ষতা ছিলো। আবাসিক দিকটা ফ্রেডি পরিচালনা করতো, ক্যাসিনোর মালিকরা সাধারণত এ কাজ করতো না। সুদীর্ঘ, গরম-গ্রীষ্মের মওসুমে আর হয়তো সক্রিয় যৌন জীবনের ফলে সেও রোগা হয়ে গিয়েছিলো। তার ওপর হলিউডের তৈরি পোশাক-আশাকের জন্য ওকে মারাত্মক রকমের সুন্দর দেখাতো।

ছ'মাস বাদে টম হেগেন লাস ভেগাসে এসেছিলো লুসির কি হলো দেখতে। প্রত্যেক মাসে লুসি ছয়শো ডলারের একটা চেক পেতো, তার ওপর ভাতাটাও ছিলো। হেগেন বুঝিয়ে বলেছিলো যে ঐ চেকের টাকা কোথা থেকে আসছে সেটা দেখানো দরকার, তাই লুসি যেন ওকে সম্পূর্ণ আম-মোক্তারনামা সই ক'রে দেয়, তাহলে হেগেনের পক্ষে টাকাটা এনে দেয়ার সুবিধা হবে। আরো বলেছিলো হেগেন, বিধিমতে লুসির নাম হোটেলের মালিকানার দলিলে পাঁচ পয়েন্টের অধিকারিণী ব'লে উঠবে। নেভাদার আইন মতে ওর যা কিছু করণীয় তার সবই করতে হবে; অবশ্য ওর নিজের দায়িত্ব খুব কমই থাকবে, সব কর্তব্যই ওর হয়ে ক'রে দেয়া হবে। কিন্তু হেগেনের অনুমতি ছাড়া যেন এ বিষয়ে কারো সঙ্গে আলোচনা না করে। সব দিক দিয়ে আইনের কাছে ওর নিরাপত্তা ব্যবস্থা করা হবে, ও প্রতি মাসে নিয়মিত টাকা পাবে। কর্তৃপক্ষ থেকে কিংবা কোনো আইন সংস্থা থেকে ওকে কখনো কোনো প্রশ্ন করা হলে, লুসি যেন সোজাসুজি তার উকিলকে জানিয়ে দেয়, তাহলে ওকে আর কেউ বিরক্ত করবে না।

এতে লুসি সম্মত হয়েছিলো। ব্যাপারটা ও সবই বুঝেছিলো, কিন্তু ওকে যে-ভাবে কর্লিনিয়নিদের সুবিধায় লাগানো হচ্ছিলো তাতে ওর কোনোই আপত্তি ছিলো না। ওর মনে হয়েছিলো এটুকু ওর করাই উচিত। কিন্তু হেগেন যখন বললো হোটেলের চারদিকে কি হচ্ছে না হচ্ছে সে বিষয়ে খেয়াল রাখতে, এবং ফ্রেডি ও ফ্রেডির ওপরওয়ালার ওপর দৃষ্টি রাখতে, তখন লুসি বললো, "ও টম, ফ্রেডির ওপরেও চোখ রাখতে হবে নাকি?" ফ্রেডির ওপরওয়ালাটি হোটেলের অনেকগুলো শেয়ারের মালিক ছিলো, সে-ই হোটেলটা চালাতো।

লুসির কথায় হেগেন হেসেছিলো, "ফ্রেডির বাবা ওর জন্য খুবই ভাবেন। ঐ মো গৃন ওর সঙ্গী, সে অনেক উঁচুতে ওড়ে, আমরা শুধু এইটুকু চাইছিলাম যে ফ্রেডি যেন কোনো বিপদে না পড়ে।" লুসিকে একথা বুঝিয়ে বলা দরকার ব'লে হেগেনের মনে হলো না যে লাস ভেগাসের মরুভূমির মাঝখানে এই হোটেল তৈর করতে ডন কর্লিয়নি যে অজস্র টাকা ঢেলেছিলেন তার কারণ শুধু তার ছেলের জন্য একটা নিরাপদ আশ্রয় সৃষ্টি করা নয়, বৃহত্তর প্রচেষ্টার চৌকাঠ পেরোবার ইচ্ছাটাও তার ছিলো।

এই সাক্ষাৎকারের অল্পদিন বাদেই হোটেলের আবাসিক চিকিৎসকের পদে বহাল হয়ে ডঃ জুল্‌স্ সিগল এসেছিলো। খুব রোগা, খুবই সুদর্শন, প্রীতিকর দেখতে, ডাক্তার হবার পক্ষে বয়সটা যেন কমই, অন্তত লুসির সেই রকম মনে হতো। ওর সঙ্গে প্রথম দেখা হয়, যখন লুসির হাতের কব্জির ওপরে একটা পিণ্ডের মতো হয়ে ফুলে উঠেছিলো। কয়েক দিন তাই নিয়ে উদ্বেগে কাটার পর, একদিন সকালে হোটেলের মধ্যে ডাক্তারের অফিসে গিয়ে লুসি উপস্থিত হয়েছিলো। হোটেলের কোরাসের দু'জন নাচিয়ে-গাইয়ে মেয়েও অপেক্ষা করছিলো,

তারা নিজেদের মধ্যে গল্প করছিলো। সোনালী চুল, পীচফলের মতো রূপ তাদের; এরকম চেহারা দেখলে লুসির ঈর্ষা হতো। দেখতে যেন দেবদূত। কিন্তু একজন আরেকজনকে বলছিলো, "সত্যিই বলছি, আরেকবার হলে আমি নাচা ছেড়ে দেবো।"

ডঃ জুল্‌স্‌ যখন দরজা খুলে একজন মেয়েকে ডেকে নিলেন, লুসির ইচ্ছা করছিলো চলে যায়; যদি অসুখটা আরো ব্যক্তিগত আর গুরুতর হতো, তাহলে সত্যিই চলে যেতো সে। ডঃ সিগলের পরনে ছিলো স্ল্যাক্‌স আর গলা খোলা শার্ট। চোখে শিং-এর ফ্রেমের চশমা থাকাতে আর শান্ত গম্ভীর ধরন-ধারণে অবস্থাটার কিছুটা উন্নতি হয়েছিলো, তবু দেখে মনে হয়েছিলো কেমন যেন ঘরোয়া ধরনের মানুষ। ভেতরে-ভেতরে লুসি ছিলো সেকেলে, তাই সেকেলে লোকদের মতো ওরও বিশ্বাস ছিলো চিকিৎসকদের ঘরোয়া ভাব থাকতে নেই।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত যখন লুসি ডাক্তারের ঘর পর্যন্ত পৌছালো, ডাক্তারের ব্যবহারের মধ্যে এমন একটা আশ্বাস পেলো যে ভয়-ভীতিগুলো সঙ্গে সঙ্গে উবে গেলো। প্রায় কিছুই বলেনি ডাক্তার, সময় নিয়ে ওকে দেখেছিলো। যখন লুসি জানতে চাইলো ফুলাটা কি ব্যাপার, ধৈর্য ধরে ডাক্তার বুঝিয়ে বলেছিলো ওটা খুবই সাধারণ একটা মাংসপিণ্ড, ওতে ক্যান্সারের কোনো ভয়ও নেই, দুশ্চিন্তারও কারণ নেই। তারপর একটা মোটা ডাক্তারি বই তুলে বলেছিলো, হাতটা একটু বাড়ান দেখি।"

ভয়ে ভয়ে হাতটা বাড়িয়েছিলো লুসি। ওর দিকে চেয়ে এই প্রথম একটু হাসলো ডাক্তার, "একটা অস্ত্রোপচারের ফি থেকে নিজেকে বঞ্চিত করছি। এই বইয়ের এক বাড়ি দিলেই ওটা চ্যাপ্‌টা হয়ে যাবে। পরে আবার গজাতে পারে বটে, কিন্তু কাটাকাটি করতে গেলে আপনার টাকাও খরচ হবে, আবার ব্যাণ্ডেজ বেঁধেও বেড়াতে হবে। কি বলেন?"

তখন লুসিও ওর দিকে ফিরে হেসেছিলো। যে কারণে হোক, ডাক্তারের ওপর তার বিশ্বাস জন্মে গিয়েছিলো। বলেছিলো, "বেশ।" পর মুহূর্তেই লুসি চিৎকার ক'রে উঠেছিলো, কারণ ডাক্তার সেই ভারি বইটা দিয়ে দুম্‌ করে ওর হাতে একটা বাড়ি দিয়েছিলো।ফোলা জায়গাটা প্রায় সমান হয়ে গিয়েছিলো।

ডাক্তার জিজ্ঞেস করলো, "খুব লাগলো নাকি?"

লুসি বললো, "না।" ডাক্তার ওর কেসের বিবরণ কার্ডে লিখতে লাগলো, লুসি তাকিয়ে রইলো।"ব্যস, আর কিছু না?"

ডাক্তার মাথা দুলিয়ে জানালো আর কিছু না। ওর দিকে আর নজর দিলো না। লুসি বিদায় নিলো।

এক সপ্তাহ পর কফির দোকানে আবার দেখা; ডাক্তার এসে লুসির পাশে বসে জিজ্ঞেস করলো, "হাত কেমন?"

লুসি হেসে বললো, "খুব ভালো।" নিজের নিয়মে চলেন বটে, কিন্তু আপনার কাজ খুব ভালো।"

ডাক্তার হাসলো, "আপনার কোনো ধারণাই নেই আমি কতোখানি নিজের নিয়মে চলি। আর আমিও জানতাম না আপনি এতো বড়লোক। ভেগাসের 'সান্‌' পত্রিকাতে হোটেলের মালিকানার লিস্ট বেরিয়েছে, আপনার দেখছি দশ পার্সেন্ট রয়েছে। ঐ পিণ্ডটার জন্য সহজেই দু'পয়সা করে নিতে পারতাম।"

হঠাৎ হেগেনের সতর্কবাণীর কথা মনে পড়াতে লুসি কোনো উত্তর দিলো না। আবার দাঁত বের ক'রে হাসলো ডাক্তার, "কোনো চিন্তা নেই, আমি ব্যাপারটা বুঝি, আপনি শুধু একটা পুতুল। ঐ রকম পুতুলে ভেগাস বোঝাই। আমার সঙ্গে আজ রাতে একটা শো দেখতে যাবেন নাকি? আমি আপনাকে ডিনার খাওয়াবো। তারপর ক্যাসিনোতে রুলেট্ খেলার 'চিপ্' পর্যন্ত কিনে দেবো।"

লুসি দোমনা করছিলো। ডাক্তার পীড়াপীড়ি করতে লাগলো। শেষ পর্যন্ত লুসি বললো, "যেতে তো ইচ্ছে করে, কিন্তু সন্ধ্যার শেষটা দেখে না আপনি হতাশ হোন। আমি কিন্তু আসলে এখানকার মেয়েদের মতো না।"

প্রফুল্লচিত্তে জুল্‌স্ বলেছিলো, "সেই জন্যেই তো আপনাকে বলছি। নিজের জন্যেও যে এক রাতের বিশ্রামের প্রেসক্রিপ্‌শন লিখে রেখেছি।"

লুসি হাসলো ওর দিকে চেয়ে, একটু করুণ ভাবে বললো, "অতোটা চোখে পড়ার মতো নাকি?" মাথা নাড়লো ডাক্তার। তখন লুসি বললো, "বেশ, তাহলে রাতের খাবার খেতে যাবো। কিন্তু রুলেটের 'চিপ্' আমি নিজে কিনবো।"

খাবার খেতে, শো দেখতে গিয়েছিলো ওরা; জুল্‌স্ ওকে খুব হাসিয়েছিলো ডাক্তারি পরিভাষায় মহিলাদের নগ্ন উরুর আর বক্ষদেশের বর্ণনা দিয়ে; তাই ব'লে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে কিছু বলেনি, ভারি সরস ভাবেই বলেছিলো। পরে ওরা একই চক্রে রুলেট খেলে, একশো ডলারের বেশি জিতেছিলো। আরো পরে চাঁদের আলোয় বোল্ডার বাঁধে গাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিলো। সেখানে ডাক্তার একটু প্রেম করার চেষ্টা করেছিলো, কিন্তু দু'একটা চুমু খাওয়ার পর লুসি আপত্তি জানালে মেনে নিয়েছিলো। ও বাস্তবিকই ওসব চায় না, তখন ডাক্তার ক্ষান্ত হয়েছিলো। হাসিমুখেই সে পরাজয় বরণ করেছিলো। অপরাধীর মতো লুসি বলেছিলো, "বলেই ছিলাম ও-সব আমার চলবে না।"

জুল্‌স্ বলল, 'আহা, আমি একটা চেষ্টা না করলে তুমিই তো অপমান বোধ করতে।" হাসতে বাধ্য হয়েছিলো লুসি, কারণ কথাটা সত্যি।

এর পর কয়েক মাসের মধ্যে ওরা অন্তরঙ্গ বন্ধু হয়ে উঠেছিলো। তাকে প্রেম বলে না, কারণ ওরা কখনও প্রেম করতো না। লুসি ওকে কিছু করতেই দিতো না। দেখতো এতে ডাক্তার কিছুটা বিস্মিত হতো, কিন্তু অন্য পুরুষদের মতো আহত হতো না, তাতে ওর ওপর লুসির আস্থা আরো বেড়ে গিয়েছিলো। ও আবিষ্কার করেছিলো যে বাইরে গুরুগম্ভীর পেশাদারী ডাক্তারি চেহারার তলো-তলে খুব ফুর্তিবাজ-বেপরোয়া একটা মানুষ বাস করতো। শনি রবিবার ডাক্তার একটা সংস্কার করা এম-জি গাড়ি নিয়ে ক্যালিফোর্নিয়ার মোটর রেসে যোগ দিতো। ছুটি নিয়ে মেক্সিকোর অভ্যন্তরে চলে যেতো, লুসিকে বলতো সেটা খুবই বুনো-জংলী জায়গা, পায়ের জুতার লোভে ওখানকার লোকরা বিদেশীদের খুন করতে ছাড়ে না, হাজার বছর আগেকার আদিম জীবনযাত্রা ওখানে এখনো চলছে। দৈবাৎ লুসি জানতে পেরেছিলো জুল্‌স্ একজন শৈল্য-চিকিৎসক, এককালে নিউইর্য়কের কোনো বিখ্যাত হাসপাতালের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলো।

এ-সব শুনে ওর আরো আশ্চর্য লাগতো, তাহলে জুল্‌স্‌ কেন এই হোটেলে চাকরি নিলো। তাকে জিজ্ঞেস করতেই সে বলেছিলো, "তোমার গোপন রহস্য আমাকে বললে, আমারটাও তোমাকে বলবো।"

মুখটা লাল হয়ে উঠেছিলো লুসির, ও-প্রসঙ্গ ছেড়ে দিয়েছিলো। জুল্‌স্‌ও ও-বিষয়ে আর কিছু বলেনি। ওদের সম্পর্কটা আগের মতোই রইলো, অন্তরঙ্গ বন্ধুত্বের সম্পর্ক , তার ওপর লুসি যে কতোখানি নির্ভর করতো, সে নিজেই বুঝতো না।

এই মুহূর্তে জুল্‌সের সোনালী মাথা কোলে নিয়ে সুইমিংপুলের পাশে বসে লুসির হৃদয় ওর প্রতি গভীর স্নেহে অভিভূত হয়ে উঠলো। লুসির দেহ কামনায় ব্যথিত হয়ে উঠলো, নিজের অজ্ঞাতে জুল্‌সের গলায় হাত বুলাতে লাগলো সে। মনে হলো জুল্‌স্‌ ঘুমাচ্ছে, কিছুই টের পাচ্ছে না, গায়ের সঙ্গে জুল্‌স্‌ের গায়ের স্পর্শ লাগতেই লুসি উত্তেজিত হয়ে উঠছিলো। হঠাৎ ওর কোল থেকে মাথা তুলে জুল্‌স্‌ উঠে দাঁড়ালো। ওর হাত ধরে ঘাসের ওপর দিয়ে হেঁটে ওকে সিমেন্ট বাঁধানো পথের ওপর তুললো জুল্‌স্‌। বাধ্য শিষ্যর মতো ওর পেছনে পেছনে চললো লুসি; একটি কটেজে জুল্‌স্‌ থাকতো, সেখানে লুসি ওর সঙ্গে গেলো। ভেতরে ঢুকে দু'জনের জন্য জুল্‌স্‌ দুটি লম্বা গ্লাসে পানীয় ঢাললো। বাইরের চোখঝলসানো রোদে আর নিজের কামার্ত চিন্তার ওপর ঐ পানীয় লুসির মাথায় চড়ে গেলো, মাথা ঘুরতে লাগলো। তখন জুল্‌স্‌ ওকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরলো, সাঁতারের পোশাক পরা প্রায় অনাবৃত দেহের সঙ্গে দেহ মিশে গেলো । নিচু গলায় লুসি বলেছিলো, "কোরো না।" কিন্তু কণ্ঠে কোনো প্রত্যয় ছিলো না, জুল্‌স্‌ও কান দেয়নি। তাড়াতাড়ি ওর অন্তর্বাস খুলে ওর ভারি বক্ষে আদর করলো জুল্‌স্‌, ওর সাঁতারের পোশাক খুলে ওর সর্বাঙ্গে, পেটে, উরুতে চুমু খেতে লাগলো। উঠে দাঁড়িয়ে নিজের সাঁতারের পোশাক খুলে ওকে জড়িয়ে ধরলো জুল্‌স্‌। তারপর বিছানার ওপর ওদের মিলন হলো, এতোটুকু স্পর্শ লাগতেই লুসির দেহে চরম মুহূর্ত উপস্থিত হলো, তার পরেই জুল্‌স্‌ের দেহের ভঙ্গি থেকে বোঝা গেলো সে খুব আশ্চর্য হয়ে গেছে। সনিকে পাবার আগেকার সেই লজ্জা আবার লুসিকে গ্রাস করলো, কিন্তু জুল্‌স্‌ লুসির শরীরটাকে বিছানার কিনারায় নিয়ে পুনরায় মিলন ঘটালো, ওকে চুমো খেলো জুল্‌স্‌, এবার সেও চরিতার্থ করলো নিজেকে।

ওর দেহ থেকে জুল্‌স্‌ সরে যেতেই লুসি খাটের কোনায় শরীরটাকে গুঁজে কাঁদতে লাগলো । এ কি লজ্জা তার। তারপরেই চমকে উঠে শুনলো জুল্‌স্‌ হাসছে। জুল্‌স্‌ বললো, "আরে মূর্খ ইতালিয় মেয়ে, এইজন্যেই বুঝি এতোদিন আমাকে অস্বীকার করেছো। বোকা কোথাকার।" ওর মুখের ঐ স্নেহে 'বোকা' ডাক শুনে ওর দিকে ফিরলো লুসি। জুল্‌স্‌ তার নগ্ন দেহ বুকে জড়িয়ে ধরে বললো, "স্রেফ মধ্যযুগীয়, একেবারে মধ্যযুগীয়।" ওর কণ্ঠস্বরে কতো সান্ত্বনা, কতো আশ্বাস, কান্নার মধ্যে দিয়ে সেটা অনুভব করলো লুসি।

জুল্‌স্‌ একটা সিগারেট ধরিয়ে ওর মুখে পুরে দিয়েই ধোঁয়া খেয়ে লুসি কেশে উঠলো, কান্না থামাতে হলো। জুল্‌স্‌ বললো, "এবার আমার কথা শোনো, তুমি যদি আরেকটু আধুনিক হতে, বিংশ শতাব্দীর পারিবারিক শিক্ষাদীক্ষা পেতে, তাহলে তোমার সমস্যা কোন্ কালে মিটে যেতো। এবার তোমার অসুবিধাটা তোমাকে বুঝিয়ে বলি। তোমার সমস্যা

কুৎসিত হওয়ার জন্য,খস-খসে চামড়া কিংবা ট্যারা চোখের জন্য নয়, ওসব জিনিস প্ল্যাস্টিক সার্জারি দিয়েও সম্পূর্ণ সারানো যায় না। তোমার সমস্যাটা বরং থুত্নিতে একটা আঁচিল কিংবা জুড়ুল থাকার মতো, কিংবা কানের গড়নে দোষ থাকার মতো। যৌন দিক থেকে ও-বিষয়ে চিন্তা করা ছাড়ো। এ-কথা ভাবা বন্ধ করো যে তোমার শ্রোণীর আকার বড় ব'লে কোনো পুরুষ সঙ্গম ক'রে সুখ পেতে পারে না। কিছুটা গড়নের দোষ আছে বটে, ডাক্তাররা তাকে বলে শ্রোণীর তলদেশের দুর্বলতা। সাধারণত সন্তান প্রসবের পর ওরকম হয়ে থাকে, হাড়ের আকৃতির দোষেও হয়। অনেক মেয়েরই এমন থাকে, তারা অসুখি অবস্থায় জীবন কাটায়, অথচ সামান্য একটা অপারেশন করিয়ে নিলেই ল্যাঠা চুকে যায়। অনেকে এর জন্য এমন কি আত্মহত্যা পর্যন্ত করে। তোমার এমন অপূর্ব গড়ন, তোমারও যে ঐ সমস্যা তা আমি ভাবতে পারিনি। আমি ভেবেছিলাম মানসিক কিছু বোধ হয়, কারণ তোমার কাহিনী আমার জানা আছে, তুমি নিজেও অনেকবার বলেছো, তোমার আর সনির কথা। কিন্তু একবার যদি তোমার শরীরটাকে ভালো ক'রে পরীক্ষা করতে দাও, তাহলে আমি বলে দিতে পারবো কতোখানি কি করা দরকার হবে। এবার যাও, শাওয়ারে গোসল করো।"

লুসি গিয়ে শাওয়ারে গোসল করলো। ওর আপত্তি সত্ত্বেও অনেক ধৈর্য ধরে জুল্স্ ওকে পা আলগা ক'রে খাটে শোয়ালো। ঘরে একটা বাড়তি ডাক্তারি ব্যাগ থাকতো, সেটা খোলাই ছিলো। খাটের পাশে ওপরে কাচ দেয়া একটা ছোট্ট টেবিল ছিলো, তার ওপরেও কিছু যন্ত্রপাতি ছিলো। পেশাদারী ডাক্তার হয়ে গেলো জুল্স্, লুসিকে পরীক্ষা করলো, ভেতরে আঙুল দিয়ে ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে ভালো ক'রে দেখলো। লুসি একটু কুণ্ঠিত হলো, কিন্তু জুল্স্ ওর নাভির ওপর চুমো খেয়ে বললো, "এই প্রথম কাজ ক'রে আনন্দ পেলাম।" তারপর ওকে উপুড় করে শুইয়ে গুহ্যদ্বারও পরীক্ষা করলো। পরীক্ষা করার সময় সস্নেহে ওর গলায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছিলো জুল্স্। পরীক্ষা হয়ে গে'লে আবার ওকে সোজা ক'রে শুইয়ে দিয়ে ঠোঁটে চুমু খেয়ে বললো, "প্রিয়, আমি তোমার শরীরটাকে আবার নতুন ক'রে গড়ে দেবো, তারপর নিজে পরীক্ষা করে দেখবো। এ বিষয়ে এই আমার প্রথম ডাক্তারি প্রচেষ্টা, এই নিয়ে ডাক্তারি পত্রিকায় একটা প্রবন্ধ লিখে পাঠাতে পারবো।"

সব কিছুই জুল্স্ এমন একটা সরল স্নেহ ভাব নিয়ে করছিলো, লুসির ওপর ওর মনের টানটি এতো স্পষ্ট হয়ে উঠছিলো যে লুসির সেই লজ্জা পাওয়ার, অপ্রতিভ হওয়ার ভাবটা একেবারে কেটে গেলো। এমন কি তাক থেকে ডাক্তারি বই নামিয়ে ওর মতো আরেকটা কেসের বিবরণ আর অস্ত্রোপোচারের কথাও জুল্স্ তাকে শোনালো। লুসি দেখলো তার নিজেরও কৌতূহল হচ্ছে।

জুল্স্ বললো, "স্বাস্থ্যের দিক থেকেও এটার দরকার আছে। এখন সারিয়ে না নিলে, পরে তোমার শরীরের নিষ্কাশন ব্যবস্থাটাতে গোলমাল হয়ে যাবে। অস্ত্র করে শুধরে না নিলে, জায়গাটা ক্রমশ দুর্বল হয়ে যায়। খুবই দুঃখের কথা যে সেকেলে কুণ্ঠার কারণে অনেক ডাক্তার কোথায় গলদ, তাই নির্ণয় করতে পারেন না, তাই রুগির কোনো সুরাহাও হয় না; ঐ একই কারণে অনেক মেয়েও মুখ ফুটে কিছু বলে না।"

লুসি বলে উঠলো, "ও বিষয়ে আর কিছু বলো না, দোহাই তোমার।"

জুল্‌স্‌ বুঝতে পারছিলো লুসি তার গোপন রহস্যের কথা, তার 'বিশ্রী-বিকৃতির' কথা ভেবে এখনো লজ্জিত, কুণ্ঠিত। ডাক্তারি প্রশিক্ষণ পাওয়া জুল্‌সের মনে হচ্ছিলো এটাতো বোকামি, তবু ওর মনটা এতোই কোমল সে সহানুভূতিও হচ্ছিলো। সেটাই ছিলো লুসির মন ভালো ক'রে দেবার প্রকৃষ্ট উপায়।

জুল্‌স্‌ বললো, "বেশ, এখন তো তোমার গোপন কথাটা আমি জেনে ফেললাম, এবার আমারটাও তোমাকে বলি। তুমি কেবলই আমাকে জিজ্ঞেস করো, আমার মতো পূর্বাঞ্চলের একজন কমবয়সী, প্রতিভা-সম্পন্ন ডাক্তার এই শহরে কি করতে এসেছে।" নিজের বিষয়ে সংবাদপত্রে প্রকাশিত কয়েকটা সংবাদ নিয়ে ব্যঙ্গ করলো জুল্‌স্‌, "সত্যি কথা বলতে কি, আমি গর্ভপাতের বিশেষজ্ঞ; এমনিতে কাজটা খুব মন্দ নয়, ডাক্তারি পেশার অর্ধেকটাই মন্দ নয়। কিন্তু আমি ধরা পড়ে গিয়েছিলাম। কেনেডি নামে আমার এক ডাক্তার বন্ধু ছিলো, আমরা একসঙ্গে হাসপাতালে চিকিৎসা করতাম; সে সত্যি খুব সজ্জন ছিলো, সে বলেছিলো আমাকে সাহায্য করবে। যতোদূর জানি, টম হেগেন তাকে বলেছিলো কখনো কোনো রকম সাহায্যের প্রয়োজন হলে কর্লিয়নি পরিবার ওর কাছে ঋণী, এ কথা যেন মনে রাখে। কাজেই কেনেডি হেগেনের সঙ্গে কথা বলেছিলো। তারপরেই শুনলাম আমার বিরুদ্ধে সব অভিযোগ তুলে নেয়া হয়েছে, কিন্তু মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন আর পূর্বাঞ্চলের কর্তৃপক্ষ আমাকে ব্ল্যাক্‌-লিস্ট ক'রে দিলো। তাই কর্লিয়নি পরিবার আমার এই চাকরিটা দিয়েছিলো। ভালো রোজগার; প্রয়োজনীয় কাজ করি। এইসব নাচিয়ে-গাইয়ে মেয়েগুলো কেবলই ফ্যাসাদে পড়ে, আমার কাছে সময়মতো এলে ওদের গর্ভপাত করিয়ে দেয়া খুবই সহজ ব্যাপার। সব পরিষ্কার ক'রে দেই। ঐ ফ্রেডি কর্লিয়নিটি সাংঘাতিক ব্যাপার। আমার তো মনে হয় আমি এখানে আসার পর গোটা পনেরো মেয়েকে বিপদে ফেলেছে। সত্যি-সত্যি ভাবছি ওর সঙ্গে একদিন যৌন ব্যাপার সম্বন্ধে বাবার মতো কিছু জ্ঞান দেবো। বিশেষত যখন তিনবার গনোরিয়া আর একবার সিফিলিসের জন্য ওর চিকিৎসা করতে হয়েছে। সাংঘাতিক লম্পট ঐ ফ্রেডি।"

জুল্‌স্‌ চুপ হলো। ইচ্ছে করেই ভিতরের কথা বলে দিচ্ছিলো, এ-রকম সে খুব একটা করতো না, ওর উদ্দেশ্য ছিলো লুসিকে জানিয়ে দেয়া যে অন্য লোকদেরও, এমন কি ফ্রেডি কর্লিয়নির মতো যাদের লুসি শ্রদ্ধা ও ভীতির চোখে দেখতো, তাদেরও অনেক গোপন লজ্জার কথা থাকে।

জুল্‌স্‌ বললো, "মনে করো তোমার শরীরের এক টুকরো ইল্যাস্টিক ঢিলা হয়ে গেছে, তার কিছুটা কেটে বাদ দিলেই আবার আঁটো-সাঁটো হয়ে যাবে।"

লুসি বললো, "বেশ, ভেবে দেখবো।" কিন্তু ও জানতো যে এ অপারেশন ও করাবেই, জুল্‌সে ওপর তার অগাধ বিশ্বাস। হঠাৎ আরেকটা কথা মনে পড়লো, "কতো টাকা লাগবে?"

জুল্‌স্‌ ভুরু কুঁচকে বললো, "এ-ধরনের কাজ করার যন্ত্রপাতি তো এখানে নেই, তাছাড়া এ বিষয়ে আমি বিশেষজ্ঞও নই। কিন্তু লস অ্যাঞ্জেলেসে আমার একজন বন্ধু আছে, সে এ-বিষয়ে সবচাইতে দক্ষ, ওখানকার শ্রেষ্ঠ হাসপাতালে বন্দোবস্ত করে দিতেও পারবে। চিত্রতারকাদের শরীর ও এঁটে দেয়। ভদ্রমহিলারা যখন দেখেন মুখের চামড়া, বুকের চামড়া টেনে তুলে সেলাই করিয়ে নিলেও পুরুষরা ওঁদের যথেষ্ট ভালোবাসে না, তখন ওর কাছে যান। ও আমার কাছে কিঞ্চিৎ ঋণী আছে। আমি ওর গর্ভপাতের কেস ক'রে দেই। দ্যাখো,

নীতির কথা উঠলে তোমাকে কয়েকজন চিত্র-সম্রাজ্ঞীর কথা বলতাম, যারা ঐ অপারেশন করিয়েছেন ।"

অমনি লুসির কৌতূহল, "আহ, বলোই না ।" এ তো রসালো পরচর্চার গল্প; আরেকটা কথা হলো যে জুল্‌সের কাছে নারীসুলভ পরচর্চা-প্রীতি প্রকাশ করা যায় । তা' নিয়ে ঠাট্টা করবে না ।

জুল্‌স্ বললো, "বলবো, যদি আমার সঙ্গে ডিনার খাও আর রাত কাটাও । তোমার ঐ-সব বোকামির জন্য অনেক জিনিস বাকি আছে, সে সব পূরণ করতে হবে ।"

এতো দয়া জুল্‌সের মনে যে লুসি ওর প্রতি স্নেহে অভিভূত হয়ে পড়লো তবু এটুকু কোনোমতে বললো, "আমার সঙ্গে শোবার দরকার হবে না । এখন আমি যেমন আছি তাতে কোনো আনন্দ পাবে না ।"

জুল্‌স্ হেসে ফেললো, "কি মূর্খ রে বাবা, কি অবিশ্বাস্য রকমের মূর্খ! জানো না যে প্রেম করার আরো কতো উপায় আছে, আরো প্রাচীন আরো বেশি সভ্য । এমন সরল তুমি?"

লুসি বললো, "ও, তার কথা বলছো?"

ওকে নকল ক'রে জুল্‌স্ বললো, "হ্যা, তার কথা বলছি । ভালো মেয়েরা ওসব করে না, বীর্যবান পুরুষরাও করে না । ১৯৪৮ সালেও নয় । দ্যাখো সোনা, আমি তোমাকে এই লাস ভেগাস শহরেই এক বুড়ির কাছে নিয়ে যেতে পারি, এককালে সে এখানকার সব চাইতে জনপ্রিয় বেশ্যাবাড়ির কনিষ্ঠতম মাসি ছিলো, সেই উন্মাদ ওয়াইল্ড ওয়েস্টের সময়, হয়তো ১৮৮০ সালে । সেকালের গল্প করতে সে ভালোবাসে । জানো, সে আমাকে কি বলেছে? সেকালের বন্দুকধারী, পৌরুষের প্রতিমূর্তি, বীর্যবান, কথায়-কথায় গুলি ছোটানো ঐ সব 'কাউ-বয়রাও' এসে তাই চাইতো, ডাক্তাররা যাকে 'ফেলাশিও' বলে । তোমার পেয়ারের সনির সঙ্গে কখনো করোনি ওসব?"

এই প্রথম লুসির কথায় জুল্‌স্ সত্যি অবাক হলো । ওর দিকে ফিরে লুসি জুলসের মতে মোনালিসার ছবির মতো হাসলো । জুল্‌সের বৈজ্ঞানিক মন সঙ্গে সঙ্গে অন্য দিকে ছুটে গেলো, এই কি তবে সেই শতাধিক বছরের রহস্যের উত্তর? লুসি শান্ত কণ্ঠে বললো, "সনির সঙ্গে সব করেছি । এই প্রথম কারো কাছে সে-কথা স্বীকার করলো লুসি ।

এর দু সপ্তাহ পরে, লস অ্যাঞ্জেলেসের হাসপাতালের অপারেশনের ঘরে, জুল্‌স্ সিগল তার বন্ধু ডঃ ফ্রেডারিক কেল্‌নারকে ঐ বিশেষ অপারেশনটি করতে দেখলো । লুসিকে অজ্ঞান করার আগে, জুল্‌স্ নিচু হয়ে ফিসফিস ক'রে ওকে বলেছিলো, "ডাক্তারকে বলেছি তুমি আমার বিশেষ বান্ধবী, তাই ডাক্তার খুব ভালো ক'রে চারদিকটা এঁটে দেবে ।" কিন্তু তার আগেই ঘুম পাড়াবার বড়ি খেয়ে লুসির ঘুম আসছিলো, কাজেই সে একটুও হাসেনি । তবে জুল্‌সের ঐ পরিহাসটি শুনে লুসির অপারেশনের ভয় কিছুটা কমে গিয়েছিলো ।

আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে ডঃ কেল্‌নার ছুরি বসালেন । শ্রোণীর তলদেশ শক্ত করতে হলে দুটি কাজ করতে হয় । পেশীর ঝুল কমিয়ে দিতে হয় আর যোনির ছিদ্র সামনে সরিয়ে আনতে হয়, যাতে ওপর থেকে বেশি চাপ না পড়ে । শ্রোণীর ঝুল কমানোকে ডাক্তারি ভাষায় বলা হয় 'পেরিন্‌কোরাফি', যোনির দেয়াল সেলাই করাকে বলা হয় 'কল্পোরাফি' ।

জুল্‌স্ লক্ষ্য করলো, এবার ডাক্তার খুব সাবধানে কাজ করছেন, ছুরি চালাবার প্রধান

বিপদ হলো, যদি বেশি কাটা হয়ে যায়, তাহলে গুহ্যদ্বারে পৌছে যাবে। এই কেসে বিশেষ কোনো জটিলতা ছিলো না। জুল্‌স্ এক্স-রে আর নানান পরীক্ষার বিবরণ দেখেছিলো। কোনো গণ্ডগোল হওয়ার কথা নয়। তবে শল্য-চিকিৎসায় সবসময়ই গণ্ডগোলের সম্ভাবনা থাকে।

কেল্‌নার 'ডায়াফ্রাম স্লিং'-এর ওপর কাজ করছিলো, টি-ফর্সপ দিয়ে যোনির খাপ ধরা ছিলো, তাতে 'অ্যানি'পেশী আর 'ফ্যাসি', অর্থাৎ যেটা দিয়ে ওটি জড়ানো থাকে, দুই-ই দেখা যাচ্ছিলো। কেল্‌নারের গজ দিয়ে ঢাকা আঙুল মাঝখানের ঢিলা টিসু সরিয়ে দিচ্ছিলো। জুল্‌সের চোখ ছিলো যোনির দেয়ালের ওপর, সেখানে শিরা দেখা গেলেই বুঝতে হবে গুহ্যদ্বার জখম হয়েছে। কিন্তু কেল্‌নার খুবই ওস্তাদ। ছুতোর যেমন সহজে পেরেক দিয়ে কাঠ জোড়া দেয়, তেমনি সহজে ডাক্তারও শরীরের অংশ জুড়ে নতুন জিনিস ক'রে দিচ্ছিলো।

যোনির দেয়ালের বাড়তি অংশ কেল্‌নার ছেঁটে ফেলছিলো; যেখানে কিছুটা জায়গা কেটে বাদ দেওয়া হয়েছিলো, সেখানে এমন ভাবে সেলাই দিচ্ছিলো যাতে কোনো খোঁচ-পাঁচরা না গজায়। ছিদ্র এখন ছোট হয়ে গিয়েছিলো, তার মধ্যে কেল্‌নার তিনটি আঙ্গুল ঢোকাবার চেষ্টা করছিলো, তারপর দুটি আঙুল। কোনোমতে দুটি আঙুল ঢুকিয়ে, ভেতরটা একবার হাতড়ে দেখলো। এক মুহূর্তের জন্য জুল্‌সের দিকে তাকালো ডাক্তার, গজের মুখোশের ওপরে উজ্জ্বল নীল চোখ দুটি নেচে উঠলো, যেন জুল্‌স্‌কে জিজ্ঞেস করছে যথেষ্ট সরু হলো কি না। তারপর আবার সেলাই নিয়ে ব্যস্ত হ'য়ে পড়লো।

সব কাজ শেষ হলো। লুসিকে ট্রলিতে ক'রে প্রস্তুত হবার জন্য 'রিকভারি রুমে' নিয়ে যাওয়া হলো। জুল্‌স্ কেল্‌নারের সঙ্গে কথা বলতে লাগলো। ডাক্তার মহাখুশি, তার মানে নিশ্চয়ই সব ভালোভাবে হয়ে গেছে। জুল্‌স্‌কে সে বললো, "কোথাও কোনো গোলমাল নেই। ভেতরেও কিছু গজাচ্ছে না, সহজ কেস। চমৎকার শরীর, এসব কেসে সেটা খুব দেখা যায় না, আর এখন তো ফুর্তি করার সব ব্যবস্থাই হয়ে গেলো। আমি তোমাকে ঈর্ষা করি। অবশ্য কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে, তারপর এই আমি বলে দিলাম আমার হাতের কাজ নির্ঘাত তোমার পছন্দ হবে।"

জুল্‌স্ হেসে বললো, "তুমি একটি পিগ্‌মেলিয়ন। বাস্তবিকই তুমি জাদু জানো।"

ডঃ কেল্‌নার ঘোঁতঘোঁত ক'রে বললো, "এ তো ছেলেখেলা, তোমার গর্ভপাতের মতো। সমাজের যদি আরেকটু বাস্তব-বুদ্ধি থাকতো, তাহলে তোমার আমার মতো প্রতিভাবান লোকরা হাতুড়েদের জন্য এসব ছেড়ে দিয়ে সত্যিকার গুরুত্বপূর্ণ কাজ করতে পারতো। ভালো কথা, আসছে সপ্তায় তোমার কাছে একটি মেয়ে পাঠাবো, খুব ভালো মেয়ে, তারাই দেখছি যতো রকম গোলমালে পড়ে। তাহলেই আজকের এই কাজটার শোধ-বোধ হয়ে যাবে।"

জুল্‌স্ ডঃ কেল্‌নারের সঙ্গে করমর্দন ক'রে বললো, "ধন্যবাদ, ডাক্তার। একবার এসোই না আমাদের ওখানে। মাগনা আপ্যায়নের ব্যবস্থা ক'রে দেবো।"

কেল্‌নার বাঁকা হাসি দিলো। "রোজ জুয়া খেলি, তবে তোমাদের ঐ সমস্ত রুলেটের চক্র আর ক্র্যাপের টেবিলের দরকার হয় না আমার। এমনিতেই ভাগ্যের সঙ্গে যথেষ্ট মাথা ঠোকাঠুকি করি। তুমি এখানে নষ্ট হয়ে যাচ্ছো, জুল্‌স্। আর দুটো বছর গেলে, সত্যিকার শল্য-চিকিৎসা তুমি ভুলে যাবে। পেরেই উঠবে না।" এই ব'লে ডাক্তার চলে গেলো।

জুল্‌স্ জানতো ডাক্তারের কথায় অনুযোগ ছিলো না, সে কথা বলেছিলো ওকে সাবধান

ক'রে দেবার জন্য। তবু মনটা দমে গেলো। আরো অন্তত বারো ঘণ্টা না গেলে লুসি 'রিকভারি রুম' থেকে ছাড়া পাবে না, কাজেই জুল্‌স্ সন্ধ্যেটা হৈচৈ ক'রে কাটালো, খুব বেশি মদ খেলো। তার একটা কারণ হলো যে লুসির অপারেশনটা এতো ভালোভাবে হয়ে গেছে বলে ও হাঁফ ছেড়ে বেঁচে ছিলো।

পরদিন সকালে লুসিকে দেখতে হাসপাতালে গিয়ে জুল্‌স্ অবাক হলো। ঘর ভর্তি ফুল আর দুজন লোক ওর খাটের পাশে বসে। বালিশে ঠেস দিয়ে লুসি বসেছিলো, মুখটা উদ্ভাসিত। জুলস অবাক হবার কারণটা হলো লুসির সঙ্গে তার বাড়ির লোকদের ছাড়াছাড়ি হয়ে গিয়েছিলো, লুসি নিজে বলেছিলো ওদের খবর দিয়ে দরকার নেই, এক যদি না খারাপ কিছু হয়। অবশ্য ফ্রেডি কর্লিয়নি জানতো একটা ছোট অপারেশনের জন্য লুসি হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে; ওকে সে রকম বলার দরকার ছিলো যাতে জুল্‌স্ আর লুসি দুজনেই ছুটি পায়। ফ্রেডি বলেছিলো হোটেলের তহবিল থেকে লুসির অপারেশনের সমস্ত খরচ মিটিয়ে দেয়া হবে।

লুসি সেই লোক দু'জনের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলো, অমনি একজনকে জুল্‌স্ চিনতে পারলো। সে হলো বিখ্যাত জনি ফন্টেন। অন্য লোকটা লম্বা-চওড়া ষণ্ডা আনাড়ি এক ইতালিয়, তার নাম নিনো ভ্যালেন্টি। দু'জনেই জুল্‌সের সঙ্গে হ্যাণ্ড- শেক ক'রে তারপর আর ওর দিকে ফিরেও তাকালো না। ওরা লুসির সঙ্গে মস্করা করছিলো, নিউইয়র্কের পুরনো মহল্লার গল্প করছিলো, নানান লোক আর ঘটনার কথা বলছিলো, যাতে জুলসের কোনো অংশ ছিলো না। কাজেই সে লুসিকে বললো, "পরে আবার আসবো, এখন একবার ডঃ কেলনারের সঙ্গে দেখা করতে হবে।"

কিন্তু জনি ফন্টেন এবার ওকে মুগ্ধ করলো। সে বললো, "দাঁড়াও বন্ধু, আমাদেরও তো যেতে হবে, তুমি লুসির কাছে থাকো। ওর খুব যত্ন করো, ডাক্তার।" জুল্‌স্ লক্ষ্য করলো জনির কণ্ঠস্বরটা কেমন অদ্ভুত রকম ভাঙা, তারপরেই হঠাৎ মনে পড়লো লোকটা এক বছরের ওপর প্রকাশ্যে গান গায়নি, কিন্তু অভিনয় করার জন্য একাডেমি পুরস্কার পেয়েছে। এতো বয়সে লোকটার গলা ভাঙলো নাকি? খবরের কাগজগুলো কথাটা চেপে গেছে, সবাই চেপে গেছে? জুল্‌স্ও ভেতরকার খবর শুনতে ভালোবাসতো, ও কান পেতে জনির গলার আওয়াজ শুনতে লাগলো, গলদটা যদি ধরতে পারে। হয়তো অতিরিক্ত পরিশ্রম, কিংবা মদ্যপান আর সিগারেট, কিংবা মেয়েমানুষ এর কারণ। কেমন যেন একটা বিশ্রী আওয়াজ, কেউ আর এখন ওকে মধুর-গায়ক বলবে না।

অবশেষে জুল্‌স্ জনিকে বললো, "আপনার সর্দি হয়েছে মনে হচ্ছে।"

ভদ্রতার সঙ্গে জনি ফন্টেন বললো, "স্রেফ পরিশ্রম, কাল রাতে গাইবার চেষ্টা করেছিলাম। কিছুতেই মেনে নিতে পারছি না যে আমার গলাটা বদলে গেছে। বুড়ো হলে যা হয়।" বেপরোয়া ভাবে হাসলো জনি।

যেন কথাচ্ছলে জুল্‌স্ বললো, "ডাক্তার দেখাননি? হয়তো সারানো যায়।" জুল্‌সের দিকে চেয়ে সে বললো, 'সবার আগে তাই করেছিলাম, দু'বছর আগে। শ্রেষ্ঠ বিশেষজ্ঞদের কাছে গিয়ে, আমার নিজের ডাক্তারকেও তো সবাই এখানকার সেরা বিশেষজ্ঞ বলেই জানে।

সবাই বলছে বিশ্রাম নিতে। কিচ্ছু হয়নি, শুধু বয়সটা বাড়ছে। বয়স হলে মানুষের স্বর বদলায়।"

এই ব'লে ফন্টেন আর জুল্‌সের দিকে তাকালো না, লুসির দিকে ফিরে তাকে মোহিত করে ফেলতে লাগলো, যেমনটা মেয়েদের সাথে করতো। জুল্‌সের কান রইলো ওর গলার দিকে। এর স্বরতন্ত্রীতে একটা কিছু গজিয়েছে, এ না হয়ে যায় না। কিন্তু বিশেষজ্ঞরা সেটা কেন ধরতে পারেনি? তবে কি ওটা ম্যালিগ্‌ন্যান্ট, অস্ত্রোপচারের বাইরে? তাহলে তারো তো অন্য চিকিৎসা আছে।

ফন্টেনের কথায় বাধা দিয়ে জুল্‌স্‌ বললো, "শেষ কবে বিশেষজ্ঞ দিয়ে পরীক্ষা করিয়েছিলেন?"

বোঝাই যাচ্ছিলো ফন্টেনের বিরক্ত লাগছে, তবু লুসির কথা ভেবে ভদ্রতা রক্ষার চেষ্টা করে সে বললো, "এই আঠারো মাস হলো।" জুল্‌স্‌ জিজ্ঞেস করলো, "আপনার নিজের ডাক্তার গলাটা মাঝে-মধ্যে দেখেন নাকি?"

খিট-খিটে গলায় জনি ফন্টেন বললো, "দেখেন বৈকি। একটা কোডিন স্প্রে লাগিয়ে বিদায় ক'রে দেন। বলেই তো দিয়েছেন বয়স হচ্ছে আর ঐ অতো মদ-সিগারেট খাওয়া ইত্যাদি। আপনি বোধ হয় তার চাইতেও বেশি জানেন?"

জুল্‌স্‌ জিজ্ঞেস করলো, "তার নাম কি?"

একটুখানি গর্বের আভাস দিয়ে জনি বললো, "টাকার। ডঃ জেম্‌স্‌ টাকার। তার সম্বন্ধে আপনার কি মত?"

নামটা পরিচিত, বিখ্যাত স্ত্রী-জাতীয় চলচ্চিত্র-তারকাদের এবং একটা বহুমূল্য স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।

একগাল হেসে জুল্‌স্‌ বললো, "বেশ সাজগোজ করেন।" এবার ফন্টেন সত্যি রেগে গেলো, "আপনি কি ভাবেন ওর চাইতে আপনি ভালো ডাক্তার?"

জুল্‌স্‌ হেসে ফেললো, "আপনি কি কারমেন লম্বার্ডোর চাইতে ভালো গায়ক?" তাই শুনে নিনো ভ্যালেন্টিকে হো-হো ক'রে হেসে উঠে চেয়ারে মাথা ঠুকতে দেখে জুল্‌স্‌ তো অবাক। রসিকতাটা তেমন কিছু ভালো হয়নি। তারপর হাসির দমকের সঙ্গে বোর্বনের গন্ধ নাকে আসতেই জুল্‌স্‌ টের পেলো এতো সকালেই মিঃ ভ্যালেন্টি, তা তিনি যে-ই হোন না কেন, প্রায় বুঁদ হয়ে আছেন।

বন্ধুর দিকে ফিরে একগাল হেসে জনি বললো, "এই ব্যাটা, তোর তো আমার রসিকতা শুনে হাসার কথা।"

যেমন ভেবেছিলো জুল্‌স, কথাটা শুনে ওরা ওর মতামতকে অনেকখানি গুরুত্ব দিলো। নিজের অপরাধ স্বীকার করাতে ওদের সম্বন্ধে উঁচু ধারণা হয়ে গেলো। ভ্যালেন্টি আগে নিজেকে সামলে নিয়ে বললো, "জনি যদি আপনার চিকিৎসা না চায়, আমার এক বান্ধবী আছে তাকে একবার দেখাই, তবে গলার দিকটা নয়।"

একটু ভয়ে-ভয়ে ফন্টেন বললো, "দেখতে কতোক্ষণ লাগবে?" জুল্‌স্‌ বললো, "দশ মিনিট।" কথাটা সত্যি নয়, কিন্তু জুল্‌স্‌ লোকের কাছে মিথ্যা বলায় বিশ্বাস করতো। ডাক্তারি করার সঙ্গে সত্যি কথা বলাটা খাপ খায় না, এক বিশেষ সঙ্কটের অবস্থা ছাড়া।

ফন্টেন বললো, "বেশ।" ভয়ের চোটে গলাটা আরো চাপা, আরো কর্কশ শোনালো।

জুল্‌স্‌ একজন নার্স আর একটা কন্‌সাল্টিং রুমের বন্দোবস্ত করলো। যা যা লাগবে সেখানে তার সব না থাকলেও যথেষ্ট ছিলো। জনির স্বরতন্ত্রীতে একটা কিছু গজিয়েছে এই তথ্য আবিষ্কার করতে দশ মিনিটও লাগলো না। খুবই সহজ কাজ। ঐ ব্যাটা টাকার, সাজগোজ করা হলিউডি ন্যাকাটা, ওরই এটা ধরা উচিত ছিলো। হায় খোদা, হয়তো ব্যাটার ডাক্তারি লাইসেন্সই নেই, আর থাকলেও সেটা ওর কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া উচিত। এখন আর জুল্‌স্‌ ওদের দ'জনের দিকে তাকিয়ে, ঐ হাসপাতালের গলার-চিকিৎসককে একবার আসার জন্য ফোন করে দিলো। তারপর নিনো ভ্যালেন্টির দিকে ঘুরে বসে বললো, "কিছুটা সময় নেবে। আপনি চলে গেলেই বোধ হয় ভালো হয়।"

ঘোর অবিশ্বাসের সঙ্গে জনি ফন্টেন জুল্‌সের দিকে তাকিয়ে বললো, "কি মনে করেছো, হারামজাদা, আমাকে এখানে আটকে রাখবে? আমার গলা নিয়ে ঘাঁটা-ঘাঁটি করবে?"

অতিশয় আনন্দের সঙ্গে–এতো আনন্দ পাবে জুল্‌স্‌ নিজেও ভাবেনি– জুল্‌স্‌ জনিকে স্পষ্ট কথা বললো, "আপনার যা খুশি করতে পারেন। আপনার স্বরতন্ত্রীতে একটা কিছু গজিয়েছে। এখানে কয়েক ঘন্টা থাকলে, জিনিসটা যে কি তা' সঠিক জানা যাবে, ক্যান্সার কিংবা ক্যান্সার নয় বোঝা যাবে। অপারেশন করাই ভালো, নাকি ওষুধপত্রে চলবে তাও স্থির করা যাবে। আমি আপনাকে সব কথা খুলে বলতে পারি। আমেরিকার একজন শ্রেষ্ঠ বিশেষজ্ঞের নাম দিতে পারি, তিনি আজ রাতেই প্লেনে ক'রে চলে আসতে পারেন, অবশ্য আপনি খরচ দিলে এবং আমি দরকার মনে করলে। কিংবা আপনি এখান থেকে চলে গিয়ে আপনার সেই হাতুড়ে বন্ধুকে দেখাতে পারেন, কিংবা ভেবে অস্থির হ'য়ে আর কাউকে দেখাতে পারেন, কিংবা অপারগ কারো কাছে ওরা আপনাকে পাঠাতে পারে। তারপর যদি সত্যি ক্যান্সার হয়, ওটা আরো বেড়ে যাবে, তখন আপনার গোটা স্বর-যন্ত্রটাকেই ওরা কেটে বাদ দিয়ে দেবে, নইলে মরে যাবেন। নয়তো স্রেফ বসে থাকতে পারেন। আমার কাছে কষ্ট ক'রে কয়েক ঘন্টা কাটালে অবস্থাটা পরিষ্কার হয়ে যাবে। খুব জরুরি কোনো কাজ আছে নাকি?"

ভ্যালেন্টি বললো, "এখানেই থাকা যাক, জনি, আবার কোন্‌ চুলায় যাবে? আমি হল-ঘরে গিয়ে স্টুডিওতে খবর দিচ্ছি। ওদের কিছুই জানাবো না, খালি বলবো একটু আটকা পড়ে গেছি। তারপর ফিরে এসে তোমার কাছে বসে থাকব।"

দুপুরটা ম'নে হলো কাটতেই চায় না, কিন্তু ফল ভালো হলো। হাসপাতালের গলা-চিকিৎসক নির্ভুলভাবেই রোগ নির্ণয় ক'রে দিলেন; এক্স-রে সোয়াব বিশ্লেষণ ইত্যাদি দেখে জুল্‌সের অন্ততঃই তাই মনে হলো। মুখ ভরা আয়োডিন, গালের মধ্যে গোঁজা রোলের ওপর দিয়ে ওয়াক্‌ ক'রে মাঝ পথে জনি ফন্টেন উঠে যায় আর কি। নিনো ভ্যালন্টি ওর কাঁধ ধরে চেপে আবার ওকে চেয়ারে বসিয়ে দিলো। সব হয়ে গেলে ফন্টেনের দিকে তাকিয়ে, দাঁত বের ক'রে হেসে জুল্‌স্‌ বললো, "আঁচিল।"

ফন্টেন প্রথমে বুঝতেই পারেনি। জুল্‌স্‌ আবার বললো, "কয়েকটা আঁচিলের মতো হয়েছে। বড় সসেজের ছাল ছাড়ায় যেমন ক'রে সেইভাবে ওগুলোকে ছাড়িয়ে আনা হবে। কয়েক মাসের মধ্যে আপনি একেবারে ভালো হয়ে যাবেন।"

শুনে ভ্যালেন্টি আনন্দের চোটে চেঁচিয়ে উঠলো, কিন্তু ফন্টেন তখনো ভুরু কুঁচকে বললো, "তারপর গান গাওয়া? আমার গান গাওয়ার কি হবে?"

জুল্‌স্ কাঁধ তুলে বললো, "সে-বিষয়ে তো আর কোনো গ্যারান্টি দেয়া যায় না। কিন্তু এখনো তো গাইতে পারছেন না, কি আর ক্ষতি হবে?"

বিরূপভাবে ওর দিকে তাকিয়ে ফন্টেন বললো, "কি বলছো, নিজেই তার মানে বুঝতে পারছো না, ছোকরা। তোমার ভাবখানা যেন আমাকে কতোই না সুখবর দিচ্ছো, আসলে বলতে চাইছো যে হয়তো আর কোনো দিনই গাইতে পারবো না। ঠিক কি না, হয়তো আর কোনো দিন গাইতে পারবো না?"

শেষ পর্যন্ত জুল্‌সের ঘেন্না ধরে গিয়েছিলো। সত্যিকারের ডাক্তারের কাজই সে করেছিলো, করে আনন্দও পেয়েছিলো। এই হতভাগার একটা বড় উপকার করেছিলো, অথচ এর ভাব দেখে মনে হচ্ছিলো যেন ওর খুব ক্ষতি করা হয়েছে। ঠাণ্ডা গলায় জুল্‌স্ বললো, "শুনুন মিঃ ফন্টেন, আমি একজন পাস-করা ডাক্তার, আমাকে ডাক্তার ব'লে সম্বোধন করবেন, ছোকরা ব'লে নয়। আপনাকে সত্যিই সুখবর দিয়েছি। আপনাকে যখন এখানে নিয়ে এসেছিলাম, ভেবেছিলাম নিশ্চয়ই শব্দ-যন্ত্রে ক্যান্সার হয়েছে, অর্থাৎ সবটা কেটে বাদ দিতে হবে। তার ফলে মরেও যেতে পারতেন। আমার ভাবনা হচ্ছিলো যে হয়তো আপনাকে বলতে হবে আপনার মৃত্যু নির্ধারিত। সেইজন্য যখন 'আঁচিল' কথাটা বলতে পারলাম, বড় খুশি হয়েছিলাম। কারণ আপনার গান শুনে আনন্দ পেয়েছি, কম বয়সে ঐ গানের জোরেই কতো মেয়ে বাগিয়েছি, সত্যিকার শিল্পী আপনি। কিন্তু সেই সঙ্গে আদর দিয়ে দিয়ে আপনার মাথাও খাওয়া হয়েছে। আপনার কি ধারণা যে আপনি জনি ফন্টেন ব'লে আপনার ক্যান্সার হতে পারে না? কিংবা ব্রেনে এমন টিউমার হতে পারে না যার কোন উপায় নেই? কিংবা আপনার হৃদ্‌যন্ত্রের কাজ বন্ধ হতে পারে না? আপনি কি ভাবেন আপনি কোনো দিনও মরবেন না? সবটাই শুধু মধুর সঙ্গীত নয়, যদি সত্যিকার দুঃখ-কষ্ট দেখতে চান তো এই হাসপাতালটার ভেতর দিয়ে একবার হেঁটে যান, তখন গলা দিয়ে আঁচিল সম্বন্ধে প্রেমের গান বের হবে। কাজেই বাজে কথা বন্ধ ক'রে কাজে নামুন। আপনার ঐ অ্যাডলফ্ মেন্‌জুর মতো দেখতে ডাক্তারটি আপনার জন্য ভালো সার্জন ঠিক ক'রে দিতে পারে কিন্তু সে নিজে যদি অপারেশনের ঘরে ঢোকার চেষ্টা করে, তাহলে আমি বলি কি ওকে খুনের চেষ্টার অভিযোগে পুলিশের হাতে দিয়ে দিন।"

জুল্‌স্ এই ব'লে ঘর থেকে বেরিয়েই যাচ্ছিলো, এমন সময় ভ্যালেন্টি বললো, "বাহবা, ডাক্তার, বেশ বলেছেন!"

চট ক'রে ঘুরে দাঁড়িয়ে জুল্‌স্ জিজ্ঞেস করলো, "বেলা বারোটার আগেই কি রোজ আপনার নেশা হয়?"

ভ্যালেন্টি বললো, "নিশ্চয়।" বলে এমন প্রসন্ন সরলতার সঙ্গে দাঁত বের ক'রে হাসতে লাগলো যে জুল্‌স্ যতোটা ভেবেছিলো তার চাইতেও নরম গলায় বললো, "ওভাবে চললে কিন্তু পাঁচ বছরের মধ্যে খতম হয়ে যাবেন, মনে থাকে যেনো।"

নাচের ভঙ্গিতে ছোট-ছোট পা ফেলে জুল্‌সের দিকে এগিয়ে এসে ভ্যালেন্টি ওকে দু হাতে জড়িয়ে ধরলো। ওর নিশ্বাসে বোর্বনের গন্ধ। বেশি বেশি হাসছিলো সে, 'পাঁচ বছর?" হাসতে-হাসতে জিজ্ঞেস করলো, "এতো বেশি দিন লাগবে?"

অপারেশনের এক মাস বাদে লুসি মানচিনি ভেগাস হোটেলের সুইমিংপুলের পাশে এক হাতে একটা কক্‌টেলের গ্লাস নিয়ে বসে ছিলো। অন্য হাতটা ওর কোলে রাখা জুল্‌সের মাথায় বুলাচ্ছিলো।

ঠাট্টা ক'রে জুল্‌স্ বললো, "সাহস সঞ্চয় করার কোনো দরকার নেই। আমাদের ঘরে শ্যাম্পেন অপেক্ষা ক'রে আছে।"

লুসি জিজ্ঞেস করলো, "এতো শিগ্‌গির কিছু হবে না তো?" জুল্‌স্ বললো, "আমি হলাম ডাক্তার। আজ সেই পরম রাত। বুঝতে পারছো কি ডাক্তারি ইতিহাসে আমিই হলাম প্রথম ডাক্তার যে তার নিজের কর্ম নিজেই পরীক্ষা করবে। জানোই তো 'পূর্বে এবং পরে'। এ-বিষয়ে কাগজে লিখতে আমার খুব ভালো লাগবে। দাঁড়াও দেখি, যদিও মানসিক কারণে এরা চিকিৎসক-অধ্যাপকের দক্ষতার কারণে পূর্বের অনুষ্ঠানটিও আনন্দদায়ক ছিলো, অস্ত্রোপচারের পরবর্তী কালের রতি-ক্রিয়া অতিশয় সুফলপ্রসূ ছিলো, যেহেতু স্নায়ুঘটিত–" ঐখানে থামতে হয়েছিলো, কারণ লুসি এমন জোরে ওর চুল ধরে টেনেছিলো যে জুল্‌স্ ব্যথার চোটে চেঁচিয়ে উঠেছিলো।

মাথা নিচু করে ওর দিকে চেয়ে হেসেছিলো লুসি, বলেছিলো, "আজ যদি খুশি না হও, তাহলে বলতে হবে তোমারই দোষ।"

জুল্‌স্ বললো, "আমার কাজের গ্যারান্টি দিচ্ছি। যদিও কেল্‌নার বুড়াকে হাতের কাজটুকু করতে দিয়েছিলাম, পরিকল্পনাটা আমার। এখন একটু বিশ্রাম করা যাক, আমাদের সামনে রয়েছে দীর্ঘ রাতের গবেষণা।"

তারপর যখন ওরা ঘরে গেলো–আজকাল ওরা একসঙ্গেই থাকতো–লুসি দেখে ওকে অবাক ক'রে দেবার ব্যবস্থা হয়েছে : ভোজন-বিলাসীর খাদ্য আর ওর শ্যাম্পেনের গ্লাসের পাশে একটি গয়নার বাক্স, তাতে একটা হীরে-বসানো বাদগানের আংটি।

জুল্‌স্ বললো, "নিজের কাজের ওপর আমার কতোখানি আস্থা, এটা তারই প্রমাণ। এবার দেখবো তুমি তার কতোখানি যোগ্য।"

স্নেহময় আর কোমল জুল্‌সের আচরণ। গোড়ায় লুসি একটু ভয় পাচ্ছিলো, জুল্‌সের স্পর্শে ওর শরীর সঙ্কুচিত হচ্ছিলো, কিন্তু তারপর আত্ম-প্রত্যয় জন্মালো, সমস্ত দেহে এমন প্রবল কামনার প্রবাহ সঞ্চারিত হলো, যেমনটা আর কখনো হয়নি। প্রথম মিলনের পর জুল্‌স্ ওর কানে কানে বললো, "আমার কাজটা ভালোই।" ফিসফিস ক'রে লুসি বললো, "সত্যি ভালো, সত্যি ভালো।" পরস্পরের দিকে চেয়ে হেসেছিলো ওরা, তারপর আবার প্রেমের খেলা শুরু করেছিলো।

তেইশ

সিসিলিতে পাঁচ মাসের নির্বাসনের পর মাইকেল কর্লিয়নি তার বাবার চরিত্র আর নিয়তির কথা বুঝতে পারলো। লুকা ব্রাসিকে, নির্মম ক্যাপোরেজিমি ক্লেমেন্‌জাকে, নিজের মায়ের আত্মসমর্পণ এবং নির্ধারিত ভূমিকা মেনে নেয়া, এসবই মাইকেল বুঝতে পারলো। ভাগ্যের সঙ্গে লড়াই না করলে, ওদের যে কি অবস্থা হতো, সিসিলি গিয়ে মাইকেলের সে জ্ঞান

হয়েছিলো। এবার সে বুঝতে পারলো ডন কেন সবসময় বলেন, "মানুষের একটাই মাত্র নিয়তি থাকে।" কর্তৃপক্ষের কিংবা আইন সম্বলিত সরকারের প্রতি অবজ্ঞা, যারা নীরবতার, অর্থাৎ 'ওমের্তা'র নিয়ম ভঙ্গ করে, তাদের প্রতি কেন ঘৃণা হয়, ক্রমে ক্রমে এ সমস্তরই মানে উপলব্ধি করলো মাইকেল।

পুরনো কাপড়-চোপড় পরিয়ে, মাথায় টুপি দিয়ে, মাইকেলকে পালের্মোর জাহাজ-ঘাট থেকে সিসিলি দ্বীপের অভ্যন্তরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিলো, একটা মাফিয়া পরিচালিত প্রদেশের একেবারে কেন্দ্রস্থলে, সেখানকার নেতা এক সময় মাইকেলের বাবার কাছ থেকে বড় রকমের উপকার পেয়েছিলেন। এই প্রদেশেই কর্লিয়নি শহর অবস্থিত; বহুকাল আগে বাবা যখন আমেরিকায় চলে গিয়েছিলেন, এই শহরের নামেই নিজের নামকরণ করেছিলেন। কিন্তু ডনের আত্মীয়-স্বজনরা এখন আর কেউ জীবিত ছিলো না। মেয়েরা সবাই বুড়ো হয়ে মারা গিয়েছিলো। পুরুষদের অনেকে গৃহ-যুদ্ধে প্রাণ দিয়েছিলো, বাকিরা আমেরিকা কিংবা ব্রাজিল, কিংবা ইতালির অন্য প্রদেশে চলে গিয়ে বসবাস করছিলো। পরে মাইকেল শুনেছিলো যে এই ছোট গরীব গ্রামটির খুনের হার পৃথিবীর মধ্যে সব চাইতে বেশি।

সেই মাফিয়া নেতার এক চিরকুমার ফুপার বাড়িতে অতিথি হলো মাইকেল। ফুপার বয়স সত্তর, সে ঐ অঞ্চলের ডাক্তারও বটে। মাফিয়া নেতার নাম ডন টমাসিনো, পঞ্চাশের কোঠার শেষের দিকে বয়স, সিসিলির সব চাইতে অভিজাত এক পরিবারের বিশাল সম্পত্তির তত্ত্বাবধান করতেন। এই ধরনের তত্ত্বাবধায়কদের বলা হতো 'গ্যাবেলোতো', তাদের আরেকটা কাজ ছিলো খেয়াল রাখা গরীবরা যাতে পতিত জমি দখল ক'রে না বসে, কিংবা বে-আইনীভাবে যাতে মালিকের জমিতে শিকার না করে বা ফসল না তোলে। মোট কথা, গ্যাবেলোতোরা ছিলো মাফিয়াদেরই লোক, তারা টাকার বিনিময়ে গরীবদের সব রকম ন্যায্য কিংবা অন্যায় দাবির হাত থেকে ধনী মুনিবদের সম্পত্তি রক্ষা করতো। গরীব চাষীরা যদি আইনের অধিকার নিয়ে কোনো পতিত জমি চাষ করার চেষ্টা করতো, তাহলে গ্যাবেলোতোরা তাদের মারপিট ক'রে কিংবা হত্যার ভয় দেখিয়ে ভাগিয়ে দিতো। কাজটা সহজই ছিলো।

ঐ অঞ্চলে পানি বণ্টনের অধিকারও ছিলো ডন টমাসিনোর; ওখানে রোম সরকার কোনো নতুন বাঁধ তৈরির পরিকল্পনা করলে তিনি সেটা নাকচ করে দিতেন। বাঁধ হলে, তার হাতে যেসব আর্টেজীয় কুয়া ছিলো তার লাভজনক পানি বিক্রির ব্যবসাটি যে মাটি হবে। পানি খুবই সস্তা হয়ে যাবে, শত শত বছর ধরে কষ্ট ক'রে এই যে একটা গুরুত্বপূর্ণ পানি সরবরাহের নীতি গড়ে তোলা হয়েছিলো, সেটাও নষ্ট হয়ে যাবে । সে যাই হোক, ডন টমাসিনো ছিলেন একজন সেকেলে মাফিয়া নেতা, তিনি মাদক দ্রব্যের, কিংবা বেশ্যার ব্যবসা করতেন না। এই ক্ষেত্রে, পালের্মোর মতো বড়-বড় শহরে যে সব নব্য মাফিয়া নেতারা দেখা দিচ্ছিলো, তাদের ওপর ইতালিতে নির্বাসিত মার্কিনী গুণ্ডাদের প্রভাব পড়েছিল বেশি, তাদের কিন্তু অত-শত বাছ-বিচার ছিলো না।

এই মাফিয়া নেতাটি ছিলেন বেজায় মোটা, যাকে স্থানীয় ভাষায় বলা হতো 'পেটওয়ালা মানুষ', দৈহিক ভাবেও, আবার আলঙ্কারিক ভাষাতেও ও-কথার মানে দাঁড়ায় 'যে মানুষকে সকলে ভয় ও সম্ভ্রম করে'। তার পৃষ্ঠপোষকতায় থাকলে মাইকেলের কোনো ভয়ের কারণ থাকবে না; তবু ওর পরিচয়টাকে গোপন রাখতে হয়েছিলো! কাজেই ডনের ফুপা ডঃ তাজার পাঁচিল দিয়ে ঘেরা বাগানের মধ্যেই মাইকেল আবদ্ধ থাকতো।

সিসিলিয়র হিসেবে ডঃ তাজা ছিলেন খুব লম্বা, প্রায় ছ'ফুট, লাল-লাল গাল, ধবধবে সাদা চুল। সত্তরের ওপর বয়স হলেও তিনি প্রতি সপ্তাহে পালের্মো যেতেন, ওখানকার তরুণী বেশ্যাদের হ্যালো জানাতে, তাদের বয়স যতোই কম হতো, ততোই ভালো। ডঃ তাজার অপর দুর্বলতা ছিলো বই পড়া। সব কিছু পড়তেন তিনি, তারপরে সে-বিষয়ে গ্রামের অন্য লোকদের কাছে, তার রুগিদের কাছে–তাদের বেশির ভাগই ছিলো নিরক্ষর চাষা–আর জমিদারের রাখালদের কাছে গল্প করতেন। এর ফলে স্থানীয় লোকরা তাকে বুদ্ধু বলতো। বইয়ের সঙ্গে তাদের সম্বন্ধ কি?

সন্ধ্যাবেলায় ডঃ তাজা, ডন টমাসিনো মাইকেলের সঙ্গে বিশাল বাগানে বসে থাকতেন। বাগানে রাশি-রাশি শ্বেত পাথরের মূর্তি সাজানো ছিলো, মনে হতো ওখানকার কড়া রসে ভরা কালো আঙুরের মতোই মূর্তিগুলোও বুঝি মাটি থেকে গজিয়ে উঠেছে। ডঃ তাজা মাফিয়ার বিষয়ে এবং তাদের শত শত বছরের কীর্তিকলাপের বিষয়ে গল্প বলতে ভালোবাসতেন, মাইকেল কর্লিয়নি মুগ্ধ হয়ে শুনতো। এমন কি মাঝে মাঝে সন্ধ্যার মধুর বাতাসের, ফলের গন্ধে ভরা কড়া মদের আর বাগানটির শান্ত আরামের প্রভাবে, ডন টমাসিনো পর্যন্ত অভিভূত হয়ে গিয়ে তার নিজের অভিজ্ঞতার দু'একটা গল্প বলতেন।

সেই প্রাচীন বাগানে বসে মাইকেল কর্লিয়নি তার বাবার বংশের মূল কোথায় বুঝতে পেরেছিলো। 'মাফিয়া' শব্দের আদি অর্থ হলো 'আশ্রয়স্থল'। তারপর নামটা বলতে বোঝাতো যে দেশের আর দেশের লোকদের ওপর সরকার শত শত বছর ধরে অত্যাচার করে এসেছে, তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার জন্য যে-সংগঠন আপনা থেকে গড়ে উঠেছিলো সেটিকে। পৃথিবীর ইতিহাসে সিসিলির মতো আর কোনো দেশকে এমন নিষ্ঠুরভাবে ধর্ষণ করা হয়নি। যোমক 'ইনকুইজিশন' অর্থাৎ ধর্মযাজকদের শাসন, ধনী-দরিদ্র্যের ওপর সমানভাবে অত্যাচার করতো। বড়-বড় জমিদারদের আর ক্যাথলিক চার্চের রাজ-পুরুষদের ওখানকার রাখালদের আর চাষীদের ওপর অসীম প্রতিপত্তি ছিলো। পুলিশ বিভাগ তাদের হাতের ক্রীড়নক ছিলো, তাদের সঙ্গে এমন ভাবে অঙ্গীভূত ছিলো যে সিসিলিয়ানদের পক্ষে কাউকে 'পুলিশম্যান' বলার চাইতে জঘন্য গালি ছিলো না।

এই বাধাবন্ধহীন পাশবিক ক্ষমতার সম্মুখীন হয়ে নিপীড়িত দেশবাসীরা একেবারে নিষ্পেষিত হয়ে যাবার ভয়ে, নিজেদের রাগ-বিদ্বেষ সর্বদা গোপন ক'রে রাখতে শিখেছিলো। এও শিখেছিলো যে শত্রুকে শাসালে নিজেদেরই দুর্বলতা প্রকাশ করা হয়, কারণ সঙ্গে সঙ্গে পাল্টা আক্রমণ আসে। ওরা শিখেছিলো সমাজ ওদের শত্রু, কাজেই অন্যায়ের প্রতিকার চাইতে হলো গোপনে বিদ্রোহী মাফিয়ার কাছে যেতে হয়। ওদিকে মাফিয়া সংগঠনও 'ওমের্তা' অর্থাৎ নীরবতার নিয়ম প্রবর্তন ক'রে নিজেদের ক্ষমতার ভিত্তি আরো দৃঢ় করে এনেছিলো। সিসিলির পাড়া-গাঁয়ে অচেনা কেউ এসে যদি নিকটতম শহরের যাবার পথ জিজ্ঞেস করতো, স্থানীয় লোকরা তার প্রশ্নের উত্তর দেবার ভদ্রতাটুকুও দেখাতো না। মাফিয়া-সদস্যর পক্ষে ঘোরতম অন্যায় কাজ হলো কেউ তাকে গুলি করলে বা অন্য কোনো ক্ষতি করলে পুলিশের শরণাপন্ন হওয়া। ওমের্তাই স্থানীয় লোকদের ধর্ম হয়ে দাঁড়ালো। কোনো মেয়ের স্বামীকে কেউ খুন করলে, পুলিশের কাছে সে স্বামীর হত্যাকারীর নাম প্রকাশ করতো না, সন্তানের হত্যাকারীর নামও নয়, কন্যার যে ধর্ম নষ্ট করেছে তার নামও নয়।

কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে কোনো কালেও ন্যায়বিচার পাওয়া যায়নি, কাজেই দেশবাসীরা রবিন হুডের মতো যে দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করতো, সেই মাফিয়ারই শরণ নিতো। মাফিয়াও অনেকাংশে এই ভূমিকা সার্থকভাবে সম্পাদন করতো। কোনো বিপদের অবস্থা ঘটলেই দেশবাসীরা স্থানীয় মাফিয়া নেতার সাহায্য চাইতো। তিনিই তাদের সমাজসেবক, তাদের আঞ্চলিক কর্তা, খাবারের ঝুড়ি আর চাকরি নিয়ে তিনিই সর্বদা প্রস্তুত থাকতেন; তিনিই তাদের রক্ষক ছিলেন।

কিন্তু ডঃ তাজা যে কথার উল্লেখ করেননি পরবর্তী ক'মাসে মাইকেল নিজে আবিষ্কার করেছিলো, সেটি হলো আজকাল সিসিলির মাফিয়া সংগঠন বড়লোকদের বে-আইনী অনুচরে পরিণত হয়েছিলো, এমন কি ওদেরকে ও-দেশের ন্যায্য রাজনৈতিক ব্যবস্থার সহকারীও বলা চলতো। সিসিলির মাফিয়া তখন একটা অধঃপতিত ধনিক সংগঠন হয়ে দাঁড়িয়েছিলো, তারা গণতন্ত্রবিরোধী এবং উদারতাবিরোধী হয়ে গিয়েছিলো। যে কোনো ব্যবসার ওপর তারা নিজেদের কর চাপাতো, তা সে যতো অকিঞ্চিৎকর ব্যবসাই হোক না কেন।

এই প্রথম মাইকেল কর্লিয়নি বুঝতে পারলো ওর বাবার মতো লোকেও কেন ন্যায্য সমাজের সভ্য না হয়ে চোর-খুনি হয়ে গিয়েছিলেন। যে-কোনো তেজী পুরুষের পক্ষে এই ভীষণ দারিদ্র্য, ভীতি, হীনতা মেনে নেয়া অসম্ভব। কোনো কোনো সিসিলিয় আমেরিকাতে গিয়ে বসবাস করলেও, ধরে নিয়েছিলো সেখানকার কর্তৃপক্ষও সিসিলির মতোই নিষ্ঠুর।

ডঃ তাজা মাইকেলকে পালের্মোর বেশ্যাবাড়িতে তার সাপ্তাহিক যাত্রার সঙ্গী করতে চেয়েছিলেন। মাইকেল রাজি হয়নি। সিসিলিতে পালিয়ে আসাতে ওর ভাঙা চোয়ালের যথাযোগ্য চিকিৎসা হয়নি, এখনো সে মুখের বাঁ দিকটাতে ক্যাপ্টেন ম্যাক্‌ক্লাস্কির স্মৃতিচিহ্ন নিয়ে বেড়াতো। হাড়গুলো বাঁকা হয়ে জোড়া লেগেছিলো, এক পাশ থেকে দেখলে মুখটাকে তির্যক দেখাতো, কেমন একটু দুশ্চরিত্র মনে হতো। নিজের চেহারা সম্বন্ধে মাইকেলের মনে সবসময়ই একটু গর্ব ছিলো, এই কারণে ও মনে কষ্ট পেতো, এতোটা কষ্ট পাবে নিজেও ভাবতে পারতো না। সঙ্গে সঙ্গে একটা ব্যথাও আসতো যেতো, তাতে ওর ততোটা এসে যেতো না, ডঃ তাজা বড়ি খাইয়ে বেদনাবোধ বন্ধ করতেন। তাজা ওর মুখের চিকিৎসা করতে চেয়েছিলেন, মাইকেল রাজি হয়নি। সিসিলিতে এতোদিন বাস করার ফলে ও বুঝেছিলো যে তাজা বোধহয় সেখানকার সব চাইতে বাজে ডাক্তার। ডাক্তারি বইপত্র ছাড়া তিনি সব কিছু পড়তেন, নিজেই স্বীকার করতেন যে ও-সব তিনি বুঝতেই পারেন না। সিসিলির প্রধান মাফিয়া নেতার সুপারিশে তিনি তার ডাক্তারি পরীক্ষা পাস করেছিলেন। সে ভদ্রলোক এই উদ্দেশ্যেই পালের্মো গিয়ে তাজার অধ্যাপকদের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে এসেছিলেন তাজাকে কি রকম নম্বর দেয়া যেতে পারে। এর থেকেই বোঝা যাচ্ছে সিসিলির মাফিয়া সংগঠন যে সমাজে বাস করতো, তারই দেহে কর্কট রোগের মতো কুরে কুরে খেতো। কাজের কোনো মুল্যই ছিলো না। সিসিলির গড ফাদার উপহারের মতো অনুগতদের পেশা দান করতেন।

সব বিষয়ে চিন্তা ক'রে দেখার যথেষ্ট সময় ছিলো মাইকেলের হাতে। দিনের বেলায় সে পল্লী অঞ্চলে ঘুরে বেড়াতো, সঙ্গে থাকতো ডন টমাসিনোর জমিদারির দু'জন রাখাল। সিসিলি দ্বীপের রাখালরা অনেক সময় মাফিয়াদের ভাড়াটে খুনির কাজ করতো; একাজ তারা করতো

স্রেফ জীবিকার জন্য। মাইকেল তার বাবার সংগঠনের কথা ভাবতো। ঐ সংগঠন যদি আরো সাফল্য লাভ করে, তাহলে এই দ্বীপের সংগঠনের মতোই তার দশা হবে, ক্যান্সার রোগের মতো তার বিষময় প্রতিক্রিয়া সমস্ত দেশটাকে নষ্ট ক'রে দেবে। সিসিলি তো এরই মধ্যে একটা ভূতের দেশ হয়ে গেছে। খাওয়া-পরার টাকা রোজগার করার জন্য, কিংবা নিজেদের রাজনৈতিক অথবা অর্থনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করার ফলে হত্যার হাত থেকে বাঁচার জন্য, পুরুষরা দেশত্যাগী হয়ে পৃথিবীর সব জায়গায় চলে যাচ্ছিলো।

অনেক দূরে বেড়াতে গিয়ে, দেশটার সৌন্দর্য দেখে মাইকেল সব চাইতে প্রভাবিত হতো। এখানে-ওখানে কমলার বাগান, খাদের মধ্যে গভীর ছায়া রচনা ক'রে রেখেছিলো, জিশুর জন্মের আগে তৈরি বিশাল দাঁতালো সাপের মুখ দেয়া নালার মধ্য দিয়ে বাগানে পানি ঝরে পড়তো। বাড়িগুলো প্রাচীন রোমক বাগানবাড়ির ধাঁচে তৈরি, শ্বেত-পাথরের বিশাল প্রবেশদ্বার, প্রকাণ্ড খিলান দেয়া ঘর, সব ভেঙে-চুরে ধ্বংস-স্তূপে পরিণত হয়ে যাচ্ছিলো, সব বে-ওয়ারিশ ভেড়াদের আবাস। দূর-দিগন্তের পাহাড়গুলো সাদা হয়ে যাওয়া পুরনো ন্যাড়া হাড়ের ঢিপির মতো চকচক করতো। সেই মরুভূমির মতো দৃশ্যপটে উজ্জ্বল সবুজ বাগান আর ক্ষেত দেখে মনে হতো যেন মাটির গলায় ঝক-ঝকে সবুজ পান্নার হার শোভা পাচ্ছে। মাঝে মাঝে মাইকেল কর্লিয়নি গ্রাম পযর্ন্ত হেঁটে যেতো, সেখানকার নিকটতম পাহাড়ের গায়ে বাড়ি ক'রে আঠারো হাজার স্থানীয় বাসিন্দারা থাকতো। মনে হতো পাহাড়ে সারি-সারি দাগ পড়েছে।

দরিদ্রের কুটির সব, পাহাড়ের গা কেটে কালো পাথর বের ক'রে তাই দিয়ে তৈরি। গত এক বছরে কর্লিয়নিতে ষাটটা খুন হয়েছিলো, মনে হতো শহরটার ওপর মৃত্যুর ছায়া পড়ে আছে। আরো দূরে চাষের জমির কঠিন একঘেয়েমি ভেঙে ফিকুৎসার বিস্তীর্ণ বনভূমি।

মাইকেলের সঙ্গে বের হলে তার দেহরক্ষীরা সবসময় বন্দুক নিতো। এই বন্দুককে বলা হতো 'লুপারা', এই মারাত্মক সিসিলিয় শর্ট গান ছিলো মাফিয়াদের প্রিয় অস্ত্র। মুসোলিনি যখন সিসিলি থেকে মাফিয়া ক্ষমতা একেবারে দূর ক'রে দেবার জন্য একজন পুলিশের কর্তাব্যক্তিকে পাঠিয়েছিলেন, তার প্রথম কাজের মধ্যে একটি ছিলো সিসিলিতে যেখানে যতো পাথরের দেয়াল ছিলো, সবগুলো ভেঙে মাত্র তিন ফুট উঁচু পর্যন্ত রাখা, যাতে লুপারা হাতে খুনিরা দেয়ালের পেছনে লুকিয়ে থেকে খুন করতে না পারে। এতে অবশ্য খুব একটা সুবিধা হয়নি, শেষ পর্যন্ত যতো পুরুষমানুষকে মাফিয়া সমর্থক ব'লে সন্দেহ হয়েছিলো, সব ক'টাকে ধরে দ্বীপান্তরিত করে, তবে ঐ নেতা তার সমস্যার সমাধান করতে পেরেছিলেন।

মিত্রপক্ষের সৈন্য যখন সিসিলিকে মুক্ত করে, তখন মার্কিনী সামরিক সরকারের ধারণা ছিলো ফ্যাসিস্ট শাসনকালে যাকেই জেলে ভরা হয়েছিলো, সে নিশ্চয়ই গণতন্ত্রবাদী। কাজেই মার্কিনীরা আসার পরে মাফিয়া সমর্থকদের অনেকেই গ্রামের মেয়রের পদে, কিংবা সামরিক সরকারের দোভাষীর পদে বহাল করা হয়েছিলো। এই সৌভাগ্যের ফলে মাফিয়া ক্ষমতা আবার পুনর্গঠিত হ'য়ে আগের মতোই বিপজ্জনক হয়ে উঠেছিলো।

অনেক দূর বেড়ানো এবং রাতে এক বোতল কড়া মদ আর এক প্লেট 'পাস্তা' আর মাংস খাওয়ার ফলে মাইকেলের কিছুটা ঘুম হতো। ডঃ তাজার লাইব্রেরিতে ইতালিয় ভাষায় লেখা

অনেক বই ছিলো। যদিও মাইকেল প্রাদেশিক ইতালিয় ভাষা বলতে পারতো আর কলেজেও ইতালিয়ান পড়েছিলো, তবু অনেক সময় ও শ্রম স্বীকার ক'রে তবে বইগুলি পড়তে হতো। শেষ পর্যন্ত ওর উচ্চারণে আর বিদেশী টান শোনা যেতো না এবং যদিও নিজেকে স্থানীয় অধিবাসী বলে চালাতে পারতো না, তবু লোকে মনে করতো যে, সুইট্জারল্যাণ্ড আর জার্মানীর সীমানার কাছে সুদূর উত্তর ইতালি থেকে এই অদ্ভূত মানুষটি এসেছে।

মুখের বাঁ দিকটার জন্য ওকে আরো এদিকের লোক ব'লে মনে হতো। চেহারার এ ধরনের বিকৃতি সিসিলিতে প্রায়ই দেখা যেতো, কারণ এখানে চিকিৎসার খুবই অভাব। টাকার অভাবে ছোট-খাটো আঘাতের চিকিৎসা হতো না। অনেক ছেলে-বুড়োর শরীরে এমন বিকৃতি দেখা যেতো, যা আমেরিকাতে সামান্য একটু অস্ত্রোপচার কিংবা ডাক্তারির সাহায্যে শুধরে দেয়া হয়ে থাকে।

মাইকেল প্রায়ই কে'র কথা ভাবতো, তার হাসি, তার দেহ। তার কাছ থেকে একটি বিদায়ের কথা না বলে চলে আসার জন্য কেবলই বিবেক দংশন করতো। আশ্চর্যের বিষয়, ঐ যে দু'টো লোককে খুন ক'রে চলে এসেছিলো, তাদের ব্যাপারে বিবেক কিছু বলতো না। সলোৎসো তো মাইকেলের বাবাকে মারার চেষ্টা করেছিলো আর ক্যাপ্টেন ম্যাক্ক্লাস্কি চিরকালের মতো ওকে মুখটা বিকৃত ক'রে দিয়েছে।

মাইকেলের মুখের চিকিৎসা করার জন্য ডঃ তাজ কেবলই পীড়াপীড়ি করতেন, বিশেষত মাইকেল যখন ব্যথার ওষুধ চাইতো। যতোই দিন যেতে লাগলো ব্যথাটাও আরো তীব্র, আরো ঘন-ঘন হতে লাগলো। তাজা বুঝিয়ে বলেছিলেন যে চোখের নিচে মুখের একটা স্নায়ু থেকে অনেকগুলো স্নায়ু বেরিয়ে চারদিকে ছড়িয়ে থাকে। মাফিয়া উৎপীড়কদের ঐ জায়গাটা খুব পছন্দ ছিলো; উৎপীড়িতের গালের ঠিক ঐ স্থানটি বেছে নিয়ে ঐখানে বরফ ভাঙার গাঁইতির সুঁচের মতো সরু ডগা দিয়ে ওরা খোঁচা দিতো। মাইকেলের মুখের ঐ স্নায়ুটিই জখম হয়েছিলো। পালের্মোর হাসপাতালে গিয়ে সামান্য একটু অস্ত্রোপচার করিয়ে নিলে, চিরদিনের মতো ব্যথাটা দূর হবে।

মাইকেল যেতে অস্বীকার করলো। ডাক্তার জিজ্ঞেস করলেন তার কারণ কি, এক গাল হেসে মাইকেল বললো, "ওটা বাড়ি থেকে নিয়ে আসা জিনিস।"

ব্যথাতে ওর বিশেষ এসে যেতো না, সামান্য একটু টন-টন করতো, খুলির মধ্যে একটু স্পন্দনের মতো, ঠিক যেন কোনো যন্ত্র চালিয়ে পরিষ্কার করার জন্য জলীয় পদার্থে ডুবিয়ে রাখা হয়েছে।

প্রায় সাত মাস ধরে অলস পল্লী-জীবন কাটাবার পর মাইকেলের সত্যিই একঘেয়ে লাগতে আরম্ভ করলো। এই সময়ে ডন টমাসিনোও কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন, বাগান-বাড়িতে তাকে খুব একটা দেখাই যেতো না। পালের্মোতে নব্য মাফিয়া দলের উত্থান হয়ছিলো, তারা ঐ শহরের যুদ্ধোত্তর গৃহনির্মাণ কাজে কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা কামাচ্ছিলো। সেই টাকার জোরে তারা পুরনো মাফিয়া নেতাদের জমিদারিতে অনধিকার প্রবেশ করার চেষ্টা করছিলো। বুড়ো নেতাদের ওরা তাচ্ছিল্য ক'রে বলতো 'মছুয়া-সরদার'। ডন টমাসিনো কাজেই নিজের সম্পত্তির নিরাপত্তা রক্ষা করতে ব্যস্ত ছিলেন। সুতরাং মাইকেলও তার সঙ্গ থেকে বঞ্চিত ছিলো এবং ডঃ তাজার গল্প শুনেই সন্তুষ্ট থাকতে হচ্ছিলো, এতো দিনে তিনিও আবার পুরনো গল্পের পুনরাবৃত্তি শুরু করেছিলেন।

একদিন সকালে মাইকেল স্থির করলো কর্লিয়নি পেড়িয়ে পাহাড়ের মধ্যে অনেক দূর পর্যন্ত বেড়াতে যাবে। বলা বাহুল্য, সঙ্গে গেলো সেই দুই রাখাল-দেহরক্ষী। কর্লিয়নি পরিবারের শত্রুদের কারণে এ ব্যবস্থা করা হয়নি। সত্যি সত্যিই, স্থানীয় লোক ছাড়া কারো পক্ষে ওভাবে একলা বেড়ানো নিরাপদ ছিলো না। স্থানীয় লোকদেরও বিপদ ঘটতে পারতো। ঐ অঞ্চলে চোর-ডাকাত গিজ-গিজ করতো, তার ওপর মাফিয়া দলগুলোও নিজেদের মধ্যে মারা-মারি করতো, তাতে আশে-পাশে সবারই বিপদ ঘটতো। তাছাড়া ওকে দেখে কেউ 'পাগলিয়াও' চোর বলেও ভুল করতে পারতো।

'পাগলিয়াও' বলতে বোঝাতো ক্ষেতের মধ্যখানে খড়ের চালের কুটির, তাতে চাষ-বাসের হাতিয়ার রাখা হতো, ক্ষেতের শ্রমিকরাও দরকার হলে ওখানে আশ্রয় নিতে পারতো। এই ব্যবস্থার ফলে গ্রাম থেকে এতো দূরে রোজ-রোজ হাতিয়ার গুলো বয়ে আনতে হতো না। সিসিলির চাষীরা তাদের ক্ষেতের কাছাকাছি থাকতো না। তাতে অনেক বিপদ; তাছাড়া, কারো যদি চাষের জমি থাকে তাহলে সেটার ওপর ঘর তুলে কেউ জায়গাটা নষ্ট করতে চাইতো না। তার চাইতে বরং ওরা গ্রামে থাকতো আর সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে দূরে যে যার ক্ষেতে চলে যেতো, এদের এক রকম পায়ে-হাঁটা 'ডেইলি প্যাসেঞ্জার' বলা যায়। কোনো চাষী যদি পাগলিয়াওতে পৌছে দেখতো হাতিয়ার লুট হ'য়ে গেছে, তার সত্যিই অনেক ক্ষতি হতো। সেদিনের মতো তার মুখে রুটি জুটতো না। আইন যখন ব্যর্থ হলো, মাফিয়া সংগঠন তখন গরীব চাষীদের স্বার্থরক্ষা করার ভার নিয়ে নিজেদের নিয়মে সমস্যার সমাধান ক'রে দিলো। যেখানে যতো 'পাগলিয়াও' চোর ছিলো, সবাইকে তারা তাড়িয়ে বের ক'রে মেরে ফেলতে লাগলো। এই ব্যবস্থায় কিছু নির্দোষ লোকের হত্যাও এড়ানো গেলো না। কোনো সদ্য লুট করা পাগলিয়াওয়ের পাশ দিয়ে ঘুরে বেড়াতে দেখলে মাইকেলকেও ওরা অপরাধী মনে করতে পারতো, যদি না চেনা কেউ সঙ্গে জামিনের মতো থাকতো।

এইভাবে এক রোদে ভরা সকালে মাইকেল ক্ষেতের মধ্যে দিয়ে হাঁটতে আরম্ভ করলো, দুই বিশ্বাসী রাখালও পেছন পেছন চললো। তাদের একজন ছিলো সাদা-সিধে ভালো মানুষ, বুদ্ধি-সুদ্ধি প্রায় কিছুই ছিলো না, মরা মানুষের মতো মুখে কথাও ছিলো না, রেড-ইণ্ডিয়ানদের মতো ভাবলেশহীন মুখ। ছোট-খাটো পাতলা ক্ষিপ্র শরীর, মধ্যবয়সে গায়ে চর্বি লাগার আগে আসল সিসিলিয়রা যেমন হয়ে থাকে। লোকটার নাম কালো।

অন্য রাখালটি আরো উৎসাহী, বয়সও কম, পৃথিবীর অন্য দেশও কিছু কিছু তার দেখা ছিলো। যা দেখেছিলো তার বেশির ভাগই সমুদ্র, কারণ যুদ্ধের সময় সে ইতালির নৌ-বহরের নাবিক হয়েছিলো, কিন্তু জাহাজ-ডুবি হবার আগে সবেমাত্র হাতে উল্কি পরার সময়টুকু পেয়েছিলো, তার পরেই সে বৃটিশদের হাতে বন্দী হয়েছিলো। কিন্তু ঐ উল্কির জন্য গ্রামে ফিরে সে একটা কেউ-কেটা হ'য়ে গেলো। সিসিলির লোকেরা খুব একটা উল্কি পরতো না, সুযোগও পেতো না, ইচ্ছাও ছিলো না। তবে ফ্রাবিজিও নামের ঐ রাখালের উল্কি পরার প্রধান উদ্দেশ্য ছিলো পেটের ওপর লাল মতো একটা জরুল ঢাকা। অথচ মাফিয়া সংগঠনের হাটুরেদের কাঠের গাড়িগুলোর দু'পাশে সব রঙ-চঙে দৃশ্যপট আঁকা থাকতো, চমৎকার সব আদিম ধরনের ছবি, কতো স্নেহে, কতো যত্নে আঁকা। সে যাই হোক, নিজের পৈতৃক গ্রামে ফিরে এসে ঐ উল্কিটা সম্বন্ধে ফ্রাবিজিও খুব বেশি গর্ব বোধ করতো না, যদিও আঁকার বিষয়বস্তুটি ছিলো সিসিলিয়দের আত্ম-সম্মান-জ্ঞান সংক্রান্ত জনপ্রিয় ব্যাপার : ফ্রাবিজিওর

লোমশ পেটের ওপর একটা উলঙ্গ পুরুষ আর স্ত্রী জড়া-জড়ি ক'রে রয়েছে, আর প্রতারিত স্বামীটি তাদের ছুরি মারছে। ফ্রাবিজিও মাইকেলের সঙ্গে ঠাট্টা-তামাশা করতো, আমেরিকা সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন করতো। বলা বাহুল্য, মাইকেলের আসল জাতের কথা এই দুটি লোকের কাছ থেকে গোপন রাখা সম্ভব ছিলো না। তবে ওরা সঠিক জানতো না মাইকেল আসলে কে। শুধু এটুকু জানতো যে সে লুকিয়ে আছে, কাজেই তার বিষয়ে কোথাও কিছু বলা বারণ। ফ্রাবিজিও মাঝে-মাঝে মাইকেলকে চিজ এনে দিতো, এতো তাজা, চিজের গায়ে তখনো সেই দুধ ঘামের মতো লেগে থাকতো।

গ্রামের ধুলোয় ঢাকা পথ ধরে চললো ওরা, পাশ দিয়ে চলে যেতে লাগলো গাধার টানা রঙ-চঙে ছবি আঁকা গাড়ি। সব জায়গায় গোলাপী ফুল, কমলার বাগান, বাদামের আর জলপাইয়ের বন। দেখে দেখে অবাক হয়ে গেলো মাইকেল। সিসিলিয়দের দারিদ্র্যের কথা কতো বইতে লেখা হয়েছে, মাইকেল ভেবেছিলো এসে দেখবে ফাঁকা-বন্ধ্যা জমি। অথচ দেখলো এ দেশে প্রাচুর্য উপচে পড়ছে, পায়ের তলায় ফুলের গালিচা, বাতাসে লেবু-ফুলের সুবাস। এমন অপূর্ব সুন্দর দেশ ছেড়ে চলে যাবার দুঃখ এখানকার লোকরা কি ক'রে সইতে পারে, ভেবেই পেলো না মাইকেল। মানুষ যে মানুষের ওপর কি নির্মম অত্যাচার করতে পারে, এই নন্দন-কানন থেকে দলে-দলে লোক-জন চলে যাওয়া থেকেই তার একটা পরিমাপ পাওয়া যায়।

ভেবেছিলো সমুদ্রতীরে মাজারা গ্রাম অবধি হেঁটে গিয়ে বিকেলের দিকে বাসে ক'রে কর্লিয়নিতে ফিরবে। তাহলে শরীর এমনই ক্লান্ত হয়ে যাবে যে রাতে ঘুম হবে। রাখালদের পিঠে ঝোলানো থলেতে রুটি আর চিজ ছিলো, পথে খাওয়ার জন্য। প্রকাশ্যেই 'লুপারা' ঝুলিয়ে নিয়ে চলেছিলো তারা, যেন শিকার ক'রে দিন কাটাতে যাচ্ছে।

অপূর্ব সুন্দর সকাল। ছোট-বেলায় গ্রীষ্মকালে মাইকেল একবার ভোরে উঠে বল খেলতে গিয়েছিলো, আজও মনটা সেই রকম লাগছিলো। তখন মনে হতো প্রতিটি দিন কেউ নতুন ক'রে ধুয়ে, রঙ দিয়ে এঁকে দিয়েছে। এখনো সেই রকম মনে হচ্ছিলো। সিসিলিতে জমকালো ফুলের গালিচা পাতা থাকে, কমলার আর লেবুর ফুলের সুগন্ধে বাতাস এতো ভারি যে মুখে আঘাত লেগে এতো দিন ধরে বন্ধ হয়ে থাকা গন্ধনালী দিয়ে সেই সুবাস মাইকেল গ্রহণ করতে পারলো।

মুখের বাঁ দিকের কিছু অংশের ক্ষত সম্পূর্ণ সেরে গিয়েছিলো, কিন্তু হাড়টা উপযুক্ত ভাবে জোড়া লাগেনি আর সাইনাস গুলির ওপর ক্রমাগত চাপ লাগাতে বাঁ-চোখে ব্যথা লেগে থাকতো, নাক দিয়েও অনবরত পানি ঝরতো, শ্লেষ্মায় রুমাল ভ'রে যেতো, চাষাদের মতো মাটির ওপর নাক ঝাড়তে হতো। ছোটবেলায় যখনই দেখতো বুড়ো ইতালিয়রা ইংরেজি বাবুগিরি ব'লে রুমাল ব্যবহার না ক'রে পিচ্-বাঁধানো পথের ধারের নালায় নাক ঝাড়ছে, মাইকেলের খুব ঘেন্না লাগতো।

তাছাড়া মুখটাকে খুব ভারি মনে হতো। ডঃ তাজা বলেছিলেন তারও কারণ ঐ বিকৃতভাবে হাড় জোড়া লাগার ফলে সাইনাসে চাপ পড়া। ডঃ তাজা ডাক্তারি ভাষায় বলেছিলেন 'জাইগোমার', ডিমের-খোসা ভাঙানো। বলেছিলেন হাড় জোড়া লাগার আগে ডাক্তার দেখালে, চামচের মতো একটা যন্ত্রের সাহায্যে হাড়টাকে ঠেলে যথাস্থানে বসিয়ে

দিলেই এই অবস্থা সেরে যেতো। তবে এখন কিছু করতে হলে পালের্মোতে গিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হ'য়ে 'ম্যাক্সিলোফেশ্যাল সার্জারি' নামক বড় ধরনের একটা ব্যাপার করতে হবে, তাতে হাড়টাকে আবার ভেঙে নিতে হবে। মাইকেলের পক্ষে সেইটুকুই যথেষ্ট। সে রাজি হলো না। অথচ ব্যথার চাইতেও ক্রমাগত নাকে সর্দি আসার চাইতেও, মুখের ঐ ভারি ভাবটাতে ওর বেশি কষ্ট হতো।

সেদিন ওর আর সমুদ্রতীরে পৌছানো হলো না। মাইল পনেরো যাবার পর, মাইকেল আর তার রাখালরা একটা কমলা বাগানের শীতল সবুজ-ছায়ায় বসে পড়লো, দুপুরের খাবার আর সঙ্গে আনা মদটুকু খাওয়ার জন্য। ফ্যাবিজিও খালি বকে যাচ্ছিলো ও কোন একদিন আমেরিকায় যাবে। পানাহারের পর ওরা গাছের ছায়ায় শুয়ে পড়লো, ফ্যাবিজিও তার শার্টের বোতাম খুলে পেটের পেশী সঙ্কুচিত ক'রে উল্কির ছবিটাকে জীবন্ত ক'রে তুলছিলো। বুকের ওপর নগ্ন প্রেমিক-প্রেমিকার দেহ প্রেমের উচ্ছ্বাসে মোচড় দিয়ে উঠলো, প্রতারিত স্বামী ওদের শরীরে যে ছুরিটা বসিয়ে দিয়েছিলো সেটা বের ক'রে কাঁপতে লাগলো। দেখে মাইকেলদের খুব মজা লাগছিলো। ঠিক সেই সময় সিসিলির লোকরা যাকে 'বজ্রাহত হওয়া' বলে, মাইকেলের তাই হলো।

কমলা-বাগানের পেছনে জমিদারের ক্ষেত, তার পাশে একটু দূরে একটি বাগানবাড়ি, সেটি এতোই রোমক ধাঁচে তৈরি যে মনে হয় বুঝি পম্পাইয়ের ভগ্নাবশেষ থেকে খুঁড়ে বের করে আনা হয়েছে। ছোট-খাটো একটি প্রাসাদের মতো, বিশাল শ্বেতপাথরের গাড়ি বারান্দা, লম্বা খাঁজ কাটা গ্রীসীয় থাম। সেই থামের মাঝখান দিয়ে এক দল গ্রামের মেয়ে বেরিয়ে এলো, তাদের সঙ্গে কালো পোশাক পরা দু'জন মোটা মহিলা। গ্রাম থেকে তারা এসেছিলো জমিদারের জন্য তাদের আবহমান কালের কর্তব্য সম্পাদন করতে, অর্থাৎ বাগানবাড়িটিকে সাফ ক'রে তার শীত কাটাবার উপযুক্ত করে রাখতে। এখন ওরা মাঠে চলেছিলো, সেখান থেকে ফুল তুলে এনে ঘরে-ঘরে সাজিয়ে রাখবে। গোলাপী 'সুলা'র, বেগুনী উইস্টারিয়ার সঙ্গে কমলা-লেবু, লেবু-ফুল। মেয়েগুলো লক্ষ্যই করেনি যে তিনটা পুরুষমানুষ কমলা-বনে বিশ্রাম নিচ্ছে, তাই খুব কাছে এসে পড়েছিলো।

গায়ের সঙ্গে লাগা সস্তা ছাপা কাপড়ের পোশাক পরা মেয়েগুলোর বয়স হবে বিশের নিচে, কিন্তু এই রোদের দেশে মেয়েদের শরীরে অল্প বয়সেই পরিপূর্ণ নারীত্ব বিকশিত হয়ে ওঠে। ওদের মধ্যে তিন-চারজন মিলে একটি মেয়েকে তাড়া ক'রে ঐ কমলা-বাগানটির দিকেই নিয়ে আসছিলো। সে মেয়েটির হাতে বেগুনী আঙুরের মস্ত এক গুচ্ছ, তার থেকে সে একটা একটা ফল ছিঁড়ে অনুসরণকারিণীদের দিকে ছুঁড়ে মারছিলো। ঐ আঙুরের মতোই গাঢ় বেগুনী একরাশি চুল তার মাথায় মুকুটের মতো শোভা পাচ্ছিলো আর দেহখানি যেন ত্বকের বাঁধন কেটে বেরিয়ে আসতে চাইছিলো।

বাগানে প্রায় পৌছে গিয়ে মেয়েটি থমকে দাঁড়ালো, পুরুষদের শার্টের বিজাতীয় রঙ ওর চোখে পড়েছিলো। আঙুলের ডগায় ভর ক'রে দাঁড়িয়ে পড়লো মেয়ে, হরিণীর মতো যেন এখনি ছুটে পালাবে ততোক্ষণে সে খুবই কাছে এসে পড়েছিলো, এতো কাছে যে পুরুষরা তিনজন ওর মুখের প্রত্যেকটি অবয়ব দেখতে পাচ্ছিলো।

দেহের রেখাগুলি ডিম্বাকৃতি, আলম্বিত চোখ, মুখের কাঠামো। ঘন ঘি রঙের অরূপ গায়ের রঙ; আয়ত লোচন, গাঢ় বেগুনী কিংবা কাল্চে, সুদীর্ঘ ঘন চুল, অপূর্ব সুন্দর মুখের ওপর তার ছায়া পড়েছে। ঠোঁট দুটি পরিপূর্ণ কিন্তু স্থূল নয়, মিষ্টি কিন্তু দুর্বল নয়, আঙুরের রস লেগে রঙ তার গাঢ় লাল। এ মেয়ে এমন অবিশ্বাস্য রকমের সুন্দর যে ফ্রাবিজিও চাপা গলায় বলে উঠলো, "প্রভু জিশু। আমাকে তুলে নাও, আমি মরে গেলাম।" যেন ওর কথা শুনতে পেয়েই মেয়েটি আঙুলের ডগা থেকে দেহের ভার নামিয়ে, চর্কিবার্জির মতো ঘুরে আবার তার অনুসরণকারিণীদের কাছে ফিরে গেলো। আঁটো ছাপা পোশাকের নিচে বন্য প্রাণীর মতো সহজ চলার ভঙ্গি, প্রকৃতির কন্যার মতোই নিষ্পাপ কামনাময়। বন্ধুদের কাছে পৌঁছে, আবার ফিরে দাঁড়িয়ে আঙুরের গুচ্ছসুদ্ধ হাত বাড়িয়ে বাগানের দিকে দেখিয়ে দিলো। অমনি মেয়েরা সহাস্যে ছুটে পালালো, কালো পোশাক-পরা মোটা গিন্নীরা বকবক করতে করতে তাদের তাড়া দিয়ে, নিয়ে চললো।

আর মাইকেল কর্লিয়নির কথা কি বলা যায়? সে নিজেই বুঝতে পারলো সে উঠে দাঁড়িয়েছে, বুকের মধ্যে হৃৎপিণ্ড ধুপ-ধুপ করছে। একটু একটু মাথা ঘুরছে। দেহের শিরায় শিরায় রক্তে তার বান ডেকেছে, দেহের শেষ প্রান্তে, হাতের পায়ের আঙুলের ডগায় পৌঁছে সে রক্তের স্রোত আছড়ে পড়ছে। বাতাসে ভর ক'রে দ্বীপের যতো সুগন্ধ উড়ে এলো, কমলা-ফুলের, লেবু-ফুলের, আঙুরের, কুসুম সম্ভারের যতো সুগন্ধ। মাইকেলের মনে হলো ওর দেহটা আর ওর মধ্যে নেই, বাইরে লাফিয়ে বেরিয়ে পড়েছে। তারপর শুনতে পেলো রাখালরা দু'জন হাসছে।

ফ্রাবিজিও বললো, "মাথায় বাজ পড়লো নাকি?" বলে ওর কাঁধে চাপড় দিলো। কালো পর্যন্ত বন্ধুর মতো ওর হাত চাপড়ে বললো, "ঠাণ্ডা হও ভাই, ঠাণ্ডা হও। কিন্তু কথাগুলো সস্নেহে বললো। মাইকেল যেন মোটর-গাড়ির ধাক্কা খেয়েছে, এমন ভাবে ফ্রাবিজিও একটা মদের বোতল এগিয়ে দিলো, মাইকেল অমনি বোতলে একটা লম্বা টান দিলো। তাতে মাথাটা পরিষ্কার হয়ে গেলো।

তখন সে বললো, "আরে হতভাগা মেষ-পালক, তোমরা বলছোটা কি?"

ওরা দু'জনেই হাসতে লাগলো। কালোর ভালোমানুষের মতো মুখটা অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে উঠলো, সে বললো, "দ্যাখো, মাথায় বাজ পড়লে তা আর লুকাবার জো নেই। সবাই দেখতে পায়। ও খোদা, এই নিয়ে আবার লজ্জা কিসের, কতো লোক তো বাজ পড়ার আশায় পুজা দেয়। তুমি তো সৌভাগ্যবান।"

ওর মনের কথা এরা দু'জন এতো সহজে বুঝে নিলো দেখে মাইকেল খুব খুশি হলো না। কিন্তু ওর জীবনে এমন ঘটনা এই প্রথম ঘটলো। কৈশোরে একে-ওকে ভালো লাগতো, সেটা একেবারে অন্য রকমের। কে-কে যে এতো দিন ভালোবেসেছিলো, এর সঙ্গে তার কোনো সাদৃশ্য নেই। যে ভালোবাসার মূলে ছিলো কে-র স্বাভাবিক মাধুর্য, তার বুদ্ধিমত্তা, একজনের কালো চুল, একজনের সোনালী, তার আকর্ষণ।

আর এ হলো অধিকার করার দুর্জয় বাসনা; মেয়েটির মুখের প্রতিচ্ছবি মাইকেলের মগজে গেথেঁ গেলো; মাইকেল বুঝতে পারছিলো এ মেয়েকে না পেলে সমস্ত জীবন ধরে ওর স্মৃতি মনকে পীড়া দেবে। জীবনটা কেমন সহজ হয়ে এলো, একটিমাত্র বিন্দুতে কেন্দ্রীভূত

হলো, বাকি যা কিছু সে সব এক মুহূর্তের চিন্তারও অযোগ্য ব'লে মনে হতে লাগলো। এই নির্বাসনের দিনগুলোতে মাইকেল অহরহ কে'র কথাই ভাবতো, মনে হতো আর কখনো ওদের মধ্যে প্রেমের সম্বন্ধ হতে পারবে না, বন্ধুত্বেরও নয়। যাই বলা যাক, ও এখন একজন খুনি, একজন 'মাফিয়োসো', যার পৌরুষের পরীক্ষা হয়ে গিয়েছে। কিন্তু এবার কে-র সব স্মৃতি মাইকেলের চেতনা থেকে মুছে গেলো।

হড়বড় ক'রে ফ্রাবিজিও বললো, "গ্রামে গিয়ে ওর বিষয় সব খবর নিয়ে আসি। কে জানে, যতোটা ভাবছি, মেয়েটি হয়তো ততোটা দুস্প্রাপ্য নয়। বাজ পড়ার তো একটিমাত্র ওষুধ আছে, কি বলো, কালো?"

গম্ভীরভাবে কালো মাথা দোলালো। মাইকেল কিছু বললো না। রাখালরা দুজন যখন পাশের গ্রামের পথ্ ধরলো, সেও ওদের পেছন পেছন চললো। মেয়ের দল ঐ গ্রামেই অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিলো।

মাঝখানে একটা খোলা জায়গা, তার ভেতর একটি ফোয়ারা, তার চারদিক ঘিরে গ্রামের বাড়িঘর, এ অঞ্চলে সবসময়ই যেমন হয়ে থাকে। তবে বড় রাস্তার ওপর হওয়াতে, কয়েকটা দোকান আর মদের দোকানও ছিলো, আর একটা ছোট ক্যাফে বা রেস্তোরাঁ, তার ছোট্ট চাতালে তিনটি টেবিল পাতা। রাখালরা গিয়ে একটা টেবিলে বসেছিলো, তাদের সঙ্গে মাইকেলও। কিন্তু মেয়েদের কোনো হদিস পাওয়া গেলো না, তাদের কোনো চিহ্নও দেখা গেলো না। কয়েকটা ছোট ছেলে আর একটা গাধা ছাড়া মনে হচ্ছিলো গ্রামে কোনো বাসিন্দাই নেই।

ক্যাফের মালিক ওদের আপ্যায়ন করতে এলো। গাঁট্টা-গোঁট্টা ছোট-খাটো মানুষটি প্রায় বামুনের মতোই খাটো। ওদের প্রফুল্লবদনে অভিবাদন ক'রে টেবিলের ওপর এক প্লেট ভাজা মটর রেখে বললো, "আপনারা এখানে নতুন এসেছেন, কাজেই একটু পরামর্শ দিই। আমার মদটি চেখে দেখুন। আমার বাগানের আঙুর দিয়ে আমার ছেলেরা তৈরি করেছে। তার সঙ্গে কমলা আর লেবু মিশিয়েছি। এই হলো ইতালির সেরা মদ।"

ওরা তাকে মদ আনবার অনুমতি দিলো। সত্যি ও যা বলেছিলো, জিনিসটা তার চাইতেও ভালো, গাঢ়-বেগুনী রঙ, ব্র্যাণ্ডির মতো তেজ। ফ্রাবিজিও মালিককে বললো, "আমি জানি, আপনি এখানকার সব মেয়েকে চেনেন। আসার পথে কয়েকজন রূপসীকে দেখলাম, তাদের একজনকে দেখে আমাদের এই বন্ধুটির মাথায় বাজ পড়েছে।" এই ব'লে মাইকেলকে দেখালো।

কৌতূহলের সঙ্গে মালিক তখন মাইকেলের দিকে তাকালো। এর আগে ওর ভাঙা মুখটাকে খুব সাধারণ বলেই মনে হয়েছিলো। কিন্তু যে মানুষের মাথায় বাজ পড়েছে, তার ব্যাপারই আলাদা। মালিক বললো, "তাহলে বরং, কয়েকটা বোতল সঙ্গে নিয়ে যান। রাতে ঘুমের সময় দরকার হবে।"

মাইকেল তাকে জিজ্ঞেস করলো, 'এমন কোনো মেয়েকে চেনেন, যার চুল খুব কোঁকড়া, দুধের সরের মতো গায়ের রঙ, এই বড়-বড় চোখ, খুব কালো-চোখ? এ গ্রামে এমন কোনো মেয়েকে চেনেন?"

ক্যাফের মালিক সংক্ষেপে বললো, "না, ও-রকম কাউকে চিনি না।" এই ব'লে ক্যাফের ভেতরে অদৃশ্য হয়ে গেলো।

ওরা তিনজন ধীরে ধীরে মদ খেতে লাগলো, জগটা শেষ হ'লে আরো চাইলো। মালিকের দেখা নেই। ফ্রাবিজিও তার খোঁজে ক্যাফেতে গিয়ে ঢুকলো। বেরিয়ে এসে মুখ বিকৃত ক'রে মাইকেলকে বললো, "যা ভেবেছিলাম, যার কথা বলছিলাম, সে ওরই মেয়ে। এখন বাড়ির পেছনে বসে আমাদেও ক্ষতি করার জন্য রক্ত গরম করছে। এবার বোধ হয় কর্লিয়নির দিকে হাঁটা দিলেই ভালো।"

এতো মাস দ্বীপে বাস করা সত্ত্বেও যৌন ব্যাপার সম্বন্ধে সিসিলিয়দের এই স্পর্শকাতরতা আজ পর্যন্ত মাইকেলের অভ্যাস হলো না, তাছাড়া একজন সিসিলিয়র পক্ষেও এটা একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছিলো। কিন্তু রাখালরা মালিকের ব্যবহারটাকে নৈত্যনৈমিত্তিকের মধ্যে ধরে নিচ্ছিলো। মাইকেল কখন রওনা হয় ওরা তার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলো। ফ্রাবিজিও বললো, 'হারামজাদা বলেছিলো ওর নাকি দুটো ছেলে আছে, এই লম্বা, ষণ্ডা-গুণ্ডা গুলোকে একবার ডাকলেই হলো। রওনা দেয়া যাক।"

ঠাণ্ডা দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকালো মাইকেল; এযাবৎ ওকে দেখা গিয়েছিলো চুপচাপ, নম্র যুবক, আমেরিকানরা যেমন হয়, তবে সিসিলিতে এসে যখন লুকাতে হয়েছে, তখন নিশ্চয়ই পুরুষোচিত কোনো কাজ করেছিলো। 'কর্লিয়নি দৃষ্টি' রাখালরা এই প্রথম দেখলো। ডন টমাসিনো মাইকেলের আসল পরিচয় এবং কীর্তির কথা জানতেন, কাজেই তিনি ওর সঙ্গে সতর্ক হয়ে চলতেন, তারই মতো আরেকজন ব'লে সমীহ করতেন। কিন্তু এই সব অশিক্ষিত মেষ-পালকদের মাইকেল সম্পর্কে অন্য ধারণা ছিলো, সে ধারণাটা বিচক্ষণও ছিলো না। ঐ ঠাণ্ডা দৃষ্টি, মাইকেলের আড়ষ্ট সাদা মুখ, বরফ থেকে যেমন ধোঁয়া ছাড়ে তেমনি মাইকেলের গা থেকে রাগের প্রকাশ—এসব দে'খে ওদের হাসি উবে গেলো, চেনা বন্ধুর মতো ভাবখানাও দপ্ করে নিভে গেলো।

মাইকেল যখন দেখলো এদের যথাযোগ্য শ্রদ্ধা এবং মনোযোগ পাওয়া গেছে, তখন সে বললো, "ঐ লোকটাকে আমার কাছে নিয়ে এসো।"

তারা এক মুহূর্ত ইতস্তত করলো না। কাঁধে বন্দুক তুলে, ছায়াময় শীতল ক্যাফের মধ্যে ঢুকে পড়লো। কয়েক মুহূর্ত বাদে, দুজনের মাঝখানে মালিককে নিয়ে তারা বেরিয়ে এলো। বেঁটে লোকটা যে খুব ভয় পেয়েছে তাও মনে হলো না, তবে ওর রাগের মধ্যে এখন কিছুটা সতর্কতা দেখা যাচ্ছিলো।

চেয়ারে ঠেস দিয়ে ব'সে মাইকেল লোকটাকে একটু নিরীক্ষণ করলো। তারপর খুব শান্ত ভাবে বললো, "শুনলাম আপনার মেয়ের কথা বলাতে আপনি অসন্তুষ্ট হয়েছেন। সেজন্য আমি দুঃখিত, আমি বিদেশ থেকে এসেছি, এখানকার হালচাল ভালো ক'রে জানি না। তবে এইটুকু বলতে চাই যে আপনার প্রতি কিংবা তার প্রতি অসম্মান দেখানো আমার ইচ্ছা ছিলো না।"

রাখাল দেহরক্ষীরা তো থ। আগে যখন ওদের সঙ্গে কথা বলেছে, কই, তখন তো মাইকেলের গলার স্বর এমন শোন যায়নি। ক্ষমা চাইছে, অথচ কথার মধ্যে আদেশ আর কর্তৃত্ব। ক্যাফের মালিক আরো সাবধান হ'য়ে গিয়ে কাঁধ তুললো, এবার সে বুঝতে পারলো সে চাষার ছেলের সঙ্গে কারবার করছে না। সে বললো, "আপনি কে? আমার মেয়ের কাছ থেকে কি চান?"

একটুও ইতস্তত না ক'রে মাইকেল বললো, "আমি একজন আমেরিকান, আমাদের দেশের পুলিশের কাছ থেকে পালিয়ে এখানে লুকিয়ে আছি। আমার নাম মাইকেল। আপনি পুলিশে খবর দিলে অনেক টাকা পাবেন, কিন্তু আপনার মেয়ে স্বামী তো পাবেই না, উপরন্তু বাপকে হারাবে। সে যাই হোক, আমি তার সেঙ্গ দেখা করতে চাই। সব সৌজন্য রক্ষা ক'রে সম্মানের সঙ্গে। আমি একজন ধর্মপরায়ণ মানুষ, তার ধর্মে আঘাত করার ইচ্ছা আমার নেই। তার সঙ্গে দেখা করতে চাই, কথা বলতে চাই, তারপর যদি মনের মিল হয়, আমাদের বিয়ে হবে। আর তা যদি না হয়, আর কখনো আমার মুখ দেখতে পাবেন না। শেষ পর্যন্ত হয় তো মনের মিল হবে না, তাহলে কারো কিছু করার থাকবে না। কিন্তু উপযুক্ত সময় এ'লে, স্ত্রীর বাপের যা যা জানা উচিত, আমি আপনাকে সে-সবই বলবো।"

ওরা তিনজনেই আশ্চর্য হয়ে মাইকেলের দিকে চেয়ে ছিলো। ভক্তিতে ফ্র্যাবিজিও ফিসফিস ক'রে বললো, "সত্যি সত্যি বাজ পড়েছে।" এই প্রথম ক্যাফের মালিকের মুখে আত্ম-প্রত্যয় কিংবা তাচ্ছিল্য দেখা যাচ্ছিলো না; রাগটার মধ্যেও অস্থিরতা এসে গিয়েছিলো। অবশেষে সে জিজ্ঞেস করলো, "তুমি কি বন্ধুদের বন্ধু?"

কোনো সাধারণ সিসিলিয় যেহেতু 'মাফিয়া' শব্দ মুখে আনতে পারতো না, মাইকেল মাফিয়ার সদস্য কি না, এ প্রশ্ন এর চাইতে স্পষ্ট ক'রে বলা মালিকের সাধ্য ছিলো না। সাধারণত ঐ প্রশ্ন এই ভাবেই করা হতো, তবে সরাসরি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে খুব একটা জিজ্ঞেস করা হতো না।

উত্তরে মাইকেল বললো, "না, আমি বিদেশ থেকে এসেছি।" ক্যাফের মালিক ওর দিকে আরেকবার তাকালো, মুখের বাঁ দিক ভাঙা, অমন লম্বা পা-ও সিসিলিতে বিরল। তারপর লুপারা কাঁধে দুই রক্ষকের দিকে খোলাখুলি নির্ভয়ে চেয়ে দেখলো, মনে পড়লো ওরা সোজা ক্যাফেতে ঢুকে বলেছিলো, ওদের মুনিব মালিকের সঙ্গে কথা বলতে চান। ক্যাফের মালিক খেঁকিয়ে উঠেছিলো, শালার ব্যাটা এক্ষুনি চাতাল থেকে চলে যাক, তখন রাখালদের একজন বলেছিলো, "আমার কথা বিশ্বাস করুন, বাইরে গিয়ে ওর সঙ্গে নিজে কথা বললে সব চাইতে ভালো হয়।" তাই শুনে কেন জানি মালিক বেরিয়ে এসেছিলো। এই মুহূর্তে মনে হলো এই অচেনা লোকটির প্রতি সৌজন্য দেখালেই ভালো হয়। খানিকটা অনিচ্ছার সঙ্গে মালিক বললো, "রোববার বিকেলের দিকে আসুন। আমার নাম ভিতেলি, গ্রামের ওপরে ঐ পাহাড়টাতে আমার বাড়ি। কিন্তু আগে এইখানে আসুন, আমি আপনাকে নিয়ে যাবো।"

ফ্র্যাবিজিও কি একটা বলতে যাচ্ছিলো কিন্তু মাইকেল তার দিকে এমন কটমট ক'রে তাকালো যে মুখের মধ্যে জিভ জমে বরফ। এটা ভিতেলির চোখ এড়ালো না। কাজেই মাইকের যখন উঠে হাত বাড়িয়ে দিলো, মালিক হাতটা ধরে একটু হাসলো। অবশ্য কিছু খোঁজ-খবর নিতে হবে, উত্তরগুলো ঠিক না হ'লে শট-গান হাতে মাইকেলের অভ্যর্থনা করার জন্য ছেলে দুটো তো রয়েছেই। বন্ধুদের সঙ্গে মালিকের যে কোনো সম্পর্ক ছিলো না এমনও নয়। কিন্তু মালিকের মন বললো যে সিসিলির লোকরা যে সবসময় অকারণ সৌভাগ্যে বিশ্বাস করে, এও তাই। মন বললো মেয়ের রূপের জন্য এবার তার আর পরিবারের সকলের ভাগ্য খুলে যাবে। তাই ভালো। কয়েকটা স্থানীয় ছোকরা এরই মধ্যে মেয়েটার আশে-পাশে ভন-

ভন করতে শুরু করেছিলো, এই মুখ ভাঙা বিদেশী লোকটি তাদের দরকার মতো তাড়িয়ে দিতে পারবে। শুভেচ্ছা জানাবার জন্য, ভিতেলি ওর সেরা মদের ঠাণ্ডা-করা এক বোতল ওদের হাতে দিয়ে বিদায় দিলো। মালিক লক্ষ্য করলো বিলের টাকা শোধ করলো রাখালদের একজন। এতে সে আরো প্রভাবিত হলো, কারণ এতে প্রমাণ হয়ে গেলো যে দুই সঙ্গীর চাইতে মাইকেলের পদমর্যাদা বেশি।

বেড়ানোর দিকে মাইকেলের আর মন ছিলো না। একটা গ্যারাজ খুঁজে বের ক'রে একটা গাড়ি ও ড্রাইভার ভাড়া ক'রে ওরা রাতের খাওয়ার আগেই কর্লিয়নিতে পৌঁছালো। রাখাল নিশ্চয়ই ডঃ তাজকে সব কথা জানিয়ে দিয়েছিলো। সেদিন সন্ধ্যায়, বাগানে বসে ডঃ তাজা ডন টমাসিনোকে বললেন, "আমাদের বন্ধুর মাথায় আজ বাজ পড়েছিলো।"

ডন টমাসিনো তাতে একটুও অবাক হলেন ব'লে মনে হলো না। ঘোঁত-ঘোঁত ক'রে বললেন, "পালের্মোর ঐ-সব ছোকরাদের মাথায় বাজ পড়লে ভালো হতো, তাহলে আমি হয়তো একটু শান্তি পেতাম।"

পালের্মোর বড়-বড় শহরে যেসব নব্য মাফিয়া নেতার উত্থান হচ্ছিলো, ডন টমাসিনো তাদের কথা বলছিলেন। তারা ওর মতো প্রাচীন নেতাদের সঙ্গে ক্ষমতা নিয়ে রেষারেষি করছিলো।

মাইকেল টমাসিনোকে বললো, "আমার ইচ্ছা আপনি এই দুই রাখালকে বলেন রোববার যেন আমার সঙ্গে না যায়। আমি ঐ মেয়েটির বাড়ির লোকদের সঙ্গে ডিনার খেতে যাবো আর ওরা সেখানে ঘোরাঘুরি করুক, এটা আমি চাই না।"

ডন টমাসিনো মাথা নেড়ে বললেন, "দ্যাখো, আমি তোমার নিরাপত্তার জন্য তোমার বাবার কাছে দায়ী, আমাকে এমন অনুরোধ কোরো না। আরেকটা কথা, শুনলাম তুমি নাকি বিয়ের কথাও তুলেছো। আগে কাউকে পাঠিয়ে তোমার বাবার মতটা নেই, তা' না হ'লে সেটা আমি হতে দেবো না।"

খুব সাবধান হয়ে গেলো মাইকেল, হাজার হোক ইনি একজন সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক। "ডন টমাসিনো, আপনি তো বাবাকে চেনেন। ওনাঁর কথায় কেউ 'না' বললে উনি কারোর কথা শোনেন না।'হ্যাঁ'না বলার আগ পর্যন্ত , উনিও শ্রবন-শক্তি ফিরে পান না। উনি কিন্তু আমার মুখের 'না' শব্দ অনেকবার শুনেছেন। দুই রাখালের কথা মেনে নিচ্ছি, আমি আপনার অসুবিধা করতে চাই না, আসুক ওরা আমার সঙ্গে রোববার দিন, কিন্তু বিয়ে করার ইচ্ছা হ'লে বিয়ে আমি করবোই। আমার ব্যক্তিগত জীবনে যখন নিজের বাবাকে হস্তক্ষেপ করতে দেইনি, তখন আপনাকে হস্তক্ষেপ করতে দিলে তাকে অপমান করা হয়।"

মাফিয়া নেতা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়লেন, "তাহলে বিয়ে হতেই হবে। তোমার ঐ বজ্রপাতটিকে আমি চিনি। খুব ভালো মেয়ে, পরিবারটিও ভদ্র। ওদের অসম্মান করলে ওর বাবা কিন্তু তোমাকে মারবার চেষ্টা না ক'রে ছাড়বে না, তখন আবার তোমাকেও রক্তপাত করতে হবে। তাছাড়া পরিবারটার সঙ্গে আমার খুবই জানা-শোনা, আমি ও-রকম হতে দিতে পারি না।"

মাইকেল বললো, "আমাকে দেখেই হয়তো ওর পিত্তি জ্বলে যাবে, খুবই ছেলেমানুষ

আমাকে হয়তো একটু বয়স্ক ভাববে।" মাইকেল লক্ষ্য করলো তাজা আর টমাসিনো ওর দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসছেন। 'আমার কিছু টাকার দরকার হবে, উপহার দেবার জন্য, বোধ হয় একটা গাড়িরও দরকার হবে।"

ডন মাথা নেড়ে সম্মতি জানালেন, "ও-সব ব্যাপার ফ্রাবিজিও ঠিক ক'রে দেবে, খুবই চালাক ছেলে, নৌ-বহরে যন্ত্রপাতির কাজ শিখেছিলো। কাল সকালে তোমাকে কিছু টাকা দেবো আর তোমার বাবাকে সব কথা জানাবো। সেটা আমাকে করতেই হবে।"

মাইকেল ডঃ তাজাকে বললো, "আপনার কাছে কোনো ওষুধপত্র আছে, যাতে নাক থেকে এই ক্রমাগত সর্দি পড়া বন্ধ হয়? ঐ মেয়ে আমাকে সারাক্ষণ নাক মুছতে দেখলে তো চলবে না।"

ডঃ তাজা বললেন, "তুমি তার সঙ্গে দেখা করতে যাবার আগে একটা ঔষুধ লাগিয়ে দেবো। তাতে জায়গাটা একটু অবশ হয়ে থাকবে, কিন্তু তাতে কি, এখনই তো আর ওকে চুমু খাচ্ছো না।" এই রসিকতায় ডাক্তার আর ডন দু'জনই হাসলেন।

রোববারের জন্য একটা আল্‌ফা-রোমিও গাড়ি যোগাড় হলো, ঝর-ঝরে কিন্তু কাজ চলে যায়। বাসে ক'রে পালের্মো গিয়ে মাইকেল মেয়েটি আর তার বাড়ির লোকদের জন্য কিছু উপহারও কিনে এনেছিলো। শুনেছিলো মেয়েটির নাম অ্যাপলোনিয়া, প্রতি রাতে মাইকেল ওর সুন্দর মুখটা আর সুন্দর নামের কথা ভাবতো। একটু ঘুমের জন্য অনেক মদ খেতে হতো, বাড়ির বুড়ী পরিচারিকাদের বলে দেয়া হয়েছিলো মাইকেলের খাটের পাশে যেন এক বোতল ঠাণ্ডা মদ রেখে দেয়। প্রতি রাতে মাইকেল বোতলটা শেষ করে ফেলতো।

রোববার সিসিলির সব গির্জায় ঘন্টা বাজতে লাগলো, এরই মধ্যে আল্‌ফা-রোমিও চালিয়ে গ্রামে পৌছে গাড়িটাকে মাইকেল ক্যাফের বাইরে রাখলো। পেছনের সীটে লুপারা হাতে কালো আর ফ্রাবিজিও বসে ছিলো। মাইকেল ওদের বলে রেখেছিলো ওরা ক্যাফেতে অপেক্ষা করবে, মালিকের বাড়িতে আসবে না। ক্যাফে বন্ধ ছিলো, কিন্তু খালি চাতালের বেড়ায় ঠেস দিয়ে ভিতেলি ওদের জন্য অপেক্ষা করছিলো।

সবার সাথে হ্যাণ্ডশেক করার পর, উপহার তিনটি হাতে নিয়ে ভিতেলির সঙ্গে মাইকেল পাহাড়ের ওপরে তার বাড়ির দিকে হেঁটে চললো। দেখা গেলো সাধারণ গ্রামের কুটিরের চাইতে বাড়িটা বড়, ভিতেলিরা দরিদ্র ছিলো না।

বাড়ির ভেতরটা চেনা-চেনা মনে হলো, কাচের ডোমের মধ্যে মেরির কয়েকটি মূর্তি, তাদের পায়ের কাছে প্রার্থনার প্রদীপ জ্বলছে। ভিতেলির দুই ছেলেও অপেক্ষা করছিলো, তারাও রোববারের যোগ্য কালো পোশাক পরেছিলো। বলিষ্ঠ দুই যুবক, হয়তো সবে উনিশ পেরিয়েছে, তবে খামারের অতিরিক্ত খাটুনির ফলে বয়সটা একটু বেশি দেখাচ্ছিলো। ওদের মা-ও শক্ত-সমর্থ, প্রায় স্বামীর মতোই মোটা-সোটা। মেয়েটির কোনো চিহ্ন দেখা গেলো না।

তাকে সবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়া হলেও কোনো কথাই মাইকেলের কানে গেলো না। সবাই একটা ঘরে গিয়ে বসলো, সেটা বসার ঘরও হতে পারে কিংবা আনুষ্ঠানিক খাবার ঘরও হতে পারে। নানা রকম আসবাবে ঠাসা, খুব বড় নয় তবু সিসিলির পক্ষে সে-ঘর মধ্যবিত্ত সচ্ছলতার পরিচয় দিচ্ছিলো।

মাইকেল সিনিয়র ভিতেলিকে আর সিনিওরা ভিতেলিকে তাদের উপহার দুটি দিলো। বাবার জন্য একটা সোনার চুরুট-কাটা, মায়ের জন্য পালের্মোর সব চাইতে মূল্যবান কাপড়ের এক থান। মেয়েটির উপহার তখনো দেয়া হয়নি। বাপ-মা সংযতভাবে ধন্যবাদ জানালো। উপহারগুলো একটু আগে থাকতেই দিয়ে ফেলা হয়েছিলো। দ্বিতীয়বার আসার আগে কিছু দেয়াটা ঠিক হয় নি।

গ্রামের লোক যেমন স্পষ্ট কথা বলে তেমনি বাবা বললো, "ভাববেন না আমরা এতোই তুচ্ছ যে বাড়িতে যেই আসবে, তাকেই আদর ক'রে ডেকে নেবে। কিন্তু ডন টমাসিনো আশ্বস্ত করেছেন, এ অঞ্চলে এমন কেউ নেই যে তার মতো ভালো লোকের কথা অবিশ্বাস করবে। তাই আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি। তবু আপনাকে এ-কথা বলে রাখছি যে আমার মেয়ের সম্বন্ধে যদি আপনার কোনো সৎ অভিপ্রায় থাকে তাহলে আমাদেরও আপনার এবং আপনার পরিবার সম্পর্কে আরো কিছু জানা দরকার। এ-কথা তো আপনার বোঝাই উচিত, আপনারাও এ-দেশেরই মানুষ।"

মাইকেল মাথা দুলিয়ে, ভদ্রতার সঙ্গে বললো, "যে কোনো সময়ে আপনি যা-কিছু জানতে চাইবেন, আমি সবই বলবো।"

সিনিয়র ভিতেলি হাত তুলে বললেন, "অন্যের ব্যাপারে আমি খুব একটা নাক গলাই না। আগে দেখা যাক তার কোনো প্রয়োজন হবে কি না। আপাতত ডন টমাসিনোর বন্ধু ব'লে এ-বাড়িতে আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি।"

নাকের ভেতর ঔষুধ লাগানো সত্ত্বেও ঘরের মধ্যে মেয়েটির উপস্থিতির সুবাস সত্যি-সত্যি মাইকেলের নাকে এলো। ফিরে দেখে, বাড়ির পেছন দিকে যাবার খিলান দেয়া দরজায় সে এসে দাঁড়িয়েছে। তাজা ফুলের গন্ধ, লেবু ফুলের, অথচ ঘনকালো কুঞ্চিত চুলে সে ফুল কিংবা আর কিছু পরেনি, সাদাসিধে কালো পোশাকে কোনো অলঙ্কার নেই; এটা নিশ্চয়ই ওর সব চাইতে ভালো পোশাক, রোববারে পরে। চকিত একটা দৃষ্টি দিলো সে, ছোট্ট একটু হাসি, তারপর চোখ নামিয়ে সলজ্জভাবে মায়ের পাশে গিয়ে বসলো।

আবার মাইকেলের নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এলো, সমস্ত দেহের মধ্যে এ কিসের প্লাবন, এ তো ঠিক কামনা নয়, বরং ওকে আয়ত্ত করার উন্মত্ত-আকাঙ্ক্ষা। এই প্রথম মাইকেল অনুভব করলো ইতালির পুরুষদের বহু কথিত সেই প্রাচীন ঈর্ষা। সেই মুহূর্তে কেউ যদি এ মেয়েকে স্পর্শ করতো, দাবি করতো, মাইকেলের কাছ থেকে সরিয়ে নিতো, মাইকেল তাকে হত্যা করতে প্রস্তুত ছিলো। কৃপণ যেভাবে স্বর্ণ মুদ্রার অধিকারী হতে চায়, চাষী যে-ভাবে নিজের চাষের জমির অধিকার চায়, মাইকেলও তেমনি উদ্দামভাবে এই মেয়েকে অধিকার করতে চাইছিলো। এই মেয়ের স্বামীত্ব থেকে কেউ ওকে বঞ্চিত করতে পারবে না; একে আয়ত্ত করা, ঘরে তালা-চাবি দিয়ে রাখা, নিতান্ত নিজের জন্য একে বন্দিনী ক'রে রাখা। ওকে কেউ চেয়ে দেখে, সেটাও মাইকেলের ইচ্ছা নয়। ভাইদের একজনের দিকে হেসে ফিরে তাকাতেই, সে-বেচারার দিকে মাইকেল নিজেরই অজান্তে বিষ-দৃষ্টি হানলো। পরিবারের সবাই টের পেলো এ সেই প্রাচীন 'বাজ-পড়া'র ব্যাপার, দেখে তারা আশ্বস্ত হলো। বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত, এই মেয়ের হাতে মানুষটি একদলা মাটির মতো হয়ে থাকবে। তারপর অবশ্য অবস্থার পরিবর্তন হবে, কিন্তু তাতে কি বা এসে যায়।

পালের্মোতে মাইকেল নিজের জন্যে নতুন কাপড়চোপড় কিনেছিলো, এখন আর তাকে মোটা কাপড় পরা চাষী ব'লে মনে হচ্ছিলো না, সবাই বুঝতে পারলো ও কোনো ডনের পদের অধিকারী। ভাঙা মুখে ও নিজে যতোটা ভাবতো, আসলে ওকে ততোটা খারাপ দেখাতো না; অন্য পাশ থেকে দেখলে এতোই সুপুরুষ মনে হতো যে বিকৃতিটাকে বেশ কৌতূহলোদ্দীপকই লাগতো। হাজার হোক, এটা এমন দেশ যেখানে বিকলাঙ্গ নাম পেতে হলে, শারীরিক অপঘাতগ্রস্ত একদল লোকের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে হয়।

মাইকেল সোজাসুজি মেয়েটির দিকে তাকালো, কি অপূর্ব আলম্বিত সুগোল মুখের গড়ন। ঠোঁটে এতো রক্তের চাপ যে ঠোটের রঙ মনে হচ্ছিলো ঘন নীল। মেয়ের নামটুকু মুখে আনার সাহস পেলো না। মাইকেল বললো, "কমলা বনে সেদিন তোমাকে দেখেছিলাম। তুমি পালিয়ে গেলে। আশা করি আমাকে দেখে ভয় পাওনি।"

এক মুহূর্তের জন্য সে চোখ তুলে তাকালো। তারপর মাথা নাড়লো। কিন্তু সেই চোখ এতো অপরূপ যে মাইকেল দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়েছিলো। মেয়েটির মা ঝাঁজালো সুরে বললো, "বেচারার সঙ্গে কথা বলো অ্যাপলোনিয়া, তোমাকে দেখতে কতো দূর থেকে এসেছে।" তবু মেয়ের ঘনকালো পাখির ডানার মতো চোখ দুটিকে ঢেকে রাখলো। সোনালী কাগজে মোড়া উপহারটি মাইকেল ওর হাতে দিতেই সেটা কোলের উপর রেখে দিলো। ওর বাবা বললো, "খুলেই দ্যাখো না।" তবু হাত দুটি সরলো না। ছোট্ট ছোট হাত, ছোট ছেলের হাতের মতো। মা হাত বাড়িয়ে অসহিষ্ণুভাবে কিন্তু সযত্নে, যাতে বহুমূল্য কাগজটা না ছেঁড়ে, মোড়কটা খুলে ফেললো। ভেতরকার লাল মখমলের গয়নার বাক্স দেখে সে থেমে গেলো, এমন জিনিস কখনো সে হাতে ক'রে নেয়নি, কেমন ক'রে খুলতে হয় তাই জানে না। যাই হোক, সহজাত বুদ্ধি দিয়ে বাক্স খুলে উপহারটি মা বের করলো।

ভারি সোনার একটা গলার হার, তাই দেখে ওরা ভরকে গেলো, শুধু ওটার মূল্যের কথা ভেবে নয়, ওদের সমাজে সোনার জিনিস দেয়ার মানে অতিশয় সুগভীর ইচ্ছা প্রকাশ করা। এ তো বিয়ের প্রস্তাবের চাইতে কম নয়, অন্তত বিয়ের প্রস্তাবের ইচ্ছার স্বীকৃতি। এই অচেনা লোকটির উদ্দেশ্যের সততা সন্দেহ করার আর কারণ রইলো না এবং তার সচ্ছলতা নিয়েও প্রশ্ন উঠলো না।

তখন পর্যন্ত অ্যাপলোনিয়া তার উপহারটি হাতে নেয়নি। মা হারটা ওকে দেখাবার জন্য তুলে ধরলে চোখ তুলে ও একবার সোজাসুজি মাইকেলের দিকে চাইলো। হরিণীর মতো গাঢ় রঙের চোখ, গাম্ভীর্যে ভরা। সে বললো, "ধন্যবাদ"। এই প্রথম তার গলার স্বর শুনলো মাইকেল।

সেই স্বরে তারুণ্যের আর লজ্জার কোমলতা। মাইকেলের কানে সে স্বরের অনুরণন জাগরো। অন্য দিকে তাকাতে লাগলো মাইকেল, তার মা-বাবার সঙ্গে কথা বলতে লাগলো, কারণ ওর দিকে চাইলে মনের মধ্যে সব ওলট-পালট হয়ে যাচ্ছিলো। তবু এটুকু মাইকেল লক্ষ্য করেছিলো যে যদিও তার পোশাকটি ছিলো সেকেলে ধরনের ঢিলে-ঢালা, তবু তা' ভেদ ক'রে দেহের ইন্দ্রিয়াসক্তি যেন ফেটে বের হচ্ছিলো। আরো লক্ষ্য করেছিলো ওর মুখটা লজ্জায় লাল হয়ে ওঠাতে গায়ের রঙ আরো গাঢ় দেখাচ্ছিলো।

শেষ পর্যন্ত মাইকেল যাবার জন্য উঠে পড়লো, ওরাও উঠে দাঁড়ালো। বিধিমতে সবাই বিদায় নিলো, অবশেষে মেয়েটি ওর সামনা-সামনি এসে করমর্দন করলো। মাইকেলের ত্বকে ওর ত্বকের স্পর্শ লাগতেই মাইকেল শিউরে উঠলো, উষ্ণ আর কিছুটা কর্কশ ত্বক, চাষীদের ত্বক। মেয়েটির বাবা মাইকেলের সঙ্গে গাড়ি পর্যন্ত এসে, পরের রোববার ওকে ডিনার খেতে নেমন্তন্ন করলো। মাইকেল মাথা নেড়ে সম্মতি জানালো বটে কিন্তু সে মনে মনে জানতো মেয়েটিকে না দেখে ও কিছুতেই এক সপ্তাহ থাকতে পারবে না।

তা থাকেওনি। পরদিনই রক্ষীদের না নিয়ে, গাড়ি চালিয়ে গ্রামে গিয়ে ক্যাফেতে বসে মেয়ের বাবার সঙ্গে মাইকেল গল্প করতে বসলো। শেষে সিনিয়র ভিতেলির দয়া হলো, স্ত্রীকে, মেয়েকে ডেকে পাঠালো, ওদের সঙ্গে এসে বসার জন্য। এবারকার সাক্ষাৎ ততোটা কুণ্ঠার হলো না। অ্যাপলোনিয়ার লজ্জা কিছুটা কমেছিলো, সে একটু কথাবার্তাও বলেছিলো। প্রতিদিনকার ছাপা কাপড়ের ফ্রক পরেছিলো, ওর গায়ের রঙের সঙ্গ মানিয়েছিলো বেশি।

তার পর দিন আবার তাই হলো। পার্থক্য শুধু এই যে সেদিন অ্যাপলোনিয়া মাইকেলের দেয়া সোনার হার গলায় পরেছিলো। তাই দেখে মাইকেল ওর দিকে চেয়ে হেসেছিলো, বুঝেছিলো ওটা একটা ইঙ্গিত। তার সঙ্গে হেঁটে পাহাড়ে উঠেছিলো মাইকেল, মা-ও পেছনেই ছিলো। কিন্তু গায়ের সঙ্গে গায়ের একটুখানি স্পর্শ অপরিহার্য ছিলো, একবার অ্যাপলোনিয়া হোঁচট খেয়ে ওর গায়ের ওপর পড়েছিলো, ওকে ধরে ফেলতে হয়েছিলো, হাতের নিচে ওর উষ্ণ-সজীব দেহের স্পর্শ লাগতেই মাইকেলের বুকে প্রবল ঢেউ উঠেছিলো। মা যে পেছনে দাঁড়িয়ে হাসছে, সেটা ওরা লক্ষ্য করলো না; হাসির কারণ অ্যাপলোনিয়া ছিলো একটি পাহাড়ী ছাগল বিশেষ, কখনো এ-পথে যেতে সে হোঁচট খায়নি। আরো হেসেছিলো এই ভেবে যে বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত ছোকরা একমাত্র এভাবেই ওর গাঁয়ে হাত দিতে পারে।

দু'সপ্তাহ ধ'রে এইভাবে চলেছিলো। যতোবার মাইকেল আসতো, ওর জন্য উপহার নিয়ে আসতো, আস্তে-আস্তে ওরও লজ্জা কেটে যেতে লাগলো। কিন্তু একজন অভিভাবক উপস্থিত না থাকলে ওদের দেখা হতো না। গ্রামের মেয়ে বলে তো নয়, কোনোমতে অক্ষর চিনতো, দুনিয়া সম্বন্ধে ওর কোনো ধারণাই ছিলো না; তবু ওর কেমন একটা সজীবতা ছিলো, একটা প্রাণের উচ্ছ্বাস ছিলো, তার ওপর ছিলো ভাষার বাধা, তাতে ও আরো রহস্যময়ী হয়ে উঠেছিলো। মাইকেলের অনুরোধে সব ব্যবস্থা খুব তাড়াতাড়ি হয়ে গেলো। তাছাড়া অ্যাপলোনিয়া জানতো মাইকেল শুধু যে ওকে দেখে মুগ্ধ তা নয়, উপরন্তু নিশ্চয়ই বেশ ধনী, কাজেই দু'সপ্তাহ পর এক রোববার বিয়ের দিন স্থির হলো।

এবার ডন টমাসিনো হাত লাগালেন। আমেরিকা থেকে তিনি খবর পেয়েছিলেন যে মাইকেলকে কোনো আদেশ মেনে চলতে হবে না, তবে সব রকম প্রাথমিক সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। কাজেই ডন টমাসিনো বরের অভিভাবক হলেন যাতে তার নিজের দেহরক্ষীদের সেখানে রাখতে পারেন। কর্লিয়নিতে বরযাত্রী হয়ে কালো আর ফ্যাব্রিজিও গেলো, ডঃ তাজাও গেলেন। বর-কনে বিয়ের পর তাজার পাথরের পাঁচিল দিয়ে ঘেরা বাড়িতে থাকবে স্থির হয়েছিলো।

চাষীদের বাড়িতে যেমন বিয়ে হয়ে থাকে সেইভাবেই বিয়ে হলো। গাঁয়ের লোকরা পথের

পাশে দাঁড়িয়ে বর-যাত্রীদের, বর-কনের আর অতিথিদের সবার গায়ে ফুল ছড়ালো, তারপর পায়ে হেঁটে তারা গির্জা থেকে কনের বাড়ি গেলো। বিয়ের শোভাযাত্রায় যারা যোগ দিয়েছিলো তারা প্রতিবেশীদের গায়ে চিনি মাখানো কাগজি বাদাম আর প্রাচীন নিয়ম অনুসারে চিনির মিষ্টি ছুঁড়ে মারলো। যে মিষ্টি বাকি রইলো তাই দিয়ে বিবাহ-শয্যার ওপর সাদা চিনির ঢিপি তৈরি করে রাখা হলো। এ ক্ষেত্রে অবশ্য এটা হলো শুধু নিয়মরক্ষার জন্য, কারণ বর-কনের প্রথম রাতটি কাটবে কর্লিয়নি গ্রামের বাইরে ডঃ তাজার বাগান-বাড়িতে। মধ্যরাত পর্যন্ত বিয়ের ভোজ চলবে, কিন্তু তার আগেই বর-কনে আল্‌ফা-রোমিও গাড়ি চড়ে বিদায় নেবে। যাবার সময় মাইকেল অবাক হয়ে দেখলো কনের অনুরোধে তার মা-ও সঙ্গে চলেছে। বাবা বুঝিয়ে বললো মেয়ে খুবই ছেলেমানুষ, কুমারী, একটু ভয় পেয়ে গেছে, বিয়ের পর-দিন সকালে কারো সঙ্গে ও হয়তো একটু কথা বলতে চাইবে, কোনো গোলমাল হ'লে একজন বুঝিয়ে বলার লোক দরকার হতে পারে। এ সব ব্যাপার মাঝে-মধ্যে একটু গোলমেলে হয়। মাইকেল চেয়ে দেখলো অ্যাপলোনিয়া তার বিশাল হরিণ-চোখে অনিশ্চয়তা নিয়ে ওর দিকে তাকিয়ে আছে। ওর দিকে মৃদু হেসে মাথা দুলিয়ে সম্মতি জানালো মাইকেল।

কাজেই ঘটনাক্রমে ওরা মাকে সঙ্গে ক'রে কর্লিয়নিতে ফিরে এলো। কিন্তু ভদ্রমহিলা সেখানে পৌছেই ডঃ তাজার পরিচারিকাদের সঙ্গে কি যেন পরামর্শ ক'রে মেয়েকে আদর ক'রে চুমো খেয়ে দৃশ্যপট থেকে বিদায় নিলো। মাইকেল আর তার নববধূ বিশাল শোবার ঘরে একাই প্রবেশ করেছিলো।

অ্যাপলোনিয়ার গায়ে তখনো বিয়ের পোশাক ছিলো, তার ওপরে শুধু একটা ক্লোক জড়িয়ে নিয়েছিলো। গাড়ি থেকে ওর ট্রাঙ্ক আর সুটকেস শোবার ঘরে নিয়ে আসা হয়েছিলো। ছোট একটা টেবিলে এক বোতল মদ আর এক প্লেট ছোট-ছোট বিয়ের কেক সাজানো ছিলো। ঝালর দেয়া প্রকাণ্ড খাটটি সব সময় চোখে পড়ছিলো। ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে তরুণী অপেক্ষায় ছিলো, মাইকেলই প্রথম উদ্যোগ নেবে ব'লে।

কিন্তু এতোদিনে ওকে একা পেয়ে ওর নায্য স্বামী হয়ে, প্রতি রাতে মাইক যে-মুখের যে-দেহের স্বপ্ন দেখতো, সেটা উপভোগ করার পথে কোনো বাধা না থাকা সত্ত্বেও মাইকেল তার কাছে অগ্রসর হতে পারছিলো না। মাইকেল চেয়ে দেখলো অ্যাপলোনিয়া গা থেকে বিয়ের শাল খুলে একটা চেয়ারে ঝুলিয়ে রাখলো, বিয়ের মুকুট খুলে ছোট ড্রেসিং টেবিলের ওপর রাখলো। পালের্মো থেকে নানা রকম সুগন্ধী দ্রব্য আর ক্রিম আনিয়েছিলো মাইকেল, সেগুলো টেবিলে সাজানো ছিলো। মেয়েটি সেই দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলো।

মাইকেল ভাবলো হয়তো কাপড় ছাড়ার সময় ওর অন্ধকার ভালো লাগবে, এই ভেবে আলো নিভিয়ে দিলো। কিন্তু জানালা খোলা ছিলো, সেটা দিয়ে সিসিলির সোনার মতো উজ্জ্বল চাঁদের আলো ঘরে আসতে লাগলো; মাইকেল জানালাটা একটু বন্ধ করলো, সব বন্ধ করলে ঘর গরম হয়ে উঠবে।

মেয়েটি তখনো টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে রইলো, অগত্যা মাইকেল ঘর ছেড়ে হলের গোসল-খানায় গেলো। এসেই ডঃ তাজা আর ডন টমাসিনোর সঙ্গে মাইকেল বাগানে বসে এক গ্লাস মদ খেয়েছিলো, মহিলারা তখন শোবার জন্য প্রস্তুত হতে গিয়েছিলো। মাইকেল

ভেবেছিলো এসে দেখবে অ্যাপলোনিয়া রাতের পোশাক পরে শুয়ে পড়েছে। ওর মা ওর জন্য এ কাজটুকু ক'রে দেয়নি, তাই দেখে মাইকেল একটু আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলো। হয়তো অ্যাপলোনিয়ার ইচ্ছা ছিলো মাইকেলের সাহায্য নেয়া। কিন্তু মাইকেল নিশ্চিত জানতো এ মেয়ে খুবই লাজুক, নিষ্পাপ, অতোটা এগোবার সাহস তার নেই।

এবার শোবার ঘরে ফিরে এসে দেখে ঘর একেবারে অন্ধকার, কেউ জানালাটা পুরোপুরি বন্ধ ক'রে দিয়েছে। হাতড়ে হাতড়ে বিছানার কাছে গিয়ে, আবছায়াতে চাদরের নিচে অ্যাপলোনিয়ার দেহের আকৃতি দেখতে পেলো, ওর দিকে পিঠ ফিরিয়ে আছে, শরীরটা কুঁকড়ে অন্য দিকে ফেরানো। কাপড় ছেড়ে মাইকেলও চাদরের নিচে ঢুকলো। হাত বাড়াতেই রেশমের মতো কোমল ত্বকের স্পর্শ পেলো। গায়ে নাইটি নেই; তার এই সাহস দেখে মাইকেল খুব খুশি। আস্তে আস্তে, খুব যত্নে ওর কাঁধে একটা হাত রেখে একটু চাপ দিলো মাইকেল, যাতে সে ওর দিকে ফেরে। আস্তে আস্তে ফিরলো সে, তার কোমল বক্ষের স্পর্শ পেলো মাইকেল, তারপরেই বিদ্যুতের ঝলকের মতো ওরা আলিঙ্গনাবদ্ধ হলো। অবশেষে ওকে দু'হাতে জড়িয়ে ধ'রে মাইকেল ওর উষ্ণ ঠোঁটে গাঢ় চুম্বন দিলো, অ্যাপলোনিয়ার কোমল দেহ নিজের দেহের সঙ্গে জাপটে ধরলো মাইকেল।

ওর শরীর, ওর চুল যেন রেশম; অ্যাপলোনিয়া পরম আগ্রহে, কুমারী মেয়ের অধীর কামনায় মাইকেলকে জড়িয়ে ধরলো। চরম মিলনের মুহূর্তে তার মুখ দিয়ে একটা নিঃশ্বাস বেরিয়ে এলো। প্রেম যখন চরিতার্থ হলো, দু'জন দু'জনের দেহের সঙ্গে এমন প্রচন্ড আকর্ষণে আকৃষ্ট হ'য়ে রইলো যে পরস্পরকে ছেড়ে দেয়াটা ছিলো যেন মৃত্যুর আগের শিহরণের মতো।

সেই রাতে এবং পরবর্তী সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধ'রে মাইকেল কর্লিয়নি বুঝলো অনগ্রসর সমাজের লোক কৌমার্যকে এতো মূল্য দেয় কেন। এর আগে কখনো সে এমন গভীর ভাবে ইন্দ্রিয়সুখ উপভোগ করেনি, সেই ইন্দ্রিয়সুখের সঙ্গে এবার নিজের পৌরুষকেও উপলব্ধি করেছিলো মাইকেল। প্রথম দিকে অ্যাপলোনিয়া ওর ক্রীতদাসীর মতো হয়ে গিয়েছিলো। বিশ্বাস থাকলে, প্রেম থাকলে, স্বাস্থ্যবতী তরুণীর যখন প্রথম যৌন চেতনা জাগ্রত হয়, সে হয় পাকা ফলের মতো মধুর।

এদিকে আপলোনিয়াও ঐ বাগানবাড়িটার নিরানন্দ, নারীবর্জিত আবহাওয়াটাকে অনেকখানি হাল্কা ক'রে এনেছিলো। বিয়ের পরদিনই মাকে সে বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছিলো। তারুণ্যের চপলতা দিয়ে চারদিক আলো ক'রে সে খাবার টেবিলে সবার দেখাশুনা করতো। প্রতি রাতে ডন টমাসিনো ওদের সঙ্গে খেতেন, বাগানে বসে মদ খেতে খেতে ডঃ তাজা তার সব পুরনো গল্প আরেকবার ক'রে বলতেন, বাগান-ভরা শ্বেতপাথরের মূর্তির গলায় লাল ফুলের মালা ঝুলতো,বেশ আনন্দে সন্ধ্যাগুলো কাটতো। রাতে তাদের শোয়ার ঘরে নব-দম্পতি ঘন্টার পর ঘন্টা অধীর ভাবে প্রেম ক'রে কাটাতো। অ্যাপলোনিয়ার নিখুঁত শরীর, মধুর রঙের ত্বক, কামার্ত চোখ, দেখে-দেখে মাইকেলের মন উঠতো না। ওর গায়ের গন্ধ খুবই মিষ্টি ছিলো, সজীব, নারী সৌরভ লাগা দৈহিক গন্ধ, কামনা তাতে উদ্দীপ্ত হ'য়ে ওঠে। ওর নির্মল বাসনা কিন্তু তীব্রতায় প্রায় মাইকেলের দাম্পত্য লালসার সমানই ছিলো। এক একদিন ক্লান্ত হ'য়ে ওরা যখন ঘুমিয়ে পড়তো, তখন ভোর হয়ে যেতো। কখনো ক্লান্ত হলেও

মাইকেলের চোখে ঘুম আসতো না; জানালার চৌকাঠে বসে অ্যাপলোনিয়ার ঘুমন্ত নগ্ন-দেহের দিকে চেয়ে থাকতো। মুখটা কি অপূর্ব সুন্দর, এমন নিখুঁত মুখ এর আগে মাইকেল দেখেছিলো শুধু ইতালিয় শিল্পের বইতে। ম্যাডোনার মুখ, জিশুর কুমারী মায়ের মুখ। সে মুখেও এতো কৌমার্য ফুটে উঠতো না।

বিয়ের পর প্রথম সপ্তাহে ওরা আল্‌ফা রোমিওতে চড়ে বেড়াতে যেতো, চড়ুইভাতি করতো। তারপর ডন টমাসিনো মাইকেলকে ডেকে বুঝিয়ে বললেন যে বিয়েটার ফলে ইতালির ঐ অঞ্চলে মাইকেলের উপস্থিতি ও পরিচয় সবাই জেনে গেছে, কাজেই কর্লিয়নি পরিবারের শত্রুদের সম্বন্ধে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে, কারণ শত্রুদের লম্বা হাত এই ছোট দ্বীপে পর্যন্ত পৌছেছে। বাগানবাড়ির চারদিকে ডন টমাসিনো সশস্ত্র প্রহরী রাখলেন, দেয়ালের ভেতরে রইলো দুই রক্ষী, কালো আর ফ্যাবিজিও। কাজেই মাইকেল আর তার স্ত্রীকে বাগানবাড়ির গন্ডীর মধ্যে থাকতে বাধ্য হলো।

অ্যাপলোনিয়াকে ইংরেজি লিখতে পড়তে আর দেয়াল ঘেরা জায়গাটুকুর মধ্যে গাড়ি চালাতে শিখিয়ে মাইকেলের সময় কাটতো। এই সময় ডন টমাসিনোকে কেমন অন্যমনস্ক মনে হতো, কারো সঙ্গে ভালো ক'রে কথা বলতেন না। ডঃ তাজা বললেন পালের্মো শহরের নব্য মাফিয়া নেতাদের সঙ্গে তখনো গোলমাল চলছিলো।

একদিন রাতে বাড়ির এক বুড়ি ঝি এক পাত্র জলপাই বাগানে এনে ওদের দিলো। বুড়ি ঐ গ্রামের মেয়ে, সে মাইকেলের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলো, "সবাই বলছে তুমি নাকি নিউইর্য়কের গডফাদার, ডন কর্লিয়নির ছেলে, একথা কি সত্যি?"

মাইকেল তাকিয়ে দেখলো গোপন কথাটা এভাবে জানা-জানি হয়ে যাওয়াতে বিরক্ত হ'য়ে ডন টমাসিনো মাথা নাড়ছেন। বুড়ি কিন্তু ব্যস্ত হয়ে মাইকেলের দিকে চেয়ে রইলো যে মনে হলো ওর কাছে সত্যি কথাটার বিশেষ গুরুত্ব আছে। কাজেই মাথা হেলিয়ে মাইকেল বললো, "আমার বাবাকে তুমি চেনো নাকি?"

বুড়ির নাম ছিলো ফিলোমিনা, আখরোটের মতো কোঁচকানো মেটে রঙের মুখ তার, দাঁতগুলো মুখের পাতলা খোলের ভিতর দিয়ে দেখা যেতো। মাইকেল বাগানবাড়িতে এসে এই প্রথম বুড়িকে ওর দিকে চেয়ে হাসতে দেখলো। বুড়ি বললো, "গডফাদার একবার আমার প্রাণ বাঁচিয়েছিলেন। আর আমার মাথাটাও।" মাথার দিকটা দেখালো বুড়ি

বোঝাই গেলো তার আরো কিছু বলার ইচ্ছা ছিলো, মাইকেল হে'সে তাকে উৎসাহ দিলো। ভয়ে-ভয়ে বুড়ি জিজ্ঞেস করলো, "এ কথা কি সত্যি যে লুকা ব্রাসি মরে গেছে?"

মাইকেল মাথা হেলিয়ে কথাটা সমর্থন করতেই বুড়ির মুখে পরম নিষ্কৃতির ভাব দেখে অবাক হলো। ফিলোমিনা বুকের ওপর ক্রুশ চিহ্ন এঁকে বললো, "খোদা আমাকে ক্ষমা করুক, কিন্তু ওর আত্মা যেন অনন্ত নরকে পোড়ে।

ব্রাসি সম্বন্ধে মাইকেলের পুরনো কৌতূহল আবার জেগে উঠলো। ওর মনে হলো হেগেন আর সনি ওকে যে কথা বলতে রাজি হয়নি এই বুড়িও নিশ্চয় সে-কথা জানে। বুড়িকে এক গ্লাস মদ ঢেলে দিয়ে মাইকেল তাকে বসালো। তারপর কোমল স্বরে বললো, " আমাকে বাবা আর লুকা ব্রাসির কথা বলো তো । কিছুটা অবশ্য জানি, কিন্তু ওদের পরিচয় হয়েছিলো

কোথায় আর লুকাই বা বাবাকে এতো ভক্তি করতো কেন? কোনো ভয় নেই, বলো আমাকে।"

ফিলোমিনার কোঁচকানো মুখ আর কিসমিসের মতো কালো চোখে ডন টমাসিনোর দিকে তাকালো, তিনিও ইশারা ক'রে অনুমতি দিলেন। অতএব লুকা ব্রাসির গল্প ব'লে ফিলোমিনা ওদের সন্ধ্যা কাটাতে সাহায্য করলো।

ত্রিশ বছর আগে, নিউইর্য়কের টেন্‌থ্‌ অ্যাভেনিউয়ের ইতালিয় উপনিবেশে, বুড়ি ধাত্রীর কাজ করতো। ওখানকার মেয়েদের কেবলই বাচ্চা-কাচ্চা হতো, ফিলোমিনারও ভালো রোজগার হতো। মাঝে-মাঝে কারো প্রসবের সময় জটিলতা দেখা দিলে ডাক্তাররা হস্তক্ষেপ করার চেষ্টা করতো, ফিলোমিনাই তাদের দু-চারটা জিনিস শিখিয়ে দিতো। ওর স্বামীর একটা মুদীর দোকান ছিলো, সেটাও ভালো চলতো। এখন সে গত হয়েছে, ফিলোমিনা তার আত্মার কল্যাণ কামনা করে, যদিও বেঁচে থাকতে লোকটা তাস পিটিয়ে আর মেয়েমানুষ নিয়ে পয়সা ওড়াতো, দুর্দিনের জন্য এক পয়সাও তুলে রাখতো না। সে যাই হোক, ত্রিশ বছর আগে, এক অভিশপ্ত রাতে, যখন সব সৎ লোক বিছানায় শু'য়ে ঘুমিয়ে পড়েছে, তখন ফিলোমিনার দরজায় কেউ টোকা দিলো। তাতে অবশ্য সে একটুও ঘাবড়ায়নি, কারণ এই রকম শান্তিপূর্ণ সময়েই শিশুরা খুব বুদ্ধি ক'রে এই পাপের সংসারে নিরাপদে প্রবেশ করে। কাজেই কাপড়-চোপড় পরে সে দরজা খুলে দিলো। বাইরে লুকা ব্রাসি দাঁড়িয়ে ছিলো, অতো কাল আগেও তার ভয়ঙ্কর বদনাম ছিলো। তাছাড়া সবাই জানতো ও অবিবাহিত। অমনি ফিলোমিনা ভয় খেয়ে গেলো। ভাবলো হয়তো লুকা ওর স্বামীর কোনো ক্ষতি করতে এসেছে, হয়তো ওর স্বামী বোকার মতো কোনো ছোট-খাটো বিষয়ে লুকাকে সাহায্য করতে অস্বীকার করেছে।

ব্রাসি কিন্তু সামান্য উদ্দেশ্য নিয়েই এসেছিলো। সে বললো একটা মেয়ের এখনই প্রসব হবে, বাড়িটা এই-এলাকার বাইরে কিছুটা দূরে, ফিলোমিনাকে লুকার সঙ্গে যেতে হবে। সঙ্গে-সঙ্গেই ফিলোমিনা বুঝে নিলো কোথাও কোনো গলদ আছে। সেই রাতে ব্রাসির পাশবিক মুখটা পাগলের মতো দেখাচ্ছিলো, বোঝাই যাচ্ছিলো ওকে ভূতে পেয়েছে। আপত্তি করার চেষ্টা করেছিলো ফিলোমিনা, কিন্তু ব্রাসি ওর হাতে কতগুলো নোট গুঁজে দিয়ে কর্কশভাবে ওর সঙ্গে আসতে বললো। ভয়ের চোটে ফিলোমিনা অস্বীকার করতে পারলো না।

রাস্তায় একটা ফোর্ড গাড়ি দাঁড়িয়েছিলো, ড্রাইভারটি ব্রাসির সহযোগী। যেতে ত্রিশ মিনিটের বেশি লাগলো না; গন্তব্যস্থল লংআইল্যাণ্ড সিটিতে একেবারে পুলের ওপর ছোট একটা কাঠের বাড়ি। বাড়িতে দুটি পরিবার থাকতে পারে, তবে বোঝা গেলো সে সময়ে শুধু ব্রাসি আর তার সঙ্গী-সাথীরা থাকতো। আরো কতগুলো গুণ্ডা চেহারার লোক রান্নাঘরে বসে তাস খেলছিলো আর মদ খাচ্ছিলো। ব্রাসি ফিলোমিনাকে ওপরতলার একটা শোয়ার ঘরে নিয়ে গেলো। খাটের ওপর এক সুন্দর অল্পবয়সী মেয়ে শুয়ে ছিলো। মনে হলো আইরিশ, মুখে রঙ মাখা, লাল চুল, পেটটা ফুলে গিয়ে শুয়োরের মতো লাগছে। ভীষণ ভয় পেয়েছিলো মেয়েটা। ব্রাসিকে দেখেই আতঙ্কে—হ্যা, আতঙ্কে—মুখ ফিরিয়ে নিলো। বাস্তবিকই ব্রাসির বিকট মুখের ঐ বিদ্বেষের ভাব দেখে ফিলোমিনারই এমন ভয় হচ্ছিলো, যেমনটা জীবনে কখনো হয়নি। এই বলে ফিলোমিনা আবার ক্রুশ চিহ্ন আঁকলো।

অল্প কথায় বলতে গেলে, ব্রাসি ঘর থেকে চলে গেলো। ওর লোকদের দু'জন ধাত্রীকে সাহায্য করলো, বাচ্চাটা জন্মালো, মা'র এমন ক্লান্তি এলো যে সঙ্গে সঙ্গে ঘুমে আচ্ছন্ন হলো। ব্রাসিকে ডাকা হলো, ফিলোমিনা নবজাত শিশুটিকে একটা কম্বলে জড়িয়ে রেখেছিলো, তাকে ব্রাসির দিকে বাড়িয়ে ধরে সে বললো, "আপনি যদি ওর বাবা হোন, তাহলে নিন। আমার কাজ শেষ।"

কটমট ক'রে ব্রাসি ওর দিকে চেয়ে রইলো, ব্রাসির মুখে অশুভ চিন্তার ছাপ, পাগলের মতো ভাব। সে বললো, "হ্যা, আমি ওর বাবা। কিন্তু আমি চাই না এই জাতের কেউ বেঁচে থাকুক। ওকে নিচে বেস্‌মেন্টে নিয়ে গিয়ে চুল্লিতে ফেলে দাও।

মুহূর্তের জন্য ফিলোমিনার মনে হয়েছিলো হয়তো লুকার কথা ঠিক বোঝেনি। 'জাত' কথাটা তুললো কেন ভেবে পেলো না। মেয়েটা ইতালিয় নয় ব'লে কি? নাকি মেয়েটা অতি নিকৃষ্ট শ্রেণীর, অর্থাৎ বেশ্যা ব'লে? নাকি লুকার ঔরসে যার জন্ম সে বাঁচার যোগ্য নয়? তারপর মনে হলো বোধ হয় এটা নিষ্ঠুর ঠাট্টা। সংক্ষেপে, ফিলোমিনা বলেছিলো, "আপনার সন্তান, যা ইচ্ছা তাই করুন।" তারপর ছোট্ট পুঁটলিটা ব্রাসির হাতে তুলে দেবার চেষ্টা করেছিলো ফিলোমিনা।

ঠিক এই সময় শিশুর ক্লান্ত মা জেগে উঠে পাশ ফিরে ওদের দিকে মুখ করলো। ফিরেই দেখলো ব্রাসি ছোট্ট পুঁটলিটা ফিলোমিনার বুকের ওপর সজোরে ঠেলে দিচ্ছে। দূর্বল কণ্ঠে সে বলে উঠলো, "ওহ লুক্, ওহ লুক্, আমি খুব দুঃখিত।" ব্রাসি ওর দিকে ঘুরে দাঁড়ালো।

ফিলোমিনা তখন বললো, সেটা নাকি খুবই জঘন্য ব্যাপার। সে যে কি জঘন্য। দুটো উন্মাদ জানোয়ারের মতো দু'জনে। মানুষ নয়। পরস্পরের প্রতি ওদের সেই নিদারুণ ঘৃণা যেন ঘরটাতে জ্বলে উঠলো। সেই মুহূর্তে ওদের কাছে আর কিছুর অস্তিত্ব ছিলো না, নবজাত শিশুটিরও নয়। অথচ সেই সঙ্গে অদ্ভুত একটা লালসাও ছিলো। একটা রক্তাক্ত, পৈশাচিক লালসা, সেটা এতোই অস্বাভাবিক যে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিলো তার জন্য ওদের চিরকালের মতো সর্বনাশ হয়ে যাবে। তারপর লুকা ব্রাসি ফিলোমিনার দিকে ফিরে বললো, "যা বলছি তাই করলে তোমাকে বড়লোক ক'রে দেবো।"

ভয়ের চোটে ফিলোমিনার কথা বের হলো না। শুধু মাথা নাড়লো। শেষে অনেক কষ্টে ফিস ফিস ক'রে বলেছিলো, "যা হয় আপনি করুন, আপনি ওর বাপ, আপনি করুন।" ব্রাসি তার কোনো উত্তর না দিয়ে শার্টের ভেতর থেকে একটা ছুরি বের ক'রে বলেছিলো, "তোমার গলা কেটে ফেলবো।"

কিছুক্ষণের জন্য ফিলোমিনা জ্ঞান হারিয়ে থাকবে, কারণ তার পরেই মনে পড়ছে ওরা সবাই ঐ বাড়ির নিচের বেস্‌মেন্টে একটা লোহার চারকোণা চুলার সামনে দাঁড়িয়ে ছিলো। তখনও বাচ্চাটা ফিলোমিনার কোলে, এ পর্যন্ত একটুকুও শব্দ করেনি। ফিলোমিনা বললো, "যদি কাঁদতো, যদি আমার একটু বুদ্ধি হতো যে একটা চিমটি কাটি, তাহলে হয়তো ব্রাসির দয়া হতো।"

লোকগুলোর একজন নিশ্চয় চুলার দরজা খুলেছিলো, কারণ আগুন দেখা যাচ্ছিলো।

তারপরেই ফিলোমিনা দেখলো ঐ বেস্‌মেন্টে সে আর ব্রাসি ছাড়া কেউ নেই, চারদিকে গরম পানির নল থেকে ঘামের মতো বিন্দু বিন্দু পানি ঝরছে, কেমন একটা ইঁদুর-ইঁদুর গন্ধ, ব্রাসির হাতে আবার ছুরিটা দেখা যাচ্ছে। ব্রাসি যে ওকে মেরে ফেলতে প্রস্তুত সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। সামনে আগুনের হল্‌কা, আর ব্রাসির চোখ। শয়তানের বিকৃত মুখের মতো ওর মুখ। মানুষের মতো নয়, প্রকৃতিস্থ নয়। চুলার খোলা দরজার দিকে ব্রাসি তাকে ঠেলে দিলো।

এই পর্যন্ত বলে ফিলোমিনা চুপ করলো। কোলের ওপর দুই হাত জোড় ক'রে, মাইকেলের মুখের দিকে চাইলো। ও জানতো সে কি চায়, নিজের স্বর দিয়ে প্রকাশ না করেও কি বলতে চায়। কোমল কণ্ঠে মাইকেল জিজ্ঞেস করলো, "তুমি তাই করলে?" মাথা হেলিয়ে ফিলোমিনা জানালো তাই।

এর পর আরেক গ্লাস মদ খেয়ে ক্রুশ চিহ্ন এঁকে, বিড়-বিড় ক'রে একটু প্রার্থনা ক'রে তার পর ফিলোমিনা আবার গল্পটা বলতে লাগলো। ওকে একগাদা টাকা দিয়ে গাড়ি ক'রে বাড়িতে পাঠানো হয়েছিলো।

ওকে ঝুঝিয়ে দেয়া হয়েছিলো যে এ বিষয়ে একটি কথা বললে ওর মৃত্যু হবে। কিন্তু দু দিন পরে ব্রাসি ঐ শিশুর তরুণী মা'কে খুন করলো। ওকে পুলিশে ধরে নিয়ে গেলো। ফিলোমিনা, ভয়ে আধমরা হ'য়ে গডফাদারের কাছে গিয়ে সব কথা বলেছিলো। তিনি তাকে চুপ ক'রে থাকতে বলেছিলেন, বলেছিলেন তিনিই সব ব্যবস্থা ক'রে দেবেন। সে সময়ে ব্রাসি ডন কর্লিয়নির কাজ করতো না।

ডন কর্লিয়নি সব ঠিক ক'রে দেবার আগেই লুকা ব্রাসি তার সেলে নিজের গলায় কাঁচের টুকরো দিয়ে আত্মহত্যা করার চেষ্টা করেছিলো। ওকে জেলের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিলো এবং সেরে উঠার আগেই ডন কর্লিয়নি সব ব্যবস্থা ক'রে ফেলেছিলেন। আদালতে প্রমাণ দেবার মতো কিছু পুলিশের হাতে ছিলো না, তাই লুকা ব্রাসি খালাস পেলো।

যদিও ডন কর্লিয়নি ফিলোমিনাকে আশ্বাস দিয়েছিলেন লুকা ব্রাসি কিংবা পুলিশ, কারো কাছ থেকেই ওর ভয়ের কিছু নেই, তবু ওর মনে শান্তি ছিলো না। ওর আত্মপ্রত্যয় নষ্ট হয়ে গিয়েছিলো, নিজের পেশায় মন দিতে পারছিলো না। শেষ পর্যন্ত স্বামীকে তার মুদির দোকান বিক্রি করতে রাজি করিয়ে তারা ইতালিতে ফিরে এসেছিলো। তার স্বামী লোকটি ভালো ছিলো, তাকে সব কথা বলতেই সে সবটাই বুঝেছিলো। কিন্তু মানুষটি ছিলো দুর্বল, এতোকাল আমেরিকায় খেটে-খুটে তারা অনেক টাকা জমিয়েছিলো, দেশে ফিরে সে টাকা তার স্বামী উড়িয়ে দিলো। কাজেই তার মৃত্যুর পর ফিলোমিনাকে চাকরানীর কাজ করতে হচ্ছে। ফিলোমিনার গল্প শেষ হলো। আরেক গ্লাস মদ খেয়ে সে মাইকেলকে বললো, "তোমার বাবার নামে আমি আর্শীবাদ জানাই। যখন আমার টাকার দরকার হয়েছে, উনি পাঠিয়ে দিয়েছেন; ব্রাসির হাত থেকে উনিই আমাকে বাঁচিয়েছেন। তাকে বোলো রোজ রাতে আমি তার মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করি, মৃত্যুর পর তার ভয়ের কোনো কারণ নেই।"

সে চলে গেলে মাইকেল ডন টমাসিনোকে জিজ্ঞেস করেছিলো, "ও যা বললো, সেটা কি সত্যি?" মাফিয়া নেতা মাথা হেলিয়ে জানালেন যে সব-ই সত্যি। মাইকেল ভাবলো এজন্যেই কেউ এ গল্প তাকে বলেনি। গল্প বটে! লুকাও একটা চিজ্!

পরদিন সকালে মাইকেলের ইচ্ছা ছিলো পুরো ব্যাপারটা ডন টমাসিনোর সঙ্গে আলোচনা করে। কিন্তু শুনলো একজন বার্তাবাহকের মুখে কোনো জরুরি খবর পেয়ে তিনি পালের্মো গিয়েছেন। সন্ধ্যায় ফিরে এসে মাইকেলকে আলাদা ক'রে ডেকে নিয়ে বললেন আমেরিকা থেকে সংবাদ এসেছে। খুবই দুঃসংবাদ। সান্তিনো কর্লিয়নি খুন হয়েছে।

চব্বিশ

মাইকেলের শোবার ঘরটি সিসিলির ভোরের ঈষৎ হলদে রোদে ভরে গিয়েছিলো। জেগেই টের পেলো অ্যাপলোনিয়ার সাটিনের মতো নরম শরীরটা ওর নিজের উষ্ণ শরীরের সঙ্গে লেগে রয়েছে, আদও করে ওকে জাগালো মাইকেল। এতো দিনের পরিপূর্ণ অধিকারের পরেও মাইকেল ওর বাসনা দেখে মুগ্ধ না হয়ে পারতো না।

ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো অ্যাপলোনিয়া, হলের গোসল-খানায় গিয়ে হাত-মুখ ধুয়ে কাপড় ছেড়ে আসতে। মাইকেল তখনো খালি গায়ে খাটে শু'য়ে একটা সিগারেট ধরিয়ে আরাম করছিলো, সকালের রোদ গায়ে এসে পড়ছিলো। এই বাগানবাড়িতে এটাই ওদের শেষ রাত। সিসিলির দক্ষিণ তীরে, অন্য এক শহরে, ডন টমাসিনো ওদের থাকার ব্যাবস্থা করেছিলেন। অ্যাপলোনিয়া তখন এক মাসের অন্তঃসত্ত্বা, কয়েক সপ্তাহ বাপের বাড়িতে কাটিয়ে সে-ও যাবে মাইকেলের কাছে, তাদের নতুন গোপন-আশ্রয়ে।

আগের রাতে অ্যাপলোনিয়া শুতে যাবার পরে, ডন টমাসিনো মাইকেলের সঙ্গে বাগানে এসে বসেছিলেন। তাকে খুব উদ্বিগ্ন, খুবই ক্লান্ত মনে হয়েছিলো। স্বীকার করেছিলেন যে মাইকেলের নিরাপত্তা সম্বন্ধে তার অনেক দুঃচিন্তা। বললেন, "বিয়েটার জন্য তুমি সবার চোখে পড়ে গেছো। আমি আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি যে তোমার বাবা তোমার জন্য অন্য কোথাও বন্দোবস্ত করছেন না, সে যাই হোক, পালের্মোর নব্য তুর্কিদের নিয়ে আমাকেও যথেষ্ট ভুগতে হচ্ছে। ওদের কিছু-কিছু সুবিধা ক'রে দিতে চেয়েছি, যাতে ওরা ওদের ন্যায্য ভাগের কিছু বেশিই পায়, কিন্তু হতভাগারা সবটাই চায়। ওদের হাবভাব বুঝে উঠতে পারছি না। কয়েকটা চালাকি করার চেষ্টাও করেছে, কিন্তু আমাকে মারা অতো সহজ নয়। ওরা নিশ্চয় জানে অতোটা হেলাফেলা করার মানুষ আমি না। ছেলেমানুষদের নিয়ে এই এক অসুবিধা, তা তারা যতোই বুদ্ধিমান হোক না কেন। সবটা ভেবে দেখবে না, কুয়ার সব পানি খেয়ে ফেলতে চাইবে।"

তারপর ডন টমাসিনো বলেছিলেন যে ঐ দু'জন রাখাল, ফ্রাবিজিও আর কালো, রক্ষী হ'য়ে মাইকেলের গাড়িতে যাবে। ডন টমাসিনো আজ রাতেই বিদায় নেবে, কারণ কাল ভোরে তাকে কাজকর্ম দেখতে পালের্মো যেতে হবে। মাইকেল যেন নতুন জায়গায় যাওয়া সম্বন্ধে ডঃ তাজাকে না বলে, কারণ উনি সন্ধ্যেটা পালের্মোতে কাটাবেন, কোথায় কার কাছে কি বক-বক করবেন কে বলতে পারে।

মাইকেল জানতো ডন টমাসিনো অসুবিধায় পড়েছেন। রাতে সশস্ত্র-প্রহরীরা বাগানবাড়ির দেয়ালের চারদিকে টহল দিতো। বাড়ির মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টা লুপারা হাতে

কয়েকজন বিশ্বাসী রাখাল থাকতো। ডন টমাসিনো নিজেও প্রচুর অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে বেরুতেন, সঙ্গে তার ব্যক্তিগত রক্ষীরা সর্বদা থাকতো।

ক্রমে রোদটা খুব কড়া হয়ে এলো। মাইকেল সিগারেট নিভিয়ে, সিসিলির শ্রমিকদের মতো প্যান্ট, শার্ট আর ঠোঁট-লাগানো টুপি পরলো। খালি পায়ে জানালা দিয়ে বাইরে ঝুঁকে দেখলো ফ্রাবিজিও বাগানের একটা চেয়ারে ব'সে আয়েস ক'রে তার ঘন কালো চুল আঁচড়াচ্ছে, টেবিলের ওপর ওর লুপারাটা পড়ে আছে। মাইকেল শিস দিতেই সে ওপর দিকে তাকালো।

মাইকেল ডেকে বললো, "গাড়িটা নিয়ে এসো। আমি পাঁচ-মিনিটের মধ্যে রওনা হবো। কালো কোথায়?"

ফ্রাবিজিও উঠে দাঁড়ালো, শার্টের বোতাম খোলা থাকাতে বুকের লাল-নীল উল্কি দেখা গেলো, সে বললো, "কালো রান্না-ঘরে কফি খাচ্ছে। তোমার বউও সঙ্গে আসছেন নাকি?"

মাইকেল ভুরু কুঁচকে তাকালো। ওর মনে হলো ক' সপ্তাহ ধরে ফ্র্যাবিজিওর চোখ যেন অ্যাপলোনিয়াকে বড় বেশি অনুসরণ করছিলো। অবশ্য ডনের বন্ধুর স্ত্রীর সঙ্গে কোনো বাড়াবাড়ি করার সাহস ওর কখনোই হবে না। সিসিলিতে এর চাইতে নিশ্চিত মৃত্যুর পথ আর নেই। নিরুত্তাপ কণ্ঠে মাইকেল বললো, "না, ও আগে বাপের বাড়িতে থাকবে, কয়েক দিন বাদে আমাদের কাছে যাবে।" একটা পাথরের ঘর আগে যা রোমিওর গ্যারাজ হিসেবে ছিলে, মাইকেল ফ্রাবিজিওকে তাড়াতাড়ি সেদিকে যেতে দেখলো।

তারপর সে হলের ওখানে হাত-মুখ ধুতে গেলো। অ্যাপলোনিয়া সেখানে ছিলো না। হয়তো রান্না-ঘরে গিয়ে নিজের হাতে মাইকেলের জন্য খাবার তৈরি করছিলো; সিসিলির অন্য প্রান্তে চলে যাবার আগে বাপের বাড়ির লোকদের দেখার এতো আগ্রহের জন্য বোধহয় ওর বিবেক দংশন করছিলো, সেই পাপ স্খলন করার জন্যই রাঁধতে বসেছে। পরে মাইকেলের কাছে অ্যাপলোনিয়ার যাবার জন্য যানবাহনের ব্যবস্থা ডন টমাসিনোই করে দেবেন।

নিচের রান্নাঘরে ফিলোমিনা ওর কফি এনে দিয়ে সলজ্জভাবে বিদায় নিলো। মাইকেল বললো, "বাবার কাছে তোমার কথা বলবো।" বুড়ি মাথা দোলালো। কালো রান্নাঘরে এসে মাইকেলকে বললো, "বাইরে গাড়ি। তোমার ব্যাগ নিয়ে আসি?"

মাইকেল বললো, "না, আমি আনছি। অ্যাপলোনিয়া কোথায়?"

কালোর মুখে হাসি, "ও তো গাড়িতে বসে আছে, স্টার্ট দেবার আগ্রহে অধীর। আমেরিকায় পৌঁছার আগেই ও সত্যি-সত্যি মার্কিনী হয়ে যাচ্ছে।" সিসিলির কোনো চাষীর মেয়ে গাড়ি চালাবার চেষ্টা করবে এ কথা কেউ ভাবতেও পারতো না।

মাইকেল কিন্তু মাঝে মাঝে অ্যাপলোনিয়াকে বাগানবাড়ির ভেতরে আস্তে-আস্তে গাড়ি চালাতে দিতো, অবশ্য নিজে সবসময় ওর পাশে থাকতো, কারণ কখনো কখনো ব্রেকে চাপ না দিয়ে, ও ভুলে অ্যাক্সেলারেটরে চাপ দিতো।

মাইকেল কালোকে বললো, "ফ্র্যাবিজিওকে ডেকে নিয়ে গাড়িতে আমার জন্য অপেক্ষা করো।" রান্না-ঘর থেকে বেরিয়ে মাইকেল দোতলায় উঠলো। ব্যাগ আগেই গোছানো হয়েছিলো। ব্যাগ তুলে নেবার আগে জানালা দিয়ে চেয়ে দেখলো রান্না-ঘরের দরজার বাইরে না থেকে, গাড়িটা গাড়ি-বারান্দার সামনে রয়েছে। অ্যাপলোনিয়া গাড়িতে বসেছিলো, হাত

দুটো স্টিয়ারিংয়ের ওপর, যেন ছোট্ট মেয়ে খেলা করছে। কালো পেছনের সীটে খাবারের টুকরি রাখছিলো। তারপরেই মাইকেল বিরক্ত হ'য়ে দেখলো ফ্রাবিজিও কি কাজে বাগানবাড়ির ফটক দিয়ে বাইরে বেরিয়ে যাচ্ছে। করছেটা কি সে? দেখলো ফ্রাবিজিও একবার পেছন ফিরে তাকালো, কেমন যেন একটা চোরা চাহ্নি। হারামজাদাকে একটু ধমকাতে হবে। সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে মাইকেল ভাবলো রান্না-ঘরে গিয়ে ফিলোমিনার কাছ থেকে আবার বিদায় নেবে। বুড়িকে সে জিজ্ঞেস করলো, "ডঃ তাজা কি এখনো ঘুমাচ্ছেন?"

ফিলোমিনার কোঁচকানো মুখে একটা ধূর্ত ভাব ফুটে উঠলো, "বুড়া মোরগদের সূর্যোদয় সহ্য হয় না। উনি কাল রাতে পালের্মো গেছেন।"

মাইকেল হাসলো। রান্না-ঘরের দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো সে, ওর বন্ধ নাকেও লেবু ফুলের গন্ধ এলো। দশ কদম দূরে গাড়িতে বসে অ্যাপলোনিয়া হাত নাড়লো, মাইকেল বুঝলো ওকে ঐখানেই থাকতে বলছে, অ্যাপলোনিয়া গাড়ি চালিয়ে সেখানে নিয়ে আসবে। গাড়ির পাশে দাঁড়িয়ে কালো দাঁত বের ক'রে হাসছিলো, হাতে লুপারাটা ঝুলছিলো। কিন্তু ফ্রাবিজিওর টিকিও দেখা গেলো না। ঠিক সেই মুহূর্তে, সচেতন ভাবে কিছু চিন্তা না করেই মাইকেলের মনে সব কিছু পরিষ্কার হয়ে গেলো। সে চেঁচিয়ে অ্যাপলোনিয়াকে বললো, "না! না!" কিন্তু অ্যাপলোনিয়া ততোক্ষণে গাড়ি স্টার্ট দিয়ে দিয়েছিলো, একটা প্রচন্ড বিস্ফোরণের শব্দে মাইকেলের কথা চাপা পড়ে গেলো। রান্না-ঘরের দরজা ভেঙে চুরমার হয়ে গেলো, বাগানবাড়ির দেয়ালের পাশে দশ হাত দূরে মাইকেল ছিটকে পড়লো। বাড়ির ছাদ থেকে পাথর খসে ওর কাঁধের ওপর পড়লো, মাটিতে পড়ে রইলো সে, মাথায়ও একটা পাথর ছিটকে লাগলো। যে অল্প সময় ওর জ্ঞান ছিলো, তার মধ্যে দেখতে পেলো চারটি চাকা আর চাকাগুলোর ডিফেন্সেল ছাড়া আল্ফা রোমিও গাড়িটার আর কিছু বাকি নেই।

যখন জ্ঞান ফিরে এলো মনে হলো ঘরটা খুব অন্ধকার; মানুষের কণ্ঠ শুনলো, কিন্তু এতো আস্তে যে কথা না হ'য়ে শুধু আওয়াজের মতো লাগলো। একটা সহজাত জান্তব বুদ্ধির বলে মাইকেল অচৈতন্যের ভান করার চেষ্টা করলো, কিন্তু গলার স্বরগুলো বন্ধ হলো, খাটের পাশ থেকে কেউ ওর দিকে ঝুঁকে স্পষ্ট গলায় বললো, "এবার শেষ পর্যন্ত ও আমাদের কাছে ফিরে এসেছে।" একটা আলো জ্বললো, চোখের ওপর যেন সাদা আগুনের ঝলক লাগলো, মাইকেল মাথা ফেরালো। মাথাটাকে ভারি আর অবশ মনে হলো। তারপর চিনতে পারলো খাটের ওপর যে মুখটি ঝুঁকে পড়েছে সেটি ডঃ তাজার মুখ।

কোমল কণ্ঠে ডঃ তাজা বললেন, "একবার তোমাকে দেখি, তারপর আলো নিভিয়ে দেবো।" বলে ছোট একটা পেনসিল টর্চের আলো ফেললেন মাইকেলের চোখে। তারপর বললেন, "ভালো হয়ে যাবে।" ঘরে আর কেউ ছিলো, তার দিকে ফিরে বললেন, "ওর সঙ্গে কথা বলতে পারো।"

বিছানার কাছেই আরেকটা চেয়ারে ডন টমাসিনো বসে ছিলেন। এবার মাইকেল তাকে স্পষ্ট দেখতে পেলো। ডন টমসিনো বললেন, "মাইকেল, মাইকেল, তোমার সঙ্গে কথা বলতে পারি? নাকি বিশ্রাম নিতে চাও?"

কথা বলার চাইতে হাত তুলে ইশারা করা সহজ। মাইকেল তাই করলো। ডন টমাসিনো বললেন, "গ্যারাজ থেকে কি ফ্রাবিজিও গাড়িটা এনেছিলো?

নিজের অজ্ঞাতে মাইকেল হাসলো। অদ্ভুত এক সম্মতির হাসি, বরফের মতো ঠাণ্ডা। ডন টমাসিনো বললেন, "ফ্রাবিজিও অদৃশ্য হয়ে গেছে, আমার কথা শোনো মাইকেল। তুমি এক সপ্তাহ অচেতন ছিলে। বুঝতে পারছো? সবার ধারণা তুমি মরে গেছো, কাজেই তুমি নিরাপদ, ওরা আর তোমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে না। তোমার বাবাকে খবর দিয়েছি, তিনিও কতোগুলো নির্দেশ দিয়েছেন। তোমার আমেরিকায় ফিরে যেতে আর দেরি নেই। ততোদিন এখানে নিরিবিলি বিশ্রাম করবে। এটা পাহাড়ের ওপর একটা ছোট খামার বাড়ি, আমি এ বাড়ির মালিক, এখানে তুমি নিরাপদ। পালের্মোর লোকরা আমার সঙ্গে শান্তি-চুক্তি করেছে, কারণ সবাই ভাবছে তুমি মরে গেছো, আসলে এতোদিন তুমিই ওদের হামলার লক্ষ্য ছিলে। ওরা তোমাকে মারার তালে ছিলো, অথচ সবাইকে ভাবতে দিয়েছিলো যে আমাকে মারতে চায়। এটা তোমার জানা উচিত। বাকি যা কিছু, সে সব আমার হাতে ছেড়ে দাও। তুমি সুস্থ-সবল হয়ে ওঠো, মনটাকে শান্ত করো।"

মাইকেলের সব কথা মনে পড়তে লাগলো। ও জানতো যে ওর স্ত্রী মারা গেছে, কালো মারা গেছে। রান্না-ঘরের বুড়ির কথা মনে হলো। ওর সঙ্গে সেও বাইরে এসেছিলো কিনা মনে পড়লো না। ফিস্‌ফিস্ ক'রে মাইকেল জিজ্ঞেস করলো, "ফিলোমিনা?" ডন টমাসিনো আস্তে আস্তে বললেন, "তার লাগেনি, বিস্ফোরণের ঝাপটায় শুধু নাক দিয়ে রক্ত পড়েছিলো। তার জন্য ভেবো না।"

মাইকেল বললো, "ফ্রাবিজিও। আপনার রাখালদের বলুন, যে আমার কাছে ফ্রাবিজিওকে এনে দেবে, সে সিসিলির শ্রেষ্ঠ ঘাস-জমির মালিক হবে।"

যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন ডন আর ডাক্তার। পাশের টেবিল থেকে একটা গ্লাস তুলে ডন টমাসিনো একটা হলুদ পানীয়তে চুমুক দিলেন, তার ফলে তার মাথাটা সোজা হয়ে উঠলো। ডঃ তাজা খাটে বসে অন্যমনস্কভাবে বললেন, "জানো, তুমি বিপত্নীক। সিসিলিতে ও-জিনিস খুব একটা দেখা যায় না।" যেন এই বৈশিষ্ট্যটুকু থেকে মাইকেল কিছুটা সান্ত্বনা পাবে।

মাইকেল ইশারা ক'রে ডন টমাসিনোকে আরো নিচু হতে বললো। ডন খাটে বসে মাথা নামালেন। মাইকেল বললো, "বাবাকে বলুন আমাকে বাড়িতে নিয়ে যেতে। তাকে বলুন আমি তার পুত্র হতে চাই।"

কিন্তু সম্পূর্ণ সেরে উঠতে মাইকেলের আরো একটা মাস লেগেছিলো, তারপর দেশে ফেরার কাগজ-পত্র যোগাড় ক'রে অন্যান্য ব্যবস্থা করতে আরো দু'মাস। তারপর প্লেনে ক'রে পালের্মো থেকে রোম আর রোম থেকে নিউইর্য়ক। এতো দিনেও ফ্রাবিজিওর কোনো চিহ্ন পাওয়া যায় নি।

পঁচিশ

কলেজের ডিগ্রি পাবার পর, কে অ্যাডাম্‌স্ তাদের নিজেদের নিউ হ্যাম্প্‌শায়ার শহরের একটা গ্রেড্ স্কুলে শিক্ষিকার পদ নিয়েছিলো। মাইকেল অদৃশ্য হ'য়ে যাবার পর প্রথম ছ'মাস প্রতি

সপ্তাহে কে মিসেস কর্লিয়নিকে ফোন ক'রে মাইকেলের খবর নিতো। তিনি সবসময়ই স্নেহে ব্যবহার করতেন এবং প্রত্যেক বার কথার শেষে বলতেন, "তুমি খুব ভালো মেয়ে। মাইকেলের কথা ভুলে যাও, কোনো ভালো ছেলেকে বিয়ে করো।" অমন স্পষ্ট কথা শুনেও কে কিছু মনে করতো না, ও বুঝতো মাইকের মা ওর মঙ্গল চিন্তা করেই অমন কথা বলছেন, কারণ ও ছেলেমানুষ এবং পরিস্থিতির অসম্ভব।

অধ্যাপনার প্রথম টার্ম শেষ হ'লে কে স্থির করলো নিউইয়র্কে গিয়ে কিছু ভদ্র-গোছের কাপড়-চোপড় কিনবে আর কলেজের কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে দেখা করবে। নিউইয়র্কে একটা মনের মতো কাজ খুঁজে নেবার কথাও ওর মনে হচ্ছিলো। প্রায় দু'বছর ব্রহ্মচারিণীর মতো বাস করেছে, বই পড়েছে, অধ্যাপনা করেছে, পুরুষ-বন্ধুদের সঙ্গে সন্ধ্যা কাটাতে অস্বীকার করেছে, বাড়ি থেকে বেরোতেই চায়নি, যদিও লংবিচে ফোন করা অনেক দিন হলো ছেড়ে দিয়েছে। ওটা যে আর চলবে না সেটুকু বুঝেছিলো কে, ফলে মন-মেজাজ খারাপ হয়ে থাকতো। ওর বরাবর বিশ্বাস ছিলো, মাইকেল ওকে চিঠি লিখবে, কিংবা কোনো রকম খবর পাঠাবে। সে যে তা করেনি, তাতে ওর অপমান লাগতো; মাইকেল যে ওকেও এতোটুকু বিশ্বাস করে না, তা ভেবে ওর দুঃখ হতো।

ভোরের ট্রেন ধরে, দুপুরবেলায় গিয়ে নিউইয়র্কের হোটেলে উঠলো কে। মেয়ে-বন্ধুরা চাকরি করে, সেখানে তাদের বিরক্ত করার ইচ্ছা হলো না, ভাবলো রাতে ফোন করবে। ট্রেন যাত্রাটা খুবই ক্লান্তিকর, এখন আর কেনা-কাটাও করতে ইচ্ছা করছিলো না। হোটেলের ঘরে একা বসে মনে পড়ে গেলো মাইকেল আর ও কেমন হোটেলের ঘরেই প্রেম করতো, মনটা খারাপ হয়ে গেলো। বিশেষ করে এই কারণেই লংবিচে মাইকেলের মাকে ফোন করার কথা মনে হলো।

কর্কশ-পুরুষালি কণ্ঠে কেউ উত্তর দিলো; কে'র মনে হলো নিউইয়র্কের লোকদের কথায় বোধ হয় এরকম টান থাকে। কে মিসেস কর্লিয়নির সঙ্গে কথা বলতে চাইলো। কয়েক মুহূর্তের নীরবতার পর শুনতে পেলো সেই রকম টান দিয়েই কেউ ওর পরিচয় জানতে চাইছে।

এবার কে একটু অপ্রস্তুত হয়ে বললো, "আমার নাম কে অ্যাডাম্‌স্‌, মিসেস কর্লিয়নি, আমাকে মনে আছে কি?"

মিসেস কর্লিয়নি বললেন, "নিশ্চয়, নিশ্চয় মনে আছে। আজকাল যে আর ফোন করো না? বিয়ে করেছো নাকি?"

কে বললো, "না, না, কাজে ব্যস্ত ছিলাম।" আশ্চর্য লাগলো যে ও ফোন করা ছেড়ে দিয়েছে ব'লে মাইকের মা অসন্তুষ্ট হয়েছেন। কে জিজ্ঞেস করলো, "মাইকেলের কোনো খবর পেয়েছেন? সে ভালো আছে তো?"

ফোনটা একটু নীরব রইলো, তারপর মিসেস কর্লিয়নির বলিষ্ঠ কণ্ঠ শোনা গেলো, "মাইকি তো বাড়ি এসেছে। সে কি তোমাকে ফোন করেনি? তোমার সঙ্গে দেখা করেনি?"

কে এমনই চমকে গেলো যে পেটের মধ্যে ব্যাথা অনুভব করতে লাগলো, লজ্জায় কান্না পেলো। গলা ভেঙে এলো, জিজ্ঞেস করলো, "কতোদিন হলো বাড়ি এসেছে?"

মিসেস কর্লিয়নি বললেন, "ছয় মাস।"

কে বললো, "ও, বুঝেছি।" বাস্তবিকই বুঝেছিলো। মাইকেল ওকে এতো তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করেছে, এ কথা মাইকেলের মা জানতে পারলেন ব'লে কে লজ্জায় মরে যাচ্ছিলো। তারপর খুব রাগ হলো। মাইকেলের ওপর, তার মায়ের ওপর, সব বিদেশীদের ওপর, ইতালিয়দের ওপর, তাদের এতোটুকু ভদ্রতা-জ্ঞান নেই যে প্রেমের সম্পর্ক চুকে যাবার পর একটা বন্ধুত্বের ভাব রক্ষা করতে পারে না। মাইকেল কি জানে না যে যদি কে-কে সে শয্যা-সঙ্গিনীরূপে না-ই চায়, বিয়ে করতে না-ই চায়, তবু বন্ধু ভেবেও তো ওর জন্য কে-র ভাবনা হতে পারে? ও কি ভেবেছে যে কে-ও একজন পশ্চাদপদ ইতালিয় মেয়ে যে সতীত্ব সমর্পণ করার পর পরিত্যক্ত হ'য়ে আত্মহত্যা ক'রে বসবে, কিংবা রেগে-মেগে লোক জড়ো করবে?

গলাটাকে যথাসাধ্য সংযত ক'রে মাইকেলের মাকে কে বললো, "বুঝেছি, আচ্ছা, অনেক ধন্যবাদ। মাইকেল বাড়ি এসেছে, ভালো আছে জেনে খুব খুশি হলাম। এইটুকুই জানতে চেয়েছিলাম। আপনাকে আর টেলিফোন করবো না।"

ফোনের মধ্যেই মিসেস কর্লিয়নির অসহিষ্ণু স্বর শোনা গেলো, যেন কে-র কোনো কথাই কানে যায়নি, "যদি তুমি মাইকির সঙ্গে দেখা করতে চাও, তাহলে এখুনই চলে এসো। অপ্রত্যাশিতভাবে তোমাকে দেখলে সে খুব খুশি হবে। একটা ট্যাক্সি নিও, আমি আমাদের গেটের লোকটাকে বলে দেবো সে ভাড়াটা দিয়ে দেবে। তুমি ট্যাক্সিওয়ালাকে বলবে দ্বিগুন ভাড়া পাবে, নইলে এতো দূর আসতে চাইবে না। তুমি কিন্তু ভাড়া দেবে না। গেটে আমার স্বামীর লোক আছে, সে দেবে।"

নিরুত্তাপ কণ্ঠে কে বললো, "তা হয় না মিসেস কর্লিয়নি। মাইকেলের যদি আমার সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছা থাকতো, সে এর আগেই আমাদের বাড়িতে ফোন করতো। বোঝাই যাচ্ছে সে আমাদের আগেকার সম্পর্কটা রাখতে চায় না।"

ফোনে মিসেস কর্লিয়নির চট্‌পটে কথা শোনা গেলো, "তুমি খুব ভালো মেয়ে, তোমার গায়ের গড়ন খুব সুন্দর, কিন্তু তোমার খুব বেশি বুদ্ধি নেই। তুমি আমার সঙ্গে কথা বলতে এসো, মাইকির সঙ্গে নয়। আমি তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাই। এক্ষুনি চলে এসো। ট্যাক্সি ভাড়া তুমি দেবে না। আমি তোমার জন্য বসে আছি।"

কট্ করে একটা শব্দ হলো। মিসেস কর্লিয়নি ফোন ছেড়ে দিয়েছিলেন।

কে ফোন ক'রে বলতে পারতো সে আসতে পারবে না, কিন্তু সে জানতো মাইকেলের সঙ্গে দেখা করা, কথা বলা নিতান্তই দরকার, তা সে ভদ্রতার খাতিরে হলেও। এখন যদি সে প্রকাশ্যেই বাড়ি এসে থাকে, তার মানে হলো ওর আর কোনো বিপদ নেই, স্বাভাবিক ভাবে থাকতে পারবে। বিছানা থেকে লাফিয়ে নেমে মাইকেলের সঙ্গে দেখা করতে যাবার জন্য কে তৈরি হতে লাগলো। খুব যত্ন ক'রে সাজ-পোশাক, মেক-আপ করলো সে। যাবার আগে আয়নায় নিজের চেহারা দেখলো। মাইকেল অদৃশ্য হয়ে যাবার সময় থেকে চেহারাটা কি এখন আরো ভালো হয়েছে? নাকি বয়স বিশ্রী রকম বেশি মনে হচ্ছে? গড়নটাতে আরো নারীত্ব প্রকাশ পাচ্ছে, কোমরের কাছটা আরো সু-গোল, বুকটা আরো ভারি। শোনা যায় ইতালিয়রা ঐ রকমই ভালোবাসে, যদিও মাইকেল সবসময় বলতো সে অতো রোগা বলেই

ওকে আরো ভালো লাগে। আসলে এসবে কিছুই এসে যাচ্ছে না। বোঝাই যাচ্ছে মাইকেল ওর সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে চায় না, নইলে ছয় মাস হলো বাড়ি ফিরেছে, এর মধ্যে নিশ্চয়ই ফোন করতো।

যে ট্যাক্সিটাকে ডাকলো কে, সে প্রথমে লংবিচে যেতে রাজি হচ্ছিলো না, যতোক্ষণ না মিষ্টি হেসে কে দ্বিগুন ভাড়া দিতে চাইলো। যেতে এক ঘণ্টা লাগলো; কে লক্ষ্য করলো শেষবার যা দেখেছিলো তার থেকে প্রাঙ্গণের কিছু পরিবর্তন হয়েছে। এখন চারদিকে লোহার রেলিং, প্রবেশপথে লোহার গেট। লাল শার্ট, সাদা কোট পরা একটা লোক গাড়ির মধ্যে মাথা ঢুকিয়ে মিটার দেখে চালককে কয়েকটা নোট দিলো। কে দেখলো চালক কোনো আপত্তি করলো না, টাকা পেয়ে যেন বেশ খুশিই হলো, তখন সে গাড়ি থেকে নেমে প্রাঙ্গণ পার হয়ে, মাঝখানের বাড়িটাতে গেলো।

মিসেস কর্লিয়নি নিজে দরজা খুলে কে-কে জড়িয়ে ধরে আদর করলেন। কে তো অবাক। তারপর তিনি কে-র দিকে তাকিয়ে তাকে যাচাই ক'রে খোলাখুলি বললেন, "তুমি খুব সুন্দর দেখতে। আমার ছেলেগুলো বোকা।" কে-কে টেনে বাড়ির মধ্যে এনে সোজা রান্না-ঘরে নিয়ে গেলেন, সেখানে এক থালা খাবার সাজানোই ছিলো, স্টোভে এক পাত্র কফি ফুটছিলো। বললেন, "মাইকেল একটু পরেই বাড়ি আসবে। তোমাকে দেখে অবাক হয়ে যাবে।"

দু'জনে এক সঙ্গে বসলো, কে-কে জোর করে [illegible] খাওয়াতে লাগলেন এবং অত্যন্ত কৌতূহলের সঙ্গে নানান প্রশ্ন করতে লাগলেন। কে স্কুলে পড়াচ্ছে, পুরনো মেয়ে-বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করতে নিউইয়র্কে এসেছে আর তার মোটে চব্বিশ বছর বয়স শুনে তিনি মহা খুশি হ'য়ে এমন ক'রে মাথা দোলাতে লাগলেন যেন তিনি মনে মনে যেমন ঠিক করে রেখেছিলেন সবই মিলে যাচ্ছে। কে এতো ঘাবড়ে গিয়েছিলো যে শুধু প্রশ্নের উত্তর দিয়ে যাচ্ছিলো, তার বেশি কিছু বলছিলো না।

কে-ই ওকে রান্না-ঘরের জানালা দিয়ে প্রথম দেখতে পেয়েছিলো। বাড়ির সামনে একটা গাড়ি এসে থামলো, আগে দু'জন লোক নামলো, তারপর মাইকেল। ঐ লোকদের একজনের সঙ্গে কথা বলার জন্য মাইকেল মাথা তুললে। মুখের বাঁ-পাশটা দেখতে পেলো কে । ভাঙা, তোবড়ানো, ছোট মেয়ে প্লাস্টিকের পুতুলের মুখে লাথি মারলে যেমন হয়। কেমন যেন অদ্ভুতভাবে কে-র চোখে এতে মাইকেলের সৌন্দর্য একটুও কমলো না, কিন্তু চোখে পানি এলো। কে দেখলো মাইকেল একটা ধবধবে সাদা রুমাল নিয়ে নাকে মুখে একটু চেপে ধরলো, তারপর বাড়িতে ঢুকলো।

দরজা খোলার শব্দ, তারপর হল-ঘর থেকে পায়ের শব্দ রান্না-ঘরের দিকে এলো। তার পরেই রান্না-ঘরের খোলা জায়গাটাতে পৌঁছে মাইকেল ওর মাকে আর কে-কে দেখতে পেলো। প্রথমে কোনো ভাবের পরিবর্তন দেখা গেলো না, তারপর সে একটু হাসলো, মুখের ভাঙা অর্ধেকটার কাছে এসে হাসিটা বন্ধ হয়ে গেলো। কে ভেবেছিলো মাথাটাকে যতোটা পারে ঠাণ্ডা রেখে বলবে 'হ্যালো, কেমন আছো?" কিন্তু চেয়ার ছেড়ে ছুটে ওর বাহু-বন্ধনে ঢুকে পড়ে ওর কাঁধে মুখ গুঁজলো। মাইকেল ওর ভেজা গালে চুমু খেলো, কান্না থামা পর্যন্ত ওকে জড়িয়ে ধরে রইলো, তানপর ওকে গাড়ির কাছে নিয়ে গিয়ে রক্ষীদের বিদায় দিয়ে, ওকে

পাশে বসিয়ে গাড়ি চালিয়ে বেরিয়ে পড়লো। কে রুমাল দিয়ে চোখ-মুখ মুছে খুব সহজ উপায়ে মেক-আপ ঠিক করলো।

কে বললো, "ওরকম করার ইচ্ছা ছিলো না। কিন্তু আমাকে তো কেউ বলেনি তোমাকে ওরা কি ভীষণভাবে জখম করেছে।"

মাইকেল হেসে নিজের মুখের ভাঙা দিকটা ছুঁয়ে বললো, "এটার কথা বলছো? ও কিছু না। তবে খালি-খালি সর্দি পরে। এখন বাড়ি এসেছি, ওটাকে হয়তো সারিয়ে নেবো। তোমাকে চিঠি লেখার কিংবা কিছু করার উপায় ছিলো না। সবার আগে সেটাই তোমাকে বুঝতে হবে।"

কে বললো, "বেশ।"

মাইকেল বললো, "শহরে আমার একটা আস্তানা আছে। সেখানেই যাওয়া হবে নাকি রেস্তোরাঁয় গিয়ে পানাহার হবে?"

কে বললো, "আমার খিদে পায়নি।"

নীরবে ওরা নিউইয়র্কের পথ ধ'রে কিছুটা এগোলো। মাইকেল জিজ্ঞেস করলো, "ডিগ্রিটা পেয়েছো?"

কে বললো, "হ্যা। এখন আমাদের শহরের একটা স্কুলে পড়াচ্ছি। যে লোকটা ঐ পুলিশ-ক্যাপ্টেনকে মেরেছিলো, সে কি ধরা পড়েছে।? তাই বুঝি তুমি বাড়ি আসতে পারলে?

কিছুক্ষণ কোনো উত্তর দিলো না মাইকেল, তারপর বললো, "হ্যা তাই। নিউইয়র্কের খবরের কাগজে সব কথা ছেপেছিলো। পড়োনি?"

মাইকেল খুনী, সে-কথা সে অস্বীকার করাতে কে পরম নিশ্চিন্তে হেসে বললো, "আমাদের শহরে শুধু 'নিউইয়র্ক টাইমস' পাওয়া যায়। হয়তো খবরটা উননব্বুই পৃষ্ঠায় চাপা পড়ে গিয়েছিলো। পড়লে আরো আগেই তোমার মাকে ফোন করতাম।" একটু থামলো কে, তারপর বললো, "তোমার মা কিন্তু কি রকম যেন অদ্ভূত কথা বলতো, আমার তো প্রায় বিশ্বাসই জন্মে গিয়েছিলো যে তুমিই ঐ কাজ করেছো। তারপর আজ তুমি আসার ঠিক আগেই কফি খেতে খেতে বললেন একটা খ্যাপা লোক খুন স্বীকার করেছে।"

মাইকেল বললো, "আগে হয়তো মা'র ঐ রকম ধারণাই ছিলো।"

কে বললো, "তোমার নিজের মায়ের?"

এক গাল হেসে মাইকেল বললো, "মায়েরা তো পুলিশের লোকের মতো হয়। সব চাইতে মন্দ জিনসটা বিশ্বাস করে।"

মাল্‌বেরি স্ট্রিটের একটা গ্যারেজে মাইকেল গাড়ি ঢুকালো, মনে হলো মালিক ওকে চেনে। মোড় ঘুরিয়ে কে-কে একটা বেশ ভগ্নদশা পাথরের বাড়ির সামনে নিয়ে গেলো, চারদিকে ভাঙা-চোরা বাড়ি-ঘর, তার মধ্যে বাড়িটাকে বেশ মানিয়ে গিয়েছিলো। মাইকেলের কাছে সদর দরজার চাবি ছিলো, ভেতরে ঢুকে কে দেখলো বাড়িটা একজন কোটিপতির শহরের বাড়ির মতো মুল্যবান আরামের জিনিস দিয়ে সাজানো।

মাইকেল তাকে ওপরতলার ফ্লাটে নিয়ে গেলো; বিশাল বসার ঘর, বড় রান্না-ঘর আর সেখানে থেকে একটা দরজা দিয়ে ঢুকলে শোবার ঘর। বসার ঘরের এক কোণায় একটা 'বার', মাইকেল দু'জনের জন্য পানীয় মিশিয়ে আনলো। পাশাপাশি দু'জনে সোফায় বসলো, মাইকেল আস্তে আস্তে বললো," শোবার ঘরে গেলেইবরং ভালো হয়।"

গ্লাসে একটা লম্বা টান দিয়ে ওর দিকে চেয়ে কে হেসে বললো, "চলো।"

সেদিনের প্রেম করাটা কে-র দিক থেকে ঠিক আগের মতোই হয়েছিলো, তবে মাইকেলকে যেন আরেকটু রূঢ়, সোজাসুজি এবং আগের মতো অতোটা কোমল মনে হলো না। যেন কে-র কাছেও সতর্কতা অবলম্বন করছে। কিন্তু কোনো অনুযোগ করার ইচ্ছা হলো না কে-র। এ ভাবটা কেটে যাবে। কে-র মনে হলো এ ধরনের পরিস্থিতিতে পুরুষরাই যেন একটু অদ্ভুত রকম স্পর্শকাতর হয়। ওর নিজের কাছে তো দু'বছর অদেখার পরেও মাইকেলের সঙ্গে প্রেম করাটাকে অত্যন্ত স্বাভাবিক ব'লে মনে হয়েছিলো। মনে হচ্ছিলো যেন এর মধ্যে মাইকেল কোথাও চলে যায় নি।

মাইকেলের গায়ের কাছে গুঁজে শুয়ে কে বললো, "চিঠি লিখতে পারতে, আমাকে বিশ্বাস করতে পারতে। আমি না হয় নিউ ইংল্যাণ্ডের 'ওমের্তা' পালন করতাম। ইয়াঙ্কিরাও যথেষ্ট মুখ বুজে থাকতে পারে, তা জানো?"

অন্ধকারে মাইকেল আস্তে আস্তে হাসলো, বললো, "তুমি অপেক্ষা করে থাকবে আমি কখনো ভাবিনি। যে ব্যাপার ঘটে গেলো, তার পরেও তুমি অপেক্ষা করবে ভাবতে পারিনি।"

কে তাড়াতাড়ি বলে উঠলো, "আমি কখনোই বিশ্বাস করিনি তুমি ঐ লোক দুটোকে মেরেছিলে। খালি তোমার মায়ের যখন সেই রকম ধারণা দেখলাম তখন ছাড়া। তবে মনে মনে কখনো বিশ্বাস করিনি। তোমাকে যে খুব ভালো ক'রে চিনি।"

মাইকেলকে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়তে শোনা গেলো। সে বললো, "মেরেছি কি মারিনি, তাতে কিছু এসে যায় না। এটুকু তোমাকে বুঝতে হবে।"

ওর কণ্ঠের শীতলতায় কে থমকে গিয়েছিলো। সে বললো, "তাহলে এখনই বলো, মেরেছিলে না মারোনি?"

মাইকেল বালিশে ঠেস্ দিয়ে উঠে বসলো, অন্ধকারে একটু আলোর শিখা দেখা গেলো, মাইকেল সিগারেট ধরিয়ে বললো, "যদি তোমাকে বলি আমাকে বিয়ে করো, তুমি আমার প্রশ্নের উত্তর দেবার আগে কি আমাকে তোমার ঐ প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে?"

কে বললো, "আমি পরোয়া করি না, আমি তোমাকে ভালোবাসি, ওসব আমি পরোয়া করি না। তুমিও যদি আমাকে ভালোবাসতে তাহলে সত্যি কথাটা বলতে অতো ভয় পেতে না। আমি গিয়ে পুলিশের কাছে লাগাবো, এ কথা তোমার মনেই হতো না। তাই না? আসলে তুমি একজন গুণ্ডা, তাই না? কিন্তু সত্যি আমার তাতে কিছু এসে যায় না। আমার যেটা এসে যায়, সেটা হলো সেটা বোঝাই যাচ্ছে তুমি আমাকে ভালোবাসো না। বাড়ি ফিরে একবার জানালে না পর্যন্ত।"

মাইকেল সিগারেট টানছিলো, কিছুটা জ্বলন্ত ছাই কে-র খালি পিঠে পড়লো। কে একটু সঙ্কুচিত হয়ে ঠাট্টা ক'রে বললো, "আমাকে নির্যাতন কোরো না, কাউকে কিছু বলবো না।"

মাইকেল কিন্তু হাসলো না। গলার স্বরটা কেমন অন্যমনস্ক শোনালো, "তুমি জানো, বাড়ি ফিরে নিজের আত্মীয়-স্বজন, বাবা-মা, বোন কনি, টম, এদের সবাইকে দেখে আমার সেরকম আনন্দ হয়নি। ভালো লেগেছিলো বৈকি, তবে সেরকম কিছু মনে হয়নি। তারপর আজ রাতে বাড়ি ফির রান্না-ঘরে তোমাকে দেখেই মনটা আনন্দে ভরে গেলো। একেই কি ভালোবাসা বলে?"

কে বললো, “ভালোবাসার এতো কাছাকাছি যে ওতেই আমার চলে যাবে।”

আবার কিছুক্ষণ প্রেমের খেলা চললো। এবার মাইকেলের ব্যবহারে আরো কোমলতা দেখা গেলো। তারপর মাইকেল বেরিয়ে গিয়ে দু'জনের জন্য পানীয় নিয়ে এলো। ফিরে এসে, বিছানার সামনে একটা আরাম-কেদারায় বসে মাইকেল বললো, “এবার একটু গম্ভীর হওয়া যাক। আমাকে বিয়ে করার বিষয়ে কি মনে হয়?” কে মৃদু হেসে বিছানার দিকে ইঙ্গিত করলো। মাইকেলও মৃদু হেসে বললো, “কাজের কথা হোক। যা হয়ে গেছে সে বিষয়ে তোমাকে কিছু বলতে পারবো না। এখন আমি বাবার কাজ করছি। আমাদের পারিবারিক জলপাই-তেলের ব্যবসাটার ভার নেবার জন্য আমাকে তৈরি করা হচ্ছে। কিন্তু জানোই তো আমাদের পরিবারের অনেক শত্রু আছে, বাবার শত্রু আছে। তুমি একজন তরুণী বিধবা হয়ে যেতে পারো, তার কিছুটা সম্ভাবনা আছে, খুব বেশি নয়, তবু ওরকম হতেও পারে। তাছাড়া অফিসে কি হয় না হয়, রোজ সে কথা তোমাকে বলতে পারবো না। আমার কাজ-কর্মের কথা কিছুই তোমাকে বলতে পারবো না। তুমি আমার স্ত্রী হবে, কিন্তু আমার কর্ম-জীবনের যাকে বলে অংশীদার হবে না। অন্তত সমান সমান অংশীদার হবে না। সেটা হবার সম্ভাবনা নেই।”

কে বিছানায় উঠে বসলো। পাশের টেবিলে একটা বড় বাতি ছিলো। সেটা জ্বালিয়ে সে একটা সিগারেট ধরালো। তারপর বালিশে ঠেস্ দিয়ে বসে শান্তকণ্ঠে বলো,“অর্থাৎ তুমি বলছো তুমি একজন গুণ্ডা, এই তো? তুমি বলছো যে তুমি কোনো কোনো লোকের হত্যার জন্য আর হত্যাসংক্রান্ত অন্যান্য অপরাধের জন্য দায়ী। সে বিষয়ে আমি কখনো কিছু জিজ্ঞেস করতে পারবো না, ভাবতে পর্যন্ত পারবো না। এ গুলো হরর ফিল্মের মতো, নর-পিশাচ যখন রূপসী নায়িকাকে বলে তাকে বিয়ে করতে।”

মুখের ভাঙা দিকটা ওর দিকে ফিরিয়ে মাইকেল একগাল হাসলো। অনুতপ্ত হয়ে কে বললো, “ও মাইক, সেটা আমি ধর্তব্যের মধ্যেই আনি না, সত্যি বলছি আনি না।”

মাইক হেসে বললো, “তা জানি। আমারও আজকাল ওটাকে বেশ লাগে, তবে নাক দিয়ে শুধুই পানি পরে, এই যা।”

কে বললো, “তুমি আমাকে গম্ভীর হতে বলেছো। বিয়ে হ'লে আমাকে কি রকম জীবন কাটাতে হবে? তোমার মায়ের মতো? একজন ইতালিয় স্ত্রীর মতো, শুধু ছেলে-পুলে, ঘর-কন্না নিয়ে? আর ধরো, যদি কিছু হয়? কোনোদিন হয়তো তোমাকে জেলেও যেতে হতে পারে।”

মাইকেল বললো, “না, সেটা সম্ভব নয়। খুন, হ্যা; জেল, না।”

এই স্বীকারোক্তিতে কে হাসলো, সে হাসির মধ্যে গর্বের সঙ্গে আমোদ অদ্ভূতভাবে মিশে ছিলো। বললো, এই কথা কি ক'রে বলতে পারলে? সত্যি বলো।”

মাইকেল দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে বললো, “ঐ সব কথাই তো তোমাকে বলতে পারবো না। বলতে চাইও না।”

কে অনেকক্ষণ চুপ ক'রে রইলো, তারপর বললো, “এতো দিন ঘরে কোনো খোঁজ-খবর না নিয়ে এখন আবার বিয়ে করতে চাইছো কেন? আমি কি এতোই ভালো শয্যাসঙ্গিনী?”

গম্ভীর মুখে মাথা হেলিয়ে মাইকেল বললো, “নিশ্চয়ই। কিন্তু বিনা পয়সায়ই যখন পাচ্ছি, তখন আবার বিয়ে করতে চাইবো কেন? শোনো, এখনই উত্তর দিও না। এখন থেকে আমাদের মেলামেশা চলতে থাকুক। তোমার বাপ-মা'র সঙ্গে পরামর্শ করতে পারো। শুনেছি, নিজের ক্ষেত্রে তোমার বাবাও কিছু কম যান না। তার উপদেশ শুনো।”

কে বললো, "কিন্তু কেন চাও, তা তো বললে না।" টেবিল থেকে একটা সাদা রুমাল বের ক'রে মাইকেল নাকে চেপে ধরলো। রুমালে নাক ঝেড়ে-মুছে বললো, "আমাকে বিয়ে না করার এইটাই প্রধান কারণ। যে সারাক্ষণ কেবল নাক ঝাড়ে এমন লোককে সব সময় কাছে রাখতে ভালো লাগবে?"

অসহিষ্ণুভাবে কে বললো, "শোনো, গম্ভীর হও, একটা কথা জিজ্ঞেস করলাম যে।"

রুমাল হাতে নিয়ে মাইকেল বললো, "বেশ। এই একবারের মতোই বলছি। তুমিই একমাত্র লোক যার ওপর আমার টান আছে, যার প্রতি আমার অনুরাগ আছে। তোমাকে ফোন করি নি, কারণ আমি ভাবতেও পারিনি যে এতো কিছুর পরেও আমার প্রতি তোমার কোনো আকর্ষণ থাকবে। এ কথা সত্যি যে আমি তোমার পেছনে পেছনে ঘুরতে পারতাম, তোমাকে ধোঁকা দিতে পারতাম, কিন্তু সে রকম কিছু করার ইচ্ছাও হয় নি। এবার একটা কথা বলছি, তোমাকে বিশ্বাস করেই বলছি, তোমার বাবার কাছেও এ কথাটা বলবে না। যদি সব ভালো মতো চলে তাহলে আর পাঁচ-বছরের মধ্যে কর্লিয়নি পরিবার কোনো বে-আইনী কাজে জড়িত থাকবে না। তবে সেটা সম্ভব হবার আগে কয়েকটা খুব ভয়ংকর কাজ করতে হবে। ঐ সময়েই তুমি একজন অবস্থাপন্ন বিধবায় পরিণত হতে পারো। এবার বলছি, তোমাকে কেন চাই। বেশ, আমি তোমাকে চাই, নিজস্ব একটা পরিবার চাই। আমি ছেলেপেলে চাই, তার সময়ও হয়েছে। আমি চাই না আমার ছেলেপেলেরা আমার প্রভাবে পড়ে, আমি যেভাবে বাবার প্রভাবে পড়েছিলাম। অবশ্য ইচ্ছে ক'রে তিনি আমার ওপর প্রভাব বিস্তার করেছেন এ কথা বলছি না। তা তিনি কখনো করেন নি। এমন কি আমি পারিবারিক ব্যবসায় ঢুকি; এও তিনি চান নি। উনি চেয়েছিলেন আমি একজন অধ্যাপক কিংবা ডাক্তার কিংবা ঐ ধরনের একটা কিছু হই। কিন্তু সব গোলমাল হয়ে গেলো, আমাদের পরিবারের জন্য আমাকে লড়াই করতে হলো। লড়াই করতেই হলো, কারণ বাবাকে আমি ভালোবাসি, ভক্তি করি। এতোখানি ভক্তির যোগ্য মানুষ আমি আর দেখি নি। এতো ভালো স্বামী, ভালো বাবা, যাদের কপাল মন্দ তাদের এতো বড় বন্ধু আর দেখি নি। উনার আরেকটা দিকও আছে, আমি উনার ছেলে ব'লে সে দিকটার সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। যাইহোক, আমি চাই না আমাদের সন্তানদের ওরকম কিছু হয়। আমার ইচ্ছে ওরা পুরোপুরি আমেরিকান ছেলেমেয়ে হয়ে উঠুক, সত্যিকার আমেরিকান, একেবারে আগাগোড়া সব দিক থেকে। কে জানে, হয়তো ওরা কিংবা ওদের নাতি-নাতনিরা রাজনীতি করবে।" তারপর একগাল হেসে মাইকেল বললো, "হয়তো ওদের মধ্যে কেউ আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হবে। হবে না-ই বা কেন? ডার্টমাথে পড়তাম যখন, ইতিহাস পাঠক্রমে আমেরিকার প্রেসিডেন্টদের ব্যক্তিগত তথ্যের কথা ছিলো, তাদের কারো কারো বাপ-দাদারাতো অনেক ভাগ্যবান যে কেউ তাদের ফাঁসিতে লটকে দেয়নি। অতোটা না হলেও আমার ছেলে-মেয়েরা ডাক্তার কিংবা সঙ্গীতজ্ঞ কিংবা অধ্যাপক হলেই আমি খুশি। মোট কথা, পারিবারিক ব্যবসাতে ওরা কেউ ঢুকবে না। অবশ্য ওরা অতোটা বড় হতে হতে আমিও অবসর নেবো। তখন তুমি আমি শহরের বাইরে কোনো ক্লাবের সভ্য হ'য়ে অবস্থাপন্ন আমেরিকানদের যোগ্য সহজ-সরল স্বাস্থ্যময় জীবন কাটাবো। এ প্রস্তাবটা কেমন লাগছে বলো?"

কে বললো, "অপূর্ব! তবে ঐ বিধবা হওয়ার জায়গাটা মনে হয় বাদ দিলে।"

রুমাল দিয়ে নাক ঝেড়ে মাইকেল বললো, "তার খুব একটা সম্ভাবনা নেই, নায্য কথা বলতে হয় বলে বললাম।"

কে বললো, "আমি কিন্তু ওকথা বিশ্বাস করতে পারলাম না, তুমি ঐরকম লোক আমি বিশ্বাস করি না।" ওর মুখ দেখে মনে হলো খুব বিভ্রান্ত হয়েছে, বললো, "কি ক'রে যে ওটা সম্ভব হলো, তার আমি কিছুই বুঝতে পারলাম না।"

কোমল কণ্ঠে মাইকেল বললো, "দ্যাখো, এর বেশি আমি আর বোঝাতে পারবো না। এই বিষয়ে তোমার চিন্তা করার কোনো দরকারই নেই, বুঝলে? আসলে এর সঙ্গে তোমার, কিংবা আমাদের যদি বিয়ে হয় তাহলে আমাদের মিলিত জীবনের কোনো সম্পর্কই থাকবে না।

কে মাথা নাড়লো। "কি ক'রে যে আমাকে বিয়ে করতে চাইছো, কি ক'রে যে ইঙ্গিত করছো তুমি আমাকে ভালোবাসো–কথাটা অবশ্য কখনো মুখে আনো না– অথচ এক্ষুনি বললে তোমার বাবাকে তুমি ভালোবাসো, আমাকে ভালোবাসো সে-কথা কখনো বলোনি; বলবেই বা কি ক'রে, যখন আমাকে এতোই অবিশ্বাস করো যে তোমার জীবনের সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ কথাগুলোই বলতে পারো না? যাকে বিশ্বাস করতে পারবে না তাকে বিয়ে করতেই বা চাও কেন? তোমার বাবা যে তোমার মাকে বিশ্বাস করেন, সেটা আমি জানি।"

মাইকেল বললো, "নিশ্চয়ই করেন, কিন্তু তার মানে এই নয় যে উনি মাকে সব কথা বলেন। আর জানোই তো, মাকে বিশ্বাস করার তার যথেষ্ট কারণও আছে। শুধু মাকে বিয়ে করেছেন এবং মা তার স্ত্রী বলেই নয়। যে সময়ে সন্তান হওয়া খুব নিরাপদ ছিলো না, সেই সময় মা বাবার চারটি সন্তান ধারণ করেছিলেন। লোকে বাবাকে গুলি করলে মা সেবা করতেন, পাহারা দিতেন। বাবার ওপর মা'র আস্থা ছিলো। চল্লিশ বছর ধরে মা'র প্রথম কর্তব্য ছিলো বাবার প্রতি। তুমিও তাই করলে হয়তো আমিও তোমাকে এমন দু-চারটা কথা বলবো, যা তুমি মোটেই শুনতে চাইবে না।"

কে জিজ্ঞেস করলো, "আমরা কি লংবিচের প্রাঙ্গণে থাকবো?"

মাইকেল মাথা দুলিয়ে জানালো যে তাই থাকবে, "আমাদের নিজেদের আলাদা বাড়ি থাকবে, সে রকম খারাপ লাগবে না। আমার বাবা-মা ছেলে-মেয়ের ব্যাপারে নাক গলান না। আমরা নিজেদের মতো থাকবো। কিন্তু যতোদিন না সব গোলমাল মিটে যাচ্ছে, আমাকে প্রাঙ্গণেই থাকতে হবে।"

কে বললো, "কারণ বাইরে থাকা তোমার পক্ষে বিপজ্জনক।"

মাইকেলের সঙ্গে পরিচয় হবার পর এই প্রথম কে মাইকেলকে রাগতে দেখলো। কি ভয়ঙ্কর শীতল বরফের মতো রাগ, বাইরে তার কোনো ইঙ্গিত দেখা গেলো না, গলার স্বর বদলালো না। মৃত্যুর শৈত্যের মতো সে শীতলতা ওর শরীর থেকে উদগত হলো। কে বুঝতে পারলো যদি মাইকেলকে বিয়ে করবে না বলেই সে স্থির করে, তার কারণ হবে এই শৈত্য।

মাইকেল বললো, "যত নষ্টের গোড়া হলো ঐসব চলচ্চিত্র আর সংবাদপত্র। আমার বাবা আর কর্লিয়নি পরিবার সম্বন্ধে তোমার ধারণা একেবারে ভুল। আমি এই শেষবারের মতো কথাটা বুঝিয়ে বলছি, এরপর সত্যিই আর বলবো না। আমার বাবা একজন ব্যবসায়ী, তিনি তার স্ত্রী-পুত্র-পরিবার আর এমন সব বন্ধু-বান্ধব যারা বিপদের সময়ে তার সহায় হয়, তাদের সবার জীবিকার ব্যবস্থা করার চেষ্টা করেন। আমরা যে-সমাজে বাস করি তিনি তার নিয়ম-

কানুন মানেন না, কারণ সে নিয়ম মেনে চলতে গেলে তাকে তার মতো অসাধারণ শক্তি আর চরিত্র-সম্পন্ন মানুষের অযোগ্য জীবন যাপন করতে হতো। তোমাকে এটা বুঝতে হবে যে বাবার মতে তিনি প্রেসিডেন্টদের, প্রধান মন্ত্রীদের, সুপ্রীম কোর্টের বিচারকদের, কিংবা গভর্নরদের চাইতে কোনো অংশে কম নন। যেসব আইন অন্য লোকে প্রবর্তন করেছে, যে আইন মানলে তাকে নিকৃষ্ট জীবন গ্রহণ করতে হবে, সে আইন মেনে চলতে তিনি নারাজ। কিন্তু তার অন্তিম উদ্দেশ্য হলো অনেক ক্ষমতার অধিকারী হ'য়ে, তারপর তিনি ঐ সমাজভুক্ত হবেন। যাদের ব্যক্তিগত ক্ষমতা থাকে না, ওই সমাজ আসলে তাদের পৃষ্ঠপোষকতা করে না। যতোদিন না তা হচ্ছে, ততোদিন তিনি এমন কতোগুলো নীতি মেনে চলবেন, তার মতে যেগুলো সমাজ-গ্রাহ্য আইনের বিধির চাইতে অনেক উন্নত।"

কে মাইকেলের দিকে অবিশ্বাসের সঙ্গে তাকিয়ে ছিলো। "কিন্তু তা' কখনো হয়? সমাজের সব লোক যদি ঐ কথা বলতো, তাহলে কি হতো? সমাজের কাজ তাহলে কি ক'রে চলতো বলো, আমরা সবাই যে তাহলে গুহাবাসীদের যুগে ফিরে যেতাম। তুমি যা বললে, তুমি নিজে নিশ্চয়ই তা বিশ্বাস করো না, করো কি?"

মাইক একটু হাসলো, "আমার বাবা কি বিশ্বাস করেন, সেই কথা বলছিলাম। আমি চাই তুমি এটুকু বোঝো যে বাবা আর যাই হোন, দায়িত্ব-জ্ঞানহীন নন, অন্তত তিনি যে সমাজের সৃষ্টি করেছেন, সেখানে তো নয়ই। উনি মোটেই খ্যাপা, মেশিনগানধারী গুণ্ডাদের পাণ্ডা নন, তুমি যে রকম ভাবছো। নিজের মতো ক'রে উনি অত্যন্ত দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন।"

শান্ত কণ্ঠে কে জিজ্ঞেস করলো, "আর তুমি কিসে বিশ্বাস করো?"

মাইকেল কাঁধ দুটো তুলে বললো, "আমি আমার পরিবারকে বিশ্বাস করি। তোমাকে আর তুমি-আমি যে পরিবার গড়ে তুলতে পারি, তাতে বিশ্বাস করি। সমাজ আমাদের রক্ষা করবে এ বিশ্বাস আমার নেই। যাদের একমাত্র কৃতিত্ব হলো যে তারা ভাঁওতা দিয়ে এক দল লোকের ভোট যোগাড় করতে সফল হয়েছে, এমন লোকদের হাতে আমার ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা দেবার কোনো ইচ্ছে নেই। কিন্তু সেটা হলো এখনকার কথা। আমার বাবার যুগ শেষ হয়ে গেছে। তিনি যেসব কাজ করেছেন, অনেকখানি বিপদের ঝুঁকি কাঁধে না নিলে, সেসব আর করার উপায় নেই। আমাদের ইচ্ছা থাকুক বা না-ই থাকুক, কর্লিয়নি পরিবারকে ঐ সমাজেই যোগ দিতে হবে। কিন্তু যোগ যখন দেবে, আমার ইচ্ছে অনেকখানি ক্ষমতা হাতে নিয়েই দেবে, অর্থাৎ অনেক টাকা আর অন্যান্য মূল্যবান জিনিসের মালিকানা নিয়ে। সবার ভাগ্যের ভাগীদার হবার আগে, আমি চাই আমার সন্তানরা যতোটা সম্ভব সচ্ছল হয়ে উঠুক।"

কে বললো, "কিন্তু তুমি তো স্বেচ্ছায় দেশের জন্য লড়াই করেছিলে, তুমি যুদ্ধের সময় বীর ব'লে খ্যাতি পেয়েছিলে, তারপর কি এমন হলো যে এতোটা বদলে গেলে?"

মাইকেল বললো, "এ সব আলোচনায় কোনো লাভ নেই। তোমাদের পাড়া-গাঁয়ে যে সব সেকেলে-রক্ষণশীল মানুষ গজিয়ে ওঠে, আমিও হয়তো তাদের একজন। আমি নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থ দেখি। ভেবে দেখলে বোঝা যায় যে কোনো সরকার তার প্রজাদের জন্য বিশেষ কিছু করে না, তবে আসলে সে কথাও ঠিক নয়। আমি শুধু এটুকু বলতে পারি যে আমার বাবাকে সাহায্য করতে হবে, তার পক্ষ নিতে হবে। আর তুমি আমার পক্ষ নেবে কি না, সে বিষয়ে তোমাকেও মন স্থির করতে হবে।" ওর দিকে চেয়ে মাইকেল হেসে বললো, "বিয়ে করার প্রস্তাবটা বোধ হয় খুব সুবিধার নয়।"

কে বিছানায় থাপড় মেরে বললো, "বিয়ে-টিয়ের কথা জানি না, কিন্তু আমি দু'বছর ধরে পুরুষবিবর্জিত জীবন কাটিয়েছি, এখন আর তোমাকে সহজে ছাড়ছি না। এখানে এসো দেখি।"

বিছানায় শু'য়ে আলো নিভিয়ে মাইকেলের কানে কানে কে বললো, "তুমি চলে যাবার পর এ পর্যন্ত আমি কোনো পুরুষের কাছে যাইনি এ কথা বিশ্বাস করবে?"

মাইকেল বললো, "বিশ্বাস করি।"

আরো কোমল কণ্ঠে কে জিজ্ঞেস করলো, "আর তুমি?"

মাইকেল বললো, "আমি গিয়েছি।" বুঝতে পারলো কে'র শরীরটা আড়ষ্ট হয়ে উঠলো। "তবে গত ছ'মাসের মধ্যে নয়।" কথাটা সত্য। অ্যাপলোনিয়ার মৃত্যুর পর এই প্রথম মাইকেল কারো সঙ্গে প্রেম করলো।

ছাব্বিশ

জমকালো ঘরগুলো থেকে হোটেলের পেছন দিককার নকল পরীর দেশটা দেখা যেতো : অন্য জায়গা থেকে তুলে এনে লাগানো তালগাছ, তাদের গা বেয়ে কমলা রঙের আলোর লতা উঠেছিলো; মরুভূমির তারার আলোয় সাঁতার কাটবার জন্য দুটি বিশাল সুইমিংপুলের উজ্জ্বল গাঢ় নীল রঙ ধরেছিলো। মাঝখানে নিয়ন-বাতি-ভরা উপত্যকার লাস ভেগাস শহর, দিগন্তে তাকে ঘিরে ছিলো বালি আর পাথরের পর্বতমালা। জনি ফন্টেন সূক্ষ্ম কারুকার্যের ছাই রঙের ভারি পর্দা নামিয়ে দিয়ে ঘরের মধ্যে ফিরে এলো।

জুয়া খেলার জন্য চারজন বিশেষভাবে নির্বাচিত একজন 'পিট-বস্', একজন 'ডিলার', একজন বাড়তি লোক আর ককটেল পরিবেশন করার জন্য নাইট ক্লাবের সংক্ষিপ্ত পোষাকে একজন ওয়েট্রেস্, এরা সবাই মিলে প্রাইভেট জুয়া খেলার জন্য সমস্ত ব্যাবস্থা করছিলো। ঘরের বৈঠকখানা অংশটাতে, হাতে একটা পানির গ্লাস ভরা হুইস্কি নিয়ে নিনো ভ্যালেন্টি সোফায় শুয়ে ছিলো। শুয়ে-শুয়ে সে ক্যাসিনোর লোকদের ব্ল্যাক-জ্যাক্ খেলার টেবিল সাজানো দেখছিলো। টেবিলের বাইরের আকৃতিটা ঘোড়ার নালের মতো, তার চারপাশে নিয়মমতো ছ'টি গদি-আঁটা চেয়ার। ঠিক মাতাল না হলেও নিনোর কথা জড়িয়ে যাচ্ছিলো, সে বললো, "বাহ্, চমৎকার! চমৎকার! চমৎকার! জনি, এদিকে এসে আমার পক্ষ নিয়ে এই বেজন্মাদের সঙ্গে একটু জুয়া খেল্ দেখি। আমার ভাগ্য ভালো আছে আজ। শালাদের হারিয়ে ভাগিয়ে দেবো আমরা।"

কোচের উল্টো দিকে জনি একটা পা রাখার টুলে বসেছিলো, সে বললো, "তুই তো জানিস আমি জুয়া খেলি না। এখন কেমন লাগছে?"

দাঁত বের ক'রে হেসে নিনো ভ্যালেন্টি বললো, "ভালো লাগছে। রাত বারোটায় ক'জন মেয়েমানুষ আসবে তারপর রাতের খাওয়া, আবার ব্ল্যাক-জ্যাক্ খেলা। জানিস ক্যাসিনো থেকে পঞ্চাশ হাজার ডলার জিতেছি আর ওরা এক সপ্তাহ ধরে আমার পেছনে লেগে রয়েছে।

জনি ফন্টেন বললো, "আচ্ছা, তুই মরলে ওগুলো কাকে দিয়ে যাবি?" নিনো এক চুমুকে

গ্লাস শেষ ক'রে বললো, "বল্ তো জনি, গান গেয়ে নাম করলি কি ক'রে? তুই তো একটা মাথা মরা মানুষ। খোদা, এই শহরের পর্যটকরাও তোর চাইতে বেশি ফূর্তি করে।"

জনি বললো, "হ্যা।" তোকে ঐ ব্ল্যাক্-জ্যাক্ টেবিল পর্যন্ত তুলে নিয়ে যেতে হবে নাকি?"

অনেক কষ্টে নিনো সোফার ওপর খাড়া হয়ে উঠে বসে পা দু'টোকে গালিচার ওপর গেড়ে বসালো। "আমি নিজেই পারবো।" এই ব'লে ব্ল্যাক্-জ্যাক্ টেবিল পর্যন্ত ধীর পায়ে হেঁটে গেলো। 'ডিলার' প্রস্তুত ছিলো। 'পিট্-বস্' তার পেছনে দাঁড়িয়ে ব্যাপারটা দেখছিলো। বাড়তি ডিলার টেবিল থেকে একটু দূরে একা চেয়ারে বসেছিলো। কক্‌টেল পরিবেশনের ওয়েট্রেসও এমন জায়গায় বসে ছিলো, যাতে নিনো ভ্যালেন্টি এতোটুকু ইশারা করলেই দেখতে পায়।

নিনো টেবিলে টোকা মেরে বললো, "চিপ্ দাও।"

'পিট্-বস্' পকেট থেকে একটা প্যাড বের ক'রে একটা চিরকুটে কিছু লিখে একটা ছোট্ট ফাউন্টেন পেন সহ নিনোর সামনে রেখে বললো, "এই নিন, মিঃ ভ্যালেন্টি, শুরুতেই পাঁচ-হাজার, যেমনটা সবসময় নিয়ে থাকেন।" নিনো চিরকুটের তলায় নাম সই ক'রে দিতেই 'পিট্-বস্' সেটা নিজের পকেটে ভ'রে 'ডিলারে'র দিকে মাথা নাড়লো।

অবিশ্বাস্য দক্ষতার সঙ্গে 'ডিলার' তার সামনে টেবিলে বসানো খোপ থেকে কালো আর সোনালী একশো ডলার চিপের গোছা বের করতে লাগলো। পাঁচ সেকেন্ড না যেতেই নিনোর সামনে একশো ডলার চিপের পাঁচটি সমান থাকে সাজানো হয়ে গেলো। একেক থাকে দশটি ক'রে চিপ।

টেবিলের ওপর খেলার তাসের চেয়েও সামান্য বড় মাপের সাদা রঙের ছ'টি চৌকো আঁকা ছিলো। প্রত্যেকটি খেলোয়াড়ের বসার জায়গার সামনে একটি ক'রে সাদা চৌকো। এবার নিনো তিনটি খোপে বাজি রাখলো, একেক খোপে একটি চিপ, অর্থাৎ একেক হাতে একশো ডলার দিয়ে নিনো খেলা শুরু করলো। তিনটি হাতেই পেটাতে নিনোর আপত্তি ছিলো, কারণ ডিলারের হাতে 'ছয়-আপ', একটা 'বাস্ট-কার্ড' আর শেষ পর্যন্ত হলোও তাই। নিনো তার জিতের চিপগুলো আঁকশি দিয়ে টেনে এনে জনি ফন্টেনকে বললো, "এই রকম ক'রে রাতটা শুরু করতে হয়, বুঝলি জনি।"

জনি হাসলো। খেলার সময় চিরকুটে সই করতে বাধ্য হওয়াটা নিনোর মতো জুয়াড়ির পক্ষে খুব স্বাভাবিক ছিলো না। মুখের কথা বললেই সাধারণত: কাজ হতো। হয়তো ওদের ভয় ছিলো যদি মদের ঝোঁকে নিনো কতো টাকা নিয়েছে সে কথা ভুলে যায়। ওরা জানতো না যে নিনোর সব কথা মনে থাকতো।

নিনো জিতেই চললো। তিন দান খেলার পর সে আঙুলে বাঁকিয়ে কক্‌টেল ওয়েট্রেস্‌কে ডাকলো। মেয়েটি ঘরের অন্য মাথায় 'বার' থেকে পানির গ্লাসে ক'রে নিনোর নিত্য-নৈমিত্তিক রাই হুইস্কি এনে দিলো। গেলাসটা এক হাত থেকে অন্য হাতে নিলো নিনো, যাতে ওয়েট্রেসের কোমর জড়িয়ে ধরতে পারে। "আমার কাছে বসো, সোনামনি, কয়েক দান খেলে আমার সৌভাগ্য এনে দাও।"

ককটেল ওয়েট্রেস্ দেখতে খুবই সুন্দরী, কিন্তু জনি টের পাচ্ছিলো যে ওর যতো আগ্রহ, তার সবটাই বাইরে-বাইরে; একেবারে অন্তঃসারশূন্য; যদিও চেষ্টার অন্ত ছিলো না। নিনোর দিকে চেয়ে প্রসন্ন হাসলেও, ঐ কালো-সোনালী চিপগুলোর একটার জন্য ওর জিভ থেকে লালা ঝরছিলো। তারপর জনি ভাবলো, চুলায় যাক , নেবে না-ই বা কেন দু'একটা চিপ। জনির একমাত্র দুঃখ ছিলো টাকার বদলে নিনো এর চাইতে ভালো জিনিস পেলো না।

মেয়েটিকে কয়েক দান খেলতে দিয়ে নিনো ওর হাতে একটা চিপ আর পশ্চাদভাগে একটা থাপর দিয়ে টেবিল থেকে বিদায় নিলো। জনি মেয়েটিকে ইশারা ক'রে কিছু পানীয় আনতে বললো। এনে দিলো সে, কিন্তু এমনভাবে এনে দিলো যেন পৃথিবীর সব চাইতে রোমাঞ্চকর চলচ্চিত্রের সব চাইতে রোমাঞ্চকর পরিস্থিতিতে অভিনয় করছে। বিখ্যাত জনি ফন্টেনের ওপর ওর সমস্ত মোহিনী মায়া ঢেলে দিলো ঐ মেয়ে। চোখে আহ্বানের দ্যুতি আনলো, চলার মধ্যে এমন যৌন ভাব খেলালো যা কেউ কখনো দেখেনি, ঠোঁট দুটি একটু আলগা রাখা, যেন তার প্রত্যক্ষ কামনার বস্তুটিকে কাছে পেলেই এক কামড় বসাবে। একমাত্র কোনো কামাসক্ত জানোয়ারের সঙ্গে ওর তুলনা চলে, অথচ আগাগোড়া সবটাই নকল। জনি ফন্টেন ভাবছিলো, হায় খোদা, আবার ঐ রকম একটা! যেসব মেয়েরা ওর শয্যাসঙ্গিনী হতে চাইতো, এভাবেই অগ্রসর হতেই তারা ভালবাসতো। খুব মত্ত অবস্থায় না থাকলে জনির ওপর এর কোনো প্রভাবই পরতোনা না, এখন সে মোটেই মত্ত অবস্থায় ছিলো না। মেয়েটার দিকে চেয়ে, দাঁত বের ক'রে ওর সেই বিখ্যাত হাসি দিয়ে জনি বললো, "ধন্যবাদ সোনামনি।" মেয়েটাও ওর দিকে চেয়ে ঠোঁট ফাঁক ক'রে ধন্যবাদের হাসি হাসলো, চোখ দুটো কেমন ধোঁয়াটে হয়ে গেলো, শরীরটা কাঠ হলো, জালি কাটা মোজা পরা, ক্রমশঃ সরু হয়ে আসা লম্বা পা দু'টো সোজা রেখে, কোমরের ওপরের অংশটাকে পেছন দিকে হেলিয়ে দিলো। মনে হলো ওর সমস্ত শরীরের ভেতর দিয়ে ক্রমে একটা চাপা উত্তেজনা জমে উঠছে; এমন কি বুকটাও কেমন ফুলে উঠে শরীর-দেখানো ব্লাউজটা ফেটে যাচ্ছে যেন। তারপর সারা দেহে কেমন একটা শিহরণ লাগলো, আরেকটু হলেই বোধ হয় বীর্য স্খলন হয়ে যেতো। সবটা দেখে মনে হলো জনি ফন্টেন ওর দিকে চেয়ে হেসে ধন্যবাদ জানিয়েছে ব'লে মেয়েটার চরম যৌন পরিতৃপ্তি হলো। চমৎকার অভিনয়। এতো ভালা অভিনয় জনি আগে দেখেনি। তবে এতোদিনে জনি জেনে গিয়েছিলো এ সবই নকল। তাছাড়া যারা এ রকম অভিনয় করে, তারা যে সত্যিকার শয্যাসঙ্গিনী হিসাবে কোনো কাজের নয়, তার সম্ভাবনাও খুবই বেশি।

মেয়েটা কেমন ক'রে চেয়ারে ফিরে যায় দেখতে লাগলো জনি, পানীয়টাতে অল্প-অল্প চুমুক দিতে দিতে। ঐ খেল্ আর দেখার ইচ্ছা ছিলো না। আজ সে রকম মেজাজ ছিলো না ওর।

নিনো ভ্যালেন্টির কাবু হতে আরো এক ঘন্টা লাগলো। প্রথমে এক দিকে ঝুঁকে পড়লো, টল্‌তে-টল্‌তে সোজা হলো, তারপর ঝপ্ ক'রে চেয়ার থেকে একেবারে মেঝের দিকে। কিন্তু 'পিট্-বস্' আর বাড়তি 'ডিলার'কে আগে থাকতেই সতর্ক ক'রে দেয়া হয়েছিলো, মাটিতে পড়ার আগেই তারা ওকে ধরে ফেলেছিলো। তারাই ওকে তুলে ধরে, পর্দা সরিয়ে, পাশে শোবার ঘরে নিয়ে গেলো।

জনি দেখতে লাগলো অন্য দু'জন লোকের সঙ্গে ককটেল ওয়েট্রেস্ও নিনোর কাপড়

ছাড়িয়ে ওকে লেপের তলায় দিতে কেমন সাহায্য করলো। 'পিট্-বস্' নিনোর চিপগুলো গুনে চিরকুটের গোছায় কি যেন লিখে রাখলো, তারপর 'ডিলারে'র চিপ সহ টেবিলটাকে পাহারা দিতে লাগলো। জনি তাকে জিজ্ঞেস করলো, "কতোদিন ধরে এ ভাবে চলছে?"

'পিট্-বস্' কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললো, 'আজ তো সকাল-সকাল বেহুঁশ হলেন। প্রথমবার হোটেলের ডাক্তার ডেকে আনতে হয়েছিলো; তিনি মিঃ ভ্যালেন্টিকে ওষুধপত্র খাইয়ে চাঙ্গা ক'রে তুলে ছোট-খাটো একটা বক্তৃতা দিয়েছিলেন। তারপর উনি আমাদের ব'লে দিয়েছিলেন ডাক্তার ডাকার দরকার নেই, ও রকম হ'লে ওঁকে শুইয়ে দিলেই সকালের মধ্যে ঠিক হয়ে যাবেন। আজকাল আমরা তাই করি। খুবই ভাগ্যবান কিন্তু, আজ রাতেও তিন হাজার ডলার জিতেছেন।"

জনি ফন্টেন বললো, "তা হোক, আজকের মতো হোটেলের ডাক্তারকে ডাকা যাক, কেমন? দরকার হলে ক্যাসিনোতে লোক পাঠাও।"

জুল্স্ সিগল যখন এসে ঘরে ঢুকলো, তখন প্রায় পনেরো মিনিট কেটে গিয়েছিলো। বিরক্তির সঙ্গে জনি লক্ষ্য করলো এ ব্যাটাকে দেখে কখনো ডাক্তার ব'লে মনে হয় না। আজ রাতে পরে এসেছে সাদা পাড় দেয়া ঢিলে-ঢালা একটা নীল পোলো-শার্ট, সাদা সুয়েডের জুতা, মোজা-টোজা ছাড়া। ডাক্তারের চিরাচরিত কালো ব্যাগ হাতে লোকটাকে বেশ মজার দেখাচ্ছিলো।

জনি বললো, "একটা গল্ফের থলি ছেঁটে নিয়ে তাতে করে জিনিসপত্র নিয়ে আসার ব্যবস্থা করে ফেলো না কেন?"

সহানুভূতি সহকারে জুল্স্ হেসে বললো, "যা বলেছেন, এই ডাক্তারি স্কুলের হোল্ডারটি নিয়ে বেড়ানো মহা জ্বালা। দেখেই লোকে ভয়ে আধমরা। অন্ততঃ রঙটা বদলানো উচিত।"

খাটে-শোয়া নিনোর কাছে গিয়ে ব্যাগ খুলে জুল্স্ জনিকে বললো, "ঐ যে কন্সালটেশন ফির চেকটা পাঠালেন, তার জন্য ধন্যবাদ। তবে খুব বেশি পাঠিয়েছেন। আমি আর কতোটুকু করেছিলাম।"

জনি বললো, "না, করো নি!! সে-কথা যাক গে, অনেক দিনের পুরনো ব্যাপার। নিনোর কি হয়েছে?"

তাড়া-তাড়ি নিনোর হৃৎপিণ্ড, নাড়ী, রক্তচাপ দেখে নিলো ডাক্তার। তারপর ব্যাগ থেকে সুই বের করে নিনোর হাতে ইনজেক্শন দিলো। অমনি নিনোর ঘুমন্ত মুখের মোমের মতো ফ্যাকাশে ভাব কমে গেলো, গালে একটু রঙ ফিরে এলো, যেন রক্ত চলাচল আরেকটু দ্রুত হয়েছে।

চটপট ক'রে জুল্স্ বললো, "রোগ নির্ণয় খুবই সহজ ব্যাপার। প্রথম যেদিন এখানে এসে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলো, সেদিনই ওকে ভালো ক'রে পরীক্ষা করার সুযোগ পেয়েছিলাম, রক্তও পরীক্ষা করিয়ে ছিলাম। জ্ঞান হবার আগেই ওকে হাসপাতালে সরিয়ে ফেলেছিলাম। ওর রোগ হলো ডায়াবিটিস্, 'মাইল্ড অ্যাডাল্ট স্ট্যারিলি; ওষুধপত্র খেলে, খাওয়াদাওয়া ঠিক মতো করলে ওটা কোন সমস্যাই নয়। কিন্তু ও কিছুতেই সে কথা শুনবে না। তাছাড়া ও মদ খেয়ে মরবে ব'লে পণ করেছে। লিভারটা যেতে বসেছে, মগজটাও যাবে। এক্ষুনি একটু ডায়াবিটিসের কোমা হয়েছে। আমি বলি কি ওকে আটক ক'রে রাখা উচিত?"

জনি অনেকটা নিশ্চিন্ত হলো। তাহলে সে-রকম গুরুতর কিছু নয়। নিনো যদি একটু সাবধানে থাকে তাহলেই সব ল্যাঠা চুকে যাবে। ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করলো, "ঐ যেসব জায়গা আছে যেখানে গিটগুলো শুকিয়ে সারাও, তার কথা বলছো তো?"

ঘরের অন্য পাশে 'বারে'র কাছে গিয়ে, নিজের জন্য একটু পানীয় ঢেলে নিয়ে জুল্‌স্ বললো, "না, আমি বলছি বন্ধ ক'রে রাখার কথা, যাকে পাগলা-গারদ বলে।"

জনি বললো, "ক্ষেপলে নাকি?"

জুল্‌স্ বললো, "আমি ঠাট্টা করছি না। মানসিক চিকিৎসা সম্বন্ধে আমি বিশেষজ্ঞ না হলেও, কিছুটা বুঝি, আমার পেশাতে বুঝতেই হয়। তোমার বন্ধু নিনোকে অনেকটা সুস্থ ক'রে তোলা যায়, যদি না লিভারের খুব বেশি ক্ষতি হ'য়ে থাকে, সেটা অবশ্য ময়না তদন্ত ছাড়া সঠিক বোঝার উপায় নেই। তবে ওর আসল অসুখ হলো মাথার। মোট কথা মরে যেতেও ওর কোনো আপত্তি নেই, হয়তো নিজেকে মেরে ফেলতেই চায়। সেই রোগটা না সারানো পর্যন্ত ওর কোনো আশাই নেই। কাজেই আমি বলি ওকে অপ্রকৃতিস্থ ব'লে বন্ধ করার ব্যবস্থা করুন, তবেই ওর প্রয়োজনীয় মানসিক চিকিৎসা করা সম্ভব হবে।'

দরজায় কেউ টোকা দিতেই জনি দরজা খুলতে গেলো। লুসি মানচিনি এলো। সোজা জনির বাহুবন্ধনে ঢুকে ওকে চুমু খেয়ে বললো, "ওহ্ জনি, তোমাকে দেখে কি যে ভালো লাগছে।"

জনি ফন্টেন বললো, "অনেক দিন দেখা হয়নি।" লক্ষ্য করলো যে লুসি আর সে লুসি নেই, অনেক রোগা হয়ে গেছে, সাজ-পোশাক অনেক ভালো, সেগুলো পরেছেও আরো ভালো ক'রে। ঐ রকম মুখের সঙ্গে ছেলেদের মতো ক'রে কাটা চুল মানিয়েছে ভালো। বয়স কম দেখাচ্ছে, আগে কখনো ওকে এতো সুন্দরও লাগেনি। একবার মনে হলো ভেগাসে এলে এই মেয়ে তো ভালো সঙ্গিনী হতে পারে। সত্যিকারের একটা মেয়ের মতো মেয়ের সঙ্গে ঘুরতে পারলে খুব আনন্দ হবে। কিন্তু ওকে মোহিত করার চেষ্টা করার আগেই মনে পড়ে গেলো ও তো ডাক্তারের বান্ধবী। অতএব ও-সব চলবে না। কাজেই হাসিটাকে স্রেফ বন্ধুত্বের হাসি বানিয়ে জনি বললো,"এর মানে কি? এতো রাতে নিনোর বাড়িতে এসেছো?"

ওর কাঁধে একটা কিল মেরে লুসি বললো, "শুনলাম নিনোর অসুখ, জুল্‌স্ ওকে দেখতে এসেছে। তাই দেখতে এলাম যদি কোনো কাজে লাগি। নিনো ভালোই আছে, তাই না?"

জনি বললো, "নিশ্চয়, ও ঠিক আছে।"

জুল্‌স্ সিগল কোচের ওপর লম্বা হয়েছিলো, সে বললো, "ঠিক না আরো কিছু। আমি বলি কি আমরা সবাই মিলে ওর জ্ঞান হওয়া পর্যন্ত এখানে বসে থাকি, তারপর ওকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে আটক থাকতে রাজি করাই। দ্যাখো লুসি, ও তোমাকে পছন্দ করে, তুমি বোধ হয় এ বিষয়ে সাহায্য করতে পারবে। জনি, তুমি যদি বাস্তবিকই নিনোর বন্ধু হয়ে থাকো, তুমিও আমাদের দলে থাকবে। তা' না হলে অনতিবিলম্বে কোনো ডাক্তারি কলেজের ল্যাবরেটরিতে একটা পাথরের তাকের ওপর নিনোর লিভারটা প্রদর্শনীর জন্যে সাজানো থাকবে।"

ডাক্তারের এই ঠাট্টা দেখে জনি অসন্তুষ্ট হলো। লোকটা নিজেকে কি ভাবে? সে কথা যেই বলতে যাবে, বিছানা থেকে নিনোর গলা শোনা গেলো, "ও ভাই, একটু মদ খেলে কেমন হয়?"

নিনো বিছানার ওপর উঠে বসলো। লুসির দিকে হেসে বললো, "আরে লুসি, এসো নিনো-বুড়ার কাছে।" দু'হাত বাড়িয়ে দিলো নিনো, খাটের কিনারায় বসে লুসি ওকে জড়িয়ে ধরলো। আশ্চর্যের বিষয় নিনোকে এখন আর অসুস্থ মনে হচ্ছিলো না, প্রায় স্বাভাবিক মনে হচ্ছিলো।

আঙুল মট্‌কে নিনো বললো, "কি করছিস জনি, একটু হুইস্কি দে। সবে তো সন্ধ্যা হলো। আমার ব্ল্যাক্-জ্যাক্ টেবিলটা কোন্ চুলায় গেলো?"

জুল্‌স্ তার গ্লাসে লম্বা একটা চুমুক দিয়ে বললো, মদ-টদ চলবে না। তোমার ডাক্তারের বারণ।"

নিনো ভ্রুকুঁচকে বললো, "ডাক্তারের মুখে ঝাঁটা।" তারপর মুখে একটা কৃত্রিম অনুতাপের ভাব এনে বললো, "ও্ জুলি, সে তো তুমি। তুমিই তো আমার ডাক্তার, ঠিক কি না? আমি তোমাকে কিছু বলছি না, বন্ধু। এই জনি, দে একটু মদ, নইলে উঠে গিয়ে নিজে নিয়ে আসবো।"

জনি কাঁধ তুলে 'বারে'র দিকে এগোতেই, উদাসীন ভাবে জুল্‌স্ বললো, "বলছিলাম কি, ওসব ওর খাওয়া উচিত নয়।"

জনি জানতো জুল্‌স্‌কে দেখলে ওর মেজাজ কেন খিঁচড়ে যায়। ওর গলার স্বরটা সবসময় শান্ত, অবস্থা যতোই সঙ্গীন হোক না কেন, ওর ভাষায় তার জেরটা প্রকাশ পায় না, কণ্ঠস্বর সবসময় শান্ত-সংযত। যদি সতর্ক ক'রে দেবার ইচ্ছা থাকে সেটা শুধু ওর কথা থেকেই ধরতে হতো, স্বরটা কেমন নিরপেক্ষ, যেন কোনো কিছুতেই এসে যাচ্ছে না। এই জন্যেই জনি এমনি চটে গেলো যে নিনোকে জল পানির গ্লাস ভরতি হুইস্কি এনে দিলো। ওর হাতে সেটা দেবার আগে জনি জুল্‌স্‌কে জিজ্ঞেস করলো, "এটা খেলে তো আর ও মরে যাবে না?"

শান্তভাবে জুল্‌স্ বললো, "না, এতে মরবে না।" উদ্বিগ্নভাবে লুসি ওর দিকে তাকালো, কি যেন বলতে গিয়ে আবার চুপ ক'রে গেলো। যতোক্ষণ নিনো হুইস্কিটা নিয়ে গলায় ঢেলে দিয়েছে।

জনি ওর দিকে চেয়ে হাসছিলো, ডাক্তার ব্যাটাকে বেশ শিক্ষা দেয়া গেলো। হঠাৎ নিনো ফোঁস ক'রে উঠলো, মুখটা নীল হ'য়ে গেলো, মনে হলো নিঃশ্বাস নিতে পারছে না, দম বন্ধ হয়ে আসছে। মাছের মতো ওর শরীরটা লাফিয়ে উঠলো, মুখটা রক্তের চাপে লাল, চোখ ঠিক্‌রে বেরিয়ে আসছে। জুল্‌স্ খাটের অন্য পাশে গিয়ে জনি আর লুসির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে নিনোর গলা ধরে স্থির করিয়ে, কাঁধ আর গলার জোড়ার কাছে সুই ফুটিয়ে দিলো। নিনো ওর হাতে নেতিয়ে গেলো, শরীরের নড়া-চড়া থেমে গেলো, এক মুহূর্তের মধ্যে ও বালিশের ওপর শুয়ে পড়লো। ঘুমের ঘোরে চোখ বন্ধ হলো।

জনি, লুসি, জুল্‌স্ সুইটের বসার ঘরের দিকে গিয়ে প্রকাণ্ড মজবুত কফি-টেবিল ঘিরে বসলো। ফোনে লুসি কিছু কফি আর স্যাণ্ডউইচ ওপরে পাঠাতে ব'লে দিলো। জনি 'বারে'র কাছে গিয়ে নিজের জন্য পানীয় মিশিয়ে নিলো।

জুল্‌স্‌কে সে জিজ্ঞেস করলো, "তুমি কি জানতে হুইস্কি খেলে ওর ঐরকম প্রতিক্রিয়া হবে?"

জুল্‌স্‌ কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললো, আন্দাজ করেছিলাম ঐরকম হবে।"

তীক্ষ্ম কণ্ঠে জনি বললো, "তাহলে আমাকে সতর্ক ক'রে দাও নি কেন?"

জুল্‌স্‌ বললো, "দিয়েছিলাম তো।"

নিরুত্তাপ উষ্মার সঙ্গে জনি বললো, "ভালো ক'রে দাও নি। সত্যি তুমি ডাক্তার বটে। কিচ্ছু পরোয়া করো না। কি বললে, না নিনোকে পাগলা-গারদে দাও, কেন 'চিকিৎসাকেন্দ্রে'র মতো একটা ভালো কথা ব্যবহার করতে পারতে না? তুমি মানুষের আঁতে-ঘা দিয়ে কথা বলতে ভালোবাসো, তাই না?"

লুসি নিজের কোলের দিকে তাকিয়ে ছিলো, জুল্‌স্‌ তখনো জনির দিকে চেয়ে হাসছিলো। "নিনোকে ঐ মদের গ্লাসটা দেয়া থেকে কোনো মতেই আপনাকে ঠেকানো যেতো না। আপনাকে দেখাতেই হবে কিনা আমার সতর্কবাণী, আমার হুকুম মানার আপনার দরকার নেই। মনে আছে, গলা সারিয়ে তোলার পরে আপনি আমাকে ব্যক্তিগত চিকিৎসকের পদ দিতে চেয়েছিলেন? আমি রাজি হইনি, কারণ আমি জানতাম আমাদের বনিবনা হবে না। ডাক্তার ভাবে সে একজন দেবতা, আধুনিক সমাজের মহা-পুরোহিত, ওটা হলো ওর কাজের একটা পুরস্কার। আপনার কাছে গেলে আমাকে একটা চাকর-দেবতা হ'য়ে থাকতে হতো। আপনাদের হলিউডের ডাক্তাররা যেমন হয়। ওদের কোত্থেকে ধরে আনেন বলেন দেখি? হায় খোদা, ওরা কি সত্যি কিছু জানে না, নাকি কেয়ার করে না? নিনোর শরীরে কি কাণ্ড হচ্ছে ওরা নিশ্চয়ই জানে, অথচ খালি ওকে খাড়া করে রাখার জন্য নানা রকম ওষুধ দিয়েই চলেছে। ওরা ঐ সব সিল্কের সুট গায়ে দিয়ে আপনাদের পা চাটে, কারণ আপনারা হলেন গিয়ে ক্ষমতাশালী ছবি করনে-ওয়ালা, কাজেই আপনারাও মনে করেন ওরা সব বড়-বড় ডাক্তার। আপনারা বলেন 'শো বিজ্ ডাক্তার, একটু ক্ষমা করো।" ঠিক কি না? কিন্তু আপনারা মরলেন কি বাঁচলেন তাতে তো ওদের খুব বয়ে গেলো। আমার আবার একটা শখ আছে, হতে পারে সেটা ক্ষমার যোগ্য নয়, শখটা হলো আমি লোকদের বাঁচিয়ে রাখতে চাই। নিনোকে ঐ মদের গ্লাস দিতে দিলাম, কারণ আপনাদের দেখাতে চেয়েছিলাম ওর কি হতে পারে।" জনির দিকে ঝুঁকে বসলো জুল্‌স, ওর গলার স্বরটা তখনো শান্ত, ভাবলেশবর্জিত, "আপনার বন্ধুর প্রায় হয়ে এসেছে। কথাটা বুঝলেন কি? চিকিৎসা আর কড়া ডাক্তারি নিয়মে সেবা-যত্ন ছাড়া ওর বাঁচার কোনো আশাই নেই। ওর রক্ত-চাপ আর ডায়াবিটিস আর বদভ্যাসের ফলে এই মুহূর্তে ওর মস্তিষ্কে রক্ত-ক্ষরণ হতে পারে। মগজটা স্রেফ ফেটে যাবে। যথেষ্ট স্পষ্ট ক'রে বললাম কি? অবশ্যই বলেছি 'পাগলা-গারদ'। কি জিনিস দরকার, সেটা আপনাদের বোঝাতে চাইছিলাম। নইলে আপনারা এক চুলও নড়বেন না। সোজা কথাই বলছি। যদি বন্ধুকে অপ্রকৃতিস্থ সাব্যস্ত ক'রে আটক রাখতে পারেন, তবেই ওকে বাঁচাতে পারবেন। নইলে ওকে চুমু খেয়ে বিদায় দিন।"

নিচু গলায় লুসি বললো, "জুল্‌স্‌, জুল্‌স্‌, লক্ষ্মীটি, অতো কড়া কথা না-ই বললে। কথাটা জানিয়ে দিলেই তো হলো।"

জুল্‌স্‌ উঠে দাঁড়ালো। ওর রোজকার শান্ত ভাবটা দূর হয়ে গিয়েছিলো। তাই দেখে ফন্টেন সন্তুষ্ট হলো। ওর গলাব স্বরের শান্ত একটানা-একঘেয়ে ভাবটাও চলে গিয়েছিলো।

জুল্স্ বললো, "আপনি কি ভেবেছেন এই প্রথম আমি এরকম একটা পরিস্থিতিতে, আপনার মতো একজন লোককে, এই ধরনের কথা বলছি? রোজ বলতে হতো। লুসি বলছে 'কড়া কথা বোলো না,' কিন্তু কি যা-তা বলছে ও নিজেই বুঝছে না। জানেন, আমি সবাইকে বলতাম, 'অতো খেয়ো না, মরে যাবে; অতো ধূমপান কোরো না, মরে যাবে, অতো খেটো না, মরে যাবে; অতো মদ খেয়ো না, মরে যাবে।' কেউ শোনে না। কেন জানেন? কারণ আমি বলি না 'কালকেই মরবে'। তবে নিনোর বেলায় বলে দিতে পারি ওর কালকেই মরে যাওয়াটা কিছু আশ্চর্যের কথা নয়।"

জুল্স্ 'বারের' কাছে গিয়ে নিজের জন্য আরো পানীয় মেশালো। তারপর বললো, "কি বলেন জনি? নিনোকে অপ্রকৃতিস্থ সাব্যস্ত করাবেন?'

জনি বললো, "বুঝতে পারছি না।"

জুল্স্ তাড়াতাড়ি বারে গিয়ে এক গ্লাস পানীয় খেয়ে, আবার গ্লাস ভরে এনে বললো, "জানেন তো খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার যে একটা মানুষ ধূমপান করে মরতে পারে, মদ খেয়ে মরতে পারে, খেটে-খেটে মরতে পারে, এমন কি খেয়ে-খেয়েও মরতে পারে। কেউ কিছু বলবে না। ডাক্তারির দিক থেকে একটি জিনিস করা যায় না, সেটা হচ্ছে রমণ ক'রে ক'রে মরা, অথচ তার বেলাই সবার যতো আপত্তি।" একটু থেমে জুল্স্ পানীয়টা শেষ ক'রে আরো বললো, "তবে হ্যা, মেয়েদের বেলায় তাতেও গোল-মাল। আমার কাছে এমন সব মহিলা আসতো, যাদের আর ছেলে-পেলে হবার কথা নয়। তাদের বলতাম, 'আবার হওয়াতে বিপদ আছে।' বলতাম, 'আপনি মরে যেতে পারেন।' এক মাস বাদে আবার এসে হাজির হ'য়ে বলতো, 'ডাক্তার, আমি বোধ হয় অন্তঃসত্ত্বা।' আর যা বলেছে ঠিক তাই। বলতাম, 'কিন্তু এতে যে অনেক বিপদ।' আমার গলার স্বরে ভাব প্রকাশ পেতো। ওরা হেসে বলতো, 'কিন্তু আমার স্বামী আর আমি যে গোঁড়া ক্যাথলিক'।"

দরজায় টোকা দিয়ে দু'জন ওয়েটার ঠেলা-গাড়িতে ক'রে খাবার আর রূপার পাত্রে কফি নিয়ে এলো। গাড়ির তলা থেকে একটা ছোট্ট টেবিল বের ক'রে সাজিয়ে দিতেই জনি ওদের বিদায় দিলো।

টেবিলের পাশে বসে ওরা লুসির ফরমায়েশ করা গরম স্যাণ্ডউইচ্ আর কফি খেলো। জনি চেয়ারে ঠেস্ দিয়ে, সিগারেট ধরিয়ে বললো, "অর্থাৎ তুমি মানুষের প্রাণ বাঁচাও। তাহলে তুমি গর্ভপাত করাতে কি ক'রে?"

এই প্রথম লুসি কথা বললো, 'মেয়েরা বিপদে পড়লে ও তাদের সাহায্য করতে চাইতো; নইলে তারা হয় আত্মহত্যা করবে, নয়তো ভ্রূণ হত্যা করার চেষ্টায় বিপজ্জনক কিছু ক'রে বসবে।"

জুল্স্ ওর দিকে চেয়ে হেসে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়লো, "ব্যাপারটা অতো সহজ নয়। অবশেষে আমি একজন সার্জন হলাম। আমার হাত ভালো, যারা বল খেলে তারা যেমন বলে। কিন্তু আমি এতোই ভালো ছিলাম যে খুব ভয় পেয়ে যেতাম। কোনো হতভাগ্যের পেট কেটেই দেখতাম তার বাঁচার আশা নেই। অপারেশন করতাম, কিন্তু জানতাম যে ক্যান্সারটা কিংবা টিউমারটা আবার হবে। তবু একগাল হেসে একগাদা বাজে কথা ব'লে তাকে বাড়ি পাঠিয়ে দিতাম। হয়তো এক বেচারা মেয়ে এলো, তার একটা স্তন কেটে বাদ দিলাম, পরের

বছর আবার এলো, অন্য স্তনটা বাদ দিলাম। তার পরের বছর আবার যখন এলো, তখন পেপের ভেতর থেকে যেমন বিচি চেঁছে বের ক'রে দেয়, ওর ভেতর থেকেও তাই করলাম। এতো সব করেও মরে যে যাবে সে তো জানা কথা। এদিকে স্বামীরা কেবলই টেলিফোন ক'রে জিজ্ঞেস করে, 'টেস্ট্ থেকে কি বোঝা গেলো?'

কাজেই বাড়তি একজন সেক্রেটারি রাখলাম, সে টেলিফোনে কথাবার্তা বলতো। আমি রুগিকে দেখতাম, পরীক্ষা, টেস্ট হয়ে গেলে, অস্ত্রোপচারের জন্য রুগি প্রস্তুত হ'লে, যতোটা কম সময় সম্ভব, রুগির কাছে কাটাতাম, তার কারণ, যে যাই বলুক, আমি যে একটা কাজের মানুষ ছিলাম। অবশেষে রুগির স্বামীকে মিনিট দুই কথা বলার সময় দিতাম। তাকে বলতাম, 'এটাই টার্মিনাল অর্থাৎ চরম চেষ্টা।' কথাটা ওদের কানে যেতো না। মানেটা বুঝতো, কিন্তু শুনতো না। প্রথম-প্রথম ভাবতাম হয়তো নিজেরই অজান্তে কথাটা উচ্চারণ করতে গিয়ে গলা নামিয়ে ফেলছি, কাজেই ইচ্ছা ক'রে জোরে উচ্চারণ করতাম। তবু ওরা শুনতে পেতো না। এক ব্যাটা এতো দূর পর্যন্ত বলেছিলো, 'কি বাজে বকছেন, জার্মিনাল'।" এই বলে জুল্স্ হাসতে লাগলো, "তা জার্মিনালই বলো বা টারমিনালই বলো, কি এসে যায়। অতএব গর্ভপাত শুরু করলাম। সহজ-সরল ব্যাপার, সবাই খুশি, বাসনপত্র ধুয়ে, সিঙ্ক সাফ ক'রে রাখার মতো। ঐ আমার কাজ। খুব ভালো লাগতো। গর্ভপাতক হওয়া খুব মজার। দু'মাসের ভ্রূণকে আমি জীবন্ত মানুষই বলি না, কাজেই সে-দিক দিয়ে কোনো সমস্যা ছিলো না। অল্পবয়সী মেয়ে, কিংবা বিবাহিত মহিলারা বিপদে পড়েছে, তাদের সাহায্য করছি, সঙ্গে সঙ্গে পয়সাও কামাচ্ছি। কিন্তু সামনের লাইন থেকে সরে যেতে হয়েছিলো। যখন ধরা পড়লাম, মনে হলো ফেরারীকে ধরে আনা হলো। তবে আমার কপালটা ছিলো ভালো, একজন বন্ধুর সুপারিশে ছাড়া পেয়ে গেলাম, কিন্তু এখন আর কোনো বড় হাসপাতালে অপারেশন করার অনুমতি পাই না। কাজেই আমাকে এখানে দেখতে পাচ্ছো। আবার সবাইকে সৎ পরামর্শ দিচ্ছি, কিন্তু সে পরামর্শ সবাই উপেক্ষা করছে। ঠিক আগেকার দিনের মতোই।"

জনি ফন্টেন বললো, "আমি কিন্তু তোমার পরামর্শ উপেক্ষা করছি না। ও বিষয়ে ভেবে দেখছি।

লুসি শেষ পর্যন্ত অন্য প্রসঙ্গ তুললো, "তুমি ভেগাসে কি করছো জনি, হলিউডের কর্তাব্যক্তির পরিশ্রম থেকে ছুটি নিয়েছো, নাকি কাজে এসেছো?"

জনি মাথা নেড়ে বললো, "মাইকেল কর্লিয়নি আমার সঙ্গে দেখা ক'রে কিছু বলতে চায়। টম হেগেনের সঙ্গে ও আজ রাতের প্লেনে এসে পৌঁছাচ্ছে। টম বলছিলো তোমার সঙ্গেও দেখা করবে লুসি। কি বিষয়ে, কিছু জানো নাকি?"

লুসি মাথা নাড়লো, "কাল রাতে সবাই এক সঙ্গে ডিনার খাচ্ছি, ফ্রেডিও থাকবে। মনে হচ্ছে হোটেল সংক্রান্ত কিছু হতে পারে। ক্যাসিনোটা লোকসানে চলছে, তা হওয়া উচিত নয়। ডন বোধ হয় মাইককে খোঁজ নিতে বলেছেন।"

জনি বললো, "শুনেছি শেষ পর্যন্ত মাইক তার মুখটাকে মেরামত করে নিয়েছে।"

লুসি হাসলো, "কেউ বোধ হয় রাজি করিয়েছিলো। বিয়ের সময় তো কিছু করতে রাজি হয়নি। কি জানে কেন। কি বিশ্রী দেখতে লাগতো, নাক দিয়ে পানি পরতো। আরো আগেই করানো উচিত ছিলো।" একটু থামলো লুসি, তারপর বললো, "ঐ অপারেশনটার জন্য কর্লিয়নি পরিবার জুল্স্‌কে ডেকে নিয়ে গিয়েছিলো। কন্‌সালট্যান্ট আর পরিদর্শক হিসাবে।"

মাথা দুলিয়ে নীরস গলায় জনি বললো, "আমিই ওর নাম অনুমোদন করেছিলাম।

লুসি বললো, "তাই নাকি। সে যাই হোক, মাইক বলছিলো জুল্‌স্‌ের জন্য সে কিছু করতে চায়। সেই জন্যেই কাল রাতে আমাদের ডিনারে বলেছে।"

চিন্তিত হয়ে জুল্‌স্ বললো, "কাউকে ও বিশ্বাস করে না। আমাকে বলেছিলো সবার ওপর চোখ রাখতে। অপারেশন্‌টা কিন্তু সাদা-সিধা ব্যাপার ছিলো, কোনো জটিলতা ছিলো না। যে কোন দক্ষ লোকই করতে পারতো।"

শোবার ঘর থেকে একটা শব্দ কানে আসাতে ওরা দরজার পর্দার দিকে তাকালো। নিনোর আবার জ্ঞান ফিরে এসেছিলো। জনি গিয়ে বিছানার পাশে বসলো। নিনো ক্ষীণ হেসে বললো, "বেশ, আর বেশি চালাকি করবো না। সত্যি শরীর খুব খারাপ লাগছে। জনি, তোর মনে আছে এক বছর আগে আমরা পাম স্প্রিংসে সেই দুটো মেয়ের সঙ্গে গিয়েছিলাম? তোকে সত্যি কথা বলছি ওখানে যা ঘটেছিলো তার জন্য আমার একটুও হিংসা হয়নি। আমি খুশিই হয়েছিলাম। আমার কথা বিশ্বাস করছিস তো, জনি?"

জনি ওকে আশ্বাস দিয়ে বললো, "নিশ্চয়ই নিনো, তোর কথা বিশ্বাস করছি।"

লুসি আর জুল্‌স্ পরস্পরের দিকে তাকালো। জনির সম্বন্ধে ওরা যা শুনেছিলো, নিজেরাও যা দেখেছিলো, তার থেকে ওদের মনে হয়েছিলো যে নিনোর মতো অন্তরঙ্গ বন্ধুর কাছ থেকে কোনো মেয়েকে ভাগিয়ে নেয়া জনির পক্ষে অসম্ভব। আর ঘটনাটার এক বছর বাদে নিনোই বা কেন বলছে যে ওর হিংসা হয়নি? দু'জনের মনেই একটা চিন্তা এলো তবে কি কোনো মেয়ে ওকে ছেড়ে জনির কাছে চলে গিয়েছিলো ব'লে রোমাঞ্চকরভাবে নিনো মদ খেয়ে মরতে বসেছে?

জুল্‌স্ আরেকবার নিনোকে পরীক্ষা ক'রে বললো, "আমি একজন নার্সের বন্দোবস্ত করছি, সে আজ রাতে এখানে থাকবে। দিন-দুই তোমাকে সত্যি-সত্যি শুয়ে থাকতে হবে। চালাকি চলবে না।"

নিনো মৃদু হেসে বললো, "যা বলো ডাক্তার, তবে নার্সটি যেন খুব বেশি সুন্দরী না হয়।"

জুল্‌স্ নার্সের বন্দোবস্ত করলো, তারপর ও আর লুসি বিদায় নিলো। জনি খাটের পাশে চেয়ারে ব'সে নার্সের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলো। নিনোর আবার ঘুম আসছিলো, মুখে গভীর ক্লান্তির ভাব। জনি নিনোর কথাগুলো নিয়ে চিন্তা করছিলো, এক বছর আগে পাম স্প্রিংসে ঐ দুটো মেয়ের সঙ্গে কি ঘটেছিলো, তা' নিয়ে নিনোর মনে কোনো ঈর্ষা ছিলো না। জনির কিন্তু একবারও মনে হয়নি যে নিনোর ঈর্ষা হতে পারতো।

এক বছর আগে জনি ফন্টেন তার শৌখীন অফিসে বসে ছিলো,ও যে চলচ্চিত্র কোম্পানির মালিক, অফিসটি তাদের। এতো বিশ্রী লাগছিলো যে জীবনে কখনো তার চাইতে বেশি খারাপ লাগেনি। এটা খুবই আশ্চর্যের বিষয়, কারণ ওর হাতের প্রথম ছবি, ও যার নায়ক আর নিনোর যাতে একটা বিশেষ ভূমিকা ছিলো, সেটি দেদার টাকা কামাচ্ছিলো। সব ভালোয় ভালোয় হয়ে গিয়েছিলো। যে যার নিজের কাজ করেছিলো। খরচও হিসাবের মধ্যেই ছিলো। সবাই মিলে এই ছবি থেকে অনেক টাকা পাবে আর জ্যাক ইয়োল্‌ট্‌সের বয়স দশ বছর বেড়ে যাবে। এখন জনি আরো দুটি ছবিতে হাত দিয়েছিলো, একটির নায়ক নিজে, একটির নায়ক নিনো। পর্দার ওপর নিনোর খুব সাফল্য, এমন মিষ্টি নেশা-পাওয়া চেহারার

প্রেমিকদেরই তো মেয়েরা বুকে জড়িয়ে ধরতে ভালোবাসে। হারিয়ে যাওয়া ছোট ছেলের মতো। জনি যা ছোঁয় তাতেই টাকা হয়; স্রোতের মতো ঘরে টাকা আসছিলো। ব্যাঙ্কের মাধ্যমে গডফাদার তার ভাগ পাচ্ছিলেন, সে কথা ভেবেও জনির ভালো লাগতো। ওর গডফাদার যে ওকে এতোখানি বিশ্বাস করেছেন, সেও সে বিশ্বাসের সম্মান রক্ষা করেছে। আজ কিন্তু ওসব কথা মনে করেও কোনো সুবিধা হচ্ছিলো না।

জনি একজন সফল স্বাধীন চিত্র-প্রযোজক হয়েছে, গায়ক ব'লে তার যতো প্রতিপত্তি ছিলো, এখন শুধু তার সমান কেন, হয়তো আরো বেশিই হয়েছে। আগের মতোই রূপসী মেয়েরা ওর গায়ের ওপর আছড়ে পড়ছে, তার কারণ অবশ্য আগের চাইতে আরো বৈষয়িক। জনির আজকাল নিজস্ব প্লেন আছে, আগের চাইতেও জাঁকজমকের মধ্যে সে বাস করে, ট্যাক্স সম্পর্কে আজকাল ব্যবসায়ী হিসাবে ও যেসব সুবিধা পায়, আগে শিল্পী হিসাবে সে-সব পেতো না। তবে আবার কি নিয়ে মন খারাপ?

কারণটা জনি জানতো। মাথার সামনের দিকটাতে ব্যথা, নাকের ভেতরকার নালিগুলোতে ব্যথা, গলা খুস্-খুস্। ঐ গলা খুস্-খুস্‌টা চুলকে আরাম করার একমাত্র উপায় ছিলো গান গাওয়া, এদিকে গান গাইবার চেষ্টা করতেও ভয় করতো। জুল্‌স্ সিগলকে ফোন ক'রে জিজ্ঞেস করেছিলো কবে থেকে নিরাপদে গান গাইবার চেষ্টা করা যায়। জুল্‌স্ বলেছিলো যখন ইচ্ছে হবে তখন। কাজেই গান গাইবার চেষ্টা করেছিলো জনি, এমনই বিশ্রী গলা বের হলো যে গানের চেষ্টা ছেড়ে দিতে হয়েছিলো। তার ওপর পরদিন গলায় সে কি ব্যথা, গলায় অপারেশন করার আগে যে ধরনের ব্যথা হতো, তার থেকে এটা অন্য রকম। আরো বেশি ব্যথা, জ্বলুনি মতো। গান গাইতে ভয় করতো, মনে হতো হয় তো চিরকালের মতো গলাটা হারালো, কিংবা গলা খারাপ হয়ে গেলো।

আর গাইতেই যদি না পারলো, তবে আর কি দিয়ে কি হবে? বাকি যা কিছু তার কানাকড়িও দাম নেই। একটি কাজই জনি করতে পারতো, সে হলো গান গাওয়া। গানের বিষয়ে, ও যে-ধরনের গান গাইতো, সে বিষয়ে পৃথিবীতে হয়তো কেউ ওর চাইতে বেশি জানতো না। ও যে কতো ভালো ছিলো, এতোদিনে নিজে সেটা বুঝতে পারছিলো। অতো বছরের অভিজ্ঞতার ফলে ও একজন সত্যিকার পেশাদার গায়ক হয়ে উঠেছিলো। ওকে কারো ব'লে দেবার দরকার হতো না কোন্‌টা ঠিক আর কোনটা ভুল, কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করতে হতো না। ও নিজেই সব জানতো। এ কি ক্ষতি, কি বিশাল ক্ষতি।

সেদিন শুক্রবার, জনি ঠিক করেছিলো শনি-রোববার ভার্জিনিয়া আর মেয়েদের সঙ্গে কাটাবে। বরাবর যেমন করতো, ওকে ফোন করেছিলো সে-কথা বলতে। আসলে ওকে 'না' বলার সুযোগ দিতো জনি। জিনি কখনো 'না' বলতো না। ওদের ছাড়া-ছাড়ির পর এতো বছর কেটে গেছে, কখনো সে 'না' বলেনি। কারণ ওর মেয়েরা তাদের বাবাকে দেখবে, তাতে সে কখনো বাধা দিতে পারতো না। মেয়ে বটে জিনি। জিনি সম্বন্ধে জনির কপালটা খুব ভালো বলতে হবে। কিন্তু জনি জানতো যে যদিও জিনির চাইতে আর কোনো মেয়ের ওপর তার বেশি টান নেই, সেই সঙ্গে সে ও জানতো যে জিনির সঙ্গে আর কখনো স্বামী-স্ত্রীর মতো থাকা সম্ভব হবে না। হয়তো যখন ওদের পঁয়ষট্টি বছর বয়স হবে, লোকে যে-বয়সে অবসর নেয়, তখন দু'জনে একসঙ্গে অবসর নিতে পারবে, সব কিছু থেকে অবসর।

কিন্তু বাস্তব সত্য এসে এইসব চিন্তা ছিন্ন-ভিন্ন ক'রে দিলো, জনি যখন সেখানে পৌঁছে দেখলো ভার্জিনিয়ার নিজের মেজাজ খারাপ আর মেয়েরাও বাবাকে দেখে সে রকম নেচে উঠছে না, কারণ ক্যালিফোর্নিয়ার কোথায় একটা 'র‍্যাঞ্চে' কয়েকজন মেয়ে-বন্ধুর সঙ্গে তাদের শনি-রবি কাটাবার কথা হয়েছিলো, সেখানে গেলে ওরা ঘোড়ার চড়তে পারবে।

জনি ভার্জিনিয়াকে বললো ওদের সেখানে পাঠিয়ে দিতে, নিজেও মুখে একটু আমোদের হাসি নিয়ে, চুমু খেয়ে তাদের বিদায় দিলো। ওদের মন জনি ভালো করেই বুঝতে পেরেছিলো। কোন্ ছোট মেয়ে খিট-খিটে বাবাকে ফেলে–তাও এমন বাবা, ইচ্ছা মতো আসে যায়–র‍্যাঞ্চে গিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে ঘোড়ায় চড়তে না চায়? জনি ভার্জিনিয়াকে বলেছিলো, "আমিও দু-চারটা পানীয়ের পর সরে পড়বো।"

জিনি বলেছিলো, "বেশ।" তার মনের অবস্থা যে ভালো ছিলো না সেটা বোঝাই যাচ্ছিলো; এ রকম প্রায় হতো। তবে ও যেভাবে জীবন কাটাতো সেটা খুব আরামদায়ক ছিলো না।

জিনি দেখলো জনি অনেকখানি মদ ঢেলে নিয়েছে। সে জিজ্ঞেস করলো, "তোমার আবার মন ভালো করার কি দরকার? তোমার তো এখন পোয়া-বারো। তুমি যে আবার এতো ভালো ব্যবসায়ী এ আমি স্বপ্নেও ভাবিনি।"

জনি ওর দিকে চেয়ে মৃদু হেসে বললো, "তেমন কঠিন কাজ নয়।" সঙ্গে সঙ্গে জনির মন বললো, তবে এইখানেই গলদ। জনি মেয়েদের বুঝতো, তখনই ও বুঝে নিলো ভার্জিনিয়ার মন খারাপ, কারণ ওর ধারণা জনি আজকাল মনের মতো সাফল্য পাচ্ছে। তাদের পুরুষরা খুব বেশি সাফল্যমণ্ডিত হবে, মেয়েরা আসলে তা চায় না। এতে তাদের বিরক্তি লাগে। প্রেম, যৌন-অভ্যাস, বিবাহ-বন্ধন ইত্যাদির সাহায্যে পুরুষদের ওপর ওরা যে আধিপত্য বিস্তার করে, পুরুষরা বেশি সাফল্য লাভ করলে সে দিক থেকে ওদের মনে অনিশ্চয়তা আসে। কাজেই যতো না নিজের কথা শোনাতে, তার চাইতে বরং জিনির মন ভালো ক'রে দেবার জন্য জনি বললো, "গাইতেই যদি না পারলাম তাহলে এসবে কি এসে যায়?"

ভার্জিনিয়ার কণ্ঠে বিরক্তির সুর শোনা গেলো, "আহ্ জনি, এখন তো আর তুমি ছোট নও। পঁয়ত্রিশের ওপরে তোমার বয়স। ঐ গানের ব্যাপার নিয়ে এতো ভাব কেন বলো তো? প্রয়োজক হিসাবে তো অনেক বেশি টাকা করছো।"

অদ্ভুতভাবে তার দিকে তাকালো জনি। তারপর বললো, "আমি একজন গায়ক। আমি গাইতে ভালোবাসি। বয়স হওয়ার সঙ্গে তার কি সম্পর্ক?"

ভার্জিনিয়া অধীর হয়ে উঠলো, "যাই বলো, আমার কিন্তু কোনো কালেই তোমার গান গাওয়াটা ভালো লাগতো না। এখন তো প্রমাণ করেই দিয়েছো যে তুমি ছবি তৈরি করতে পারো; আমি খুব খুশি হয়েছি যে তুমি আর গাইতে পারো না।"

জনি যখন রেগে-মেগে উত্তর দিলো, দু'জনেই আশ্চর্য হয়ে গেলো, "কি বিশ্রী কথা।" জনি খুব মর্মাহত হয়েছিলো। এমন কথা ভার্জিনিয়ার মনে এলো কি ক'রে? জনিকে ভার্জিনিয়া এতো ঘৃণা করতে পারেই বা কি ক'রে?

ও আহত হয়েছে দেখে ভার্জিনিয়া মৃদু হেসেছিলো, কারণ জনির পক্ষে ওর ওপর রেগে ওঠাটা অন্যায়। জিনি বললো, "তুমি ভালো গাও ব'লে ঐসব মেয়েগুলো যখন তোমার পেছনে ছুটা-ছুটি করতো, তখন আমার কেমন লাগতো বলো দেখি? আমি যদি বিবস্ত্র হ'য়ে পথ দিয়ে হেঁটে যেতাম, যাতে পুরুষরা সবাই আমার পেছনে-পেছনে ছুটে আসে, তখন তোমার কেমন লাগতো? তোমার গানও সে রকম ছিলো। আমার ইচ্ছা করতো তোমার গলা নষ্ট হয়ে যাক, আর গান গাইতে না পারো তুমি। তবে ও সব হলো আমাদের বিয়ে ভাঙার আগেকার কথা।"

জনি হাতের পানীয়টা শেষ ক'রে বললো, "তুমি কিছুই বোঝো না। এক ফোঁটাও বোঝো না।" রান্না-ঘরে গিয়ে জনি নিনোকে টেলিফোন করেছিলো। সঙ্গে-সঙ্গে ব্যবস্থা হয়ে গেলো যে দু'জনে মিলে পাম স্প্রিংসে গিয়ে শনি-রবি কাটাবে। জনি নিনোকে একটি মেয়ের টেলিফোন নম্বর দিলো, তরুণী, কুমারী, সুন্দরী, কিছুদিন থেকে তার সঙ্গে যোগাযোগ করার কথা জনি ভাবছিলো। "ও-ই তোর জন্যে একজন বান্ধবী নিয়ে আসবে। আমি ঘণ্টা খানেকের মধ্যে তোর বাড়িতে পৌঁছাচ্ছি।"

যাবার সময় ভার্জিনিয়া নিরুত্তাপভাবে ওকে বিদায় দিয়েছিলো। তাতে ওর কাঁচ-কলাও এসে যায়নি, ও সহজে জিনির ওপর রাগ করতো না, এবার কিন্তু করেছিলো। চুলায় যাক সব, শনি-রবিটা তো ফূর্তি ক'রে শরীর থেকে সব ঝেড়ে ফেলা যাবে।

যা ভেবেছিলো, স্প্রিংসে কি চমৎকার সময় কাটলো। ওখানে ওরা জনির নিজের বাড়িতে উঠেছিলো, বছরের এই সময়ে বাড়িটাকে সব সময় খোলা রাখা হতো, লোকজন থাকতো। মেয়ে দুটোর বয়স এতো কম যে ওদের নিয়ে খুব আনন্দ করা গেলো, তাছাড়া নিজেদের জন্য কোনো রকম সুবিধা ক'রে নেবার লোভ ওদের তখনো হয়নি। রাতের খাবার আগে পর্যন্ত কয়েকজন বন্ধু এসে সুইমিংপুলের পাশে ওদের সঙ্গে জুটেছিলো। তারপর নিনো তার বান্ধবীকে নিয়ে সাপারের জন্য তৈরি হতে ঘরে গেলো। রোদ লেগে গা গরম, মেয়েটার সঙ্গে এই সময় একটু মজাও করা যাবে। জনি অন্য রকম মেজাজে ছিলো; তার বান্ধবীর নাম টিনা, ছোট-খাটো মামুলী ধরনের সুন্দরী, সোনালী চুল, জনি তাকে শাওয়ারে স্নান করতে পাঠিয়ে দিলো। ভার্জিনিয়ার সঙ্গে মনোমালিন্য হলে, ও অন্য মেয়ের সঙ্গে প্রেম করতে পারতো না।

বসার ঘরটি ছিলো কাচ দিয়ে মোড়া বারান্দার মতো, সেখানে একটা পিয়ানো ছিলো। জনি সেখানে গেলো। যখন ব্যাণ্ডের সাথে জনি গাইতো, মজা করার জন্য অনেক সময় ও পিয়ানোতে টুংটাং করতো, কোমল, নকল জ্যোৎস্না-মাখা পুরনো গানের সুর ও পিয়ানোতে তুলতে পারতো। এখন বসে বসে পিয়ানোর সঙ্গে, খুব নিচু গলায়, দু-এক কলি গাইলো জনি, গুন-গুন ক'রে, তাকে ঠিক গানও বলা চলে না। ও টের পাবার আগেই টিনা বসার ঘরে এসে ওর জন্য একটা পানীয় মিশিয়ে ওর পাশে গিয়ে বসলো। পিয়ানোতে কয়েকটা সুর তুললো জনি, টিনা গুন-গুন ক'রে গাইলো। ওকে পিয়ানোর সামনে বসিয়ে রেখে জনি স্নান করতে গেলো। শাওয়ারের নিচে দাঁড়িয়ে জনি আরো কটা কলি গাইলো কথা বলার মতো ক'রে। তারপর কাপড়-চোপড় পরে জনি নিচে গেলো। তখনো টিনা একা বসে ছিলো। নিনো হয় তার বান্ধবীকে নিয়ে মত্ত ছিলো, নয়তো মদ খেয়ে মাতাল হচ্ছিলো।

জনি আবার পিয়ানোর সামনে বসলো, টিনা ঘুরতে-ঘুরতে বাইরে সুইমিংপুল দেখতে লাগলো। জনি একটা পুরনো গান ধরলো। এবার আর গলায় জ্বালা করলো না। সুরগুলো গলা থেকে বেরুতে লাগলো, একটু চাপা ভাবে কিন্তু নিখুঁত সুরে। বারান্দার দিকে তাকালো জনি, টিনা তখনো বাইরে, কাচের জানালা বন্ধ, সে কিছু শুনতে পাচ্ছে না। কে জানে কেন, কেউ ওর গান শোনে সেটা জনির ইচ্ছা ছিলো না। পুরনো একটা প্রিয় 'ব্যালাড' ধরলো জনি। এবার গলা ছেড়ে গাইলো, যেনো জনসাধারণের সামনে গাইছে, নিজেকে একেবারে মুক্ত ক'রে গাইলো, তারপর অপেক্ষা ক'রে রইলো, গলার মধ্যে সেই চেনা যন্ত্রনার জন্য। কিন্তু কিছু হলো না। নিজের কণ্ঠ নিজে শুনলো জনি, কেমন যেন অন্য রকম মনে হলো, তবু ভালো লাগলো। স্বরটা আরো গাঢ় মনে হলো, এ পুরুষের গলা, ছেলেমানুষের গলা নয়; মনে হলো গলায় একটা সমৃদ্ধি এসেছে, সুগভীর সমৃদ্ধ স্বর। নিশ্চিন্ত হ'য়ে গান শেষ করলো জনি, তারপর পিয়ানোর সামনে বসে গানটার কথা ভাবতে লাগলো।

পেছন থেকে নিনো বললো, "মন্দ নয় বন্ধু, একেবারেই মন্দ নয়।"

ঘুরে বসলো জনি। দরজার কাছে একা দাঁড়িয়ে নিনো। মেয়েটা ওর সঙ্গে ছিলো না। জনি নিশ্চিন্ত হলো। নিনো শুনলে ওর কোনো আপত্তি ছিলো না।

জনি বললো, 'যা বলেছো। মেয়ে দুটোকে ওদের বাড়িতে পাঠিয়ে দে।"

নিনো বললো, 'তুই পাঠিয়ে দে। ওরা খুব ভালো মেয়ে, আমি ওদের মনে কষ্ট দিতে পারবো না। আমারটার সঙ্গে এইমাত্র দু-দু'বার প্রেম করলাম। এখন ওকে না খাইয়ে বাড়ি পাঠালে কি রকম দেখাবে বল্ দেখি?

জনি ভাবলো চুলায় যাক। শুনুকলে শুনুক ওরা, হোক না বিশ্রী গলা। পাম স্প্রিংসে ওর চেনা এক ব্যান্ড লিডারকে ফোন ক'রে জনি একটা ম্যান্ডোলিন পাঠাতে বললো। সে আপত্তি করতে লাগলো, "ক্যালিফোর্নিয়াতে কেউ ম্যান্ডোলিন বাজায় না।"

জনি চেঁচিয়ে বললো, "পাঠিয়ে দাওতো।"

বাড়ি বোঝাই রেকর্ড করার যন্ত্রপাতি। মেয়ে দুটিকে দিয়ে জনি যন্ত্র চালানো আর বন্ধ করা, শব্দ কমানো বাড়ানো ইত্যাদি অভ্যাস করিয়ে নিলো। খাবার পর জনি কাজে লাগলো। ম্যান্ডোলিনে নিনোকে সঙ্গত করতে হলো; জনি তার সব পুরনো গান গাইলো। গলা ছেড়ে গান গাইলো, গলাটাকে একটুও রেহাই দিলো না। চমৎকার গলার অবস্থা, মনে হলো অনন্ত কাল ধরে গেয়ে যেতে পারবে। কতো মাস ধরে গাইতে পারেনি, শুধু গানের কথা ভেবেছে, কল্পনা করেছে এখন গাইতে হ'লে অল্প বয়সে যেভাবে গাইতো তার চাইতে অন্য রকম করে গাইবে। মনে মনে গানগুলো গাইতো জনি, গলায় আরো বেশি ওস্তাদি আর স্বরের দক্ষতা দিয়ে। এখন সে সত্যি-সত্যি সেভাবে গাইতে লাগলো। গাইতে গিয়ে মাঝে-মাঝে গোলমাল হ'য়ে যাচ্ছিলো, মাথার মধ্যে যেমন শুনছিলো, গাইবার বেলায় জোরে গাইতে গিয়ে ঠিক সুরটি বের হলো না। ভাবলো, জোরে গাইতে হবে। এখন আর নিজের গলা নিজে শুনছিলো না জনি, এখন ওর মনোযোগ গিয়েছিলো গানের ওস্তাদির দিকে। তাল রাখতে গিয়ে একটু ঠেকে গিয়েছিলো; ও কিছু নয়, অনভ্যাসের জন্য এমন হয়েছিলো। মাথার মধ্যেই ওর 'মেট্রোনোম' ছিলো, তাতে কখনো ভুল হতো না। একটু অভ্যাস করলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

অবশেষে গান থামালো জনি। উজ্জ্বল চোখে কাছে এসে টিনা ওকে লম্বা একটা চুমু দিয়ে

বললো, "এবার বুঝলাম মা কেন তোমার প্রত্যেকটা ছবি দেখতে যায়।" ঠিক এই মুহূর্তটিতে ছাড়া, অন্য কোনো সময় এমন কথা বলা ভুল হতো। জনি আর নিনো হাসতে লাগলো।

টেপটা ওরা বাজিয়ে শুনলো, এবার জনি ভালো ক'রে নিজের গান শুনতে পেলো। গলাটা অনেক বদলে গেছে, খুবই বদলে গেছে, তবু এটা যে জনি ফন্টেনের গলা, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। একটু আগেই যেমন জনি লক্ষ্য করেছিলো কণ্ঠ-স্বরটা আরো গাঢ় আরো সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে, সেই সঙ্গে আগেকার সেই ছেলেমানুষের গলা এখন পুরুষের গলায় পরিণত হয়ে উঠেছে। এ কণ্ঠ-স্বরে অনেক বেশি যথার্থ আবেগ, অনেক বেশি বৈশিষ্ট্য ছিলো। কৌশলের দিক থেকেও এর আগে জনি কখনো এতো ভালো গায়নি। এ একেবারে গুণীর কাজ। এখন অনভ্যস্ত গলাতেই যদি এতো ভালো কাজ দেখাতে পারে তাহলে পরে আরো কতো ভালো হবে কে বলতে পারে? একটু হেসে জনি নিনোকে জিজ্ঞেস করলো, "যতোটা ভাবছি, সত্যি কি ততোটাই ভালো?"

নিনো ওর আনন্দে ভরা মুখের দিকে চিন্তিতভাবে চেয়ে বললো, "খুব ভালো সন্দেহ নেই। তবে কাল কি রকম গাও দেখা যাবে।"

নিনোকে এতো নিরুৎসাহ দেখে জনি আহত হ'য়ে বললো, "হারামজাদা, তুই ভালো করেই জানিস তুই এমন ক'রে গাইতে পারবি না। কালকের জন্য ভাবিস না। আমার খুব উৎসাহ হচ্ছে।" কিন্তু সে রাতে জনি আর গায়নি। নিনোকে আর মেয়েদের একটা পার্টিতে নিয়ে গিয়েছিলো। টিনা ওর বিছানায় রাত কাটালেও জনিকে দিয়ে কোনো সুবিধা হয়নি। মেয়েটা একটু হতাশ হয়েছিলো। জনি ভাবলো, কি জ্বালা, একদিনেই কি আর সব হয়?

সকালে জনি ঘুম থেকে উঠেছিলো একটা দুর্ভাবনা নিয়ে, মনে একটা অস্পষ্ট আশঙ্কা যে গলা ফিরে পাবার ব্যাপারটা একটা স্বপ্ন নয় তো? তারপর যখন বুঝলো যে স্বপ্ন নয়, তখন ভয় হতে লাগলো যে গলাটা আবার না নষ্ট হয়ে যায়। জানালার কাছে দাঁড়িয়ে একটু গুন-গুন ক'রে রাতের পাজামা পরেই নিজের বসার ঘরে নেমে গিয়েছিলো জনি। পিয়ানোতে প্রথমে একটা সুর বাজিয়ে, একটু বাদে তার সঙ্গে গাইতে চেষ্টা করেছিলো।

প্রথমে চাপা গলায় গান গেয়েছিলো সে, কিন্তু যখন বেদনাও হলো না, গলাও ভাঙলো না, তখন গলা ছেড়ে দিলো। নিখুঁত-পরিপূর্ণ সুর বেরুতে লাগলো, এতোটুকু জোর করতে হলো না। কি সহজে সুর ঝরে পড়তে লাগলো। জনি বুঝতে পারলো ওর দু:খের দিন কেটে গেছে, আবার সব ফিরে এসেছে। ছবি করতে গিয়ে এখন যদি বিফলও হয়, জনির কিছু এসে যাবে না; টিনার সঙ্গে কাল জমাতে পারেনি, তাতেও কিছু এসে যাচ্ছে না; আবার গাইতে পারছে ব'লে ভার্জিনিয়া যদি ওর ওপর চটে যায়, তাহলেও কিছু এসে যাবে না। এক মুহূর্তের জন্য মনে একটু খেদ এসেছিলো। ওর মেয়েদের জন্য গাইতে গিয়ে যদি গলাটা ফিরে আসতো, তাহলে কি ভালোই না হতো। কতো যে ভালো হতো তা'হলে।

এই সময় একটা ঠেলা-গাড়িতে ওষুধপত্র নিয়ে হোটেলের নার্স এসে হাজির হলো। উঠে দাঁড়িয়ে জনি নিনোর দিকে চেয়ে রইলো, ও কি ঘুমাচ্ছে, নাকি মরে যাচ্ছে? ও জানতো ওর গলা ফিরে এসেছে ব'লে নিনোর এতোটুকু ঈর্ষা হয়নি। ও বুঝতে পেরেছিলো যে নিনোর

ঈর্ষার একমাত্র কারণ হলো গলা ফিরে পেয়ে জনি কেন এতো বেশি খুশি হবে। কেন জনি এতো বেশি গান ভালোবাসবে। এতোক্ষণে যে সত্যটি প্রকট হ'য়ে দেখা দিয়েছিলো সেটি হলো : নিনো ভ্যালেন্টি দুনিয়াতে কোনো জিনিসকে এতোটা ভালোবাসে না যে তার জন্য বেঁচে থাকতে চাইবে।

সাতাশ

অনেক রাতে মাইকেল কর্লিয়নি এসে পৌঁছালো, তার নিজের নির্দেশে কেউ তাকে এয়ারপোর্টে আনতে যায়নি। সঙ্গে মাত্র দু'জন লোক এনেছিলো, টম হেগেন আর অ্যালবার্ট নেরি বলে একজন নতুন দেহরক্ষী।

মাইকেল আর তার সঙ্গীদের জন্য হোটেলের সবচাইতে জমকালো সুইটটা রাখা হয়েছিলো। যাদের সঙ্গে মাইকেলের দেখা হওয়া দরকার, তারা সবাই আগে থাকতে সেখানে জমায়েত হয়েছিলো।

ফ্রেডি তার ভাইকে আলিঙ্গন দিয়ে অভ্যর্থনা করলো। ফ্রেডি অনেক মোটা হয়ে গিয়েছিলো; আরো অমায়িক চেহারা, আরো প্রফুল্ল এবং অনেক বেশি শৌখিন সাজ-গোজ। ছাই রঙের রেশমী স্যুট পরনে, টাই-মোজা ইত্যাদির রঙ তার সঙ্গে মানিয়ে পরা। ক্ষুর দিয়ে চাঁছা চুল, চিত্র-তারকার চুলের মতো সাজানো, পরিপাটি ক'রে দাড়ি-গোঁফ কামানো, মুখটা ঝক্-ঝকে, হাতের নখে পেশাদারী যত্ন। চার বছর আগে যে মানুষকে নিউইয়র্ক থেকে চালান করা হয়েছিলো, তার সঙ্গে এই ফ্রেডির আকাশ-পাতাল তফাত।

চেয়ারে ঠেস্ দিয়ে ফ্রেডি সস্নেহে মাইকেলের দিকে চেয়েছিলো। "মুখটা ঠিক করার ফলে এখন তোমাকে অনেক বেশি ভালো দেখাচ্ছে। তোমার স্ত্রী বুঝি শেষ পর্যন্ত রাজি করালো? কে আছে কেমন? আমাদের সঙ্গে দেখা করতে কবে আসবে সে এদিকে?"

মাইকেল ভাইয়ের দিকে চেয়ে মৃদু হেসে বললো, "তোমাকেও তো বেশ ভালো দেখাচ্ছে। এবারই আসতো কে, আবার একটা বাচ্চা হচ্ছে, বড়টাকেও দেখাশুনা করতে হয়। তাছাড়া এবার তো কাজে আসা, ফ্রেডি, কাল রাতের প্লেনেই আমাকে ফিরতে হবে, বড়জোর পরশু সকালে।"

ফ্রেডি বললো, "আগেতো কিছু খাও। আমাদের হোটেলের সেফ খুবই চমৎকার, এতো ভালো খাবার কোথাও খাওনি। শাওয়ারে স্নান করো, কাপড় ছাড়ো, ততোক্ষণে এখানেই সব ব্যবস্থা ক'রে ফেলা হচ্ছে। যাদের সঙ্গে দেখা করার দরকার, সবাই তৈরি হ'য়ে আছে, তুমি বললেই তারা আসবে, একবার ডাকলেই হলো।"

প্রসন্নভাবে মাইকেল বললো, "মো গৃনকে একেবারে শেষের জন্য রাখা হোক, কি বলো? জনি ফন্টেন আর নিনোকে আমাদের সঙ্গে খেতে বলো। লুসিকে আর তার ডাক্তার বন্ধুকেও। খেতে খেতে কথা হবে?" তারপর হেগেনের দিকে ফিরে বললো, "আর কাউকে বলতে চাও নাকি টম?"

হেগেন মাথা নাড়লো। মাইকেলের চাইতে হেগেনের প্রতি ফ্রেডি অনেক কম আতিথেয়তা দেখিয়েছিলো। তবে হেগেন সবই বুঝেছিলো। ফ্রেডির ওপর তার বাবা খুবই

রুষ্ট, ফ্রেডি যে ব্যাপারটাকে মিটিয়ে না দেবার জন্য কনসিলিওরিকে দায়ী করবে সেটাও স্বাভাবিক। এ কাজটা হেগেন খুশি হয়েই ক'রে দিতো, কিন্তু ফ্রেডির বাবা তার ওপর কেন চটে গেছেন সেটাই হেগেনের জানা ছিলো না। ডন কখনো কোনো অনুযোগ ভাষায় প্রকাশ করতেন না। শুধু অসন্তোষটুকুই প্রকাশ করতেন।

মাইকেলের সুইটে বিশেষভাবে আয়োজিত ডিনার টেবিলের চার দিকে ওরা যখন বসলো, তখন রাত বারোটা। লুসি মাইকেলকে চুমু খেয়েছিলো, কিন্তু অপারেশন করিয়ে মুখটা কতো ভালো দেখাচ্ছে সে বিষয়ে কোনো মন্তব্য করেনি। জুল্‌স্ সিগ্‌ল প্রকাশ্যেই মাইকেলের মেরামত করা গালের হাড়টা পর্যবেক্ষণ ক'রে মাইকেলকে বলেছিলো, "খুব ভালো কাজ হয়েছে। সুন্দর জোড়া লেগেছে। সাইনাস নিয়ে আর কোনো গোলমাল নেই তো?"

মাইকেল বললো, "খুব ভালো আছি। তোমার সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ।"

নৈশভোজনের কেন্দ্রবিন্দু ছিলো মাইকেল। কথায়, হাব-ভাবে ডনের সঙ্গে ওর সাদৃশ্যটা সবাই লক্ষ্য করেছিলো। কি রকম অদ্ভুতভাবে, ওকে দেখে সবার মনে সেই একই ভক্তি, একই ভীতি জাগছিলো, অথচ ওর ব্যবহারটা ছিলো একেবারে স্বাভাবিক, কেউ যাতে কুণ্ঠা বোধ না করে সেদিকে ওর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। হেগেন তার অভ্যাসমতো, কিছুটা অন্তরালে সরে রইলো। নতুন লোকটিকে কেউ চিনতো না। সে বললো, তার খিদে পায়নি, এই ব'লে দরজার কাছে একটি আরাম কেদারায় বসে একটা স্থানীয় খবরের কাগজ পড়তে লাগলো।

কয়েক গ্লাস মদ আর খাবারগুলো খাওয়ার পর ওয়েটারদের বিদায় দেওয়া হলো। তারপর মাইকেল জনিকে বললো, "শুনলাম তোমার গলাটা আগের মতোই ভালো হয়ে গেছে, পুরনো ভক্তরা সবাই ফিরে এসেছে। কনগ্রাচুলেশন্‌স।"

জনি ধন্যবাদ জানালো। মাইকেল কেন ওর সঙ্গে দেখা করতে চায়, সে বিষয়ে তার যথেষ্ট কৌতূহল ছিলো। তার কাছ থেকে না জানি ওরা কি চাইবে।

সবার উদ্দেশ্যে মাইকেল বললো, "কর্লিয়নি পরিবার এখানে, এই ভেগাসে উঠে আসার কথা ভাবছে। জলপাই তেলের ব্যবসায় আমাদের সমস্ত অংশ বিক্রি ক'রে দিয়ে, এখানে এসে বসবাস করবো। ডন আর হেগেন আর আমি এ বিষয়ে আলোচনা করেছি, আমাদের মনে হয়েছে আমাদের পরিবারের ভবিষ্যৎ জীবন হবে এখানে। তার মানে নয় এক্ষুনি, কিংবা আসছে বছরেই উঠে আসছি। সব কিছু গুছিয়ে ব্যবস্থা করতে দুই, তিন, এমন কি চার বছরও লাগতে পারে। তবে মোটামুটি ঐ রকম একটা পরিকল্পনা করা হয়েছে। আমাদের কয়েকজন বন্ধু এই হোটেলের আর ক্যাসিনোর অনেক অংশের মালিক, এটাই হবে আমাদের ভিত্তি। মো গ্রীন তার অংশটা আমাদের কাছে বেচে দেবে, তা'হলে হোটেলের পুরোটার মালিকানাই আমাদের বন্ধুদের হাতে আসবে।"

ফ্রেডির মুখে দুশ্চিন্তার ছাপ দেখা গেলো। "মাইক, ঠিক জানো যে মো গ্রীন তার অংশ বিক্রি করবে? আমার কাছে ও কিন্তু সে-কথা কখনো বলেনি, এই ব্যবসাটাকে ও খুব ভালোবাসে। আমার কিন্তু মনে হয় না সে বিক্রি করবে।"

মাইকেল শান্ত কণ্ঠে বললো, "তাকে এমন প্রস্তাব দেবো যে সে আর না বলবে না।"

সাধারণ কণ্ঠস্বরে কথাগুলো বললেও, কেমন একটা থম-থমে ভাবের সৃষ্টি হলো। হয়তো

ডন প্রায়ই ও কথা বলতেন ব'লে। মাইকেল জনি ফন্টেনের দিকে ফিরে বললো, "এখানে ব্যবসার গোড়াপত্তন করার জন্য ডন তোমার ওপর নির্ভর ক'রে আছেন। আমাদের বোঝানো হয়েছে যে জুয়াখেলায় লোক আকর্ষণ করতে হলে ভালো রকম আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা রাখতে হয়। আমরা আশা করছি তুমি আমাদের সঙ্গে কন্ট্রাক্ট সই করবে যে বছরে পাঁচবার আমাদের মঞ্চে তোমাকে দেখা যাবে, একেকবারে হয়তো পাঁচদিন ক'রে। আশা করছি তোমার ফিল্মের বন্ধুরাও তাই করবে। তাদের অনেক উপকার করেছো, এবার তাদের ডাক দিতে পারবে।"

জনি বললো, "নিশ্চয়, তুমি জানোই মাইক, আমার গডফাদারের জন্য আমি সবকিছু করতে প্রস্তুত।" কিন্তু ওর কণ্ঠস্বরে ক্ষীণ একটু অনিশ্চয়তার সুর শোনা গেলো।

মাইকেল হেসে বললো, "তাতে তোমার কিংবা তোমার বন্ধুদের কোনো আর্থিক ক্ষতি হবে না। সবাই হোটেলের ভাগ পাবে; আরো যদি এমন কেউ থাকে যাদের তুমি যথেষ্ট প্রাধান্য দাও, তাদেরও ভাগ দেয়া যাবে। হয়তো আমার ওপর তোমার ঠিক বিশ্বাস হচ্ছে না, কাজেই তোমাকে বলে রাখছি এ হলো ডনের মুখের কথা।"

জনি তাড়াতাড়ি বললো, "আমি তোমাকে বিশ্বাস করি মাইক। তবে কি জানো, এই অঞ্চলে এখন আরো দশটা হোটেল আর ক্যাসিনো তৈরি হচ্ছে। তোমরা যখন এসে কাজ করবে ততোদিনে হয়তো বাজার বোঝাই হয়ে যাবে। প্রতিযোগিতা খুব বেশি বেড়ে গেলে তোমাদের না খুব দেরি হয়ে যায়।"

এবার টম হেগেন মুখ খুললো, "ঐ হোটেলগুলোর তিনটি কর্লিয়নি পরিবারের বন্ধুদের টাকাতেই হচ্ছে।" সঙ্গে সঙ্গে জনি বুঝে নিলো তার মানে ঐ তিনটি হোটেল আর ক্যাসিনোর মালিক হলো কর্লিয়নি পরিবার। এবং অনেকগুলো 'পয়েন্ট' ভাগ ক'রে দেওয়া হবে।

জনি বললো, "বেশ, আমি কাজ আরম্ভ করে দেবো।" এবার জুল্‌স্‌ সিগলের দিকে ফিরে মাইকেল বললো, "আমি তোমার কাছে ঋণী। শুনলাম তুমি আবার মানুষ কাটা-কাটি করতে চাও, অথচ সেই পুরনো গর্ভপাতের ব্যাপারটার জন্য হাসপাতালগুলো তোমাকে সেটা করতে দিচ্ছে না। তোমার কাছ থেকে আমার জানা দরকার, তুমি তাই চাও কি না।"

জুল্‌স্‌ মৃদু হাসলো, "তাই তো মনে হয়। কিন্তু ডাক্তারি পরিবেশটা কি রকম তা তুমি জানো না। তোমার যতোই ক্ষমতা থাকুক না কেন, ওরা-গ্রাহ্য করবে না। আমার ভয় হচ্ছে যে এ বিষয়ে তুমি কিছু ক'রে উঠতে পারবে না।"

অন্যমনস্কভাবে মাথা দুলিয়ে মাইকেল বললো, "ঠিকই বলেছো। কিন্তু আমার কয়েকজন বন্ধু, তাদের যথেষ্ট নাম-ডাক আছে, তারা ভেগাসে একটা বড় হাসপাতাল করবে। শহরটা যে-রকম বড় হ'য়ে গেছে আর যেভাবে বাড়বে ব'লে পরিকল্পনা করা হয়েছে, একটা বড় হাসপাতালের দরকার হবেই। ওদের ঠিকভাবে বললে, ওরা হয়তো তোমাকে অপারেশন-রুমে কাজ করতে দেবে। তোমার মতো দক্ষ ক'টা সার্জন পাচ্ছে ওরা এই মরুভূমির মাঝখানে? কিংবা তোমার তুলনায় অর্ধেক ভালো? আমরা হাসপাতালের একটা বড় উপকার ক'রে দিচ্ছি। কাজেই এদিকে লেগে থাকো। শুনলাম লুসি নাকি তোমাকে বিয়ে করবে?"

জুল্‌স্‌ কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললো, "কাজের কিছু সুবিধা করতে পারলে, তবে বিয়ে।"

কাষ্ঠ হেসে লুসি বললো, "মাইক, তুমি যদি ঐ হাসপাতালটা তৈরি না করো, আমাকে কিন্তু আইবুড়ি অবস্থায় মরতে হবে।"

সবাই হাসতে লাগলো জুল্‌স্‌ ছাড়া। সে মাইকেলকে বললো, "ও-রকম চাকরি নিলে তার সঙ্গে কোনো শর্ত থাকবে নাকি?"

শীতল কণ্ঠে মাইকেল বললো, "কোনো শর্ত থাকবে না। আমি তোমার কাছে ঋণী, তাই সে ঋণটা শোধ ক'রে দিতে চাই।"

লুসি নিরুদ্বেগভাবে বললো, "মাইক, রাগ কোরো না।"

ওর দিকে ফিরে হাসলো মাইক, "রাগ করিনি তো।" তারপর জুল্‌স্‌কে বললো, "ওটা কিন্তু বোকার মতো কথা হলো। কর্লিয়নি পরিবার তোমার জন্য কিছু পৃষ্ঠপোষকতা করেছে। তুমি কি ভেবেছো আমি এতোই বোকা যে তোমাকে এমন কাজ করতে বলবো, যা তোমার খুব খারাপ লাগবে? কিন্তু তাই যদি করি, তাতেই বা কি? তুমি যখন মুশকিলে পড়েছিলে, আমরা ছাড়া আর কে তোমাকে সাহায্য করার জন্য একটি আঙুল তুলেছিলো? যেই আমি শুনলাম তুমি আবার অপারেশন করতে চাও, তোমার কোনো সুবিধা ক'রে দিতে পারি কিনা জানবার জন্য আমি যথেষ্ট সময় খরচ করলাম। বাস্তবিকই সুবিধা ক'রে দিতে পারি। তার বদলে তোমার কাছ থেকে কিছু চাই না। কিন্তু তুমিও যদি আমাদের সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্বন্ধ রক্ষা করো, তাহলে আমিও বুঝবো যে তোমার অন্য অন্তরঙ্গ বন্ধুদের জন্য যা করো, আমার জন্যেও সেটুকু করবে। ঐটুকুই আমার শর্ত। ইচ্ছা হলে অস্বীকার করতেও পারো।"

টম হেগেন মাথা নিচু ক'রে একটু হাসলো। স্বয়ং ডনও এর চাইতে বেশি করতে পারতেন না।

জুল্‌সের মুখ লাল হয়ে উঠেছিলো, "মাইক, আমি মোটেই ওভাবে বলিনি। আমি তোমার আর তোমার বাবার কাছে অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। আমি কিছু বলেছিলাম, সেকথা ভুলে যাও।"

মাথা দুলিয়ে মাইকেল বললো, "ভালো কথা। যতোদিন না হাসপাতালটা তৈরি হচ্ছে এবং খোলা হচ্ছে, ততোদিন তুমি ঐ চারটা হোটেলের মেডিকেল ডিরেক্টর হয়ে থাকবে। তোমার প্রয়োজনীয় লোকজন যোগাড় করো। তোমার টাকাও বাড়িয়ে দেয়া হবে, পরে সে বিষয়ে টমের সঙ্গে কথা বোলো। আর লুসি, আমি চাই তুমিও আরো গুরুত্বপূর্ণ একটা কাজ করো। হোটেলের নিচে যেসব দোকান খুলবে, হয়তো সেগুলোর মধ্যে যাতে একটা সমন্বয় থাকে সেটা দেখাশুনোর ভার নিতে হবে। অর্থাৎ টাকাকড়ির দিক থেকে। কিংবা ক্যাসিনোর কাজের জন্য মেয়ে নিয়োগ করার কাজ। ঐ ধরনের কিছু। তাহলে জুল্‌স্‌ যদি তোমাকে বিয়ে নাও করে, তবু তুমি একজন পয়সাওয়ালা আইবুড়ি হতে পারবে।"

ফ্রেডি এতোক্ষন রেগে-মেগে চুরুট ফুঁকছিলো। মাইকেল তার দিকে ফিরে কোমল কণ্ঠে বললো, "আমি শুধু ডনের বার্তাবাহক, ফ্রেডি। তোমাকে কি করতে হবে, উনি নিজেই বলবেন নিশ্চয়ই। তবে আমার মনে হয় ভালো কাজই দেবেন, যাতে তুমি সুখি হও। সবাই বলছে তুমি এখানে খুব ভালো কাজ করছো।"

ফ্রেডি খুঁত্‌-খুঁত করতে লাগলো, "তবে কেন আমার ওপর বিরক্ত হ'য়ে আছেন? ক্যাসিনোটা লোকসানে চলছে, শুধু এই জন্য? ও দিকটা তো আমার হাতে নয়, ওটা মো গ্রিন দেখে। বুড়া ভদ্রলোক আমার কাছে কি ছাই চান বলো তো?"

মাইকেল বললো, “তা ভেবে মাথা খারাপ কোরো না।” তারপর জনি ফন্টেনের দিকে ফিরে বললো, “নিনো কোথায়? আমি কতো আশা করেছিলাম ওর সঙ্গে আবার দেখা হবে।”

জনি কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললো, “নিনোর শরীর বেশ খারাপ। একজন নার্সের হেফাজতে ও নিজের ঘরে আছে। কিন্তু ডাক্তার বলছে ওকে অপ্রকৃতিস্থ বলে বন্ধ ক'রে রাখা উচিত, ও নিজেকে মেরে ফেলার চেষ্টা করছে। নিনো!”

মাইকেল বাস্তবিকই অবাক হ'য়ে চিন্তিতভাবে বললো, “নিনো তো বরাবরই খুব ভালো ছেলে ছিলো। আমিতো কখনো শুনিনি ও কোনো নিচ কাজ করেছে কিংবা কারো মনে আঘাত দিয়ে কিছু বলেছে। কোনো কিছুতেই ওর এসে যেতো না। এক মদ ছাড়া।”

জনি বললো, “ঠিক তাই। স্রোতের মতো টাকা আসছে; ছবিতে গান গাইবার জন্য প্রচুর কাজ পায় ও। আজকাল ছবি পিছু পঞ্চাশ হাজার ডলার পায়। সবটাই উড়িয়ে দেয়। বিখ্যাত হবার এতোটুকু আগ্রহ নেই। এতো বছর ওর সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব, কখনো কখনো খারাপ কাজ করতে দেখিনি। আর এখন কিনা হারামজাদা মদ খেয়ে মরবার তালে আছে।”

জুল্‌স্ একটা কিছু বলতে যাচ্ছিলো, এমন সময় দরজায় টোকা পড়লো। জুল্‌স্ অবাক হয়ে দেখলো যে-লোকটা কাগজ পড়ছিলো, সে দরজার সব চাইতে কাছে থাকা সত্ত্বেও দরজা খোলার কোনো চেষ্টা না ক'রে কাগজ পড়েই চললো। হেগেন গিয়ে দরজা খুললো। ওকে এক রকম ঠেলে সরিয়ে দিয়ে, বড়-বড় পা ফেলে মো গৃন ঘরে এলো, তার পেছনে পেছনে এলো তার দুই দেহরক্ষী।

মো গৃন ছিলো একজন সুর্দশন-গুণ্ডা, ব্রুকলিনে সে একটা ভাড়াটে গুণ্ডাদলের ঘাতক হিসাবে নাম করেছিলো। পরে কর্মক্ষেত্র বিস্তার করে জুয়ার ব্যবসা ধরেছিলো এবং টাকা করবার আশায় পশ্চিম আমেরিকায় গিয়েছিলো। লাস ভেগাস শহরের সম্ভাবনা সম্বন্ধে ওই-ই সবার আগে সচেতন হয়েছিলো, এ অঞ্চলের প্রথম যে কটা হোটেল-ক্যাসিনো হয়েছিলো, তার একটা ওই-ই তৈরি করেছিলো। এখানে থেকে থেকে ওর ঘাড়ে খুনি-রাগ চাপতো, তাই হোটেলের সবাই ওকে ভয় ক'রে চলতো; ফ্রেডি, লুসি আর জুল্‌স্ সিগলও বাদ যেতো না। সম্ভব হলেই ওরা সবাই ওকে এড়িয়ে চলতো।

এখন ওর সুশ্রী মুখটা হাড়ির মতো দেখাচ্ছিলো। এসেই মাইকেল কর্লিয়নিকে বললো, “তোমার সঙ্গে কথা বলবো ব'লে অপেক্ষা করেছিলাম, মাইক। কাল আমার অনেকগুলো কাজ আছে, কাজেই ভাবলাম আজ রাতেই তোমাকে ধরবো। কি বলো?”

মাইকেল কর্লিয়নি ওর দিকে তাকালো, ওর দৃষ্টিতে বন্ধুত্ব আর বিস্ময় দুই-ই দেখা গেলো। বললো, “নিশ্চয়ই।” হেগেনকে ইশারা ক'রে বললো, “মিঃ গ্রীনের জন্য কিছু পানীয় এনে দাও টম।”

জুল্‌স্ লক্ষ্য করলো অ্যালবার্ট নেরি বলে লোকটা খুব মনোযোগ দিয়ে মো গৃনকে পর্যবেক্ষণ করছে, দরজায় ঠেস্ দিয়ে যে দেহরক্ষীরা দাঁড়িয়ে ছিলো, তাদের দিকে তাকাচ্ছেও না। ও জানতো কোনো হিংসাত্মক ঘটনার সম্ভাবনা নেই, অনন্ততঃ ভেগাস শহরে নেই। এ বিষয়ে কড়া নিষেধ ছিলো, কারণ তার ফলটা ভেগাস শহরের পক্ষে মর্মান্তিক হতো, গোলমাল হলে এখানে আর আমেরিকার জুয়াড়িরা আইনের প্রশ্রয় পেতো না।

মো গৃন তার দেহরক্ষীদের বললো, "এদের সবার জন্য কিছু চিপ্ যোগাড় ক'রে দাও, যাতে এরা হোটেলের খরচায় জুয়া খেলতে পারে।" বোঝাই গেলো কথাগুলো জুল্স্, লুসি, জনি ফন্টেন আর মাইকেলের দেহরক্ষী অ্যালবার্ট নেরির উদ্দেশ্যে বলা হলো।

প্রসন্নভাবেই মাইকেল রাজি হয়ে বললো, "খুব ভালো বুদ্ধি।" এতোক্ষণ বাদে নেরি চেয়ার থেকে উঠে অন্যদের পেছনে পেছনে ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার উদ্যোগ নিলো।

তাদের বিদায় দেবার পর, ঘরের মধ্যে বাকি থাকলো শুধু ফ্রেডি, টম হেগেন, মো গৃন আর মাইকেল কর্লিয়নি।

গৃন তার পানীয়টি টেবিলের ওপর নামিয়ে রেখে অনেক কষ্টে রাগ চেপে বললো, "এ-সব কি শুনছি, কর্লিয়নি পরিবার নাকি আমার হোটেলের শেয়ারগুলো সব কিনে নিতে চায়? বরং আমি তোমাদের শেয়ার কিনে নেবো। আমার অংশ তোমাদের কিনতে হবে না।"

যুক্তি দেখিয়ে মাইকেল বললো, "তোমার ক্যাসিনোটা তো প্রত্যেক বাজিতেই লোকসান দিচ্ছে। তুমি যেভাবে কাজ করো, তাতে কোথাও ভুল আছে। আমরা হয়তো আরো ভালো কাজ দেখাতে পারবো।"

কর্কশভাবে হেসে উঠলো গৃন, "যতো শালার 'ভেগো' এসে জুটেছে। আমি কোথায় তোমাদের উপকার করার জন্য ফ্রেডিকে নিলাম, যখন তোমাদের খারাপ সময় যাচ্ছিলো আর এখন তোমরা কি না আমাকে তাড়াতে চাও। তা তোমরা ভাবতে পারো। তবে আমাকে কেউ তাড়াতে পারবে না, আমার অনেক বন্ধু-বান্ধব আছে, তারা আমাকে সমর্থন করবে।"

তখনো মাইকেল যুক্তিসঙ্গত ভাবেই বললো, "ফ্রেডিকে যে নিয়েছিলে তার কারণ হলো কর্লিয়নি পরিবার তোমাকে মোটা টাকা দিয়েছিলো তোমার হোটেলের আসবাব ইত্যাদি কেনার সাহায্য করতে। আর তোমার ক্যাসিনোর খরচ জোগাতে। আর যেহেতু তীর অঞ্চলের মলিনারি পরিবার ওর নিরাপত্তার জামিন হয়েছিলো এবং ওকে নেবার মুল্যস্বরূপ ওরা তোমার কিছু সুবিধা ক'রে দিয়েছিলো। কর্লিয়নি পরিবারের সঙ্গে তোমার শোধ-বোধ হয়ে গেছে। কি নিয়ে এতো রাগ দেখাচ্ছো তা বুঝলাম না। তুমি একটা নায্যদাম বলো, আমরা সেই দামেই তোমার শেয়ার কিনবো। এতে অন্যায়টা কি হলো? তোমার ক্যাসিনো যখন এতো লোকসান দিচ্ছে আমরা তো তোমার উপকার করতেই চাইছি।"

গৃন মাথা নেড়ে বললো, "কর্লিয়নি পরিবারের আর সেই গায়ের জোর নেই। গডফাদার অসুস্থ। অন্য পরিবারগুলো তোমাদের নিউইয়র্ক থেকে তাড়িয়ে দিচ্ছে, তাই তোমরা ভাবছো এখানে এসে আরো সহজে দু'পয়সা ক'রে নেবে। আমি তোমাকে একটা পরামর্শ দিচ্ছি মাইক, এসব ছাড়ো।"

নরম গলায় মাইকেল বললো, "সেই জন্যেই কি তুমি ভেবেছিলে বাইরের লোকের সামনে ফ্রেডিকে হেনস্থা করতে পারবে?"

চম্‌কে গিয়ে টম হেগেন ফ্রেডির দিকে মনোযোগ দিলো। ফ্রেডির মুখ লাল হয়ে উঠছিলো, সে বললো, "আহ্ মাইক, ওটা কিছু না। মো কিছু মনে করেনি। মাঝে-মাঝে ও এমনই ক্ষেপে ওঠে, আসলে আমাদের মধ্যে খুব সদ্ভাব আছে। তাই না, মো?"

গৃন সতর্ক হয়ে উঠলো, "হ্যা, নিশ্চয়। এ জায়গাটা ভালো ক'রে চালাতে হলে

মাঝেমাঝে এর ওর পাছায় লাথি মারতেই হয়। আমি ফ্রেডির ওপর চটেছিলাম কারণ ও সবগুলো কক্‌টেল-ওয়েট্রেস্‌দের সঙ্গে প্রেম করছিলো আর ওরাও কাজে গাফিলতি দেখাচ্ছিলো। আমাদের মধ্যে একটু তর্কা-তর্কি হয়েছিলো, আমি ওকে বুঝিয়ে দিয়েছিলাম।"

ভাবলেশহীন মুখে ফ্রেডির দিকে চেয়ে মাইকেল জিজ্ঞেস করলো, "এখন বুঝে গেছো, ফ্রেডি?"

ফ্রেডি তার ছোট ভাইয়ের দিকে গোমড়া-মুখে তাকিয়ে রইলো, কোনো উত্তর দিলো না। গৃন হেসে বললো, "আওে, ছোকরা একসঙ্গে দু'জনকে নিয়ে শুতো, সেই পুরনো স্যাণ্ডউইচের কায়দায়। তবে ফ্রেডি, এটা আমাকে মানতেই হচ্ছে যে মেয়ে-মানুষগুলোকে তুমি সত্যি সত্যিই রপ্ত ক'রে নিতে। তুমি ওদের ছেড়ে দিলে, আর কেউ ওদের সুখি করতে পারতো না।"

হেগেন লক্ষ্য করলো যে মাইকেল এ-কথা শুনে খুবই অবাক হয়ে গিয়েছিলো। ওরা পরস্পরের দিকে তাকালো। তা'হলে ফ্রেডির ওপর ডনের অসন্তোষের এটাই বোধ হয় আসল কারণ, যৌনতার বিষয়ে ডন খুব গোঁড়া ছিলেন। তার মতে এভাবে দু'দুটো মেয়ে নিয়ে ফুর্তি করাটা চরম দুর্নীতি। তাছাড়া মো গ্রীনের মতো একটা লোকের হাতে ব্যক্তিগতভাবে অপমান সহ্য করলে কর্লিয়নি পরিবারের অসম্মান হয়। সেটাও হয়তো ফ্রেডির বাবার বিরক্তির আরেকটা কারণ।

চেয়ার থেকে উঠে বিদায়ের সুরে মাইকেল বললো, "কাল আমাকে নিউইয়র্কে ফিরে যেতে হবে। কাজেই তোমার শেয়ারের দামের কথাটা ভেবো।"

হিংস্রভাবে গৃন বললো, "হারামজাদা, তুমি কি ভেবেছো ঐভাবে আমাকে ঝেড়ে ফেলতে পারবে? ওসব ছেড়ে দেবার আগে আমি তোমার চাইতে অনেক বেশি লোক মেরেছি। আমি প্লেনে ক'রে নিউইয়র্কে গিয়ে স্বয়ং ডনের সঙ্গে কথা বলবো। তাকে একটা প্রস্তাব দেবো।"

ভয়ে ভয়ে ফ্রেডি টম হেগেনকে বললো, "টম, তুমি তো কনসিলিওরি, তুমি ডনের সঙ্গে কথা ব'লে, তাকে বুদ্ধি দিও।"

এই সময়ে মাইকেল ভেগাসের ঐ দুজনের ওপর তার ব্যক্তিত্বের হিমশীতল বার্তা বইয়ে দিয়ে বললো, "ডন এক রকম আধা অবসর নিয়েছেন। আজকাল আমি আমাদের পারিবারিক ব্যবসা চালাচ্ছি। আমি টমকে কনসিলিওরির পদ থেকে সরিয়ে দিয়েছি। ও এখন থেকে এই ভেগাস শহরে আমার উকিলের কাজ ছাড়া কিছু করবে না। মাস দুয়ের মধ্যে ও সপরিবারে এখানে চলে এসে আইনের দিকের কাজ শুরু করে দেবে। কাজেই তোমাদের কিছু বলার থাকলে, আমার কাছে বলো।"

কেউ উত্তর দিলো না। মাইকেল ভদ্রতা ক'রে বললো, "ফ্রেডি, তুমি আমার বড় ভাই, তাই তোমাকে শ্রদ্ধা করি। কিন্তু আর কোনোদিনও অন্য লোকের সঙ্গে যোগ দিয়ে, আমাদের পরিবারের বিপক্ষে কথা বোলো না। ডনের কাছে একথার আমি উল্লেখ পর্যন্ত করবো না।" তারপর মো গ্রীনের দিকে ফিরে বললো, "যারা তোমাকে সাহায্য করার চেষ্টা করছে, তাদের কখনো অপমান কোরো না। তার চাইতে বরং ক্যাসিনো কেন লোকসানে চলছে, সেদিকে নজর দিও। কর্লিয়নি পরিবার ওটা'তে অনেক টাকা বিনিয়োগ করেছে, কিন্তু তার যথোপযুক্ত

ফল পাওয়া যাচ্ছে না। তবে তোমাকে গালাগাল দিতে আমি এখানে আসিনি। তোমাকে সাহায্য করার জন্য হাত বাড়িয়ে দিলাম। তুমি যদি সেই হাতে থুতু ফেলো, সেটা তুমিই বুঝবে। আমার আর কিছু বলার নেই।"

একবারও গলা তোলেনি মাইকেল, কিন্তু ওর কথা শুনে গ্রীন আর ফ্রেডি দুজনেই ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছিলো। মাইকেল ওদের দুজনের দিকে তাকিয়ে টেবিলের কাছ থেকে সরে গেলো, অর্থাৎ বুঝিয়ে দিলো এবার ওদের বিদায় নিতে হয়।

টম হেগেন উঠে দরজা খুলে দিলো। ওরা দুজন 'গুড-নাইট' না বলেই চলে গেলো।

পরদিন সকালে মাইকেল মো গ্রীনের কাছ থেকে খবর পেলো : সে তার শেয়ার বিক্রি করবে না, তাকে যতো দামই দেয়া হোক না কেন। ফ্রেডি এসে খবরটা দিয়ে গেলো। মাইকেল কাঁধ তুলে বললো, "নিউইয়র্কে ফিরে যাবার আগে একবার নিনোকে দেখতে চাই।"

নিনোর সুইটে গিয়ে ওরা দেখলো জনি ফন্টেন কোচে বসে নাস্তা খাচ্ছে। শোবার ঘরের পর্দা টানা, তার পেছনে জুল্‌স্‌ নিনোকে পরীক্ষা করছে। অবশেষে পর্দা সরিয়ে দেয়া হলো।

নিনোর চেহারা দেখে মাইকেলের চক্ষুস্থির। চোখের সামনে লোকটা যেন ভেঙে পড়ছিলো। চোখে স্তম্ভিত ভাব, মুখ ঝুলে পড়েছে, গালের পেশীগুলো ঢিলা হয়ে গেছে। মাইকেল ওর খাটের পাশে বসে বললো, "নিনো, তোমাকে শেষ পর্যন্ত ধরতে পেরে খুশি হলাম। ডন সবসময় তোমার কথা জিজ্ঞেস করেন।"

নিনো দাঁত বের ক'রে হাসলো, সেই পুরনো হাসি। বললো, "তাকে বোলো আমি মরতে বসেছি। বোলো যে জলপাই তেলের ব্যবসার চাইতেও এই নাচ-গানের ব্যবসা আরো বেশি বিপজ্জনক।"

মাইকেল বললো,"তুমি ঠিক হয়ে যাবে। যদি কোনো দুশ্চিন্তা থাকে, কর্লিয়নি পরিবারের কিছু করার থাকে, আমাকে বলো।"

নিনো মাথা নেড়ে বললো, "না, কিছুই নেই।"

ওর সঙ্গে কয়েক মিনিট গল্প ক'রে মাইকেল চলে গেলো। ফ্রেডি ওদের সঙ্গে এয়ারপোর্টে এলো, কিন্তু মাইকেলের অনুরোধে প্লেন ছাড়া পর্যন্ত থাকলো না। টম হেগেন আর অ্যালবার্ট নেরির সঙ্গে প্লেনে উঠতে উঠতে মাইকেল নেরির দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলো, "ওকে ভালো ক'রে আঁচ ক'রে নিয়েছো তো?"

নেরি কপালে টোকা দিয়ে বললো, "মো গ্রীনকে এখানে গুছিয়ে নম্বর দিয়ে রেখেছি।"

আটাশ

নিউইয়র্কে ফেরার পথে মাইকেল কর্লিয়নি গায়ে একটু ঘুমাবার চেষ্টা করেছিলো। কিন্তু বৃথা। ওর জীবনের সব চাইতে সাংঘাতিক সময় আসন্ন, সময়টা একেবারে মর্মান্তিকও হতে পারে। সব প্রস্তুত ছিলো, সব রকম সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছিলো, দু'বছর ধরে আট-ঘাট বাঁধা হয়েছিলো। আর বেশি দেরি করা যায় না। গত সপ্তাহে ডন যখন তার ক্যাপোরেজিমিদের আর কর্লিয়নি পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের কাছে তার অবসর নেবার সঙ্কল্পের কথা

বলেছিলেন, তখনই মাইকেল বুঝেছিলো বাবা তার নিজস্ব নিয়মে ওকে জানিয়ে দিলেন এবার সময় হয়েছে।

সিসিলি থেকে ফিরে আসার পর তিন বছর কেটে গেছে, দু'বছর হলো কে-র সঙ্গে ওর বিয়ে হয়েছে। এই তিনটি বছরে ও পারিবারিক ব্যবসাটাকে রপ্ত ক'রে নিয়েছিলো। টম হেগেনের সঙ্গে দীর্ঘ সময় বসতে হয়েছিলো, ডরে সঙ্গেও। কর্লিয়নি পরিবার যে প্রকৃতপক্ষে কতো ধনী আর কতো শক্তিশালী তা দেখে মাইকেল অবাক হয়ে গিয়েছিলো। নিউইয়র্ক শহরের মধ্যভাগে ওদের অনেকগুলো বহুমূল্য স্থাবর সম্পত্তি ছিলো, গোটা কয়েক অফিস-বাড়ি। বেনামে ওয়াল স্ট্রিটে দু'টো দালালী ব্যবসার অংশীদার ওরা, লং আইল্যাণ্ডের ব্যাঙ্কের শেয়ার ছিলো, কতোগুলো তৈরি পোশাকের কোম্পানির শেয়ার ছিলো। এসব ছাড়াও বেআইনী জুয়াখেলার কারবার ছিলো।

সবচাইতে কৌতূহলোদ্দীপক খবর হলো যে কর্লিয়নি পরিবারের পুরনো দলিলপত্র ঘাঁটতে-ঘাঁটতে মাইকেল আবিষ্কার করেছিলো যে যুদ্ধের পর পরই একদল জালিয়াত কর্লিয়নি পরিবারের পৃষ্ঠপোষকতার জন্য নিয়মিত টাকা দিতো, তারা গানের রেকর্ড জাল করতো। বিখ্যাত গায়কদের রেকর্ডের নকল তৈরি ক'রে এমন বুদ্ধি করে পাচার করে দিতো যে কখনো ধরা পড়েনি। বলা বাহুল্য ঐসব রেকর্ড বিক্রির টাকার অংশের এক পয়সাও গায়করা কিংবা মূল রেকর্ড পরিবেশকরা পেতো না। মাইকেল কর্লিয়নি লক্ষ্য করেছিলো যে এদের কেরামতির জন্য জনি ফন্টেনেরও অনেক টাকার ক্ষতি হয়েছিলো, কারণ সে সময়ে ওর গলা খারাপ হবার ঠিক আগেকার সময়টাতে, সারা দেশে ওর গানের রেকর্ডই সবচাইতে জনপ্রিয় ছিলো।

টম হেগেনকে মাইকেল এ-বিষয়ে জিজ্ঞেস করেছিলো। ডন কেন ঐ সব জালিয়াতদের তার ধর্মপুত্রকে ঠকাতে দিয়েছিলেন? হেগেন কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলেছিলো, ব্যবসা হলো ব্যবসা। তাছাড়া ঐ সময় জনি তার ছোটবেলার প্রিয়ার সঙ্গে বিয়ে ভেঙে দিয়েছিলো, মার্গট অ্যাশটনকে বিয়ে করার জন্য। এতে ডন খুবই অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন।

মাইকেল জিজ্ঞেস করলো, "শেষ পর্যন্ত ঐ লোকগুলো তাদের ব্যবসা বন্ধ করলো কেন? পুলিশের জন্যে নাকি?"

হেগেন মাথা নেড়ে বললো, "ডন তার পৃষ্ঠপোষকতা বন্ধ করে দিলেন। কনির বিয়ের পরেই।"

এই রকম ব্যাপার মাইকেলকে বহুবার দেখতে হয়েছিলো। যাদের দুর্দশা তিনি নিজে ঘটিয়েছিলেন, তাদেরই আবার তিনি সাহায্য করতে লেগে যেতেন। কোনো ধূর্ততা কিংবা মতলবের জন্য নয়, বরং তার নানান বিচিত্র বিষয়কর্মের কারণে, কিংবা বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের ঐ রকম নিয়ম বলে; ভালোয়-মন্দয় জড়িয়ে থাকা; সেটাই স্বাভাবিক।

কে'র সঙ্গে মাইকেলের বিয়ে হয়েছিলো নিউ ইংল্যাণ্ডে, নিরিবিলিতে, শুধু কে'র বাড়ির লোকরা আর কয়েকজন বন্ধু-বান্ধব উপস্থিত ছিলো। তারপর ওরা প্রাঙ্গণের একটা বাড়িতে এসে উঠেছিলো। মাইকেলের মা-বাবার সঙ্গে, প্রাঙ্গণের অন্যান্য বাসিন্দাদের সঙ্গে কে কেমন মানিয়ে চলতো দেখে মাইকেল আশ্চর্য হয়ে গিগেছিলো। বলা বাহুল্য সেকেলে ভালো

ইতালিয় বউদের মতো অল্পদিনের মধ্যেই কে অন্তঃসত্ত্বা হয়েছিলো, তাতে ফল ভালোই হয়েছিলো। দু বছরের মধ্যে দ্বিতীয় সন্তানের সম্ভাবনাটা হয়েছিলো সোনায় সোহাগা।

কে নিশ্চয় ওর জন্য এয়ারপোর্টে এসে অপেক্ষা করবে, ও সব সময়ই তাই করতো; কোনো জায়গা থেকে মাইকেল যখন ঘুরে আসতো, কে খুব খুশি হতো। মাইকেলও খুশি হতো। এখন ছাড়া। তার কারণ এই যাত্রার সমাপ্তির মানেই হলো যে-কাজের জন্য আজ তিন বছর ধরে ওর প্রস্তুতি চলছিলো, এবার সে কাজ শুরু করতে হবে। ডন ওর জন্য অপেক্ষা করে থাকবেন। ক্যাপোরেজিমিরা অপেক্ষা করে থাকবে। আর তাকে, অর্থাৎ মাইকেল কর্লিয়নিকে এমন সব আদেশ দিতে হবে, সিদ্ধান্ত নিতে হবে, যার ওপর তার এবং তাদের পরিবারের ভাগ্য নির্ভর করবে।

রোজ সকালে উঠে কে অ্যাডাম্‌স্‌ কর্লিয়নি যখন তার খোকার ভোর বেলার খাবার ঠিক করতো, ও দেখতে পেতো ডনের স্ত্রী, কর্লিয়নিদের মা'কে দেহরক্ষীদের একজন গাড়ি ক'রে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে, ফিরতেন এক ঘন্টা বাদে। অল্পদিনের মধ্যেই কে শুনেছিলো যে ওর শাশুড়ী প্রত্যেক দিন সকালে গির্জায় যান।

ফিরে এসে প্রায়ই তিনি সকালের কফি খেতে আর নতুন নাতিকে দেখার জন্য ওদের বাড়িতে আসতেন।

এসে প্রথমেই জিজ্ঞেস করতেন কে কেন ক্যাথলিক হবার কথা চিন্তা করছে না; ভুলেই যেতেন যে ইতিপূর্বেই কে'র ছেলেকে প্রটেস্টান্ট মতে দীক্ষা দেয়া হয়ে গিয়েছিলো। কাজেই কে'র মনে হলো মাকে এ কথা জিজ্ঞেস করাতে দোষ নেই, কেন তিনি রোজ সকালে গির্জায় যান, ক্যাথলিক হলে কি তাই করতেই হয়?

বুড়ি ভদ্র-মহিলা হয়তো ভাবলেন এই জন্যেই কে ক্যাথলিক হচ্ছে না, তাড়াতাড়ি বললেন, "না, না, কোনো কোনো ক্যাথলিক তো শুধু ঈস্টার আর বড়-দিনের সময় গির্জায় যায়। যখনই যাবার ইচ্ছা হয়, তখনই যেতে হয়।"

কে হেসে বললো, "তা'হলে আপনি কেন রোজ সকালে যান?"

খুব স্বাভাবিক ভাবে শাশুড়ী বললেন, "আমার স্বামীর জন্যে আমি যাই।" তারপর ঘরের মেঝের দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন, "যাতে ওকে ঐ নিচের দিকে যেতে না হয়।" একটু থেমে আবার বললেন, "রোজ আমি ওর কল্যাণের জন্য প্রার্থনা করি, যাতে ঐ ওপর দিকে যেতে পারেন।" এই ব'লে আকাশের দিকে দেখালেন। বলার সময় তার মুখে এমন একটা দুষ্টুমির হাসি দেখা গেলো, যেন কোনো উপায়ে স্বামীর মতলব ফাঁস করে দিচ্ছেন, কিংবা কোনো পরাজিত পক্ষকে জিতিয়ে দিচ্ছেন। প্রায় পরিহাস-ছলে, কিন্তু গুরুগম্ভীর ইতালিয় বুড়ির মতো করেই কথাগুলো বলা হলো আর ডন উপস্থিত না থাকলে যেমন সব সময়ই হতো, শাশুড়ীর হাব-ভাবে ডনের প্রতি বেশ কিছুটা অশ্রদ্ধা প্রকাশ পেলো।

ভদ্রতা ক'রে কে জিজ্ঞেস করলো, "আপনার স্বামী আজ কেমন আছেন?"

কাঁধ তুলে শাশুড়ী বললেন, "ওকে ওরা গুলি করার পর থেকে আর আগের মতো নেই। আজকাল মাইকেলকে দিয়ে সব কাজ করান। নিজে তার বাগান আর লঙ্কাগাছ আর টোমাটো গাছ নিয়ে খেলা করেন। এখনো যেন সেই চাষীর ছেলেটি আছেন। তবে পুরুষরা ঐ রকমই হয়।"

আরেকটু বেলা হ'লে কনি কর্লিয়নি তার দুই ছেলে-মেয়ে নিয়ে প্রাঙ্গণ পার হয়ে কে'র সঙ্গে গল্প করতে আসতো। কে'র কনিকে ভালো লাগতো, কেমন হাসি-খুশি, কি উৎসাহ আর মাইকেলের প্রতি যে খুব প্রাণের টান সে দেখলেই বোঝা যেতো। কনি কে'কে ইতালিয় রান্না কিছু কিছু শিখিয়েছিলো, তবু মাঝে-মাঝে মাইকেলকে চা খাওয়ার জন্য নিজেই এটা-ওটা রান্না করে আনতো।

প্রায়ই যেমন করতো, আজও কনি কে কে জিজ্ঞেস করেছিলো, কনির স্বামী কার্লো সম্বন্ধে মাইকেলের কি রকম ধারণা। মাইকেল কি সত্যিই কার্লোকে পছন্দ করে, দেখে তো তাই মনে হয়। এর আগে শ্বশুরবাড়ির সঙ্গে কার্লোর খুব বনিবনা ছিলো না, কিন্তু গত কয়েক বছরের মধ্যে মনে হতো সেসব মিটে গেছে। শ্রমিক সংঘে ও বাস্তবিকই ভালো কাজ করছিলো। কিন্তু অনেক বেশি খাটতে হচ্ছিলো, সকাল থেকে সন্ধ্যা। কনি তো বরাবরই ব'লে এসেছে কার্লো সত্যিই মাইকেলকে পছন্দ করে। অবশ্য মাইকেলকে সবাই পছন্দ করে, কনির বাবাকেও যেমন পছন্দ করে। মাইকেল তো অবিকল আরেকটি ডন। মাইকেল যে ওদের জলপাই তেলের পারিবারিক ব্যবসা চালাবে, এর চাইতে ভালো কথা আর কি হতে পারে।

কে লক্ষ্য করেছিলো যে কনি যখনই পারিবারিক প্রসঙ্গে ওর স্বামীর কথা বলতো, সবসময়ই কি রকম ভয়ে-ভয়ে চেষ্টা করতো কার্লো সম্বন্ধে দুটো প্রশংসার কথা হোক। মাইকেল কার্লোকে পছন্দ করে কিনা, এই বিষয়ে কনির মনে কি রকম ভয় আর দুশ্চিন্তা, সেটা যদি কে'র চোখে না পড়তো, তাহলে তাকে বোকা বলতে হতো। একদিন রাতে কে সেকথা মাইকেলকে বলেছিলো আর এ কথাও বলেছিলো যে সনি কর্লিয়নির বিষয়ে কেন কেউ কিছু বলে না, তার নাম পর্যন্ত করে না, অন্ততঃ কে'র সামনে তো নয়। একবার ডন আর তার স্ত্রীর কাছে কে তার দুঃখ প্রকাশ করার চেষ্টা করেছিলো, তারা প্রায় অভদ্র ভাবে চুপ ক'রে কথাটা শুনেছিলেন, তারপর একেবারে উপেক্ষা ক'রে গিয়েছিলেন। কনিকেও তার বড় ভাই সম্বন্ধে কথা বলার চেষ্টা ক'রে কে ব্যর্থ হয়েছিলো।

সনির স্ত্রী সান্ড্রা তার ছেলে-মেয়ে নিয়ে ফ্লোরিডাতে চলে গিয়েছিলো, সেখানে তার মা-বাবা থাকতেন। কিছু টাকাকড়ির বন্দোবস্ত ক'রে দেয়া হয়েছিলো, যাতে ও আর ওর ছেলেমেয়েরা ভালোভাবে থাকতে পারে, তবে সনি কোনো স্থাবর সম্পত্তি রেখে যায়নি।

কিছুটা অনিচ্ছার সঙ্গে মাইকেল ওকে বুঝিয়ে বলেছিলো সনির মৃত্যুর রাতে কি হয়েছিলো। কার্লো তার স্ত্রীকে মেরেছিলো, কনি বাড়িতে ফোন করেছিলো, সনি ফোন ধরেছিলো, ব্যাপারটা শুনেই রাগে অন্ধ হ'য়ে সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলো। কাজেই কনি আর কার্লোর এই ভয় ছিলো যে বাড়ির অন্যান্য লোকেরা কনিকে পরোক্ষভাবে সনির মৃত্যুর কারণ বলে মনে করে। অর্থাৎ তার স্বামী কার্লোকে দোষী করে। কিন্তু আসলে সে রকম কিছু নয়। তার প্রমাণস্বরূপ ওরা কনি-কার্লোকে প্রাঙ্গণের মধ্যেই বাড়ি দিয়েছে, শ্রমিক সংঘের সংগঠনে কার্লোকে একটা গুরুত্বপূর্ণ চাকরি দিয়েছে। আর কার্লোও আজকাল শুধরে গেছে, মদ খায় না, মেয়ে মানুষ নিয়ে ঘোরে না, বেশি চালাকি করার চেষ্টাও করে না। গত দু'বছর ওর কাজ আর হাবভাব দেখে কর্লিয়নি পরিবারও সন্তুষ্ট। যা ঘটেছিলো তার জন্য কেউ তাকে দোষ দেয় না।

কে বললো, "তা হলে কেন একদিন সন্ধ্যায় ওদের এখানে নেমন্তন্ন ক'রে কনিকে আশ্বস্ত করে দাও না? বেচারা সব সময়ই ভয় ওর স্বামী সম্বন্ধে তোমার মতামত না জানি কি। ওকে বলেই দাও না। বলো যে মাথা থেকে ঐ সব পাগলামি দূর করে দিতে।"

মাইকেল বললো, "তা করতে পারি না। আমাদের বাড়িতে ও সব নিয়ে আলোচনা করা হয় না।"

কে বললো, "তুমি কি চাও যে আমাকে যা বললে সেটুকু ওকে বলি?"

এই রকম একটা সহজ কর্তব্য নিয়ে মাইকেলের এতো ভাববার কি আছে কে বুঝতে পারলো না। শেষ পর্যন্ত মাইকেল বললো, "আমার মনে হয় কিছু না বলাই উচিত, কে। বলে কোনো লাভ হবে না। ও এই নিয়ে ভাববেই। এ এমন একটা জিনিস যাতে বাইরের কেউ কিছু করতে পারে না।"

কে আশ্চর্য হয়ে গেলো। সে বুঝতে পারতো কনি মাইকেলকে এতোটা ভালোবাসলেও, মাইকেল সবসময় অন্যদের প্রতি যে রকম স্নেহে ব্যবহার করতো, কনির সঙ্গে তার চাইতে কম করতো। কে জিজ্ঞেস করলো, "আশা করি সনির মৃত্যুর জন্য তুমি কনিকে দায়ী করো না?"

একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে মাইকেল বললো, "নিশ্চয় করি না। ও আমার ছোট বোন, ওকে আমি খুব ভালোবাসি। ওর জন্য আমার খুব দুঃখ হয়। কার্লো অনেক শুধরে গেছে, তবু সত্যি কথা বলতে কি, ও ওর উপযুক্ত স্বামী নয়। ঐ রকম হয় মাঝে-মাঝে। ও কথা ভুলে যাওয়া যাক।"

স্বামীর পেছনে টিকটিকি করা কে'র স্বভাব ছিলো না, কাজেই এই প্রসঙ্গটা ছেড়ে দিলো। তাছাড়া এতোদিনে ও বুঝেছিলো যে মাইকেলকে বেশি পীড়াপীড়ি করা যায় না, করতে গেলে মাইকেলও কিরকম স্নেহ-শূন্য অপ্রীতিকর ব্যবহার করে। কে জানতো যে একমাত্র ও-ই মাইকেলের মত বদলাতে পারে, সেই সঙ্গে কিন্তু এ-ও জানতো যে বারবার প্রয়োগ করলে ওই ক্ষমতাটি সে হারাবে। তা ছাড়া গত দু'বছর ওর সঙ্গে বাস করার ফলে মাইকেলের প্রতি ওর প্রেম আরো গভীর হয়ে উঠেছিলো।

মাইকেলকে ও ভালোবাসতো কারণ মাইকেল সবসময় ন্যায় ব্যবহার করতো। জিনিসটা একটু অদ্ভুত। কিন্তু সবসময় মাইকেল ওর চারপাশের সবার সঙ্গে ন্যায় ব্যবহার করতো, কখনো কোনো ছোট-খাটো বিষয়েও বিধি বহির্ভূত কাজ করতো না। কে দেখতো মাইকেলের আজকাল প্রচুর প্রতিপত্তি, কতো লোক ওদের বাড়িতে আসতো মাইকেলের পরামর্শ নিতে, উপকার চাইতে। তারা ওকে সমীহ করতো, শ্রদ্ধা করতো। তবে অন্য সব কিছুর চাইতে, একটি জিনিসের জন্য মাইকেলের প্রতি ওর ভালোবাসা দিনে দিনে বেড়ে উঠেছিলো।

ভাঙা মুখ নিয়ে মাইকেল সিসিলি থেকে ফিরে আসা পর্যন্ত, বাড়ির সবাই কেবলই ওকে পীড়াপীড়ি করতো ভাঙা মুখটা ঠিক করাও। মাইকেলের মা তো অনবরত ঐ কথা বলতেন। এক রোববার প্রাঙ্গণে সমস্ত পরিবার এক সঙ্গে ডিনার খেতে বসেছিলো, তারই মধ্যে মা চেঁচামেচি করতে লাগলেন, "তোমাকে ফিল্মের গুণ্ডার মতো দেখতে লাগছে, জিশু আর তোমার স্ত্রী বেচারার কথা মনে করে মুখটা সারিয়ে নাও। তাহলে দিন-রাত একটা আইরিশ মাতালের মতো নাক দিয়ে পানি পড়বে না।"

টেবিলের মাথার দিকে ডন বসেছিলেন, সব লক্ষ্য করছিলেন, তিনি কে'কে বললেন, "তোমার কি খুব খারাপ লাগে?"

কে মাথা নাড়লো। ডন তার স্ত্রীকে বললেন, "ও এখন তোমার হাতের বাইরে, তুমি এই নিয়ে মাথা ঘামিও না।" বুড়ি ভদ্রমহিলা সঙ্গে-সঙ্গে চুপ ক'রে গেলেন। স্বামীকে যে তিনি ভয় করে চলতেন, তা নয়; তবে অন্যদের সামনে এই নিয়ে তর্কা-তর্কি করলে তাকে অসম্মান করা হতো।

ডনের সব চাইতে আদরের সন্তান কনি, সে রান্না-ঘরে সেদিনকার রান্না-বান্না করছিলো। এই সময় সে এসে বললো, "আমার মতে ওর মুখটা ঠিক ক'রে নেয়া উচিত। আগে আমাদের মধ্যে ও-ই সব চাইতে সুন্দর দেখতে ছিলো। কি বলো মাইক, বলো মুখটা সারাবে?"

মাইকেল ওর দিকে অন্যমনস্কভাবে চেয়ে রইলো। মনে হলো ও বাস্তবিকই কনির কথা শুনতে পায়নি। উত্তর তো দিলোই না।

বাবার পাশে গিয়ে দাঁড়ালো কনি, বাবাকে বললো, "ওকে অপারেশন করাতে বাধ্য করো, বাবা।" বাবার কাঁধে দুই হাত রেখে, আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলো কনি। একমাত্র ও-ই বাবার এতো কাছে যেতে পারতো। বাবার প্রতি ওর ভালোবাসা দেখলে মন অভিভূত হতো। যেনো ছোট মেয়ের মতো ওর বাবার ওপর নির্ভর করে থাকতো। ডন ওর একটা হাতে আস্তে থাপড় মেরে বললেন, "খিদেয় আমাদের পেট জ্বলে গেলো। আগে টেবিলে স্প্যাগেটিটা রাখ্, তারপর বকবক করিস্।"

কনি তার স্বামীর দিকে ফিরে বললো, "কার্লো, তুমি মাইককে বলো না ওর মুখটা সারাতে। তোমার কথা হয়তো ও শুনবে।" ভাবখানা যেন অন্যান্যদের চাইতে কার্লোর সঙ্গেই মাইকেলের সব চাইতে বেশি বন্ধুত্ব।

কার্লোর চেহারাটা সুশ্রী, সোনালী চুল পরিপাটি ক'রে ছাঁটা, আঁচড়ানো; সে তার ঘরে তৈরি মদের গ্লাসে একটু চুমুক দিয়ে বললো, "মাইক কারো কথায় চলে না।" প্রাঙ্গণে উঠে আসার পর কার্লো অন্য রকম হয়ে গিয়েছিলো। কর্লিয়নি পরিবারে ওর নিজের স্থান বুঝে নিয়ে ও সেই রকম আচরণ করতো।

এই সবের মধ্যে এমন কিছু ছিলো যা কে ঠিক বুঝে উঠতে পারতো না, একটা কিছু যা ঠিক প্রকট হয়ে উঠতো না। নারীর চতুর চোখ দিয়ে ও দেখতে পেতো যে কনি ইচ্ছা করে বাবাকে খুশি করার চেষ্টা করতো, সুন্দরভাবে কাজটা করতো সে, মন থেকেই করতো। তবু যেন স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে নয়। কার্লোও যেমন উত্তর দেবার সময় খুব পৌরুষ দেখিয়ে নিজের কপালে আঙুল দিয়ে টোকা দিয়েছিলো। মাইকেল এ-সব কিছুই যেন দেখতেই পেলো না।

স্বামীর মুখের বিকৃত চেহারা নিয়ে কে মাথা ঘামাতো না, কিন্তু তার ফলে যে সাইনাসের কষ্ট হতো তাই নিয়ে তার যথেষ্ট ভাবনা ছিলো। অপারেশন করে মুখেটা সারালে, সাইনাসের গণ্ডগোলটাও সেরে যাবে। এই জন্যই কে'র ইচ্ছা ছিলো মাইকেল হাসপাতালে ভর্তি হয়ে, প্রয়োজনীয় কাজটুকু করিয়ে নেয়। কিন্তু সেই সঙ্গে কে এও বুঝতো যে কিছুটা দুর্বোধ্যভাবে ঐ বিকৃতিটাকে মাইকেল পুষে রাখতে চাইতো। কে'র বিশ্বাস ছিলো যে এ কথাটা ডনও বুঝতে পেরেছিলেন।

কিন্তু ওদের প্রথম সন্তানের জন্মের পর, কে'কে অবাক করে দিয়ে মাইকেল জিজ্ঞেস করেছিলো, "তুমি কি চাও যে আমি আমার মুখটা সারিয়ে নিই?"

কে মাথা হেলিয়ে জানিয়েছিলো তাই চায়, বলেছিলো, "জানোই তো ছেলে-পেলে কেমন হয়, তোমার ছেলে যেই একটু বড় হয়ে বুঝতে শিখবে যে তোমার মুখটা স্বাভাবিক নয়, ওর খুব খারাপ লাগবে। মোট কথা আমি চাই না যে আমাদের ছেলে তোমার ভাঙা মুখ দেখুক। সত্যি বলছি মাইকেল, আমার নিজের কিছুই মনে হয় না।"

মাইকেল ওর দিকে চেয়ে মৃদু হেসে বলেছিলো, "বেশ। তাই করিয়ে নেবো।"

কে হাসপাতাল থেকে বাড়ি আসা পর্যন্ত মাইকেল অপেক্ষা করেছিলো, তারপরেই সব প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা ক'রে ফেলেছিলো। খুব ভালোভাবে সব হয়ে গেলো। গালের বিকৃত জায়গাটা দেখাই যেতো না।

বাড়ির সবাই খুব খুশি, বিশেষ করে কনি। রোজ হাসপাতালে সে মাইকেলকে দেখতে যেতো, কার্লোকেও টেনে নিয়ে যেতো। মাইকেল বাড়িতে এলে, তাকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেয়ে ওর দিকে চেয়ে কনি বলেছিলো, "বা:! এই তো আমার সুন্দর ভাইটি!"

কিন্তু ডনের দিক থেকে কোনো প্রভাব দেখা গেলো না, তিনি কাঁধ ঝাঁকিয়ে উদাসীনতার সাথে বললেন, "কি এমন তফাত হলো?"

কিন্তু কে খুব কৃতজ্ঞ। সে জানতো নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে মাইকেল এ-কাজটি করেছে। করেছে, কারণ কে ওকে অনুরোধ করেছিলো, সমস্ত পৃথিবীতে একমাত্র কে-ই ওকে নিজের স্বভাবের বিরুদ্ধে কোনো কাজ করাতে পারতো।

যেদিন বিকেলের দিকে মাইকেল ভেগাস থেকে ফিরলো সেদিন রকো ল্যাম্পনি লিমুজিন গাড়িটাকে প্রাঙ্গণে নিয়ে এলো, কে'কে তুলে ঐ গাড়ি মাইকেলকে আনার জন্য এয়ারপোর্টে যাবে। শহরের বাইরে মাইকেল কোথাও গেলেই ও ফেরার সময় কে এয়ারপোর্টে উপস্থিত থাকতো, কারণ মাইকেল কাছে না থাকলে ওর খুব একা লাগতো, এমনিতেই প্রাঙ্গণটা ছিলো একটা দুর্গের মতো।

কে টম হেগেন আর অ্যালবার্ট নেরি বলে ওদের নতুন লোকটির সঙ্গে মাইকেলকে প্লেন থেকে নামতে দেখলো। নেরিকে কে-র খুব ভালো লাগতো না, ওকে দেখে লুকা ব্রাসির কথা মনে পড়তো, ওর মধ্যেও সেই রকম একটা চাপা হিংস্রতা ছিলো। কে দেখলো নেরি টপ করে মাইকেলের পেছনে, এক পাশে সরে গিয়ে তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি আশপাশের সবার ওপর বুলিয়ে নিলো। নেরিও প্রথম কে-কে দেখতে পেয়ে মাইকেলের কাঁধে একটু হাত রেখে তার চোখ কে-র দিকে ফিরিয়ে দিলো।

কে ছুটে গেলো স্বামীর বাহুবন্ধনে; ওকে তাড়াতাড়ি একটা চুমু খেয়ে মাইকেল ছেড়ে দিলো। মাইকেল, টম হেগেন আর কে লিমুজিনে চড়লো, অ্যালবার্ট নেরি অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিলো। কে লক্ষ্যই করলো না যে নেরি আরো দুটো লোকের সঙ্গে আরেকটা গাড়িতে চ'ড়ে লংবিচের বাড়ি পর্যন্ত ওদের গাড়ির পেছনে পেছনে চললো।

কে মাইকেলকে কখনো জিজ্ঞেস করতো না তার কাজকর্ম কেমন হলো। ভদ্রতা করে এই ধরনের প্রশ্ন করলেও সেটা কুণ্ঠার কারণ হতে পারে বলে ও ধরে নিয়েছিলো। মাইকেল যে ঐ রকম ভদ্রতা করেই তার প্রশ্নের জবাব দিতো না, তাও নয়, কিন্তু প্রশ্ন করলেই হয়তো

দুজনেরই মনে পড়ে যাবে ওদের বিবাহিত জীবনে একটা নিষিদ্ধ ক্ষেত্র চিরকাল থেকে যাবে। তাই নিয়ে কে আজকাল আর মন খারাপ করতো না। কিন্তু মাইকেল যখন বললো যে আজ রাতে ওকে বাবার কাছে যেতে হবে, ভেগাসের ব্যাপারে সব কথা বলতে হবে, তখন নিরাশ হয়ে কে একটু ভুরু না কুঁচকে পারলো না।

মাইকেল বললো, "আমারও খুব খরাপ লাগছে। কাল আমরা নিউইয়র্কে গিয়ে একটা 'শো' দেখবো আর ডিনার খাবো, কেমন?" এই বলে কে-র পেটটা আস্তে আস্তে চাপড় দিলো মাইকেল, ও তখন পাঁচ মাস অন্তঃসত্ত্বা ছিলো। মাইকেল বললো, "বাচ্চাটা জন্মাবার পর তো তুমি আবার বাড়িতে আটকা পড়বে। ইস্, তুমি দেখছি যতো না ইয়াঙ্কি, তার চাইতে বেশি ইতালি। দু'বছরে দুটো বাচ্চা!"

ঝাঁঝালো সুরে কে বললো, "আর যতো না ইতালিয়, তার চাইতে বেশি ইয়াঙ্কি। ফিরে এসে প্রথম দিন বাড়িতে থাকবে, তা-না, ব্যবসা আর ব্যবসা।" কিন্তু কথাগুলো বলার সময় কে-র মুখে হাসি দেখা যাচ্ছিলো, "বেশি দেরি ক'রে ফিরবে না তো?"

মাইকেল বললো, "মাঝরাতের আগেই ফিরবো। তুমি কিন্তু জেগে বসে থেকো না।"

কে বললো, "আমি জেগে থাকবো।"

সে রাতে ডন কর্লিয়নির বাড়ির কোণার লাইব্রেরিতে ডন নিজে, মাইকেল, টম হেগেন, কার্লো রিট্‌সি আর দুই ক্যাপোরেজিমি, ক্রেমেন্‌জা আর টেসিও পরামর্শ করতে বসেছিলো।

এ মিটিংএ আগেকার মতো হৃদ্যতার আবহাওয়া ছিলো না। যে-দিন থেকে ডন কর্লিয়নি আধা অবসর গ্রহণের কথা আর মাইকেলের হাতে পারিবারিক ব্যবসার ভার দেবার কথা বলেছিলেন, সেদিন থেকেই কেমন একটা অসন্তুষ্ট ভাব দেখা যাচ্ছিলো। কর্লিয়নি পরিবারের ব্যবসার মতো ব্যাপারে পরিচালনার ভার উত্তরাধিকার সূত্রে বাপ থেকে ছেলের হাতে বর্তাতো না। অন্য কোনো পরিবার হলে ক্রেমেন্‌জা কিংবা টেসিওর মতো ক্ষমতাশালী ক্যাপোরেজিমিদের একজন ডনের পদ নিতে পারতো। অন্ততঃ তাদের আলাদা হয়ে গিয়ে নিজ নিজ পরিবার প্রতিষ্ঠা করার অধিকার দেয়া হতো।

আরেকটি কথা হলো,পাঁচ-পরিবারের সঙ্গে ডন কর্লিয়নি শান্তি স্থাপন করা অবধি কর্লিয়নিদের শক্তি কমে গিয়েছিলো। আজকাল নিউইয়র্কে বার্জিনি পরিবারই যে সব চাইতে প্রতিপত্তিশালী সে কথা নিয়ে তর্ক উঠতে পারতো না। টাটাগ্লিয়াদের সঙ্গে একজোট হয়ে তারাই আজকাল কর্লিয়নি পরিবারের পুরনো শ্রেষ্ঠ আসনটি অধিকার করেছিলো। তাছাড়া ধূর্তভাবে ওরা এখানে-ওখানে একটু একটু করে কর্লিয়নিদের ক্ষমতা থেকে খর্ব করে ফেলেছিলো। ওদের জুয়ার ব্যবসাতে জোর-জবরদস্তি ক'রে ঢুকে পড়ছিলো ; যেখানেই দুর্বলতার চিহ্ন দেখছিলো, সেখানেই নিজেদের বুকমেকার বসাচ্ছিলো।

ডন অবসর নিচ্ছেন শুনে বার্জিনিরা আর টাটাগ্লিয়ারা আহ্লাদে আট-খানা। মাইকেল যতোই দুরন্ত হোক, ডনের মতো চতুর আর প্রভাবশালী হয়ে উঠতে ওর এখনো দশ বছর লাগবে। কর্লিয়নি পরিবারের যে এখন পড়ন্ত অবস্থা সে-বিষয়ে সন্দেহ ছিলো না।

অবশ্য কর্লিয়নিদের কতোগুলো বড়-বড় দুর্ঘটনা ঘটে গিয়েছিলো। শেষ পর্যন্ত দেখা গেলো ফ্রেডি একটা হোটেলওয়ালা আর মেয়ে-ঘেঁষা নটবর ছাড়া আর কিছুই নয়; মেয়ে-ঘেঁষা

নটবরের একটা ইতালিয় পরিভাষা আছে, কিন্তু সেটার অনুবাদ হয় না, তবে তার মানেটা দাঁড়ায় স্তন-চোষা-ছেলে—এক কথায় পৌরুষবর্জিত। সনির মৃত্যুতে সর্বনাশ হয়েছিলো। সে ছিলো ভয় করার মতো একটা মানুষ, তাকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা যেতো না। অবশ্য তুর্কিকে আর পুলিশ-ক্যাপ্টেনকে মারার জন্য ছোট ভাই মাইকেলকে পাঠানো ওর ভুল হয়েছিলো। উপস্থিত পরিস্থিতির পক্ষে প্রয়োজনীয় মনে হলেও, দূরদর্শী পরিকল্পনার দিক থেকে ওখানে একটা গুরুতর ভুল হয়ে গিয়েছিলো। তার ফলে ডনকে রোগ-শয্যা থেকে উঠে আসতে হয়েছিলো। মাইকেলকে দুটো বছরের মূল্যবান অভিজ্ঞতা এবং বাবার কাছে প্রশিক্ষণ থেকে বঞ্চিত হতে হয়েছিলো। ডন অবশ্য জীবনে একটি মাত্র বোকামি করেছিলেন, শেষের দিকে একটা আইরিশ লোককে কনসিলিওরির পদে বসিয়েছিলেন। ধূর্ততার দিক থেকে কোনো আইরিশ ছেলের সাধ্য নেই যে সিসিলির লোকদের সমান হয়। এই ছিলো অন্য পরিবারগুলোর অভিমত, কাজেই কর্লিয়নিদের চাইতে তারা বার্জিনি-টাটাগ্লিয়া জোটকেই বেশি খাতির করতো। মাইকেল সম্পর্কে ওদের ধারণা ছিলো যে শক্তিতে সে সনির সমকক্ষ ছিলো না, যদিও বুদ্ধি-সুদ্ধি অবশ্যই বেশি ছিলো, তবে তাও বাবার মতো ছিলো না। উত্তরাধিকারী হিসেবে মাইকেল মাঝারি মানের, ওকে বেশি ভয় করার কোনো কারণ ছিলো না।

এসব ছাড়া, যদিও শান্তি স্থাপন করার ব্যাপারে ডনের কূটনীতিকে সকলেই শ্রদ্ধা করতো, তবু ছেলের মৃত্যুর প্রতিশোধ নিলেন না বলে কর্লিয়নি পরিবার লোকের চোখে অনেকখানি সম্মান হারিয়েছিলো। সবারই মনে হয়েছিলো ঐ রকম কূটনীতির মূলে ছিলো দুর্বলতা।

সে রাতে ঐ ঘরে যারা বসেছিলো তারা সবাই এ সব কথা জানতো, কেউ কেউ হয়তো বিশ্বাসও করতো। কার্লো রিট্‌সি মাইকেলকে পছন্দ করতো, কিন্তু সনিকে যতোখানি ভয় করতো ওকে ততোটা করতো না। ক্লেমেন্‌জাও তাই; যদিও সে তুর্কি আর পুলিম-ক্যাপ্টেন হত্যার ব্যাপারে মাইকেলের বাহাদুরির প্রশংসা করতো, তবু এ-কথা ও মনে না করে পারতো না যে ডন হবার পক্ষে মাইকেলের মন বড় নরম। ক্লেমেন্‌জা আশা করেছিলো ওকে নিজের পরিবার প্রতিষ্ঠা করার অনুমতি দেয়া হবে, কর্লিয়নিদের এলাকা থেকে আলাদা ভাবে নিজের একটা সাম্রাজ্য গড়ে তুলতে পারবে কিন্তু ডন ওকে জানতে দিয়েছিলেন যে তা হবার নয় আর ডনকে ক্লেমেন্‌জা এতো ভক্তি করতো যে তার কথা অমান্য করতে পারতো না। যদি না সমস্ত পরিস্থিতিটা অসহ্য হয়ে ওঠে।

মাইকেল সম্পর্কে টেসিওর ধারণা আরো ভালো ছিলো। টেসিও ওর মধ্যে আরো কিছুর সন্ধান পেতো, চতুরভাবে গোপন করা একটা শক্তি, সাধারণের দৃষ্টি থেকে নিজের প্রকৃত ক্ষমতা অতি সাবধানে রক্ষা করা, ডনের সেই পুরনো শিক্ষা অনুসরণ করা : বন্ধুরা যেন তোমার গুণের মাপ কমিয়ে দেখে আর শত্রুরা যেন তোমার দোষের মাপ বাড়িয়ে দেখে।

ডনের নিজের কিংবা টম হেগেনের মনে অবশ্য মাইকেল সম্বন্ধে কোনো বিভ্রান্তি ছিলো না। মাইকেল আবার কর্লিয়নি পরিবারকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে, ডনের মনে যদি এই দৃঢ় বিশ্বাস না থাকতো তিনি কখনোই অবসর নিতেন না। গত দু'বছর ধরে হেগেন মাইকেলের প্রশিক্ষণের ভার নিয়েছিলো, পারিবারিক ব্যবসার নানান অন্ধি-সন্ধি মাইকেল কেমন টপ করে বুঝে নিতো দেখে সে অবাক হয়ে গিয়েছিলো। যেমন বাপ, তেমনই তার ছেলে।

ক্রেমেন্‌জা আর টেসিও দুজনেই মাইকেলের ওপর অসন্তুষ্ট হয়েছিলো, কারণ সে ওদের দল দুটিকে আরো হাল্কা করে দিয়েছিলো, তার ওপর সনির দলটাকে নতুন করে গড়েনি। আজকাল কর্লিয়নি পরিবারের দুটিমাত্র সেনাদল ছিলো, তাদের লোক-বলও আগের চাইতে কম হয়ে গিয়েছিলো। ক্রেমেন্‌জা আর টেসিও সেটাকে আত্মহত্যার সামিল বলে মনে করতো, বিশেষ করে আজকাল যখন ওদের সাম্রাজ্যে বাজিনি-টাটাগ্লিয়া দল অনধিকার প্রবেশ করতে শুরু করেছিলো। এবার ওদের খুব আশা হয়েছিলো হয়তো এই বিশেষ অনুষ্ঠানে ঐ-সব ভুলগুলো সংশোধন করা হবে।

গোড়াতেই মাইকেল তার ভেগাস যাত্রার বিবরণ দিলো; মো গৃন তার শেয়ার কিনে নেয়ার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে সে-কথা বললো। বলেই মাইকেল আরো বললো, "কিন্তু ওর কাছে এবার এমন প্রস্তাব দেয়া হবে যেটা ও প্রত্যাখ্যান করতেই পারবে না। তোমরা সবাই জানো যে কর্লিয়নি পরিবারের কাজকর্ম পশ্চিমে তুলে নিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। ভেগাসের স্টিপ্ বলে জায়গাটাতে আমরা চারটা হোটেল-ক্যাসিনোর মালিকানা নেবো। তবে এক্ষুনি সব হয়ে উঠবে না। সমস্ত ব্যাপারটা গুছিয়ে নিতে সময় লাগবে।" এবার মাইকেল ক্রেমেন্‌জাকে সোজাসুজি বললো, "পিট, তুমি আর টেসিও আছো, তোমারা দু'জন বিনা প্রশ্নে, বিনা আপত্তিতে একটা বছর আমার মত মেনে নিয়ে কাজ করো। বছরের শেষে তোমরা দু'জনেই কর্লিয়নি পরিবার থেকে আলাদা হয়ে নিজেরাই মালিক হয়ে নিজেদের পরিবার প্রতিষ্ঠা করো। অবশ্য এ কথা বলাই বাহুল্য যে আমাদের মধ্যে বন্ধুত্বের সম্বন্ধটা সবসময় বজায় থাকবে। অন্য কিছু ভেবে নিয়ে তোমাদের কিংবা বাবার প্রতি তোমাদের আনুগত্যের অপমান করবো না। কিন্তু এই একটা বছর আমি চাই তোমরা আমার নেতৃত্ব মেনে চলো। চিন্তার কোনো কারণ নেই। এমন সব পরিকল্পনা চলছে, যার ফলে তোমরা যেসব সমস্যার সমাধান হয় না বলে মনে করছো, সেগুলোরও সমাধান হয়ে যাবে। কাজেই শুধু একটু ধৈর্য ধরে থাকা, আর কিছু নয়।"

এবার টেসিও মুখ খুললো,"মো গৃন যদি তোমার বাবার সঙ্গে কথা বলতে চায়, তাকে বলতে দিতে দোষ কি? ডন তো সবসময় সবাইকে রাজি করিয়ে এসেছেন, ওর যুক্তির সামনে কেউ দাঁড়াতে পারে নি।"

ডন এ-কথার খোলাখুলি উত্তর দিলেন, "আমি তো অবসর নিয়েছি। আমি এর মধ্যে হস্তক্ষেপ করলে,মাইকেলকে অসম্মান করা হয়। তা ছাড়া ঐ লোকটার সঙ্গে কথা বলতে আমার আপত্তি আছে।"

টেসিওর তখন মনে পড়লো কি সব গল্প শুনেছিলো, মো গৃন নাকি একদিন রাতে ভেগাস হোটেলের ভেতরে ফ্রেডি কর্লিয়নিকে চড় মেরেছিলো। কেমন একটা সন্দেহ হলো টেসিওর। সে চেয়ারে ঠেস্ দিয়ে বসলো। ভাবলো মো গৃনকে তা'হলে খরচের খাতায় লিখে রাখতে হয়। কর্লিয়নি পরিবার তাকে রাজি করাতে চায় না।

কার্লো রিট্‌সি এবার কথা বললো,"তবে কি কর্লিয়নি পরিবার তাদের নিউইয়র্কের ব্যবসা একেবারে বন্ধ করে দেবে?"

মাইকেল মাথা হেলিয়ে কথাটার সমর্থন করলো। "আমরা জলপাই তেলের ব্যবসাটা বেচে দিচ্ছি। যতোখানি পারা যায়, ক্রেমেন্‌জা আর টেসিওকে দিয়ে দেয়া হচ্ছে। কিন্তু কার্লো,

আমি চাই না যে তুমি তোমার চাকরি নিয়ে চিন্তা করো। তুমি নেভাদাতে মানুষ হয়েছো, জায়গাটা চেনো, সেখানকার লোকদের জানো। আমি আশা করে আছি আমরা ওখানে উঠে গেলে, তুমি আমার ডান হাত হবে।"

কার্লো চেয়ারে ঠেস্ দিয়ে বসলো, আত্মপ্রসাদে তার মুখটা লাল হয়ে উঠলো। এবার ওর দিন আসছে, এবার গ্রহের প্রভাবে ও ক্ষমতা লাভ করবে।

মাইকেল বলে যেতে লাগলো, "টম হেগেন আর কনসিলিওরির পদে রইলো না। ভেগাসে গিয়ে ও আমাদের উকিল হবে। আর দু'মাসের মধ্যে ও সপরিবারে সেখানে গিয়ে পাকাপাকি বসবাস শুরু করবে। ও শুধু আইনের কাজই করবে। এখন থেকে আর কোনো কাজ নিয়ে কেউ ওর কাছে যাবে না। এতে টমের ওপর কোনো রকম ইঙ্গিত করা হচ্ছে না। এই ব্যবস্থাই আমি চাই। তাছাড়া আমার যদি পরামর্শেরই দরকার হয়, বাবার চাইতে কে আমাকে ভালো পরামর্শ দিতে পারবে?" সবাই হেসে ফেললো। কিন্তু ঠাট্টা করলেও, কথার মর্মটা সকলেই গ্রহণ করেছিলো। টম হেগেন এবার বাদ পড়লো, তার হাতে আর কোনো ক্ষমতা রইলো না। সবাই একবার করে তার মুখের দিকে চকিত দৃষ্টি দিলো, কিন্তু হেগেনের মুখ ভাবলেশহীন।

মোটা মানুষের মোটা গলায় ক্লেমেনজা জিজ্ঞেস করলো, "তা হলে আর এক বছরের মধ্যে আমরা যে যার নিজেরটা বুঝে নেবো, তুমি এই বলতে চাইছো?"

সৌজন্যের সঙ্গে মাইকেল বললো, "তার আগেও হতে পারে। অবশ্য তোমরা যদি চাও তো চিরকাল কর্লিয়নি পরিবারের অঙ্গ হয়ে থাকতে পারবে। তবে আমাদের শক্তির কেন্দ্র হবে পশ্চিমে, স্বাধীন ভাবে কাজে নামলে তোমাদের হয়তো সুবিধাই হবে।"

শান্তভাবে টেসিও বললো, "সে ক্ষেত্রে আমার মনে হয় তোমার উচিত আমাদের রেজিমির জন্য নতুন লোক বহাল করার অনুমতি দেয়া। ঐ বাজিনি বেজন্মারা কেবলই আমার এলাকায় খাম্‌চা মারে। আমার মনে হয় ওদের একটু ভদ্রতা শিক্ষা দেয়ার দরকার।"

মাইকেল মাথা নেড়ে বললো,"না। ওতে কোনো লাভ হবে না। একটু থিতিয়ে বসো। সব ব্যবস্থা করা হবে, আমরা যাবার আগে সমস্ত সমস্যা মিটিয়ে দেওয়া হবে।"

টেসিওকে কিন্তু অতো সহজে সন্তুষ্ট করা গেলো না। মাইকেলের অসন্তোষের ঝুঁকি নিয়ে, সে সরাসরি ডনকে বললো, "মাপ করো, গডফাদার, আমাদের দীর্ঘকালের বন্ধুত্বের দায় নিয়ে এ কথাগুলো বলছি। আমার মনে হয় এই নেভাদার ব্যাপারে তুমি আর তোমার ছেলে খুব ভুল করছো। তোমাদের পেছনে এখানকার এই শক্তি না থাকলে, সেখানে গিয়ে কি করে সাফল্য আশা করো? শক্তি আর সাফল্য একটাকে বাদ দিলে আরেকটা হয় না। তোমরা এখানে না থাকলে, বাজিনি আর টাটাগ্লিয়া, এদের দুজনের সঙ্গে আমরাও পেরে উঠবো না। আমি আর পিট মহা মুশকিলে পড়ে যাবো; আগেই হোক পরেই হোক শেষটা ওদের কাছে আত্ম-সমর্পণ করতে হবে। বাজিনি লোকটাকে আমার সহ্য হয় না। আমি বলি কি কর্লিয়নি পরিবারকে যদি জায়গা বদল করতে হয়, সেটা যেন আমাদের জোর আছে বলেই হয়, দুর্বলতার জন্য নয়। আমাদের উচিত দলগুলোকে নতুন করে গড়ে তুলে, অন্তত স্টেটেন আইল্যান্ডের হারানো এলাকাগুলোকে আবার দখল করা।"

ডন মাথা নেড়ে বললেন, "মনে নেই, আমি ওদের সঙ্গে শান্তি করেছি? আমি কথার খেলাপ করতে পারবো না।"

টেসিওকে থামানো দায়। সে বললো, "সবাই জানে, তার পরেও বাজিনি তোমাকে যথেষ্ট খুঁচিয়েছে। তাছাড়া, মাইকেল যদি কর্লিয়নি পরিবারের নতুন নেতা হয়ে থাকে, ও কিসের জন্য ব্যবস্থা নিতে পারবে না, যদি দরকার মনে করে? তোমার কথা দিয়ে তো আর ও বাঁধা পড়ছে না।"

তীক্ষ্মকণ্ঠে মাইকেল বাধা দিলো, এবার তাকে বাস্তবিকই নেতা বলে চেনা গেলো; সে টেসিওকে বললো, "যে সমস্ত ব্যবস্থা করা হচ্ছে তাতে তোমার সব প্রশ্নের উত্তর পাবে, সব দুশ্চিন্তা ঘুচে যাবে। আমার কথাকে যদি যথেষ্ট মনে না করো, তোমার ডনকে জিজ্ঞেস করতে পারো।"

ততোক্ষণে টেসিও বুঝতে পেরেছিলো শেষ পর্যন্ত একটু বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে। ডনকে কিছু জিজ্ঞেস করতে গেলে মাইকেলের শত্রুতা অর্জন করতে হবে। কাজেই কাঁধ ঝাঁকিয়ে সে বললো, "আমি কর্লিয়নি পরিবারের ভালোর জন্য ও-কথা বলেছিলাম, নিজের জন্য নয়। আমার নিজের ব্যবস্থা আমি করে নিতে পারবো।"

সহৃদয় ভাবে হাসলো মাইকেল, "টেসিও, আমি তোমাকে একটুও অবিশ্বাস করছি না। কোনোদিনই করিনি। কিন্তু তুমিও আমার ওপর বিশ্বাস রেখো। বলা বাহুল্য এ-সব ব্যাপারে আমি তোমার কিংবা পীটের সমান হতে পারবো না, কিন্তু হাজার হোক, বাবা আছেন, আমাকে পরামর্শ দেবেন। সে রকম দুরবস্থা হবে না আমাদের, শেষ পরিণাম ভালোই হবে।"

মিটিং শেষ হয়ে গেলো। বড় খবর হলো যে ক্লেমেন্‌জা আর টেসিও নিজের নিজের দল থেকে নিজেদের পরিবার প্রতিষ্ঠা করতে পারবে। টেসিওর হাতে থাকবে ব্রুকলিনের জুয়ার আড্ডাগুলো আর জাহাজ ঘাটা। ক্লেমেন্‌জার হাতে থাকবে ম্যানহাটানের জুয়ার আড্ডাগুলো আর লংআইল্যাণ্ডের ঘোড়দৌড়ের ব্যাপারে কর্লিয়নি পরিবারের অংশটি।

দুই ক্যাপোরেজিমি বিদায় নিলো, কিন্তু সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত না হয়েই, ওদের মন তখনো খুঁতখুঁত করছিলো। কার্লো রিট্‌সি একটু থেকে গেলো, তার মনে এই আশা ছিলো যে এতো দিন পরে হয়তো তাকেও পরিবারের একজন মনে করার সময় এসেছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সে বুঝতে পারলো যে মাইকেলের সে রকম কোনো মতলব নেই। তখন কার্লো ডন, টম হেগেন আর মাইকেলকে কোনার ঘরে রেখে, সেখান থেকে বেরিয়ে গেলো। অ্যালবার্ট নেরি তাকে দোরগোড়া পর্যন্ত পৌঁছে দিলো, আলোকিত প্রাঙ্গণ পার হবার সময় কার্লো লক্ষ্য করলো নেরি তখনো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাকে দেখছে।

যারা বহুকাল একই বাড়িতে, একই পরিবারভুক্ত হয়ে বাস করে, তারা একত্রে হলে খুব একটা স্বস্তি বোধ করে, এদের তিনজনেরও তাই হলো। মাইকেল ডনকে 'অ্যানিসেট' ঢেলে দিলো, টম হেগেনকে দিলো স্কচ, হুইস্কি। নিজেও একটু ঢেলে নিলো, যদিও সে কদাচিৎ পান করতো।

প্রথমে টম হেগেন কথা বললো, "মাইক, তুমি কেন সব কাজ থেকে আমাকে বাদ দিচ্ছো?"

মনে হলো মাইকেল একটু চমকে গেলো, "ভেগাসে তুমিই তো আমার প্রধান কর্মী হবে। আমরা আগাগোড়া আইন মেনে চলবো আর তুমিই হলে আমাদের আইনজ্ঞ। আর তার চাইতে গুরুত্বপূর্ণ কাজ আর কি হতে পারে?"

হেগেন একটু করুণ ভাবে হাসলো। "আমি ও-কথা বলছি না। আমি বলছি রকো ল্যাম্পনির কথা, সে আমাকে না জানিয়ে একটা গোপন দল গড়ছে। আমরা কিংবা ক্যাপোরেজিমিদের একজনের মধ্যবস্থায় না করে তুমি সরাসরি নেরির সঙ্গে কারবার করছো, আমি সেই কথা বলছি। যদি ল্যাম্পনি কি করছে, সেটা তোমারই অজানা থাকে।"

নরম গলায় মাইকেল বললো, "ল্যাম্পনির দলের কথা তুমি জানলে কি করে?"

হেগেন কাঁধ তুলে বললো, "ব্যস্ত হয়ো না, কিচ্ছু জানাজানি হয়নি, আর কেউ জানে না। তবে আমার এই পদের জন্য আমি সব কিছু জানতে পারি। তুমি ল্যাম্পনির আলাদা জীবিকার বন্দোবস্ত করে দিয়েছো, ওকে অনেকখানি স্বাধীনতাও দিয়েছো। কাজেই ওর খুদে সাম্রাজ্য চালাবার জন্য লোক দরকার হয়। কিন্তু যতো লোক কাজে বহাল হচ্ছে, প্রত্যেকেরই বিবৃতি আমার হাতে পৌঁছাচ্ছে। আমিও লক্ষ্য করছি যে-কাজের জন্য ও যে-লোককে নিয়োগ করছে, সে ঐ পদের পক্ষে বড় বেশি ভালো এবং মাইনেও পাচ্ছে পদের অনুপাতে খুব বেশি। ভালো কথা, নেরিকে যখন বেছে নিয়েছিলে উপযুক্ত লোকই নিয়েছিলে। চমৎকার কাজ করছে।"

মাইকেল মুখ বিকৃত করলো। "তোমার চোখে যখন ধরা পড়ে গেছে, তার মানে ততোটা নিখুঁত কাজ করছে না। তা ছাড়া ওকে বেছে নিয়েছিলেন ডন নিজে।"

টম বললো, "বেশ। তা হলে আমি কেন বাদ পড়ছি?" তখন মাইকেল ওর দিকে ফিরে এতোটুকু কুণ্ঠিত না হয়ে, সোজাসুজি বললো, "টম, যুদ্ধকালীন উপদেষ্টা হবার যোগ্য তুমি নও। আমরা যে পরিকল্পনা নিয়েছি, তার ফলে অবস্থা সঙ্গীন হয়ে উঠতে পারে, হয়তো লড়তে হবে। তাছাড়া তোমাকে বিপদের সামনে থেকে সরিয়ে দিতে চাই, কে জানে কি হয়।"

হেগেনের মুখ লাল হয়ে উঠলো। ডন যদি ওকে ঠিক এই কথা বলতেন ও হয়তো সবিনয়ে মেনে নিতে পারতো। কিন্তু মাইক কি বলে এই রকম একটা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিলো?

হেগেন বললো, "বেশ, কিন্তু ঘটনাক্রমে আমিও টেসিওর সঙ্গে একমত। আমারও মনে হয় তুমি ভুল নিয়মে কাজ করছো। শক্তি আছে বলে এটা করছো না, দুর্বল বলে করছো। এমন কাজ কখনো ভালো হয় না। বাজিনি একটা নেকড়ে বাঘের মতো, সে যদি তোমাদের ফালা-ফালা করে ছিঁড়ে ফেলে, অন্য পরিবারগুলো থেকে কেউ তোমাদের সাহায্য করতে ছুটে আসবে না।"

অবশেষে ডন কথা বললেন, "টম, সিদ্ধান্তটা একা মাইকেলের নয়। আমিই ওকে ঐ রকম পরামর্শ দিয়েছি। এমন সব কাজ করার দরকার পড়তে পারে, যার দায়িত্ব আমি কোনোমতেই নিতে প্রস্তুত নই। এটা আমারই ইচ্ছা, মাইকেলের নয়। আমি কখনোই তোমাকে অযোগ্য কনসিলিওরি মনে করিনি; আমি সান্তিনোকে অযোগ্য ডন মনে করতাম, তার আত্মা শান্তি পাক। তার মনটা ভালো ছিলো, কিন্তু আমার ঐ ছোট দুর্ঘটনার সময়, পরিবারে নেতা হবার উপযুক্ত মানুষ ও ছিলো না। তাছাড়া কে ভাবতে পেরেছিলো যে ফ্রিডো মেয়েদের দাসা হয়ে থাকবে? কাজেই মন খারাপ কোরো না। মাইকেলের ওপর যেমন আমার সম্পূর্ণ আস্থা আছে, তেমনি তোমার ওপরেও আছে। কিন্তু তোমার অজ্ঞাত কতোগুলো কারণে, এখন যেসব ব্যাপার ঘটার সম্ভাবনা হতে পারে, তার মধ্যে তুমি থাকলে চলবে। ভালো কথা, আমি মাইকেলকে বলেই ছিলাম ল্যাম্পনির গোপন দল তোমার চোখ এড়িয়ে

যেতে পারবে না; এর থেকেই বুঝতে পারছো তোমার ওপর আমার কতো আস্থা আছে।"

মাইকেল হেসে বললো, "সত্যি আমি ভাবিনি, ও ব্যাপারটাও তুমি ছোঁক-ছোঁক করে আবিষ্কার করবে।"

হেগেন বুঝতে পারলো ওকে স্তোকবাক্য দেয়া হচ্ছে। সে বললো, "আমি হয়তো কিছু সাহায্য করতে পারি।"

দৃঢ়সঙ্কল্প ভাবে মাথা নেড়ে মাইকেল বললো, "না, টম, তুমি বাদ।"

টম তার হুইস্কিটা শেষ করে বিদায় নেবার আগে মাইকেলকে কোমল ভাবে ভর্ৎসনা করে গেলো, সে বললো, "মাইকেল, তুমি প্রায় তোমার বাবার মতোই ভালো হয়ে উঠেছো। কিন্তু একটি জিনিস তোমার এখনো শিখতে বাকি আছে।"

ভদ্রতা করে মাইকেল বললো, "সেটি কি?"

হেগেন উত্তর দিলো, "কেমন করে 'না' বলতে হয়।"

গম্ভীর মুখে মাথা দুলিয়ে মাইকেল বললো, "ঠিক বলেছো। এ-কথাটা মনে রাখবো।"

হেগেন চলে গেলে, পরিহাসের ছলে মাইকেল তার বাবাকে বললো, "তা হলে তুমি আমাকে আর সবই শিখিয়ে দিয়েছো। এবার বলো কি ভাবে লোককে 'না' বললে, তারা খুশি হয়।"

ডন গিয়ে তার বড় ডেস্কটার পেছনে বসে বললেন, "যাদের ভালোবাসা যায়, তাদের 'না, বলা যায় না, অন্তত: খুব বেশি বার নয়। ঐ হলো গোপন মন্ত্র। তবু যদি 'না' বলতেই হয়, তাহলে এমন ভাবে বলতে হবে 'হ্যা'র' মতো শুনতে লাগে। কিংবা অপর পক্ষকে দিয়েই 'না'টি বলিয়ে নিতে হবে। একটু সময় দিতে হয়, কষ্ট করতে হয়। তবে আমি হলাম গিয়ে সেকেলে, তোমরা হলে নব্য এবং আধুনিক, আমার কথা শুনো না।"

মাইকেল হেসে ফেললো, "ঠিক বলেছো। কিন্তু টমকে বাদ দেয়া সম্বন্ধে তুমি আমাকে সমর্থন করছো তো?"

ডন মাথা হেলিয়ে বললেন, "ওকে এর মধ্যে জড়ানো যায় না।"

মাইকেল শান্ত ভাবে বললো, "আমার মনে হয় তোমাকে এ-কথা বলার সময় হয়েছে যে আমি যা করতে যাচ্ছি, সে শুধু অ্যাপলোনিয়া আর সনির জন্য প্রতিশোধ নেবার উদ্দেশ্যে নয়। এ কাজ করাই উচিত। বাজিনিদের বিষয়ে টেসিও আর টম ঠিক কথাই বলেছে।"

ডন কর্লিয়নি মাথা হেলিয়ে বললেন, "প্রতিশোধ জিনিসটা ঠাণ্ডা হলে মিঠে হয়। ওদের সঙ্গে আমি কখনোই শান্তি করতাম না, যদি না জানতাম যে শান্তি না করলে তুমি জীবিত অবস্থায় বাড়ি ফিরতে পারবে না। যদিও আমি আশ্চর্য হয়ে গেলাম যে বাজিনি তা সত্ত্বেও তোমার ওপর শেষ একটা চেষ্টা দিয়েছিলো। হয়তো শান্তি স্থাপনের আগেই ঐ রকম ব্যবস্থা করেছিলো, পরে সেটা বাদ দেবার সময় পায়নি। তুমি ঠিক জানো যে ওরা আসলে ডন টমাসিনোকে মারতে চায়নি?"

মাইকেল বললো, "ঐ রকম ভাব দেখাতেই ওরা চেয়েছিলো, তাহলেই কাজটা নিখুঁত হতো, তুমি পর্যন্ত কিছু সন্দেহ করতে না। আমি বেঁচে যাওয়াতেই সব মাটি হয়ে গেলো। আমি নিজে দেখেছি ফ্রাবিজিও গেট দিয়ে বেরিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে। ফিরে এসে,বলা বাহুল্য, সবটা খতিয়ে দেখেছি।"

ডন জিজ্ঞেস করলেন, "ঐ রাখালটাকে ওরা খুঁজে পেয়েছে?"

মাইকেল বললো, "আমি পেয়েছি। এক বছর আগে বাফেলোতে একটা পিজা পাইয়ের দোকান খুলেছে। নতুন নাম নিয়েছে, নকল পাসপোর্ট, নকল পরিচয়, ম্রাবিজ্জিও বলে সেই রাখাল । খুব ভালো ব্যবসা চালাচ্ছে, ।"

ডন মাথা হেলিয়ে বললেন, "তাহলে আর অপেক্ষা করে লাভ নেই। তুমি কবে রওনা হবে?"

মাইকেল বললো, "কে-র ছেলে হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে চাই। যদি কোথাও কোনো গোলমাল হয়। আর আমি চাই তার আগেই টম গিয়ে ভেগাসে গুছিয়ে বসে, যাতে এই ব্যাপারের সঙ্গে ওর কোনো সম্পর্ক না থাকে। ধরো এখন থেকে এক বছর বাদে।"

ডন জিজ্ঞেস করলেন, "সব বন্দোবস্ত করেছো? কথাটা বলার সময় তিনি মাইকেলের দিকে তাকালেন না।

মাইকেল কোমল কণ্ঠে বললো, "এর মধ্যে তুমি থাকবে না। এর জন্য তুমি দায়ী নও। আমি সব দায়িত্ব নিচ্ছি। তোমাকে 'ভেটো' দেবার ক্ষমতা দিতেও আমি রাজি নই। এখন যদি তা করতে যাও, আমি পরিবার ছেড়ে বেরিয়ে চলে যাবো। তুমি এর কোনো দায়িত্ব নেবে না।"

অনেকক্ষণ চুপ করে রইলেন ডন, তারপর দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে বললেন, "বেশ, তাই হোক। হয়তো সেইজন্যই আমি অবসর নিয়েছি, সেইজন্যই তোমার হাতে সব ছেড়ে দিয়েছি। এ জীবনে আমার যা করণীয়, সব করেছি, এখন আর সে মন নেই। তাছাড়া এমন কতোগুলো কর্তব্যও থাকে, যেগুলোর ভার মানবশ্রেষ্ঠও নিতে পারে না। তাহলে তাই ঠিক থাকলো।"

সেই বছরে কে অ্যাডামস্ কর্লিয়নির দ্বিতীয় সন্তান জন্ম দিলো, আরেকটি ছেলে। অতি সহজে সন্তান প্রসব করতো কে, কোনো গোলমাল হতো না, হাসপাতাল থেকে বাড়িতে এলে তাকে রাণীর মতো অভ্যর্থনা করা হলো। কনি কর্লিয়নি খোকাটাকে রেশমের তৈরি ইতালিতে হাতে সেলাই করা সুন্দর কাপড়চোপড় দিয়েছিলো, ভীষণ দামী জিনিস, ভারি সুন্দর দেখতে। কনি কে-কে বলেছিলো, "কার্লো ওটা খুঁজে বের করেছে। সমস্ত নিউইয়র্ক শহর চু মেরে ফেলেছিলো বাচ্চাটার জন্য অসাধারণ উপহারের খোঁজে। আমি তো পছন্দমতো কিছু দেখতেই পেলাম না।" কে একটু হেসে ধন্যবাদ জানিয়েছিলো। এবং তখনই বুঝে নিয়েছিলো এই চমৎকার কথাটা মাইকেলকে বলতে হবে। কে-ও প্রায় সিসিলিয়ান হয়ে যাচ্ছিলো।

সেই বছরেই নিনো ভ্যালেন্টিও মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণের ফলে মারা গিয়েছিলো। ট্যাবলয়ড্ পত্রিকার প্রথম পাতায় ওর মৃত্যু সংবাদ বেরিয়েছিলো কারণ তার কয়েক সপ্তাহ আগেই জনি ফন্টেন নিনোকে নায়ক ক'রে যে ছবি তৈরি করেছিলো, সেটি প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেয়েছিলো। সঙ্গে সঙ্গে সে ছবির অসামান্য জনপ্রিয়তা এবং নিনোর শ্রেষ্ঠ তারকা পদে প্রতিষ্ঠা। কাগজে লিখেছিলো জনি ফন্টেন অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সব ভার নিয়েছে, সমাধিস্থ করার দিন বাইরের কেউ আসবে না, শুধু বাড়ির লোকরা আর নিনোর অন্তরঙ্গ বন্ধুরা উপস্থিত থাকবে। এক রোমাঞ্চকর রিপোর্টার এতোদূর দাবি করেছিলো যে একটা সাক্ষাৎকারে জনি ফন্টেন নাকি বন্ধুর মৃত্যুর জন্য নিজেকে দোষী সাব্যস্ত করেছিলো। বলেছিলো নাকি ওর উচিত ছিলো বন্ধুকে ডাক্তারের

হেফাজতে দিয়ে দেয়া, কিন্তু সংবাদটা এমন ভাষায় লেখা হয়েছিলো যে জনির কথাগুলো শোনাচ্ছিলো কোনো শোচনীয় দুর্ঘটনার স্পর্শকাতর নির্দোষ দর্শকের আত্ম-গ্লানির মতো। বাল্য-বন্ধুকে জনি ফন্টেন চিত্রতারকা বানিয়ে দিয়েছিলো, বন্ধুর জন্য তার বেশি আর কতো করা যায়?

অন্ত্যেষ্টি হলো ক্যালিফোর্নিয়ায়; ফ্রেডি ছাড়া কর্লিয়নি পরিবারের কেউ উপস্থিত ছিলো না। আর ছিলো লুসি আর জুল্‌স্ সিগল। ডন নিজে যেতে চেয়েছিলেন, কিন্তু হৃদ্‌যন্ত্র সামান্য বিকল হওয়াতে এক মাসের মতো শয্যা নিতে হয়েছিলো। প্রকাণ্ড একটা ফুলের 'রীদ্' পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। পরিবারের মামুলী প্রতিনিধিস্বরূপ অ্যালবার্ট নেরিও পশ্চিমে গিয়েছিলো।

নিনোর সমাধির দুদিন বাদে মো গৃনকে কেউ তার চিত্রতারকা প্রণয়িনীর বাড়িতে গুলি করে মেরে ফেলেছিলো। এ-সব ঘটনার প্রায় এক মাস পরে নেরিকে আবার নিউইয়র্কে দেখা গেলো। ক্যারিবিয়ান সাগর তীরে ছুটি কাটিয়ে রোদে পুড়ে প্রায় কৃষ্ণাঙ্গ হয়ে সে ফিরেছিলো। মাইকেল কর্লিয়নি সহাস্যে তাকে অভ্যর্থনা করে দুটা-চারটা প্রশংসার কথা বলেছিলো, সেই সঙ্গে এও বলেছিলো যে এবার থেকে নেরি কিছু বাড়তি ভাতা পাবে, ঈস্ট-সাইডের একটা বুক মেকারের ঘাঁটির আয়টুকু, সবাই বলতো সেও চাট্টিখানি কথা নয়। নেরি তাতে খুশি; যে-জগতে কর্তব্যপালনের জন্য মুনাফা পাওয়া যায়, সেখানে বাস করতে পেরে নেরি সন্তুষ্ট।

ঊনত্রিশ

সব রকম সম্ভাব্য ঘটনা সম্বন্ধে মাইকেল কর্লিয়নি সতর্কতা অবলম্বন করেছিলো। ওর পরিকল্পনায় কোনো খুঁত ছিলো না, ওর নিরাপত্তা ছিলো ধরাছোঁয়ার বাইরে। অনেক ধৈর্য ছিলো মাইকেলের, মনে করেছিলো গোটা বছর ধরে প্রস্তুতি চালাবে। কিন্তু এক বছর সময় ওর কপালে ছিলো না, ভাগ্যই ওর বিপক্ষে দাঁড়িয়েছিলো এবং অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত ভাবে। কারণ স্বয়ং গডফাদার, মহান ডন নিজে, মাইকেল কর্লিয়নিকে ব্যর্থ করেছিলেন।

একটা রোদে ভরা রোববার সকালে, বাড়ির মেয়েরা সবাই তখন গির্জায় গিয়েছে, এই সময়ে ডন ভিটো কর্লিয়নি তার বাগান-করার উর্দি গায়ে চড়ালেন; ঢল্‌ঢলে ছাই-রঙের পেন্টেলুন, রঙ-জ্বলা নীল শার্ট, ময়লা মেটে রঙের ফিড়্‌রা টুপি, তাতে আবার একটা দাগধরা ছাই-রঙের রেশমি ফিতা পরানো, এই হলো তার উর্দি। বিগত কয়েক বছরে ডন বেশ মোটা হয়ে পড়েছিলেন। তিনি বলতেন স্বাস্থ্যের কারণে নাকি উনি টোমাটো-লতার যত্ন করেন। তবে কারো চোখে ধুলা দিতে পারতেন না।

আসল কথা হলো বাগানের কাজ করতে উনি ভালোবাসতেন। ভোরে উঠে বাগান দেখতে তার খুব ভালো লাগতো। ষাট বছর আগে সিসিলি দ্বীপে তার শৈশবের কথা মনে ফিরে আসতো, তার বাবার মৃত্যুর বিভীষিকা আর শোকের স্মৃতিটুকু বাদ দিয়ে। তখন সারি সারি শিমগাছের ডগায় কচি-কচি সাদা ফুল ধরেছিলো, পেঁয়াজ গাছের মজবুত সবুজ বোঁটা বেড়ার মতো তাদের ঘিরে রেখেছিলো। বাগানের এক কোণে একটা মুখ-লাগানো পিপে যেন বাগান পাহারা দিচ্ছিলো। পিপে ভরা জলীয় গোবর সার, তার চাইতে ভালো সার হয় না। বাগানের অন্য দিকে নিজের হাতে ডন অনেকগুলো কাঠের চারকোনা ফ্রেম বানিয়েছিলেন,

অন্য দিকের কাঠিগুলোকে মোটা সাদা দড়ি দিয়ে বেঁধেছিলেন। তার ওপর দিয়ে টোমাটো-গাছগুলো লতিয়ে উঠেছিলো।

ডন তাড়াতাড়ি এসেছিলেন গাছে পানি দিতে। রোদটা বেশি গরম হয়ে ওঠার আগেই পানি দিতে হয়, তা না হলে পানি তেতে আগুন হয়ে লেটুস গাছের কচি পাতা পুড়ে খাক্ হয়ে যায়। পানির চাইতে রোদের প্রকোপ বেশি, তবে পানিরও গুরুত্ব আছে; কিন্তু এই দুটি জিনিসকে মেশাবার সময়ে বুদ্ধি করে কাজ না করলে, ফল হয় সর্বনাশ।

ডন তার বাগানের মধ্যে পিঁপড়া খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন। পিঁপড়া থাকা মানেই তরকারিতে এঁটেল-পোকা ধরেছে, পিঁপড়ারা তাদের সন্ধানে আছে, তার মানে তরকারি গাছে পিচ্কিরি দিয়ে কীটনাশক ওষুধ দিতে হবে।

সময়মতোই পানি দেয়া হলো। রোদটা বেশ গরম হয়ে উঠেছিলো, ডন ভাবছিলেন 'বিবেচনা, বিবেচনা করে সব করতে হয়।" কিন্তু তখনো কয়েকটা গাছকে কাঠিতে তুলে দেয়া বাকি ছিলো। ডন আবার নিচু হলেন। ভাবলেন এই শেষ সারিটার কাজ হলেই ঘরে ফিরে যাবেন।

হঠাৎ মনে হলো সূর্যটা যেন তার মাথার বড্ড কাছে নেমে এসেছে। সমস্ত শূন্যটাকে জুড়ে ছোট্ট-ছোট্ট সোনালী কণা নাচতে শুরু করেছে। মাইকেলের বড় ছেলে বাগানের মধ্যে দিয়ে ছুটে আসছিলো, তার দাদু যেখানে হাঁটু গেড়ে বসেছেন সেই দিকে, হঠাৎ মনে হলো চোখ-ঝল্সানো হলুদ আলোয় সে আড়াল হয়ে গেলো। কিন্তু ডনকে অতো সহজে ফাঁকি দেয়া যেতো না, অভিজ্ঞ লোক তিনি। ঐ জ্বলন্ত হলুদ ঢালটার পেছনে মৃত্যু লুকিয়ে ছিলো, তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য। ইশারা করে ডন ছেলেটাকে দূরে সরে যেতে বললেন। আরেকটু হলেই বড় দেরি হয়ে যেতো। বুকের মধ্যে কামারের হাতুড়ির ঘা পড়লো,দম বন্ধ হয়ে এলো। ডন মুখ থুবড়ে পড়ে গেলেন।

ছেলেটা তার বাপকে ডাকতে ছুটলো। মাইকেল কর্লিয়নি আর ফটকের কাছে যারা ছিলো তাদের ক'জন ছুটে এসে দেখলো ডন উপুড় হয়ে শুয়ে মুঠো -মুঠো মাটি খাবলাচ্ছেন। অমনি তাকে তুলে ওরা ছায়ায় ঘেরা, পাথর দিয়ে বাঁধানো, বারান্দায় নিয়ে গিয়ে শোয়ালো। মাইকেল বাবার হাত ধরে, তার পাশে হাঁটু গেড়ে বসলো। বাকিরা ডাক্তার, অ্যাম্বুলেন্স ডাকতে গেলো।

অনেক চেষ্টা করে ডন চোখ খুলে আরেকবার ছেলের দিকে তাকালেন। প্রচণ্ড হার্ট অ্যাটাকে তার লালচে মুখ নীল হয়ে গিয়েছিলো। এই তার অন্তিম অবস্থা। বাগানের সুগন্ধ তার নাকে এলো, হলুদ আলোর পাতা তার চোখে লাগলো, ফিস্ফিস ক্রে ডন বললেন, "জীবন কি সুন্দর।"

বাড়ির মেয়েদের অশ্রু তাকে দেখতে হয়নি, তারা গির্জা থেকে ফেরার আগেই তার মৃত্যু হয়েছিলো। ডাক্তার কিংবা অ্যাম্বুলেন্সও এসে পৌঁছায়নি। মরার সময় তার চারদিকে শুধু পুরুষরাই ছিলো, প্রিয়তম পুত্রের হাত ধরে ডন মারা গেলেন।

খুব ঘটা করে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া হয়েছিলো। পাঁচ-পরিবারের ডন আর ক্যাপোরেজিমিরা এসেছিলো,টেসি্ওর আর ক্লেমেন্জার পরিবারও এসেছিলো।

মাইকেলের বারণ সত্ত্বেও জনি ফন্টেন এসেছিলো, তাই ট্যাব্‌লয়েড পত্রিকায় ঘটনাটার শিরোনাম বড় বড় হরফে বেরিয়েছিলো। ফন্টেন সংবাদপত্রের লোকদের কাছে বিবৃতি দিয়েছিলো যে ভিটো কর্লিয়নি তার গডফাদার, এতো ভালো লোক সে জীবনে আর দেখলো না, এমন মানুষের প্রতি শেষ শ্রদ্ধা জানাবার এই সুযোগ পাওয়াতে সে সম্মানিত বোধ করছে, এ কথা সকলকে জানাতে তার এতোটুকু দ্বিধা নেই।

প্রাঙ্গণের বাড়িতে, সেকেলে প্রথা অনুসারে নিশি-পালন হয়েছিলো। আমেরিগো বনাসেরা এর চাইতে ভালো কাজ কখনো করেনি; মা যেমন করে বিয়ের কনেকে কতো স্নেহে কতো যত্নে সাজায়, সেও তেমনি করে তার পুরনো বন্ধুকে, তার গডফাদারকে সাজিয়ে দিয়ে, জীবনের সমস্ত ঋণ পরিশোধ করে দিয়েছিলো। উপস্থিত সবাই মন্তব্য করেছিলো যে স্বয়ং মৃত্যুও ডনের ললাট থেকে তার আভিজাত্য আর মহিমা হরণ করে নিতে পারেনি; এসব কথা শুনে আমেরিগো বনাসেরার চিত্ত গর্বে আর অদ্ভুত একটা শক্তির চেতনায় পূর্ণ হয়েছিলো। একমাত্র সেই-ই জানতো মৃত্যুর করাল হাত ডনের চেহারায় কি ভয়াবহ সর্বনাশ ঘটিয়েছিলো।

সব পুরনো বন্ধু আর অনুচররা এসেছিলো। নাজোরিনি, তার স্ত্রী,মেয়ে, মেয়ের স্বামী আর তাদের ছেলে-মেয়েরা, লাস ভেগাস থেকে লুসি মানচিনি আর ফ্রেডি। টম হেগেন, তার স্ত্রী আর ছেলে-মেয়ে, সান ফ্রান্সিসকো আর লস অ্যাঞ্জেলেস, বোস্টন আর ক্লীভল্যাণ্ড থেকে সব ডনরা। রকো লাম্পনি আর অ্যালবার্ট নেরি শবাধার বয়ে নিয়ে গিয়েছিলো, তাদের সঙ্গে ছিলো ক্রেমেন্‌জা আর টেসিও আর বলা বাহুল্য ডনের ছেলেরা। প্রাঙ্গণ আর প্রাঙ্গণের সব কটি বাড়ি ফুলে, ফুলের 'রীদে' ভরে গিয়েছিলো।

প্রাঙ্গণের ফটকের বাইরে সাংবাদিকরা আর ফটোগ্রাফাররা জড়ো হয়েছিলো; একটা ছোট ট্রাকও ছিলো, সবাই জানতো তার মধ্যে বসে এফ-বি-আই-এর লোকেরা তাদের মুভি ক্যামেরা দিয়ে এই ঐতিহ্যসিক ঘটনাটা তুলে নিচ্ছিলো। কয়েকজন সাংবাদিক বিনা নিমন্ত্রণে ভেতরে ঢুকার চেষ্টা করেছিলো, কিন্তু প্রাঙ্গণের ফটকে সিকিউরিটি পাহারাদার, তারা সকলের পরিচয় জিজ্ঞেস করছিলো, নিমন্ত্রণ পত্র দেখতে চাইছিলো। যদিও সাংবাদিকদের প্রতি অত্যন্ত সৌজন্য দেখানো হয়েছিলো এবং পানীয় পাঠিয়ে দেয়া হয়েছিলো, তবু তাদের ভেতরে যেতে দেয়া হয়নি। অতিথিরা যখন বেরিয়ে আসছিলো, ওরা তাদের কারো কারো সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করেছিলো, কিন্তু উত্তরে তারা অর্থহীন দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলো, একটি কথাও বলেনি।

সেই দিনটির বেশির ভাগ মাইকেল কর্লিয়নি কোণার লাইব্রেরি ঘরে কে, টম হেগেন আর ফ্রেডির সঙ্গে কাটিয়েছিলো। ওদের সমবেদনা জানাবার জন্য অতিথিদের সেখানে নিয়ে আসা হয়েছিলো। মাইকেল সবাইকে সৌজন্যের সঙ্গে অভ্যর্থনা করেছিলো, এমন কি যখন কেউ কেউ তাকে গডফাদার কিংবা ডন মাইকেল বলে সম্বোধন করেছিলো, তখনো; একমাত্র কে-ই লক্ষ্য করেছিলো যে ও ডাক শুনে মাইকেলের ঠোঁট দুটি অসন্তোষে কঠিন হয়ে উঠেছিলো।

পরে ক্রেমেন্‌জা আর টেসিও এসে এই অন্তরঙ্গ দলটিতে যোগ দিয়েছিলো। মাইকেল নিজে হাতে করে তাদের পানীয় দিয়েছিলো। ব্যবসা সংক্রান্ত কিছু গল্প-গুজব হয়েছিলো।

মাইকেল ওদের জানিয়েছিলো যে প্রাঙ্গণটা আর তার ভেতরকার সব বাড়ি একটা উন্নয়ন ও গৃহনির্মাণ সংস্থার কাছে বেচে দেয়া হচ্ছে। প্রচুর লাভ রেখে; ডনের অসাধারণ প্রতিভার এও আরেকটি দৃষ্টান্ত।

সবাই বুঝলো যে এখন থেকে সমস্ত কর্লিয়নি সাম্রাজ্য পশ্চিমাঞ্চলে উঠে যাবে। কর্লিয়নি পরিবার তাদের নিউইয়র্কের সংগঠন তুলে দিচ্ছে। এ ব্যবস্থা এতোদিন শুধু ডনের মৃত্যু কিংবা অবসর গ্রহণের অপেক্ষায় ছিলো।

এ বাড়িতে এতো লোকসমাগম শেষবারের মতো হয়েছিলো প্রায় দশ বছর আগে, কন্সট্যানশিয়া কর্লিয়নি আর কার্লো রিট্‌সির বিয়ের পর প্রায় দশ বছর কেটে গেছে, যেন এই রকম মন্তব্য করেছিলো। মাইকেল জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো, সেখান থেকে বাগানটা দেখা যেতো। অতোগুলো বছর আগে ঐ বাগানে সে কে-র সঙ্গে বসে ছিলো, তখন সে স্বপ্নেও ভাবেনি যে ভবিতব্য একদিন তার এই অদ্ভুত অবস্থা করবে। মারা যাবার সময় বাবা বলেছিলেন, "জীবন কি সুন্দর।" বাবা কখনো মৃত্যু সম্বন্ধে একটি কথাও বলেছিলেন বলে মাইকেলের মনে পড়লো না, মনে হলো বাবা মৃত্যুকে এতো শ্রদ্ধার চক্ষে দেখতেন যে তাই নিয়ে তত্ত্বকথা বলতে পারতেন না।

সমাধি ক্ষেত্রে যাবার সময় হয়ে এলো। মহান ডনকে এবার মাটি দিতে হবে। কে-র হাতে হাত দিয়ে মাইকেল বাগানে বেরিয়ে এসে শোকার্তদের দলে যোগ দিলো। ওর পেছনে এলো ক্যাপোরেজিমিরা, তারপর তাদের সৈনিকরা; তারও পেছনে এলো দলে দলে দীন-দুঃখী মানুষ, জীবনকালে গডফাদার যাদের সর্বদা আশীর্বাদ করতেন। সেই রুটিওয়ালা নাজোরিনি, বিধবা কলম্বো আর তার ছেলেরা, তাছাড়া আরো অগুনতি মানুষ, তার হেফাজতে যারা বাস করতো, যাদের ওপর তার কড়া কিন্তু সাধ্য শাসন ছিলো। আরো কেউ কেউ এসেছিলো, যারা ছিলো তার বিপক্ষ দলের, তারাও তাঁকে সম্মান জানাতে এসেছিলো।

সবটাই লক্ষ্য করেছিলো মাইকেল, মুখে একটা আড়ষ্ট কিন্তু ভদ্র হাসি নিয়ে। এসব দেখে সে এতোটুকু প্রভাবিত হয়নি। তবু, মাইকেল মনে মনে ভাবছিলো, তবু যদি মরার সময় আমিও বলে যেতে পারি, 'জীবন কি সুন্দর!' তাহলে আর কিছুতেই কিছু এসে যাবে না। নিজের ওপর যদি এতোখানি আস্থা রাখতে পারি, আর কিছুর দরকারও থাকবে না। ভাবছিলো বাবার পদ অনুসরণ করতে হবে? নিজের ছেলে-মেয়েদের, নিজের পরিবারের, নিজের এলাকার যত্ন নিতে হবে। ওর ছেলে-মেয়েরা কিন্তু অন্য এক জগতে মানুষ হয়ে উঠবে। ওরা ডাক্তার হবে, শিল্পী, বৈজ্ঞানিক হবে, রাজ্যপাল, প্রেসিডেন্ট। সব কিছু হবে। শুধু এইটুকু ওকে দেখতে হবে যে ওরা যেন মানবজাতির বৃহৎ গোষ্ঠীভুক্ত হয়; কিন্তু মাইকেল নিজে একজন ক্ষমতাশালী, বিবেচনাশীল অভিভাবক রূপে অতি অবশ্যই ঐ বৃহৎ গোষ্ঠীর ওপর সতর্ক দৃষ্টি রাখবে।

সমাধির পরদিন সকালে কর্লিয়নি পরিবারের সব চাইতে বড় -বড় পদাধিকারীরা প্রাঙ্গণে এসে জড়ো হয়েছিলো। বেলা বারোটার একটু আগে তারা ডনের শূন্য বাড়িতে প্রবেশ করলো। মাইকেল নিজে তাদের অভ্যর্থনা করলো।

কোণার লাইব্রেরি ঘরটি লোকে প্রায় ভরে গেলো। দুই ক্যাপোরেজিমি ক্লেমেন্‌জা আর

টেসিও ছিলো; রকো ল্যাম্পিনি ছিলো, তার ভারি দক্ষ, যুক্তিসঙ্গত ধরনধারণে; কার্লো রিট্‌সি ছিলো চুপচাপ, যেন নিজের পদ সম্বন্ধে খুব সচেতন; টম হেগেন ছিলো, এই সঙ্কটকালে তার ওকালতি ছেড়ে সেও এসে জুটেছিলো; অ্যালবার্ট নেরি ছিলো; সে মাইকেলের যতোটা কাছাকাছি সম্ভব থাকতে চেষ্টা করছিলো, নতুন ডনের সিগারেট ধরিয়ে দিচ্ছিলো, পানীয় মিশিয়ে দিচ্ছিলো, তার সমস্ত আচরণের মধ্যে দিয়ে, কর্লিয়নি পরিবারের সাম্প্রতিক বিপর্যয় সত্ত্বেও তাদের প্রতি নিজের অবিচল বিশ্বাস প্রকাশ পাচ্ছিলো।

ডনের মৃত্যু এই পরিবারের পক্ষে একটা বড় ধরনের দুর্ভাগ্য। মনে হচ্ছিলো তার অভাবে এদের অর্ধেক শক্তি চলে গেছে, বাজিনি-টাটাগ্লিয়া জোটের বিরুদ্ধে দরাদরির ক্ষমতাও প্রায় সমস্তটাই চলে গেছে। ঘরে যারা ছিলো, তারা সবাই এ কথা জানতো। মাইকের কি বলে, সবাই তারই অপেক্ষায় ছিলো। তাদের চোখে কিন্তু সে তখনো নতুন ডনের পদ পায়নি। সে পদমর্যাদা, সে উপাধি মাইকেল তখনো অর্জন করেনি। গডফাদার যদি আরো বাঁচতেন, তিনি তার ছেলের উত্তরাধিকারটিকে নিশ্চয়তা দান করতে পারতেন; এখানে সেটা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে।

নেরি সবার হাতে পানীয় দেয়া অবধি অপেক্ষা ক'রে তারপর মাইকেল বললো, "এখানে যারা আছে তাদের সবাইকে এইটুকু মাত্র বলতে চাই যে তোমাদের মনের মধ্যে কেমন হচ্ছে আমি বুঝি। আমি জানি তোমরা আমার বাবাকে কতো শ্রদ্ধা করতে, কিন্তু এখন থেকে তোমাদের নিজেদের আর নিজেদের পরিবারের জন্যে চিন্তা করতে হবে। তোমাদের মধ্যে কেউ-কেউ ভাবছে যা ঘটে গেছে তার ফলে আমাদের ভবিষ্যতের পরিকল্পনাটা কি রকম দাঁড়াবে, আমি যাকে যা কথা দিয়েছি তার কি হবে। তার উত্তরে আমি বলছি কিছুতেই কোনো পরিবর্তন হবে না। আগে যেমন স্থির হয়েছিলো, সব সেই ভাবেই চলবে।"

ক্লেমেন্‌জা তার মোষের মতো বিশাল ঝাঁকড়া মাথা দোলাতে লাগলো। চুলগুলোতে তার লোহার মতো ছাই রঙ ধরেছিলো; তাঁর মুখের চার দিকে আরো চর্বি জমায় সেগুলো যেন তার মধ্যে বসে গিয়েছিলো, মুখের ছাপ অপ্রীতিকর। সে বললো, "বাজিনি-টাটাগ্লিয়ারা এবার আমাদের খুব চেপে ধরবে, মাইক। তোমাকে তাদের সঙ্গে বসে কথাবার্তা বলতেই হবে।" ঘরের আর সবাই লক্ষ্য করলো যে ক্লেমেনজা মাইকেলকে মামুলী ভাবেও সম্বোধন করেনি, ডন বলে ডাকাতো দূরে থাকুক।

মাইকেল বললো, "এটুকু অপেক্ষা করে দেখাই যাক কি হয়। ওদেরই আগে শান্তি-ভঙ্গ করতে দেয়া যাক।"

টেসিওর স্বরটা নরম ছিলো, সে বললো, "ওরা তাই করেছেও, মাইক। আজ সকালে ব্রুকলিনে দুটা বুক মেকারের আড়তে হামলা দিয়েছে। ওখানকার থানায় যে পুলিশ-ক্যাপ্টেন আমাদের রক্ষিতদের ফর্দ রাখে, তার কাছে খবর পেলাম। এক মাসের মধ্যে সমস্ত ব্রুকলিন আমার বেহাত হয়ে যাবে, একটা টুপি ঝুলাবার জায়গা পাবো না।"

চিন্তিত ভাবে মাইকেল ওর দিকে চেয়ে বললো, "সে বিষয়ে কিছু করেছো নাকি?

টেসিওর তার ছোট মাথাটি নেড়ে বললো, "না, তোমার জন্য আরেকটা সমস্যার সৃষ্টি করতে চাইনি।"

মাইকেল বললো, "ভালো কথা। খালি চেপে বসে থাকো। ঐ কথাই আমি তোমাদের সবাইকে বলতে চাই। চেপে বসে থাকো। খোঁচা খেলেও প্রতিক্রিয়া দেখিও না। সব গুছিয়ে নিতে আমাকে কয়েক সপ্তাহ সময় দাও, কোন্ দিক দিয়ে বাতাস বইবে দেখতে চাও। তারপর এখানে যারা যারা আছো, সবার জন্য যতোটা ভালো বন্দোবস্ত সম্ভব, তাই আমি করে দেবো। তারপর শেষ একটা আলোচনা সভা ডেকে কতোগুলো অন্তিম সিদ্ধান্ত নেবো।"

ওদের বিস্ময়ের ভাব মাইকেল দেখেও দেখলো না, অ্যালবার্ট নেরি সবাইকে দরজা অবধি পৌছে দিতে লাগলো। তীক্ষ্ণকণ্ঠে মাইকেল বললো, "টম, কয়েক মিনিট বসে যাও।"

প্রাঙ্গণের সামনে জানালার কাছে গিয়ে হেগেন দাঁড়ালো। যতোক্ষণ না দেখলো নেরি ক্যাপোরেজিমিদের কার্লো রিট্সি আর ল্যাম্পনিকে সুরক্ষিত ফটকের বাইরে পৌছে দিয়ে এসেছে, ততোক্ষণ টম অপেক্ষা করে রইলো। তারপর মাইকেলের দিকে ফিরে বললো, "সমস্ত রাজনৈতিক কানেক্শনগুলোর ঠিক করে রেখেছো?"

সখেদে মাথা নেড়ে মাইকেল বললো, "সবগুলো নয়। আমার আরো চার মাস সময় দরকার ছিলো। ঐ নিয়েই ডন আর আমি কাজ করছিলাম। তবে বিচারকরা সবাই হাতে আছে, সবার আগে সেটা করা হয়েছে, আর আছে কংগ্রেসের কয়েকজন বেশ প্রতিপত্তিশালী সদস্য। তাছাড়া এখানে, নিউইয়র্কের দলীয় নেতাদের নিয়ে কোনো সমস্যা নেই, সে-কথা বলাই বাহুল্য। লোকে যা ভাবে, আসলে কর্লিয়নি পরিবার তার চাইতে অনেক শক্তিশালী, কিন্তু আমার আশা ছিলো কোথাও এতোটুকু ছিদ্র রাখবো না।" এই বলে হেগেনের দিকে চেয়ে হেসে, মাইকেল বললো, "এতো দিনে তুমি বোধ হয় সমস্ত পরিকল্পনাটাকেই আঁচ করে ফেলেছো।"

হেগেন মাথা দুলিয়ে বললো, "সেটা আর কঠিন কি। তবে আমাকে কেন বাদ দিয়েছো, সেটা আগে বুঝিনি। শেষে মাথায় সিসিলিয় টুপি আঁটতেই তাও পরিষ্কার হয়ে গেলো।"

মাইকেল হাসলো। "বাবা বলেছিলেন তুমি ঠিক বুঝে নেবে। তবে এখন আর ওসব বিলাসিতা করলে আমার চলবে না। তোমাকে আমার এখানে দরকার। অন্তত: আরো কয়েক সপ্তাহের জন্য। তুমি বরং ভেগাসে ফোন ক'রে তোমার স্ত্রীকে বলে রেখো। বলো যে কয়েক সপ্তাহের ব্যাপার।"

চিন্তিতভাবে হেগেন বললো, "কি ভাবে ওরা তোমার ওপর হামলা করবে মনে হয়?"

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে মাইকেল বললো, "বাবা সেটা বলে দিয়েছিলেন। খুব অন্তরঙ্গ কারো সাহায্য নেবে। বাজিনি এমন কারো সাহায্য নেবে যে আমার এতোটা অন্তরঙ্গ যে তাকে সন্দেহ করার কথা আমার মনেও হবে না।"

হেগেন মৃদু হেসে বললো, "আমার মতো কেউ।"

মাইকেলও হেসে বললো, "তুমি তো আইরিশ, তোমার ওপর ওদের বিশ্বাস নেই।

হেগেন বললো, "আমি জর্মান-আমেরিকান।"

মাইকেল বললো, "তাকেই ওরা আইরিশ বলে। ওরা তোমার দিকেও এগোবে না, নেরির দিকেও নয়, কারণ নেরি পুলিশের লোক ছিলো। তাছাড়া তোমরা দু'জনেই আমার বড় বেশি কাছের মানুষ। অতোটা ঝুঁকি নিতে ওরা পারবে না। রকো ল্যাম্পনি আবার যথেষ্ট কাছের নয়। না, ওরা বেছে নেবে ক্লেমেন্জা কিংবা টেসিও, কিংবা কার্লো রিট্সিকে।"

নিচু গলায় হেগেন বললো, "বাজি ধরছি কার্লোই ওদের লোক।"

মাইকেল বললো, "দেখাই যাবে কে। আর বেশি দেরি নেই।"

পর দিন সকালে হেগেন আর মাইকেল একসঙ্গে ব্রেকফাস্ট খাচ্ছিলো। লাইব্রেরিতে গিয়ে মাইকেল একটা ফোন ধরলো। তারপর রান্না-ঘরে ফিরে এসে হেগেনকে বললো, "সব ব্যবস্থা হয়ে গেছে। আজ থেকে এক সপ্তাহ বাদে বাজিনির সঙ্গে আমি দেখা করতে যাবো। ডন মারা গেছেন তাই নতুন ক'রে শান্তি করতে হবে।" এই বলে মাইকেল হাসলো।

হেগেন জিজ্ঞেস করলো, "কে ফোন করলো? ওদের সঙ্গে যোগাযোগই বা করলো কে?" ওরা দু'জনেই জানতো কর্লিয়নি পরিবার থেকে ঐ যোগাযোগ স্থাপন করেছিলো, সে-ই বিশ্বাসঘাতক।

খেদে ভরা ছোট একটা করুণ হাসির সঙ্গে মাইকেল বললো, "টেসিও।"

কোনো কথা না বলে ওরা খাওয়া শেষ করলো। কফি খেতে খেতে মাথা ঝাঁকিয়ে হেগেন বললো, "আমি হলফ করে বলতে প্রস্তুত ছিলাম কার্লোই বিশ্বাসঘাতক, নিদেন পক্ষে ক্লেমেন্জা। টেসিওর কথা একবারও মনে হয়নি। ও-ই ওদের মধ্যে সব চাইতে গুণী।

মাইকেল বললো, "ও সব চাইতে মেধাবী। ওর যেটাকে সব চাইতে বুদ্ধির কাজ বলে মনে হয়েছে, ও তাই করেছে। ও আমাকে বাজিনির হাতে তুলে দিয়ে কর্লিয়নি পরিবারের উত্তরাধিকারী হতে চায়। আমার সঙ্গে থাকলে শেষটা কে কবে ওকে খুন করবে কে বলতে পারে। ও আঁচ করেছে আমি জিততে পারবো না।"

হেগেন একটু চুপ করে রইলো তারপর অনিচ্ছার সঙ্গে জিজ্ঞেস করলো, "আঁচ করাটা কতোখানি ঠিক হয়েছে?"

মাইকেল কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললো, "ভাবতে খারাপ লাগতে পারে। কিন্তু একমাত্র আমার বাবা জানতেন যে রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতা আর ক্ষমতার দাম দশটা রেজিমির সমান। আমার মনে হয় বাবার অধিকাংশ রাজনৈতিক ক্ষমতাই এখন আমার হাতে এসেছে, কিন্তু এ-কথা আমি ছাড়া কেউ সঠিক জানে না।" হেগেনের দিকে চেয়ে হাসলো মাইকেল, সে হাসিতে আশ্বাসবাণী ছিলো। বললো, "আমাকে ডন বলে ডাকতে ওদের বাধ্য করবো। কিন্তু টেসিওর কথা ভেবে খুবই খারাপ লাগছে।"

হেগেন জিজ্ঞেস করলো, "বাজিনির সঙ্গে দেখা করতে রাজি হয়েছো?"

মাইকেল বললো, "হয়েছি। আজ রাত থেকে এক সপ্তাহ বাদে। ব্রুকলিনে, টেসিওর এলাকায়, সেখানে আমি নিরাপদ।" আবার হাসলো মাইকেল।

হেগেন বললো, "তার আগে পর্যন্ত সাবধানে থেকো।"

এই প্রথম হেগেনের সঙ্গে মাইকেলের কথায় শীতলতা দেখা গেলো, "ঐ রকম পরামর্শ দেবার জন্য আমার কনসিলিওরির দরকার হয় না।"

কর্লিয়নি আর বাজিনি পরিবারে শান্তি সভার আগের সপ্তাহে মাইকেল হেগেনকে দেখিয়ে দিয়েছিলো যে কতো সাবধান হতে পারে। প্রাঙ্গণের বাইরে সে একবারও পদার্পণ করলো না, নেরি পাশে না থাকলে কারো সঙ্গে দেখাই করলো না। এর মধ্যে একটিমাত্র বিরক্তিকর

পরিস্থিতি ঘটেছিলো। কনি কার্লোর বড় ছেলের ক্যাথলিক গির্জায় 'আহ্বান' অনুষ্ঠান হবার কথা। কে মাইকেলকে বলেছিলো ছেলেটির গডফাদার হতে। মাইকেল রাজি হয়নি।

কে বলেছিলো, "তোমার কাছে আমি খুব একটা অনুরোধ করি না। কিন্তু আমার জন্য এবার এটুকু করো। কনির খুব সাধ। কার্লোরও। ওদের কাছে এর অনেক গুরুত্ব। লক্ষীটি, মাইকেল।"

কে লক্ষ্য করেছিলো যে পীড়াপীড়ি করার জন্য মাইকেল ওর ওপর বিরক্ত হয়েছে, ভেবেছিলো কথা রাখবে না। তাই মাইকেল মাথা দুলিয়ে সম্মতি জানালে কে ভারি আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলো। মাইকেল বলেছিলো, "বেশ। কিন্তু আমি তো প্রাঙ্গণের বাইরে যাবো না। ওদের বলো পদ্রীকে ব'লে এইখানে অনুষ্ঠানের বন্দোবস্ত করতে। যা খরচ লাগে আমি দেবো। গির্জার লোকরা এই নিয়ে গণ্ডগোল করলে হেগেন সব ঠিক ক'রে দেবে।"

কাজেই বার্জিনি পরিবারের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের আগের দিন, কার্লো আর কনি রিট্‌সির ছেলের ব্যাপ্‌টিস্ট হবার অনুষ্ঠানে মাইকেল ছেলের গডফাদার হয়েছিলো। ভাগ্নেকে মাইকেল একটা দামী সোনার হাতঘড়ি আর ব্যাণ্ড উপহার দিয়েছিলো। কার্লোর বাড়িতে একটি ছোটখাটো প্রীতি সম্মেলন হয়েছিলো, তাতে ক্যাপোরেজিমিদের, হেগেনের, ল্যাম্পনির আর প্রাঙ্গণের অন্যান্য বাসিন্দাদের এবং বলা বাহুল্য ডনের বিধবা স্ত্রীর নিমন্ত্রণ হয়েছিলো। কনি এমনই আবেগে অভিভূত হয়ে পড়েছিলো যে ভাইকে আর কে-কে সারা সন্ধ্যা বার বার জড়িয়ে ধরে চুমো খেয়েছিলো। কার্লো রিট্‌সির পর্যন্ত আবেগ দেখা গিয়েছিলো, সে সুযোগ পেলেই ওদের সেকেলে নিয়মে মাইকেলের হাত ঝাঁকিয়ে তাকে গডফাদার বলে সম্বোধন করেছিলো। মাইকেলও এর আগে কখনো এতো অমায়িক আর মিশুক ব'লে মনে হয়নি। কনি ফিস্‌ফিস করে কে-কে বলেছিলো, "আমার মনে হয় এখন থেকে কার্লোর সঙ্গে মাইকের খুব বন্ধুত্ব হবে। এই রকম একেকটা ব্যাপারেই তো মানুষে মানুষে ভাব হয়।"

কে তার ননদের হাতে একটু চাপ দিয়ে বলেছিলো, "আমি বড্ড খুশি হয়েছি।"

ত্রিশ

অ্যালবার্ট নেরি ব্রঙ্কসে তার ফ্ল্যাটে বসে তার পুরনো নীল সার্জের পুলিশের পোশাকটিতে সযত্নে বুরুশ চালাচ্ছিলো। তারপর ব্যাজটার পিন খুলে পালিশ করবার জন্য সেটিকে টেবিলে রাখলো। একটা চেয়ারের ওপর পুলিশের হলস্টার আর বন্দুক ঝোলানো ছিলো। এই সব ছোট-ছোট পুরনো কর্তব্যগুলো অভ্যাস করতে গিয়ে ওর কেমন একটা অদ্ভুত আনন্দ হচ্ছিলো; প্রায় দু'বছর আগে ওর স্ত্রী ওকে ত্যাগ করে চলে যাবার পর থেকে কদাচিৎ ওর এমন আনন্দ হতো।

রিটাকে যখন ও বিয়ে করেছিলো সে তখনো স্কুলে পড়তো আর ও নিজেও সবে পুলিশে ঢুকে ছিলো। ভারি লাজুক মেয়েটি, চুলগুলো কালো, গোঁড়া ইতালিয় পরিবারের কন্যা, তারা রাত দশটার পর ওকে বাইরে থাকতে দিতো না। নেরি ওর সরলতা, ওর সততা, ওর মিষ্টি চেহারা আর কালো চুলের সঙ্গে গভীরভাবে প্রেমে পড়েছিলো।

রিটা নেরিও প্রথম দিকে স্বামীর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলো। কি দারুণ গায়ের জোর; রিটা

লক্ষ্য করতো ঐ গায়ের জোরের আর কঠিন ন্যায়-অন্যায় বোধের জন্য লোকে ওকে ভয় করতো। তবে কদাচিৎ কারো মন জুগিয়ে চলতো। কোনো দলের কিংবা কোনো লোকের সঙ্গে মতভেদ হলে, ও হয় একেবারে মুখ বুজে থাকতো, নয়তো কর্কশভাবে প্রতিবাদ জানাতো। নম্রভাবে কখনো সে সম্মতি জানাতো না। তার ওপর ছিলো সিসিলির খাঁটি রাগ, নেরি ছিলো রগ-চটা। কিন্তু স্ত্রীর ওপর সে কখনো রাগ করতো না।

পাঁচ-বছরের মধ্যে লোকে নিউইয়র্ক শহরের গোটা পুলিশ-বিভাগে নেরির মতো আর কাউকে ভয় করতো না। তার ওপর ও ছিলো সব চাইতে সততাপরায়ণ পুলিশের একজন। কিন্তু আইন প্রয়োগ করার ওর নিজস্ব নিয়ম ছিলো। গুণ্ডা ছোকরাদের ও দেখতে পারতো না, যখনই দেখতো রাতে মোড়ের মাথায় গুণ্ডা ছোকরার দল পথচারীদের জ্বালাতন করছে, সঙ্গে সঙ্গে ও দৃঢ়ভাবে কাজে নেমে যেতো। ওর গায়ে ছিলো বাস্তবিক অসাধারণ জোর, ও সেই জোর প্রয়োগ করতো, নিজেও বুঝতে পারতো না সে জোর কি প্রবল।

একদিন রাতে, সেন্ট্রাল পার্ক ওয়েস্টে, টহলদার গাড়ি থেকে লাফিয়ে নেমে, কালো রেশমী কোট পরা ছ'জন গুণ্ডা ছোকরাকে ও সারি দিয়ে দাঁড় করালো। ওর সহকারী ওকে চিনতো, কাজেই তার এ ব্যাপারে জড়িত হবার ইচ্ছা ছিলো না, সে গাড়িতেই চালকের আসনে বসে রইলো। ছেলেগুলোর বয়স হবে বিশের কাছাকাছি, তারা রাস্তার লোকদের থামিয়ে সিগারেট চাইছিলো, চাওয়ার ধরনে খানিকটা ভীতি প্রদর্শন থাকলেও কারো কোনো ক্ষতি করছিলো না। তাছাড়া পাশ দিয়ে মেয়েরা চলে গেলে যৌন ইঙ্গিত করে তাদের জ্বালাতন করছিলো, এ-রকম ফ্রান্সে দেখা গেলেও, আমেরিকায় ততোটা যেতো না।

সেন্ট্রাল পার্ক আর এইট্থ্ অ্যাভেনিউয়ের মাঝখানে একটা পাথরের দেয়াল, তারই সামনে নেরি ওদের দাঁড় করালো। তখনো সূর্যাস্তের পড়ন্ত আলো ছিলো, তবু নেরির হাতে ছিলো তার প্রিয় হাতিয়ার, একটা টর্চ-বাতি। ও কখনো বন্দুক বের করতো না, তার দরকারও হতো না। রেগে গেলে ওর মুখে এমন একটা পাশবিক হিংস্র ভাব দেখা যেতো, তার ওপর গায়ে পুলিশের পোশাক, তাই দেখেই সাধারণ গুণ্ডারা একেবারে ঘাড়বে যেতো। এবারও তার ব্যতিক্রম ছিলো না।

কালো রেশমী কোট পরা প্রথম ছোকরাকে নেরি জিজ্ঞেস করলো, "কি নাম তোমার? ছেলেটা একটা আইরিশ নাম বললো। নেরি তাকে বললো, "রাস্তা থেকে কেটে পড়ো। আবার যদি আজ রাতে তোমাকে দেখতে পাই, তোমাকে ক্রুশে ঝোলাবো।" টর্চ-বাতি দিয়ে ইঙ্গিত করতেই ছেলেটা তাড়াতাড়ি সরে পড়লো। পর পর আরো দুটো ছেলের সঙ্গে এই একই ব্যাপার হলো। নেরি ওদেরও ছেড়ে দিলো। চতুর্থ ছেলেটা একটা ইতালিয় নাম বলে নেরির দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলো, যেন আত্মীয়তার দাবি করছে। নেরিকে দেখেই তার ইতালিয় বংশ ধরা পড়ে যেতো। এক মুহূর্ত ছেলেটার দিকে তাকিয়ে নিষ্প্রয়োজন ভাবে নেরি জিজ্ঞেস করলো, "তুমি কি ইতালিয়?" ছেলেটা পরম আশ্বস্তভাবে হাসলো।

অমনি তার মাথায় নেরি প্রচণ্ড এক টর্চের বাড়ি মারলো। ছেলেটা হাঁটু গেড়ে বসে পড়লো। কপালের চামড়া-মাংস ফেটে মুখের ওপর দিয়ে রক্তের স্রোত বইতে লাগলো। তবে আঘাতটা হাড় পর্যন্ত পৌছায়নি। কর্কশভাবে নেরি তাকে বললো, "হারামজাদা, তুই ইতালির কলঙ্ক। তোর জন্য আমাদের বদনাম হয়। উঠে দাঁড়া।" ছেলেটার গায়ে একটা লাথি দিলো

নেরি, আস্তেও নয়, খুব জোরেও নয়। 'যা বাড়ি যা, আর পথে বের হবি না। আর কখনো যেন তোকে ঐ কোট পরতে না দেখি। দেখলে তোকে হাসপাতালে পাঠাবো। এখন বাড়ি যা। তোর ভাগ্য যে আমি তোর বাবা নই।"

বাকি ছেলে দুটোকে নিয়ে নেরি আর মাথা ঘামালো না। তাদের পশ্চাতে লাথি মারতে মারতে অনেকখানি পথ পার করে দিয়ে শুধু বললো সে রাতে যেন তারা আর পথে না বেরোয়।

এসব মোকাবিলা এমন তাড়াতাড়ি সংঘটিত হয়ে যেতো যে ভিড় জমার, কিংবা নেরির আচরণের প্রতিবাদ জানাবার সময় থাকতো না। নেরি টহলদার গাড়িতে চড়ার সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গী গাড়ি হাঁকিয়ে অদৃশ্য হয়ে যেতো। অবশ্য মাঝে মধ্যে এককেটা সত্যিকার মারকুটে ছেলের দেখা পাওয়া যেতো, তারা লড়তে আসতে, ছোরা-ছুরিও বের করতো। এদের বাস্তবিকই শোচনীয় অবস্থা হতো। নেরি তাদের হিংস্রভাবে পিটিয়ে রক্তাক্ত ক'রে টহলদার গাড়িতে ছুঁড়ে ফেলতো। তারপর তাদের গ্রেপ্তার করা হতো, পুলিশ-অফিসারকে আক্রমণ করার অভিযোগে। তবে সাধারণতঃ ওরা হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাওয়া অবধি বিচার মুলতুবি রাখতে হতো।

অবশেষে নেরিকে ইউনাইটেড নেশন্স এলাকায় বদলি করা হলো। তার প্রধান কারণ ছিলো পূর্বতন থানার সার্জেন্টকে নেরি যথেষ্ট শ্রদ্ধা দেখাতো না। এখন ইউনাইটেড নেশন্সের কর্মীদের ছিলো রাষ্ট্রদূতের অনাক্রম্যতা, তারা পুলিশের নিয়মের ধার ধারতো না, যেখানে-সেখানে গাড়ি পার্ক করতো। নেরি থানায় গিয়ে নালিশ করাতে ওকে বলা হয়েছিলো এই নিয়ে যেন পানিতে নাড়া না দেয়, ওদিকে যেন চোখ বুজে থাকে। একদিন রাতে কিন্তু অসাবধানে রাখা গাড়ির জন্য একটা ছোট রাস্তায় যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে গেলো। ততোক্ষণে রাত বারোটা বেজে গিয়েছিলো, নেরি তার টর্চ-বাতিটা দিয়ে রাস্তার এক মাথা থেকে অন্য মাথা অবধি সব গাড়ির উইন্ডস্ক্রীন ভেঙে চুরমার করে দিয়েছিলো। গাড়ির মালিকরা যতোই গণ্যমান্য রাষ্ট্রদূত হোন না কেন, উইন্ডস্ক্রীন সারাতে কারো বেশ ক'দিনের কম লাগেনি। এ-রকম বর্বরতার বিরুদ্ধে স্থানীয় থানায় স্রোতের মতো অভিযোগ আসতে লাগলো।

এক সপ্তাহ ধরে উইন্ডস্ক্রীন ভাঙার পর আসল ব্যাপার সম্পর্কে কর্তৃপক্ষের চৈতন্যের উদয় হওয়াতে, অ্যালবার্ট নেরিকে হার্লেমে বদলি করে দেয়া হলো।

তার অল্পদিন পরেই একটা রবিবার নেরি তার স্ত্রীকে ব্রুকলিনে তার বিধবা বোনের বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিলো। সব সিসিলিয়দের মতোই, অ্যালবার্ট নেরিও বোনকে বড় ভালোবাসতো, তাকে সব আঘাত থেকে হিংস্রভাবে রক্ষা করতে চাইতো। মাস দুই পর পর একবার করে গিয়ে নেরি দেখে আসতো বোন ভালো আছে কি না। বোন ওর চাইতে অনেক বড় ছিলো, তার বিশ বছর বয়সের একটি ছেলে ছিলো। ছেলেটার নাম টমাস, বাপের শাসন না থাকায়, মাকে জ্বালাচ্ছিলো। কয়েকটা ছোটো-খাটো বিপদে পড়েছিলো, কেমন দুর্দান্ত স্বভাবের হয়ে উঠেছিলো। পুলিশে নেরির কিছু প্রভাব ছিলো, তারই জোরে একবার টমাসকে ছিঁচকে চুরির দায় থেকে সে রক্ষাও করেছিলো। সেবার কোনোমতে নেরি রাগ দমন করেছিলো, তবে ভাগ্নেকে খুব সাবধান করে দিয়েছিলো। বলেছিলো, "টমি, আবার তুমি

আমার বোনকে কাঁদাবে তো আমি নিজে এসে তোমাকে সোজা করবো।" কথাটা ভীতি-প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে বলা হয়নি, শুভার্থী মামার সতর্কবাণী মাত্র। যদিও টমি ছিলো ব্রুকলিনের ঐ গুণ্ডাপাড়ার ছোকরাদের মধ্যে সব চাইতে জবরদস্ত, মামার ভয়ে সে কিন্তু জুজু!

এবার যখন নেরি বোনের বাড়ি গিয়েছিলো, শনিবার রাতে খুব দেরি করে ফিরে টম অনেক বেলা অবধি ঘুমাচ্ছিলো। ওর মা ওকে ডাকতে গেলো, বললো কাপড়চোপড় পরে মামা-মামীর সঙ্গে দুপুরে খেতে বসবে এসো। মাঝখানের দরজাটা একটু খোলা ছিলো, ভেতর থেকে ছেলের কর্কশ উত্তরটা শোনা গেলো, "তাতে আমার বয়ে গেলো আমাকে ঘুমাতে দাও।" কাজে কাজেই কুণ্ঠিতভাবে মা আবার রান্না-ঘরে ফিরে এলো।

শেষ পর্যন্ত ওকে বাদ দিয়েই খাওয়া হলো। নেরি বোনকে জিজ্ঞেস করেছিলো এর মধ্যে টম আর ওকে কোনো বাড়াবাড়ি রকমের জ্বালাতন করেছে কি না, বোন মাথা নেড়েছিলো।

নেরি আর তার স্ত্রী সবে বিদায় নিচ্ছে, এমন সময় টমি অবশেষে উঠলো। কোনোমতে গজগজ করে একটা 'হ্যালো' বলে, সে গিয়ে রান্না-ঘরে ঢুকলো। রান্না-ঘর থেকে চেঁচিয়ে বললো, "মা, আমার জন্য কিছু রেঁধে দেবে না?" কথাগুলো অনুরোধের মতো শোনালো না। বরং মনে হলো আহ্লাদে ছেলের আব্দার।

মা-ও তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলে উঠলো, "একেবারে রাতে খাবার সময়ে উঠো, তখন খেও। আমি তোমার জন্য আরেকবার রাঁধতে পারবো না।"

বিশ্রী একটা দৃশ্য, সংসারে যেরকম প্রায়ই ঘটে থাকে। কিন্তু ঘুম থেকে সদ্য উঠে টমির মেজাজ খিট্-খিটে হয়েছিলো, সে একটা ভুল ক'রে বসলো। সে বললো, "উঃ, চুলায় যাও তুমি আর তোমার খ্যাচ্-খ্যাচানি! আমি বাইরে খেতে যাচ্ছি।" কথাগুলো বলামাত্র সে বুঝতে পারলো যে বলা উচিত হয়নি।

ইঁদুরের ওপর বেড়ালের মতো ওর ঘাড়ে লাফিয়ে পড়লো ওরা মামা। এই একটা বিশেষ দিনে মাকে ওভাবে অপমান করার জন্য যতো না, তার চাইতে বেশি কারণ হলো যে স্পষ্ট বোঝা গেলো কেউ কাছে না থাকলে মায়ের সঙ্গে ও ঐভাবেই কথা বলে। মামার সামনে এর আগে টমি কখনো মায়ের সঙ্গে ঐভাবে কথা বলেনি। এই রোববার স্রেফ অসাবধানতাবশতঃ বলে ফেলেছে। সেটা ওর নিজেরই দুর্ভাগ্য।

দু'জন মহিলার ভীত দৃষ্টির সামনে নেরি ভাগ্নেকে নির্মমভাবে, সযত্নে সর্বাঙ্গে পেটালো। প্রথমে ছেলেটা আত্মরক্ষার চেষ্টা করেছিলো, কিন্তু খুব জলদি সে সব ছেড়ে দিয়ে, দয়া ভিক্ষা করতে শুরু করেছিলো। যতোক্ষণ না ওর ঠোঁট ফুলে রক্ত বোরোয়, নেরি ওর গালে চড় মারলো। মাথা ধরে জোরে দেয়ালে ঠুকে দিলো। পেটে ঘুঁষি মেরে মাটিতে ফেলে মুখ ঘষে দিলো। তারপর মহিলাদের দু'জনকে অপেক্ষা করতে বলে টমিকে রাস্তায় নিয়ে গিয়ে, গাড়িতে তুলে বসালো। তারপর তাকে হুমকি দিলো। "আবার যদি আপার কাছে শুনি তুমি ওভাবে কথা বলেছো, তখন যা করবো, তার তুলনায় আজকের মারটাকে মেয়ে-মানুষের চুমু মনে হবে। আমি দেখতে চাই যে তুমি একেবারে শুধরে গেছো। এখন বাড়ি গিয়ে আমার স্ত্রীকে বলো আমি তার জন্য অপেক্ষা করছি।"

এই ঘটনার দু'মাস পরে নেরি একদিন ডিউটি শেষ ক'রে অনেক রাতে বাড়ি ফিরে দেখলো ওর স্ত্রী ওকে ছেড়ে চলে গেছে। কাপড়চোপড় গুছিয়ে নিয়ে সে বাপের বাড়ি চলে গিয়েছিলো। শ্বশুর ওকে বললেন যে রিটা ওকে ভয় করে। ওর এমন রাগ যে রিটার ওর সঙ্গে থাকতে ভয় লাগে। শুনে নেরি স্তম্ভিত, কথাটা বিশ্বাসই হচ্ছিলো না।

স্ত্রী গায়ে কখনো হাত তোলেনি, কখনো কোনো রকম ভয়ও দেখায়নি, তার প্রতি ওর মনে ভালোবাসা ছাড়া আর কিছুর স্থান ছিলো না। ওর এই আচরণে নেরি এতোই বিভ্রান্ত হয়েছিলো যে স্থির করেছিলো কয়েক দিন যাক, তারপর ওর বাপের বাড়ি গিয়ে ওর সঙ্গে কথা বলবে।

দুর্ভাগ্যক্রমে এর পরের রাতেই ডিউটিতে গিয়ে একটা গোলমালে পড়তে হলো। হার্লেম থেকে ডাক এলো, মারাত্মক আক্রমণের ব্যাপার, নেরির গাড়ি সেখানে গেলো। গাড়ি একেবারে থামবার আগেই অভ্যাস মতো নেরি লাফিয়ে নেমে পড়লো। রাত বারোটা বেজে গিয়েছিলো, ওর হাতে ছিলো সেই টর্চ-বাতিটা। অকুস্থল খুজে পেতে কষ্ট হলো না। একটা বস্তি বাড়ির দরজায় লোকের ভিড় দেখা গেলো। একজন নিগ্রো মেয়ে নেরিকে বললো, "ওখানে একটা লোক একটা ছোট মেয়েকে কেটে ফেলেছে।"

নেরি বাড়িটার হল্‌ঘরে ঢুকলো। হল-ঘরের অন্য মাথায় একটা খোলা দরজা দিয়ে আলো বের হচ্ছিলো, গোঙানির শব্দও শোনা যাচ্ছিলো। টর্চবাতি হাতে নিয়েই, হল পেরিয়ে নিয়ে খোলা দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকলো।

ঢুকেই দুটো দেহের ওপর হোঁচট খেয়ে প্রায় পড়েই যাচ্ছিলো। একজন বছর পঁচিশের নিগ্রো মেয়ে, অন্যজন নিগ্রো কিশোরী, তার বয়স বারো বছরের বেশি হবে না। দু'জনেরই গায়ে মুখে ক্ষুর দিয়ে কাটার দাগ। বসার ঘরে আততায়ীকেও নেরি দেখতে পেলো। লোকটাকে ও চিনতো।

তার নাম ওয়াক্স বেন্‌স্, বেশ্যাবাড়ির দালাল, মাদক ব্যবসায়ী, গুণ্ডা। নেশার ঘোরে এখন তার চোখ ঠিক্‌রে বেরিয়ে আসছিলো, হাতে ধরা রক্ত-মাখা ছুরিটা কাঁপছিলো। এর দু সপ্তাহ আগে, একজন বেশ্যাকে রাস্তায় গুরুতরভাবে মারধোর করার জন্য নেরি এই লোকটাকে গ্রেপ্তার করেছিলো। বেন্‌স্ ওকে বলেছিলো, "দ্যাখো , এর সঙ্গে তোমার কোনো সম্পর্ক নেই।" নেরির সহকারীও এই রকম কি যেন বলেছিলো, নিগ্রোগুলোর ইচ্ছা হয় তো পরস্পরকে কেটে কুচি-কুচি করুক না। নেরি কিন্তু ওকে টেনে থানায় নিয়ে গিয়েছিলো। অবশ্য তার পরদিনই সে জামিনে খালাস পেয়েছিলো।

নেরি কোনো দিনই নিগ্রোদের খুব একটা পছন্দ করতো না, আর হার্লেমে কাজ করতে এসে পছন্দটা আরো কমে গিয়েছিলো। বাড়ির মেয়েরা চাকরি করতো, বেশ্যাগিরি করতো আর পুরুষগুলো খালি নেশা করতো, মদ খেতো। হারামজাদাগুলোর একটাকেও নেরি সহ্য করতে পারতো না। কাজেই বেন্‌সের এ রকম বেপরোয়া ভাবে আইন অমান্য করা দেখে ও রেগে আগুন হয়ে গেলো। আর ক্ষুর দিয়ে কাটা-ছেঁড়া ছোট মেয়েটাকে দেখে ওর গা-বমি করতে লাগলো। ঠাণ্ডা মাথায়, নেরি মনে মনে স্থির করলো এ লোকটাকে গ্রেপ্তার করবে না। এদিকে ওর পেছনে-পেছনে ফ্ল্যাটের ভেতরে গাদা গাদা সাক্ষী এসে ঢুকেছিলো, কেউ কেউ ঐ বাড়িরই বাসিন্দা, নেরির টহলদার গাড়ির সহকারীও এসেছিলো।

নেরি বেন্‌স্‌কে হুকুম করলো, "ছুরি ফেলো, তোমাকে গ্রেপ্তার করা হলো।"

বেন্‌স্ হেসে উঠলো, "আরে ভাই, আমাকে গ্রেপ্তার করতে হলে তোমার বন্দুক লাগবে।" তারপর ছুরি তুলে বললো, "নাকি এটা চাও?"

তীরবেগে ছুটে গেলো নেরি, যাতে সহকারী বন্দুক বের করার সময় না পায়। নিগ্রো

লোকটি ছুরি মারলো, কিন্তু নেরির অদ্ভূত প্রতিক্রিয়া ছিলো, বাঁ-হাতের তালু দিয়ে কোপটা আটকালো। আর ডান হাত ঘুরিয়ে টর্চ-বাতি দিয়ে একটা বাড়ি দিলো। আঘাতটা লাগলো বেন্‌সের মাথার পাশে, সে হাঁটু মুড়ে মাতালের মতো হাস্যকর ভাবে বসে পড়লো। হাত থেকে ছুরি পড়ে গেলো। লোকটা একেবারে অসহায় হয়ে পড়লো। কাজেই নেরির দ্বিতীয় আঘাতটা কোনোমতেই সমর্থনযোগ্য ছিলো না। এ কথা পুলিশের বিভাগীয় শুনানিতে আর পরে ফৌজদারি আদালতে বিচারের সময় প্রত্যক্ষদর্শীদের আর নেরির সহকর্মীর সাক্ষ্য থেকেও প্রমাণ হয়ে গিয়েছিলো। বেন্‌সের মাথার খুলির ওপরে নেরি এমনই প্রচণ্ড বাড়ি মেরেছিলো যে টর্চ-বাতির কাঁচ টুকরো-টুকরো হয়ে গিয়েছিলো, এনামেল করা ঢাকনিটা আর বাল্বটা ছিট্‌কে বেরিয়ে ঘরের অন্য পাশে গিয়ে পড়েছিলো। টর্চের ভারি এনামেলে চোঙাটা পর্যন্ত বেঁকে গিয়েছিলো, ভেতরে ব্যাটারির সেলগুলো না থাকলে দুমড়ে দু-ভাঁজ হয়ে যেতো। ঐ বাড়ির বাসিন্দা, একজন নিগ্রো, স্তম্ভিত হয়ে বলেছিলো, "বাপ রে, ঐ নিগ্রোর মাথাটা কি শক্ত!"

কিন্তু তাই বলে বেন্‌সের মাথাটা যথেষ্ট শক্ত ছিলো না। আঘাতের চোটে খুলিটা ফেটে গিয়েছিলো। এই ঘটনার দু'ঘন্টা পরে সে হার্লেমের হাসপাতালে মারা গিয়েছিলো।

অতিমাত্রায় বলপ্রয়োগের জন্য যখন তাকে বিভাগীয় অভিযোগের সম্মুখীন হতে হয়েছিলো, অ্যালবার্ট নেরি ছাড়া কেউ এতোটুকু আশ্চর্য হয়নি। তাকে সাসপেণ্ড করা হলো, তার নামে ফৌজদারি মামলা জারি করা হলো। নরহত্যার জন্য সে অভিযুক্ত হলো, দোষী সাব্যস্ত হলো, এক থেকে দশ বছর পর্যন্ত কারাবাসে নেরি দণ্ডিতও হলো। ততোদিনে কিন্তু ব্যর্থ আক্রোশে আর সমস্ত সমাজের প্রতি বিদ্বেষে ওর মন এমনই ভরে গিয়েছিলো যে রায় শুনে সে একেবারে বেপরোয়া হয়ে উঠেছিলো। শেষে ওকেই অপরাধী সাব্যস্ত করলো এতো বড় আস্পর্ধা! ঐ নিগ্রো বেশ্যার দালালটার মতো একটা জানোয়ারকে মেরে ফেলেছে ব'লে কি না ওকে জেল দিলো, এমন আস্পর্ধা!! ঐ যে মহিলাকে আর ছোট মেয়েটাকে কেটে-কুটে জন্মের মতো বিকলাঙ্গ করে দিলো, এখন পর্যন্ত তারা হাসপাতালে পড়ে আছে, তাদের জন্য কারো কিছু এসে গেলো না!!

জেলকে নেরি ভয় করতো না। ওর বিশ্বাস ছিলো যেহেতু ও পুলিশে কাজ করতো আর বিশেষ করে ওর অপরাধটার প্রকৃতির জন্য ওর সঙ্গে ভালো ব্যবহারই করা হবে। পুলিশ অফিসারদের মধ্যে কয়েকজন বন্ধু তারই মধ্যে ওকে আশ্বাস দিয়েছিলো যে তাদের বন্ধুবান্ধবদের কাছে ওর কথা বলে দেবে। একমাত্র ওর শ্বশুর, বিচক্ষণ সেকেলে ইতালিয় ব্যবসায়ী, ব্রঙ্কসের ওদিকে একটা মাছের বাজারের মালিক তিনি, তিনিই বলেছিলেন জেলে গেলে অ্যালবার্ট নেরি এক বছরও বাঁচবে কি না সন্দেহ। হয় ওর সঙ্গী কোনো কয়েদী ওকে মেরে ফেলবে, নয়তো ও তাদের একজনকে মেরে ফেলবে, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহই নেই। ওর মেয়ে এতো ভালো স্বামীকে শুধু মেয়েলী ঢং ক'রে ছেড়ে গিয়েছিলো বলে শ্বশুর নিজেকে অপরাধী ভাবতো। তার সাথে কর্লিয়নি পরিবারের যোগাযোগ ছিলো, তাঁদের প্রতিনিধির কাছে উনি আত্মরক্ষার্থে টাকা দিতেন, তাছাড়া উপহারস্বরূপ ওর সেরা মাছগুলো তাঁদের বাড়িতে পাঠাতেন। নেরির শ্বশুর নিজে গিয়ে তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতা প্রার্থনা করেছিলেন।

কর্লিয়নি পরিবারের লোকরা অ্যালবার্ট নেরির কথা জানতো। ন্যায়-পরায়ণ জবরদস্ত

পুলিশের লোক বলে ও একটা কিংবদন্তীর মতো ছিলো। লোকে বলতো ওকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করা যায় না, পুলিশের ইউনিফর্ম আর নায্যভাবে যে বন্দুকটা ওর সঙ্গে থাকতো, সেগুলোকে বাদ দিলেও ওর ঐ ব্যক্তিত্বের জন্যই সকলে ওকে ভয় করতো। ঐ ধরনের লোক সম্বন্ধে কর্লিয়নি পরিবারের বরাবরই উৎসাহ ছিলো। ও যে পুলিশের কর্মী, ওদের কাছে সে তথ্যটার ততোখানি মূল্য ছিলো না। বহু যুবক ভুল পথ ধরে তাদের ভবিতব্যের ঠিক লক্ষ্যে পৌঁছে যায়। সময় এবং ভাগ্য তাদের সহায় হয়।

অব্যর্থভাবে ভালো কর্মী শুঁকে-শুঁকে বের করার ক্ষমতা ছিলো পিট ক্লেমেন্‌জার, টম হেগেনের নজরে নেরির ব্যাপারটা সেই-ই এনেছিলো। পুলিশের বিভাগীয় বিবরণ পড়ে আর ক্লেমেন্‌জার বিবরণী শুনে হেগেন বলেছিলো, "এইখানে বোধহয় আরেকটি লুকা ব্রাসির সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে।"

ক্লেমেন্‌জা সোৎসাহে মাথা নেড়ে সায় দিয়েছিলো। লোকটা অনেক মোটা হলেও, ওর মুখে মোটা মানুষের অমায়িকতার চিহ্ন দেখা যেতো না। সে বললো, "আমারও ঠিক তাই মনে হচ্ছে। এদিকে মাইকের নিজের একটু নজর দেয়া উচিত।"

কাজেই ঘটনাচক্রে অ্যালবার্ট নেরিকে তার সাময়িক কারাগার থেকে রাজ্যের অন্যত্র স্থায়ী আবাসে নিয়ে যাবার আগেই তাকে জানানো হলো যে উচ্চ পুলিশ পদাধিকারীদের পেশ করা নতুন তথ্য আর হলফনামায় ওপর নির্ভর ক'রে জজ এর পুনর্বিচার করেছেন। আগেকার রায় মওকুফ হয়েছে। নেরিকে মুক্তি দেয়া হলো।

অ্যালবার্ট নেরি মোটেই বোকা ছিলো না, ওর শ্বশুরও লাজুক লতাটি ছিলেন না। নেরি সব কিছু শুনে রিটার সঙ্গে বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘুচিয়ে শ্বশুরের ঋণ পরিশোধ করেছিলো। তারপর সে লংবিচে গেলো তার উপকারীদের কৃতজ্ঞতা জানাতে। বলা বাহুল্য আগে থাকতেই তার ব্যবস্থা করা হয়েছিলো। মাইকেল তার সঙ্গে লাইব্রেরিতে দেখা করেছিলো।

সহজ কথায় ধন্যবাদ জানিয়েছিলো নেরি, এবং মাইকেল যে-রকম সহৃদয়তার সঙ্গে সেটি গ্রহণ করেছিলো, তাই দেখে নেরি আশ্চর্য আর কৃতার্থ হয়ে গিয়েছিলো।

মাইকেল বলেছিলো, "একজন সিসিলির সঙ্গে ওদের ওরকম ব্যবহার করতে দেই কি করে? ওদের উচিত ছিলো তোমাকে একটা পদক দেয়া। কিন্তু সব শালার রাজনীতিক দলীয় চাপ ছাড়া আর কিছুর ধার ধারে না। শোনো, আমি যদি সব খোঁজ-খবর নিয়ে এ-কথা না বুঝতাম যে তোমার ওপর ভয়ঙ্কর অবিচার করা হয়েছে, তাহলে আমি এর মধ্যে হস্তক্ষেপ করতাম না। আমাদের লোকদের একজন তোমার বোনের সঙ্গে কথা বলেছে, তোমার বোন বলেছেন তুমি সবসময় তার আর তার ছেলের জন্য কতো ভেবেছো, ছেলেটাকে সোজা করে দিয়েছো, যাতে বিগড়ে না যায় সেই ব্যবস্থা করেছো। তোমার শ্বশুর বলেন তোমার মতো ভালো লোক হয় না। এ-রকম খুব একটা শোনা যায় না।" বুদ্ধি ক'রে নেরির স্ত্রীর গৃহত্যাগের কথা মাইকেল উল্লেখ করেনি।

কিছুক্ষণ ওরা বসে গল্প করেছিলো। চিরকালই নেরির চাপা স্বভাব, কিন্তু এখন নিজ থেকেই মাইকেল কর্লিয়নির সঙ্গে সে মন খুলে কথা বলেছিলো। মাইকেল হয়তো ওর চাইতে মাত্র পাঁচ-বছরের বড় ছিলো, কিন্তু নেরি এমনভাবে কথা বলছিলো যেন মাইকেল অনেক বড়, ওর বাপের বয়সী।

শেষ পর্যন্ত মাইকেল বলেছিলো, "তোমাকে জেল থেকে ছাড়িয়ে এনে, ব্যস্ অকূলে ভাসিয়ে দেবার তো কোনো মানে হয় না। আমি তোমার জন্য কিছু কাজের বন্দোবস্ত করতে পারি। লাস ভেগাসে আমাদের বিষয়-আশয় আছে, তোমার এই রকম অভিজ্ঞতা নিয়ে স্বচ্ছন্দে সেখানকার নিরাপত্তার ভার নিতে পারবে। কিংবা যদি নিজে কোনো ছোট-খাটো ব্যবসা খুলতে চাও, ব্যাঙ্ক থেকে যাতে মূলধনের টাকা অগ্রিম পাও, তার ব্যবস্থা করে দিতে পারি।"

কৃতজ্ঞতা আর কুণ্ঠায় নেরি অভিভূত হয়ে পড়েছিলো। গর্বের সঙ্গে ঐ-সব প্রত্যাখ্যান করে বলেছিলো, "আমার দণ্ড মওকুফ হলেও আমাকে আদালতের এলাকার মধ্যে থাকতে হবে যে।"

চট-পট মাইকেল বললো, "ও-সব বাজে কথা। ওটা আমি ঠিক করে দিতে পারবো। পরিদর্শনের কথা ভুলে যাও, ব্যাঙ্ক থেকে যাতে কোনো কথা না ওঠে, তাই তোমার 'হলুদ কাগজ'টা সরিয়ে ফেলার ব্যবস্থাও করতে পারি।"

যে কোনো ব্যক্তির অপরাধের তালিকা তৈরি করে রাখতো পুলিশ থেকে, তাকেই বলা হতো 'হলুদ কাগজ'। কোনো আসামীকে দণ্ড দেবার আগে জজের হাতে সাধারণতঃ ঐ হলুদ কাগজটি দেয়া হতো, তিনি সেটি পড়ে দেখে তবে স্থির করতেন কি রায় দেবেন। এতোকাল পুলিশে কাজ করার ফলে নেরি ভালো করেই জানতো যে কেউ বদমাইশকে লঘু দণ্ড দেয়া হয়ে থাকে, কারণ পুলিশের রেকর্ড বিভাগ ঘুষ খেয়ে নির্দোষ 'হলুদ কাগজ' তৈরি করে দেয়। কাজেই মাইকেল কর্লিয়নি ঐ কাজ করতে পারে শুনে সে খুব একটা আশ্চর্য হলো না। তবে তার জন্য মাইকেল এতোটা কষ্ট করবে শুনে নেরি আশ্চর্য হয়েছিলো।

মাইকেলকে সে বলেছিলো, "সাহায্য দরকার হলে, আপনাকে জানাবো।"

মাইকেল বললো, "খুব ভালো, এসো, আমার আর আমার পরিবারের সঙ্গে খাবে চলো। বাবা তোমার সঙ্গে দেখা করতে চান। চলো, তার বাড়িতে হেঁটে যাই। মা নিশ্চয় লঙ্কা ভাজা, ডিম, সসেজ ইত্যাদি তৈরি করে রেখেছেন। খাঁটি সিসিলিয় কায়দায়।"

কৈশোরের পর এতো আনন্দে অ্যালবার্ট নেরির দুপুরবেলা কাটেনি। ওর পনেরো বছর বয়সে মা-বাবাকে হারাবার পর আর কখনো নয়। ডন কর্লিয়নি খুবই প্রসন্ন মেজাজে ছিলেন, তিনি যখন আবিষ্কার করলেন যে নেরির মা-বাবার আদি বাস ছিলো যে ছোট গ্রামটিতে, সেখান থেকে তাঁদের গ্রামে হেঁটে যেতে মাত্র কয়েক মিনিট সময় লাগে, খুব খুশি হলেন। খুব সদালাপ হলো, খাবার-দাবার বেশ উপাদেয়, মদটির রঙ গাঢ় লাল, ভারি পুষ্টিকর। নেরির খেয়াল হলো এ যেন নিজের আপন জনের মাঝখানে এসে পড়েছে। ও জানতো আজ ও এখন বহিরাগত অতিথি। কিন্তু এ-ও বুঝতে পারলো যে এখানে ও একটা স্থায়ী জায়গা পেতে পারে, এ জগতে ও সুখি হতে পারে।

মাইকেল আর ডন ওর সঙ্গে গাড়ি পর্যন্ত হেঁটে গেলেন। ডন ওর সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক করে বললেন, "ভালো ছেলে তুমি। এই যে আমার ছেলে মাইকেলকে দেখছো, আমি ওকে জলপাই তেলের ব্যবসা শেখাচ্ছি। বুড়ো হচ্ছি, অবসর নিতে চাই। এমন সময় ও এসে বলে কি না তোমার ব্যাপারে মাথা গলাতে চায়। আমি বলি কি তেলের ব্যবসা শিখছিস, তাই নিয়েই থাক। তা মানবে না। বলে তুমি খুব ভালো লোক, সিসিলিতে বাড়ি, আর ওরা কি না

ওর ওপর এই রকম অবিচার করেছে। কেবলই ঐ রকম বলে, এতোটুকু শান্তি দেয় না আমাকে, যতোক্ষণ না আমি হাত লাগালাম। তোমাকে এতো কথা বলার কারণ যে আমার মতে ও ঠিকই বলেছিলো। এখন তোমার সঙ্গে দেখা হওয়াতে, আমরা হস্তক্ষেপ করেছিলাম বলে আমি খুব আনন্দ পাচ্ছি। কাজেই তোমার জন্য যদি আর কিছু করতে পারি, সে উপকারটুকু চেয়ো। বুঝতে পারলে? আমরা তোমার জন্য কিছু করতে পারলেই খুশি।"

(ডনের দয়ার কথা মনে করে নেরি ভাবছিলো আজ তিনি বেঁচে থাকলে কি ভালোই না হতো, নিজে দেখে যেতেন আজ সে কেমন সেবা দেবে।)

মন ঠিক করতে নেরির তিন দিনও সময় লাগেনি। সে বুঝতে পারছিলো ওকে তোয়াজ করা হচ্ছে, কিন্তু তারও বেশি কিছু বুঝতে পারছিলো। বুঝতে পারছিলো যে যে-কাজের জন্য সমাজ তাকে দোষী সাব্যস্ত করে দণ্ড দিয়েছিলো। কর্লিয়নি পরিবার সেই কাজ অনুমোদন করে। কর্লিয়নি পরিবার ওর মূল্য বোঝে, সমাজ বোঝে না। বুঝতে পারছিলো বাইরের জগতের চাইতে এই যে-জগৎ কর্লিয়নিরা তৈরি করেছে এখানে সে অনেক বেশি সুখে থাকবে। তাছাড়া নেরি এও বুঝেছিলো যে তাদের নিজেদের সঙ্কীর্ণ সীমানার ভেতরে কর্লিয়নিরা সমাজের চাইতেও বেশি শক্তশালী।

মাইকেলের সঙ্গে আবার দেখা করেছিলো সে, তাকে নিজের দিকটা খোলাখুলি বলেছিলো। ভেগাসে কাজ করার ইচ্ছা ছিলো না, কিন্তু নিউইয়র্কে ওদের কাজ করতেও রাজি। নিজের বিশ্বস্ততা সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ রাখেনি সে। শুনে মাইকেল যে অভিভূত হয়েছিলো, সেটা নেরিও লক্ষ্য করেছিলো। সমস্ত ব্যবস্থা হয়ে গেলো। কিন্তু মাইকেল প্রথমেই নেরিকে মিয়ামিতে কর্লিয়নিদের হোটেলে কয়েক দিনের জন্য ছুটি কাটাতে জোর করে পাঠিয়ে দিলো। খরচপত্র লাগলো না, এক মাসের বেতন আগাম দেয়া হলো, যাতে একটু আমোদ-প্রমোদ করার টাকা হাতে থাকে।

এই প্রথম নেরি বিলাসিতার আস্বাদ পেলো। হোটেলের লোকরা ওর বিশেষ আদর-যত্ন করেছিলো, বলেছিলো, "আরে, আপনি যে মাইকেল কর্লিয়নির বন্ধু।" কথাটা জানাজানি হলো। ওকে সব চাইতে শৌখীন সুইটের মধ্যে একটা দেয়া হলো। গরীব আত্মীয়স্বজনদের যেরকম ক্ষমা-ঘেন্না করে সস্তার ঘর দেয়া হয়, এটা সে-রকম ব্যবস্থা নয়। যে-লোকটার হাতে নাইট-ক্লাবের ভার ছিলো সে ওকে কয়েকজন সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলো। নেরি যখন আবার নিউইয়র্কে ফিরে এলো, জীবন সম্বন্ধে ওর মোটের ওপর ধারণাটা ততোদিনে একটু বদলে গিয়েছিলো।

ওকে ক্লেমেন্‌জার দলে ঢুকিয়ে দেয়া হলো; কর্মী যাচাই করতে ক্লেমেন্‌জা ছিলো যেমন মেজাজী তেমনি দক্ষ, সে ওকে ভালো ক'রে পরখ করে নিলো। কিছু সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়েছিলো। যাই হোক না কেন, এককালে তো নেরি পুলিশের লোক ছিলো। কিন্তু ওর মধ্যে একটা সহজাত হিংস্রতা ছিলো; আইনের বিপক্ষদলের সঙ্গে কাজ করতে যদি বা ওর শুরুতে মনে মনে একটু 'কিন্তু' থেকে থাকে, ঐ হিংস্রতার জোরে সে-সব ঘুচে গেলো। ঝানু হয়ে উঠতে নেরির এক বছরও লাগেনি। ততোদিনে ফেরার পথ বন্ধ হয়ে গিয়েছিলো।

ক্লেমেন্‌জা ওর প্রশংসায় পঞ্চমুখ। আশ্চর্য মানুষ নেরি, নতুন লুকা ব্রাসি অহংকার করে ক্লেমেন্‌জা বলতো, এ লুকার চাইতেও ভালো হবে। হাজার হোক, নেরিকে তো-ক্লেমেন্‌জা

আবিষ্কার করেছিলো। শারীরিক দিক থেকে লোকটাকে দেখলে অবাক হতে হতো। এমনই তার প্রতিক্রিয়া, এমনই সমন্বয়-বোধ যে ইচ্ছা করলেই ও বেস্ বল খেলায় নেমে আরেকটা জো ডিম্যাজিও হতে পারতো। সেই সঙ্গে ক্রেমেন্‌জা এও জানতো যে ওর মতো একজন লোক নেরির মতো মানুষকে কখনোই সামলাতে পারবে না। নেরিকে তাই সরাসরি মাইকেল কর্লিয়নির কাছে জবাবদিহি করতে হতো, প্রয়োজন হলে টম হেগেনের মধ্যস্থতায়। নেরি হলো একজন বিশেষ ব্যক্তি, সেই হিসাবে অনেক টাকা মাইনে পেতো, কিন্তু আলাদা ক'রে একটা জীবিকার ব্যবস্থা পেতো না, একটা বুক-মেকিং ব্যবসা, কিংবা পালোয়ানের দল, এ-সব নয়। স্পষ্টই বোঝা যেতো যে, কর্লিয়নির ওপর ওর অগাধ ভক্তি ছিলো। একদিন ঠাট্টা করে হেগেন মাইকেলকে বলেছিলো, 'কেমন, এবার তো তোমার লুকা ব্রাসি পেলে।'

মাইকেল মাথা দুলিয়ে সায় দিয়েছিলো। বাস্তবিকই কাজটা খুব ভালো হয়েছিলো। মৃত্যু পর্যন্ত অ্যালবার্ট নেরির বিশ্বাস অবিচলিত থাকবে। বলা বাহুল্য কায়দাটা স্বয়ং ডনের কাছ থেকেই শেখা। কাজ শেখার সময়, বাবার কাছে দর্ঘিদিন শিষ্যত্ব করার সময় মাইকেল একবার তাকে জিজ্ঞেস করেছিলো, "লুকা ব্রাসির মতো একটা লোককে তুমি কি ক'রে কাজে লাগালে? ও তো একটা জানোয়ার ছাড়া কিছু নয়।"

তখন ডন ওকে জ্ঞান দিতে বসেছিলেন। বলেছিলেন, "দ্যাখো, পৃথিবীতে এমন সব লোক আছে যারা নিহত হতেই চায়, দাবি করে বেড়ায়। এ রকম লোক নিশ্চয়ই তোমার চোখে পড়েছে। জুয়া খেলতে বসে তারা ঝগড়া করে, কেউ যদি তাদের গাড়ির ফেণ্ডারে দৈবাৎ এতোটুকু একটা আঁচড় কাটে, অমনি তারা রাগে অন্ধ হ'য়ে গাড়ি থেকে লাফিয়ে নেমে পড়ে; যেসব লোকের ক্ষমতা সম্বন্ধে তারা কিছুই জানে না, তাদের অপমান করে, তাদের ওপর অত্যাচার করে। আমি একটা লোককে দেখেছি, এমনই আহাম্মক যে ইচ্ছা ক'রে একদল বিপজ্জনক লোককে চটাচ্ছিলো, অথচ তার নিজের কোনো রকম সংস্থান ছিলো না। এমন সব লোক আছে যারা পৃথিবীময় এই দলে চ্যাঁচাতে-চ্যাঁচাতে ঘুরে বেড়ায়–আমাকে মারো! আমাকে মারো! আর সবসময়ই দেখা যায় তখন আরো কতোগুলো এসে জোটে যারা ওদের অনুরোধ রক্ষা করতে আগ্রহী। এ রকম ঘটনার কথা আমরা রোজ কাগজে পড়ি। বলা বাহুল্য এ ধরনের লোকরা অন্যেরও প্রচুর ক্ষতি করে।

লুকা ব্রাসি ছিলো এই জাতের লোক। কিন্তু এমনই অসাধারণ লোক ছিলো যে বহুদিন পর্যন্ত কেউ ওকে মারতে পারেনি। এদের অধিকাংশের সঙ্গেই আমাদের কোনো সম্পর্ক থাকে না, কিন্তু ব্রাসির মতো মানুষকে ঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারলে, সে একটা প্রবল অস্ত্রের মতো হয়ে দাঁড়ায়। গোপন কথাটা হলো যে ও যখন মৃত্যুকে ভয় পায় না, এমন কি তাকে খুঁজে বেড়ায়, তাহলে নিজেকে এমন মানুষ ক'রে গড়ে তুলতে হবে, যাতে একমাত্র তোমার হাতে ব্রাসি বাস্তবিকই মরতে চাইবে না। ওর ঐ একটি ভয়, সে মৃত্যুভয় নয়, সে ভয় হলো তুমি যদি তাকে মারতে চাও। এ যদি করতে পারো, ব্রাসি তোমার কেনা গোলাম হয়ে থাকবে। মৃত্যুর আগে ডন এর চাইতে মুল্যবান কোনো বিদ্যা মাইকেলকে দেননি। সেই বিদ্যার জোরে মাইকেল নেরিকে তার লুকা ব্রাসি ক'রে গড়ে তুলেছিলো।

অবশেষে এই মুহূর্তে, তার ব্রঙ্কসের বাসাবাড়িতে, একলা বসে, অ্যালবার্ট নেরি তার পুরনো পুলিশের পোশাকটি পরার যোগাড় করছিলো। সযত্নে পোশাকটাকেও সে বুরুশ

করছিলো। তারপর বন্দুক ঝোলাবার চামড়ার স্ট্র্যাপটাকেও পালিশ করতে হবে। পুলিশের টুপিটিও, তার সামনের 'ভাইজর'টা সাফ করা দরকার। মজবুত কারো জুতা-জোড়াকেও চক্‌চকে করতে হবে। খুশি মনে নেরি কাজ করে যাচ্ছিলো। এ জগতে সে তার নিজের জায়গাটি খুঁজে পেয়েছিলো। মাইকেল কর্লিয়নি তাকে একান্তভাবে বিশ্বাস করে, আজ নেরি সে বিশ্বাসের অন্যথা করবে না।

একত্রিশ

সেই দিনই দুটি লিমুজিন গড়ি লংবিচের প্রাঙ্গণের সামনে এসে থামলো। একটা বড় গাড়ি কনি কর্লিয়নি, তার মা, তার স্বামী আর দুই ছেলেকে নিয়ে এয়াপোর্টে যাবে ব'লে অপেক্ষা করে রইলো। পাকাপাকি ভাবে লাস ভেগাসে উঠে যাবার প্রস্তুতিস্বরূপ কার্লো রিট্‌সির পরিবার সেখানে ছুটি কাটাতে যাচ্ছিলো। কনির আপত্তি সত্ত্বেও মাইকেল কার্লোকে সেই রকম হুকুম দিয়েছিলো। মাইকেল কারো কাছে একটু কষ্ট করে বুঝিয়ে বলেনি যে কর্লিয়নি-বাজিনি সাক্ষাৎকারের আগেই সবাই প্রাঙ্গণ থেকে চলে যায়, তাই তার অভিপ্রায়। বাস্তবিকই ঐ সাক্ষাৎকারের কথাটা সম্পূর্ণ গোপন রাখা হয়েছিলো। পরিবারের নেতারা ছাড়া ও বিষয়ে কেউ কিছু জানতো না।

অন্য গাড়িটা কে'র জন্য, সে তার ছেলেদের নিয়ে নিউ হ্যাম্পশায়ারে বাপের বাড়ি বেড়াতে যাচ্ছিলো। মাইকেলকে প্রাঙ্গণেই থাকতে হবে, তার এতো গুরুত্বপূর্ণ কাজের চাপ যে কোথাও যাওয়া অসম্ভব।

আগের দিন রাতে মাইকেল কার্লোকে খবর পাঠিয়েছিলো যে কয়েক দিনের জন্য তারও প্রাঙ্গণে থাকা দরকার, সপ্তাহের শেষের দিকে না হয় পরিবারের সঙ্গে মিলিত হবে। কনি খুব রেগে গিয়েছিলো। মাইকেলকে ফোনে ধরতে চেষ্টা করেছিলো, কিন্তু সে তখন নিউইয়র্কে। এখন কনির চোখ দুটো প্রাঙ্গণের মধ্যে মাইকেলকে খুঁজে বেড়াচ্ছিলো, কিন্তু সে টম হেগেনের সঙ্গে বন্ধ ঘরে গোপনে পরামর্শ করছিলো, বিরক্ত করা অসম্ভব। কার্লো কনিকে গাড়িতে তুলে দেবার সময় কনি তাকে চুমু খেয়ে বিদায় নিলো।

কনি শাসাচ্ছিলো, "যদি তুমি দু'দিনের মধ্যে না আসো, আমি ফিরে এসে তোমাকে ধরে নিয়ে যাবো।"

কার্লো শান্তভাবে নম্র একটি স্বামীসুলভ যৌন ইঙ্গিতের হাসি দিয়ে বললো "আমি ঠিক হাজির হবো।"

জানালা দিয়ে ঝুঁকে কনি জিজ্ঞেস করলো, "আচ্ছা, মাইকেল তোমাকে থাকতে বললো কেন বলো তো?" দুশ্চিন্তায় ভুরু কুঁচকে গিয়েছিলো, দেখতে বয়স বেশি আর বিশ্রী লাগছিলো।

কার্লো কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললো, "আমাকে তো একটা বড় সুবিধা দেবে বলেছিলো। হয়তো সেই বিষয়েই কথা বলতে চায়। সে রকমই ইঙ্গিত করেছিলো।" সে রাতে বাজিনি পরিবারের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের কথা কার্লো জানতো না।

আগ্রহের সঙ্গে কনি বললো, "সত্যি, কার্লো?" কার্লো আশ্বাস দিয়ে মাথা নাড়লো। গাড়িটা প্রাঙ্গণের ফটক দিয়ে বেরিয়ে গেলো।

প্রথম গাড়িটা রওনা হয়ে গেলো, তারপর মাইকেল কে'কে আর নিজের ছেলে দুটিকে বিদায় জানাবার জন্য দেখা দিলো। কার্লোও এগিয়ে এসে কে-কে আরামে যেতে আর আনন্দে ছুটি কাটাতে বললো। অবশেষে দ্বিতীয় গাড়িটাও রওনা হয়ে ফটক দিয়ে বেরিয়ে গেলো।

মাইকেল বললো, "তোমাকে আটকে রাখতে হলো বলে আমি দুঃখিত, কার্লো। দু'দিনের বেশি লাগবে না।"

কার্লো তাড়াতাড়ি বললো, "না, না, আমার কোনো আপত্তি নেই।"

মাইকেল বললো, "ভালো কথা, ফোনের কাছে থাকো। দরকার হলেই ডাকবো। তার আগে কতোগুলো খবর জানতে হবে। কেমন?"

কার্লো বললো, "নিশ্চয়, মাইক, নিশ্চয়।" এই ব'লে নিজের বাড়ি গিয়ে তার রক্ষিতাকে ফোন ক'রে জানালো যে বেশি রাতে একবার যাবার চেষ্টা করবে। কার্লো খুব সতর্কতা অবলম্বন ক'রে ঐ মেয়েটাকে ওয়েস্টবারিতে রাখতো। তারপর এক বোতল রাই হুইস্কি নিয়ে সে অপেক্ষা করতে লাগলো। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করলো। দুপুরের কিছু পরেই ফটক দিয়ে গাড়ি ঢুকতে লাগলো। কার্লো একটা গাড়ি থেকে ক্লেমেন্‌জাকে নামতে দেখলো, কিছুক্ষণ পরে আরেকটা থেকে টেসিও বেরিয়ে এলো। রক্ষীদের একজন দু'জনকেই মাইকেলের বাড়ির ভেতরে নিয়ে গেলো। কয়েক ঘণ্টা বাদে ক্লেমেন্‌জা চলে গেলো, কিন্তু টেসিওকে আর দেখা গেলো না।

কার্লো একবার বেরিয়ে প্রাঙ্গণের মধ্যেই একটু হাওয়া খেয়ে এলো, তাতে দশ মিনিটের বেশি লাগলো না। প্রাঙ্গণে যে সমস্ত গার্ডরা পাহরা দিতো তারা সবাই ওর চেনা, কারো কারো সঙ্গে ওর একটু ভাবও ছিলো। ভাবলো তাদের সঙ্গে গল্প-গুজব ক'রে কিছুটা সময় কাটানো যাক। গিয়ে অবাক হয়ে দেখলো আজকের পাহারাদারদের মধ্যে চেনা কেউ নেই। সবাই অচেনা। তার চাইতেও আশ্চর্যের কথা, ফটকের ভার ছিলো রকো ল্যাম্পনির হাতে; কার্লো জানতো রকো ল্যাম্পনি এতোই উচ্চপদস্থ কর্মচারী যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ কিছু ঘটার সম্ভাবনা আছে, নইলে তাকে এতো নিকৃষ্ট কাজ দেয়া হতো না।

হৃদ্যতার সঙ্গে রকো হাসলো,"হ্যালো' বললো। কার্লো সতর্কতা অবলম্বন করলো। রকো বললো, "আরে, আমি তো ভেবেছিলাম তুমি ডনের সঙ্গে ছুটি কাটাতে যাচ্ছো?"

কাঁধ ঝাঁকিয়ে কার্লো বললো, "মাইক আমাকে দিন দুই থেকে যেতে বলেছে। আমাকে কি একটা কাজ দেবে।"

রকো ল্যাম্পনি বললো, "হ্যা, আমাকেও। তারপর বললো ফটকের ওপর নজর রাখতে। চুলায় যাক , মুনিব যা হুকুম করে।" রকোর ভাব দেখে মনে হলো ওর মতে বাপের সঙ্গে মাইকেলের তুলনা হয় না; একটু যেন নিন্দাসূচক কথার সুর।

কার্লো সে সুরটাকে উপেক্ষা ক'রে বললো, "মাইক ঠিকই জানে সে কি করছে।" তিরস্কারটাকে রকো নীরবে গ্রহণ করলো। কার্লো তার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আবার বাড়িতে গিয়ে ঢুকলো। একটা কিছু ঘটবে ঠিকই, তবে রকো সে বিষয়ে কিছু জানে না।

মাইকেল তার বসার ঘরের জানালার সামনে দাঁড়িয়ে কার্লোকে প্রাঙ্গণে বেড়াতে দেখেছিলো। হেগেন তাকে একটা পানীয় এনে দিলো, কড়া ব্র্যাণ্ডি। কৃতজ্ঞচিত্তে মাইকেল গ্লাসে চুমুক দিতে

লাগলো। পেছন থেকে কোমল কণ্ঠে হেগেন বললো, "মাইক, এবার কাজ শুরু করো। সময় হয়েছে।"

দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে মাইকেল বললো, "এতো শীগগির না হলে ভালো হতো। বাবা আরো কিছু দিন বাঁচলে ভালো হতো।"

হেগেন বললো, "কোনো গোলমাল হবে না। আমি যখন টের পাইনি, অন্য কেউও পায়নি। তুমি চমৎকার পরিকল্পনা করেছো।"

জানালা থেকে সরে এলো মাইকেল, "বেশির ভাগটা বাবাই ক'রে গিয়েছেন। ওঁনার যে কতো বুদ্ধি আমি আগে বুঝতাম না। তবে তুমি নিশ্চয়ই সে কথা জানো।"

হেগেন বললো, "তার মতো কেউ হয় না। এটাও কিন্তু চমৎকার। এর চাইতে ভালো কিছু হতে পারতো না। কাজেই তুমিও মন্দ নও।"

মাইকেল বললো, "দেখা যাক কি হয়। ক্লেমেন্‌জা, টেসিও প্রাঙ্গণে আছে?"

হেগেন মাথা দুলিয়ে জানালো, আছে। মাইকেল গ্লাসের ব্র্যাণ্ডিটুকু শেষ ক'রে বললো, "ক্লেমেন্‌জাকে পাঠিয়ে দাও। আমি নিজে তাকে নির্দেশ দেবো। টেসিওকে আমি দেখতেও চাই না। তাকে শুধু বলে রাখো আধ ঘন্টা পর তাকে নিয়ে বার্জিনির সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যাবো। তারপর ক্লেমেন্‌জার লোকেরা ওর ভার নেবে।"

উদাস কণ্ঠে হেগেন বললো, "ওকে মাফ করার উপায় নেই?"

মাইকেল বললো, "কোনো উপায় নেই।"

এই রাজ্যের মধ্যে বাফেলো শহরের ছোট একটা রাস্তায় একটা ছোট পিজা-পাইয়ের দোকানে ভালো ব্যবসা চলছিলো। লাঞ্চের সময়টা পার হয়ে যেতেই, খদ্দেরের ভিড়ও কমে এলো। যে লোকটা খাবার বিক্রি করছিলো সে তখন গোল ট্রের বাকি কয়েক স্লাইস পাই ইঁট বাঁধানো প্রকাণ্ড ওভেনের ওপরের তাকে তুলে দিলো। ওভেনের মধ্যে আরেকটা পাই বেক হচ্ছিলো, লোকটা সেটা একবার দেখে নিলো। তখনো চিজ্‌টা ফুটতে আরম্ভ করেনি। যে কাউন্টার থেকে রাস্তার লোকরা খাবার কিনতো সেদিকে ফিরেই লোকটা দেখে একজন কম-বয়সী জবরদস্ত চেহারার লোক সেখানে দাঁড়িয়ে আছে। সে লোকটা বললো, "আমাকে এক স্লাইস দাও।"

দোকানি কাঠের খুন্তি দিয়ে এক স্লাইস ঠাণ্ডা পাই তুলে ওভেনের মধ্যে গরম করতে দিলো। খদ্দেরটি রাস্তায় অপেক্ষা না ক'রে ভেতরে এসে পাই নেবে স্থির করলো। দোকানে আর লোক ছিলো না। দোকানি ওভেনের দরজা খুলে গরম স্লাইসটা বের ক'রে একটা কাগজের প্লেটে ক'রে খদ্দেরকে দিলো। সে কিন্তু পাইয়ের দাম না দিয়ে দোকানির দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইলো।

তারপর সে বললো, "শুনলাম তোমার বুকে একটা উল্কি আছে। তোমার শার্টের গলা দিয়ে তার ওপর দিকটা দেখা যাচ্ছে, বাকিটা দেখতে দেবে নাকি?"

দোকানি জমে বরফ। যেন পক্ষাঘাত হয়েছে। খদ্দের বললো, "শার্ট খোলো।"

দোকানি মাথা নেড়ে বিদেশী টান দিয়ে বললো, "আমার উল্কি নেই। রাতে যে লোকটা কাজ করে তার আছে।"

খদ্দের হাসলো। বিশ্রী হাসি, কর্কশ, জোর করা হাসি। সে বললো, "এসো, এসো, শার্ট খোলো, দেখতে দাও।"

দোকানি পিছু হটতে লাগলো, তার মতলব প্রকাণ্ড ওভেনের পেছনে আশ্রয় নেবে। কিন্তু খদ্দের কাউন্টারের ওপরে হাত ওঠালো, হাতে একটা বন্দুক। খদ্দের গুলি করলো। গুলিটা দোকানির বুকে লাগতেই সে ওভেনের ওপর আছড়ে পড়লো। খদ্দের আবার গুলি করলো, দোকানি মাটিতে পড়ে গেলো। খদ্দের কাউন্টারের কোনা ঘুরে এদিকে এসে হাত বাড়িয়ে, শার্টের বোতামগুলো খুলে ফেললো। রক্তাক্ত বুকটা, তবু নক্সাটা দেখা যাচ্ছিলো, প্রেমিক যুগল জড়া-জড়ি ক'রে আছে, একটা ছুরি দু'জনের গায়ে বিঁধে রয়েছে। দোকানি ক্ষীণভাবে একটা হাত তুলে যেন আত্মরক্ষা করতে চাইছিলো। বন্দুকধারী বললো, "ফ্রাবিজিও, মাইকেল কর্লিয়নি শুভেচ্ছা জানিয়েছে।" এবার হাত বাড়িয়ে লোকটা দোকানির মাথার খুলি থেকে কয়েক ইঞ্চি দূরে বন্দুক-ধরে আরেকবার ট্রিগার টিপলো। তারপর সে হেঁটে দোকান থেকে বেরিয়ে চলে গেলো। ফুটপাথের পাশেই দরজা খুলে ওর জন্য একটা গাড়ি অপেক্ষা করছিলো। ও লাফিয়ে গাড়িতে চড়তেই, সেটা দ্রুত অদৃশ্য হয়ে গেলো।

গেটের পাশে একটা টেলিফোন বসানো ছিলো, সেটা বাজতেই রকো ল্যাম্পনি ধরলো। একজন কাউকে বলতে শুনলো, "তোমার প্যাকেজ তৈরি।" সঙ্গে সঙ্গে কট্ ক'রে ফোন কেটে গেলো। রকো গাড়িতে চেপে প্রাঙ্গণ থেকে বেরিয়ে পড়লো। সে জোন্স্ বীচ কজ্ওয়ে পার হয়ে গেলো, এই সেতুর ওপরেই সনি কর্লিয়নিকে হত্যা করা হয়েছিলো। রকো ওয়ান্টাগ্ রেল স্টেশন পর্যন্ত গিয়ে সেখানে নিজের গাড়ি পার্ক করলো। ওর জন্য আরেকটা গাড়ি অপেক্ষা করছিলো, তার মধ্যে দু'জন লোক ছিলো। সেখান থেকে দশ মিনিটের পথ, সান্‌রাইজ হাইওয়েতে একটা মোটেলে পৌঁছে ওরা ভেতর উঠানে গাড়ি রাখলো। অন্য লোক দুটিকে গাড়িতেই রেখে রকো ল্যাম্পনি, সুইস পাহাড়ের বাগানবাড়ির মতো দেখতে একটা বাংলোর কাছে গেলো। একটা লাথি মেরে দরজা খুলে লাফ দিয়ে রকো ভেতরে ঢুকে পড়লো।

সত্তর বছরের বুড়ো ফিলিপ টাটাগ্লিয়া, ছোট বাচ্চার মতো উদাম হ'য়ে একটা খাটের পাশে দাঁড়িয়ে ছিলো; খাটে একটি অল্পবয়সী মেয়ে শুয়ে ছিলো। ফিলিপ টাটাগ্লিয়ার মাথাভরা ঘন কালো চুল, কিন্তু গায়ের লোম পাকা। শরীরটা পাখির মতো নরম, গোলগাল। রকো তার গায়ে চারটা গুলি করলো, সবগুলো পেটের ওপর। তারপরেই ফিরে এক দৌড়ে গিয়ে গাড়িতে উঠলো। সেই লোক দু'জন ওকে ওয়ান্টাগ্ রেল স্টেশনে নামিয়ে দিয়ে গেলো। ও সেখান থেকে নিজের গাড়ি নিয়ে একেবারে প্রাঙ্গণে গিয়ে হাজির হলো। এক মিনিটের জন্য ভেতরে গিয়ে মাইকেল কর্লিয়নির সঙ্গে দেখা ক'রে রকো আবার ফটকের কাছে নিজের জায়গা নিলো।

নিজের বাসা-বাড়িতে একলা বসে অ্যালবার্ট নেরি তার ইউনিফর্ম সাফ করা শেষ করলো। তারপর ধীরে ধীরে পোশাকটা পরলো, প্যান্ট, শার্ট, টাই, কোট, হল্‌স্টার, বন্দুক ঝোলাবার বেল্ট। পুলিশের চাকরি যাবার সময় নেরি তার বন্দুক জমা দিয়েছিলো, কিন্তু কোথাও কোনো অসতর্কতার ফলে ওর ব্যাজ্‌টা কেউ নেয়নি। ক্লেমেন্‌জা ওকে নতুন একটা পয়েন্ট ৩৮

স্পেশাল দিয়েছিলো, সেটা কোত্থেকে এসেছে ধরার কোনো সূত্র ছিলো না। নেরি বন্দুকটা খুলে, তেল দিয়ে ঘোড়া পরখ করে, আবার জোড়া দিয়ে ঘোড়া টিপে দেখলো। তারপর গুলিগুলো ভরে, যাবার জন্য তৈরি হলো।

একটা পুরু কাগজের খামে পুলিশের টুপিটা ভরে, একটা সাধারণ ওভারকোট গায়ে দিয়ে ইউনিফর্মটা গোপন করলো। তার পর ঘড়ি দেখলো। ওকে নিতে নিচে গাড়ি আসতে তখনো পনেরো মিনিট বাকি। সেই পনেরো মিনিট আয়নায় নিজের চেহারা পর্যবেক্ষণ করে নেরি কাটিয়ে দিলো। এ নিয়ে কোনো কথা উঠতে পারে না। ওকে সত্যিকার পুলিশের লোক বলেই মনে হচ্ছিলো।

গাড়িটা নিচে অপেক্ষা করছে, সামনের সিটে রকো ল্যাম্পনির দু'জন লোক বসে আছে। নেরিদের এলাকা ছেড়ে গাড়িটা শহরের পথ ধরতেই নেরি ওভারকোট খুলে গাড়ির মধ্যে পায়ের কাছে ফেলে কাগজের থলে ছিঁড়ে পুলিশ-অফিসারের টুপিটা বের করে মাথায় দিলো।

ফিফ্‌টি ফিফ্‌থ স্ট্রট আর ফিফ্‌থ অ্যাভেনুতে পৌঁছে গাড়িটা থামলো ফুটপাথের পাশে। নেরি নেমেই ফিফ্‌থ্‌ অ্যাভেনু ধরে হাঁটতে শুরু করলে তার মনে একটা অদ্ভুত ভাব এলো, ঠিক যেন আবার উর্দিপরা পুলিশম্যান হয়ে গেছে, আগে যেমন রাস্তায় টহল দিয়েছে, তেমনি আবার দিচ্ছে। চারদিকে খুব ভিড়। শহরের দিকে এগিয়ে চললো নেরি যতোক্ষণ না রকফেলার সেন্টারের সামনে পৌঁছালো সেন্ট প্যাট্রিকের বড় গির্জার উল্টো দিকে। ও যে লিমুজিন গাড়িটাকে খুঁজছিলো সেটাকে ফিফ্‌থ্‌ অ্যাভেনিউয়ের এ পাশেই দেখতে পেলো। এক সারি লাল রঙের 'নো পার্কিং' আর 'নো স্ট্যান্ডিং' নোটিশের মাঝখানে একা গাড়িটা দাঁড়িয়ে ছিলো। নেরি তার চলার বেগ কমালো। বড় বেশি আগে এসে পড়েছিলো। থেমে 'সমনে'র বইতে কি যেন লিখে, আবার হেঁটে চললো। নেরি লিমুজিনটার পাশে এসে পৌঁছালো। লাঠি দিয়ে গাড়িটার ফেণ্ডারে টোকা দিতেই চালক অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখলো। নেরি লাঠি দিয়ে 'নো স্ট্যাণ্ডিং' নোটিশটা দেখিয়ে, ইশারা করে চালককে বললো গাড়ি সরাতে। চালক মাথা ঘুরিয়ে নিলো।

নেরি তখন রাস্তায় নেমে চালকের পাশে খোলা জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। চালককে দেখে গুণ্ডাপ্রকৃতির মনে হলো, এ-রকম লোকদেরই নেরি ট্রিট করতে ভালোবাসতো। ইচ্ছাকৃতভাবে অপমান ক'রে নেরি তাকে বললো, "টিকেট দেবো নাকি নিজে থেকেই সরবে?"

চালক নির্বিকারভাবে বললো, "তোমার থানায় গিয়ে ব্যাপারটা জেনে এসো। আমাকে না হয় টিকেটটা দিয়ে দাও, যদি ইচ্ছা হয়।"

নেরি বললো, "এখান থেকে সরো নয়তো গাড়ি থেকে টেনে নামিয়ে পিঠ ভেঙে দেবো।"

যেন জাদুবলে চালকের হাতে ছোট্ট চারকোনা ক'রে ভাঁজ করা একটা এক ডলারের নোট দেখা দিলো, এক হাতে সে নেরির কোটের পকেটে গুঁজে দেবার চেষ্টা করলে নেরি পিছু হটে, ফুটপাথে উঠে আঙুল বাঁকিয়ে চালককে ডাকলে সে গাড়ি থেকে নেমে এলো।

নেরি বললো, "দেখি তোমার লাইসেন্স আর রেজিস্ট্রেশন।" তার আশা ছিলো গাড়িটা ব্লকটার চারদিকে ঘুরে আসতে বাধ্য করতে পারবে, কিন্তু এখন আর তার জো ছিলো না। চোখের কোণা দিয়ে নেরি দেখতে পেলো তিনজন মোটা বেঁটে-বেঁটে লোক প্লাজা বাড়িটার

সিঁড়ি দিয়ে নেমে পথ দিয়ে এগিয়ে আসছে। স্বয়ং বাজিনি আর তার দুই দেহরক্ষী। তারা মাইকেল কর্লিয়নির সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছিলো। এটুকু দেখতে না দেখতে, একজন দেহরক্ষী এগিয়ে এলো বাজিনির গাড়ি নিয়ে আবার কি গণ্ডগোল হলো তাই দেখতে।

সে এসে ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করলো, "কি হলো?"

ড্রাইভার সংক্ষেপে বললো, "টিকিট পাচ্ছি, কিচ্ছু ভাববেন না। এ লোকটা বোধহয় থানায় নতুন এসেছে?

ঠিক সেই সময় অন্য দেহরক্ষীটির সঙ্গে বাজিনি এসে পৌঁছালো। হাক্ দিয়ে সে বললো, "কি জ্বালা, আবার কি হলো?"

নেরি 'সমনে'র বইতে লেখা শেষ ক'রে চালকের রেজিস্ট্রেশন আর লাইসেন্স ফিরিয়ে দিলো। তারপর সমনের বইটা হিপ পকেটে ভরে, এক টানে পয়েন্ট ৩৮ স্পেশালটা বের করলো।

অন্য তিনজন লোক যতোক্ষণে তাদের স্তম্ভিত ভাব কাটিয়ে ঝাঁপ দিয়ে আশ্রয় নিলো ততোক্ষণে বাজিনির চওড়া বুকে নেরি তিনটি গুলি ছুঁড়ে দিয়েছিলো। এবং নেরিও ভিড়ের মধ্যে বেমালুম মিলিয়ে গিয়ে মোড় ঘুরে তার অপেক্ষায় থাকা গাড়ির কাছে পৌঁছে গিয়েছিলো। গাড়িটা দ্রুত নাইন্থ্ অ্যাভেনিউ পযর্ন্ত গিয়ে আবার শহরের কেন্দ্রের দিকে ফিরলো। চেল্সি পার্কের কাছে আরেকটা গাড়ি অপেক্ষা করছিলো, নেরি সেটাতে গিয়ে উঠলো, তার আগেই টুপি ত্যাগ করে, কাপড় বদলে ওভারকোটটাকে আবার গায়ে দিয়ে নিয়েছিলো। পুলিশের পোশাক আর বন্দুক আগেরটার গাড়িতেই রইলো। সে গাড়ি সরিয়ে ফেলার ব্যবস্থা করা হয়েছিলো। এক ঘণ্টা বাদে লংবিচে পৌঁছে প্রাঙ্গণে গিয়ে নেরি মাইকেল কর্লিয়নির সঙ্গে কথা বলতে লাগলো।

বুড়ো ডনের বাড়ির রান্না-ঘরে টেসিও কফি খাচ্ছিলো, টম হেগেন তাকে নিতে এলো। হেগেন বললো, "মাইক তোমার জন্য তৈরি। বাজিনিকে ফোন করে বরং রওনা হতে বলে দাও।"

টেসিও দেয়ালে ঝোলানো ফোনটার কাছে গিয়ে নিউইয়র্কে বাজিনির নম্বর ডায়াল করে সংক্ষেপে বললো, "আমরা ব্রুকলিন যাবো ব'লে রওনা হচ্ছি।" ফোন ঝুলিয়ে রেখে হেগেনের দিকে ফিরে হাসলো টেসিও। "আশা করি আজ রাতে মাইক আমাদের ভালো বন্দোবস্ত করবে।"

হেগেন গম্ভীর মুখে বললো, "তা করবে নিশ্চয়।" এই ব'লে টেসিওর সঙ্গে রান্না-ঘর থেকে বেরিয়ে প্রাঙ্গণের ভেতর দিয়ে মাইকেলের বাড়ির দিকে গেলো। দরজার কাছে দেহরক্ষীদের একজন ওদের থামিয়ে বললো, "বস্ বলেছেন তিনি আলাদা গাড়িতে যাবেন। আপনারা দু'জন এগিয়ে যান।"

ভ্রু কুচ্কে টেসিও হেগেনের দিকে ফিরে বললো, "কি মুশকিল, তা করলে চলবে কেন? আমার সব ব্যবস্থা তাহলে পণ্ড হয়ে যাবে যে।"

ঠিক সেই সময়ে আরো তিনজন দেহরক্ষী ওদের চারদিকে দেখা দিলো। নরম গলায় হেগেন বললো, "আমিও তোমার সঙ্গে যেতে পারবো না, টেসিও।"

বেজিমুখের ক্যাপোরেজিমি নিমেষের মধ্যে এক ঝলকেই সব বুঝে গেলো। এবং সব মেনে নিলো। এক মুহূর্তের জন্য শরীর দুর্বল হয়ে গিয়েছিলো, তারপরেই সামলে নিয়ে হেগেনকে বললো, "মাইককে বোলো এ-সবই ব্যবসার খাতিরে, ওকে আমার বরাবরই ভালো লাগে!"

হেগেন মাথা দুলিয়ে বললো, "সে-কথা ও জানে।"

এক মুহূর্ত থেমে আস্তে আস্তে টেসিও বললো, "টম, আমাকে রেহাই দিতে পারো না? অনেক দিনের সম্বন্ধ।"

হেগেন মাথা নেড়ে বললো, "না, পারি না।"

দেখলো দেহরক্ষীরা টেসিওকে ঘিরে ফেলে অন্য আরেকটা গাড়িতে নিয়ে গেলো। একটু গা-বমি করছিলো ওর। টেসিও ছিলো কর্লিয়নি পরিবারের শ্রেষ্ঠ সৈনিক। লুকা ব্রাসি ছাড়া, ওর ওপরই বুড়ো ডন সব চাইতে বেশী নির্ভর করতেন। খুবই দু:খের বিষয় যে এতো বুদ্ধিমান লোক হয়েও টেসিও এতো বয়সে এমন মারাত্মক একটা ভুল ক'রে বসলো।

কার্লো রিট্‌সি তখনো মাইকেলের সঙ্গে দেখা করার জন্য অপেক্ষা করছিলো। এতো লোকের আসা-যাওয়া দেখে ওর কেমন ভয় ধরে যাচ্ছিলো। বোঝাই যাচ্ছিলো যে একটা বড় ধরনের কিছু ঘটতে যাচ্ছে, যা থেকে সম্ভবত: ওকে বাদ দেয়া হবে। অসহিষ্ণুভাবে ও মাইকেলকে ফোন করলো। দেহরক্ষীদের একজন ধরলো, অন্দরে মাইকেলকে ডাকতে গেলো। সে ফিরে এসে বললো মাইকেল কার্লোকে চুপ ক'রে বসে থাকতে বলেছে, শীগগিরই মাইকেল তার বক্তব্য জানাবে।

কার্লো তার রক্ষিতাকে আবার ফোন ক'রে আশ্বাস দিলো ওকে একটু দেরিতে সাপার খেতে নিয়ে যাবে আর ওর কাছে রাত কাটাবে। মাইকেল বলেছে শীঘ্রই ডাকবে, যে-কাজ ওকে দেবে সেটা সারতে নিশ্চয়ই দুই-এক ঘণ্টার বেশি লাগবে না। তারপর ওয়েস্টবারি যেতে চল্লিশ মিনিট। কার্লো কথা দিলো ওর কাছে যাবে, তারপর ওর রাগ ভাঙাবার জন্য আরো কিছু মিষ্টি কথাও বললো। তারপর ফোন নামিয়ে ঠিক করলো এখনই ভালো কাপড়চোপড় পরে তৈরি হয়ে থাকবে, যাতে পরে সময় নষ্ট করতে না হয়। সবে একটা পরিষ্কার শার্ট গায়ে দিয়েছে, এমন সময় দরজায় টোকা পড়লো। কার্লো মনকে বোঝালো মাইক নিশ্চয় ফোন করার চেষ্টা ক'রে এন্‌গেজ্‌ড্‌ পেয়ে ওকে ডাকতে লোক পাঠিয়েছে। দরজার কাছে গিয়ে দরজা খুলে দিলো কার্লো। ভীষণ আতঙ্কে ওর সমস্ত দেহ দুর্বল হয়ে গেলো। দরজার বাইরে মাইকেল কর্লিয়নি দাঁড়িয়ে ছিলো, তার মুখে ছিলো মৃত্যুর ছাপ, স্বপ্নে কার্লো সে-মুখ বহুবার দেখেছে।

মাইকেল কর্লিয়নির পেছনে হেগেন আর রকো ল্যাম্পনি দাঁড়িয়ে ছিলো। সবার গম্ভীর মুখ, যেন প্রবল অনিচ্ছা সত্ত্বেও কোনো বন্ধুকে দু:সংবাদ দিতে এসেছে। তিনজনে বাড়ির মধ্যে ঢুকলো, কার্লো তাদের বসার ঘরে নিয়ে গেলো। প্রথম ধাক্কাটা ততোক্ষণে সে সামলে নিয়েছিলো, ভাবছিলো এ স্নায়ুর দুর্বলতা ছাড়া আর কিছু নয়। মাইকেলের কথা শুনে বাস্তবিক সে অসুস্থ বোধ করতে লাগলো, গা গুলিয়ে উঠলো।

মাইকেল বললো, “সান্তিনোর জন্য তোমাকে জবাব দিতে হবে।”

কার্লো কোনো উত্তর দিলো না, ভাব দেখালো যেন কিছু বুঝতেই পারছে না।'হেগেন আর ল্যাম্পনি দু'দিকের দুই দেয়ালের কাছে সরে গিয়েছিলো। কার্লো আর মাইকেল মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রইলো।

ভাবশূন্য কণ্ঠে মাইকেল বললো, “তুমি সনিকে বাজিনির লোকদের হাতে তুলে দিয়েছিলে। সে রাতে আমার বোনের সঙ্গে যে প্রহসন করেছিলে, তুমি কি বাজিনির কথায় সত্যি ভেবেছিলে যে কর্লিয়নিদের চোখে ধুলা দিতে পারবে?”

কার্লোর আর কোনো মর্যাদা, কোনো আত্মসম্মান বাকি রইলো না। মর্মান্তিক ভয়ে সে বলে উঠলো, আমি সত্যি বলছি আমি নির্দোষ। আমার ছেলে-মেয়ের কসম খেয়ে বলছি; আমার কোনো দোষ নেই। মাইক, আমাকে এমন করো না, মাইক।”

মাইকেল শান্তভাবে বললো, “বাজিনি মরে গেছে। ফিলিপ টাটাগ্লিয়াও গেছে। আজ রাতেই আমি কর্লিয়নি পরিবারের সব হিসাব-নিকাশ করতে চাই। কাজেই বলো না যে তুমি নির্দোষ। যা করেছিলে সেটা স্বীকার করাই তোমার পক্ষে ভালো।”

হেগেন আর ল্যাম্পনি আশ্চর্য হ'য়ে মাইকেলের দিকে চেয়ে রইলো। ওদের দু'জনেরই মনে হচ্ছিলো এখনো মাইকেল তার বাবার মতো হয়ে উঠতে পারলো না। এই বিশ্বাসঘাতকটাকে দিয়ে তার অপরাধ স্বীকার করানো কিসের জন্য? এ ধরনের ব্যাপারের যতোটা প্রমাণ সম্ভব সে তো হয়েই গেছে। উত্তর অবশ্য প্রকট। এখনো মাইকেলের মনে নিজের অধিকার সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠছে, এখনো তার অন্যায় ক'রে ফেলার ভয়, মনের মধ্যে এখনো যে এককণা সন্দেহ রয়েছে, একমাত্র কার্লো রিট্সির স্বীকারোক্তি সেটাকে দূর করতে পারে, এখনো মাইকেল তাই নিয়ে চিন্তা করছে।

তবু কোনো উত্তর নেই। প্রায় সদয় কণ্ঠে মাইকেল বললো, “অতো ভয় কিসের? তুমি কি ভেবেছো আমি আমার বোনকে বিধবা করবো? ভাগ্নেদের পিতৃহারা করবো? হাজার হোক, আমি না তোমার একটা ছেলের গড ফাদার? না, তোমার শাস্তি হবে কর্লিয়নি পরিবারে কোনো কাজ আর তোমাকে করতে দেয়া হবে না। তোমাকে প্লেনে ক'রে ভেগাসে তোমার স্ত্রী আর ছেলে-মেয়ের কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছি, তুমি সেখানেই থেকে যাবে। কনি একটা মাসোহারা পাবে। ব্যস্, এই পর্যন্ত। তাই বলে আর বলো না তুমি নির্দোষ। ওতে আমার বুদ্ধির অপমান করা হয়। আমাকে চটিও না। কে তোমার কাছে প্রস্তাব নিয়ে এসেছিলো, টাটাগ্লিয়া না বাজিনি?”

প্রাণের আকুল আশায়, তাকে মেরে ফেলা হবে না শুনে মধুর স্বস্তির ধারায় ডুবে গিয়ে, কার্লো ফিস্‌ফিস ক'রে বললো, “বাজিনি।”

মাইকেল আস্তে আস্তে বললো, “ভালো কথা।” তারপর ডান হাত দিয়ে ইশারা করে বললো, “এখন তবে যাও। তোমাকে এয়ারপোর্টে নিয়ে যাবার জন্য গাড়ি অপেক্ষা করছে।”

দরজা দিয়ে কার্লো সবার আগে বেরিয়ে গেলো, ওর প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বাকি তিনজন লোকও বেরিয়ে এলো। ততোক্ষণে রাত হয়ে গিয়েছিলো, কিন্তু অন্যান্য দিনের মতো প্রাঙ্গণ ফ্লাড লাইটের আলোয় আলোকিত। একটা গাড়ি এসে দাঁড়ালো। কার্লো দেখলো ওর নিজেরই গাড়ি। চালককে চিনতে পারলো না। পেছনের সীটের অন্য পাশে কেউ একজন

বসেছিলো। সামনের দরজা খুলে ল্যাম্পনি কার্লোকে গাড়িতে উঠতে বললো। মাইকেল বললো, "তোমার স্ত্রীকে টেলিফোন ক'রে বলে দিচ্ছি যে তুমি রওনা হয়ে গেছো।" কার্লো গাড়িতে উঠলো। ওর রেশমী শার্টটা ঘামে ভিজে গিয়েছিলো।

গাড়িটা রওনা হয়ে সবেগে গেটের দিকে চললো। পেছনের লোকটা চেনা কেউ কিনা দেখার জন্য কার্লো মাথা ঘোরাতেই, ক্রেমেন্‌জা কার্লো রিট্‌সির গলায়, ছোট মেয়েরা যেমন দক্ষভাবে, পরিপাটি ক'রে বেড়ালের বাচ্চার গলায় রেশমী ফিতা পরিয়ে দেয়, তেমনি ক'রে ফাঁস পরিয়ে দিলো। সজোরে দড়িতে ক্রেমেন্‌জা টান দিলো, মসৃণ দড়ি কার্লোর গলায় দেবে গিয়ে তার দম বন্ধ করে দিলো। ছিপের দড়ির আগায় মাছের মতো কার্লো রিট্‌সির শরীরটা শূন্যে লাফিয়ে উঠলো, কিন্তু ক্রেমেন্‌জা দড়িটাকে শক্ত করে ধরে, ফাঁসটাকে আরো কষে আনলো, যতোক্ষণ না শরীরটা নেতিয়ে পড়লো। নিশ্চিন্ত হবার জন্য সে আরো কিছুক্ষণ ফাঁসটাকে এঁটে ধরে রাখলো, তারপর সেটাকে ঢিলে ক'রে খুলে এনে পকেটে ভরে রাখলো। কার্লোর দেহ দরজার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়লো, ক্রেমেন্‌জা ঠেস দিয়ে একটু জিরিয়ে নিলো।

এবার কর্লিয়নি পরিবারের জয়-জয়কার। ঐ চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে ক্রেমেন্‌জা আর ল্যাম্পনি তাদের দল-বলকে ছেড়ে দিয়েছিলো; তারা কর্লিয়নি এলাকার মধ্যে অনুপ্রবেশকারীদের উপযুক্ত সাজা দিয়েছিলো। নেরিকে টেসিওর দলের ভার নিতে পাঠানো হয়েছিলো। বাজিনির বুকমেকারদের ব্যবসা গ্রাস করা হয়েছিলো; ওদের সব চাইতে উচ্চপদস্থ দুই জোর-জবরদস্তওয়ালা মালবেরি স্ট্রীটের একটা ইতালিয় রেস্তোরাঁতে ডিনার খেয়ে, নিশ্চিন্তমনে কাঠি দিয়ে দাঁত খুঁটছিলো, এমন সময় কে বা কারা এসে তাদের গুলি ক'রে মেরে ফেলেছিলো, ঘোড়-দৌড়ের মাঠের এক কুখ্যাত দুস্কৃতকারী অনেক টাকা জিতে বাড়ি ফিরছিলো, সে-ও মারা পড়েছিলো। জাহাজঘাটার দু'জন সব চাইতে ওস্তাদ মহাজনও বেমালুম অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিলো; অনেক মাস বাদে নিউ জার্সির জলাভূমিতে তাদের পাওয়া গিয়েছিলো।

ঐ একটি মাত্র হিংস্র আক্রমণের সাহায্যে মাইকেল কর্লিয়নি সম্মান অর্জন করেছিলো এবং কর্লিয়নি পরিবারকে পুণরায় আগের মতো নিউইয়র্কে সিসিলিয় পরিবারের শীর্ষস্থানে প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছিলো। সে এতো সম্মান পেয়েছিলো শুধু তার অত্যাশ্চর্য কর্মকৌশলের জন্য নয়, সেই সঙ্গে বাজিনি ও টাটাগ্লিয়া পরিবারের সব চাইতে সেরা ক্যাপোরেজিমিরা সবাই ওর দলে চলে এসেছিলো বলে।

মাইকেল কর্লিয়নির জয়োল্লাস পরিপূর্ণ হ'য়ে উঠতো যদি তারমধ্যে একটি খুঁত না থাকতো। ওর ছোট বোন কনি হিস্টিরিয়ার প্রকাশ দেখিয়েছিলো।

ছেলে-মেয়েদের ভেগাসে রেখে কনি তার মায়ের সঙ্গে প্লেনে ক'রে ফিরে এসেছিলো। লিমুজিনটা প্রাঙ্গণে এসে ঢোকা পর্যন্ত কোনো রকমে কনি তার বৈধব্যের শোকোচ্ছ্বাস দমন ক'রে রেখেছিলো। তারপর, ওর মা ওকে ঠেকাবার আগেই ছুটে মাইকেল কর্লিয়নির বাড়ি চলে গিয়েছিলো। দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকে দেখে বসার ঘরে মাইকেল আর কে। কে ওর দিকে এগিয়ে এসেছিলো, বুকে জড়িয়ে ধরে ননদকে সান্ত্বনা দেবে মনে করে, কিন্তু হঠাৎ থেমে গিয়েছিলো। কনি তার ভাইকে দেখেই চিৎকার ক'রে অভিশাপ আর অভিযোগ ঝাড়তে

শুরু করে দিয়েছিলো। "হতচছাড়া হারামজাদা। তুমি আমার স্বামীকে খুন করেছো। বাবা মরা পর্যন্ত অপেক্ষা ক'রে ছিলে, তারপর আর তোমাকে ঠেকায় কে! ওকে মেরে ফেললে! ফেললে তো মেরে! সনির মৃত্যুর জন্য তুমি ওকে দোষী মনে করতে, বরাবরই তাই করতে, সবাই করতো। কিন্তু আমার কথা একবারও ভাবলে না। আমার জন্য কোনো দিনই তোমার কিছু এসে যায় না। এখন আমি কি করি, বলো, আমি কি করি?" চেঁচিয়ে বিলাপ শুরু করলো কনি। মাইকেলের দেহরক্ষীদের দু'জন এগিয়ে কনির পেছনে দাঁড়িয়েছিলো, মাইকেলের হুকুমের অপেক্ষায়। সে কিন্তু নির্বিকারভাবে দাঁড়িয়ে বোনের কথা শুনলো।

কে স্তম্ভিত হয়ে বললো, "কনি, তোমার মাথার ঠিক নেই, অমন কথা বোলো না।"

ততোক্ষণে কনির হিস্টিরিয়া সেরে গিয়েছিলো। ওর কণ্ঠস্বরে মর্মান্তিক সুর। ও বললো, "ও আমার সঙ্গে অমন স্নেহশূন্য ব্যবহার কেন করতো ভেবেছো? কার্লোকে কেন প্রাঙ্গণে এনে রেখেছিলো? ও মনে মনে জানতো একদিন আমার স্বামীকে মারবে। বাবা বেঁচে থাকতে সে সাহসে পায়নি। বাবা থাকলে বাধা দিতেন। ও সে-কথা জানতো। তাই অপেক্ষা করে ছিলো। আমাদের চোখে ধুলা দেবার জন্য আমাদের ছেলের গডফাদার হয়েছিলো। হৃদয়হীন পিশাচ্। তুমি ভাবো তোমার স্বামীকে খুব চেনো? জানো আমার কার্লোর সঙ্গে আরো ক'জনকে খুন করিয়েছে? একবার খবরের কাগজ পড়ো। বার্জিনি, টাটাগ্লিয়া, আরো কতো কে। আমার ভাই সবাইকে হত্যা করিয়েছে।"

বলতে বলতে কনি আবার হিস্টিরিয়াগ্রস্ত হয়ে মাইকেলের মুখে থুতু দেবার চেষ্টা করলো সে, কিন্তু সব থুতু শুকিয়ে গেছে।

মাইকেল এবার বললো, "ওকে বাড়ি নিয়ে গিয়ে ডাক্তার ডেকে পাঠাও।" রক্ষীরা অমনি কনির হাত ধরে তাকে টেনে বাড়ির বাইরে নিয়ে গেলো।

কে তখনো স্তম্ভিত, ভীত। স্বামীকে বললো, "ও এমন কথা কেন বললো, মাইকেল? ওকথা ও বিশ্বাস করলো কি ক'রে?"

মাইকেল কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললো, "ওর হিস্টিরিয়া হয়েছে।"

কে মাইকেলের চোখের দিকে চেয়ে বললো, "মাইকেল, ওসব কথা সত্যি নয়, বলো, কথা সত্যি নয়।"

ক্লান্তভাবে মাথা নেড়ে মাইকেল বললো, "অবশ্যই সত্যি নয়। আমার কথা বিশ্বাস করো। এই একবারের মতো তোমাকে আমার কাজকর্মের বিষয়ে প্রশ্ন করতে দিচ্ছি, তোমার প্রশ্নের উত্তরও দিচ্ছি। কথাটা সত্যি নয়।" ওর কথায় এর চাইতে বেশি আশ্বাস কখনো প্রকাশ পায় নি। সোজা কে'র চোখের দিকে চেয়ে কথাগুলো বললো মাইকেল। ওদের দু'জনের বিবাহিত জীবনে পরস্পরের মধ্যে যে বিশ্বাসের বন্ধন ওরা গড়ে তুলেছিলো তার সবটুকুকে পণ ক'রে মাইকেল কে'কে ওর কথা বিশ্বাস করার চেষ্টা করলো। আর কে'র মনে কোনো সন্দেহের ছায়া রইলো না, মনোক্ষুণ্ন হয়ে ওর দিকে চেয়ে হাসলো কে, বাহুবন্ধনে এসে একটি চুমু দিলো।

তারপর কে বলেছিলো, "আমাদের দু'জনেরই একটু পানীয়ের প্রয়োজন।" বরফ আনতে রান্না-ঘরে গিয়েছিলো সে, সেখান থেকে শুনতে পেলো সদর দরজা খোলার শব্দ। রান্না-ঘর থেকে বেরিয়ে এসে দেহরক্ষীদের সঙ্গে ক্লেমেন্জা, নেরি আর রকো ল্যাম্পনিকে

ভেতরে আসতে দেখলো কে। মাইকেল ওর দিকে পিঠ ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলো, কিন্তু কে একটু সরে দাঁড়ালো যাতে তাকে পাশ থেকে দেখতে পায়। ঠিক সেই মুহূর্তে ক্লেমেন্‌জা ওর স্বামীকে বিধিমতে উদ্দেশ্য ক'রে বললো, "ডন মাইকেল।"

মাইকেল কিভাবে দাঁড়িয়ে ওদের নতি-স্বীকৃতি গ্রহণ করলো, তাও দেখতে পেলো কে। রোমে দেখা প্রাচীন মূর্তির কথা মনে পড়লো, সেকালের রোমক সম্রাটদের মূর্তি, যাঁরা দৈব অধিকারে অন্য মানুষদের দণ্ডমুণ্ডের অধিকর্তা ছিলেন। কোমরে একটা হাত; পাশ থেকে দেখা মুখটিতে শীতল গর্বিত ক্ষমতার বিকাশ; সহজ, দাম্ভিক দেহের ভঙ্গি, একটি পা অপরটির চাইতে কিঞ্চিৎ পেছনে রাখা, তারই ওপর শরীরের ভার। ক্যাপোরেজিমিরা সামনে দাঁড়িয়ে। সেই মুহূর্তে কে বুঝতে পারলো মাইকেলের বিরুদ্ধে কনি যতো অভিযোগ এনেছিলো, সব সত্যি। রান্না-ঘরে ফিরে গিয়ে কে কাঁদতে লাগলো।

বত্রিশ

কর্লিয়নি পরিবারে রক্তাক্ত জয়লাভ সম্পূর্ণতা পেতে এক বছর সময় লেগেছিলো। সেই এক বছরের মধ্যে অনেক সূক্ষ্ম রাজনৈতিক কারসাজির ফলে মাইকেল কর্লিয়নি যুক্তরাষ্ট্রের সব চাইতে শাক্তিশালী ইতালিয় পরিবারের নেতা বলে স্বীকৃতি পেয়েছিলো। বারো মাস ধরে মাইকেলকে তার লংবিচের প্রাঙ্গণের হেড কোয়ার্টারের আর ভেগাসের বসত বাড়ির মধ্যে সমানভাবে সময় ভাগ করে দিতে হয়েছিলো। কিন্তু বছরের শেষে মাইকেল স্থির করে ফেললো নিউইয়র্কের কারবার তুলে দিয়ে প্রাঙ্গণের বাড়িঘর ও সম্পত্তি বিক্রি করে দেবে। সেই জন্য শেষ একবারের মতো সে তার পরিবারকে পূর্বাঞ্চলে নিয়ে এলো। এক মাস থাকা হবে, ব্যবসা বন্ধ করে দেয়া হবে, কে ওদের ব্যক্তিগত জিনিসপত্র গুছিয়ে বাক্সবন্দী করবে, গৃহস্থালীর সামগ্রী জাহাজে করে যাবে। আরো অনেক রকম ছোট-খাটো কাজও ছিলো।

এখন কর্লিয়নি পরিবার অপ্রতিদ্বন্দ্বী, ক্লেমেন্‌জা তার নিজের পরিবার গড়েছিলো। রকো ল্যাম্পনি কর্লিয়নিদের ক্যাপোরেজিমি। নেভাদায় অ্যালবার্ট নেরি ছিলো কর্লিয়নি পরিবার পরিচালিত হোটেলগুলোর নিরাপত্তা ব্যবস্থার কর্তা। হেগেনও মাইকেলের পশ্চিমাঞ্চলের পরিবারের সদস্য।

কালের সদয় হাত পড়ে পুরনো ব্যথা সেরে যায়। মাইকেলের সঙ্গে কনি কর্লিয়নির ঝগড়া মিটে গিয়েছিলো। সত্যি কথা বলতে কি, মাইকেলের বিরুদ্ধে ঐ সাংঘাতিক অভিযোগ আনবার এক সপ্তাহের মধ্যে কনি ওর কাছে ক্ষমা চেয়েছিলো, কে-কে বলেছিলো ওর কথায় বিন্দুমাত্র সত্য ছিলো না, ওসব সদস্য বিধবার হিস্টিরিয়া ছাড়া কিছু নয়।

অতি সহজেই কনি নতুন স্বামী পেয়ে গিয়েছিলো; এমন কি নিয়ম রক্ষার জন্য নির্ধারিত এক বছরও সে অপেক্ষা করেনি। তার আগেই এক অল্পবয়সী পাত্র ওর দাম্পত্যশয্যায় সঙ্গী হয়েছিলো। লোকটি কর্লিয়নি পরিবাররের সেক্রেটারির কাজ নিয়ে ঢুকে ছিলো। নির্ভরযোগ্য ইতালিয় পরিবারের ছেলে, কিন্তু আমেরিকান শ্রেষ্ঠ বিজ্‌নেস কলেজ থেকে পাস করা। বলা বাহুল্য ডনের বোনের সঙ্গে বিয়ে হওয়াতে তার ভবিষ্যতের জন্যে কোনো চিন্তা রইলো না।

কে অ্যাডাম্‌স্ কর্লিয়নি ক্যাথলিক ধর্মে শিক্ষা আর দীক্ষা নিয়ে তার শ্বশুরবাড়ির সবাইকে

খুশি করেছিলো। কাজেই ওর দুই ছেলেও ক্যাথলিক ধর্মেই মানুষ হচ্ছিলো, যেমন ওদের নিয়ম। মাইকেল এ ব্যবস্থায় খুব সুখি হয়নি। ছেলেরা প্রটেস্টান্ট হলে ও বেশি খুশি হতো, তাতে নাকি আরো গভীরভাবে মার্কিনী হওয়া যায়।

নেভাদায় বাস করতে এতো ভালো লাগছে দেখে কে নিজেই আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলো। এখানকার দৃশ্যপট ওকে মুগ্ধ করতো, উঁচু পাহাড় আর উগ্র লাল পাথরের খাদ, অগ্নিময় মরুভূমি, অপ্রত্যাশিত অপূর্ব প্রাণ শীতল-করা হ্রদ, এমন কি গরমটাকেও ওর ভালো লাগতো। ওর দুই ছেলে নিজেদের ঘোড়ায় চড়ে বেড়াতো। চাকর ছিলো কে-র বাড়িতে, দেহরক্ষী নয়। আর মাইকেল আরো স্বাভাবিক ভাবে জীবন কাটাতো। তার নিজের একটা গৃহ নির্মাণের ব্যবসা ছিলো। ব্যবসায়ীদের ক্লাবের সভ্য হয়েছিলো, আর পৌর সংস্থার সদস্য। প্রকাশ্যভাবে হস্তক্ষেপ না করলেও, রাজনীতি সম্পর্কে তার খুব কৌতূহল ছিলো। বড় ভালো এ জীবন। নিউইয়র্কের বাড়ি তুলে দেয়া হচ্ছিলো ব'লে কে খুব খুশি, এখন থেকে লাস ভেগাসেই ওদের স্থায়ী নিবাস। নিউইয়র্কে আসতে ওর খুব খারাপ লেগেছিলো। তাই এই শেষ বারের মতো এসে যতো তাড়াতাড়ি পারে আর যতোটা দক্ষতার সঙ্গে সম্ভব জিনিসপত্র গুছিয়ে, জাহাজে তুলে এই শেষ দিনটাতে ফিরে যাবার জন্য ওর মনে সে কি আকুলতা, অনেকদিন হাসপাতালে থাকলে বাড়ি যাবার জন্য রুগিদের প্রাণও এই রকম আকুল হয়।

ঐ শেষ দিনটিতে কে অ্যাডাম্স্ কর্লিয়নির ভোরবেলায় ঘুম ভেঙে গিয়েছিলো। প্রাঙ্গণ থেকে ট্রাকের গর্জন কানে এলো। ঐ ট্রাকে ক'রে সব বাড়ি খালি ক'রে আসবাব নিয়ে যাওয়া হবে। দুপুরের পর কর্লিয়নিদের মা সহ সমস্ত কর্লিয়নি পরিবার প্লেনে ক'রে লাস ভেগাসে ফিরে যাবে।

কে যখন গোসলখানা থেকে বেরিয়ে এলো, মাইকেল তখন বালিশে ঠেস্ দিয়ে সিগারেট খাচ্ছিলো। সে বললো, "আচ্ছা, রোজ সকালে তোমার গির্জায় যাবার কি দরকার বলো তো? রোববার যাও আপত্তি নেই, কিন্তু তাই ব'লে সপ্তাহের মধ্যেও কেন? তুমিও দেখছি মায়ের মতো খারাপ হ'য়ে উঠেছো।" অন্ধকারে হাত বাড়িয়ে মাইকেল টেবিলের আলো জ্বালালো।

কে খাটের কিনারায় বসে মোজা পরতে লাগলো। বললো, "জানোই তো দীক্ষা-নেয়া ক্যাথলিকরা কি রকম হয়, ধর্ম জিনিসটাকে ওরা আরো গুরুত্ব দেয়।"

মাইকেল হাত বাড়িয়ে ওর উরুটা ছুঁইলো, ঠিক সেখানে নাইলনের মোজা শেষ হয়ে গেছে, সেখানকার চামড়াটা কোমল, উষ্ণ। কে বললো, "কোরো না। আজ সকালে আমি 'কমিউনিয়ন' নিচ্ছি।"

খাট থেকে উঠে পড়লো কে, মাইকেল বাধা দেবার কোনো চেষ্টা করলো না। সামান্য হেসে সে বললো, "অতো গোঁড়া ক্যাথলিকই যদি হলে, তাহলে ছেলেরা এতো গির্জা ফাঁকি দেয়, কিছু বলো না যে?"

একটু অস্বস্তি বোধ করলো কে, সতর্কও হয়ে গেলো। ওর দিকে এমন দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলো মাইকেল, কে যাকে বলতো 'ডনের চোখ'।

সে বললো, "ওদের গির্জা যাবার সময় পড়ে আছে। বাড়ি ফিরে গিয়ে ওদের আরো নিয়মিত ভাবে পাঠাবো।"

যাবার আগে মাইকেলকে চুমু খেয়ে গেলো কে। বাড়ির বাইরে, এরই মধ্যে বাতাসটা

গরম হয়ে উঠছিলো। পূর্বদিকে গ্রীষ্মের সূর্য উঠছিলো, তার রঙটা লাল। প্রাঙ্গণের গেটের কাছে গাড়ি দাঁড়িয়ে ছিলো, কে সেখানে হেঁটে গেলো। বিধবার কালো পোশাকে ওর শ্বাশুড়ী গাড়ির ভেতরে বসে ওর জন্য অপেক্ষা করছিলেন। এটা একটা প্রাত্যহিক নিয়মে দাঁড়িয়েছিলো, একসঙ্গে ভোরের 'মাস্' অনুষ্ঠানে যাওয়া।

বুড়ি ভদ্রমহিলার কোঁচকানো গালে চুমু খেয়ে, কে চালকের আসন বসলো। সন্দেহ করে শাশুড়ী জিজ্ঞেস করলেন, "ব্রেকফাস্ট খেয়ে এলে নাকি?"

কে বললো, "না।"

শাশুড়ী সন্তুষ্ট হয়ে মাথা দোলালেন। কে একবার ভুলে গিয়েছিলো যে সকালে পবিত্র 'কমিউনিয়ন' নিতে হলে, রাত বারোটার পরে থেকে উপোস থাকতে হয়। সে অনেক দিনের কথা, কিন্তু সেই থেকে শাশুড়ী ওকে সন্দেহর চোখে দেখতেন, তাই রোজ জিজ্ঞেস ক'রে নিতেন। বললেন, "তোমার শরীর ভালো আছে তো?"

কে বললো, "আছে।"

ছোট গির্জাটা ভোরের রোদে কেমন যেন নির্জন বিষণ্ন মনে হতো। জানালার রঙিন কাচের জন্য বাইরের গরম ভেতরে আসতে পারতো না, জায়গাটা বেশ শীতল, বিশ্রাম করার মতো। সাদা পাথরের সিঁড়ি দিয়ে উঠার সময় কে শাশুড়ীকে সাহায্য করলো, তারপর তাকে আগে যেতে দিলো। তিনি বেদীর একেবারে সামনে বসতে ভালোবাসতেন। সিঁড়ির ওপর কে আরেক মিনিট অপেক্ষা করেছিলো। এই শেষ মুহূর্তটিতে সবসময় কেমন একটা অনিচ্ছা আসতো, একটু ভয় হতো।

অবশেষে সেই শীতল অন্ধকারে কে প্রবেশ করলো। আঙুলের আগায় করে আধার থেকে পবিত্র জর্দানের পানি নিয়ে শূন্যে ক্রুশ চিহ্ন আঁকলো কে, ভিজে আঙুল শুকনো ঠোঁটে ছোঁয়ালো। সন্তদের মূর্তির সামনে, ক্রুশে বিদ্ধ জিশুর মূর্তির সামনে মোমবাতির লাল শিখা কাঁপছিলো। নিজের সারিতে গিয়ে বসার আগে কে একবার হাঁটু মুড়লো, তারপর নিজের আসনের সামনে শক্ত কাঠের মেঝেতে হাঁটু গেড়ে অপেক্ষা করতে লাগলো, 'কমিউনিয়ন' নিতে কখন ডাক পড়ে। মাথা নিচু ক'রে ছিলো কে যেন প্রার্থনা করছে, কিন্তু তখনো প্রার্থনার জন্য মনটা তৈরি ছিলো না।

কেমলমাত্র এখানে, এই সব আবছায়া ঘেরা, খিলান দেয়া গির্জাতে কে তার স্বামীর অন্য জীবনটার কথা চিন্তা করতে নিজের মনকে অনুমতি দিতো। এক বছর আগেকার সেই ভয়ঙ্কর রাতের কথা ভাবতো কে, যেদিন মাইকেল ইচ্ছা করে ওদের পরস্পরের প্রতি প্রেম আর বিশ্বাসের সুবিধা নিয়ে ওকে একটা মিথ্যা কথা বিশ্বাস করাবার চেষ্টা করেছিলো : যেমন, নিজের ভগ্নীপতিকে ও হত্যা করায়নি।

ঐ মিথ্যাটার জন্যেই কে মাইকেলকে ছেড়ে চলে গিয়েছিলো। কাজটার জন্য নয়। ছেলেদের নিয়ে সে সোজা নিউ হ্যাম্পশায়ারে বাপের বাড়ি চলে গিয়েছিলো। কাউকে কিছু বলেনি, কি করবে তাও ভালো ক'রে ভেবে দেখেনি। মাইকেল সঙ্গে সঙ্গে অবস্থাটা বুঝে নিয়েছিলো। প্রথম দিন একটা ফোন ক'রে তারপর আর ওকে বিরক্ত করেনি। আরো এক সপ্তাহ কেটে গেলে পরে টম হেগেনকে নিয়ে কে-র বাপের বাড়ির সামনে নিউইয়র্ক থেকে একটা লিমুজিন এসে দাঁড়িয়েছিলো।

টম হেগেনের সঙ্গে ভয়ঙ্কর একটা দুপুর কাটিয়েছিলো কে, ওর জীবনের সব চাইতে ভয়ঙ্কর দুপুর। শহরের বাইরে বনের মধ্যে বেড়াতে গিয়েছিলো ওরা এবং টম হেগেন কিছু ছেড়ে কথা বলে নি।

নিষ্ঠুরভাবে ঠাট্টা-তামাশা করার চেষ্টা করেছিলো কে, সেটা ভুল, ও-রকম ঠাট্টা-তামাশার মেয়ে ছিলো না সে। জিজ্ঞেস করেছিলো, "মাইকেল তোমাকে এখানে পাঠিয়েছে আমাকে ভয় দেখাবার জন্য নাকি? আমি ভাবলাম গাড়ি থেকে বুঝি তোমাদের কয়েকজন বন্দুকধারী ছোকরা নেমে এলে আমাকে ফিরে যেতে বাধ্য করবে।"

হেগেনের সঙ্গে আলাপ হবার পর এই প্রথম তাকে রাগতে দেখলো কে। কর্কশ কণ্ঠে সে বললো, "এটা আবার কি জঘন্য ছেলেমানুষি ঠাট্টা হলো। তোমার মতো মেয়ের কাছ থেকে এ ধরনের কথা আমি আশা করি নি। ভালো কথা শোনো, কে।"

"বেশ, বলো।"

সবুজ ঘাসে ঢাকা পাড়া-গাঁয়ের পথ ধরে ওরা চলেছিলো। শান্তভাবে হেগেন জিজ্ঞেস করেছিলো, "পালিয়ে এলে কেন?"

কে বললো, "কারণ মাইকেল আমাকে মিথ্যা কথা বলেছিলো। কারণ ও যখন কনির ছেলের গডফাদার হয়েছিলো, তখনই আমাকে বোকা বানিয়েছিলো। আমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলো মাইকেল। এমন লোককে আমি ভালোবাসতে পারবো না। এটা আমি সইতে পারবো না। ওকে আমার ছেলেদের বাবার কাজ করতে দিতে পারবো না।"

হেগেন বললো, "কি যে বলছো, তার এক বর্ণও বুঝলাম না। আপাতত: নায্য রাগ দেখিয়ে কে ওর দিকে ফিরে বললো, "বলতে চাইছি, সে ওর ভগ্নীপতিকে মেরে ফেলেছিলো। এ-কথার মানে বুঝতে পারছো তো?" তারপর একটু থেমে কে আরো বললো, "তার ওপর আমাকে মিথ্যা কথা বলেছিলো।"

অনেকক্ষণ ওরা-কোনো কথা না বলে হেঁটে চললো। অবশেষে হেগেন বললো, "ও-কথা যে সত্যি তাই বা কি ক'রে বুঝলে? তবু তর্কের খাতিরে ধরেই নেওয়া যাক যে কথাটা সত্যি। বাস্তবিকই সত্যি, এ-কথা কিন্তু বলছি না। সেটা ভুলো না। কিন্তু তার যে যথার্থ নায্য কারণ ছিলো, যদি এমন কথা বলি? অন্তত: নায্য কারণ থাকা সম্ভব, তাই যদি বলি?"

তাচ্ছিল্যের সঙ্গে ওর দিকে তাকালো কে, "এই প্রথম তোমার ওকালতির দিকটা দেখতে পাচ্ছি, টম। এটা তোমার শ্রেষ্ঠ দিক নয়।

দাঁত বের ক'রে হেগেন হাসলো। বললো, "বেশ, আমার কথার সবটা শোনোই তো। কার্লো যদি সনিকে শত্রুর হাতে ধরিয়ে দিয়ে থাকে? সে রাতে যে কার্লো কনিকে পিটিয়েছিলো, সেটাও যদি একটা ষড়যন্ত্রের অংশ হয়ে থাকে, যাতে সনিকে বাইরে বের করে আনা যায়, যদি বলি ওরা জানতো জোন্‌স্ বীচ সেতুর ওপর দিয়ে সনি যাবে? সনির হত্যায় সাহায্য করার জন্য কার্লো যদি টাকা নিয়ে থাকে? তাহলে কি হবে?"

কে কোনো উত্তর দিলো না। হেগেন বলে চললো, "আর যদি বলি যে ডনের মতো মহাপুরুষ নিজের জামাইকে হত্যা ক'রে ছেলের মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে কিছুতেই নিজেকে রাজি করাতে পারেননি, সেটাই তার কর্তব্য এ-কথা জেনেও? যদি বলি শেষ পর্যন্ত ও দায়িত্ব বইতে না পেরে তিনি মাইকেলকে তার উত্তরাধিকারী করেছিলেন, কারণ তিনি জানতেন মাইকেল তার কাধ থেকে সেই কর্তব্যের, সেই পাপের বোঝা নামিয়ে নেবে?"

কে'র চোখ ভরে পানি এলো। সে বললো, "সব তো চুকে-বুকে গিয়েছিলো। সবাই সুখে ছিলো। কার্লোকে কি ক্ষমা করা যেতো না? যেমন চলছিলো তেমনি সব চলতো, সবাই সব কথা ভুলে যেতে পারতো না?"

মাঠের ওপর দিয়ে একটা গাছের ছায়ায় ঘেরা ছোট নদীর ধারে কে হেগেনকে নিয়ে গিয়েছিলো। ঘাসের ওপর বসে পড়ে, দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললো হেগেন। চারদিকে চেয়ে, আবার একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে হেগেন বললো, "এমন জগতে সেটাও করা যায়।"

কে বললো, "যে মানুষটাকে বিয়ে করেছিলাম, ও আর সে রকম নেই।"

কাষ্ঠ হেসে হেগেন বললো, "তা যদি থাকতো, এতোদিনে ও মরে যেতো। তুমি বিধবা হতে। তোমার আর কোনো সমস্যা থাকতো না।"

জ্বলে উঠেছিলো কে, "ওর আবার কি মানে হলো? শোনো, টম, জীবনে এই একবারের মতো স্পষ্ট কথা বলো দেখি। আমি জানি মাইকেল পারে না, কিন্তু তুমি তো আর সিসিলির ছেলে নও, তুমি একজন মেয়েকে সত্যি কথা বলতে পারো, ঠিক মতো ব্যবহার করতে পারো, আরেকটা মানুষের মতো ভাবতে পারো।"

আবার অনেকক্ষণ চুপচাপ। তারপর হেগেন মাথা নেড়ে বললো, "তুমি মাইককে ভুল বুঝেছো। তোমাকে মিথ্যা কথা বলেছিলো ব'লে তুমি ক্ষুণ্ণ আছো। কিন্তু ও তো তোমাকে আগেই সাবধান করে দিয়েছিলো ব্যবসা সম্পর্কে কিছু জানতে চেয়ো না। ও কার্লোর ছেলের গডফাদার হয়েছিলো বলে চটে গেছো, কিন্তু তুমিই ওকে জোর করিয়ে করিয়েছিলে। আসলে কৌশলের দিক থেকে ওর তাই করাই উচিত হয়েছিলো, যদি কার্লোর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হয়। ওটা একটা প্রাচীন নিয়ম, শত্রুকে আশ্বস্ত করতে হয়।" কঠোর ভাবে হাসলো হেগেন, "যথেষ্ট স্পষ্ট কথা বললাম কি?" কে কিন্তু মাথা নিচু করে রইলো।

হেগেন বলে চললো, "আরো কিছু স্পষ্ট কথা বলছি, শোনো। ডন মারা গেলে, মাইকেলের হত্যার ব্যবস্থা হয়েছিলো। কে'কে সে ব্যবস্থা করেছিলো জানো? টেসিও। কাজেই টেসিওকে মারতে হলো। কার্লোকে মারতে হলো। বিশ্বাসঘাতকতার ক্ষমা নেই। মাইকেল যদি বা ক্ষমা করতে পারতো, বিশ্বাসঘাতকরা কখনো নিজেদের ক্ষমা করতে পারে না, কাজেই ওরা সবসময় একটা বিপদের কারণ হয়ে থাকে। মাইকেল বাস্তবিকই টেসিওকে পছন্দ করতো। বোনকে ও সত্যি ভালোবাসে। কিন্তু টেসিওকে ছেড়ে দিলে মাইকেল তোমার ও তোমার ছেলেদের প্রতি, ওর সমস্ত পরিবারের প্রতি, আমার ও আমার পরিবারের প্রতি, ওর কর্তব্য অবহেলা করতো। ওরা আমাদের সবার আশঙ্কার কারণ হ'য়ে থাকতো, সারা জীবন ধরে।"

কে ওর কথা শুনছিলো আর গাল বেয়ে চোখের অশ্রু ঝরছিলো। "আমাকে এই কথা বলতেই কি মাইকেল তোমাকে পাঠিয়েছে?"

বাস্তবিক অবাক হ'য়ে হেগেন ওর দিকে চেয়ে রইলো। বললো, "না, সে তোমাকে বলতে বলেছে তুমি যা চাও তাই পাবে, যা করতে চাও করবে, যতোদিন ছেলেদের যত্ন করছো।" হাসলো হেগেন, "তোমাকে বলতে বলেছে তুমি ওর ডন। অবশ্য ওটা ঠাট্টার কথা।"

হেগেনের বাহুতে হাত রেখে কে বললো, ঐ সব অন্য কথাগুলো আমাকে বলতে বলেনি?"

একটু ইতস্তত করলো হেগেন, ভাবছে চরম সত্যি কথাটি বলবে কি না। তারপর বললো, "তুমি এখনো বুঝতে পারলে না, তোমাকে আজ যা বলেছি, সেসব যদি মাইকেলকে বলি, তাহলে আর আমাকে বাঁচতে হবে না।" একটু থেমে আরো বললো সে, "এই পৃথিবীতে একমাত্র তোমার আর তোমাদের ছেলেদের ও কোনো ক্ষতি করতে পারে না।"

তারপর দীর্ঘ পাঁচ মিনিট কেটে যাবার পর কে উঠে দাঁড়ালো। বাড়ির দিকে হাটতে লাগলো ওরা। প্রায় যখন পৌছে গেছে, হেগেনকে বললো কে, "রাতের খাওয়ার পর আমাকে আর ছেলেদের তোমার গাড়িতে ক'রে নিউইয়র্কে নিয়ে যেতে পারবে?"

হেগেন বললো, "সেজন্যেই তো এসেছি।"

মাইকেলের কাছে ফিরে আসার এক সপ্তাহ পরে ক্যাথলিক ধর্মে দীক্ষিত হবার জন্য কে একজন পাদ্রীর কাছে শিক্ষা নিতে শুরু করলো।

গির্জার গভীরতম স্থান থেকে অনুতাপ করার ঘন্টা বাজতে লাগলো। যেমন তাকে শেখানো হয়েছিলো, হাত মুঠো ক'রে কে নিজের বুকে আস্তে আঘাত করলো, ঐ হলো অনুতাপের আঘাত।

আবার ঘন্টা বাজতেই, নরম পায়ের শব্দ শোনা গেলো, প্রার্থীরা আসন ছেড়ে দেবীর পাদমূলে রেলিংয়ের কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। আবার হাত মুঠি করে কে নিজের বুকে আঘাত করলো। পাদ্রী ওর সামনে এলেন। পেছন দিকে মাথা হেলিয়ে, মুখ হাঁ করে, কে কাগজের মতো পাতলা 'ওয়েফার' প্রসাদ গ্রহণ করলো। এই মুহূর্তটিই সব চাইতে ভয়াবহ। যতোক্ষণ না ওয়েফারটি গলে যায়, সেটিকে গিলে ফেলা যায়, তারপর কে যা করতে এসেছিলো, সেই কাজ করতে পারবে।

পাপমুক্ত হয়ে দেবতার দাক্ষিণ্য পেয়ে, বেদীমূলে কে মাথা নিচু ক'রে হাত জোড় ক'রে রইলো। শরীরটাকে একটু সরিয়ে নিলো কে, যাতে হাঁটতে কম লাগে।

তারপর মন থেকে নিজের, নিজের সন্তানদের সব চিন্তা, সব রাগ, সব বিদ্রোহ, সব প্রশ্ন দূর করে দিলো সে। তারপর কার্লো রিট্সির হত্যার পর যেমন সে প্রত্যেক দিন করেছিলো, বিশ্বাস করার সুগভীর প্রবল আকাঙ্খা নিয়ে, বিধাতা যেনো তার আকুতি শোনেন এই ভিক্ষা নিয়ে, মাইকেল কর্লিয়নির আত্মার মঙ্গলের জন্য নির্দিষ্ট প্রার্থনাগুলো আবৃত্তি করতে লাগলো কে অ্যাডামস।